تحقيق

مشكوة المصابيح

তাহক্বীক্ব

মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ

(৫ম খণ্ড)

মূল

'আল্লামাহ্ ওয়ালীউদ্দীন আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ আল্ খত্বীব আল্ 'উমারী আত্ তিব্‌রীযী (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি)

তাহক্বীক্ব

'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি)

হাদীস একাডেমী
(শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

Scanned by CamScanner

মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ (পঞ্চম খণ্ড)-এর সূচীপত্র

সূচীপত্র			فهرس
বিষয়	পৃষ্ঠা	صفحة	اَلْمَوْضُوْعُ
পর্ব-২০ : শিকার ও যাবাহ প্রসঙ্গে	১	١	(٢٠) كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	১	١	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	১৭	١٧	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	২৮	٢٨	اَلْفَصْلُ لثَّالِثُ
অধ্যায়-১ : কুকুর সম্পর্কে বর্ণনা	২৯	٢٩	(١) بَابُ ذِكْرِ الْكَلْبِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	২৯	٢٩	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৩২	٣٢	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
অধ্যায়-২ : যেসব প্রাণী খাওয়া হালাল ও হারাম	৩৩	٣٣	(٢) بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৩৩	٣٣	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৪৪	٤٤	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৫২	٥٢	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
পর্ব-২১ : খাদ্য	৬১	٦١	(٢١) كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৬১	٦١	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৮৪	٨٤	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	১০১	١٠١	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

Scanned by CamScanner

অধ্যায়-১ : অতিথি আপ্যায়ন প্রসঙ্গে	১০৪	١٠٤	(١) بَابُ الضِّيَافَةِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	১০৪	١٠٤	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	১০৯	١٠٩	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	১১৪	١١٤	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-২ : নিরুপায়ের খাওয়া সম্পর্কে (ব্যক্তির পক্ষে কখন মৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ হয়)	১১৮	١١٨	(٢) بَابُ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ [فِيْ مَتٰى يَكُوْنُ الْمَرْءُ مُضْطَرًّا لِتَحِلَّ لَهُ الْمَيْتَةُ]
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	১১৮	١١٨	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
অধ্যায়-৩ : পানীয় দ্রব্যের বর্ণনা	১২০	١٢٠	(٣) بَابُ الْأَشْرِبَةِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	১২০	١٢٠	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	১২৭	١٢٧	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	১৩২	١٣٢	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৪ : নাক্বী‘ ও নাবীয সম্পর্কীয় বর্ণনা	১৩২	١٣٢	(٤) بَابُ النَّقِيْعِ وَالْأَنْبِذَةِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	১৩৩	١٣٣	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	১৩৫	١٣٥	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	১৩৬	١٣٦	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৫ : থালা-বাসন ইত্যাদি ঢেকে রাখা প্রসঙ্গে	১৩৭	١٣٧	(٥) بَابُ تَغْطِيَةِ الْأَوَانِيْ وَغَيْرِهَا
প্রথম অনুচ্ছেদ	১৩৭	١٣٧	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	১৪১	١٤١	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

Scanned by CamScanner

পর্ব-২২ : পোশাক-পরিচ্ছদ	১৪৩	١٤٣	(٢٢) كِتَابُ اللِّبَاسِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	১৪৩	١٤٣	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	১৫৭	١٥٧	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	১৮৩	١٨٣	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-১ : আংটির বর্ণনা	১৯৭	١٩٧	(١) بَابُ الْخَاتَمِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	১৯৭	١٩٧	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	২০১	٢٠١	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	২০৭	٢٠٧	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-২ : পাদুকা সম্পর্কীয় বর্ণনা	২০৮	٢٠٨	(٢) بَابُ النِّعَالِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	২০৮	٢٠٨	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	২১১	٢١١	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
অধ্যায়-৩ : চুল আঁচড়ানো	২১৩	٢١٣	(٣) بَابُ التَّرَجُّلِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	২১৩	٢١٣	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	২৩০	٢٣٠	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	২৫৮	٢٥٨	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৪ : ছবি সম্পর্কে বর্ণনা	২৬৫	٢٦٥	(٤) بَابُ التَّصَاوِيْرِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	২৬৫	٢٦٥	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	২৭৪	٢٧٤	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	২৭৭	٢٧٧	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

Scanned by CamScanner

পর্ব-২৩ : চিকিৎসা ও মন্ত্র	২৮৩	٢٨٣	(٢٣) كِتَابُ الطِّبِّ وَالرُّقٰى
প্রথম অনুচ্ছেদ	২৮৪	٢٨٤	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	২৯৬	٢٩٦	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৩১৭	٣١٧	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-১ : শুভ ও অশুভ লক্ষণ	৩২৪	٣٢٤	(١) بَابُ الْفَأْلِ وَالطِّيَرَةِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৩২৫	٣٢٥	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৩৩৩	٣٣٣	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৩৪০	٣٤٠	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-২ : জ্যোতিষীর গণনা	৩৪১	٣٤١	(٢) بَابُ الْكَهَانَةِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৩৪১	٣٤١	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৩৪৭	٣٤٧	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৩৪৯	٣٤٩	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
পর্ব-২৪ : স্বপ্ন	৩৫৭	٣٥٧	(٢٤) كِتَابُ الرُّؤْيَا
প্রথম অনুচ্ছেদ	৩৫৭	٣٥٧	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৩৬৯	٣٦٩	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৩৭১	٣٧١	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
পর্ব-২৫ : শিষ্টাচার	৩৭৫	٣٧٥	(٢٥) كِتَابُ الْاٰدَابِ
অধ্যায়-১ : সালাম	৩৭৫	٣٧٥	(١) بَابُ السَّلَامِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৩৭৫	٣٧٥	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৩৮৯	٣٨٩	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৪০০	٤٠٠	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

Scanned by CamScanner

অধ্যায়-২ : অনুমতি প্রার্থনা	৪০৫	٤٠٥	(٢) بَابُ الْإِسْتِئْذَانِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৪০৫	٤٠٥	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৪০৯	٤٠٩	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৪১১	٤١١	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৩ : করমর্দন ও আলিঙ্গন	৪১৩	٤١٣	(٣) بَابُ الْمُصَافَحَةِ وَالْمُعَانَقَةِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৪১৩	٤١٣	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৪১৪	٤١٤	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৪২৪	٤٢٤	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৪ : দণ্ডায়মান হওয়া	৪২৬	٤٢٦	(٤) بَابُ الْقِيَامِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৪২৬	٤٢٦	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৪২৯	٤٢٩	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৪৩৩	٤٣٣	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৫ : বসা, ঘুমানো ও চলাফেরা করা	৪৩৪	٤٣٤	(٥) بَابُ الْجُلُوْسِ وَالنَّوْمِ وَالْمَشْيِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৪৩৪	٤٣٤	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৪৩৭	٤٣٧	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৪৪৫	٤٤٥	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৬ : হাঁচি দেয়া এবং হাই তোলা	৪৪৬	٤٤٦	(٦) بَابُ الْعُطَاسِ وَالتَّثَاؤُبِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৪৪৬	٤٤٦	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৪৫০	٤٥٠	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৪৫৩	٤٥٣	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

Scanned by CamScanner

অধ্যায়-৭ : হাসি	৪৫৪	٤٥٤	(٧) بَابُ الضِّحْكِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৪৫৪	٤٥٤	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৪৫৬	٤٥٦	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৪৫৬	٤٥٦	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৮ : নাম রাখা	৪৫৭	٤٥٧	(٨) بَابُ الْأَسَامِيْ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৪৫৭	٤٥٧	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৪৬৮	٤٦٨	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৪৭৭	٤٧٧	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৯ : বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তি	৪৭৯	٤٧٩	(٩) بَابُ الْبَيَانِ وَالشِّعْرِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৪৭৯	٤٧٩	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৪৮৫	٤٨٥	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৪৯০	٤٩٠	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-১০ : জিহ্বার হিফাযাত, গীবাত এবং গালমন্দ প্রসঙ্গে	৪৯৩	٤٩٣	(١٠) بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ وَالْغِيبَةِ وَالشَّتْمِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৪৯৩	٤٩٣	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৫০৮	٥٠٨	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৫২৫	٥٢٥	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-১১ : ওয়া'দা বা প্রতিশ্রুতি	৫৩৭	٥٣٧	(١١) بَابُ الْوَعْدِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৫৩৭	٥٣٧	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৫৩৮	٥٣٨	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৫৪১	٥٤١	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

Scanned by CamScanner

অধ্যায়-১২ : ঠাট্টা ও কৌতুক প্রসঙ্গে	৫৪২	٥٤٢	(١٢) بَابُ الْمِزَاحِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৫৪৪	٥٤٤	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৫৪৫	٥٤٥	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
অধ্যায়-১৩ : বংশগৌরব ও পক্ষপাতিত্ব	৫৫১	٥٥١	(١٣) بَابُ الْمُفَاخَرَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৫৫৩	٥٥٣	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৫৫৭	٥٥٧	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৫৬৩	٥٦٣	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-১৪ : অনুগ্রহ ও স্বজনে সদাচার	৫৬৫	٥٦٥	(١٤) بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৫৬৫	٥٦٥	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৫৭৭	٥٧٧	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৫৮৬	٥٨٦	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-১৫ : সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ	৫৯৩	٥٩٣	(١٥) بَابُ الشَّفْقَةِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৫৯৩	٥٩٣	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৬০৫	٦٠٥	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৬১৬	٦١٦	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-১৬ : আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য বান্দার প্রতি ভালোবাসা	৬২২	٦٢٢	(١٦) بَابُ الْحُبِّ فِي اللّٰهِ وَمِنَ اللّٰهِ

Scanned by CamScanner

প্রথম অনুচ্ছেদ	৬২২	٦٢٢	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৬২৮	٦٢٨	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৬৩৬	٦٣٦	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-১৭ : সাক্ষাৎ ত্যাগ, সম্পর্কচ্ছেদ ও দোষান্বেষণে নিষেধাজ্ঞা	৬৪১	٦٤١	**(١٧) بَابُ مَا يُنْهٰى عَنْهُ مِنَ التَّهَاجُرِ وَالتَّقَاطُعِ وَاتِّبَاعِ الْعَوْرَاتِ**
প্রথম অনুচ্ছেদ	৬৪১	٦٤١	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৬৪৬	٦٤٦	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৬৫৬	٦٥٦	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-১৮ : আত্মসংযম ও কাজে ধীরস্থিরতা	৬৫৮	٦٥٨	**(١٨) بَابُ الْحَذَرِ وَالتَّأَنِّيْ فِي الْأُمُوْرِ**
প্রথম অনুচ্ছেদ	৬৫৮	٦٥٨	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৬৫৯	٦٥٩	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৬৬৭	٦٦٧	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-১৯ : নম্রতা, লজ্জাশীলতা ও উত্তম স্বভাব	৬৭০	٦٧٠	**(١٩) بَابُ الرِّفْقِ وَالْحَيَاءِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ**
প্রথম অনুচ্ছেদ	৬৭০	٦٧٠	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতী়া অনুচ্ছেদ	৬৭৫	٦٧٥	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৬৮২	٦٨٢	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-২০ : রাগ ও অহংকার	৬৮৫	٦٨٥	**(٢٠) بَابُ الْغَضَبِ وَالْكِبْرِ**
প্রথম অনুচ্ছেদ	৬৮৫	٦٨٥	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৬৯৩	٦٩٣	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

Scanned by CamScanner

তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৬৯৭	٦٩٧	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-২১ : অত্যাচার	৬৯৯	٦٩٩	(٢١) بَابُ الظُّلْمِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৬৯৯	٦٩٩	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৭০৩	٧٠٣	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৭০৪	٧٠٤	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-২২ : ভালো কাজের আদেশ	৭০৭	٧٠٧	(٢٢) بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৭০৭	٧٠٧	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৭১০	٧١٠	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৭১৯	٧١٩	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

Scanned by CamScanner

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٢٠) كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

পর্ব-২০ : শিকার ও যাবাহ্ প্রসঙ্গে

হারামের বাইরে মুহরিম ছাড়া অন্যদের জন্য শিকার করা হালাল। আর ভক্ষণযোগ্য প্রাণী কেবল শিকারীর জন্য শিকার করা বৈধ। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা বলেন : ﴿...وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا...﴾ "...যখন তোমরা ইহ্রাম মুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার..."– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ২)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿...وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا...﴾ "...তোমরা যতক্ষণ ইহ্রামে থাকবে ততক্ষণ স্থলে শিকার তোমাদের জন্য হারাম..."– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৯৬)।

এখানে আম্‌র বা নির্দেশসূচক শব্দ দ্বারা মুস্তাহাব উদ্দেশ্য, কেননা তা (শিকার করা একটি উপার্জন এবং এর দ্বারা সৃষ্টিকুলের উপকার হয়, অতএব তা) বৈধ। আসলে এখানে মূল বিষয় হলো আল্লাহ তা'আলার কথা : ﴿...وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ...﴾ "...শিকারী পশু-পাখি যাদেরকে তোমরা শিকার শিখিয়েছ আল্লাহ তোমাদেরকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে শিখিয়ে থাক..."– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৪)। অর্থাৎ তোমরা যে সকল প্রাণীকে শিকার করার উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছ যথাক্রমে কোন হিংস্র প্রাণী, পাখি, কুকুর, চিতাবাঘ, বাজ পাখিসহ অন্যান্য প্রাণী যদি শিকার করে তোমাদের জন্য বহন করে নিয়ে আসে তবে তা থেকে তোমরা খেতে পার। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٠٦٤ - [١] عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهٗ حَيًّا فَاذْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهٗ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلٰى نَفْسِهٖ فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهٗ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِىْ أَيُّهُمَا قَتَلَ. وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيْهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهٗ غَرِيْقًا فِى الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৬৪-[১] 'আদী ইবনু হাতিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছেন : যখন তুমি তোমার কুকুরকে (শিকারের প্রতি) লেলিয়ে দেবে, তখন আল্লাহর নাম নেবে। যদি সে শিকার ধরে তোমার জন্য রেখে দেয়, আর তুমিও শিকারকৃত জানোয়ারটিকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে যাও, তাহলে তুমি

Scanned by CamScanner

তাকে যাবাহ করে দাও। আর যদি তুমি তাকে এমন অবস্থায় পাও যে, সে তাকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু সে তার কোন অংশ খায়নি, তখন তুমি তা খেতে পার। আর যদি সে কিছু খেয়ে থাকে, তবে তুমি তা' খাবে না। কেননা (তখন এটাই বুঝতে হবে যে,) সে এটা নিজের জন্য শিকার করেছে। আর যদি তুমি তোমার নিজের কুকুরের সঙ্গে অন্যের কুকুর দেখতে পাও যে, তারা শিকার ধরে তাকে মেরে ফেলেছে, তখন তা খেতে পারবে না। কেননা তুমি অবগত নও যে, তাদের উভয়ের মধ্যে কে শিকার ধরেছে বা মেরেছে। আর যখন তুমি তোমার তীর নিক্ষেপ করবে তখন আল্লাহর নাম নেবে, অতঃপর যদি (উক্ত শিকার) ন্যূনতম একদিন তোমার নিকট অদৃশ্য থাকে (এবং তুমি তাকে মৃত অবস্থায় পাও) এবং তার গায়ে একমাত্র তোমার তীরের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কিছুর আঘাত না পাও, তখন ইচ্ছা করলে তাকে খেতে পার। কিন্তু যদি তুমি তাকে পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় পেয়ে থাকো, তখন তাকে আর খেতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[১]

ব্যাখ্যা : তিরমিযী, নাসায়ী ও ত্বহাবীতে সা'ঈদ ইবনু জুবায়র (রহিমাহুল্লাহ)-এর সূত্রে 'আদী ইবনু হাতিম رضي الله عنه হতে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন শিকারকৃত প্রাণী তীর দ্বারা আঘাত পাবে ও অন্য কোন হিংস্র প্রাণীর যদি চিহ্ন না পাও। আর এ মর্মে নিশ্চিত হবে যে, তোমার ছোঁড়া তীর দ্বারাই প্রাণীটি হত্যা হয়েছে, তবে তা খেতে পারবে। অন্যথায় তা খাবে না। আর জখমকৃত প্রাণী যদি পানিতে পরে যায় তবে তা খাবে না, কারণ তখন সন্দেহের সৃষ্টি হবে প্রাণীটি তীরের আঘাতে মারা গেছে, নাকি পানিতে ডোবার কারণে মারা গেছে। যদি এ মর্মে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, উক্ত প্রাণী তীরের আঘাতে জখম (রক্তক্ষরণ) হয়েছে এবং মারা গেছে, অতঃপর পানিতে পরেছে, তাহলে উক্ত প্রাণী খাওয়া হালাল।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : যখন শিকারকৃত প্রাণী পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে তখন তা খাওয়া সর্বসম্মতিক্রমে হারাম হবে। আর উল্লেখিত হাদীসে শিকারীর কুকুর পাঠানোর সময় "*বিস্‌মিল্লা-হ*" বলার নির্দেশ সম্পর্কে ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : শিকারীর জন্য কোন প্রাণী প্রেরণ করার সময়, পশু যাবাহ করার সময় এবং কুরবানী করার সময় "*বিস্‌মিল্লা-হ*" বলতে হবে। "*বিস্‌মিল্লা-হ*" বলা ওয়াজিব না সুন্নাত– এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ)-সহ একদল 'উলামার মতে "*বিস্‌মিল্লা-হ*" বলা সুন্নাত, স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় "*বিস্‌মিল্লা-হ*" বর্জন করলে যাবাহকৃত ও শিকারকৃত প্রাণী হালাল হবে। আর এটাই ইমাম মালিক ও আহমাদ (রহিমাহুমাল্লাহ)-এর বর্ণনা। আহলুয্ যাহিরী বলেন : স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় "*বিস্‌মিল্লা-হ*" বর্জন করলে উক্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া বৈধ নয়। এটা ইবনু সীরীন ও আবূ সাওর-এর বর্ণনা। ইমাম আবূ হানীফাহ্, মালিক, সুফ্ইয়ান সাওরী ও জামহূর 'উলামা বলেন : ভুলবশতঃ "*বিস্‌মিল্লা-হ*" বর্জন করলে উক্ত প্রাণী ভক্ষণ বৈধ আর ইচ্ছাকৃতভাবে "*বিস্‌মিল্লা-হ*" বর্জন করলে বৈধ নয়। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৪৮৪; শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ [১৯২৯]-২)

٤٠٦٥ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ: «كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ» قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ» قُلْتُ: إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ. قَالَ: «كُلْ مَا خَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[১] সহীহ : সহীহ মুসলিম ১৯২৯/৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৩৯০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩৬২০, সহীহুল জামি' ৩১৬, নাসায়ী ৪২৬৩, বুখারী ৫৪৮৩।

Scanned by CamScanner

৪০৬৫-[২] উক্ত রাবী ('আদী ইবনু হাতিম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! আমরা প্রশিক্ষিত কুকুর (শিকারের প্রতি) ছেড়ে থাকি। (এ ব্যাপারে কি বিধান?) তিনি (ﷺ) বললেন : যদি কুকুর শিকার ধরে তোমার জন্য রেখে দেয়, তবে তা খেতে পার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি তারা শিকারকে মেরে ফেলে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, আমরা তো (কখনো কখনো তীর-বর্শার ফলক নিক্ষেপ করেও শিকার) করি। (তার বিধান কি?) তিনি (ﷺ) বললেন : যা তীরের ধারে ক্ষত করে সেটা খাও। আর যা তীরের চোট লেগে মরে যায় তা খাবে না। কেননা তা প্রহারে মৃত। (বুখারী ও মুসলিম)[১]

ব্যাখ্যা : (معراض) হলো ভারি কাঠ কিংবা লাঠি যার প্রান্তে থাকে লোহা, এটা কখনও লোহা ছাড়া অন্য কিছুও হয়ে থাকে। আর এটাই তার সঠিক ব্যাখ্যা। কারো মতে এটি এমন কাঠ, যার দুই পার্শ্ব পাতলা বা ধারালো এবং মাঝ বরাবর মোটা, যখন শিকারের জন্য নিক্ষেপ করা হয় তখন সোজা ছুটে যায়। ইমাম শাফি'ঈ, মালিক, আবূ হানীফাহ্ ও আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ)-সহ জামহূর 'উলামার মতে পালকহীন তীরের ধারালো অংশের আঘাতে শিকারীর প্রাণী যদি মারা যায় তবে তা ভক্ষণ করা হালাল, আর যদি মোটা অংশের আঘাতে মারা যায় তবে উক্ত প্রাণী ভক্ষণ করা হালাল নয়। তবে মাকহূল, আওযা'ঈসহ সিরিয়ার ফাক্বীহদের মতে উক্ত প্রাণীর গোশত সর্বাবস্থায় হালাল। আর অধিকাংশ 'উলামাসহ ইবনু আবী লায়লা (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে বন্দুকের গুলিতে মারা যাওয়া প্রাণী ভক্ষণ হালাল। সা'ঈদ ইবনু মুসায়্যাব (রহিমাহুল্লাহ) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ 'উলামার মতে বন্দুকের গুলির আঘাতে মারা যাওয়া প্রাণী ('*বিসমিল্লা-হ*'র সাথে যাবাহ করা ছাড়া) কোনক্রমেই হালাল নয়।

আর শিকারীর জন্য প্রেরণকৃত প্রাণী যদি তার শিকারকৃত প্রাণীর কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তাহলে অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করা হারাম। আর এটাই অধিকাংশ 'উলামার মত। তাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস, আবূ হুরায়রাহ্, 'আত্বা, সা'ঈদ ইবনুয্ যুবায়র, হাসান বাসরী, শা'বী, নাখ'ঈ, 'ইকরামাহ্, ক্বতাদাহ্সহ ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) ও তার অনুসারীগণ, আহমাদ, ইসহাক্ব, সাওর (রহিমাহুল্লাহ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস, সালমান আল ফারিসী, ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুম ও মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে উক্ত প্রাণীর গোশত হালাল, তবে ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে এ কথাটি অত্যন্ত দুর্বল। (শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ [১৯২৯]-২)

٤٠٦٦ -[٣] وَعَنْ أَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِيْ آنِيَتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِىْ وَبِكَلْبِى الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِى الْمُعَلَّمِ فَمَا يَصْلُحُ؟ قَالَ: «أَمَّا ذَكَرْتَ مِنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوْا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوا فِيهَا وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهٗ فَكُلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[১] সহীহ : সহীহুল বুখারী ৫৪৭৭, সহীহ মুসলিম ৩৪/১৯২৯, আল লু'লু' ওয়াল মারজান ১২৫৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৩৪১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৭৭২।

Scanned by CamScanner

৪০৬৬-[৩] আবূ সা'লাবাহ্ আল খুশানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর নাবী! আমরা আহলে কিতাবের (অর্থাৎ- ইয়াহূদী-নাসারাদের) এলাকায় বাস করি। সুতরাং আমরা কি তাদের পাত্রে খেতে পারি এবং এমন ভূমিতে বাস করি যেখানে শিকার পাওয়া যায়। আমি আমার তীর-ধনুক দ্বারা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারাও শিকার করি। অতএব আমার জন্যে কোনটি (খাওয়া) সঠিক হবে? তিনি (ﷺ) বললেন : আহলে কিতাবের পাত্র সম্পর্কে তুমি যা বললে, যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও, তখন আর তাতে খেয়ো না। আর যদি না পাও, তখন তাকে ধুয়ে নাও, তারপর তাতে খাও। আর তুমি তীর-ধনুক দ্বারা যা শিকার করবে, যদি ছাড়ার সময় "*বিস্‌মিল্লা-হ*" পড়ে থাকো, তবে তা খেতে পার। আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা যা শিকার করবে, যদি "*বিস্‌মিল্লা-হ*" পড়ে ছেড়ে থাক তবে তা খাও। কিন্তু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন কুকুর দ্বারা যা শিকার করবে, যদি যাবাহ্ করার সুযোগ পাও, তখন তাকে (যাবাহ করে) খাও। (বুখারী ও মুসলিম)[৩]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : সা'লাবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত পাত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে পাত্রে শুকরের গোশত পাকানো হয় এবং মদ প্রস্তুত করা হয়।

যেমন আবূ দাঊদ-এর বর্ণনায় রয়েছে, আমরা আহলে কিতাবদের মাঝে থাকি আর তারা তাদের পাতিলে শুকরের মাংস রান্না করত এবং তাদের পাত্রে মদ তৈরি করত। 'আল্লামাহ্ ইবনু হায্‌ম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : দু'টি শর্ত ছাড়া আহলে কিতাবদের পাত্র ব্যবহার করা বৈধ নয়।

১. তাদের পাত্র ছাড়া অন্য কোনও পাত্র না পাওয়া। ২. পাত্র ধৌত করা।

এ দু'টি শর্ত পালনের সাথে আহলে কিতাবদের পাত্র ব্যবহার করা যাবে।

কেউ কেউ বলেছেন উল্লেখিত হাদীসটি ফাক্বীহদের বক্তব্যের বিপরীত। তাদের বক্তব্য হলো : মুশরিকদের পাত্র ধৌত করার পর তা ব্যবহার করা বৈধ, এতে কোন অপছন্দনীয়তার কিছু নেই, উক্ত পাত্র ছাড়া অন্য কোন পাত্র থাকুক বা না থাকুক। পক্ষান্তরে এ হাদীসটি মুশরিকদের পাত্র ব্যতীত অন্য পাত্র পাওয়া গেলে মুশরিকদের পাত্র ব্যবহার করাটা মাকরূহ প্রমাণ করে এবং এ অপছন্দনীয়তা দূর করার জন্য পাত্র ধৌত করাও যথেষ্ট নয়। তাদের পাত্র ধৌত করে ব্যবহার করা তখনই বৈধ হবে যখন অন্য কোন পাত্র না পাওয়া যাবে। এখানে ফিক্বাহবিদদের কথার উদ্দেশ্য হলো কাফিরদের ব্যবহৃত সেই পাত্র যা কোন নাপাকীর কাজে ব্যবহার হয়নি, এমন পাত্র ধৌত করার পূর্বে ব্যবহার করা মাকরূহ। যদি ধৌত করে ব্যবহার করা হয় তাতে অপছন্দনীয়তার কিছুই থাকবে না। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৪৭৮; শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ [১৯৩০]-৮)

٤٠٦٧ -[٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِنْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪০৬৭-[৪] উক্ত রাবী (আবূ সা'লাবাহ্ আল খুশানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি তুমি শিকারের প্রতি তোমার তীর নিক্ষেপ করো এবং তা তোমার দৃষ্টির অগোচর হয়ে যায়, আর পরে তাকে পাও, তখন তাতে দুর্গন্ধ না হওয়া পর্যন্ত খেতে পার। (মুসলিম)[৪]

---

[৩] সহীহ : সহীহুল বুখারী ৫৪৮৮, মুসলিম ৮/১৯৩০, ইরওয়া ১/৭৫, ৩৭, আল লু'লু' ওয়াল মারজান ১২৫৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২২৭১।

[৪] সহীহ : সহীহ মুসলিম ৫০৯৪, সুনান আবূ দাঊদ ২৮৪৯, 'ত্বাবারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৫৫, দারাকুত্বনী ৯০, আহমাদ ১৭৭৪৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : এখানে দুর্গন্ধযুক্ত প্রাণী বা পচন ধরা শিকারীর গোশত খাওয়া নিষেধ দ্বারা হারাম উদ্দেশ্য নয়। তবে যদি ক্ষতির আশংকা প্রকট থাকে তবে তা হারাম হতে পারে। আমাদের কিছু কিছু 'উলামা বলেন, পচন ধরা দুর্গন্ধযুক্ত গোশত খাওয়া সর্বাস্থায় হারাম, এ মতটি অত্যন্ত দুর্বল। (শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯৩১)

٤٠٦٨ ـ [٥] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهٗ بَعْدَ ثَلَاثٍ: «فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪০৬৮-[৫] উক্ত রাবী (আবূ সা'লাবাহ্ আল খুশানী) হতে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি তিনদিন পর তার শিকার পায়, সে ব্যক্তি সম্পর্কে নাবী বলেছেন : তা দুর্গন্ধময় না হওয়া পর্যন্ত খেতে পারে। (মুসলিম)[৫]

٤٠٦٩ ـ [٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي أَيَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ قَالَ: «اذْكُرُوا أَنْتُمُ اسْمَ اللهِ وَكُلُوا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪০৬৯-[৬] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! এখানে এমন কিছুসংখ্যক লোক বাস করে যারা শির্কের নিকটবর্তী, তারা অনেক সময় আমাদের কাছে গোশ্ত নিয়ে আসে। কিন্তু আমরা জানি না, তারা তাতে *'বিস্‌মিল্লা-হ'* পড়ে (যাবাহ করে) কি-না। তিনি () বললেন, এমতাবস্থায় তোমরা নিজেরা আল্লাহর নাম নাও এবং খাও। (বুখারী)[৬]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ইবনুত্ তীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যাবাহ করতে *"বিসমিল্লা-হ"* যদি অজান্তে ছাড়া পড়ে যায় তাহলে এ ব্যাপারে কোন জবাবদিহিতা নেই। এর বিপরীত যদি হয় তবে যাবাহ বিশুদ্ধ হবে না। আর কোন প্রাণী যাবাহ করার সময় *"বিসমিল্লা-হ"* বলা হয়েছে কিনা এমন সন্দেহ থাকলেও উক্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া বৈধতারই চাহিদা রাখে। কারণ যাবাহকারী *"বিসমিল্লা-হ"* বলে যাবাহ করে তখন তার যাবাহ করাটা বিশুদ্ধ হয়। আর মুসলিমদের বাজারে যাবাহকৃত যে গোশত পাওয়া যায় তা থেকে উপকার গ্রহণ করা যাবে। 'আরবের মুসলিমরা যা যাবাহ করে থাকে তার হুকুমও অনুরূপ। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা *"বিসমিল্লা-হ"* বলে থাকে। ইবনু হায্ম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : মুসলিম যা যাবাহ করে তা ভক্ষণ করা যাবে এবং এ ধারণাই পোষণ করতে হবে যে, সে *"বিসমিল্লা-হ"* বলেছে। কারণ নেতিবাচক কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত মুসলিমদের ব্যাপারে উত্তম ধারণা পোষণ করতে হবে। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, ৭২৬ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা : হাদীসে বলা হয়েছে, 'আয়িশাহ্ বলেছেন : জাহিলী যুগের লোকেরা আমাদের নিকট কিছু গোশত নিয়ে আসত, আমরা জানি না যাবাহ করার সময় *"বিসমিল্লা-হ"* বলেছে কিনা? আমরা কি তা খাব? তখন রসূলুল্লাহ বললেন, سموا الله وكلوا তোমরা *"বিসমিল্লা-হ"* বল ও খাও।

ইমাম ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ কথার অর্থ এই নয় যে, তোমাদের এখন (খাওয়ার সময়) *"বিসমিল্লা-হ"* বলা, যাবাহকারীর *"বিসমিল্লা-হ"*র বলার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে, বরং উক্ত হাদীসে খাওয়ার সময় *"বিসমিল্লা-হ"* বলা মুস্তাহাব বা উত্তম। এটাই বর্ণনা করা হয়েছে। আর যাবাহ করার সময়

---

[৫] সহীহ : সহীহ মুসলিম ৫০৯৫, নাসায়ী ৪৩০৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৩৮৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৮০২২।

[৬] সহীহ : সহীহুল বুখারী ৬৯৬৩, সুনান আবূ দাউদ ২৮৩১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৩৬১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৩৪৬।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়েছে কিনা এটা জানা না যায়, তবুও উক্ত খাদ্য খাওয়া শুদ্ধ হবে যখন যাবাহকারী এমন ব্যক্তি হবে যাদের যাবাহকৃত জন্তু খাওয়া সঠিক। আর এ বিষয়টি মুসলিমদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হবে। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮২৬)

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি এটাই দলীল বহন করে যে, কোন প্রাণী যাবাহ করার সময় *"বিসমিল্লা-হ"* বলা ওয়াজিব নয়। ইমাম মুনযিরী অনুরূপ ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেন : যাবাহ করার সময় ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত *"বিসমিল্লা-হ"* বলা ছেড়ে দেয়ার বিষয়ে লোকেরা মতভেদ করেছেন।

১. ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে : তাসমিয়া বা *"বিসমিল্লা-হ"* বলা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। তা ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ছাড়ুক যাবাহ হালাল হয়ে যাবে। আর এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন ইমাম মালিক ও আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)।

২. সুফ্ইয়ান সাওরী, ইসহাক্ব ইবনু রহওয়াইহ ও আসহাবে রায় (রহিমাহুল্লাহ)-গণের মতে, যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে *"বিসমিল্লা-হ"* বলা ছেড়ে দেয় তাহলে যাবাহ হালাল। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তা ত্যাগ করে তাহলে হালাল হবে না।

৩. ইবনু সাওর ও দাঊদ (রহিমাহুল্লাহ) এর মতে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, *"বিসমিল্লা-হ"* ছাড়া প্রত্যেক যাবাহই হালাল নয়। একই অর্থে বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনু সীরীন ও শা'বী (রহিমাহুল্লাহ)।

ইমাম মুনযিরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ইমাম বুখারী এবং ইবনু মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং আরো অনেকে বলেছেন : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাবাহ করার সময় *"বিসমিল্লা-হ"* বলা ওয়াজিব নয়। এটা এজন্য যে, যেহেতু চতুষ্পদ প্রাণী মূলত হারাম যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিভাবে যাবাহ না করা হয় বা রক্ত প্রবাহিত না করা হয়। আর সন্দেহযুক্ত বিষয় কখনো বৈধ হয় না। অতঃপর *"বিসমিল্লা-হ"* বলা যদি যাবাহ করার শর্ত হত, তাহলে অন্যত্র থেকে যাবাহকৃত পশুর মাংস সুধারণা করে খাওয়া বৈধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট হত না। যেমনটি যথেষ্ট হত না যদি যাবাহকৃত জন্তুর যাবাহের উপর সন্দেহ পোষণ করা হয়।

('আওনুল মা'বূদ ৫খণ্ড, হাঃ ২৮২৬)

মিরক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেছেন : শারহুস্ সুন্নাহ্ নামক গ্রন্থে এসেছে যে, যারা *"বিসমিল্লা-হ"* বলা শর্ত মনে করেন না, তারা এ হাদীসটি দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। কেননা *"বিসমিল্লা-হ"* বলা যদি খাবার বৈধ হওয়ার শর্ত হত, তাহলে মৌলিকভাবে মূল খাবারের উপর সন্দেহ হতো, আর এ কারণে উক্ত খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ হত। যেমন যাবাহ করার ক্ষেত্রে *"বিসমিল্লা-হ"* না বলার সন্দেহের কারণে উক্ত খাবার নিষিদ্ধ হয়।

অনুরূপভাবে যারা *"বিসমিল্লা-হ"* বলা শর্ত মনে করেন, তারা আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন, ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ অর্থাৎ "যে জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি, তোমরা তা ভক্ষণ করো না"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১২১)। আর এ আয়াতে কারীমার পরবর্তী অংশে বলা হচ্ছে ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ অর্থাৎ নিশ্চয় এটা (*"বিসমিল্লা-হ"* ছাড়া যাবাহ করা জন্তু খাওয়া) গুনাহ বা গর্হিত কাজ।

কিন্তু যারা খাওয়ার সময় *"বিসমিল্লা-হ"* বলা শর্তযুক্ত মনে করেন না, তারা উল্লেখিত সূরাহ্ আন্'আম-এর ১২১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, উক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, যে সমস্ত জন্তু আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কিছুর তথা "গায়রুল্লাহর" নামে যাবাহ করা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

তারা তাদের এই মতামতের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে সূরাহ্ আন্‘আম-এর ১৪৫ নং আয়াত উপস্থাপন করেছেন, যেখানে বলা হচ্ছে, ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ﴾ অর্থাৎ যা কিছু গায়রুল্লাহর নামে যাবাহ করা হয় তা গুনাহ বা পাপাচারী কাজ।

উল্লেখ্য অত্র আয়াতে কারীমাতে গায়রুল্লাহর নামে যাবাহ করাকেই فسق বা পাপাচারিতা বুঝানো হচ্ছে।

অতএব পরিশেষে, উক্ত আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় *“বিসমিল্লা-হ”* পরিত্যাগ করা হারাম। আর হাদীস দ্বারা *“বিসমিল্লা-হ”* উচ্চারণ করতে ভুলে যাওয়া বিশেষভাবে বুঝানো হয়েছে।

আর দীনদার ব্যক্তির ওপর কর্তব্য হলো, যে জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি, সেটা ভক্ষণ না করা। কেননা কুরআন মাজীদে এ ব্যাপারে মহা কঠিনতা আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা‘আলা আল কুরআনুল মাজীদের সূরাহ্ আন্‘আম-এর ১২১ নং আয়াতে ঘোষণা করেন যে,

﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর তবে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।

যদিও আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মৃত জন্তুর ব্যাপারে তথাপি «العبرة بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ» অর্থাৎ অবতীর্ণের বিশেষত্বে নয় বরং শাব্দিক অর্থের ব্যাপকতার ভিত্তিতেই উপদেশ গৃহীত হবে। এই উসূল বা নিয়মের ভিত্তিতে এ আয়াতটি এখানে প্রযোজ্য।

***“বিসমিল্লা-হ”* বলার নিয়ম বা পদ্ধতি :**

“বিসমিল্লা-হ” অবশ্যই মুখে উচ্চারণ করে পড়তে হবে। মনে মনে পড়লে হবে না বা শারী‘আতসম্মত নয়। কেননা শারী‘আতের প্রত্যেকটি ‘ইবাদাত যিক্র, চাই তা ওয়াজিব হোক বা নাফ্ল হোক, তা ততক্ষণ গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা মুখ থেকে স্পষ্টরূপে উচ্চারিত না হবে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

একজন মুসলিম মু’মিন ব্যক্তির জন্য অধিক সতর্কতা ও সাবধানতার কাজ হলো সে অবশ্যই যাবাহ ও খাওয়ার সময় *“বিসমিল্লা-হ”* উচ্চারণ করবে। (আল্লাহ তা‘আলাই সর্ববিষয়ে সর্বাধিকজ্ঞাত) [সম্পাদক]

٤٠٧٠ -[٧] وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ: هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا مَا فِيْ قِرَابِ سَيْفِيْ هٰذَا فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا: «لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهٗ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ آوٰى مُحْدِثًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪০৭০-[৭] আবুত্ব তুফায়ল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রসূলুল্লাহ ﷺ আপনাদেরকে (অর্থাৎ- আহলে বায়তকে) স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলেছেন কি? উত্তরে তিনি বললেন : তিনি (রসূল ﷺ) এমন কোন বিষয়ে আমাদেরকে স্বতন্ত্র রাখেননি, যাতে অন্য লোক অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে আমার তলোয়ারের এ খাপের ভিতরে যা আছে। অতঃপর তিনি খাপের ভিতর হতে এক খণ্ড লিখিত কাগজ বের করলেন তাতে লিখা ছিল, সে ব্যক্তির ওপর আল্লাহর লা‘নাত যে গায়রুল্লাহর নামে যাবাহ

Scanned by CamScanner

فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِهٰذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هٰكَذَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৭১-[৮] রাফি' 'ইবনু খদীজ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! আগামীকাল আমরা শত্রুর মোকাবিলা করব অথচ আমাদের সাথে কোন ছুরি নেই। এমতাবস্থায় আমরা কি বাঁশের ছিলকা দ্বারা যাবাহ করতে পারব? তিনি (ﷺ) বললেন : যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে এবং যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে, তা খেতে পার। তবে দাঁত ও নখ দ্বারা যাবাহ করবে না। এ সম্পর্কে আমি তোমাকে অবহিত করছি। বস্তুতঃ দাঁত হলো হাড়বিশেষ (তাতে ধার নেই), আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি (অর্থাৎ- তারা নখ দ্বারা যাবাহ করে)। বর্ণনাকারী বলেন, এক সময় গনীমাতের মালে কিছুসংখ্যক উট ও বকরি আমাদের হাতে আসে এবং তা হতে একটি উট পালিয়ে যায়। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করে, তাকে আটকে ফেলল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : নিশ্চয় এ উটটির মধ্যে বন্য পশুর পালানোর স্বভাবের মতো স্বভাব রয়েছে। সুতরাং যখন এদের কোন একটি তোমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন তার সাথে এরূপ আচরণই করবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত (إِنَّا لَاقُوا الْعَدُوِّ غَدًا) এর মর্মার্থ হলো- আমরা আগামীকাল বা ভবিষ্যতে কাফির শত্রুদের সাথে মুখোমুখি হব।

(أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ) নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন : প্রত্যেক চওড়া বিশিষ্ট হাড়কে কসব বলা হয়।

(مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর উদ্দেশ্য হলো, যা প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত করে, যা উপমীয় নদীতে পানি প্রবাহিত হওয়ার মতো।

(لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ) অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণ এর মর্মার্থ এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, নখ ও দাঁত ব্যতীত। কেননা উভয়টি দ্বারা যাবাহ করা সম্ভব নয়।

আর নাবী ﷺ-এর নিষেধের কারণ হলো যে, সেটা জিন্‌দের খাবার।

ইমাম সুয়ূত্বী ও ইমাম নাবাবী (রহিমাহুমাল্লাহ) এ মতামত দিয়েছেন।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) সহীহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন : আমাদের অনুসারীরা বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর বাণী (أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ) দ্বারা বুঝতে পেরেছি হাড্ডি দ্বারা যাবাহ করা অবৈধ।

ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) ও তাঁর অনুসারীরা এই মতের পক্ষে। জামহূর 'উলামাও এই মতের পক্ষে গিয়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : দাঁত ও হাড্ডি দ্বারা একত্রে যাবাহ বৈধ নয় বরং আলাদা আলাদা বৈধ আছে।

ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত হলো- হাড্ডি দ্বারা বৈধ, দাঁত দ্বারা নয়।

(وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشِ) এর তাৎপর্য হলো- হাবশীরা তাদের নখকে ছুরির সমতুল্য মনে করে, নখ দ্বারা যাবাহ করত। তাই আমাদের তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা যাবে না, যেহেতু তারা অমুসলিম ছিল। আর আল্লাহর নাবী ﷺ তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

---

[৮] সহীহ : বুখারী ৫১৯০, মুসলিম ৫২০৪, মুসনাদে আহমাদ ১৫৮০৬, সুনানুন্ নাসায়ী ৪৪১০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৮৪৮১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৮৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৪২৬১।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর বাণী (إِنَّ لِهٰذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ) "নিশ্চয় এ উটটির মধ্যে বন্য পশুর স্বভাব রয়েছে।"

ইমাম তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : পলায়নের স্বভাব সকল উটেরই রয়েছে। আর ইমাম ত্বীবী বলেন : কিছু সংখ্যক উটের এই স্বভাব রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

'উলামাগণ বলেন : অত্র হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, যাবাহ করার ক্ষেত্রে যা কর্তন করে ও রক্ত প্রবাহিত করে তা শর্ত করা হয়েছে। আর রক্ত প্রবাহিত ব্যতীত শুধু থেতলে দিয়ে মস্তিষ্কে আঘাত করাই যথেষ্ট হবে না।

কতিপয় 'আলিমগণ বলেন : যাবাহ করা ও রক্ত প্রবাহিতকে শর্তকরণের রহস্য হলো, হালাল গোশত ও চর্বিকে পৃথককরণ উভয়টির হারাম হতে। আর এটাও অবহিত করা যে, মৃত প্রাণী রক্ত প্রবাহিত না হওয়ার কারণে হারাম।

অত্র হাদীসের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, প্রত্যেক ধারালো বস্তু যা কর্তন করে তা দ্বারা যাবাহ করা বৈধ। তবে নখ, দাঁত ও সমস্ত হাড্ডি ব্যতীত। ধারালো বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হলো- তরবারি, ছুরি, বল্লমের অগ্রভাগ, পাথর, কাঠ, কাঁচ, বাঁশের ছিলকা, চিনামাটির পাত্র, তামা, পিতল ইত্যাদি। এগুলো দ্বারা যাবাহ করা বৈধ। আর হাদীসে বর্ণিত নখ বলতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর নখ হতে পারে, চাই তা একত্রে হোক বা পৃথক হোক তা দ্বারা যাবাহ করা অবৈধ।

অপরপক্ষে হাদীসে বর্ণিত দাঁত বলতে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী হতে পারে, চায় তা একত্রে হোক অথবা পৃথক হোক পবিত্র হোক বা অপবিত্র হোক তা দ্বারা যাবাহ করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

(শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯৬৮)

(أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ) অর্থাৎ প্রত্যেক হাড্ডি দ্বারা যাবাহ করা অবৈধ। তবে দাঁত হলো হাড্ডি।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আল্লাহর নাবী বলেছেন যে, তোমরা হাড্ডি দ্বারা যাবাহ করবে না, কেননা সেটা রক্ত দ্বারা অপবিত্র হয়। আর আমি তোমাদেরকে হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছি যাতে তা অপবিত্র না হয়, যেহেতু এটা জিন্‌দের খাবার।

অত্র হাদীসের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, কোনভাবেই দাঁত ও নখ দ্বারা যাবাহ করা যাবে না।

এ হাদীসে এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, হাড্ডি দ্বারাও যাবাহ করা যাবে না। সুতরাং যে কোন হাড্ডি দ্বারা যাবাহ করা হারাম, নাজায়িয।

(وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشِ) ইবনু সলাহ বলেন : হাবশীরা কাফির, তাই আল্লাহর নাবী ﷺ তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম নাবাবীও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন : উভয়টি দ্বারা যাবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, তা দ্বারা প্রাণীর কষ্ট হয় এবং প্রাণীকে শুধু শ্বাসরুদ্ধ করা হয়, যা যাবাহ করার কোন পদ্ধতিতে পড়ে না।

অত্র হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, প্রত্যেক ধারালো বস্তু যা রক্ত প্রবাহিত করে তা দ্বারা যাবাহ করা বৈধ। আর ধারালো বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হলো ছুরি, পাথর, কাঠ, কাঁচ, বাঁশের ছিলকা ইত্যাদি।

আর এটাও প্রমাণিত হলো যে, গৃহপালিত প্রাণী যখন পলায়ন করবে ও জংলী মনোভাব প্রকাশ করবে, যার কারণে তাকে যাবাহ করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন তার পূর্ণ শরীর যাবাহের হুকুমে পড়ে যাবে। যেমনটি শিকারী প্রাণীর ক্ষেত্রে করা হয়। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮১৮)

Scanned by CamScanner

'আবদুর রহমান মুবারকপূরী "শারহুস্ সুন্নাহ্"য় বলেন : অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, গৃহপালিত প্রাণী যখন জংলী ভাব প্রকাশ করবে ও পলায়ন করবে। যার কারণে তার যাবাহ করার জায়গায় কর্তন সম্ভব হচ্ছে না, তখন তার পূর্ণ শরীর যাবাহ করার স্থান হিসেবে পরিগণিত হবে, ঐ শিকারীর মতো, যাকে যাবাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

অনুরূপভাবে যদি কোন কূপে কোন উট উল্টে পড়ে যায়, যার গলায় যাবাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। তখন তার শরীরের যে কোন জায়গায় আঘাত করার দ্বারা মারা গেলে তা হালাল হিসেবে গণ্য হবে।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৯২)

٤٠٧٢ - [٩] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غَنَمٌ تُرْعٰى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهٖ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪০৭২-[৯] কা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, তার এক পাল বকরী ছিল, যা সাল্'ই পাহাড়ী এলাকায় চরত। এক সময় আমাদের এক দাসী দেখতে পেল যে, আমাদের পালের একটি বকরী মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে। তখন সে একখণ্ড পাথর ভেঙ্গে নিলো এবং তার দ্বারা বকরীটিকে যাবাহ করে দিলো। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন। (বুখারী)[৯]

٤٠٧٣ - [١٠] وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهٗ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهٗ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪০৭৩-[১০] শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে (ক্বিসাস ইত্যাদিতে) হত্যা করবে, তখন তাকে উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে। আর যখন কোন প্রাণীকে যাবাহ করবে, তখন তাকে উত্তমরূপেই যাবাহ করবে। তোমরা অবশ্যই ছুরি ধার দিয়ে নেবে এবং যাবাহকৃত পশুকে শান্তি দেবে। (মুসলিম)[১০]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ) ব্যাখ্যাকার বলেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর প্রত্যেক বস্তুর ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করা আবশ্যক করেছেন। চায় তা জীবিত বা মৃত মানুষ ও প্রাণী হোক।

এ বাক্য দ্বারা এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশ্ববাসীর জন্য রহমাত স্বরূপ। আর চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গতা দেয়ার জন্য তাকে প্রেরণ করা হয়েছে এবং তার উম্মাতের জন্য তার অনুসরণের মাধ্যমে এই গুণের একটি অংশ রয়েছে।

---

[৯] সহীহ : বুখারী ২৩০৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৯৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৬২২।

[১০] সহীহ : সহীহ মুসলিম ৫১৬৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৮৪, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৮৬৫৮, শু'আবুল ঈমান ১১০৭১, আবূ দাউদ ২৮১৫, ইবনু মাজাহ ৩১৭০, দারিমী ১৯৭০, নাসায়ী ৪৪১২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৯৭৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৬৫০২, আল মু'জামুল কাবীর ৭১১৪, মুসনাদে আহমাদ ১৭১১৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১০৮৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৫৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৮৬০৪, মুসান্নাফ আবী শায়বাহ্ ২৭৯৩১।

Scanned by CamScanner

ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অত্র হাদীসে নির্দেশসূচক বাক্য ব্যবহার করে ইহসান তথা দয়া ও অনুগ্রহ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হলেও এখানে দয়া ও অনুগ্রহ করা মুস্তাহাব।

আর إِحْسَانٌ অর্থ অনুগ্রহ করা। অনুগ্রহ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- পশুকে আরাম ও শান্তি দেয়া। ধারালো ছুরি দ্বারা ও দ্রুত ছুরি চালানোর মাধ্যমে যাবাহ করা।

(وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ) অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই ছুরি ধার করে নিবে। যাবাহকৃত পশুর সামনে ছুরি ধার না করা মুস্তাহাব বা কাম্য এবং কোন পশুকে অপর কোন পশুর সামনে যাবাহ না করাই ভালো এবং পশুকে কসাইখানায় না নিয়ে যাওয়াই ভালো।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অত্র হাদীসটি ব্যাপক অর্থবোধক তথা দয়া ও অনুগ্রহ যে কোন পশু যাবাহ করার ক্ষেত্রে হতে পারে এবং মানুষকে ক্বিসাস ও শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রেও হতে পারে।

আমাদের 'আলিমগণ বলেন : পশুর জান বের হওয়ার পূর্বে চামড়া ছাড়ানো অপছন্দনীয় কাজ। কেননা অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সব ধরনের কষ্ট প্রদানে ও শাস্তিদানে কোন উপকার নেই।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) এবং যাবাহকৃত পশুকে শান্তি দিবে। ইবনুল মালিক বলেন : যাবাহকৃত পশুকে আত্মা বের না হওয়া পর্যন্ত রেখে দিবে। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮১১)

٤٠٧٤ -[١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهٰى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৭৪-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ কোন জানোয়ার বা অন্য কোন প্রাণীকে হত্যা করার জন্য আবদ্ধ করে রাখতে নিষেধ করতেন।

(বুখারী ও মুসলিম)[১১]

ব্যাখ্যা : "শারহুস্ সুন্নাহ্"তে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ তার কথার দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, কোন প্রাণীকে আটকিয়ে রেখে তীর নিক্ষেপ করা যাতে সে মারা যায়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٠٧٥ -[١٢] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৭৫-[১২] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ এমন ব্যক্তির ওপর লা'নাত করেছেন, যে কোন জীবন্ত প্রাণীকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। (বুখারী ও মুসলিম)[১২]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নাবী ﷺ-এর বাণী «لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا» অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন প্রাণীকে নিশানা বানিয়ে হত্যা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর অভিশাপ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, অত্র হাদীসে নিষেধটি হারামের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এভাবে প্রাণীর কষ্ট হয়। তার আত্মার বিনাশ

---

[১১] সহীহ : সহীহ বুখারী ৫৫১৪, মুসলিম ১৯৫৭, ১৯৫৮; মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল ৫৬৮২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৯৬৫, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪২৬৬।

[১২] সহীহ : বুখারী ৫৫১৫, মুসলিম ৫১৭১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬০৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৫১৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১১৯৮, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১১৭১৮, ১২০৯৬, মুসনাদে আহমাদ ১৮৬৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২২৬৭।

Scanned by CamScanner

সাধন হয়, সম্পদের ক্ষতি হয়, আর যদি যাবাহযোগ্য প্রাণী হয় তাহলে যাবাহ করা হাতছাড়া হয়ে যায়। আর যদি যাবাহযোগ্য প্রাণী না হয়, তাহলে তার উপকার হাতছাড়া হয়। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٤٠٧٦ -[١٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪০৭৬-[১৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে জিনিসের মধ্যে প্রাণ আছে, তোমরা তাকে লক্ষ্যবস্তু করো না। (মুসলিম)[১৩]

٤٠٧٧ -[١٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪০৭৭-[১৪] জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন পশুর) মুখমণ্ডলে আঘাত করতে এবং চেহারায় দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)[১৪]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : চেহারায় আঘাত করা প্রত্যেক মর্যাদাবান প্রাণীর ক্ষেত্রে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন- মানুষ, গাধা, ঘোড়া, উট, খচ্চর, বকরী ইত্যাদি। তবে মানুষের ক্ষেত্রে আরো কঠিন। কেননা চেহারা সকল সৌন্দর্যের মিলনস্থল। পাশপাশি তা কোমল ও হালকা। যেখানে আঘাতের দাগ প্রকাশিত হয়। এমনকি কখনো চেহারাকে বিকৃত করে দেয় আবার কখনো কতিপয় ইন্দ্রিয়কে ক্ষতি করে ফেলে। তিনি বলেন, অপরপক্ষে চেহারায় দাগ দেয়া সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। আর মানুষ ছাড়া কোন প্রাণীর চেহারা ব্যতীত যে কোন স্থানে দাগ দেয়া শাফি'ঈ মাযহাবের নিকট কোন মতভেদ ছাড়া জায়িয। তবে যাকাত ও জিয্ইয়ার উটের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব। এ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে মুস্তাহাবও নয় এবং নিষেধও নয়।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭১০)

٤٠٧٨ -[١٥] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ وَقَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪০৭৮-[১৫] উক্ত রাবী (জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দিয়ে একটি গাধা অতিক্রম করছিল। তিনি দেখলেন, তার মুখমণ্ডলে দাগ দেয়া রয়েছে। তখন তিনি বললেন : সে ব্যক্তির ওপর আল্লাহর লা'নাত যে তার মুখমণ্ডলে দাগ দিয়েছে। (মুসলিম)[১৫]

ব্যাখ্যা : চেহারায় দাগ দেয়া সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। যা হাদীস থেকে প্রমাণিত। আর মানুষকে দাগ দেয়া হারাম তার মর্যাদার কারণে। কেননা তাকে দাগ দেয়া নিস্প্রয়োজন। সুতরাং এভাবে তাকে কষ্ট প্রদান করা বৈধ নয়।

---

[১৩] সহীহ : সহীহ মুসলিম ৫১৭১, সুনানুন্ নাসায়ী ৪৪৪৩, সুনান ইবনু মাজাহ ৩১৮৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬০৮, মুসনাদে আহমাদ ২৫৩২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৫১৭, সহীহুল জামি' ৭২১৮।

[১৪] সহীহ : সহীহ মুসলিম ৫৪৭২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২২৯৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ০৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৭০, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৫০২।

[১৫] সহীহ : সহীহ মুসলিম ৫৬৭৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৬৩৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২২৯৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫৪৯, ইরওয়াউল গালীল ৭/২৪২।

Scanned by CamScanner

ইমাম বাগাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : দাগ দেয়া স্পষ্টভাবে হারাম। কেননা আল্লাহর নাবী ﷺ দাগ প্রদানকারীকে অভিশাপ দিয়েছেন। আর অভিশাপের দাবী হলো হারাম। আর মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর চেহারা ব্যতীত যে কোন স্থানে দাগ দেয়া শাফি'ঈ মাযহাবের নিকটে কোন মতভেদ ছাড়া জায়িয। তবে যাকাত ও জিয্ইয়ার উটের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব। এছাড়া অন্য ক্ষেত্রে মুস্তাহাবও নয় এবং নিষেধও নয়।

(শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২১১৭)

٤٠٧٩ - [١٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِيْ يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৭৯-[১৬] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ভোরে আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ তৃলহাহ্-কে মিষ্টিমুখ করানোর জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে নিয়ে এলাম। তখন আমি তাঁকে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তাঁর হাতে ছিল একখানা দাগ লাগানোর যন্ত্র। তা দ্বারা তিনি সদাক্বাহ্-যাকাতের উটগুলো দাগাচ্ছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১৬]

ব্যাখ্যা : মুহাল্লিব (রহিমাহুল্লাহ) ও অন্যান্যরা বলেন : অত্র হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, রাষ্ট্রপ্রধান কেবলমাত্র দাগ দেয়ার যন্ত্রটি ধরতে পারবে অন্য কোন মানুষ তার মতো ধরতে পারবে না এবং সেটা আংটি বা সিল মোহরের ন্যায়।

এটা প্রমাণিত যে, রাষ্ট্রপ্রধান যাকাতের মালগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং নিজেও দেখাশুনার দায়িত্ব নিবে। এছাড়াও মুসলিমদের সার্বিক বিষয়েও খেয়াল রাখবে।

আর এটাও প্রমাণিত যে, প্রয়োজনে প্রাণীকে ব্যথা বা কষ্ট দেয়া বৈধ।

এবং এটাও প্রমাণিত যে, নবজাতক শিশুকে বারাকাত হাসিলের জন্য সৎ ব্যক্তিদের নিকটে নিয়ে যাওয়া।

এবং এটাও প্রমাণিত যে, বণ্টনের ক্ষেত্রে বিলম্ব করা জায়িয। কেননা যদি বণ্টন দ্রুত করা হয় তাহলে প্রাণীগুলো দাগ দেয়া থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাচ্ছে।

এবং এটাও প্রমাণিত যে, পেশাগত কাজ সরাসরি নিজেই করা অন্যকে দিয়ে না করা, অধিক সাওয়াবের আশায় এবং অহংকার-অহমিকা দূর করতে। (ফাতহুল বারী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১৫০২)

ব্যাখ্যাকার বলেন : মানুষকে দাগ দেয়া হারাম।

পক্ষান্তরে মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে চেহারায় দাগ দেয়া নিষেধ। আর যাকাত ও জিয্ইয়ার উটের ক্ষেত্রে চেহারা ব্যতীত দাগ দেয়া মুস্তাহাব। আর অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে জায়িয।

যদি দাগ দিতে হয় তাহলে বকরীর কানে দাগ দেয়া মুস্তাহাব। আর উট ও গরুর উরুর মূলে, কেননা সেটি শক্ত জায়গা। তাই সেখানে কষ্ট কম হবে এবং চুল হালকা থাকে। আর দাগ প্রকাশ পাবে।

* দাগ দেয়ার উপকারিতা : কতিপয় প্রাণীকে কতিপয় প্রাণী থেকে পার্থক্য করা।

আর জিয্ইয়ার প্রাণীর ক্ষেত্রে جِزْيَةٌ (জিয্ইয়াহ্) অথবা صَغَارٌ (অপমান) লেখা মুস্তাহাব। আর যাকাতের প্রাণীর ক্ষেত্রে زَكَاةٌ (যাকাত) অথবা صَدَقَةٌ (সদাক্বাহ্) লেখা মুস্তাহাব।

---

[১৬] সহীহ : সহীহুল বুখারী ১৫০২, সহীহ মুসলিম ৫৬৮০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৫৩৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৬৩৫, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৪২৬২, মুসনাদে আহমাদ ১৪০২৭।

Scanned by CamScanner

ইমাম শাফি‘ঈ (রহিমাহুল্লাহ) ও তার অনুসারীরা বলেন : বকরীর দাগ দেয়ার যন্ত্রটি গরুর দাগ দেয়ার যন্ত্রটির চেয়ে হালকা হওয়া মুস্তাহাব। আর গরুর দাগ দেয়ার যন্ত্রটি উটের দাগ দেয়ার যন্ত্রটির চেয়ে হালকা হওয়া মুস্তাহাব। (শারহুন্ নাবাবী ১৪ খণ্ড, হাঃ ২১১৯)

٤٠٨٠ -[١٧] وَعَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِيْ مِرْبَدٍ فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاءَ حَسِبْتُهُ قَالَ: فِيْ آذَانِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৮০-[১৭] হিশাম ইবনু যায়দ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি পশুর আস্তাবলে ছিলেন। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি ছাগল-বকরীগুলোকে দাগ দিচ্ছেন। (হিশাম বলেন,) আমার ধারণা, আনাস (রাঃ) বলেছেন : রসূল (ﷺ) ঐ পশুগুলোর কানের মধ্যেই দাগ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত শব্দ (مِرْبَدٍ) সম্পর্কে ইবনু মালিক বলেন : এর অর্থ হলো এমন স্থান যেখানে উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি আটকে রাখা হয়। ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (مِرْبَدٍ) হলো এমন স্থান যেখানে উট আটকে রাখা হয়। আর তা মেষপালের খোয়াড়ের মতো। অন্যদিকে (شَاءَ) শব্দটি বকরি, খাশি তথা মাদী ছাগল ও নর ছাগল উভয়কেই বুঝায়। তাই হাদীসে উল্লেখিত শব্দ (شَاءَ) দ্বারা বকরী বা খাশি যে কোনটিই উদ্দেশ্য হতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসে (فِيْ اٰذانها) শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) চেহারায় দাগ দেননি। বরং কানে দাগ দিয়েছেন। আর এর থেকে এটাও বুঝা যায় যে, কান চেহারার অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ হাদীসকেই জামহূর ‘উলামা দলীল হিসেবে গ্রহণ করে বলেছেন যে, চতুষ্পদ জন্তুকে দাগ দেয়া বৈধ। কিন্তু আহনাফগণ এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া হতে নিষেধ করার হাদীসকে কেন্দ্র করে। তারা বলেন, এ হাদীসটির হুকুম ব্যাপক। অর্থাৎ কোন প্রাণীকেই আগুন দিয়ে শাস্তি বা কষ্ট দেয়া বৈধ না। অতএব পশুকে দাগ দেয়া যাবে না। আবার তাদের কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, আগুন দিয়ে পশুকে দাগ দেয়ার হাদীস মানসুখ হয়েছে। কিন্তু জামহূরগণ চতুষ্পদ জন্তুকে দাগ দেয়া বৈধ বলেছেন এ হাদীসকে খাস হিসেবে ধরে নিয়ে। অর্থাৎ কোন কিছুই আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া বা কষ্ট দেয়া বৈধ না। তবে প্রয়োজনে চতুষ্পদ জন্তুকে লোহা বা এ জাতীয় কিছু দ্বারা দাগ দেয়া বৈধ। والله أعلم (আল্লাহই ভালো জানেন)। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৫৪২)

এ দাগ দেয়া প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস গত হয়েছে। তাতে রয়েছে, মানুষকে দাগ দেয়া হারাম। আর মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীকে দাগ দেয়া বৈধ। তবে চেহারায় দাগ দেয়া বৈধ নয়। আর যাকাত এবং ট্যাক্সের পশুতে মুখে ছাড়া অন্য জায়গায় দাগ দেয়া মুস্তাহাব। যদি দাগ দেয়ার প্রয়োজনই হয় তাহলে মেষপাল বা এ জাতীয় প্রাণীর কানে দাগ দেয়া মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে প্রয়োজনে উট, গরু এগুলোর রানের মাঝে দাগ দেয়া মুস্তাহাব। কারণ এটা শক্ত জায়গা। তাতে ব্যথা কম হয়। লোম কম থাকে এবং তাতে দাগও ভালোভাবে দেখা যায়। এসব পশুকে দাগ দেয়ার উপকারিতা হলো একটি পশুকে আরেকটি পশু থেকে যাতে পার্থক্য করা যায়। আর মুস্তাহাব হলো ট্যাক্সের পশুর সাথে ট্যাক্স আর যাকাতের পশুর সাথে যাকাত বা সদাক্বাহ্ লেখা।

---

[১৭] সহীহ : সহীহুল বুখারী ৫৫৪২, সহীহ মুসলিম ৫৬৭৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬২৯, মুসনাদে আহমাদ ১২৭২৫, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্যাক্ব ৮৪৫২, মা‘রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৪২৬২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৩৮১।

Scanned by CamScanner

ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) ও তার অনুসারীগণ বলেন : মুস্তাহাব হলো যেন মেষপালের দাগ দেয়ার যন্ত্রটি গরুকে দাগ দেয়ার যন্ত্রের থেকে হালকা হয়। আর গরুটি যেন উটের থেকে হালকা হয়। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যাকাত ও ট্যাক্সের পশুকে দাগ দেয়া মুস্তাহাব। এটা আমাদের মত এবং সকল সহাবী ও জামহূর 'আলিমদের মত। ইবনু সাব্বাগ ও অন্যান্যরা এ বিষয়টিকে সহাবীদের ইজমা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ১১১)

খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসই দলীল যে, কান চেহারার অন্তর্ভুক্ত না। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ অন্য হাদীসে চেহারায় দাগ দিতে ও তাতে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৬০)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٠٨١ -[١٨] عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَحَدُنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ فَقَالَ: «أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَ شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ

৪০৮১-[১৮] 'আদী ইবনু হাতিম رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! যদি আমাদের কেউ শিকার করে খাওয়ার মতো কোন পশু পেয়ে যায় আর তার সঙ্গে ছুরি না থাকে, তখন সে হালকা ধরনের পাথর কিংবা ধারালো কোন কাঠ দ্বারা তাকে যাবাহ করতে পারবে কি? তিনি বললেন, ইচ্ছামত যে কোন জিনিস দ্বারাই রক্ত প্রবাহিত করে দাও এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[১৮]

ব্যাখ্যা : মির্ক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসে উল্লেখিত শব্দ (الْمَرْوَةِ) হলো, একেবারে পাতলা সাদা পাথর। যাকে ছুরির মতো বানানো যায় এবং তা দিয়ে যাবাহ করা যায়। (الدَّمَ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রবহমান রক্ত। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (الْمَرْوَةِ) হলো সাদা পাথর। আর (شِقَّةِ الْعَصَا) দ্বারা বুঝানো হয়েছে এমন জিনিসকে যা শক্ত এবং ধারালো হয়। অতএব পশুর শরীরে আঘাত করে রক্ত বের করা যায় এমন কোন জিনিস দিয়ে রক্ত বের করলে এবং আল্লাহর নাম নিলেই যথেষ্ট হবে। তখন তা খেতে কোন সমস্যা নেই। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮২১)

٤٠٨٢ -[١٩] وَعَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِيْ فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

---

[১৮] সহীহ : সুনান আবূ দাউদ ২৮২৬, নাসায়ী ৪৩০৪, ইবনু মাজাহ ৩১৭৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩৭০০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৬২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৩২।

Scanned by CamScanner

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهٰذِهٖ ذَكَاةُ الْمُتَرَدِّيْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا فِي الضَّرُورَةِ

৪০৮২-[১৯] আবুল 'উশারা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! গলা গ্রীবা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কি যাবাহ করা যায় না? তিনি (ﷺ) বললেন : যদি তুমি তার উরুর মধ্যেও ক্ষত করে দাও তাও তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

(তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[১৯]

তবে ইমাম আবূ দাঊদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এটা ঐ জানোয়ারের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যা কোন খাদে পড়ে গিয়েছে। আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এটা অস্বাভাবিক অবস্থায় জরুরী ভিত্তিতে যাবাহ করার বিধান।

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসাকারীর উত্তরে বলেছেন : যদি তুমি পশুর রানে আঘাত কর সেটিই তোমার জন্য যাবাহ হিসেবে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

এ কথার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো মারাত্মক প্রয়োজনের সময় শরীরের যে কোন জায়গায় জখম করলেই তা যাবাহ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় কণ্ঠনালীর মাঝে যাবাহ করতে হবে। আর স্বভাবিকভাবে যাবাহ করার ক্ষেত্রে গলার রগগুলো কাটতে হবে। কারণ সেটিই হলো জান বের হওয়ার স্থান। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

তুহফাতুল আহ্ওয়াযীতে বলা হয়েছে, হাদীস বিশারদগণ বলেন : বিশেষ প্রয়োজনে যখম করার দ্বারাই যাবাহ করা যথেষ্ট হয়ে যাবে। যেমন কোন পশু কূপে বা গর্তে পড়ে গেলে তাকে জখম করলেই যাবাহ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, জখম করাটা যাবাহ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে শুধুমাত্র কূপে বা গর্তে পড়া পশু অথবা পলায়নকারী পশু বা বন্য পশুর ব্যাপারে, অন্য ক্ষেত্রে তা সঠিক হবে না। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৮১)

٤٠٨٣ -[٢٠] وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ». قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: «إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪০৮৩-[২০] 'আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে কুকুর অথবা বাজপাখি-কে শিকার ধরার জন্য তুমি শিক্ষা দিয়েছ, অতঃপর তাকে *'বিস্‌মিল্লা-হ'* বলে ছেড়ে দিয়েছ, যদি সে শিকারটিকে তোমার জন্য ধরে রাখে, তবে তুমি তা খেতে পার। (রাবী বলেন,) আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি

---

[১৯] **য'ঈফ** : নাসায়ী ৪৪০৮, ইবনু মাজাহ ৩১৮৪, দারিমী ১৯৭২, য'ঈফ আবূ দাঊদ ৪৯৫, ২/৩৮২; মুসনাদে আহমাদ ১৮৯৪৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬৯৪৩, তিরমিযী ১৪৮১;

এ হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো হাদীসটির "আবুল 'উশারা" একজন অপরিচিত ব্যক্তি। ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি আবুল 'উশারাকে তার পিতার থেকে সহীহ হাদীসটি ব্যতীত অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন মর্মে অবগত নই। তিনি আরো বলেন, আবুল 'উশারা-এর আসল নাম কি– এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেন তার নাম উসামাহ্ ইবনু ক্বিহত্বিম বলা হয়, তার নাম উত্বারিদ। তাকে তার দাদার দিকে নিসবাত (সম্পর্কিত) হয়েছে। (তিরমিযী ১৪৮১ নং হাঃ দ্রঃ)

Scanned by CamScanner

সে শিকারটিকে মেরে ফেলে? তিনি (ﷺ) বললেন : যখন সে শিকারটিকে মেরে ফেলেছে এবং তার কিছুই খায়নি (তখন তা খাওয়া যায়)। কেননা সে তা তোমার জন্যই শিকার করেছে। (আবূ দাউদ)[২০]

ব্যাখ্যা : মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসে শুধুমাত্র দু'টি প্রাণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে উপমা হিসেবে অথবা অধিকাংশের বিবেচনায়। কেননা অধিকাংশ সময় সাধারণত এ দুই ধরনের প্রাণী দিয়েই শিকার করা হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বাজ পাখি শিকার করে যদি সেই শিকারকৃত প্রাণী হতে কিছু খেয়ে ফেলে তাতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যদি কুকুর শিকারকৃত প্রাণী হতে কিছু খেয়ে ফেলে তাহলে সেই শিকারকৃত প্রাণী খাওয়া মাকরূহ। তবে যদি কুকুর শিকার করে রক্ত পান করে তাহলে তা খেতে কোন সমস্যা নেই। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮৪৮)

٤٠٨٤ ـ[٢١] وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِيْ قَالَ: «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪০৮৪-[২১] উক্ত রাবী ('আদী ইবনু হাতিম রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমি কোন শিকারের প্রতি তীর ছুঁড়ি এবং পরের দিন আমার তীরসহ শিকারটিকে পাই। (এমতাবস্থায় তার হুকুম কি?) তিনি বললেন, যদি তোমার এ দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তোমার তীরই তাকে মেরেছে এবং অন্য কোন হিংস্র জানোয়ারের দ্বারা আঘাতের চিহ্ন তাতে না দেখো, তখন তুমি তা খেতে পারো। (আবূ দাউদ)[২১]

ব্যাখ্যা : ইবনুল মালিক এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন : যদি তুমি ঐ প্রাণীর মাঝে কোন হিংস্র প্রাণীর আক্রমণের চিহ্ন দেখতে পাও তাহলে সেটি খাবে না। কেননা তখন সেই প্রাণীকে হত্যা করার নিশ্চিত কারণ জানা যায় না। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৬৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আবূ সা'লাবাহ্ আল খুশানী থেকে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, আবূ সা'লাবাহ্ বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আমার তীর ও ধনুক সম্পর্কে বলুন? (অর্থাৎ তীর ও ধনুক দিয়ে আমি যা শিকার করি তা খেতে পারব কিনা?) তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার ধনুক তোমার জন্য যা শিকার করে তা তুমি খেয়ে নাও। তিনি (ﷺ) আরো বললেন : তা যাবাহ করা হোক না হোক। সা'লাবাহ্ বললেন, তীর লাগার পর সেই প্রাণী যদি আমার থেকে আড়াল হয়ে যায় (তাহলেও কি খেতে পারব)? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার থেকে আড়াল হয়ে গেলেও তুমি তা খেতে পার। যতক্ষণ না সেই শিকারকৃত প্রাণী থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। আর যতক্ষণ না তোমার তীর ব্যতীত অন্য কোন কিছুর আঘাত তাতে না পাওয়া যায়।

٤٠٨٥ ـ[٢٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[২০] সহীহ : আবূ দাউদ ২৮৫১, হাদীসটি সহীহ তবে أَوْ بَازٍ "অথবা বাজ পাখি" অংশটুকু মুনকার। আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৩৫৮, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৮০২।

[২১] সহীহ : তিরমিযী ১৪৬৮, ইবনু মাজাহ ২৫৩৯, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৮১১।

Scanned by CamScanner

৪০৮৫-[২২] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে মাজূসীর কুকুরের শিকারকৃত জানোয়ার খেতে নিষেধ করা হয়েছে। (তিরমিযী)[২২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মাঝে দলীল রয়েছে, কোন কাফির যদি কোন প্রাণী যাবাহ করে তাহলে তার যাবাহকৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ না। অনুরূপভাবে যদি সে কোন প্রাণী পাঠিয়ে পশু শিকার করে তাহলেও তা খাওয়া বৈধ না।

শারহুস্ সুন্নাহ্য় আছে, যদি কোন মুসলিম অগ্নিপূজকের কুকুর নিয়ে শিকার করে তাহলে সেই শিকারকৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ। কিন্তু যদি কোন অগ্নিপূজক মুসলিম ব্যক্তির কুকুর নিয়ে শিকার করে তাহলে সেই শিকারকৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ হবে না। তবে যদি মুসলিম ব্যক্তি তা জীবিত অবস্থায় পায় তারপর তা যাবাহ করে তাহলে তা খাওয়া বৈধ। আর যদি কোন মুসলিম এবং অগ্নিপূজক উভয়ে অংশীদার হয়ে একটি কুকুর পাঠায় অথবা তীর নিক্ষেপ করে এবং সেই কুকুর বা তীর কোন প্রাণী শিকার করে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তা খাওয়া হারাম।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যাবাহকারীর জন্য শর্ত হলো তাকে মুসলিম হতে হবে অথবা কিতাবী হতে হবে। যাবাহকৃত প্রাণীর গোশত ছাড়া অন্য যে কোন হালাল খাবার যে কোন কাফির থেকে খাওয়া যাবে। আর কিতাবধারীর যাবাহকৃত প্রাণী খাওয়ার জন্য শর্ত হলো তাকে অবশ্যই আল্লাহর নামে যাবাহ করতে হবে। এমনকি যদি তারা আল্লাহর নাম না নিয়ে মাসিহ 'আলায়হিস সালাম অথবা 'উযায়র 'আলায়হিস সালাম-এর নামে যাবাহ করে তাও বৈধ হবে না।

আর কাফির বলতে বুঝানো হয়েছে যাদেরকে কোন কিতাব দেয়া হয়নি। যেমন- অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজক ইত্যাদি। কারণ তাদের কোন তাওহীদ নেই। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৬৬)

٤٠٨٦ -[٢٣] وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ تَمُرُّ الْيَهُودِ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوسِ فَلَا نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪০৮৬-[২৩] আবূ সা'লাবাহ্ আল খুশানী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমরা ভ্রাম্যমাণ লোক। প্রায়শ ইয়াহূদী, নাসারা এবং মাজূসীদের অগ্নি জনপদ দিয়ে যেতে হয়, তখন আমরা তাদের বাসন-কোষণ ব্যতীত অন্য কিছু পাই না। তিনি বললেন, যদি তোমরা তাদের পাত্র ব্যতীত অন্য কোন পাত্র না পাও, তখন তা খুব উত্তমরূপে পানি দ্বারা ধৌত করে নাও। অতঃপর তাতে খাও এবং পান করো। (তিরমিযী)[২৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বারমাবী বলেন : উল্লেখিত হাদীস থেকে বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়, পাত্র ধৌত করার পরেও ব্যবহার করা যাবে না যদি তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাওয়া যায়। আর ফাক্বীহগণ বলেন : তাদের পাত্র ধৌত করার পর কোন ধরনের অপছন্দ ছাড়াই তা ব্যবহার করা জায়িয, চাই অন্য পাত্র

---

[২২] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৪৬৬, ইবনু মাজাহ ৩২০৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭৪০৯।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হরো, এর সানাদে "হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত" নামে একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী আছে, যে عَنْ ('আন) দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছে।

[২৩] **সহীহ :** তিরমিযী ১৪৬৪, ইবনু মাজাহ ৩২০৭, মুসনাদে আহমাদ ১৭৭৩৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮০৫২।

Scanned by CamScanner

পাওয়া যাক বা না পাওয়া যাক। সুতরাং তাদের মতে হাদীসে যে সব পাত্র ব্যবহার করার ব্যাপারে অপছন্দনীয়তা এসেছে তা হলো ঐসব পাত্র যেগুলোতে তারা শুকরের গোশত পাকায় এবং মদ পান করে। আর সেগুলো ধৌত করার আগে ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ স্বভাবতই তাতে ময়লা বা অপবিত্রতা লেগে থাকে।

আর ফাক্বীহদের উদ্দেশ্য হলো তাদের সেসব পাত্র যেগুলো সাধারণত তারা অপবিত্রতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে না।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ইমাম বুখারী ও মুসলিম কোন ধরনের পরিস্থিতি বা শর্ত উল্লেখ করা ছাড়াই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম আবূ দাঊদ একটি পরিস্থিতি উল্লেখ করে শর্তসাপেক্ষে বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো সহাবী রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আমরা আহলে কিতাবীদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি আর তারা তো তাদের পাত্রে শুকর পাকায়, মদ পান করে (তাহলে কি আমরা তা ব্যবহার করতে পারি)? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তাদের পাত্র ভিন্ন অন্য পাত্র পাও তাহলে তাদের পাত্রে খেয়ো না। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৬৪)

٤٠٨٧ -[٢٤] وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارٰى وَفِيْ رِوَايَةٍ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ فَقَالَ: «لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِيْ صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪০৮৭-[২৪] ক্বাবীসাহ্ ইবনু হুল্ব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে নাসারাদের খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। অপর এক রিওয়ায়াত আছে, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, এমন কিছু খাদ্য আছে যাতে আমি সংকোচবোধ করি। উত্তরে তিনি বললেন, খাদ্যের ব্যাপারে তোমার অন্তরে কোন প্রকারের দ্বিধা-সংকোচ থাকা উচিত নয়, অন্যথায় তুমি এতে নাসারাদের সদৃশ হয়ে যাবে। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[২৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে (لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِيْ صَدْرِكَ شَيْءٌ) এ বাক্যটির ব্যাপারে তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যেসব খাবারের ব্যাপারে আল্লাহ নিষেধ করেননি সেগুলোর ব্যাপারে তোমার অন্তরে যেন কোন সংশয় সৃষ্টি না হয়। কেননা যেগুলোর ব্যাপারে নিষেধ করা হয়নি সেগুলো হালাল।

(ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ) অর্থাৎ খাবারের ব্যাপারে সন্দেহ করার কারণে খৃষ্ট ধর্মের অনুসারীদের সাথে সাদৃশ্য রাখা হবে। কেননা তাদের কারো অন্তরে যদি কোন খাবারের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হত তাহলে তারা এটা হারাম অথবা মাকরূহ ইত্যাদি বলে হুকুম লাগাতো। এজন্যই এ হাদীসে খাবারের ব্যাপারে সন্দেহ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

খাবারের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে যিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি হলেন, 'আদী ইবনু হাতিম। তিনি ইসলাম গ্রহণের আগে খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী ছিলেন। আর এজন্যই তার অন্তরে এ ধরনের সংশয় সৃষ্টি হত।

---

[২৪] হাসান : তিরমিযী ১৫৬৫, আবূ দাঊদ ৩৭৮৪, ইবনু মাজাহ ২৮৩০, সহীহুল জামি' ৭৬৬৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩২৬৯১, মুসনাদে আহমাদ ২১৯৭২, শু'আবুল ঈমান ৫৮৬৮, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৮৮০।

Scanned by CamScanner

ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তোমার অন্তরে যেন খাবারের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা এবং সংশয় প্রবেশ করতে না পারে। কারণ তুমি একনিষ্ঠ সঠিক দীনের উপর রয়েছ। সুতরাং তুমি যদি খাবারের ব্যাপারে নিজেকে কাঠিন্যতায় ফেলে দাও তাহলে তুমি এ ক্ষেত্রে খ্রিষ্টানদের পাদ্রীর সাথে সাদৃশ্য রাখলে। কেননা এটাই তাদের চরিত্র ও অভ্যাস। যে বিষয়টি পবিত্র কুরআন খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। যেমন : ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ "আর বৈরাগ্যবাদ- তা তারা নিজেরাই নতুনভাবে চালু করেছে যে বিষয়ে আমরা তাদেরকে আদেশ করিনি"– (সূরাহ্ আল হাদীদ ৫৭ : ২৭)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৬৫)

٤٠٨٨ -[٢٥] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ وَهِيَ الَّتِيْ تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪০৮৮-[২৫] আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মুজাসসামাহ্ খেতে নিষেধ করেছেন। আর তা হলো, পশু বা পাখিকে বেঁধে রেখে দূর হতে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। (তিরমিযী)[২৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত শব্দ (الْمُجَثَّمَةِ) 'মুজাস্‌সামাহ্' সম্পর্কে নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, (الْمُجَثَّمَةِ) হলো এমন প্রাণী যাকে আটকিয়ে রেখে তীর মেরে হত্যা করা হয়। আর এটা পাখি, খরগোশ এ জাতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ হয়ে থাকে।

(وهِيَ الَّتِي تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ) এ বাক্যটি মূলত ব্যবহার করা হয়েছে (الْمُجَثَّمَةِ) শব্দের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য। আর এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন হাদীসের একজন রাবী। বাক্যটি দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন। (الْمُجَثَّمَةُ) হলো যাকে আটকিয়ে রেখে তীর মেরে হত্যা করা হয়। আর সেই প্রাণী মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত সেভাবেই রেখে দেয়া হয়। এ ধরনের কাজ থেকেই হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এভাবে হত্যা করাটা শারী'আহ্গতভাবে কোন যাবাহ হয় না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৭৩)

٤٠٨٩ -[٢٦] وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنِ الْخَلِيسَةِ وَأَنْ تُوطَأَ الْحَبَالٰى حَتّٰى يَضَعْنَ مَا فِيْ بُطُونِهِنَّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى: سُئِلَ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ فَقَالَ: أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ أَوِ الشَّيْءُ فَيُرْمٰى وَسُئِلَ عَنِ الْخَلِيسَةِ فَقَالَ: الذِّئْبُ أَوِ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ فَيَمُوتُ فِيْ يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪০৮৯-[২৬] 'ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের দিন সর্বপ্রকার তীক্ষ্ণ দন্তধারী হিংস্র জন্তু, নখ ও থাবা দ্বারা শিকারী পাখি, গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত এবং মুজাস্‌সামাহ্ ও খলীসাহ্ খেতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি গর্ভবতী (দাসী)-এর সাথে তার গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত সঙ্গম করতেও নিষেধ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া বলেন : আবূ 'আসিমকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'মুজাস্‌সামাহ্' কি?

---

[২৫] সহীহ : তিরমিযী ১৪৭৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৩৯১, সহীহুল জামি' ৬৮৫৭, সহীহ ও য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ১২৮১৩, মুসনাদে ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৫০।

Scanned by CamScanner

তিনি বললেন, পাখি অথবা অন্য কোন প্রাণীকে বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করা। আর খলীসাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, বাঘ অথবা হিংস্র পশু হতে যে ধৃত জন্তু কোন ব্যক্তি ছিনিয়ে নেয়; কিন্তু যাবাহ করার পূর্বেই তা তার হাতের মধ্যে মারা যায়। (তিরমিযী)[২৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে (نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ) অর্থাৎ খায়বারের দিন নাবী ﷺ নিষেধ করেছেন। খায়বারের দিন বলতে তিনটি উদ্দেশ্য হতে পারে,

১. যে বছর খায়বার বিজয় হয়েছে সেই বছর। ২. খায়বার বিজয় হওয়ার সময়। ৩. খায়বার যুদ্ধ চলাকালীন কোন একদিন।

(عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ) বলে চতুষ্পদ হিংস্র প্রাণী খাওয়া হতে নিষেধ করা হয়েছে। সেগুলো হলো যেমন, সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, ভাল্লুক, বানর, শুকর ইত্যাদি।

শারহুস্ সুন্নাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে (ذِي نَابٍ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেসব প্রাণীকে দাঁতওয়ালা হিসেবে গণ্য করা হয় এবং যেগুলো মানুষ ও তাদের ধন-সম্পদের উপর দাঁত দিয়ে আক্রমণ করতে পারে, যেমন- নেকড়ে বাঘ, কুকুর ইত্যাদি। আর (ذِي مِخْلَبٍ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেসব প্রাণী নখ দিয়ে কেটে ছিড়ে খায়। যেমন- ঈগল, বাজপাখি, শুকর ইত্যাদি।

(الْخَلِيسَةِ) হলো হিংস্র প্রাণীর মুখ থেকে কেড়ে নেয়া শিকার। যেটা যাবাহ করার আগেই মারা যায়।

(أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتّٰى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ) এ অংশের মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলা গর্ভপাত না করা পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এর দ্বারা আপন স্ত্রী উদ্দেশ্য নয় বরং এর উদ্দেশ্য ভিন্ন। আর তা হলো যেমন কেউ গর্ভবতী দাসী পেল তাহলে সেই দাসী গর্ভপাত না করা পর্যন্ত তার সাথে সেই ব্যক্তি সহবাস করতে পারবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন মহিলা যিনা করার কারণে গর্ভধারণ করে আর সেই গর্ভাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি তাকে বিবাহ করে তাহলে গর্ভপাত না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করতে পারবে না।

আহনাফের কতিপয় 'আলিম বলেন : যদি কোন ব্যক্তি যুদ্ধে বন্দি হিসেবে গর্ভবতী দাসী পায় তাহলে তার জন্য সেই দাসীর সাথে সহবাস করা বৈধ হবে না। যতক্ষণ না সেই দাসী গর্ভপাত করে। আর যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে সেই দাসীর হায়য হওয়ার পর যখন রক্ত বন্ধ হবে তখন থেকে তার সাথে সহবাস করতে পারবে। তিবি বলেন, (الْخَلِيسَةُ) হলো যে প্রাণীকে নেকড়ে অথবা কোন হিংস্র প্রাণীর মুখ থেকে নেয়া হয়েছে এবং তাকে যাবাহ করার আগেই মারা গেছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৭৪)

٤٠٩٠ -[٢٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ. زَادَ ابْنُ عِيسٰى: هِيَ الذَّبِيحَةُ يُقْطَعُ مِنْهَا الْجِلْدُ وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتّٰى تَمُوتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪০৯০-[২৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ শারীত্বাতে শায়ত্বন হতে নিষেধ করেছেন। (বর্ণনাকারী) ইবনু 'ঈসা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, (তার অর্থ

---

[২৬] সহীহ : তিরমিযী ১৪৭৪, আবূ দাউদ ১৮৮৩, ২৫০৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৭৩, ২৩৫৮, ২৩৯১; ইরওয়া ২৪৮৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৭৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৩৩২, মুসনাদে আহমাদ ৩১৪১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫০৫১।

Scanned by CamScanner

হলো,) কোন প্রাণীকে এমনভাবে যাবাহ করা যে, তার শুধু চামড়া কাটা হয়, কিন্তু তার রগ বা শিরা না কেটে এমনিই ফেলে রাখা হয়, অবশেষে এ অবস্থায় তা মরে যায়। (আবূ দাঊদ)[২৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ (شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ) থেকে নিষেধ করেছেন। নিহায়াহ্ গ্রন্থাকার (شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ) সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, (شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ) হলো, এমন পদ্ধতিতে যাবাহকৃত পশু যার রগ কাটা হয় না এবং ভালোভাবে যাবাহও করা হয় না। আর জাহিলী যুগের লোকেরা পশুর গলার কিছু অংশ কাটত এবং সেই প্রাণী না মারা যাওয়া পর্যন্ত এভাবেই রেখে দিত।

মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেন : জাহিলী যুগের লোকেরা চতুষ্পদ জন্তুর গলার কিছু অংশ কাটত এবং তারা এটাকেই যাবাহ মনে করত।

এ ধরনের কাজকে (شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ) বলে শায়ত্বনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এজন্য যে, এ ধরনের খারাপ কাজে শায়ত্বনই তাদেরকে উৎসাহিত করেছিল।

(الْأَوْدَاجُ) হলো গলার রগসমূহ যেগুলো যাবাহ করার সময় কাটা হয়। অতএব, বিষয়টি হলো জাহিলী যুগের লোকেরা পশুর চামড়া কাটতো। কিন্তু রগ কাটতো না এ অবস্থায় সেই পশুর সব রক্ত বের হয়ে যেত। আর এ পদ্ধতিকেই তারা পশু যাবাহ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে করত।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮২৩)

٤٠٩١ - [٢٨] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৪০৯১-[২৮] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : মায়ের যাবাহ পেটের ভিতরের বাচ্চারও যাবাহ। (আবূ দাঊদ, দারিমী)[২৮]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) অর্থাৎ ভ্রূণকে যাবাহ করা হলে, তার মাকে যাবাহ করা। তালখিস গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে যাবাহ দ্বারা মা হালাল হয়ে যাবে সেই যাবাহ দ্বারাই তার ভ্রূণও হালাল হয়ে যাবে ভ্রূণ তার মায়ের অনুসারী হওয়ার কারণে। কেননা ভ্রূণ তার মায়ের একটি অংশ। সুতরাং তার মাকে যাবাহ করার দ্বারা তার পুরা অঙ্কন যাবাহ হয়ে যাবে।

ইবনুল মুনযির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কোন সহাবী অথবা কোন 'আলিম এটা বলেননি যে, যাবাহ করা ছাড়া ভ্রূণ খাওয়া যাবে। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আলাদাভাবে যাবাহ করার ছাড়া ভ্রূণ খাওয়া যাবে না।

মুনযিরী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, কিছু আহনাফের মতে, মাকে যাবাহ করাটা তার ভ্রূণের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং ভ্রূণ বের হওয়ার পর তাকে নতুন করে আলাদাভাবে যাবাহ করতে হবে। তবে এ হাদীসের তাফসীরে ইমামদের থেকে যে উক্তিটি সংরক্ষিত তা হলো ভ্রূণ যাবাহ হয়ে যাবে তার মাকে যাবাহ করা দ্বারাই। অর্থাৎ আলাদাভাবে ভ্রূণকে আবার যাবাহ করার প্রয়োজন নেই।

---

[২৭] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৮২৬, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৬০৬৮, ইরওয়া ২৫৩১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৬০০। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো এর সানাদে "আম্‌র ইবনু 'আবদুল্লাহ" নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন। যিনি হাদীস বর্ণনায় য'ঈফ। ইমাম যাহাবী তাকে য'ঈফ বলেছেন। দেখুন- য'ঈফ আবূ দাউদ ৪৯১।

[২৮] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৮২৮, তিরমিযী ১৪৭৬, দারিমী ১৯৭৯, ইবনু মাজাহ ৩১৯৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৮৯, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৯৪৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৮৬৪৯, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৬১৫০, মুসনাদে আহমাদ ১১৩৪৩।

Scanned by CamScanner

ইবনুল মুনযির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কোন সহাবী, কোন তাবি'ঈ অথবা কোন 'আলিম থেকে এ মত বর্ণিত হয়নি যে, ভ্রূণ নতুন করে আলাদাভাবে যাবাহ করা ছাড়া খাওয়া যাবে না। তবে শুধুমাত্র ইমাম আবূ হানীফাহ্ বলেন, ভ্রূণকে আলাদাভাবে যাবাহ করতে হবে। ইবনুল মুনযির (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন : ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ)-এর অনুসারীগণ তার এ কথার উপর একমত হয়েছেন বলে আমি মনে করি না।

এ বিষয়ে ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, আর তা হলো (ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ) অর্থাৎ ভ্রূণের মাকে যাবাহ করার দ্বারাই ভ্রূণের যাবাহ করা হয়ে যাবে। ইমাম দারাকুত্বনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসের দু'টি ত্রুটি রয়েছে।

১. হাদীসটি মাওকূফ।

২. এ হাদীসটি ইসাম ইবনু ইউসুফ মুবারক ইবনু মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর ইমাম বুখারী, মুবারক ইবনু মুজাহিদকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হাতিম আর্ রাজী বলেন : আমি তার এ হাদীসের ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখছি না। অর্থাৎ সে দুর্বল হলেও তার এ হাদীস ঠিক আছে। আর তার হাদীসের কিছু শব্দ এই আছে যে, (فَإِنَّ ذَكَاتَه ذَكَاةُ أُمِّهِ)। সুতরাং এ অংশটুকুই এ সকল লোকেদের এ ব্যাখ্যাকে বাতিল করে যারা বলে ভ্রূণকেও তার মায়ের মতো যাবাহ করতে হবে, এছাড়া খাওয়া যাবে না।

শায়খ শামসুদ্দীন ইবনুল ক্বইয়্যূম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তাদের এ ব্যাখ্যা (ভ্রূণকে তার মায়ের মতো যাবাহ করা ছাড়া খাওয়া যাবে না) বাতিল কয়েকটি কারণে,

১. হাদীসের পূর্বাপরের আলোচনা সেই ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে। কেননা সহাবীগণ নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিল সেই ধরনের ভ্রূণ সম্পর্কে যা ছাগল বা এ জাতীয় প্রাণীর পেটে পাওয়া যায়। যদি পাওয়া যায় তাহলে তারা সেটা খাবে নাকি ফেলে দিবে? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তা খাওয়ার ব্যাপারে ফায়সালা দিলেন। ভ্রূণ মৃত হওয়ার কারণে তা খেতে তাদের যে সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল তা তিনি দূর করে দিলেন। কেননা তার মাকে যাবাহ করার দ্বারাই তার যাবাহ হয়ে গেছে। তা ছাড়াও ভ্রূণ তার মায়েরই একটি অংশ হাত, কলিজা ও মাথার ন্যায়। আর যাবাহকৃত প্রাণীর প্রতিটি অঙ্গ আলাদা আলাদাভাবে যাবাহ করার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ভ্রূণ যতক্ষণ তার মায়ের গর্ভে থাকবে ততক্ষণ সেটি তার অংশ হিসেবেই গণ্য হবে। যাবাহের ক্ষেত্রে ভ্রূণের জন্য আলাদা কোন হুকুম হবে না। অতএব, যখন মাকে যাবাহ করা হবে তখন সেই যাবাহ তার প্রতিটি অংশের জন্য যথেষ্ট হবে। আর তার অংশের মধ্যে ভ্রূণও রয়েছে।

তাই এটাই হলো স্পষ্ট ক্বিয়াস বা নীতিমালা যেহেতু এ মাসআলাহ্ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন দলীল নেই।

২. উত্তর অবশ্যই প্রশ্ন অনুপাতে হতে হবে। সহাবীগণ এক্ষেত্রে যাবাহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি যে, তার উত্তরে বলা হবে ভ্রূণকে যাবাহ করতে হবে যেমনিভাবে মাকে যাবাহ করা হয়। বরং তারা জিজ্ঞেস করেছিলেন ভ্রূণ খাওয়া সম্পর্কে যা তারা যাবাহ করার পর কখনো কখনো পেটে পায়। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তা হালাল হিসেবে খাওয়ার অনুমতি দিলেন এবং তার মায়ের যাবাহকেই তার ভ্রূণের যাবাহ হিসেবে গণ্য করলেন। তাই ভ্রূণকে আলাদা হিসেবে যাবাহ করার প্রয়োজন নেই।

৩. সকল মানুষদের মাঝে সহাবীগণই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য সবচেয়ে ভালো বুঝতেন। তারা এ হাদীস থেকে বুঝেছেন যে, মাকে যাবাহ করার দ্বারাই ভ্রূণের যাবাহ হয়ে যাবে। আলাদাভাবে তাকে যাবাহ

Scanned by CamScanner

করতে হবে না। বরং তা যাবাহ করা ছাড়াই খাওয়া যাবে। 'আবদুল্লাহ ইবনু কা'ব ইবনু মালিক বলেন : সহাবীগণ বলতেন, যদি গর্ভে থাকা ভ্রূণ সম্পর্কে জানা যায় তাহলে তার মাকে যাবাহ করার দ্বারাই তার ভ্রূণের যাবাহ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে সকলের মত এটাই ছিল।

ইবনুল মুনযির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ভ্রুণ যাবাহ করা ছাড়া খাওয়াই লোকেরা বৈধ হিসেবে দেখত। আর এ ব্যাপারে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন বলে আমরা জানি না। কিন্তু যখন নু'মান ইবনু সাবিত (ইমাম আবূ হানীফাহ্) আসলেন তখন তিনি বললেন : ভ্রুণ আলাদাভাবে যাবাহ করা ছাড়া খাওয়া যাবে না। কারণ একটি প্রাণী যাবাহ করাটা দু'টি প্রাণী যাবাহ করার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।

৪. শারী'আতে এটা স্বীকৃত যে, বিভিন্ন পশুকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে যাবাহ করা হয়ে থাকে। যেমন শিকারী পশুকে যে কোন স্থানে আঘাত করে রক্ত বের করার মাধ্যমেও যাবাহ করা হয়ে যায়। আর এটা জানা কথা যে, মাকে যাবাহ করা ছাড়া তার ভ্রূণকে যাবাহ করা অসম্ভব। তাই এ ক্ষেত্রে মাকে যাবাহ করার দ্বারাই তার ভ্রূণও যাবাহ হয়ে যাবে। তার জন্য আলাদাভাবে যাবাহের প্রয়োজন নেই।

৫. হাদীসের বাক্য (ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) অর্থাৎ মাকে যাবাহ করার অর্থ তার ভ্রুনকে যাবাহ করা। এ বাক্যটি ঠিক এই বাক্যের মতো যেটা বলা হয় (غِذَاءُ الْجَنِيْنِ غِذَاءُ أُمِّهِ) অর্থাৎ ভ্রুণের খাবার হলো তার মায়ের খাবার। সুতরাং এ বাক্য থেকে যেটা বুঝা যায় তা হলো, ভ্রুণের জন্য আলাদা খাবারের প্রয়োজন নেই। ঠিক (ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ভ্রুণের জন্য আলাদাভাবে যাবাহের প্রয়োজন নেই।

৬. ভ্রূণকে তার মায়ের মতো যাবাহ করা হবে যদি তা জীবিত অবস্থায় বের হয়। আর তখন তাকে আলাদাভাবে যাবাহ করা ছাড়া খাওয়া যাবে না।

কিন্তু কথা হলো সহাবীগণ তো রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ জীবিত ভ্রূণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি এবং তাদেরকে সেই উত্তরও রসূলুল্লাহ ﷺ দেননি। আর তাদের প্রশ্ন থেকেও এটা বুঝা যায় না এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তরটা সেই ধরনের জীবিত ভ্রূণ সম্পর্কেও না।

সহাবীগণ রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিলেন আমরা গরু, ছাগল যাবাহ করি। আর কখনো তাতে আমরা ভ্রূণ পাই। আমরা তা খাব নাকি ফেলে দিব? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উত্তরে বললেন, যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তাহলে খেতে পার। কেননা তার যাবাহ করাটা হলো তার মাকে যাবাহ করাই। তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন তা খাওয়া সম্পর্কে যে, সেটা তাদের জন্য খাওয়া হালাল হবে কিনা?

রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য তা খাওয়ার ফায়সালা দিলেন এবং ভ্রূণ মৃত হওয়ার কারণে তাদের মাঝে যে সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল তা তিনি দূর করে দিলেন। এ কথা বলার মাধ্যমে যে, ভ্রুণের যাবাহ হয়ে যাবে তার মাকে যাবাহ করার দ্বারাই।

আর এটা স্পষ্ট যে, যদি (ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) এর অর্থ করা হয় "তোমরা ভ্রূণকে যাবাহ কর যেভাবে তার মাকে যাবাহ করতে হয়।" তাহলে প্রশ্ন আর উত্তরের সাথে মিল থাকে না। সুতরাং যদি ভ্রূণকে আলাদাভাবে যাবাহ করার প্রয়োজন হত, তাহলে রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, যদি ভ্রূণ জীবিত বের হয় তাহলে তোমরা তা যাবাহ করে খেতে পার। আর তাকে যাবাহ করার পদ্ধতি হলো তার মাকে যাবাহ করার মতোই।

কিন্তু বর্ণিত হাদীস ভ্রূণকে আলাদাভাবে যাবাহ করার কথা প্রমাণ করে না। والله أعلم, (আল্লাহ এ ব্যাপারে অধিক অবগত) ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮৬৫)

Scanned by CamScanner

মিরক্বাতের লেখক বলেন : শারহুস্ সুন্নাহ গ্রন্থে রয়েছে, এ হাদীসেই প্রমাণ রয়েছে যে, যদি কেউ কোন প্রাণী যাবাহ করে আর তাতে কোন মৃত ভ্রূণ পাওয়া যায় তাহলে তা খাওয়া হালাল। আর এটা হলো অধিকাংশ বিদ্বান সহাবীগণের মত এবং তাদের পরবর্তী 'আলিমদের মতও।

ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ)-ও এ মত পোষণ করেছেন। তবে তাদের কেউ কেউ ভ্রূণের মাঝে জীবন পাওয়াকে শর্ত করেছেন। যদি ভ্রূণ জীবিত অবস্থায় বের হয় তাহলে তাকে যাবাহ করতে হবে।

যায়নুল 'আরব বলেন : যদি মাকে যাবাহ করার পরেই ভ্রূণ নাড়াচাড়া না করে তাহলে তা খাওয়া যাবে। কিন্তু যদি দীর্ঘ সময় নড়াচাড়া করার পর বন্ধ করে দেয় তাহলে তা খাওয়া হারাম। যদি ভ্রূণের কিছু অংশ বের হয়ে যায় আর সেই সময় তার মাকে যাবাহ করা হয় পরিপূর্ণভাবে ভ্রূণ বের হওয়ার আগেই তবুও তা খাওয়া বৈধ হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٠٩٢ - [٢٩] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

৪০৯২-[২৯] আর তিরমিযী আবূ সা'ঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

٤٠٩٣ - [٣٠] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا جَنِيْنًا أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৪০৯৩-[৩০] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা উষ্ট্রী, গাভী এবং বকরী যাবাহ করে কোন সময় তাদের পেটের ভেতর বাচ্চা পাই। এখন আমরা কি তাকে ফেলে দেব, নাকি খেতে পারব? তিনি বলেন, যদি ইচ্ছা হয় খেতে পার। কেননা তার যাবাহ মায়ের যাবাহের অনুরূপ। (আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ)[২৯]

٤٠٩٤ - [٣١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللهُ عَنْ قَتْلِهِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا وَلَا يَقْطَعَ رَأْسَهَا فَيَرْمِيَ بِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৪০৯৪-[৩১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি না-হাক্ব চড়ুই কিংবা তদপেক্ষা ছোট পাখি হত্যা করবে, (ক্বিয়ামাতের দিন) আল্লাহ তা'আলা তাকে তার হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন। জিজ্ঞেস করা হলো– হে আল্লাহর রসূল! তার হাক্ব কি? তিনি (ﷺ) বললেন, তাকে যাবাহ করে খাবে এবং তার মাথা কেটে ফেলে দেবে না। (আহমাদ, নাসায়ী ও দারিমী)[৩০]

---

[২৯] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৮২৭, ইবনু মাজাহ ৩১৯৯, ইরওয়া ২৫৩৯, মুসনাদে আহমাদ ১১২৬০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৯৭১, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৯৪৩।

[৩০] য'ঈফ : মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল ৬৫৫১, নাসায়ী ৪৪৪৫, দারিমী ১৯৭৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৫৯৪, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৬৩৫, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ১৪৮৩, শু'আবুল ঈমান ১১০৭৫।

Scanned by CamScanner

٤٠٩٥ -[٣٢] عَن أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ: «مَا يُقْطَعُ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪০৯৫-[৩২] আবূ ওয়াক্বিদ আল লায়সী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাদীনায় আগমন করলেন। তখন মাদীনাবাসীরা জীবিত উটের কুঁজ এবং দুম্বার পাছার বাড়তি গোশ্‌ত কেটে খেত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, জীবিত জানোয়ার হতে যা কেটে নেয়া হয় তা মৃত, তা খাওয়া যাবে না।
(তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৩১]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٠٩٦ -[٣٣] عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ حَارِثَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْعٰى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ فَرَأَى بِهَا الْمَوْتَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَنْحَرُهَا بِهِ فَأَخَذَ وَتِدًا فَوَجَأَ بِهِ فِيْ لَبَّتِهَا حَتّٰى أَهْرَاقَ دَمَهَا ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ وَفِيْ رِوَايَتِهِ: قَالَ: فَذَكّٰهَا بِشِظَاظٍ

৪০৯৬-[৩৩] 'আত্বা ইবনু ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বানী হারিসাহ্ গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, সে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে কোন এক সমভূমিতে তার প্রসবাসন্ন উষ্ট্রী চরাচ্ছিল, হঠাৎ সে দেখতে পেল উষ্ট্রীটি প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় পৌঁছেছে। কিন্তু তাকে যাবাহ করার জন্য কিছুই না পেয়ে সে একটি পেরেক নিলো এবং তা দ্বারা তার কণ্ঠনালী ফুটো করে দিলো। ফলে তার রক্ত প্রবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর ঘটনাটি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অবহিত করলে তিনি তাকে তা খাবার আদেশ দিলেন। (আবূ দাউদ ও মালিক)[৩২]

অবশ্য মালিক-এর অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, বর্ণনাকারী বলেন : সে উষ্ট্রীকে একখানা ধারালো কাঠ দ্বারা যাবাহ করল।

ব্যাখ্যা : ইবনু ওয়াহ্‌ব (রহিমাহুল্লাহ) মালিক (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণনা করেছেন; প্রত্যেক ঐ বস্তু যা চিনামাটির তৈরি অথবা হাড় কিংবা শিং জাতীয় বস্তুসহ যেগুলো দ্বারা রক্ত প্রবাহিত করা যায় সেগুলো বস্তু দ্বারা যাবাহ করা জায়িয। ইবনু হাবীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাড়ের টুকরা ধারালো হোক বা না হোক যদি তা দ্বারা মাংস কর্তন ও রক্ত প্রবাহিত হয়। এ বস্তু দ্বারা যাবাহ বিশুদ্ধ। ক্বাযী আবুল হাসান তাঁর কিতাবে

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ তার সানাদ দুর্বল (য'ঈফ)। এর কারণ হলো, "সুহায়ব" নামক বর্ণনাকারীর অবস্থা জানা যায় না। দেখুন- বায়ানুল ওয়া হামওয়াল ইহাম ফী কিতাবিল আহকাম ৪/৫৯০ পৃঃ, হাঃ ২১৩২।

[৩১] সহীহ : তিরমিযী ১৪৮০, আবূ দাউদ ২৮৫৮, ইবনু মাজাহ ৩২১৬, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৪/৩০০, মুসনাদে আহমাদ ২১৯০৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৬২, দারাকুত্বনী ৮৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৮৬১২।

[৩২] সহীহ : আবূ দাউদ ২৮২৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৪২৯, মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৭৮৪, সুনান নাসায়ী ৪৪০২, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ করেছেন, দাঁত কিংবা নখ দ্বারা যাবাহ বিশুদ্ধ নয়। তবে আমাদের কিছু 'উলামা মাশায়খবৃন্দ বলেছেন, নখ কিংবা দাঁত দ্বারা যাবাহ করা মাকরূহ তবে হাড় দ্বারা বৈধ। (আল মুনতাক্বা ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৯৭১)

٤٠٩٧ -[٣٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَقَدْ ذَكَّاهَا اللهُ لِبَنِيْ آدَمَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

৪০৯৭-[৩৪] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সামুদ্রিক প্রাণী (যেগুলো খাওয়া হালাল) সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা আদাম সন্তানের জন্য যাবাহ করেছেন। (দারাকুত্বনী)[৩৩]

(١) بَابُ ذِكْرِ الْكَلْبِ

অধ্যায়-১ : কুকুর সম্পর্কে বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٠٩٨ -[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهٖ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৯৮-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গবাদিপশু পাহারাদানকারী কিংবা শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কোন কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার 'আমাল হতে দু' ক্বীরাত্ব পরিমাণ হ্রাস পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৪]

ব্যাখ্যা : কুকুর পালন করলে নেকী কমে যাওয়ার কারণ নিয়ে 'উলামার মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে বাড়ীতে কুকুর থাকলে মালাক (ফেরেশতা) না প্রবেশ করার কারণে নেকী কমে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, কুকুর প্রতিপালনের কারণে পথ চলা ব্যক্তিদের যে ক্ষতি পৌঁছে তার কারণে নেকী কমবে। আবার কারো মতে, এটি কুকুর পালনকারীর শাস্তিস্বরূপ, কারণ শিকারী কিংবা সেচন কাজে ব্যবহার ছাড়া কুকুর প্রতিপালন নিষেধ, এটি অমান্য করার কারণে তার 'আমাল থেকে নেকী কমতে থাকবে। আল্লাহই ভালো জানেন। (শারহুন্ নাবাবী ১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫৭৪/৫০)

---

[৩৩] য'ঈফ : দারাকুত্বনী ৪, আল জামি'উল কাবীর লিস্ সুয়ূত্বী ১০৮৯, হাদীসটি য'ঈফ দেখুন- তানক্বীহুত্ তাহক্বীক্ব ফী আহাদীসিত্ তা'লীক্ব ২/২৯৭ পৃঃ, মাসআলাহ্ ৭৫৮, লেখক : ইমাম যাহাবী।
এ হাদীসটির সানাদে "হামযাহ্" নামের বর্ণনাকারী মাতরূক, হাদীস তৈরি করার অভিযোগে অভিযুক্ত। তার প্রসিদ্ধ নাম হামযাহ্ ইবনু আবূ হামযাহ্ আল জু'ফী।

[৩৪] সহীহ : বুখারী ৫৪৮২, মুসলিম ৪১০৬, তিরমিযী ১৪৮৭, ইবনু মাজাহ ৩২০৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৩০১৫, দারিমী ২০০৪, নাসায়ী ৪২৮৪, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ৬৮১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৪৫, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৫৫৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩১০০।

Scanned by CamScanner

٤٠٩٩ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৯৯-[২] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গবাদিপশু পাহারাদানকারী কিংবা শিকারের জন্য নিয়োজিত অথবা খেত-খামারের ফসলাদি রক্ষণাবেক্ষণকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশে কুকুর পালে, প্রতিদিন তার 'আমালের সাওয়াব হতে এক ক্বীরাত্ব পরিমাণ কমে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৫]

ব্যাখ্যা : মুসলিম ও নাসায়ীর বর্ণনায় আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পালবে যা শিকারী কিংবা সেচন কাজ অথবা পাহারার জন্য ব্যবহার করা হয় না। এ কুকুর পালনে প্রতিদিন দুই ক্বীরাত্ব করে নেকী কমে যাবে। এছাড়া আবূ হাযিম থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, বাড়ীওয়ালা তার বাড়ীতে কুকুর বেঁধে রাখবে যা শিকারী কিংবা পাহারাদার নয় তাহলে পালনেওয়ালার 'আমাল থেকে প্রতিদিন দুই ক্বীরাত্ব নেকী কমতে থাকবে।

আলোচ্য হাদীসে প্রতীয়মান হয় যে, শিকারী ও পাহারার জন্য কুকুর গ্রহণ করা বৈধ। ক্ষেত খামারের ক্ষেত্রেই অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য। কেননা কুকুর এ সকল ক্ষেত্রে রক্ষণশীল বেশি। এছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য কুকুর প্রতিপালন করা অপছন্দনীয়।

উল্লেখিত হাদীসে কুকুর প্রতিপালনের এক ক্বীরাত্ব নেকী কমে যাওয়ার কথা রয়েছে। আবার অন্য বর্ণনায় দুই ক্বীরাত্ব নেকী কমে যাওয়ার কথা রয়েছে। এর কারণ হলো, নাবী ﷺ প্রথমে এক ক্বীরাত্ব কমে যাওয়ার কথা বলেছেন, প্রথম রাবী এটা শ্রবণ করে হুবহু তিনি বর্ণনা করেছেন। নাবী ﷺ পরবর্তীতে দুই ক্বীরাত্ব কমে যাওয়ার কথা বলেছেন, দ্বিতীয় রাবী তা শ্রবণ করেই বর্ণনা করেছেন। আবার কারো মতে দু'টি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। দুই ক্বীরাত্ব কমে যাওয়া কুকুর দ্বারা ক্ষতির আধিক্য উদ্দেশ্য, অর্থাৎ যে কুকুর দ্বারা মানুষের ক্ষতি বেশি সে কুকুর প্রতিপালনে দুই ক্বীরাত্ব নেকী কমবে। আর যে কুকুর দ্বারা মানুষের ক্ষতি কম হয় তা প্রতিপালনে এক ক্বীরাত্ব নেকী কমবে। কেউ কেউ বলেছেন, মাদীনাহ্ আশ্ শারীফায় হলে কুকুর প্রতিপালন করলে দুই ক্বীরাত্ব কমবে আর মাদীনার বাইরে হলে এক ক্বীরাত্ব কমবে। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৩২২)

٤١٠٠ - [٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتّٰى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১০০-[৩] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (মাদীনার) সমস্ত কুকুর মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন। ফলে মফস্বল হতে যে মহিলাটি কুকুরসহ আগমন করত, আমরা তাকেও

---

[৩৫] সহীহ : সহীহুল বুখারী ২৩২২, মুসলিম ৪১১২, নাসায়ী ৪২৮৮, আবূ দাউদ ২৮৪৪, তিরমিযী ১৪৮৯, ইবনু মাজাহ ৩২০৪, সহীহুল জামি' ৫৯৪৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৬১২, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৬২৬০, মুসানাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল ৫৫০৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৫০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৫২২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৩৫০।

Scanned by CamScanner

হত্যা করতাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ সকল কুকুর বধ করতে নিষেধ করেন এবং বললেন, তোমরা কেবলমাত্র ঐ সমস্ত কুকুর বধ করো, যেগুলো মিশমিশে কালো এবং দু' চোখের উপরিভাগে দু'টি সাদা ফোঁটার চিহ্ন আছে। কেননা তা শায়ত্বন। (মুসলিম)[৩৬]

ব্যাখ্যা : এখানে কালো কুকুর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে কুকুরের শরীরে কোন ধরনের সাদা বর্ণ নেই। কোন কোন 'উলামা এ বৈশিষ্ট্যধারী কুকুর শিকারীর কাজে ব্যবহার করতেও অনিহা প্রকাশ করেছেন, হাদীসে কুকুরকে শায়ত্বনের সাথে তুলনা করার কারণ হলো, কালো বর্ণের কুকুরগুলো সর্বনিকৃষ্ট, এগুলোর অনিষ্টতা বেশি ও উপকার অতি নগণ্য।

শারহুস্ সুন্নাহ্য় রয়েছে কুকুর হত্যার নির্দেশ দ্বারা মাদীনার কুকুর উদ্দেশ্য, কারণ মাদীনাতুল মুনাওয়ারায় মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) ওয়াহী দ্বারা বেষ্টন করে রাখে, আর যে বাড়ীতে কুকুর থাকে সে বাড়ীতে তো মালাক (ফেরেশতা) প্রবেশ করে না। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৮৬)

٤١٠١ -[٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১০১-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ শিকারী কুকুর কিংবা মেষ-দুম্বা পাহারাদানকারী কুকুর অথবা গবাদিপশু পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ছাড়া অন্যান্য সব কুকুর বধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৭]

ব্যাখ্যা : ইমাম আল হারামায়ন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী ﷺ প্রাথমিক পর্যায়ে সকল কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপর এটা রহিত করা হয়। অতঃপর গাঢ় কালো কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর শারী'আহ্ এ মর্মে স্বীকৃতি দেয় যে, যে সকল কুকুরের মাঝে কোন ক্ষতির আশংকা নেই সে সব কুকুর মারা নিষেধ, চাই তা কালো হোক বা না হোক।

আর কুকুর প্রতিপালনের যে বিষয়টা রয়েছে আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালন করা হারাম। তবে শিকারী, ক্ষেত খামার পাহারা বা সেচন কাজের জন্য কুকুর পালন করা জায়িয।

এছাড়া বাড়ী পাহারা বা প্রহরী কিংবা এ জাতীয় কাজে কুকুর প্রতিপালন করা যাবে কিনা– এ বাপারে দু'টি দিক রয়েছে।

১. হাদীসগুলোর বাহ্যিক দিক বিবেচনায় ক্ষেতের, পাহারা, সেচন কাজে ব্যবহৃত কুকুর ও শিকারী কুকুর– এ তিনটি ছাড়া কোন কাজের জন্য কুকুর প্রতিপালন জায়িয নেই।

২. হাদীসে উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের উপর ক্বিয়াস করে কারণ বিবেচনায় জায়িয। অর্থাৎ প্রয়োজন থাকলে জায়িয এবং এটাই বিশুদ্ধ। (শারহুন্ নাবাবী ১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫৭১/৪৬)

---

[৩৬] সহীহ : মুসলিম (১৫৭২)-৪৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৫১, মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বল ১৪৬১৫, সহীহুল জামি' ৭৫০৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৩৫৭, সহীহ ওয়া য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৭৫০৬।

[৩৭] সহীহ : সহীহুল বুখারী ৩৩২৩, মুসলিম (১৫৭০)-৪৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৪৮, নাসায়ী ৪২৭৯, আবূ দাউদ ৭৪, তিরমিযী ১৪৮৮, ইরওয়া ২৫৪৯, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ১৯৯২১, ইবনু মাজাহ ৩২০০, দারাকুত্বনী ১১, দারিমী ২০০৬।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤١٠٢ -[٥] عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ: «وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ».

৪১০২-[৫] ‘আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ বলেছেন : যদি কুকুর (আল্লাহর সৃষ্ট) সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একটি সম্প্রদায় না হত, তবে আমি সমুদয় কুকুর বধ করার নির্দেশ দিতাম। তবে যেগুলো মিশমিশে কালো তোমরা সেগুলো বধ করো। (আবূ দাউদ ও দারিমী)[৩৮]

আর তিরমিযী ও নাসায়ী এ কথাগুলো বর্ধিত বর্ণনা করেছেন, যে পরিবারের লোকেরা শিকারী কুকুর, ক্ষেত-খামার পাহারাদানকারী কুকুর কিংবা মেষ-দুম্বা রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত কুকুর ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের কুকুর পুষবে, তাদের ‘আমাল হতে প্রত্যহ এক ক্বীরাত্ব পরিমাণ হ্রাস পাবে।

ব্যাখ্যা : ‘আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আলোচ্য হাদীসটি আল্লাহ তা‘আলার কথার দিকে ইঙ্গিত করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “ভূপৃষ্ঠে চলমান প্রতিটি জীব এবং বায়ুমণ্ডলে দু’ ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখিই তোমাদের মতই এক ও একটি জাতি।” (সূরাহ্ আল আন্‘আম ৬ : ৩৮)

অর্থাৎ তারা সৃজনশীল ও তাসবীহ তাহলীলে তোমাদের মতই। ‘আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আলোচ্য বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নাবী ﷺ জাতিকে নিঃশেষ করা পছন্দ করেন না; কেননা পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টিকুলের মাঝে আল্লাহ তা‘আলার কোন না কোন হিকমাত রয়েছে এবং রয়েছে আত্মশুদ্ধির উপমা। তিনি বলেন, ব্যাপারটা যদি এমন হয় যে, যদি কুকুর হত্যা ছাড়া কোন পথ খোলা না থাকে তাহলে গাঢ় কালো ক্ষতিকারক কুকুরগুলো হত্যা কর এবং অবশিষ্টগুলো ছেড়ে দাও যাতে তোমরা পাহারার কাজে নিয়োজিত করার মাধ্যমে উপকার গ্রহণ করতে পার। (‘আওনুল মা‘বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮৪২)

٤١٠٣ -[٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪১০৩-[৬] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পশুদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই করাতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৩৯]

---

[৩৮] **সহীহ :** সহীহ আবূ দাউদ ২৫৩৫, তিরমিযী ১৪৮৬, ১৪৯০, ইবনু মাজাহ ৩২০৫, দারিমী ২০০৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৩৫৬, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬৬১, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ২৪৪২, মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল ২০৫৬৬, নাসায়ী ৪২৮০।

[৩৯] **য‘ঈফ :** তিরমিযী ১৭০৮, আবূ দাউদ ২৫৬২, য‘ঈফ আল জামি‘ আস্ সগীর ৬০৩৬।
হাদীসটির সানাদ য‘ঈফ, সানাদে আছে “আবূ ইয়াহ্ইয়া আল ক্বাত্তাত” নামক একজন য‘ঈফ রাবী। এছাড়াও হাদীসটির সানাদ মুত্তাসিল না মুরসাল, এ বিষয়েও মতভেদ আছে। য‘ঈফ আবূ দাউদ ২/৩১৬ পৃঃ, হাঃ ৫৬। সিলসিলাতুয্ য‘ঈফাহ্

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : চতুষ্পদ প্রাণীর মাঝে লড়াই বাধিয়ে দেয়া, তাদের একে অপরের উপর উত্তেজিত করা। যেমন- উট, ষাড় ও মোরগের মাঝে লড়াই বেধে দেয়া হয়। এটা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, এটা প্রাণীদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর এবং ক্ষতির কারণ। এতে কোন উপকারিতা নেই বরং অনর্থক একটি বিষয় বিধায় এটা নিষিদ্ধ। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭০৮)

(٢) بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ

অধ্যায়-২ : যেসব প্রাণী খাওয়া হালাল ও হারাম

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤١٠٤ -[١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১০৪-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তীক্ষ্ণ দাঁতধারী যে কোন হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম। (মুসলিম)[৪০]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটির উপর সকল বিদ্বানদের ‘আমাল রয়েছে এবং এটাই যথোপযুক্ত। অন্যদিকে যারা বলেন, হিংস্র প্রাণীর মধ্যে যেগুলো বড় দাঁত ও নখ বিশিষ্ট প্রাণী সেগুলো ভক্ষণ করা বৈধ। তাদের দলীল হলো কুরআন মাজীদের আয়াত, যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন : “হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! আপনি বলুন ওয়াহীর মাধ্যমে আমার কাছে যে বিধান পাঠানো হয়েছে তাতে কোন আহারকারীর জন্য কোন বস্তু হারাম করা হয়েছে এমন কিছু আমি পাইনি।” (সূরাহ্ আল আন্‘আম ৬ : ১৪৫)

এর জবাবে অবশ্যই বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে কারীমাটি মাক্কী তথা মাক্কায় অবতীর্ণ। আর হারাম করা প্রসঙ্গে যে হাদীসগুলো রয়েছে সবগুলো হাদীসই হিজরতের পরবর্তী সময়ের। ‘আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, শাফি‘ঈ, আহমাদ ও ইসহাক্ব (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখগণের কথা এটাই, ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ)-ও এমনটাই বলেছেন। ইবনুল ‘আরাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর প্রসিদ্ধ মত হলো তা মাকরূহ। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৭৯)

٤١٠٥ -[٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৮৭৮, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ২৫০৯, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৯৬০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০২৭৭।

[৪০] সহীহ : সহীহ মুসলিম (১৯৩৩)-১৫, সুনান নাসায়ী ৪৩২৪, মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল ৭২২৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪৭৫, সহীহুল জামি‘ ৪৫২৫, ইবনু মাজাহ ৩২৩৩, ইরওয়া ২৪৮৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৮৩৭।

Scanned by CamScanner

৪১০৫-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যে কোন তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জানোয়ার এবং ধারালো পাঞ্জাবিশিষ্ট পাখি খেতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)[৪১]

ব্যাখ্যা : মৃত দুর্গন্ধযুক্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ, এটা দ্বারা হারাম উদ্দেশ্য নয়। তবে ক্ষতির আশংকা প্রকট থাকলে তা হারাম হতে পারে। আমাদের কতিপয় 'উলামা বলেন, মৃত প্রাণীর দুর্গন্ধযুক্ত গোশত খাওয়া সর্বাবস্থায় হারাম। তবে এ মতটি দুর্বল। (শার্‌হুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯৩৪)

٤١٠٦ -[٣] وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১০৬-[৩] আবূ সা'লাবাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) গৃহপালিত গাধার মাংস হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৪২]

ব্যাখ্যা : অধিকাংশ 'উলামা এ মাস্‌আলার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। জামহূর সহাবায়ে কিরাম (রাঃ), তাবি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) ও তাদের পরবর্তী 'উলামা উল্লেখিত স্পষ্ট হাদীসগুলোর ভিত্তিতে গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম বলেছেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এটা হারাম নয়। ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) হতে তিনটি বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ মত হলো, গৃহপালিত গাধার গোশত মাকরূহে তানযীহী। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী হারাম। তৃতীয় মত অনুযায়ী জায়িয। তবে হারাম হওয়াটাই সঠিক। যেমনটা সহাবায়ে কিরামগণ (রাঃ) স্পষ্ট একাধিক হাদীসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

(শার্‌হুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯৩৬/২৩)

٤١٠٧ -[٤] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِيْ لُحُومِ الْخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১০৭-[৪] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) খায়বারের (যুদ্ধের) দিন গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত হারাম করেছেন এবং ঘোড়ার মাংস সম্পর্কে অনুমতি দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৩]

ব্যাখ্যা : ঘোড়ার গোশত খাওয়ার বৈধতার ব্যাপারে 'উলামার মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। জামহূর সালাফ এবং তাদের পরবর্তী 'উলামার মতে তা বৈধ এতে কোন কারাহিয়্যাত বা অপছন্দনীয়তা নেই। আর এটাই 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র, ফাজালাহ্ ইবনু 'উবায়দ, আনাস ইবনু মালিক, আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র (রাঃ), সুওয়াইদ ইবনু গাফলাহ্, 'আলক্বামাহ্, আসওয়াদ, 'আত্বা, শুরাইহ, সা'ঈদ ইবনু যুবায়র, হাসান বাসরী, ইবরাহীম নাখ'ঈ, হাম্মাদ ইবনু সুলায়মান, আহমাদ, ইসহাক্ব, আবূ সুর, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ দাউদ (রহিমাহুমুল্লাহ)-সহ জামহূর মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য। তবে 'উলামার একদল এটাকে মাকরূহ মনে করেন তাদের মধ্যে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ), হাকাম, মালিক ও আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুমুল্লাহ) রয়েছেন। আবূ

---

[৪১] **সহীহ :** সহীহ মুসলিম (১৯৩৪)-১৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৮০, নাসায়ী ৪৩৪৮, ইবনু মাজাহ ৩২৩৪, দারিমী ১৯৮২, আবূ দাউদ ৩৮০৫, ৩৮০৩, ৩৮০৮; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৮১৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৮৪০।

[৪২] **সহীহ :** সহীহুল বুখারী ৫৫২৭, মুসলিম (১৯৩৬)-২৩, মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল ১৭৭৭০, নাসায়ী ৪৩৪২, ইরওয়া ২৪৮৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮০০৫, ১৮০১১।

[৪৩] **সহীহ :** সহীহুল বুখারী ৫৫২০, ৫৫২৪; মুসলিম (১৯৪১)-৩৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৭৩, আবূ দাউদ ৩৭৮৮, নাসায়ী ৪৩২৭-৪৩৩০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫৯, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৯২৮, মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল ১৪৯৩৩, দারিমী ১৯৯৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৯৩৩।

Scanned by CamScanner

হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ঘোড়ার গোশত খাওয়াতে পাপ হবে, তবে তিনি হারাম উল্লেখ করেননি। তারা দলীল দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর, গাধা। এখানে খাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়াও তারা খালিদ ইবনু ওয়ালীদ বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, নাবী ﷺ ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত এবং প্রত্যেক দাঁতধারী হিংস্র প্রাণীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন- (আবূ দাউদ)। সকল মুহাদ্দিসের মতে এ হাদীসটি য'ঈফ। আবার কারো মতে হাদীসটি মানসূখ। (শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯৪১)

٤١٠٨ -[٥] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ رَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَعَقَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟» قَالَ: مَعَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১০৮-[৫] আবূ ক্বতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদিন তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎই তাকে হত্যা করে ফেললেন। নাবী ﷺ বললেন : তোমাদের কাছে তার (বন্য গাধার) গোশ্তের কিছু অবশিষ্ট আছে কি? আবূ ক্বতাদাহ্ বললেন : আমাদের কাছে তার একখানা পা আছে। অতঃপর তিনি তা নিলেন এবং খেলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৪]

ব্যাখ্যা : অপর বর্ণনায় রয়েছে, নাবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাছে উক্ত প্রাণীর কিছু অংশ আছে কি? তারা বলল, আমাদের কাছে এটার পা আছে। অতঃপর নাবী ﷺ তা গ্রহণ করলেন এবং খেয়ে নিলেন। নাবী ﷺ তাদের অন্তরে বৈধতার স্বচ্ছ ধারণা দেয়ার জন্যই তা খেয়ে নিয়েছিলেন। যেহেতু তাদের মাঝে জংলী গাধার গোশত খাওয়া বৈধ কিনা- এ ব্যাপারে মতপার্থক্য ছিল। তাই তাদের সন্দেহ ও সংশয় দূর করার জন্যই নাবী ﷺ এটা করেছিলেন। (শারহুন্ নাবাবী ৮ম খণ্ড, হাঃ ১১৯৬/৫৮)

٤١٠٩ -[٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১০৯-[৬] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা 'মাররুয যহ্রান' নামক স্থানে একটি খরগোশকে ধাওয়া করলাম। অবশেষে আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং আবূ ত্বলহাহ্'র নিকট নিয়ে এলাম। তিনি তাকে যাবাহ করলেন এবং তার পাছা ও উরু দু'খানা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে পাঠালেন, তিনি তা গ্রহণ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে খরগোশ খাওয়া বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এটাই সকল 'উলামার মত। তবে সহাবীদের মধ্য হতে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা, তাবি'ঈনদের মধ্য হতে 'ইকরামাহ্ (রহিমাহুল্লাহ)। আর ফাক্বীহদের মধ্য হতে মুহাম্মাদ ইবনু আবূ লায়লা (রহিমাহুল্লাহ) এটাকে মাকরূহ বলেছেন। আর খুযায়মাহ্ ইবনু জুয (রহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন; তিনি

---

[৪৪] সহীহ : বুখারী ২৯১৪, ৫৪৯১; মুসলিম (১১৯৬)-৫৮, মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল ২২৬২১, মুওয়াত্ত্বা মালিক ১২৮০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০১৯২, সুনানুত্ তিরমিযী ৮৪৪৮।

[৪৫] সহীহ : সহীহুল বুখারী ২৫৭০, ৫৪৮৯, ৫৫৩৫; সহীহ মুসলিম (১৯৫৩)-৫৩, মুসনাদে আহমাদ ১৩৪৩০, নাসায়ী ৪৩১২, ইবনু মাজাহ ৩২৪৩, ইরওয়া ২৪৯৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ১৯, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৯২৪।

Scanned by CamScanner

বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, খরগোশের ব্যাপারে আপনি কি বলেন, তা হালাল নাকি হারাম। তিনি (রসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, আমি তা খাই না এবং হারামও করি না। আমি বললাম, আপনি যা হারাম করেননি তা কি আমি খেতে পারি? তিনি বললেন, আমি জানি যে, এটা (খরগোশ) রক্ত প্রবাহিত করে (অর্থাৎ শিকার করে)। এ হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল। যদি সহীহ হয়ে থাকে তবুও এ হাদীস খরগোশ খাওয়া মাকরূহ এটা প্রমাণ করে না। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৫৩৫)

٤١١٠ -[٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১১০-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গুইসাপ আমি খাইও না এবং তাকে হারামও বলি না। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস থেকে এটাই প্রমাণিত হয়, যা ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য 'উলামা উল্লেখ করেছেন। নাবী ﷺ গুইসাপের ব্যাপারে বলেছেন, আমি এটা খাই না হারামও করি না। অপর বর্ণনায় রয়েছে, নাবী ﷺ বললেন : তোমরা খাও, কারণ এটা হালাল। কিন্তু এটা (গুইসাপ) আমার খাদ্যের মধ্য নেই (অর্থাৎ আমার অঞ্চলে এটা খাওয়া হয় না)। অপর বর্ণনায় রয়েছে, নাবী ﷺ গুইসাপ ভুনার পাত্র থেকে হাত উঠে নিলেন। অতঃপর তাঁকে বলা হলো হে আল্লাহর রসূল! এটা কি হারাম? তিনি বললেন, না, তবে আমার অঞ্চলে এর প্রচলন নেই। কাজেই আমি এটার ব্যাপারে অনাগ্রহী তথা অভ্যস্ত নই। অতঃপর তারা সকলেই খেয়ে নিলেন, তিনি (নাবী ﷺ) তা প্রত্যক্ষ করলেন।

সকল 'উলামার ঐকমত্য রয়েছে যে, গুইসাপ হালাল মাকরূহ নয়। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ)-এর অনুসারীদের দৃষ্টিতে তা মাকরূহ। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) একদল 'উলামা থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা বলেছেন, এটা হারাম। তাদের কোন মত বিশুদ্ধ বলে আমার মনে হয় না। যদি বিশুদ্ধও হয় তারপরও কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা গৃহীত দলীল এবং তা হালাল হওয়ার ব্যাপারে সহাবীদের ঐকমত্য পূর্ব হতেই রয়েছে। (শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯৪৩/৩৯)

٤١١١ -[٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلى مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১১১-[৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বলেছেন : একদিন তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মায়মূনাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। মায়মূনাহ্ হলেন খালিদ ও ইবনু 'আব্বাস-এর খালা। এ সময় খালিদ দেখতে পেলেন, মায়মূনার কাছে রয়েছে ভাজা গুইসাপ। অতঃপর তিনি (মায়মূনাহ্) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে গুইসাপ পেশ করলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ হাত

---

[৮৬] সহীহ : বুখারী ৫৫৩৬, সহীহ মুসলিম (১৯৪৩)-৩৯, (১৯৪৩)-৪০, (১৯৪৩)-৪১; মুসনাদে আহমাদ ৪৫৬২, নাসায়ী ৪৩১৫, ৪৩১৪; তিরমিযী ১৭৯০, ইবনু মাজাহ ৩২৪৫, সহীহুল জামি' ৩৮৯৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৮৬৭৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৭২৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৬৩, আবূ দাউদ ৩৭৯৪, ইরওয়া ২৪৯৮, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৯২৬; মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৫৫০।

Scanned by CamScanner

গুটিয়ে নিলেন। এ সময় খালিদ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! গোসাপ (খাওয়া) কি হারাম? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন : না। তবে আমাদের এলাকায় এ জীব নেই। তাই এটার প্রতি আমার ঘৃণাবোধ হয়। খালিদ বলেন : অতঃপর আমি তাকে নিজের দিকে টেনে নিলাম এবং তা খেতে লাগলাম, আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৭]

ব্যাখ্যা : ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) "মা'আনী আল আসার" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, একদল 'উলামা গুইসাপ খাওয়া মাকরূহ বলেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফাহ্, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনু আল হাসান (রহিমাহুল্লাহ) রয়েছে। তিনি আরো বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে গুইসাপ হাদিয়্যাহ্ দেয়া হলো তিনি তা খেলেন না। অতঃপর একজন ভিক্ষুক এসে দাঁড়ালে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে গুইসাপ হতে কিছু দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে বললেন, তুমি কি এটা তাকে দিবে যা তুমি খেলে না? ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আলোচ্য হাদীসটি গুইসাপ মাকরূহ হওয়ার দলীল নয়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উত্তম খাদ্য ভক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের ইচ্ছা করতেন। যেমন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পুরাতন বা নিম্নমানের খেজুর দান করতে নিষেধ করেছেন। আবূ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গুইসাপ খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। এ হাদীসের ব্যাপারে 'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটির সানাদ বিশুদ্ধ নয়। ইবন হায্ম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসে দুর্বল ও অপরিচিত রাবীগণ রয়েছে।

বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি ইসমা'ঈল ইবনু 'আইয়্যাশ এককভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এটা দলীলযোগ্য নয়। ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, এ হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৫৩৭)

٤١١٢ -[٩] وَعَنْ أَبِىْ مُوسٰى قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১১২-[৯] আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে মুরগীর গোশ্‌ত খেতে দেখেছি। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মুরগী গৃহপালিত কিংবা জংলী বা জঙ্গলে বাস করে এই মুরগীসহ সকল মুরগী খাওয়া বৈধ। আর এ মর্মে সকল 'উলামার ঐকমত্য রয়েছে। তবে কোন 'উলামা বলেছেন, যে সকল মুরগী নাপাক খায় এগুলো খাওয়া বৈধ নয়। আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় স্পষ্টত প্রমাণিত হয় তাতেও কোন সমস্যা নেই। ইবনু আবূ শায়বাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) সহীহ সানাদে ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে সকল মুরগী নাপাক খায় এগুলোকে তিনদিন আবদ্ধ করে রাখতেন এরপর খেতেন। ইমাম মালিক এবং আল লায়স (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাপাক খায় সেই মুরগীও খাওয়াতেও কোন সমস্যা নেই। বায়হাক্বীর বর্ণনায় আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নাপাক খায় এরূপ প্রাণী খাওয়া এবং তার দুধ পান করতে ও তাতে আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন। ইবনু আবূ শায়বাহ্ হাসান সূত্রে এমনটিই

---

[৪৭] বুখারী ৫৩৯১, ৫৪০০; মুসলিম (১৯৪৬)-৪৪, নাসায়ী ৪৩৯৬, ইবনু মাজাহ ৩২৪১, আহমাদ ১৬৮৬১, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৪৮২৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৩১৩০।

[৪৮] সহীহ : বুখারী ৫৫১৭, ৫৫১৮; সহীহ মুসলিম (১৬৪৯)-৯, তিরমিযী ১৮২৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৫৮৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৪৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৩৩৭, মুসনাদে আহমাদ ১৯৫১৯।

Scanned by CamScanner

বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফি‘ঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যদি নাপাক খাওয়ার কারণে প্রাণীর গোশত কোন পরিবর্তন হয় তবে তা খাওয়া মাকরূহ, নয়ত মাকরূহ নয়। তবে অধিকাংশ ‘উলামা প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এ ধরনের প্রাণীর গোশত খাওয়া মাকরূহ তানযীহী বা বৈধ, তবে না খাওয়াই ভালো। আল্লাহ তা‘আলাই ভালো জানেন। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮২৭)

٤١١٣ -[١٠] وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১১৩-[১০] ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে শারীক ছিলাম। তাঁর সাথে আমরা টিড্ডি খেয়েছি। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৯]

ব্যাখ্যা : ‘আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : টিড্ডি বা ফড়িং খাওয়া বৈধ। এ ব্যাপারে ‘উলামার ঐকমত্য রয়েছে। অতঃপর ইমাম শাফি‘ঈ, আবূ হানীফাহ্, আহমাদ এবং জামহূর ‘উলামা বলেছেন, টিড্ডি বা ফড়িং সর্বাবস্থায় বৈধ। যদিও তা ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মারা পরে থাকে। মুসলিম শিকার করুক কিংবা অগ্নিপূজক শিকার করুক, কিংবা এমনিতে মারা পরুক। অথবা যে কোন কারণে তা মারা পরুক না কেন, সর্বাবস্থায় তা হালাল। (‘আওনুল মা‘বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮০৮)

٤١١٤ -[١١] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: غَزَوْتُ جَيْشَ الْخَبْطِ وَأُمِّرَ عَلَيْنَا أَبُو عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ إِلَيْكُمْ وَأَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ» قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১১৪-[১১] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্ত্ব বাহিনীর অভিযানে শারীক ছিলাম। আবূ ‘উবায়দাহ্ (রাঃ)-কে বাহিনীর আমির নিযুক্ত করা হয়েছিল। (তথায়) আমরা এক সময় ভীষণ ক্ষুধায় পতিত হয়েছিলাম। তখন সমুদ্রের (তীরে) একটি মৃত মাছ উঠে এসেছিল। তার মতো এত বিশালাকার মাছ ইতঃপূর্বে আমরা দেখিনি। তাকে বলা হত, ‘আম্বার। আমরা অর্ধ মাস পর্যন্ত তা হতে খেলাম। পরে আবূ ‘উবায়দাহ্ তার হাড়সমূহ হতে একখানা হাড় নিয়ে খাড়া করলেন। আর তার নিচে দিয়ে একজন উটে আরোহিত হয়ে অনায়াসে অতিক্রম করল। অতঃপর মাদীনায় এসে আমরা নাবী ﷺ-কে (বিষয়টি) বর্ণনা করলে তিনি বললেন : তোমরা খাও, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্য রিয্‌ক্ব হিসেবে তা পাঠিয়েছেন। আর যদি তোমাদের কাছে তার অবশিষ্ট কিছু মওজুদ থাকে, আমাদেরকেও খেতে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে তার কিছু অংশ পাঠিয়ে দিলাম। তিনি (ﷺ) তা খেলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫০]

---

[৪৯] সহীহ : বুখারী ৫৪৯৫, মুসলিম (১৯৫২)-৫২, নাসায়ী ৪৩৫৭, তিরমিযী ১৮২২, আবূ দাউদ ৩৮১২, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্‌যাক্ব ৮৭৬২, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৫৬১, মুসনাদে আহমাদ ১৯১১২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৪৬৩, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩৭১।

[৫০] সহীহ : বুখারী ৪৩৬১, ৪৩৬২, ৫৬৯৩, ৫৬৯৪; মুসলিম (১৯৩৫)-১৭, (১৯৩৫)-১৮; মুসনাদে আহমাদ ১৪৩১৫, নাসায়ী ৪৩৫৩, আবূ দাউদ ৩৮৪০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৬০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৪৩১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : এখানে নাবী ﷺ-এর উক্ত প্রাণীর ('আম্বার নামক মাছ) গোশত চাওয়া, এর তা দ্বারা নাবী ﷺ সহাবীদের তা হালাল হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। উক্ত প্রাণী হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অথবা নাবী ﷺ আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত খাদ্যের মাধ্যমে বারাকাত কামনা করেছেন।

আলোচ্য হাদীস থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, সামুদ্রিক সকল মৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ। চাই সেটা নিজে নিজে মারা যাক কিংবা শিকারীর দ্বারা মারা যাক। আর মাছ খাওয়ার বৈধতার উপর সকল 'উলামার ঐকমত্য রয়েছে। তবে আমাদের কোন কোন 'উলামা বলেছেন, ব্যাঙ খাওয়া হারাম, কারণ তা হত্যা করা নিষেধ, এ মর্মে হাদীস রয়েছে। আর এ মতের প্রবক্তা হলেন আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব, 'উমার এবং ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখগণ। ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) ব্যাঙ সহ সকল সামুদ্রিক প্রাণী খাওয়া বৈধ বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, মাছ ছাড়া সামুদ্রিক কোন প্রাণী হালাল নয়।

(শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯৩৫)

٤١١٥ -[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِيْ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪১১৫-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারো (খাদ্য গ্রহণের) পাত্রে মাছি পড়ে, তখন গোটা মাছিটিকে তাতে ডুবিয়ে দেবে। অতঃপর তাকে তুলে ফেলে দেবে। কেননা তার ডানদ্বয়ের এক ডানায় নিরাময় এবং অপর ডানায় রোগ থাকে। (বুখারী)[৫১]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি এ মর্মে দলীল : ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার জন্য মাছি মারা বৈধ। আর তা ফেলে দিতে হবে খাওয়া যাবে না। আর মাছি পানিতে পরে মারা গেলেও পানি নাপাক হয় না। কেননা নাবী ﷺ তা পানিতে ডুবে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ কথা সকলেই জানা যে, মাছি পানিতে ডুবালে মারা যাবে। বিশেষ করে খাদ্য যদি গরম হয়। যদি মাছি পড়ার কারণে পানীয় খাদ্য নাপাকই হত তাহলে খাদ্য ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। আর এটাই হত সংশোধনের নির্দেশ। আর এ হুকুমটা মাছি জাতীয় সকল প্রাণীর জন্য প্রযোজ্য। যেমন মৌমাছি, মাকরশা ইত্যাদি। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৪০)

٤١١٦ -[١٣] وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِيْ سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: «أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪১১৬-[১৩] মায়মূনাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, একদিন একটি ইঁদুর ঘিয়ের মধ্যে পড়ে মরে গেল এবং এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি (ﷺ) বললেন : ইঁদুর ও তার আশেপাশের ঘি ফেলে দাও এবং অবশিষ্ট ঘি খাও। (বুখারী)[৫২]

---

[৫১] সহীহ : বুখারী ৫৭৮২, মুসনাদে আহমাদ ৭৩৫৯, নাসায়ী ৪২৬২, আবূ দাউদ ৩৮৪৪, ইবনু মাজাহ ৩৫০৫, ইরওয়া ১৭৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৮, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৮৩৭, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৪৮০, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৯৮৬, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১০৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৫০, দারিমী ২০৩৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৫৯৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২৩৬।

[৫২] সহীহ : বুখারী ৫৫৩৮, মুসনাদে আহমাদ ৭১৭৭, নাসায়ী ৪২৫৮, তিরমিযী ১৭৯৮, আবূ দাউদ ৩৮৪১, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৯৫৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭০৭৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৯৫২৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০১০৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে এ মর্মে দলীল রয়েছে যে, পানি ব্যতীত তরল জাতীয় খাদ্যে যখন নাপাক পতিত হবে তখন উক্ত খাদ্য নাপাক হয়ে যাবে। চাই তা বেশি হোক বা কম হোক। অন্যদিকে পানির বিধানটা ভিন্ন। পানির পরিমাণ যদি বেশি থাকে আর তাতে যদি নাপাকি থাকে, তাহলে নাপাকির কারণে পানির বৈশিষ্ট্য না বদলানো পর্যন্ত তা নাপাক হবে না। তেলের ব্যাপারে সকল 'উলামা একমত, যদি তাতে ইঁদুর কিংবা কোন নাপাক বস্তু পতিত হয় তবে তা নাপাক হয়ে যাবে। অধিকাংশ 'উলামার মতে তা খাওয়া কিংবা বিক্রি কোনটাই বৈধ নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, উক্ত তেল বিক্রি করা বৈধ। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭৯৯)

٤١١٧ -[١٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً أَقْتُلُهَا نَادَانِيْ أَبُو لُبَابَةَ: لَا تَقْتُلْهَا فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ. فَقَالَ: إِنَّهُ نَهٰى بَعْدَ ذٰلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهُنَّ الْعَوَامِرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১১৭-[১৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, তোমরা সব সাপই মারবে। বিশেষ করে পিঠে দু'টি কালো রেখাবিশিষ্ট এবং লেজ কাটা সাপ অবশ্যই মেরে ফেলবে। কেননা এগুলো চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়। 'আবদুল্লাহ বলেন, একদিন আমি একটি সাপ মারার জন্য তার পিছনে ধাওয়া করলাম। এমন সময় আবূ লুবাবাহ্ (রাঃ) আমাকে ডেকে বললেন, তাকে মেরো না। আমি বললাম, : রসূলুল্লাহ (ﷺ) তো সকল সাপ মেরে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, এ নির্দেশের পর রসূলুল্লাহ (ﷺ) গৃহে বাস করে, যেগুলোকে 'আওয়ামির বলা হয় ঐগুলোকে বধ করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৩]

ব্যাখ্যা : অপর বর্ণনায় রয়েছে, নাবী (ﷺ) বাড়ীতে অবস্থানকারী (সাপরূপী) জিন্‌গুলোকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক আনসারী যুবক তার বাড়ীতে একটি সাপ হত্যা করে, অতঃপর ঘটনাস্থলেই যুবকটিও মারা যায়। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, মাদীনাতে কতকগুলো জিন্ ইসলাম গ্রহণ করেছে, যখন তোমরা তাদের কাউকে (সাপরূপে) দেখবে তখন তিনবার ঘোষণা করে দাও। এরপর যদি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে তবে মেরে ফেল। কারণ সে শায়ত্বন। আল মাযিনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, মাদীনার কোন সাপকে পূর্ব সতর্ক করা ছাড়া হত্যা করা যাবে না। যেমন একাধিক হাদীসে তা এসেছে। সতর্ক করার পরও যদি স্থান ত্যাগ না করে তাহলে হত্যা করতে হবে। আর মাদীনাহ্ ছাড়া সকল ভূখণ্ড, বাড়ী-ঘরে অবস্থিত সাপ কোন সতর্ক ছাড়াই হত্যা করা বৈধ। কেননা সাপ হত্যা করার নির্দেশ সংক্রান্ত অনেক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একদল 'উলামা বলেছেন, সতর্ক করা ছাড়া সাপ হত্যা নিষেধ হওয়ার বিধানটা সকল শহরের সকল বাড়ী ঘরে অবস্থিত সাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কতিপয় 'উলামা বলেছেন, সাপ হত্যার নির্দেশটা বাড়ীতে

---

[৫৩] সহীহ : বুখারী ৩২৯৮, মুসলিম (৫৯৬১)-৩৭, (৫৯৬২, ৫৯৬৩)-৩৭; আবূ দাউদ ৫২৫২, মুসনাদে আহমাদ ৪৫৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮৯৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪৩৭২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৬১৬, ইবনু মাজাহ ৩৫৩৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৪২, তিরমিযী ১৪৮৩।

Scanned by CamScanner

অবস্থানকারী জিন্ এবং লেজ কাটা দুই তিলকধারী সাপ ছাড়া সকল সাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর লেজকাটা ও দুই তিলকধারী সাপ বাড়ীতে থাকুক বা অন্যস্থানে থাকুক সর্বাবস্থায় সর্বস্থানে তা হত্যা করা আবশ্যক।
(শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২২৩৩/১২৮)

٤١١٨ - [١٥] وَعَنْ أَبِي السَّائِبِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلٰى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهٖ فَنَظَرْنَا فَإِذَا فِيهِ حَيَّةٌ فَوَثَبْتُ لِأَقْتُلَهَا وَأَبُو سَعِيدٍ يُصَلِّي فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنِ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلٰى بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ: أَتَرٰى هٰذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ فَكَانَ ذٰلِكَ الْفَتٰى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلٰى أَهْلِهٖ فَاسْتَأْذَنَهٗ يَوْمًا فَقَالَ لَهٗ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَإِنِّي أَخْشٰى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ». فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهٗ ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهٗ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةٌ فَأَهْوٰى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعَنَهَا بِهٖ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهٗ: اُكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتّٰى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَأَهْوٰى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهٖ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهٗ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرٰى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا: الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتٰى؟ قَالَ: فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهٗ وَقُلْنَا: ادْعُ اللهَ يُحْيِيهِ لَنَا فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لِهٰذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهٗ كَافِرٌ». وَقَالَ لَهُمْ: «اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ» وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১১৮-[১৫] আবূ সায়িব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট গেলায়। আমরা তার কাছে বসেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ তাঁর খাটের নিচে কোন কিছুর নড়াচড়া শুনতে পাই। তাকিয়ে দেখলাম, ঐখানে একটি সাপ। আমি তৎক্ষণাৎ তাকে মারার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। সে সময় আবূ সা'ঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সলাত আদায় করছিলেন। তিনি আমাকে বসে থাকার জন্য ইঙ্গিত করলেন। আমি অমনি বসে পড়লাম। অতঃপর তিনি সলাত শেষ করে ঘরের একটি কক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন, তুমি কি ঐ কক্ষটি দেখছ? আমি বললাম : জ্বী হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : এ কক্ষে আমাদের বংশের এক যুবক থাকত। সে ছিল সদ্য বিবাহিত দম্পতি। তিনি আরো বলেন, উক্ত যুবকটিসহ আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে খন্দাকের যুদ্ধে শারীক হয়েছিলাম। যুবকটি দ্বিপ্রহরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হতে অনুমতি নিয়ে বাড়িতে চলে যেত। (প্রতিদিনের নিয়মমাফিক) একদিন সে তাঁর নিকট অনুমতি চাইল। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : তুমি তোমার হাতিয়ারখানা সঙ্গে নিয়ে যাও। কেননা আমি বানী কুরায়যার পক্ষ হতে তোমার ওপর আক্রমণের আশঙ্কা করি। সুতরাং লোকটি নিজের হাতিয়ার সমেত বাড়ির দিকে

Scanned by CamScanner

প্রত্যাবর্তন করল। সে এসে দেখতে পেল, তার স্ত্রী (ঘরের) উভয় দ্বারের মাঝখানে দণ্ডায়মান। তাকে এ অবস্থায় দেখে তার আত্মসম্ভ্রমে আঘাত লাগল। ফলে সে তৎক্ষণাৎ তার দিকে বর্শা ছুড়ার জন্য উদ্যত হলো। তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সে (স্ত্রী) বলে উঠল, তুমি তোমার বর্শা গুটিয়ে নাও। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে দেখো, কিসে আমাকে বাহিরে আসতে বাধ্য করেছে। লোকটি গৃহে প্রবেশ করতেই দেখল, প্রকাণ্ড একটি সাপ বিছানার উপর জড়ো হয়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ সে বর্শা দ্বারা তাকে আক্রমণ করল এবং বর্শার ফলকে তাকে গেঁথে ফেলল। অতঃপর ঘরের বাইরে এনে বর্শাটি মাটিতে গেড়ে রাখল। এ অবস্থায় সাপটি লাফিয়ে তার ওপর আক্রমণ করল। এরপর জানা যায়নি তাদের উভয়ের মধ্যে কে আগে মৃত্যুবরণ করেছে– সেই সাপ না যুবক। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা এসে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ঘটনাটি জানালাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, (হে আল্লাহর রসূল!) আল্লাহর কাছে তার জন্য দু'আ করুন, যেন তিনি তাকে আমাদের জন্য জীবিত করে দেন। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করো। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, এ সমস্ত গৃহে কিছু 'আওয়ামির (বসবাসকারী জিন্) থাকে। অতএব যখনই তোমরা তাদেরকে ঘরের মধ্যে দেখতে পাও, তখনই তাদেরকে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তিনবার নির্দেশ দাও। এতে যদি চলে যায়, তবে উত্তম, অন্যথা তাদেরকে মেরে ফেলো। কেননা তা কাফির। অতঃপর রসূল ﷺ লোকেদেরকে সম্বোধন করে বললেন : যাও, তোমরা তোমাদের সাথিকে দাফন করো। অপর এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাদীনায় বহু জিন্ আছে। তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং যদি তোমরা তাদের কোন একটিকে ঘরের মধ্যে দেখতে পাও, তখন তিনদিন যাবৎ ঘর ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দাও। আর এরপরও যদি দেখতে পাও, তাকে বধ করে ফেলো। কেননা তা শায়ত্বন। (মুসলিম)[৫৪]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ-এর কথা তিনদিন ঘোষণা দাও, এরপর যদি আত্মপ্রকাশ করে তবে হত্যা করে ফেল। 'উলামাগণ বলেছেন, যখন তিনদিন সতর্ক করার পরে না যাবে তখন মানতে হবে যে, তারা বাড়ীতে অবস্থানকারী জিন্ নয়। আর জিন্‌দের মধ্য যারা ইসলাম ক্ববূল করেছে তারাও নয়। বরং আত্মপ্রকাশকারী সাপটি শায়ত্বন। সুতরাং সাপ হত্যা করতে আর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। মুসলিম জিন্ এবং বাড়ীতে অবস্থানকারী জিন্ যে সুবিধা পাবে উক্ত সাপের জন্য তা আর থাকবে না।

(শার্‌হুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২২৩৬/১৩৯)

٤١١٩ -[١٦] وَعَنْ أُمِّ شَرِيْكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ: «كَانَ يَنْفُخُ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১১৯-[১৬] উম্মু শারীক রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ গিরগিটি মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি (ﷺ) আরো বলেছেন : এটা ইব্‌রা-হীম আলায়হিস্ সালাম-এর বিরুদ্ধে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫]

---

[৫৪] সহীহ : মুসলিম (৫৯৭৬)-৩৭, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৫৮১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯৮৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৩৭, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১০৮০৮, ৮৮৭১, আবূ দাঊদ ৫২৫৯।

[৫৫] সহীহ : বুখারী ৩৩৫৯, সহীহ মুসলিম (৫৯৮১)-৩৮, মুসনাদে আহমাদ ২৪৫৩৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৮৩৯০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫৮১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯৮০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৩৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৮৪৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : অপর বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি প্রথম প্রহারেই গিরগিটি হত্যা করবে তার জন্য ১০০ নেকী তার 'আমালনামায় লিখা হবে। দ্বিতীয় প্রহারে মারলে তার থেকে কম নেকী পাবে আর তৃতীয় প্রহারে মারলে দ্বিতীয় প্রহারে মারার থেকে কম নেকী পাবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে প্রথম প্রহারে মারলে ৭০ নেকী পাবে। 'উলামাগণ এ মর্মে একমত যে, গিরগিটি ক্ষতিকারক প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। وَزَغٌ শব্দটির বহুবচন হলো أَوْزَاغٌ وَوِزْغَانٌ ইত্যাদি। নাবী ﷺ এ প্রাণীর হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং হত্যার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। কারণ তা মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রাণী। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২২৩৭/১৪২)

٤١٢٠ -[١٧] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১২০-[১৭] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ কাঁকলাস মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাকে ক্ষুদ্র ফাসিক্ব বলে অভিহিত করেছেন। (মুসলিম)[৫৬]

٤١٢١ -[١٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذٰلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১২১-[১৮] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গিরগিটিকে প্রথম আঘাতে বধ করবে, তার জন্য ('আমালনামায়) একশত নেকি লিখা হবে। আর দ্বিতীয় আঘাতে মারলে (তার জন্য) তার চাইতে কম এবং তৃতীয় আঘাতে মারলে (তার জন্য) তা অপেক্ষা কম লিখা হবে। (মুসলিম)[৫৭]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ 'ইয্যুদ্দীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : প্রথম প্রহারে গিরগিটি হত্যার সাওয়াবের আধিক্যের কারণ হলো, হতে পারে প্রথম প্রহারে মারলে প্রাণীর প্রতি ইহসান করা হয়, বিধায় সাওয়াব বেশি। কেননা নাবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর প্রতি ইহসান ফার্য করেছেন, কাজেই যখন তোমরা হত্যা করবে তখন উত্তমরূপে হত্যা করবে। অথবা ভালো কাজ দ্রুত সমাধার জন্যও সাওয়াব বেশি হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ...﴾ "তোমরা কল্যাণে অগ্রগামী হও"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইম্রা-ন ৩ : ১৩৩)। আর এ উভয় কারণই সাপ কিংবা বিচ্ছুর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ উভয় প্রাণীর মধ্যে বিপর্যয়ের আধিক্য রয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫২৫৪)

٤١٢٢ -[١٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللّٰهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১২২-[১৯] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদিন কোন একজন নাবীকে একটি পিপীলিকা দংশন করেছিল। ফলে তাঁর নির্দেশে পিপীলিকার গোটা

---

[৫৬] সহীহ : মুসলিম (৫৯৮১)-৩৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৩৫, আবূ দাউদ ৫২৬২, মুসনাদে আহমাদ ১৫২৩, মুসান্নাফে 'আবদুর রায্যাক্ব ৮৩৯০, সহীহ আত্ তারগীব ২৯৮১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৩৪২।

[৫৭] সহীহ : সহীহ মুসলিম (৫৯৮৪)-৩৮, ইবনু মাজাহ ৩২২৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯৭৮, সহীহুল জামি' ৬৪৬০।

Scanned by CamScanner

বস্তিটাই আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওয়াহীর মাধ্যমে (প্রশ্নের সুরে) বললেন : মাত্র একটি পিপীলিকাই তোমাকে দংশন করেছিল, আর তুমি তাদের এমন একটি সম্প্রদায়কে জ্বালিয়ে দিলে অথচ এরা সর্বক্ষণ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছিল। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৮]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অত্র হাদীস এটাই প্রমাণ করে যে, উক্ত নাবীর শারী'আতে পিপীলিকা হত্যা এবং আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়া বৈধ ছিল। কারণ আলোচ্য হাদীসে হত্যা এবং পুড়িয়ে মারার ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই, বরং এক পিপীলিকার অপরাধে একাধিক পিপীলিকার শাস্তি প্রদানের অভিযোগ করা হয়েছে। অন্যদিকে শর্তসাপেক্ষে ক্বিসাস বা প্রতিশোধ ছাড়া কোন প্রাণী আগুনে জ্বালানো আমাদের শারী'আতে বৈধ নয়।

আর পিপীলিকা (কারণ ছাড়া) হত্যাও বৈধ নয়। ইবনু 'আব্বাস -এর বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী পিপীলিকা ও মৌমাছি মারতে নিষেধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩০১৯)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤١٢٣ - [٢٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

৪১২৩-[২০] আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর পড়ে গেলে, যদি তা জমাট হয়, তখন ইঁদুর ও তার আশেপাশের ঘি ফেলে দাও। আর যদি তা তরল হয়, তখন তার কাছেও যেও না। (আহমাদ ও আবূ দাউদ)[৫৯]

ব্যাখ্যা : ইবনুল 'আরাবী (রহিমাহুল্লাহ) অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, এটা জমাটবাঁধা ঘি ছিল। তিনি বলেন, যদি এটা তরল জাতীয় হত, তবে শুধু পতিত ইঁদুরের চতুর পাশ থেকে ফেলে দিলে হবে না। কেননা জীবিত ইঁদুর তার ইচ্ছামত পাত্রের চতুর্দিকে ঘুরতে পারে কাজেই তখন তার চতুস্পার্শ্বে সমস্ত ঘি ফেলে দিতে হবে।

আলোচ্য হাদীস থেকে ইবনুল 'আরাবী (রহিমাহুল্লাহ) দলীল গ্রহণ করেছেন যে, পানি জাতীয় খাদ্যে নাপাকি পড়লে তা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত নাপাক হবে না। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মালিকী মাযহাবের ইবনু নাফি' (রহিমাহুল্লাহ)-এর মত এটাই। ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত রয়েছে...... ইবনু 'আব্বাস -কে ঘিতে ইঁদুর পরে মারা যাওয়ার ব্যাপারে

---

[৫৮] সহীহ : বুখারী ৩০১৯, সহীহ মুসলিম (৫৯৮৬)-৩৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৫১৪, সুনানুন্ নাসায়ী ৪৩৫৮, আবূ দাউদ ৫২৬৫, ৫২৬৬; ইবনু মাজাহ ৩২২৫, সহীহুল জামি' ৪৩৮৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৮৪১১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯৮৯, মুসনাদে আহমাদ ৯২২৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৩৬০।

[৫৯] শায : আবূ দাউদ ৩৮৪২, ইবনু হিব্বান ১৩৬৪, নাসায়ী ২/১৯২, আহমাদ ২/২৩২, ২৩৩, ২৬৫, ৪৯১০; আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০১১০।
হাদীসটি শায হওয়ার কারণ হলো এর সানাদে "মা'মার" নামক বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত হলেও মাঝে মাঝে সানাদে ও মাতানে এলোমেলো করে ফেলতেন। দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৪/৪০ পৃঃ, হাঃ ১৫৩২।

Scanned by CamScanner

জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন, ইঁদুর ও তার চারপাশ থেকে ঘি ফেলে দিতে হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এর প্রভাব সমস্ত ঘিতে পড়েনি? তিনি বললেন, যদি ইঁদুর জীবিত থাকত তবে এটা হত, এটাকে যেখানে পেয়েছ সেখানেই মারা গেছে। এ হাদীসের রাবীগণ শক্তিশালী। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮৩৭)

٤١٢٤ - [٢١] وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৪১২৪-[২১] আর দারিমী এ হাদীসটি ইবনু 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন।

٤١٢٥ - [٢٢] وَعَنْ سَفِينَةَ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪১২৫-[২২] সাফীনাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হুবারা-এর গোশ্ত খেয়েছি। (আবূ দাঊদ)[৬০]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হুবারা বা বন্য পাখির গোশত হালাল।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮২৮)

٤١٢٦ - [٢٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: قَالَ: نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ.

৪১২৬-[২৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জাল্লালার গোশ্ত খেতে এবং তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী)[৬১]

আর আবূ দাউদ-এর রিওয়ায়াতের মধ্যে আছে, তিনি (নাবী ﷺ) জাল্লালায় সওয়ার হতেও নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা : (الْجَلَّالَةِ) 'জাল্লালাহ্' হলো যে প্রাণী নাপাক খায়, অর্থাৎ মল খায়। আর এটা গরু, ছাগল, উট, ছাড়াও হাঁস, মুরগীসহ অন্যান্য প্রাণী হতে পারে। মল খেক প্রাণীর গোশত ও দুধ খাওয়া যাবে কিনা– এ ব্যাপারে 'উলামার মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। আসহাবুর্ রায়, ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) এটা মাকরূহ বলেছেন। তারা বলেছেন, এ ধরনের প্রাণী কয়েকদিন আটকে না রেখে খাওয়া বৈধ নয়। কয়েকদিন বেঁধে রাখার ফলে গোশত কোন নাপাকীর চিহ্ন না থাকলে তা খাওয়াতে কোন সমস্যা নেই। অবশ্য একটি হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, গরু ৪০ দিন আটকে রেখে নাপাকীর আলামত নষ্ট হয়ে গেলে তা খাওয়াতে কোন দোষ নেই। ইবনু 'উমার রাঃ মুরগী তিনদিন আটকে রাখতেন, এরপর তা যাবাহ করতেন। ইসহাক্ব বলেন : এ ধরনের প্রাণীগুলো উত্তমরূপে গোসল করানোর পর তার গোশত খাওয়াতে কোন দোষের কিছু নেই। হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ) মল খেক প্রাণীর গোশত খাওয়াতে কোন দোষ মনে করতেন না।

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৮১)

---

[৬০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩৭৯৭, তিরমিযী ১৮২৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো এর সানাদে "বুরায়হ ইবনু সাফিনাহ্ আল হাশিমী" নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন। যিনি তার পিতার থেকে অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। দেখুন- মিজানুল ই'তিদাল ৩/২০১ পৃঃ, হাঃ ৬৪২৬। শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৮০৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৮৯০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৩২১।

[৬১] **সহীহ :** তিরমিযী ১৮২৪, আবূ দাউদ ৩৭৮৫, ২৫৫৭; ইবনু মাজাহ ৩৭৮৯, ইরওয়া ২৫০৩, সহীহুল জামি' ৬৮৫৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৯৫২, আস্ সুনানুস সুগরা ৪২৬১, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৯৩৭।

Scanned by CamScanner

٤١٢٧ -[٢٤] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ شِبْلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪১২৭-[২৪] 'আবদুর রহমান ইবনু শিব্‌ল হতে বর্ণিত যে, নাবী গুইসাপের গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাঊদ)[৬২]

٤١٢٨ -[٢٥] وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৪১২৮-[২৫] জাবির হতে বর্ণিত যে, নাবী বিড়াল খেতে এবং তার মূল্য ভোগ করতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)[৬৩]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, বিড়াল খাওয়া কিংবা কেনা বেচা করা উভয় হারাম। এ ক্ষেত্রে গৃহপালিত ও বন্য বিড়ালের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮০৩)

٤١٢٩ -[٢٦] وَعَنْهُ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِيْ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৪১২৯-[২৬] উক্ত রাবী (জাবির) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ খায়বার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধা, খচ্চরের গোশ্‌ত, প্রত্যেক (তীক্ষ্ণ) দাঁতওয়ালা হিংস্র জানোয়ার এবং পাঞ্জাবিশিষ্ট (শিকারি) পাখি খাওয়া হারাম করেছেন। (তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন : এ হাদীসটি গরীব)[৬৪]

ব্যাখ্যা : এখানে এ মর্মে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, খচ্চরের গোশত খাওয়া হারাম আর অধিকাংশ 'উলামার মত এটাই এবং এটাই যথার্থ। তবে হাসান বাসরী-এর বিপরীত মত দিয়েছেন।

(তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, ১৪৭৮)

٤١٣٠ -[٢٧] وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪১৩০-[২৭] খালিদ ইবনু ওয়ালীদ হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[৬৫]

---

[৬২] হাসান : আবূ দাঊদ ৩৭৯৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৩৯০।

[৬৩] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৩৮০৭, তিরমিযী ১২৮০, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৬০৩৩।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো, এর সানাদে "উমার ইবনু যায়দ" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬/৪৭০ পৃঃ, ২৯৭১ নং হাদীসের আলোচনা দ্রঃ, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৮৫৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৩৭৬, দারাকুত্বনী ৭৯।

[৬৪] সহীহ : তিরমিযী ১৪৭৮, মুসনাদে আহমাদ ১৪৪৬৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৬৮৯৩, নাসায়ী ৪৩৪৮, ইরওয়া ২৪৮৮, ইবনু মাজাহ ৩২৩৪, আবূ দাঊদ ৩৮০৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৭৩।

[৬৫] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৩৭৯০, নাসায়ী ৪৩৩২, ইবনু মাজাহ ৩১৯৮, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৬৩৩৩, সিলসিলাতুয য'ঈফাহ্ ১১৪৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : দারাকুত্বনীতে ইবনু 'আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, সেখানে নাবী ঘোড়ার গোশত খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) ঘোড়ার গোশত খাওয়া মাকরূহ বলেছেন, তবে তার ছাত্রদ্বয় ইমাম ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহিমাহুমাল্লাহ)-সহ অন্যান্যরা এটাকে জায়িয বলেছেন। তারা ঘোড়ার গোশত হালাল হওয়ার ব্যাপারে মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৮৫)

٤١٣١ -[٢٨] وَعَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَتَتِ الْيَهُودُ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا لَا يَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪১৩১-[২৮] উক্ত রাবী (খালিদ ইবনু ওয়ালীদ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন আমি নাবী -এর সাথে শারীক ছিলাম। (এ সময়) ইয়াহূদীরা এসে এ অভিযোগ করল যে, (যুদ্ধরত) লোকেরা তাদের ফলা-ফলাদির প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। তখন রসূলুল্লাহ ঘোষণা করলেন : সাবধান! সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ এমন লোকেদের মাল-সম্পদ ন্যায্য অধিকার ছাড়া হালাল নয়। (আবূ দাউদ)[৬৬]

ব্যাখ্যা : আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : হাদীসটি মানসূখ। ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি মুনকার। ইমাম নাসায়ী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আলোচ্য হাদীসের পূর্ববর্তী হাদীস অর্থাৎ জাবির কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি অধিক বিশুদ্ধ। তাছাড়া এ হাদীস যদি সহীহও হয়ে থাকে তারপরও তা মানসূখ। কেননা নাবী ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন আর এ মর্মে দলীলও রয়েছে।

দারাকুত্বনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটির সানাদ মুযত্বারাব। 'আল্লামাহ্ ওয়াকিদী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এ হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ খালিদ মাক্কাহ্ বিজয়ের পর ইসলাম ক্ববূল করেছেন। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : খালিদ খায়বারে উপস্থিত ছিলেন না। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : খালিদ খায়বারের উপস্থিত ছিলেন না, কারণ তিনি মাক্কাহ্ বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮০২)

٤١٣٢ -[٢٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: الْمَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ

৪১৩২-[২৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : দু' প্রকারের মৃত এবং দু' প্রকারের রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। সে মৃত দু'টি হলো, মাছ ও টিড্ডি। আর দু' প্রকারের রক্ত হলো যকৃৎ ও প্লীহা। (আহমাদ, ইবনু মাজাহ ও দারাকুত্বনী)[৬৭]

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, মূসা ইবনু হারূন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী 'সালিহ'-কে তার দাদার পরিচয় ছাড়া চেনা যায় না। আর ইনি একজন য'ঈফ বর্ণনাকারী। আস্ সুনানুস্ সুগরা ৩/১৯৪ পৃঃ, হাঃ ৪২৫১।

[৬৬] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ৩৮০৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৩৭৩৫, মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল ১৬৮৬২, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৩৯০২, য'ঈফুল জামি' ২২৫৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো, এর সানাদে "ইয়াহ্ইয়া ইবনু মিকদার" নামে একজন য'ঈফ বারী আছে। তার ব্যাপারে ইমাম বুখারী বলেন, "ফীহি নাযরুন"। "তাকরীবের" মধ্যে ইবনু হিব্বান বলেন, লাইয়্যিনুন বা দুর্বল। বিস্তারিত সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৮/৩৭৩, হাঃ ৩৯০২।

[৬৭] হাসান : মুসনাদে আহমাদ ৫৭২৩, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ১৫৬৯, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৮২৫, ইমাম বায়হাক্বী ৩টি সানাদ উল্লেখ করেছেন, এর প্রথমটিতে 'আবদুর রহমান ইবনু যায়দ ইবনু আসলাম য'ঈফ বারী। কিন্তু শেষ সানাদটি সহীহ; শু'আবুল ঈমান ৫৬২৭।

Scanned by CamScanner

٤١٣٣ -[٣٠] وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: الْأَكْثَرُونَ عَلٰى أَنَّهٗ مَوْقُوفٌ عَلٰى جَابِرٍ.

৪১৩৩-[৩০] আবুয্ যুবায়র (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি জাবির হতে বর্ণনা করেন। তিনি (জাবির) বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে মাছ সমুদ্র তীরের দিকে ফেলে দেয় এবং তা হতে (ভাটার সময়) পানি সরে যায়, তা তোমরা খাবে। আর যে মাছ পানিতে মরে ভেসে উঠে তা খেও না। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৬৮]

ইমাম মুহয়িইউস্ সুন্নাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অধিকাংশের মতে এ হাদীসটি জাবির হতে মাওকূফ হিসেবে বর্ণিত।

ব্যাখ্যা : যারা মরে পানির উপরে ভেসে ওঠা মাছ খাওয়া মাকরূহ মনে করেন তারা এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মরার পর পানিতে ভেসে ওঠা মাছ খাওয়া বৈধ। আর এটা আবূ বাক্র ও আবূ আইয়ূব আল আনসারী -সহ একাধিক সহাবায়ে কিরামগণ থেকে প্রমাণিত।

'আওনুল মা'বূদ গ্রন্থকার বলেন : মরার পর পানিতে ভেসে ওঠা মাছ খাওয়া যে বৈধ এটা প্রমাণ করবে জাবির কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, তিনি (জাবির) বলেন, আমরা "জায়শুল খায়ত" নামক যুদ্ধে ছিলাম আর আমাদের নেতা ছিল আবূ 'উবায়দাহ্। অতঃপর আমরা চরমভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। সে পরিস্থিতিতে সমুদ্র একটি মরা মাছ কিনারায় ফেলে দিলো। আমরা এমন মাছ ইতোপূর্বে কখনও দেখিনি, যাকে 'আম্বার বলা হয়ে থাকে। আমরা এ মাছ থেকে অর্ধ মাস যাবৎ খেয়েছি, অতঃপর যখন আমরা মাদীনায় ফিরলাম, অতঃপর নাবী -এর কাছে পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করলাম। তখন তিনি () বললেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিয্‌ক্ব বের করে দিয়েছেন তা তোমরা খাও এবং যদি তোমাদের কাছে কিছু থেকে থাকে তাহলে আমাদেরকেও খাওয়াও। অতঃপর তাদের কেউ উক্ত মাছ নাবী -কে দিল এবং তিনি তা খেয়ে নিলেন– (বুখারী ও মুসলিম)। আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে যে, সমুদ্রের মরা মাছ চাই তা পানিতে ডুবে মারা যাক অথবা শিকারীর কারণে মারা যাক উভয় অবস্থাতেই তা খাওয়া বৈধ। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮১১)

٤١٣٤ -[٣١] وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ: «أَكْثَرُ جُنُودِ اللّٰهِ لَا آكُلُهٗ وَلَا أُحَرِّمُهٗ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ مُحْيِيُّ السُّنَّةِ: ضَعِيفٌ.

৪১৩৪-[৩১] সালমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী -কে টিড্ডি (খাওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন : আল্লাহর এমন বহু সৃষ্টজীব জাতি আছে, যা আমি খাইও না এবং হারামও বলি না। (আবূ দাউদ)[৬৯]

---

[৬৮] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩৮১৫, ইবনু মাজাহ ৩২৪৭, দারাকুত্বনী ৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৪৬২, ৯/২৫৫ পৃঃ। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো, এর সানাদে একজন বর্ণনাকারী আছেন যার নাম "ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলায়ম আত্ব ত্বয়িফী"। ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলায়ম আত্ব ত্বয়িফী প্রচুর ভুলকারী রাবী এবং তাঁর স্মৃতিশক্তি খারাপ।

Scanned by CamScanner

ইমাম মুহয়িইউস্ সুন্নাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এ হাদীসটি দুর্বল।

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, নাবী ﷺ টিড্ডি খাওয়া থেকে বিরত থাকতেন, যেমন তিনি গুইসাপ খাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন। তারপরও হাদীসটি মুরসাল।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৩৮০৯)

٤١٣٥ -[٣٢] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ سَبِّ الدِّيكِ وَقَالَ: «إِنَّهٗ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪১৩৫-[৩২] যায়দ ইবনু খালিদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মোরগকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, তা সলাতের জন্য আযান দেয়। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৭০]

٤١٣٦ -[٣٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهٗ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪১৩৬-[৩৩] উক্ত রাবী (যায়দ ইবনু খালিদ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মোরগকে গালি দিয়ো না। কেননা তা সলাতের জন্য সজাগ (আহ্বান) করে। (আবূ দাঊদ)[৭১]

٤١٣٧ -[٣٤] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى قَالَ: قَالَ أَبُو لَيْلٰى: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ فَقُولُوا لَهَا: إِنَّا نَسْأَلُكِ بِعَهْدِ نُوحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنْ لَا تُؤْذِينَا فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪১৩৭-[৩৪] 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ লায়লা (রহিমাহুল্লাহ) আবূ লায়লা رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের গৃহে সাপ দেখা যায়, তখন তাকে লক্ষ্য করে বলো, আমরা তোমাকে নূহ 'আলায়হিস্ সালাম এবং সুলায়মান ইবনু দাঊদ 'আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে কৃত অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে বলছি, আমাদেরকে কষ্ট দেবে না। কিন্তু যদি এর পরেও ফিরে আসে, তখন তাকে মেরে ফেলব।

(তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[৭২]

---

[৬৯] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৩৮১৩, ইবনু মাজাহ ৩২১৯, য'ঈফাহ্ ১৫৩৩, য'ঈফ আল জামি' ১০৯৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬০২৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৪৬৬।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো এর সানাদটি মুরসাল। "সুলায়মান আত্ তামীমী" মুরসাল বর্ণনাকারী। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৪/৪২-৪৩ পৃঃ, হাঃ১৫৩৩।

[৭০] সহীহ লিগয়রিহী : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩২৭০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৯৮, মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল ২১৭২৩, শু'আবুল ঈমান ৫১৭৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫০৬০।

[৭১] সহীহ : আবূ দাঊদ ৫১০১, সহীহ আল জামি'উস্ সগীর ৭৩১৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৯৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫০৬১, য'ঈফাহ্ ৩৬১৮ নং হাদীসের আলোচনা দ্রঃ।

[৭২] য'ঈফ : তিরমিযী ১৪৮৫, আবূ দাঊদ ২/৩৫১, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৫০৮, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৫৯০।
হাদীস য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো হাদীসটির সানাদে "ইবনু আবূ লায়লা" নামক একজন য'ঈফ রাবী আছেন। দেখুন- য'ঈফাহ্ ৪/১৭, হাঃ ১৫০৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : এখানে নূহ আলায়হিস সালাম-এর প্রতি অঙ্গীকার বলতে সম্ভবত যখন তিনি (আলায়হিস সালাম) তার তৈরি নৌকায় সকল জাতের প্রাণী উঠাচ্ছিলেন তখন সাপকে বলেছিলেন (لَا تُؤْذِينَا) অর্থাৎ আমাদের কোন কষ্ট দিও না।
(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৮৫)

٤١٣٨ - [٣٥] وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ: «مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ ثَائِرٍ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

৪১৩৮-[৩৫] 'ইকরামাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাপ মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিতেন। তিনি আরো বলেছেন : প্রতিশোধ গ্রহণের ভয়ে যে ব্যক্তি তাদেরকে ছেড়ে দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৭৩]

٤١٣٩ - [٣٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا سَالَمْنَاهُمْ مُنْذُ حَارَبْنَاهُمْ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُمْ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪১৩৯-[৩৬] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন হতে আমরা তাদের (সাপের) সঙ্গে লড়াই করা আরম্ভ করেছি, তখন হতে আমরা আর কখনও তাদের সাথে আপোষ করিনি। তখন যে ব্যক্তি ভয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।
(আবূ দাউদ)[৭৪]

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ যেদিন থেকে আমাদের ও তাদের (সাপের) মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। কারণ সাপ এবং মানুষের মাঝে শত্রুতা ও যুদ্ধ অনেক কঠিন। কেননা উভয়ই একে অপরকে হত্যা করার সুযোগ সন্ধানে থাকে। কেউ কেউ বলেন, আদাম এবং সাপের মাঝের শত্রুতার ব্যাপারে যা বলা যায়, তা হলো ইবলীস জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইলে জান্নাতের প্রহরী তাকে বাধা দেয়। সাপ তাকে মুখে বহন করে জান্নাতে প্রবেশ করায় এবং সে (ইবলীস) আদাম আলায়হিস সালাম ও হাওয়া আলায়হিস সালাম-কে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়াতে প্ররোচিত করে। অতঃপর তাদের দু'জনকেই জান্নাত থেকে বের করে দেয়। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫২৩৯)

٤١٤٠ - [٣٧] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪১৪০-[৩৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা সমস্ত সাপ মেরে ফেলো। যে ব্যক্তি তাদের পক্ষ হতে প্রতিশোধ গ্রহণের আশঙ্কা রাখে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৭৫]

---

[৭৩] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩২৬৫, মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল ৩২৫৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৬১৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১০২০১।

[৭৪] হাসান সহীহ : আবূ দাউদ ৫২৪৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৪৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯৮৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১০৮৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬২২৩।

Scanned by CamScanner

٤١٤١ -[٣٨] وَعَنِ الْعَبَّاسِ رضي الله عنه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هٰذِهِ الْجِنَّانِ يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصِّغَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِهِنَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪১৪১-[৩৮] ‘আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! আমরা যম্‌যম্‌ কূপটি পরিষ্কার করতে ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু তার মধ্যে জিন্নান (ছোট ছোট সাপ) আছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেগুলোকে মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন। (আবূ দাঊদ)[৭৬]

٤١٤٢ -[٣٩] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْجَانَّ الْأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪১৪২-[৩৯] ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রূপার চুড়ির ন্যায় সাদা বর্ণের ছোট ছোট সাপ ব্যতীত অন্যান্য সকল সাপ মেরে ফেলো। (আবূ দাঊদ)[৭৭]

٤١٤٣ -[٤٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪১৪৩-[৪০] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কারো খাদ্যপাত্রে মাছি পড়ে, তখন গোটা মাছিটাকে তাতে ডুবিয়ে দেবে। কেননা তার উভয় ডানার এক ডানায় থাকে রোগ জীবাণু এবং অপরটিতে থাকে নিরাময়। আর মাছি প্রথমে রোগ জীবাণুর ডানাটি ডুবায়। সুতরাং গোটা মাছিটি ডুবিয়ে দেবে। (আবূ দাঊদ)[৭৮]

٤١٤٤ -[٤١] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السَّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

৪১৪৪-[৪১] আবূ সা‘ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খাদ্যের মধ্যে মাছি পড়লে গোটা মাছিটিকে তার মধ্যে ভালোভাবে ডুবিয়ে পরে তাকে ফেলে দেবে। কেননা মাছির এক ডানায় থাকে বিষ আর অপরটিতে নিরাময়। মাছি (স্বভাবজাত) আগে বিষ প্রয়োগ করে এবং নিরাময়কে সরিয়ে রাখে। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৭৯]

---

[৭৫] সহীহ : আবূ দাঊদ ৫২৪৯, নাসায়ী ৩১৩৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯৮২, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১০২০১, সহীহুল জামি‘ ১১৪৯।

[৭৬] সহীহ : আবূ দাঊদ ৫২৫১; যদি ‘আবদুর রহমান ইবনু সাবিত ‘আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনে থাকে। দ্বিতীয় তাহক্বীক্ব মিশকাত ৪১৪১।

[৭৭] সহীহ মাওকূফ : আবূ দাঊদ ৫২৬১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩২৬৩।

[৭৮] সহীহ : আবূ দাঊদ ৩৮৪৪, নাসায়ী ৪২৬২, দারিমী ২০৩৯, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৫৯৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ১২৪৬, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১০৫, মুসনাদে আহমাদ ৭১৪১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৮১৪, সহীহুল জামি‘ ৮৩৫।

[৭৯] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৮১৫, ইবনু মাজাহ ৩৫০৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৮, ইরওয়া ১/১৯৪, মুসনাদে আহমাদ ১১৬৪৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২৩৭, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ২৭৩৫, সহীহুল জামি‘ ৮৩৬।

Scanned by CamScanner

٤١٤٥ -[٤٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৪১৪৫-[৪২] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ চার প্রকারের জীবকে বধ করতে নিষেধ করেছেন। পিপীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ ও সুরাদ। (আবূ দাউদ ও দারিমী)[৮০]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤١٤٦ -[٤٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا...﴾. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪১৪৬-[৪৩] ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মূর্খতার যুগের লোকেরা কোন কোন জিনিস খেতো, আবার কোন কোন জিনিসকে ঘৃণাবশতঃ বর্জন করত। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী ﷺ-কে পাঠালেন এবং অবতীর্ণ করলেন নিজের কিতাব (আল কুরআন)। তাতে তিনি হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে ঘোষণা দিলেন। সুতরাং তিনি যা হালাল বলেছেন তা-ই হালাল আর তিনি যা হারাম করেছেন তা-ই হারাম। আর যে বস্তুতে নীরব রয়েছেন তা মার্জনীয়। এ বলে তিনি তিলাওয়াত করলেন– “বলে দিন, আমার নিকট যা কিছু ওয়াহী করা হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাইনি; মৃত, প্রবহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত”– (সূরাহ্ আল আন্‘আম ৬ : ১৪৫)।

(আবূ দাউদ)[৮১]

٤١٤٧ -[٤٤] وَعَنْ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: إِنِّي لَأُوقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ بِلُحُومِ الْحُمُرِ إِذْ نَادٰى مُنَادِي رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪১৪৭-[৪৪] যাহিরুল আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি হাঁড়িতে গাধার মাংস জ্বাল দিচ্ছিলাম, সে সময় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোষক ঘোষণা করছিলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)[৮২]

[৮০] সহীহ : আবূ দাউদ ৫২৬৭, ইবনু মাজাহ ৩২২৪, দারিমী ১৯৯৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯৯০, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্যাক্ব ৮৪১৫, মুসনাদে আহমাদ ৩০৬৬, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৫৯৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৮৫৬, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪২৩১।

[৮১] সানাদ সহীহ : আবূ দাউদ ৩৮০০, দারাকুত্বনী ১২, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্যাক্ব ৮৭৬৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৯৩৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : উপরোল্লিখিত ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল খায়বারের যুদ্ধে। কেননা গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়ার নিষেধাজ্ঞাটা হুদায়বিয়ার দিনে সংঘটিত হয়নি, বরং তা খায়বারে হয়েছে। তা ছাড়া এটা হুদায়বিয়ায় হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। তবে ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসে হুদায়বিয়ার প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছেন وكان ممن شهد الشجرة, অর্থাৎ হুদায়বিয়ার (গাছের নিকট) উপস্থিত ছিলেন। এ কথাটি ঘোষকের ঘোষণা দেয়ার জায়গার সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ নয়। কারণ যারা হুদায়বিয়ার বায়'আতে উপস্থিত ছিলেন তাদের অধিকাংশ সহাবী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে খায়বারেও উপস্থিত ছিলেন। (ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৭৩)

٤١٤٨ -[٤٥] وَعَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ يَرْفَعُهُ: «الْجِنُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ صِنْفٌ لَهُمْ أَجْنِحَةٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلَابٌ وَصِنْفٌ يَحِلُّونَ وَيَظْعَنُونَ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

৪১৪৮-[৪৫] আবূ সা'লাবাহ্ আল খুশানী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি মারফূ' সূত্রে (রসূলুল্লাহ ﷺ হতে) বর্ণনা করেছেন : জিন্ জাতি তিন প্রকার। একপ্রকার জিন্নের ডানা আছে, তারা শূন্যে উড়ে বেড়ায়। দ্বিতীয় প্রকারের জিন্ সাপ ও কুকুরের আকৃতি ধারণ করে। আর তৃতীয় প্রকারের জিন্ কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে এবং তথা হতে অন্যত্র চলেও যায়। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৮৩]

(٣) بَابُ الْعَقِيْقَةِ

অধ্যায়-৩ : 'আক্বীক্বার বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤١٤٩ -[١] عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذٰى». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪১৪৯-[১] সালমান ইবনু 'আমির আয্ যব্বী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, শিশুর জন্মের সাথে 'আক্বীক্বাহ্ (অঙ্গাঅঙ্গিভাবে) জড়িত। সুতরাং তার পক্ষ হতে তোমরা রক্ত প্রবাহিত (যাবাহ) করো। আর তার শরীর হতে কষ্ট দূর করে দাও (মাথার চুল কামিয়ে দাও)। (বুখারী)[৮৪]

---

[৮২] সহীহ : বুখারী ৩৯৪০, নাসায়ী ৪৩৪০, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৩৩১, ইবনু মাজাহ ৩১৯৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫১৭৩, মুসান্নাফ ইবনু শায়বাহ্ ৭।

[৮৩] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩২৬৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৬৫, সহীহুল জামি' ৩১১৪, সহীহ ওয়া য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৫৪২৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮০২০।

[৮৪] সহীহ : বুখারী ৫১৫৪, তিরমিযী ১৫১৫, ইবনু মাজাহ ৩১৬৪, সহীহুল জামি' ৫৮৭৭, ইরওয়া ৪/৩৯৬, আবূ দাউদ ২৮৩৯, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৮৯৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭৯৫৮, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪২৩৯, দারিমী ১৯৬৭, আহমাদ ১৭৮৭৫, আস্ সুনানুন কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৭৩৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : হাফিয শামসুদ্দীন ইবনুল ক্বইয়্যম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যারা বলেন, ‘আক্বীক্বার ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে উভয়ই সমান। একে অপরের ওপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আর ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্য একটি করে দুম্বা বা ছাগল দ্বারা ‘আক্বীক্বাহ্ দিতে হবে। তারা আলোচ্য হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে অধিকাংশ ‘উলামা উম্মু কুর্‌য রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীস ও ‘আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। তাদের বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ছেলে সন্তানের জন্য দু’টি এবং মেয়ে সন্তানের জন্য একটি করে দুম্বা বা ছাগল যাবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী এবং তিনি হাদীসকে হাসান সহীহ বলেছেন। আহমাদে অনুরূপ শব্দে বর্ণিত রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কন্যা শিশুর জন্য একটি ও ছেলে শিশুর জন্য দু’টি ছাগল দ্বারা ‘আক্বীক্বাহ্ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর অনুরূপ শব্দে ইবনু মাজাহতে বর্ণিত রয়েছে।

জামহূর ‘উলামা বলেছেন, আমরা শারী‘আতে দেখতে পাই যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ, সাক্ষী, দীন ও গোলাম আযাদের ব্যাপারে পুরুষের তুলনায় নারীরা অর্ধেক পেয়ে থাকে যেমন আহমাদ ও আবূ দাউদে বর্ণিত রয়েছে, আবূ উমামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ অন্যান্য সহাবীগণ বর্ণনা করেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, কোন পুরুষ যদি কোন মুসলিম পুরুষকে মুক্ত করে তবে সেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে প্রতিটি অঙ্গ মুক্ত হবে জাহান্নাম থেকে। অন্যদিকে কোন মুসলিম দু’জন মহিলাকে মুক্ত করলে সেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে প্রতি দু’টি অঙ্গের বিনিময়ে একটি করে অঙ্গ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। সুতরাং ‘আক্বীক্বার হুকুমটাও অনুরূপ হবে এবং নাস বা শার‘ঈ পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য এটারই চাহিদা রাখে।

(‘আওনুল মা‘বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮৩৬)

٤١٥٠ -[٢] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتٰى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১৫০-[২] ‘আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নবজাতক শিশুদেরকে আনা হত, তিনি তাদের কল্যাণের জন্য দু‘আ করতেন এবং তাদেরকে তাহ্নিক করতেন। (মুসলিম)[৮৫]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসটি নবজাতক শিশুকে তাহনিক করা সুন্নাত হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে।

(‘আওনুল মা‘বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫০৯৭)

٤١٥١ -[٣] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ: فَوَلَدْتُ بِقُبَاءَ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهٖ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِيْ حِجْرِهٖ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِيْ فِيهِ ثُمَّ حَنَّكَهُ ثُمَّ دَعَا لَهٗ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ فَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ

৪১৫১-[৩] আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, তিনি মাক্কাতেই ‘আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়রকে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি আরো বলেন, ক্বুবা অবস্থানকালেই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। অতঃপর আমি তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমাতে এসে তার কোলে তুলে দিলাম। তিনি খেজুর চেয়ে নিলেন এবং তা

[৮৫] সহীহ : মুসলিম (২৮৬)-১০১, (২১৪৭)-২৭; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯(৪), ২৩৪৮৪, আবূ দাউদ ৫১০৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী লিল বায়হাক্বী ৪৩২২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৮২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৩৭২, সহীহুল জামি‘ ৪৮৭৬, মুসনাদে আহমাদ ২৫৭৭১, শু‘আবুল ঈমান ১১০১৪।

Scanned by CamScanner

চিবিয়ে তার (বাচ্চাটির) মুখে রাখলেন এবং তার তালুতে লাগালেন। অতঃপর তার জন্য বারাকাতের দু'আ করলেন, (মাদীনায়) মুসলিমদের মধ্যে সে-ই প্রথম জন্মগ্রহণকারী শিশু। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৬]

ব্যাখ্যা : মাদীনায় হিজরতের পর মুহাজিরদের মধ্যে ইসলামের প্রথম নবজাতক সন্তান হলো, 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আনসারদের মধ্যে হিজরতের পর প্রথম নবজাতক শিশু হলো নু'মান ইবনু বাশির আল আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্মের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২১৪৬/২৬)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤١٥٢ -[٤] عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلٰى مَكِنَاتِهَا». قَالَتْ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ إِنَاثًا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَلِلتِّرْمِذِيِّ

وَالنَّسَائِيِّ مِنْ قَوْلِهٖ: يَقُوْلُ: «عَنِ الْغُلَامِ» إِلَّا آخِرِهٖ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

৪১৫২-[৪] উম্মু কুরয রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : তোমরা পাখিকে তার বাসায় অবস্থান করতে দাও। উম্মু কুরয বলেন, আমি তাঁকে এমনও বলতে শুনেছি যে, ছেলের পক্ষ হতে দু'টি বকরী এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি বকরী দিতে হয় এবং সেগুলো ছাগ বা ছাগী হওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)[৮৭]

আর নাসায়ী "ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি ছাগল"– এ শব্দাবলীতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী হাদীসটি সহীহ বলেছেন ।

ব্যাখ্যা : জাহিলী জামানার কোন লোক যখন কোন প্রয়োজনে বাহিরে যাওয়ার ইচ্ছা করত তখন পাখির কাছে যেয়ে তাকে তাড়িয়ে দিত, যদি পাখিটি ডানদিকে উড়ে যেত তাহলে ব্যক্তি তার প্রয়োজনে বেড়িয়ে পরতো, আর যদি পাখিটি বাম দিকে উড়াল দিত তাহলে সে বাড়ীতে ফিরে যেত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এটা নিষেধ করে বলেছেন, তোমরা তাকে তাড়িয়ে দিও না তাকে তার নিজ স্থানে থাকতে দাও। কারণ পাখি কোন ক্ষতি কিংবা উপকার কিছুই করতে পারে না। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮৩২)

٤١٥٣ -[٥] وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهٖ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمّٰى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ لٰكِنْ فِيْ رِوَايَتِهِمَا

---

[৮৬] সহীহ : বুখারী ৩৬৯৮, ৫১৫২; মুসলিম (২১৪৬)-২৬, মুসনাদে আহমাদ ২৬৯৩৮, আস্ সুনানুল কুবারা লিল বায়হাক্বী ১২৫০৮।

[৮৭] সহীহ : নাসায়ী ৪২১৮, তিরমিযী ১৫১৬, আবূ দাউদ ২৮৩৫, সহীহুল জামি' ৭৫৫৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭২০, আল মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৫৮৯৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৬৩০৪, আহমাদ ২৭৩৭৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৩১২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০৯১৪।

Scanned by CamScanner

«رَهِينَةٌ» بَدَلَ «مُرْتَهِنٌ» وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ: «وَيُدْمٰى» مَكَانَ: «وَيُسَمّٰى» وَقَالَ أَبُوْ دَاوُدَ: «وَيُسَمّٰى» أَصَحُّ

৪১৫৩-[৫] হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ) সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শিশু 'আক্বীক্বার সাথে জড়িত থাকে। জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ হতে পশু যাবাহ করবে এবং তার নাম রাখবে, তার মাথা মুড়াবে। (আহমাদ, তিরমিযী)[৮৮]

তবে আবূ দাঊদ ও নাসায়ী'র রিওয়ায়াত مُرْتَهِنٌ "*মুরতাহানুন*"-এর পরিবর্তে رَهِينَةٌ "*রহীনাতুন*" উল্লেখ রয়েছে। আর আহমাদ ও আবূ দাঊদ-এর রিওয়ায়াতে يُسَمّٰى "*ইউসাম্মা-*" (নাম রাখবে)-এর স্থলে يُدْمٰى "*ইউদ্‌মা-*" বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আবূ দাঊদ বলেন : يُسَمّٰى "*ইউসাম্মা-*" শব্দটি অধিক সহীহ।

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে এ মর্মে দলীল রয়েছে যে, নবজাতকের 'আক্বীক্বাহ্ সপ্তম দিনেই করতে হবে, এর আগে কিংবা পরে কোনটাই শারী'আতসম্মত নয়। তবে কোন কোন 'উলামা বলেন যে, দ্বিতীয় সপ্তম কিংবা তৃতীয় সপ্তম দিনে দিলেও যথেষ্ট হবে। বায়হাক্বীতে 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরয়দাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক তার বাবা থেকে বর্ণিত রয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আক্বীক্বাহ্ যাবাহ করতে হবে সপ্তম দিনে, ১৪ দিনে এবং ২১ দিনে। সুবুলুস্ সালামে তা উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বিদ্বানগণ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বিদ্বানগণ বলেছেন : সপ্তম দিনে 'আক্বীক্বাহ্ করাটা মুস্তাহাব। সপ্তম দিনে সম্ভব না হলে ১৪ দিনে দেয়া যাবে।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮৩৫)

٤١٥٤ -[٦] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَلِيِّ بن أَبِيْ طَالب قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ احْلِقِيْ رَأْسَهٗ وَتَصَدَّقِيْ بِزِنَةِ شَعْرِهٖ فِضَّةً» فَوَزَنَّاهُ فَكَانَ وَزْنُهٗ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهٗ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ

৪১৫৪-[৬] মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনু হুসায়ন (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত যে, 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ হতে একটি বকরী দ্বারা 'আক্বীক্বাহ্ করলেন এবং বললেন : হে ফাত্বিমাহ্! তার মাথাটি মুড়িয়ে দাও আর চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদাক্বাহ্ করো। ('আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :) আমরা তার চুলগুলো ওজন করলাম। তার ওজন এক দিরহাম বা তার চেয়ে কিছু কম ছিল। (তিরমিযী)[৮৯]

আর তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব, এটার সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কেননা মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনু হুসায়ন (রহিমাহুল্লাহ) 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি।

---

[৮৮] সহীহ : সহীহ আল জামি' ৪১৮৪।

[৮৯] হাসান : তিরমিযী ১৫১৯, ইরওয়া ১১৭৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৪২৩৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৭৭৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ১৮(৪)।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : হাফিয 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) "আত্ তালযিস" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ফাত্বিমাহ্ বিনতু রসূলুল্লাহ হাসান ও হুসায়ন -এর মাথার চুল ওজন করেছিলেন। আর যায়নাব ও উম্মু কুলসূম ওজন অনুপাতে রৌপ্য মুদ্রা সদাক্বাহ্ করেছিলেন।

আবূ রাফি' হতে বর্ণিত, ফাত্বিমাহ্ যখন হাসান -কে জন্ম দিলেন তখন নাবী ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমার ছেলের মাথার চুল কি রক্ত দ্বারা মালিশ করে দিবো না? তিনি বললেন, না বরং তার চুল মুড়িয়ে ফেলো এবং উক্ত চুল ওজন করে সমপরিমাণ রৌপ্য মুদ্রা সদাক্বাহ্ কর আহলুস্ সুফফাবাসীদের ওপর। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫১৯)

٤١٥٥ -[٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ: كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ

৪১৫৫-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসায়ন-এর পক্ষ হতে এক একটি দুম্বা 'আক্বীক্বাহ্ করেছেন। (আবূ দাউদ)[৯০]

আর নাসায়ী বর্ণনা করেছেন, দু' দু'টি বকরী।

ব্যাখ্যা : ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, ছেলে এবং মেয়ে শিশুর পক্ষ হতে একটি করে ছাগল দ্বারা 'আক্বীক্বাহ্ করতে হবে। হাফিয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ মতের স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য এমন কোন দলীল নেই। 'ইকরামাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে দু'টি করে দুম্বা বা ছাগলের কথা বলা হয়েছে। 'আম্র ইবনু শু'আয়ব হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

একাধিক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, ছেলের জন্য দু'টি ছাগল দ্বারা 'আক্বীক্বাহ্ দিতে হবে এ মর্মে পূর্ণ দলীল রয়েছে, তা আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় উল্লেখিত হাদীসে নেই। বরং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো, আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীসটি নির্ধারিত সংখ্যার কম (অর্থাৎ দুই ছাগলের পরিবর্তে একটি ছাগল) দ্বারা 'আক্বীক্বাহ্ দেয়া বৈধ। কারণ সংখ্যা 'আক্বীক্বার জন্য শর্ত নয় অর্থাৎ ছেলের জন্য দু'টি ছাগল দিতেই হবে ব্যাপারটা সেটা নয় বরং তা মুস্তাহাব। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮৩৮)

٤١٥٦ -[٨] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: «لَا يُحِبُّ اللهُ الْعُقُوقَ» كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ وَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْهُ فَلْيَنْسِكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ

৪১৫৬-[৮] 'আম্র ইবনু শু'আয়ব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'আক্বীক্বাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি (ﷺ) বললেন : আল্লাহ

---

[৯০] সহীহ : আবূ দাউদ ২৮৪১, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৮৯৯, নাসায়ী ৪২১৯, ইরওয়া ১১৬৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৭৪৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৮৭৮।

Scanned by CamScanner

তা'আলা 'উকূক্ব (নাফরমানীকে) পছন্দ করেন না। যেন 'আক্বীক্বাহ্' শব্দটি ব্যবহার করাকে তিনি পছন্দ করেননি। অতঃপর তিনি বললেন : যার কোন সন্তান জন্মায়, আর সে তার পক্ষ হতে কোন পশু যাবাহ করতে চায়, তবে সে যেন অবশ্যই ছেলের পক্ষ হতে দু'টি এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি বকরী যাবাহ করে।
(আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৯১]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ-এর কথা "আল্লাহ عُقُوقٌ 'উকূক্ব' বলাটা পছন্দ করেন না" এটা দ্বারা 'আক্বীক্বার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার পর নাবী ﷺ-এর "আক্বীক্বাহ্" নামের প্রতি অপছন্দনীয়তাই প্রমাণিত হয়। আর নাবী ﷺ-এর এ কথা (فَلْيَنْسِكْ) বা 'সে যেন কুরবানী করে' এ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, 'আক্বীক্বাহ্ শব্দটি পরিবর্তন করে اَلنَّسِيكَةُ। "আন্ নাসিকাহ্" শব্দ ব্যবহার করা উত্তম।

অন্যদিকে নাবী ﷺ-এর বলা কথা, ছেলের জন্য একটি 'আক্বীক্বাহ্ এটা 'আক্বীক্বাহ্ শব্দ বলার বৈধতার উপর প্রমাণ করে।

ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'আক্বীক্বাহ্ শব্দটি বাতিল নয়, নাবী ﷺ জিজ্ঞাসাকারীর বলা বাক্য অনুযায়ী 'আক্বীক্বাহ্ শব্দটির কারাহিয়াত বা অপছন্দনীয়তা ব্যক্ত করেছেন, সুতরাং উভয় হাদীসের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮৩৯)

٤١٥٧ -[٩] وَعَنْ أَبِيْ رافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذَّنَ فِيْ أُذُنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৪১৫৭-[৯] আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : হাসান ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে যখন ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রসব করলেন, তখন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তার কানে সলাতের আযানের ন্যায় আযান দিতে দেখেছি। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৯২]

আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে এ মর্মে দলীল রয়েছে যে, জন্মের পর নবজাতক শিশুর কানে আযান দেয়া সুন্নাত।

তবে 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবজাতকের ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামাত দিতে হবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫১৪)

কিন্তু 'আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামাত সংক্রান্ত বর্ণনাটিকে মাওযূ' বা জাল বলেছেন। (আয্ য'ঈফাহ্ ৩২১)

---

[৯১] হাসান : আবূ দাউদ ২৮৪২, নাসায়ী ৪২১২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৫৫, ইরওয়া ৪/৩৬২, মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৮৩৮, মুসনাদে আহমাদ ৬৭১৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৭৫২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০৯০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৩১০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২-(৪)।

[৯২] য'ঈফ : তিরমিযী ১৫১৪, আবূ দাউদ ৫১০৫, ইরওয়া ১১৭৩, মুসনাদে আহমাদ ২৩৮৬৯, শু'আবুল ঈমান ৮৬১৭। আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) প্রথমে হাদীসটিকে হাসান বলেন; আবূ দাউদ ৫১০৫। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এটিকে য'ঈফ বলেছেন; সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৬১২১। তিনি বলেন, ...অতএব আমি সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের কানে আযান দেয়ার বিধান সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে ফিরে আসলাম। (আলবানী, সিলসিলাতুল হুদাওয়ান্ নূর, অডিও ক্লিপ নং ৬২৩)। এ ব্যাপারে অপর মুহাক্কিক্ব শু'আয়ব আরনাউত্ব-ও ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ২৭২৩০।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤١٥٨ -[١٠] عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كُنَّا نَذْبَحُ الشَّاةَ يَوْمَ السَّابِعِ وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ رَزِيْنٌ: وَنُسَمِّيْهِ

৪১৫৮-[১০] বুরয়দাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে আমাদের কারো সন্তান জন্ম নিলে সে একটি বকরী যাবাহ করত এবং তার রক্ত নিয়ে শিশুর মাথায় মালিশ করে দিত। কিন্তু ইসলাম আবির্ভাবের পর শিশুর জন্মের সপ্তম দিন আমরা একটি বকরী যাবাহ করি, তার মাথা কামিয়ে ফেলি এবং তার মাথায় যা‘ফরান মালিশ করি। (আবূ দাঊদ)[৯৩]

আর ইমাম রযীন অতিরিক্ত এ কথাটিও বর্ণনা করেছেন যে, সেদিন আমরা তার নামও রাখি।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে দলীল রয়েছে যে, নবজাতকের মাথায় রক্ত মালিশ করাটা জাহিলিয়্যাতের কাজ এবং তা মানসূখ বা রহিত করা হয়েছে।

এ হাদীসে এ মর্মেও দলীল রয়েছে যে, নবজাতকের মাথা মুণ্ডানোর পর মাথায় যা‘ফরান কিংবা অন্য যে কোন সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব। আর যা‘ফরান পবিত্র এবং তাতে কোন নেশাজাতীয় বস্তু নেই। কারণ যাতে নেশা জাতীয় বস্তু থাকে তা সুগন্ধি কিংবা হালাল-পবিত্র বস্তুতে ব্যবহার করা হয় না।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮৪০)

---

[৯৩] হাসান সহীহ : আবূ দাঊদ ২৮৪৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৭৬৬, ইরওয়া ৪/৩৮৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬/৪১৩, ২৯১৪।

Scanned by CamScanner

(٢١) كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

পর্ব-২১ : খাদ্য

أطعمة (আত্ব'ইমাহ্) শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হল طَعَامٌ (ত্ব'আ-মুন)। অর্থ হলো, যে জিনিস খাওয়া বা ভক্ষণ করা হয়ে থাকে। এখানে أطعمة (আত্ব'ইমাহ্) দ্বারা ভক্ষণীয় ও পানীয় উভয় ধরনের বস্তু উদ্দেশ্য। কিন্তু ভক্ষণীয় জিনিসকে প্রাধান্য দিয়ে লেখক শিরোনাম তৈরি করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

মূলত এ অধ্যায়ে রসূলুল্লাহ ﷺ যেসব খাবার খেয়েছেন, পান করেছেন অথবা খাননি, পানও করেননি তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর খাবার ও পান করার আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

[সম্পাদক]

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤١٥٩ـ[١] عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّفْحَةِ. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৫৯-[১] 'উমার ইবনু আবূ সালামাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজন বালক হিসেবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। আমার হাত খাওয়ার পাত্রের চতুর্দিকে পৌঁছত, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : '*বিস্‌মিল্লা-হ*' বলে ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হতে খাও। (বুখারী ও মুসলিম)[১৪]

ব্যাখ্যা : (كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে আমি প্রতিপালিত এক শিশু ছিলাম। অর্থাৎ আমার বাবা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল আসাদ মৃত্যুবরণ করার পর আমার মা উম্মু সালামাহ্ رضي الله عنها-কে রসূল ﷺ বিয়ে করেন। আর আমি শিশু অবস্থায় থাকার দরুন আমার মায়ের কাছে রসূল ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে পালিত এক শিশু ছিলাম।

(وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّفْحَةِ) আমার হাত পাত্রের চতুস্পার্শ্বে ঘুরাঘুরি করত। অর্থাৎ আমি রসূল ﷺ-এর সাথে খেতে বসে পাত্রের সকল প্রান্ত থেকেই খাবার নিয়ে খেতাম।

---

[১৪] সহীহ বুখারী : ৫৩৭৬, মুসলিম (২০২২)-১০৮, তিরমিযী ১৮৫৭, আবূ দাউদ ৩৭৭৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৭, ইরওয়া ১৯৬৮, মালিক ৩৪৪৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ১৯৫৪৪, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬৫৫৬, মুসনাদে আহমাদ ১৬৩৩০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২১৫, 'নাসায়ী'র আল কুবরা ১০১১, দারিমী ২০৪৫, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৮২২৭।

Scanned by CamScanner

(سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ) "তুমি *'বিসমিল্লা-হ'* বল এবং ডান হাত দিয়ে খাও।" অর্থাৎ *'বিসমিল্লা-হ'* বলে খাবার শুরু করবে এবং ডান হাত দিয়ে খাবার খাবে।

(وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ) "তোমার পার্শ্ব থেকে খাও" অর্থাৎ এক সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি খাবার বসলে তোমার পার্শ্ব থেকে খাবার খাবে। অন্যের পার্শ্ব থেকে খাবারের দ্রব্য নিবে না। কেননা তা ভদ্রতার লঙ্ঘন এবং খারাপ অভ্যাস। বিশেষ করে খাবার যদি ভিজা বা তরল জাতীয় হয়। তবে খাবার যদি শুকনা জাতীয় হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

হাদীসের শিক্ষা : ১. *'বিসমিল্লা-হ'* বলে খাবার শুরু করতে হবে। ২. ডান হাত দিয়ে খেতে হবে ও পান করতে হবে। ৩. একই পাত্রে একাধিক ব্যক্তি খাবার খেলে প্রত্যেকেই নিজের পার্শ্ব থেকে খাবার খাবে। অন্যের পার্শ্ব থেকে খাবারের দ্রব্য নিবে না।

(মির্ক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৩৭৬; শার্হুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ২০২২)

٤١٦٠ -[٢] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১৬০-[২] হুযায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : শায়ত্বন সে খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যদি না তাতে *বিস্মিল্লা-হ* বলা হয়। (মুসলিম)[৯৫]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ) "শায়ত্বন খাদ্যকে হালাল মনে করে।" অর্থাৎ শায়ত্বনের পক্ষে খাবার খাওয়া সম্ভব হয় অথবা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নেই এমন পদ্ধতিতে খাবারের মধ্যে তার কার্য পরিচালনা করে।

(أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ) "খাদ্যের উপর আল্লাহ্র নাম স্মরণ না করার কারণে।" অর্থাৎ খাবার খেতে শুরু করার সময় *'বিসমিল্লা-হ'* না বললে অথবা ভুলক্রমে শুরুতে *'বিসমিল্লা-হ'* না বলা হলেও স্মরণ হওয়ার পর *'বিসমিল্লা-হ'* না বললে। তূরিবিশতী বলেন : খাবারের শুরুতে *'বিসমিল্লা-হ'* বলা না হলে শায়ত্বন তার বারাকাত নষ্ট করে দেয়।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : *'বিসমিল্লা-হ'* না বলে খাবার শুরু করার মধ্যে শায়ত্বনের জন্য খাবার গ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। *'বিসমিল্লা-হ'* বলাটা তার জন্য বাধা।

(মির্কাতুল মাফাতীহ; শার্হুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ২০১৭)

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যদি একদল লোক একসঙ্গে খাবার খায় এবং তাদের মধ্য থেকে কোন একব্যক্তি *'বিসমিল্লা-হ'* বলে খাবার শুরু করে তাহলে শায়ত্বন সেই খাবারে অংশগ্রহণ করতে পারে না। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৬২)

٤١٦١ -[٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৯৫] সহীহ : মুসলিম (২০১৭)-১০২, মুসনাদে আহমাদ ২৩২৪৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১০৯, আবূ দাউদ ৩৭৬৮, সহীহুল জামি' ১৬৫৩।

Scanned by CamScanner

৪১৬১-[৩] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে ও খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শায়ত্বন (তার অনুসারীদেরকে) বলে, এ ঘরে তোমাদের জন্য রাত্রি যাপনের সুযোগ নেই এবং রাতে খাবারও নেই। আর যখন সে (ঘরে) প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে আল্লাহর নাম নেয় না, তখন শায়ত্বন বলে, তোমরা রাত্রি যাপনের স্থান পেয়েছ। আর যখন সে খাওয়ার সময়ও আল্লাহর নাম নেয় না, তখন সে বলে, তোমরা রাত্রি যাপন ও রাতের খাওয়া উভয়টির সুযোগ লাভ করেছ। (মুসলিম)[৯৬]

ব্যাখ্যা : (لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ) "তোমাদের জন্য রাত যাপনের জায়গা নেই এবং রাতের খাবারও নেই"। অর্থাৎ এ বাড়ীতে তোমাদের বাসস্থান ও আহার কোনটাই জুটবে না।

ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : শায়ত্বন তার অনুগামীদের লক্ষ্য করে বলে, এ বাড়ীতে তোমাদের জন্য রাতযাপন এবং আহার কোনটাই সহজলভ্য হবে না। কেননা তারা তাদের জান ও মাল সবই আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছে। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে গাফেল হয়ে যায়, তখনই শায়ত্বন তাদের থেকে সুযোগ লাভ করে থাকে। আর মানুষ যখন আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমে সতর্ক ও সজাগ থাকে তখন তাদেরকে বিপথগামী করতে পারে না। ধোঁকাও দিতে পারে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসের শিক্ষা : বাড়ীতে প্রবেশ এবং খাদ্য গ্রহণের সময় *'বিসমিল্লা-হ'* বলা মুস্তাহাব।

(শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ২০১৮)

যদিও সর্বাবস্থায় বাড়ীতে প্রবেশ ও খাদ্যগ্রহণের জন্য *'বিসমিল্লা-হ'* বলা মুস্তাহাব তথাপি হাদীসে রাত ও খাদ্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, অধিকাংশ মানুষই রাতে ঘরে ফিরে এবং আহার করে। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৬১)

٤١٦٢ - [٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১৬২-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কিছু খায়, তখন সে যেন ডান হাতে খায়। আর যখন পান করে তখন যেন ডান হাতে পান করে। (মুসলিম)[৯৭]

ব্যাখ্যা : (فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ) "সে যেন ডান হাতে খায় এবং ডান হাতে পান করে"। হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, ডান হাত দ্বারা পানাহার করা ওয়াজিব। যা কতিপয় বিজ্ঞজনের অভিমত। সহীহ মুসলিমে সালামাহ্ ইবনুল আকওয়া' বর্ণিত একটি হাদীস এ অভিমতকে সমর্থন করে। তাতে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বাম হাত দ্বারা খেতে দেখে তাকে বললেন : তোমার ডান হাত দ্বারা খাও, সে বললো আমি (ডান হাত দ্বারা) খেতে পারি না। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : তুমি আর পারবেও না। এরপর লোকটি তার ডান হাত আর মুখে তুলতে পারেনি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৬] সহীহ : সহীহ মুসলিম (২০১৮)-১০৩, আবূ দাউদ ৩৭৬৫, ইবনু মাজাহ ৩৮৮৭, আল আদাবুল মুফরাদ ১০৯৬, নাসায়ী আল কুবরা ৬৭৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৬০৭, মুসনাদে আহমাদ ১৫১৪৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮১৯।

[৯৭] সহীহ : মুসলিম (২০২০)-১০৫, তিরমিযী ১৮০০, আবূ দাউদ ৩৭৭৬, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬৮৯০, মুসনাদে আহমাদ ৪৮৮৬, সহীহুল জামি'৩৮৪, ৩৮৫; সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৩৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৫৪১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৪৩৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০০৬।

Scanned by CamScanner

তবে অসুস্থতা বা আহত হওয়ার কারণে যদি ডান হাত দিয়ে খেতে না পারে তাহলে বাম হাত দিয়ে পানাহার করা বৈধ। (শার্‌হুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ২০১৯)

٤١٦٣ -[٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১৬৩-[৫] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাবধান! তোমাদের কেউই যেন বাম হাতে না খায় এবং সে (বাম) হাতে পানও না করে। কেননা শায়ত্বন তার বাম হাতে খায় এবং সে হাতে পানও করে। (মুসলিম)[৯৮]

ব্যাখ্যা : (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا) "কেননা শায়ত্বন বাম হাত দ্বারা পানাহার করে।" ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নাবী ﷺ-এর বাণীর অর্থ হলো তোমরা যদি বাম হাতে পানাহার করো তাহলে তোমরা শায়ত্বনের বন্ধুত্বে পরিণত হবে। কেননা শায়ত্বন তার মানব বন্ধুদের এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

হাদীসের শিক্ষা : ১. শায়ত্বন যে সমস্ত কাজ করে তা পরিত্যাগ করা উচিত, ২. শায়ত্বনের হাত দু'টি।
(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤١٦٤ -[٦] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১৬৪-[৬] কা'ব ইবনু মালিক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তিন আঙ্গুলে খাবার খেতেন এবং হাত মোছার পূর্বে তা চেটে নিতেন। (মুসলিম)[৯৯]

ব্যাখ্যা : (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ) "রসূলুল্লাহ ﷺ তিন আঙ্গুল দ্বারা খেতেন" অর্থাৎ তিনি (ﷺ) খাবার খেতে বৃদ্ধা, তর্জনী ও মধ্যমা– এ তিনটি আঙ্গুল ব্যবহার করতেন। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তিন আঙ্গুল দ্বারা খাবার খাওয়া সুন্নাত। প্রয়োজন ব্যতীত তিন আঙ্গুলের অধিক ব্যবহার করবে না।

(وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا) "(খাওয়ার পর) তিনি তাঁর হাত রুমাল দ্বারা মুছে ফেলার আগে চেটে নিতেন।" 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : খাবার গ্রহণের একটি সুন্নাত হলো খাওয়ার পর হাত মুছে ফেলার আগে তা চেটে খাওয়া। আর তা খাদ্যের বারাকাত অর্জন এবং হাত পরিষ্কার করার লক্ষ্যে।
(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; শার্‌হুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ২০৩১)

٤١٦٥ -[٧] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّفْحَةِ وَقَالَ: "إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ: فِيْ أَيِّهِ الْبَرَكَةُ؟". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৯৮] সহীহ : মুসলিম (২০২০)-১০৬, আহমাদ ৬১৮৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১১৩, আল আদাবুল মুফরাদ ১১৮৯, ইবনু মাজাহ ৩২৬৬, সহীহ তিরমিযী ১৮৭৬, সহীহুল জামি' ৭৫৭৯, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৪১২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৫৭৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৮৩২।

[৯৯] সহীহ : সহীহ মুসলিম (২০৩২)-১৩১, সহীহুল জামি' ৪৮৮২, আবূ দাঊদ ৩৮৪৮, ইরওয়াউল গালীল ১৯৬৯, আবূ দাঊদ ৩৮৪৮, সহীহুল জামি' ৪৮৮২, মুসনাদে আহমাদ ২৭২১৩।

Scanned by CamScanner

৪১৬৫-[৭] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (খাওয়ার শেষে) অঙ্গুলিসমূহ ও খাদ্যপাত্র চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন : খাদ্যের কোন অংশটির মধ্যে বারাকাত রয়েছে নিশ্চয় তোমরা তা অবগত নও। (মুসলিম)[১০০]

ব্যাখ্যা : (إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ: فِيْ أَيَّةِ الْبَرَكَةُ؟) "তোমরা জান না যে, কোন্ অংশে বারাকাত আছে।" অর্থাৎ তোমরা যে খাবার গ্রহণ করছো সে খাবারের কোন্ অংশে অথবা কোন্ গ্রাসে বারাকাত আছে, তা তোমরা জান না। অতএব বারাকাত অর্জনের লক্ষ্যে তোমরা হাত ও খাবারের পাত্র চেটে খাবে। যাতে খাবারের সম্পূর্ণ অক্ষন খাওয়া হয় এবং বারাকাত ছুটে না যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤١٦٦ - [٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৬৬-[৮] ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ কিছু খায়, তখন সে যেন (অঙ্গুলি) চেটে খাওয়া অথবা অন্যের দ্বারা তা চাটিয়ে নেয়া পর্যন্ত হাত না মুছে ফেলে। (বুখারী ও মুসলিম)[১০১]

ব্যাখ্যা : (حَتّٰى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا) "যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে হাত চেটে না খায় অথবা অন্যকে দিয়ে চাটিয়ে খাওয়ায় (ততক্ষণ পর্যন্ত হাত মুছবে না) অন্যকে দিয়ে চেটে খাওয়াবে যে তা চেটে খেতে ঘৃণা না করে, যেমন- স্বীয় স্ত্রী, দাসী, সন্তান ও সেবক। কেননা এরা চেটে খেতে মজা পায়। অনুরূপ যে ছাত্র শিক্ষকের হাত চেটে খাওয়ার মধ্যে বারাকাত আছে বলে মনে করে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৪৫৬; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮৪৩)

٤١٦٧ - [٩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهٖ حَتّٰى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهٖ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةَ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهٗ فَإِنَّهٗ لَا يَدْرِيْ: فِيْ أَيِّ طَعَامِهٖ يَكُوْنُ الْبَرَكَةُ؟". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১৬৭-[৯] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কারো প্রতিটি কাজের সময় শায়ত্বন তার পাশে উপস্থিত হয়, এমনকি তার খাওয়ার সময়েও। অতএব যদি তোমাদের কারো লোকমা পড়ে যায়, সে যেন তা তুলে ময়লা পরিষ্কার করে তা খেয়ে নেয় এবং শায়ত্বনের জন্য তা ছেড়ে না দেয়। আর খাওয়া শেষে যেন অঙ্গুলি চেটে নেয়। কেননা সে জানে না যে, তার খাদ্যের কোন্ অংশে বারাকাত রয়েছে। (মুসলিম)[১০২]

---

[১০০] সহীহ : মুসলিম (২০৩৩)-১৩৩, মুসনাদে আহমাদ ১৫২২৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৫৯, ইরওয়া ৭/৩১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৪৫৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১২৩২।

[১০১] সহীহ : বুখারী ৫৪৫৬, মুসলিম (২০৩১)-১২৯, (২০৩১)-১৩০; ইবনু মাজাহ ৩২৬৯, সহীহুল জামি' ৩৭৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৯১, মুসনাদে আহমাদ ১৯২৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ২৫০৩, আবূ দাউদ ৩৮৪৮, ৩৮৪৭; সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৬৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭৫০৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১২১৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০১১।

[১০২] সহীহ : মুসলিম (২০৩৩)-১৩৫, সহীহুল জামি' ১৬৫৯, তিরমিযী ১৮০৩, আবূ দাউদ ৩৮৪৫, ইবনু মাজাহ ৩২৭৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৬১, মুসনাদে আহমাদ ১২৮১৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৪৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০১৩।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ) "অবশ্যই শায়ত্বন তোমাদের কারো নিকট তার সকল বিষয়ে উপস্থিত হয়।" অর্থাৎ শায়ত্বন মানুষের সাথে সকল অবস্থায়ই লেগে থাকে এবং তার কাজ-কর্মে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে। অতএব মানুষের উচিত তার সম্পর্কে সতর্ক থাকা তার থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা এবং শায়ত্বনের ধোঁকায় না পরা। (শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ২০৩৩)

(فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى) "অতএব তোমাদের কারো খাবারের সময় তার লোকমা পরে গেলে সে যেন তার সাথে লেগে যাওয়া ময়লা দূর করে ফেলে। অর্থাৎ ধূলা অথবা এ জাতীয় কিছু লেগে গেলে তা দূর করবে। আর নাপাক কিছু লেগে গেলে তা ধুবে যদি ধোয়া সম্ভব হয়।

(ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا) 'অতঃপর তা খাবে' যদি তা খাওয়া সম্ভব হয়, নচেৎ কুকুর বিড়াল ইত্যাদিকে তা খেতে দিবে।

(وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ) আর শায়ত্বনের জন্য তা ফেলে রাখবে না। তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ফেলে রাখলে তা শায়ত্বনের জন্য হয়, কেননা এতে আল্লাহ্‌র নি'আমাত বিনষ্ট হয় এবং আল্লাহ্‌র নি'আমাতকে অবজ্ঞা করা হয় আর পরে যাওয়া লোকমা ফেলে দেয়া অহংকারীদের চরিত্র। আর অহংকারই পরে যাওয়া লোকমা উঠিয়ে নিতে বাধা প্রদান করে। আর তা শায়ত্বনের কাজ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤١٦٨ -[١٠] وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪১৬৮-[১০] আবূ জুহায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : আমি হেলান দিয়ে খাই না। (বুখারী)[১০৩]

ব্যাখ্যা : (لَا آكُلُ مُتَّكِئًا) "আমি ঠেস দিয়ে বসে খাই না"। খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সাধারণ মানুষে মনে করে কোন এক দিকে হেলে ভর দিয়ে বসাকে ঠেস দিয়ে বসা বলা হয়। হাদীসের প্রকৃত অর্থ তা নয়। বরং এখানে ঠেস দিয়ে বসার অর্থ হলো নিতম্বের নীচের বিছানা, পিঁড়ি ইত্যাদিতে ভর দিয়ে বসা। অতএব হাদীসের অর্থ এই যে, আমি যখন খাবার খাই তখন কোন কিছুর উপর ভর দিয়ে বসি না যা বেশী খাবার ইচ্ছাকারী করে থাকে। বরং অল্প খাবার খাই তাই আমার বসা হয় অস্বস্তি নিয়ে বসা। আর অধিকাংশ 'আলিম এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন : কোন একদিকে ঝুকে বসা। কেননা এভাবে বসলে খাদ্য গ্রহণ করার জন্য ক্ষতিকর। আর কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন চার জানু হয়ে আরাম করে বসা। কেননা এ অবস্থায় বসে খাবার গ্রহণ করলে অধিক খাবার গ্রহণ করা সহজ হয় তাতে খাদ্যাভ্যাস বৃদ্ধি পায়। 'আল্লামাহ্ ইবনুল ক্বইয়্যিম বলেন। নাবী ﷺ খাবার জন্য বাম পা বিছিয়ে হাঁটুর উপর ভর করে বসতেন। এতে আল্লাহ্‌র প্রতি নম্রতা ও তার সামনে ভদ্রতা প্রকাশ পায়। আর খাবার গ্রহণ করার জন্য এ পদ্ধতি সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ উপকারী পদ্ধতি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৩৯৮, 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৬৫)

٤١٦٩ -[١١] وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِي سُكُرَّجَةٍ وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قِيلَ لِقَتَادَةَ: عَلَى مَا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[১০৩] সহীহ : বুখারী ৫৩৯৮, আবূ দাউদ ৩৭৬৯, ইবনু মাজাহ ৩২৬২, ইরওয়া ১৯৬৬, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৪৬০৮, মুসনাদে আহমাদ ১৮৭৫৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৮৮৪, দারিমী ২০৭১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৮০৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০৪৭।

Scanned by CamScanner

৪১৬৯-[১১] ক্বতাদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (আনাস (রাঃ)) বলেন : নাবী (ﷺ) কখনো টেবিলে রেখে আহার করেননি এবং পিরিচেও খাবার খাননি। আর তাঁর জন্য কখনো চাপাতি রুটিও তৈরি করা হয়নি। ক্বতাদাকে জিজ্ঞেস হলো, তবে তাঁরা কিভাবে খেতেন? তিনি বললেন : সাধারণ দস্তরখান বিছিয়ে আহার করতেন। (বুখারী)[১০৪]

ব্যাখ্যা : (مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى خِوَانٍ) "নাবী (ﷺ) কখনো টেবিলে খাবার খাননি"। তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : টেবিলে খাবার খাওয়া বিলাসীদের অভ্যাস এবং অহংকারীদের কার্যকলাপ, যাতে খাবার গ্রহণ করার সময় ঘাড় নিচু করতে না হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَلَا فِىْ سُكُرَّجَةٍ) আর তিনি (ﷺ) পিরিচেও খাবার খাননি। হতে পারে যে, তখন পিরিচের প্রচলন ছিল না, তাই তিনি তাতে খাননি। অথবা তা ছোট হওয়ার দরুণ তিনি তাতে খাননি। কেননা তাদের অভ্যাস ছিল একপাত্রে একাধিক ব্যক্তি মিলে আহার গ্রহণ করা। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৩৬৮)

(عَلٰى مَا يَأْكُلُوْنَ؟) "তারা কিসের উপর খেতো" অর্থাৎ যে সমস্ত সহাবীদের কার্যকলাপ অনুসরণ করা হয় তারা কিসের উপর আহার গ্রহণ করতো?

(قَالَ: عَلَى السُّفَرِ) "দস্তরখানের উপর" টেবিল ব্যতীত অন্য যে কোন বস্তু তা চামড়া বা অন্য যাই হোক যাতে খাবার রাখা হয় তাকে سُفْرَةٌ তথা দস্তরখান বলা হয়। অতএব দস্তরখানের উপর খাবার পাত্র রেখে খাবার খাওয়া সুন্নাত। আর টেবিলে খাবার খাওয়া রসূলের সুন্নাত নয় তবে তা বৈধ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤١٧٠ - [١٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ ﷺ رَأٰى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ وَلَا رَأٰى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهٖ قَطُّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪১৭০-[১২] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত পাতলা রুটি দেখেছেন বলে আমার জানা নেই আর না তিনি কখনো স্বচক্ষে ভুনা বকরী দেখেছেন। (বুখারী)[১০৫]

ব্যাখ্যা : (وَلَا رَأٰى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهٖ قَطُّ) "তিনি (ﷺ) কখনো স্বচক্ষে ভুনা ছাগল দেখেননি"। شَاةً سَمِيطًا এমন ভুনা ছাগলকে বলা হয় যার লোম গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করে চামড়াসহ ভুনা করা হয়। قَطُّ শব্দের মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, চামড়াসহ ভুনা করা ছাগলের গোশত খাওয়া তো দূরের কথা তিনি তা কখনো দেখেননি। না নিজ গৃহে আর না অপরের গৃহে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৩৮৫)

٤١٧١ - [١٣] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا رَأٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِينِ ابْتَعَثَهُ اللّٰهُ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَقَالَ: مَا رَأٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُنْخُلًا مِنْ حِينِ ابْتَعَثَهُ اللّٰهُ حَتّٰى قَبَضَهُ قِيلَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ فَأَكَلْنَاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[১০৪] সহীহ : বুখারী ৫৪১৫, তিরমিযী ১৭৮৮, ইবনু মাজাহ ৩২৯২, মুসনাদে আহমাদ ১২৩২৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬৬৩৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৬৯৫।

[১০৫] সহীহ : সহীহুল বুখারী ৫৪২১, ৬৪৫৭; সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৭২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৬৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৩৩৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৫৫, মুসনাদে আহমাদ ১২২৯৬।

Scanned by CamScanner

৪১৭১-[১৩] সাহ্‌ল ইবনু সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করেছেন, তখন হতে ওফাত পর্যন্ত তিনি কখনো ময়দা দেখেননি। তিনি আরো বলেছেন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত কখনো চালুনি দেখেননি। তখন সাহলকে জিজ্ঞেস করা হলো, না চেলে আপনারা যব কিভাবে খেতেন? তিনি বললেন : আমরা তাকে পিষে নিতাম এবং তাতে ফুঁ দিতাম, ফলে যা উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেত। আর যা অবশিষ্ট থাকত আমরা তা মন্থন করে নিতাম এবং এরপর তা খেতাম। (বুখারী)[১০৬]

ব্যাখ্যা : (فَيَطِيرُ مَا طَارَ) "যা উড়ে যাবার তা উড়ে যেত" অর্থাৎ যব পিষিয়ে তা বাতাসে উড়ালে আটার সাথে থাকা হালকা খোশাগুলো উড়ে যেত।

(وَمَا بَقِيَ) "আর যা কিছু অবশিষ্ট থাকত" যা ওজনে ভারী তা অবশিষ্ট থাকত, অর্থাৎ আটা থেকে যেত এবং খোশা উড়ে যেত।

(ثَرَّيْنَاهُ فَأَكَلْنَاهُ) তা পানি দিয়ে ভিজাতাম, অতঃপর তা খেতাম। অর্থাৎ পানি দিয়ে ভিজিয়ে খামীর তৈরি করে রুটি বানানোর পর তা খেতাম অথবা তা পানিতে গুলে রান্না করার পর তা খেতাম। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤١٧٢ -[١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৭২-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন খাদ্যের দোষ প্রকাশ করেননি। অবশ্য মনে ধরলে খেয়েছেন। আর অপছন্দ হলে পরিত্যাগ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৭]

ব্যাখ্যা : (مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ) "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খাবারে দোষ ধরতেন না।" হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বৈধ খাবারের দোষ ধরেননি। তবে হারাম খাবারের দোষ ধরতেন এবং তা খেতে নিষেধ করতেন। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : খাবার খাওয়ার আদব হলো তার দোষ ধরবে না। অর্থাৎ এরূপ বলবে না এটা টক, এটা সিদ্ধ হয়নি বা পাকেনি এটা পাতলা, এটা মোটা ইত্যাদি।

(إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ) "খাদ্যের প্রতি তার আগ্রহ থাকলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তা খেতেন অন্যথায় তা পরিত্যাগ করতেন। যেমন গুইসাপের ব্যাপারে যা ঘটেছিল। এটা তার অপছন্দ ছিল তাই তিনি তা খাননি। এটা দোষ বর্ণনা নয়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৪০৯; শার্‌হুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৬৪; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৫৯; তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৩১)

٤١٧٣ -[١٥] وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ قَلِيلًا فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[১০৬] সহীহ : বুখারী ৫৪১৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৪৭, শু'আবুল ঈমান ৫৬৫৫, সুনান ইবনু মাজাহ ৩৩৩৫, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৪৬১, আল মু'জামুল ক্বাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৭৫৬।

[১০৭] সহীহ : বুখারী ৩৫৬৩, মুসলিম (২০৬৪)-১৮৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৩৭, আবূ দাউদ ৩৭৬৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০১৭, তিরমিযী ২০৩১, ইবনু মাজাহ ৩২৫৯, আহমাদ ১০৪২১।

Scanned by CamScanner

৪১৭৩-[১৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি অধিক পরিমাণে খাবার খেতো, পরে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন সে অল্প খেতে লাগল। ব্যাপারটি নাবী (সাঃ)-কে জানালে তিনি বললেন : মু'মিন খায় এক পাকস্থলীতে আর কাফির খায় সাত পাকস্থলীতে। (বুখারী)[১০৮]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) "মু'মিন এক পেটে খায় আর কাফির সাত পেটে খায়।" مِعًى বলা হয় খাদ্য থলিকে। যেনে রাখা দরকার মু'মিনের তুলনায় কাফিরের খাদ্যথলি বেশী নেই। বরং প্রত্যেক মানুষেরই শুধুমাত্র একটি করে খাদ্য থলি আছে। তাই ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রসূল (সাঃ)-এর এ বাণীর মর্ম হলো মু'মিনের খাদ্যের প্রতি লোভ কম থাকে, তাই তার খাদ্য ও পানীয়তে বারাকাত হয় এবং অল্পতেই সে তৃপ্ত হয়। পক্ষান্তরে খাদ্যের প্রতি কাফিরের লোভ অত্যন্ত বেশী, যেমন- চতুষ্পদ জন্তুর লোভ খাদ্যের প্রতি, দেখলেই খেতে চায়, অনুরূপ কাফির ব্যক্তি ও দেখলেই খেতে চায়। অত্র হাদীসে কাফির ও মু'মিনের এই তারতম্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর মু'মিন যখন খেতে আরম্ভ করে তখন শুরুতে *'বিসমিল্লা-হ'* বলে, ফলে শায়ত্বন তার খাবারে অংশগ্রহণ করতে পারে না। আর কাফির *'বিসমিল্লা-হ'* বলে, না তাই শায়ত্বন তার খাদ্যে অংশগ্রহণ করে। ফলে মু'মিনের অল্প খাবারই যথেষ্ট হয়ে যায় কিন্তু কাফিরের তা হয় না। আর মু'মিনের পেট কিছুটা ভরলেই সে তৃপ্ত হয়, তাই তার খাবার কম লাগে। আর কাফির পেট পূর্ণ না করে তৃপ্ত হয় না, তাই তার খাবার বেশী লাগে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার প্রতি আসক্ত না হওয়া ও তার ভোগ বিলাসে যথাসাধ্য কমে তুষ্ট থাকা। আর খাদ্যাভ্যাস কম থাকা মানুষের উত্তম গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত আর অধিক খাদ্যগ্রহণ করা এর বিপরীত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৩৯৭; শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৬০, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮১৯)

٤١٧٤-[١٦] وَ

৪১৭৪-[১৬] আর,

٤١٧٥-[١٧] وَرَوٰى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِيْ مُوسٰى وَابْنِ عُمَرَ الْمُسْنَدَ مِنْهُ فَقَطْ.

৪১৭৫-[১৭] ইমাম মুসলিম আবূ মূসা ও ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে শুধুমাত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্ণিত বাণীটিই (অর্থাৎ- .....إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ) বর্ণনা করেছেন।

٤١٧٦-[١٨] وَفِيْ أُخْرٰى لَهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أُخْرٰى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرٰى فَشَرِبَهُ حَتّٰى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرٰى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

৪১৭৬-[১৮] তবে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে সহীহ মুসলিম-এর অপর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, জনৈক কাফির রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মেহমান হলো। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি বকরীর দুধ আনতে নির্দেশ দিলেন, দুধ দোহন করা হলো এবং লোকটি সবটুকু দুধ পান করে ফেলল। অতঃপর আরেকটি বকরীর দুধ আনতে

---

[১০৮] সহীহ : বুখারী ৫৩৯৭, তিরমিযী ১৮১৮, মুসনাদে আহমাদ ১৪৫৭৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৬৮৯।

Scanned by CamScanner

নির্দেশ দিলেন, বকরী দোহন করা হলো। এ দুধটুকুও সে পান করে ফেলল। এরপর তৃতীয় আরেকটি বকরী দোহন করা হলো। এ দুধটুকুও সে পান করে ফেলল। এভাবে সে শেষ নাগাদ সাতটি বকরীর সবটুকু দুধ একাই পান করে ফেলল। (পরদিন) ভোরে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য একটি বকরীর দুধ দোহন করার নির্দেশ দিলেন। দুধ দোহন করা হলো। লোকটি সবটুকু দুধ পান করে ফেলল। অতঃপর আরেকটি বকরী দোহন করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সে এবার সবটুকু দুধ পান করতে পারল না। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মু'মিন এক পাকস্থলীতে পান করে। আর কাফির পান করে সাত পাকস্থলীতে।[১০৯]

ব্যাখ্যা : (ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرٰى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا) "অতঃপর আরেকটি ছাগলের দুধ তাকে দেয়া হলে তিনি তা পুরোপুরি পান করতে পারলেন না।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সাতটি ছাগলের দুধ একাই পান করেছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর একটি ছাগলের দুধ পান করার পর দ্বিতীয় ছাগলের দুধ অল্প কিছু পান করার পর আর পান করতে পারলেন না।

(الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) "মু'মিন এক পেটে পান করে আর কাফির সাত পেটে পান করে" (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৬৩)

٤١٧٧ -[١٩] وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامِ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৭৭-[১৯] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। (বুখারী ও মুসলিম)[১১০]

ব্যাখ্যা : (طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ) "দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট" অর্থাৎ যে খাবার দু'জনে পেটপুরে তৃপ্তি সহকারে খেতে পারে, ঐ খাবার তিনজনের পেটপুরে খাবার না হলেও তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হয়, ফলে তাদের 'ইবাদাত করার জন্য শক্তি অর্জিত হয় ও দুর্বল হয়ে পরা থেকে রক্ষা পায়।

এ হাদীসের তথা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য হলো মু'মিনের উচিত পেটপুরে আহার করতে না পারলেও অল্প আহারে তুষ্ট হওয়া এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার অভাবী ব্যক্তিকে প্রদান করা।

হাদীসের শিক্ষা : অল্পে তুষ্ট হওয়া এবং অন্যদের প্রতি সমব্যথিত হওয়া।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮২০)

٤١٧٨ -[٢٠] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[১০৯] সহীহ : মুসলিম (২০৬৩)-১৮৬, তিরমিযী ১৮১৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৩৫, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৪১৮, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬৮৯৩, মুসনাদে আহমাদ ৮৮৭৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৩৪।

[১১০] সহীহ : বুখারী ৫৩৯২, মুসলিম (২০৫৮)-১৭৮, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬৭৭৩, তিরমিযী ১৮২০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৮৬, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৪৩২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১২৯, ইবনু মাজাহ ৩২৫৫, সহীহুল জামি' ৪৫০১, মুসনাদে আহমাদ ৭৩২০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩০৫৮।

Scanned by CamScanner

৪১৭৮-[২০] জাবির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট, দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম)[১১১]

ব্যাখ্যা : (طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ) "একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট"। শারহুস্ সুন্নাহ্ প্রণেতা এর ব্যাখ্যায় ইসহাক্ব ইবনু রহ্ওয়াহ্ সূত্রে জারীর থেকে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হলো যে খাবার একজনে পেটপুরে খেতে পারে, ঐ খাবার দু'জনের বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট। ইমামা নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অত্র হাদীসে অন্যের প্রতি খাদ্যের ব্যাপারে সমব্যথি হতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। খাদ্যের পরিমাণ অল্প হলেও তা দ্বারা বেঁচে থাকার প্রয়োজন পূর্ণ হয় এবং এতে বারাকাতও অর্জিত হয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৫৯/১৭৯)

٤١٧٩ - [٢١] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৭৯-[২১] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি। তিনি () বলেন : তালবীনাহ্ পীড়িত ব্যক্তির অন্তরে প্রশান্তি আনে এবং দুশ্চিন্তা কিছুটা লাঘব করে।

(বুখারী ও মুসলিম)[১১২]

ব্যাখ্যা : (التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ) "তালবীনাহ্ রোগীর হৃদয়ের জন্য আরামদায়ক"। ক্বাযী বলেন : তালবীনাহ্ বলা হয় আটা ও দুধ দিয়ে তৈরি পাতলা স্যুপকে। কখনো তাতে মধুও ঢেলে দেয়া হয়। দুধের মতো সাদা ও পাতলা বলে এর নামকরণ করা হয়েছে তালবীনাহ্।

(تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ) "তা রোগীর চিন্তা কিছুটা দূর করে"।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৪ খণ্ড, হাঃ ২২১৬/৯০)

٤١٨٠ - [٢٢] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَصْعَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৮০-[২২] আনাস হতে বর্ণিত। একদিন এক দরজি নাবী -কে খাবার দা'ওয়াত করল, যা সে প্রস্তুত করেছিল। সুতরাং আমিও নাবী -এর সঙ্গে গেলাম। সে যবের রুটি ও ঝোলবিশিষ্ট তরকারী উপস্থিত করল, তার মধ্যে ছিল কদু ও গোশ্তের শুটকি। তখন আমি দেখলাম নাবী বাটির আশপাশ হতে কদু খুঁজে নিচ্ছেন। ফলে সেদিন হতে আমিও সর্বদা কদু খাওয়া পছন্দ করতে লাগলাম।

(বুখারী ও মুসলিম)[১১৩]

---

[১১১] সহীহ : সহীহ মুসলিম (২০৫৯)-১৭৯, বুখারী ৫৩৯২ নং হাদীসের অধ্যায়, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৩৭, মুসনাদে আহমাদ ৯২৭৭, তিরমিযী ১৮২০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৮৬, ইবনু মাজাহ ৩২৫৪, সহীহুল জামি' ৩৯১০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৫৫৭, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৫৫১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৮১৬।

[১১২] সহীহ : বুখারী ৫৪১৭, ৫৬৮৯; মুসলিম (২২১৬)-৯০, মুসনাদে আহমাদ ২৪৫১২, সহীহুল জামি' ৩০১৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল নাসায়ী ৭৫৭২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯০০১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৩৪৯।

[১১৩] সহীহ : বুখারী ২০৯২, ৫৩৭৯, ৫৪২০, ৫৪৩৫; মুসলিম (২০৪১)-১৪৪, আবূ দাউদ ৩৭৮২, মুওয়াত্ত্বা মালিক ২০১০, নাসায়ী আল কুবরা ৬৬৬২, দারিমী ২০৫০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০১৬, মুসনাদে আহমাদ ১৩১৪২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ) "একজন দর্জি খাদ্য তৈরি করে তা খাবার জন্য নাবী ﷺ দা'ওয়াত করলেন, ঐ দর্জি ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর সেবক ছিল। তাই নাবী ﷺ-এর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে খাবার তৈরি করে তা খেতে নাবী ﷺ-কে দা'ওয়াত দিয়েছিল।

(فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ) "ঐ খাদ্যে কদু ও গোশতের শুটকি ছিল।" قَدِيدٌ বলা হয় ঐ গোশতকে যাতে লবণ মিশ্রণ করে রৌদ্রে শুকানো হয়ে থাকে।

(فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَصْعَةِ) "আমি নাবী ﷺ-কে পাত্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কদু সংগ্রহ করতে দেখলাম।" অত্র হাদীসে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পাত্রে যদি বিভিন্ন ধরনের খাবার থাকে তাহলে অন্য দিক থেকে ও পছন্দমত খাবার সংগ্রহ করা যায়। এটা ঐ হাদীসের বিরোধী নয় যাতে বলা হয়েছে "তোমার কাছে থেকে খাও"। এতে এও প্রমাণিত হয় দর্জির উপার্জন নিম্নমানের নয়। ভদ্র ব্যক্তি পেশায় তার নিম্নমানের ব্যক্তির তৈরি খাবার খেতে পারে।

(فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ) "ঐ দিনের পর থেকে আমি কদু পছন্দ করি"। হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, নাবী ﷺ যে খাবার পছন্দ করতেন তা পছন্দ করা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৩৭৯; শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, ২০৪১/১৪৪; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৭৮; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৫০)

٤١٨١ -[٢٣] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ الشَّاةِ فِيْ يَدِهٖ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِيْ يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৮১-[২৩] 'আম্‌র ইবনু উমাইয়াহ্ رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-কে বকরীর কাঁধের গোশ্‌ত স্বহস্তে খেতে দেখেন। এমন সময় সলাতের জন্য আহ্বান করা হলে তিনি (ﷺ) গোশ্‌তের টুকরা এবং যে ছুরি দ্বারা কেটে খাচ্ছিলেন তা রেখে দিয়ে সলাত আদায় করলেন। অথচ তিনি (নতুনভাবে) উযূ করেননি। (বুখারী ও মুসলিম)[১১৪]

ব্যাখ্যা : (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ الشَّاةِ) "আম্‌র ইবনু উমাইয়াহ্ নাবী ﷺ-কে ছাগলের কাঁধের গোশত কেটে (খেতে) দেখেছেন।" এ থেকে জানা যায় যে, ছুড়ি দিয়ে গোশত কেটে খাওয়া বৈধ। 'আল্লামাহ্ 'আয়নী উমদাতুল কারীতে বলেছেন : খাওয়ার জন্য ছুড়ি দিয়ে গোশত কাটা বৈধ। অনুরূপভাবে ছুড়ি দিয়ে রুটি কেটে খাওয়াও মাকরূহ নয়।

(শারহুন্ নাবাবী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৩৫৫/৯৩; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৩৬)

(فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِيْ يَحْتَزُّ بِهَا) "অতঃপর তাকে সলাতের জন্য ডাকা হলে তিনি গোশতের টুকরা ও ছুড়ি রেখে দিলেন।"

হাদীসের এ অংশ থেকে জানা যায় যে, সলাতের সময় হলে সলাত আদায় করার জন্য ইমামকে ডেকে নেয়া মুস্তাহাব। (শারহুন্ নাবাবী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৩৫৫/৯৩)

---

[১১৪] সহীহ : বুখারী ২০৮, মুসলিম (৩৫৫)-৯২, সহীহ ইবনু হিব্বান ১১৪১, তিরমিযী ১৮৩৬, ইবনু মাজাহ ৪৯০, আবূ দাউদ ১৮৭, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৭১, মুসনাদে আহমাদ ১৭৬১৮, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৪১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১০৫৭৬।

Scanned by CamScanner

(ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) "অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলেন কিন্তু উযূ করলেন না।" হাদীসের এ অংশ থেকে জানা যায়, খাওয়ার পর উযূ করা বা হাত মুখ ধৌত করা আবশ্যক নয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৩৫৫/৯৩)

٤١٨٢ - [٢٤] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪১৮২-[২৪] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন। (বুখারী)[১১৫]

ব্যাখ্যা : (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ) "রসূলুল্লাহ ﷺ মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন।" ইবনু বাত্ত্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মিষ্টি ও মধু পবিত্র খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেন : সকল প্রকার সুস্বাদু খাবার এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সকল প্রকার সুস্বাদু খাবার খাওয়া বৈধ। খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তিনি মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন এর অর্থ এ নয় যে, তিনি ঐ বস্তুর প্রতি আসক্ত ছিলেন বরং ঐ দু'টি উপস্থিত হলে তা থেকে তিনি সুন্দরভাবে গ্রহণ করতেন। এ দ্বারা বুঝা যেত যে, তিনি তা পছন্দ করতেন। সায়ালিবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যে মিষ্টি নাবী ﷺ পছন্দ করতেন তা খেজুর ও দুধের মিশ্রণে তৈরি করা হত। অত্র হাদীসে এটাও জানা যায় যে, একাধিক প্রকারের খাদ্য গ্রহণ বৈধ তা মাকরূহ নয়। যেমনটি অনেক সুফীরা মনে করে থাকে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৪৩১; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৩১)

٤١٨٣ - [٢٥] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ. فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১৮৩-[২৫] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ নিজ পরিবারের নিকট তরকারী চাইলেন, তারা বললেন : আমাদের কাছে সিরকা ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন তিনি তা চেয়ে নিলেন এবং তা দ্বারা রুটি খেতে লাগলেন, আর বললেন, সিরকা উত্তম তরকারী, সিরকা উত্তম তরকারী। (মুসলিম)[১১৬]

ব্যাখ্যা : (نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ) "সিরকা উত্তম তরকারী"। খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অত্র হাদীসে খাবারের ক্ষেত্রে মধ্যম পথ গ্রহণ করাকে প্রশংসা করা হয়েছে। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যা সংগ্রহ করা কঠিন নয় এবং খরচও কম তা সিরকার মতই প্রশংসনীয়। এ হাদীস থেকে এটাও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি শপথ করে যে, সে তরকারী খাবে না, এরপর সিরকা খেল তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সিরকা তরকারীর অন্তর্ভুক্ত।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৫২, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৩৯৬)

---

[১১৫] সহীহ : বুখারী ৫৪৩১, ৫৫৯৯; মুসলিম (১৪৭৪)-২১, তিরমিযী ১৮৩১, আবূ দাউদ ৩৭১৫, ইবনু মাজাহ ৩৩২৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৫৪, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৭৫৬২, দারিমী ২০৭৫।

[১১৬] সহীহ : মুসলিম (২০৫১)-১৬৪, নাসায়ী ৩৭৯৬, তিরমিযী ১৮৪১, ইবনু মাজাহ ৩৩১৬, ৩৩১৭; সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২২২০, আবূ দাউদ ৩৮২০, সহীহুল জামি' ১১৭১৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১২৪, দারিমী ২০৪৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১১৭৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৩৭।

Scanned by CamScanner

নাবী ﷺ সিরকার প্রশংসা করেছেন এজন্য যে, তা ব্যয়বহুল নয় এবং এতে স্বল্পে সন্তুষ্টির পরিচায়ক। ইবনু মাজার এক বর্ণনাতে আছে যে, "সিরকা নাবীদের তরকারী।" ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮১৭)

٤١٨٤ - [٢٦] وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مِنَ الْمَنِّ الَّذِيْ أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ».

৪১৮৪-[২৬] সা'ঈদ ইবনু যায়দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : ব্যাঙের ছাতা মান্ন জাতীয় এবং তার পানি চক্ষুর জন্য নিরাময়। (বুখারী ও মুসলিম)[১১৭]

আর মুসলিম-এর এক রিওয়ায়াতে আছে, সে মান্ন বিশেষ যা আল্লাহ তা'আলা মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা : (اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ) "মাশরূম মান্ন-এর অন্তর্ভুক্ত" অর্থাৎ এটা আল্লাহর দান যা আল্লাহ তা'আলা মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর ওপর নাযিল করেছিলেন। অথবা এটা দ্বারা ঐ মাশরূম উদ্দেশ্য যা জমিনে এমনিতেই বিনা চাষে উৎপন্ন, এজন্য কোন কিছু ব্যয় করতে হয় না। অতএব তা যেন সেই "মান্ন" এর মতো যা আল্লাহ তা'আলা মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর ক্বওমকে দান করেছিলেন।

(وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ) "তার পানি চক্ষু রোগের জন্য উপকারী"। বলা হয়ে থাকে যে, ঔষধে তার রস মিশ্রিত করে চক্ষু রোগের জন্য ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায় অথবা শুধুমাত্র তার রসই চক্ষুরোগ উপশম করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৪৯)

খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মাশরূমের এই বেশিষ্ট্য এজন্য যে, তা নিছক হালাল। কেননা তা জমিনে এমনিতেই উৎপাদন হয় আর যা জমিনে বিনা চাষেই উৎপাদন হয় আর আল্লাহ হালাল করেছেন তাতে কোন প্রকার হারামের মিশ্রণ নেই। অত্র হাদীস থেকে এটাও জানা যায় যে, নিছক হালাল দ্রব্য গ্রহণ করার ফলে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৭০৮)

٤١٨٥ - [٢٧] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৮৫-[২৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাঁকড়ির সাথে তাজা খেজুর খেতে দেখেছি। (বুখারী ও মুসলিম)[১১৮]

ব্যাখ্যা : (رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ) "['আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার رضي الله عنه] বলেন : আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে শসা দিয়ে খেজুর খেতে দেখেছি"। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ বহন করে যে, একই সাথে দু' ধরনের খাবার গ্রহণ করা বৈধ। এ সম্পর্কে 'আলিমদের মাঝে কোন মতভেদ নেই।

---

[১১৭] সহীহ : বুখারী ৪৪৭৮, মুসলিম ১৫৭-(২০৪৯), ১৫৮-(২০৪৯); সুনান তিরমিযী ২০৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৪৫৩, সহীহুল জামি' ৪৬১৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৬৯৩, মুসনাদুল হুমায়দী ৮১, মুসনাদুল বায্যার ১২৫০, মুসনাদে আহমাদ ১০৬৪৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৯৬১, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬৬৭১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১২৮৩৪, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্বারানী ৩৪৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৩৮৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০০৫২।

[১১৮] সহীহ : বুখারী ৫৪৪০, ৫৪৪৭, ৫৪৪৯; মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৪-(৪), আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪৮৬১।

Scanned by CamScanner

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অত্র হাদীস থেকে এটাও বুঝা যায় যে, খাবার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তার গুণাবলীর দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। কেননা খেজুরের মধ্যে রয়েছে তাপ আর শসার মধ্যে রয়েছে ঠাণ্ডা। এ দু' খাবার যখন একত্রে খাওয়া হয় তখন তা খাবারের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে "যা স্বাস্থ্যের" জন্য উপযোগী। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮৩১; শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ২০৪৩)

٤١٨٦ - [٢٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِيْ الْكَبَاثَ فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ». فَقِيلَ: أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৮৬-[২৮] জাবির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রসূলুল্লাহ -এর সাথে মার্‌রুয্ যাহরান নামক স্থানে ছিলাম, এ সময় আমরা কাবাস (পিলু বা বাবলা গাছের ফল) সংগ্রহ করছিলাম। তখন তিনি () বললেন : তোমরা শুধুমাত্র কালোগুলোই চয়ন করো। কেননা এটাই উত্তম। (জাবির বলেন :) তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি বকরী চরাতেন? (কারণ তারাই তো বন-জঙ্গলের ফল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা রাখে।) তিনি () বললেন : হ্যাঁ, এমন কোন নাবীই নেই যিনি বকরী চরাননি।

(বুখারী ও মুসলিম)[১১৯]

ব্যাখ্যা : (نَجْنِيْ الْكَبَاثَ) "আমরা কাবাস আহরণ করছিলাম" কাবাস বলা হয় পিলু বা বাবলা গাছের ফলকে যা মরুভূমিতে জন্মে।

(عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ) "তোমরা পিলু ফলের মধ্যে যা কালো রং এর তা সংগ্রহ কর।"

(فَإِنَّهُ أَطْيَبُ) "কেননা তা খেতে অধিক সুস্বাদু এবং অধিক উপকারী।"

(فَقِيلَ: أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟) "তখন তাকে বলা হলো আপনি কি ছাগল চরাতেন"। যার ফলে আপনি পিলু ফলের ভালো-মন্দ সম্পর্কে অবহিত। কেননা ছাগলের রাখালেরা মরুভূমিতে অধিক যাতায়াতের কারণে তাতে পাওয়া গাছের ফলের গুণাগুণ সম্পর্ক অন্যদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী হয়ে থাকে।

(قَالَ: «نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا؟») "তিনি () বললেন : হ্যাঁ। আর সকল নাবীগণই ছাগল চড়িয়েছেন"। ইমাম খত্তাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার প্রতি লোভীদের মাঝে নুবুওয়াত দান করেননি, বরং ছাগলের রাখাল এবং পেশায় নম্র আচরণকারীদের মাঝেই নুবুওয়াত দেয়ার হিকমাত এই যে, এর ফলে তারা নম্র হৃদয়ের অধিকারী হয়। যাতে তারা দুর্বল লোকেদের সাথে নম্র আচরণকারী হয়।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৫০)

٤١٨٧ - [٢٩] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا وَفِيْ رِوَايَةٍ: يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيْعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১৮৭-[২৯] আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী -কে দেখেছি, তিনি উপুড় হয়ে বসে খেজুর খাচ্ছিলেন। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, তিনি তা হতে খুব তাড়াতাড়ি খাচ্ছিলেন। (মুসলিম)[১২০]

---

[১১৯] সহীহ : বুখারী ৩৪০৬, ৫৪৫৩; মুসলিম (২০৫০)-১৬৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১৪৪, মুসনাদে আহমাদ ১৪৪৯৭।

[১২০] সহীহ : মুসলিম (২০৪৪)-১৪৯, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৪২৫২, দারিমী ২০৬২, আবূ দাউদ ৩৭৭৩, মুসনাদে আহমাদ ১২৮৬০।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا) "আমি নাবী ﷺ-কে দু'পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসে খেজুর খেতে দেখেছি। দু'পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসে অথবা পায়ের গোড়ালির উপর নিতম্ব রেখে সলাত আদায় করা মাকরূহ। কিন্তু দু' পায়ের নলা খাড়া রেখে নিতম্বের উপর বসে খাওয়া মাকরূহ নয়। কেননা এ রকম বসাটা দাসদের বসার সাথে সাদৃশ্য যা নম্রতা প্রকাশ করে। ইবনু সা'দ 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেছেন : আমি দাসদের মতো খাব এবং দাসদের মতো বসব। শামায়িলে তিরমিযীতে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট খেজুর আনা হলে আমি তাকে ক্ষুধার তাড়নায় দু' পায়ের নলা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসা অবস্থায় খেতে দেখেছি। অর্থাৎ ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে যাওয়ার করণে তিনি নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসে খেয়েছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤١٨٨ -[٣٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتّٰى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهٗ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৮৮-[৩০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাউকেও নিজ সাথী ভাইদের অনুমতি ব্যতিরেকে দু' খেজুর একসাথে খেতে রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১২১]

ব্যাখ্যা : (نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ) "রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন কোন ব্যক্তিকে দুই খেজুর মিলিয়ে খেতে" অর্থাৎ খাওয়ার সময় কোন ব্যক্তি যেন একবারে একই সাথে দুই খেজুর মুখে না দেয়।

(حَتّٰى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهٗ) "যতক্ষণ সে তার সঙ্গীদের নিকট থেকে অনুমতি না নেয়।

ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের এ নিষেধাজ্ঞা ছিল অভাবের কারণে। অতঃপর এ নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়েছে সচ্ছলতা আসার পরে। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ وَأَنَّ اللّٰهَ وَسَّعَ عَلَيْكُمْ فَاقْرِنُوا»

আমি তোমাদেরকে একই সাথে দুই খেজুর খেতে নিষেধ করেছিলাম, অতএব এখন তোমরা ইচ্ছা করলে একই সাথে দুই খেজুর মিলিয়ে খাবে।

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : দুই খেজুর একত্রে মিলিয়ে খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা নির্দিষ্ট একটি কারণে, আর তা হলো খাদ্যের স্বল্পতা আর এখন যেহেতু সেই অসচ্ছলতা নেই বরং মানুষ এখন সচ্ছল, তাই আর সে নিষেধাজ্ঞা নেই। অতএব অনুমতি ব্যতীতই দুই খেজুর একত্রে খেতে কোন বাধা নেই। তবে ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : খাদ্যে যদি একাধিক ব্যক্তি অংশীদার থাকে তাহলে তাদের অনুমতি ব্যতীত একত্রে মিলিয়ে খাওয়া হারাম। আর যদি খাদ্যে কোন অংশীদার না থাকে তাহলে মিলিয়ে খাওয়া হারাম নয়। অনুরূপ খাবারে স্বল্পতা থাকলে মিলিয়ে খাওয়াটা ভালো নয়, বরং অন্যদের মতই সমান সমান খাবে। আর খাদ্য যদি প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং খাদ্য গ্রহণের পরেও অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা থাকে তাহলে মিলিয়ে খেতে দোষ নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ২০৪৫)

---

[১২১] সহীহ : বুখারী ২৪৮৯, মুসলিম (২০৪৫)-১৫১, ইবনু মাজাহ ৩৩৩১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৩২৩, মুসনাদে আহমাদ ৫২৪৬, শু'আবুল ঈমান ৫৮৮৪, তিরমিযী ১৮১৪, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৪৬০৯।

Scanned by CamScanner

ইবনুল খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : একই সাথে দুই খেজুর মিলিয়ে খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা খাওয়ার আদব তথা খাওয়ার সৌন্দর্য। তা হারাম নয়, এটা জামহূর 'উলামার অভিমত। তবে এ দ্বারা যদি অপরের চাইতে বেশী খাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে তবে তা বৈধ নয়। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৪৮৯)

٤١٨٩ -[٣١] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ». وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ». قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১৮৯-[৩১] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ঐ গৃহবাসী অভুক্ত নয়, যার কাছে খেজুর আছে। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : হে 'আয়িশাহ্! যে ঘরে খেজুর নেই, সে গৃহবাসী অভুক্ত। এ কথাটি তিনি দু' অথবা তিনবার বলেছেন। (মুসলিম)[১২২]

ব্যাখ্যা : (لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ) "যে বাড়ীতে খেজুর আছে তারা ক্ষুধার্ত থাকে না"। অন্য বর্ণনায় আছে, (بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ) "যে বাড়ীতে খেজুর নেই তারা ক্ষুধার্ত।"

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এতে খেজুরের ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে। অত্র হাদীস থেকে পরিবারের লোকেদের জন্য খাদ্য জমা করে রাখার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

এ হাদীস দ্বারা মাদীনাবাসী উদ্দেশ্য, কেননা খেজুরই তাদের প্রধান খাদ্য। অথবা এর দ্বারা খেজুরের মর্যাদা বুঝানো উদ্দেশ্য। ইবনুল 'আরাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কেননা খেজুরই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য, অতএব যে বাড়ীতে খেজুর থাকবে না তারা ক্ষুধার্ত থাকবে। প্রত্যেক দেশের বাসিন্দাদের জন্যই এ কথা প্রযোজ্য। যার ঘরে ঐ দেশের প্রধান খাদ্য নেই সে ক্ষুধার্ত। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যে দেশে অধিক পরিমাণে খেজুর পাওয়া যায় তাদেরকে খেজুরের উপর সন্তুষ্ট থাকতে উৎসাহিত করা হয়েছে, অর্থাৎ যে বাড়ীতে খেজুর আছে এবং তারা তাতেই তুষ্ট থাকে তারা ক্ষুধার্ত থাকবে না। তারাই ক্ষুধার্ত থাকবে যাদের বাড়ীতে খেজুর নেই।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ২০৪৬; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩৮২৬; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮১৫)

٤١٩٠ -[٣٢] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৯০-[৩২] সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি ভোরে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন কোন বিষ ও যাদু-টোনা তার ক্ষতি করতে পারবে না।

(বুখারী ও মুসলিম)[১২৩]

---

[১২২] সহীহ : সহীহ মুসলিম (২০৪৬)-১৫২, দারিমী ২০৬১, সহীহুল জামি' ৭৬২৭, তিরমিযী ১৮১৫, আবূ দাউদ ৩৮৩১, ইবনু মাজাহ ৩৩২৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭৭৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২০৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০২১৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৯২১, মুসনাদে আহমাদ ২৫৪৫৮, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ (২৫)-১।

[১২৩] সহীহ : বুখারী ৫৪৪৫, ৫৭৬৮, ৫৭৬৯, ৫৭৭৯; মুসলিম (২০৪৭)-১৫৫, আবূ দাউদ ৩৮৭৬, মুসনাদে আহমাদ ১৫৭১, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭৮৭, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৪৭৭, সহীহুল জামি' ১১০৩০, আল মুজামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৩১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ) "যে ব্যক্তি সকালে ৭টি 'আজওয়াহ্ খেজুর খেল"। অর্থাৎ সকালে কিছু খাওয়ার পূর্বে ৭টি 'আজওয়াহ্ খেজুর খেল।" অর্থাৎ সকালে মাদীনার এক প্রকারের বড় খেজুর যার রং কিছুটা কালো যা নাবী ﷺ আবাদ করেছিলেন।

(لَمْ يَضُرَّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ) "ঐ দিন তাকে বিষের যাদুতে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" মুযহির বলেন : সম্ভবত এ খেজুরে এমন কিছু আছে যা বিষ ও যাদুকে প্রতিহিত করতে পারে অথবা নাবী ﷺ এ খেজুরের জন্য বারাকাতের দু'আ করেছেন যার ফলে এ খেজুর দ্বারা রোগমুক্তি অর্জিত হয়।

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অত্র হাদীসে মাদীনার 'আজওয়াহ্ খেজুরের ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে এবং সকাল বেলায় তার সাতটি ভক্ষণের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। মাদীনার 'আজওয়াহ্ খেজুরের বৈশিষ্ট্য এবং সাত সংখ্যার বৈশিষ্ট্য এমন বিষয় যা শারী'আত প্রণেতা জানেন আমরা তা জানি না।

অতএব তার প্রতি ঈমান আনা এবং তার মর্যাদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। এটা এমন এক বিষয় যা সলাতের রাক্'আত সংখ্যা ও যাকাতের নিসাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মতো।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৪৭)

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'আজওয়াহ্ খেজুর খেলে বিষ বা যাদু ক্ষতি করতে পারে না, এতে শুধুমাত্র নাবী ﷺ-এর দু'আর বারাকাতের কারণে নচেৎ খেজুরের মধ্যে আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৭২)

٤١٩١ - [٣٣] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً وَإِنَّهَا تِرْيَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১৯১-[৩৩] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাদীনার উচ্চভূমির 'আজওয়াহ্ খেজুরের মধ্যে রোগের নিরাময় রয়েছে। আর প্রথম ভোরে তা (খাওয়া) বিষের প্রতিষেধক। (মুসলিম)[১২৪]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً) "মাদীনার উঁচু ভূমির 'আজওয়াহ্ খেজুরে রোগমুক্তি রয়েছে।" ইমামা নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : الْعَالِيَةِ উঁচু ভূমি বলতে মাদীনাহ্ হতে নাজ্‌দের দিকের (পূর্বদিকে) অঞ্চলকে বুঝায়, তার পশ্চিমপ্রান্ত যা মাদীনার দিকে তার দূরত্ব মাদীনাহ্ থেকে তিন মাইল আর তার পূর্ব প্রান্ত যা নাজদের দিকে তার দূরত্ব মাদীনাহ্ থেকে আট মাইল।

(وَإِنَّهَا تِرْيَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ) অথবা তিনি বলেছেন : এগুলো প্রতি সকালে খেলে (বিষমুক্ত ঔষধ) এর ন্যায় কাজ করে।

ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তা বিষ মুক্তির ক্ষেত্রে উপকারী।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৪৭)

٤١٩٢ - [٣٤] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنْ يُؤْتَى بِاللُّحَيْمِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[১২৪] সহীহ : মুসলিম (৫৪৬২)-২৭, সহীহুল জামি' ৩৮৯৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫৩৯, মুসনাদে আহমাদ ২৪৭৩৭, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৪৮০।

Scanned by CamScanner

৪১৯২-[৩৪] উক্ত রাবী (‘আয়িশাহ্ সিদ্দীক্বা রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কখনো কখনো আমাদের ওপর গোটা একটি মাস অতিবাহিত হত, তন্মধ্যে আমরা আগুন জ্বালাতাম না, শুধু খুরমা ও পানি দ্বারাই আমাদের জীবিকা হত। তবে কোন সময়ে কিছু গোশ্ত (হাদিয়্যাহ্ স্বরূপ) এসে পড়লে (তা খেতাম)। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৫]

ব্যাখ্যা : (مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا) "আমরা আগুন জ্বালাতাম না" অর্থাৎ একমাস অবধি আমরা রুটি বানাতাম না এবং তা রান্না করতাম না।

(إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ) "তা ছিল শুধুমাত্র খেজুর ও পানি।" অর্থাৎ আমাদের খাবার খেজুর ও পানি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

(إِلَّا أَنْ يُؤْتَى بِاللُّحَيْمِ) "তবে আমাদেরকে যদি (হাদিয়্যাহ্ স্বরূপ) কিছু গোশত দেয়া হত তাহলে তা রান্না করতাম।" অর্থাৎ আমরা রান্না করার জন্য আগুন জ্বালাতাম না বরং আমরা খেজুর খেয়েই দিন যাপন করতাম। আর যখন কোন আনসারীদের পক্ষ থেকে গোশত প্রেরণ করা হত তা রান্না করার জন্য আগুন জ্বালাতাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬৪৫৮; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৪৭১)

٤١٩٣ -[٣٥] وَعَنْهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ إِلَّا وَأَحَدُهُمَا تَمْرٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৯৩-[৩৫] উক্ত রাবী (‘আয়িশাহ্ সিদ্দীক্বা রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার-পরিজন এক নাগাড়ে দু'দিন আটার রুটি দ্বারা পরিতৃপ্ত হতে পারেননি; বরং দু' দিনের এক দিন খেজুর (খেয়ে থাকতে হত)। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৬]

ব্যাখ্যা : (مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ إِلَّا وَأَحَدُهُمَا تَمْرٌ) "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার তৃপ্তি সহকারে দু'দিন গমের রুটি খাননি তবে তাদের একদিন থাকতো খেজুর"। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের লোকজন একদিন গমের রুটি খেলে আরেকদিন খেজুর খেতেন। এতে জানা গেল, তারা একদিন তৃপ্তি সহকারে খেলে আরেকদিন তৃপ্তি সহকারে খেতে পারতেন না। যেমনটি শামায়িলে বর্ণিত হয়েছে, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারাবাহিকভাবে দু'দিন তৃপ্তি সহকারে যবের রুটি খাননি। এটাই ছিল মৃত্যু পর্যন্ত তার অবস্থা।" (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬৪৫৫)

٤١٩٤ -[٣٦] وَعَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৯৪-[৩৬] উক্ত রাবী (‘আয়িশাহ্ সিদ্দীক্বা রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হয় যে, আমরা দু' কালো বস্তু (খেজুর ও পানি)ও পেট পুরে খেতে পাইনি। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৭]

ব্যাখ্যা : (تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ) "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু পর্যন্ত আমরা তৃপ্তি সহকারে খেজুর ও পানি খাইনি।" অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশাতে এটাই ছিল তার অবস্থা। তিনি

---

[১২৫] সহীহ : বুখারী ৬৪৫৮, মুসলিম (২৯৭২)-২৬, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্যাক্ব ১৯৫৪০, মুসনাদে আহমাদ ৭৯৬২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৭৭, আল আদাবুল মুফরাদ ২৩২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৩৯৪, ইবনু মাজাহ ৪১৪৪।

[১২৬] সহীহ : বুখারী ৫৪৩৮, মুসলিম (২৯৭১)-২৫, ইবনু মাজাহ ৩৩৪৪, মুসনাদে আহমাদ ২৬৩৬৭, নাসায়ী ৪৪৩২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৬৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৫৩৮।

[১২৭] সহীহ : বুখারী ৫৩৮৩, মুসলিম (২৯৭৫)-৩০, মুসনাদে আহমাদ ২৫৮০১।

Scanned by CamScanner

(ﷺ) স্বীয় জীবনের জন্য দারিদ্র্যতাকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে এমনটি হয়েছে। তূরিবিশতী বলেন : "আসওয়াদ" তথা কালো হলো খেজুরের বর্ণ পানির বর্ণ নয় তথাপি أَسْوَدَيْنِ বলা হয়েছে। আর 'আরবগণ এমনটি করে থাকেন যেমন তারা والدان, বলে পিতা-মাতাকে বুঝায় অথচ পিতাকে বলে والد এবং মাতাকে বলা হয় والدة, এখানে পিতাকে মাতার ওপর প্রাধান্য দিয়ে والدان, বলা হয়েছে। অনুরূপ সূর্য এবং চন্দ্রকে বলা হয় قمرين। অথচ সূর্যকে বলা হয় شمس আর চন্দ্রকে বলা হয় قمر এখানে قمر সূর্যের উপর প্রাধান্য দিয়ে বলা হয়েছে قمرين। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤١٩٥ - [٣٧] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১৯৫-[৩৭] নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি (মুসলিমদের উদ্দেশে) বলেন : তোমরা কি সদিচ্ছাই পানাহার করছ না, অথচ আমি তোমাদের নাবী ﷺ-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, নিম্নমানের খেজুরও এ পরিমাণ তার জুটেনি, যা তাঁর নিজ উদর পূর্ণ করতে পারে। (মুসলিম)[১২৮]

ব্যাখ্যা : (أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ؟) "তোমরা কি তোমাদের ইচ্ছামত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করছে না? এখানে শ্রোতা হচ্ছে নাবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর সহাবীবৃন্দ অথবা তাবি'ঈনবৃন্দ। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের অর্থ হচ্ছে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে এখন তোমাদের মধ্যে অসচ্ছলতা নেই বরং তোমরা সচ্ছল এবং তোমাদের মর্জি মত যত ইচ্ছা তত গ্রহণ করছ।

(لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ) "অবশ্যই আমি তোমাদের নাবী ﷺ-কে দেখেছি এমতাবস্থায় যে, তিনি পেটপুরে খাবার মত নিম্নমানের খেজুর পেতেন না।" دَقَلٌ শব্দের অর্থ নিম্নমানের খেজুর যা পরিপক্ক হওয়ার আগেই শুকিয়ে গেছে (বাংলা ভাষায় একে চিটা বলা হয়)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤١٩٦ - [٣٨] وَعَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِقَصْعَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: «لَا وَلٰكِنْ أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ». قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১৯৬-[৩৮] আবূ আইয়ূব আল আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর জন্য যখনই কোন খাদ্যদ্রব্য আনা হত, তখন তা হতে নিজে খেয়ে অবশিষ্টটুকু আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। একদিন আমার কাছে এমন একটি পাত্র পাঠিয়ে দিলেন, যা হতে তিনি কিছুই খাননি। কেননা তাতে রসুন ছিল। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তা কি হারাম? তিনি (ﷺ) বললেন : না, তবে ওর গন্ধের কারণে আমি ওটা পছন্দ করি না। রাবী (আবূ আইয়ূব রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : আপনি যা অপছন্দ করেন আমিও তা অপছন্দ করি।

(মুসলিম)[১২৯]

---

[১২৮] সহীহ : মুসলিম (২৯৭৭)-৩৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৪০, তিরমিযী ২৩৭২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৭৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৪৩২২, সহীহুল জামি' ৮৯৭৫, ইবনু মাজাহ ৪১৪৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ২২৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১০৬, সহীহুল জামি' ৮৯৭৫।

[১২৯] সহীহ : মুসলিম (২০৫৩)-১৭০, তিরমিযী ১৮০৭, ইরওয়া ২৫১১, মুসনাদে আহমাদ ২৩৫৭২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১১০।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِقَصْعَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا) "তিনি (ﷺ) একদিন আমার নিকট (খাবারের) পাত্র পাঠালেন, তিনি তা থেকে কিছুই খাননি, কেননা তাতে রসুন ছিল।"

(فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟) "আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তা কি হারাম?" অর্থাৎ রসুন অথবা উক্ত খাবার কি হারাম? তূরীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : প্রশ্ন করা হয়েছে, রসূল ﷺ-কে। কেননা তিনিই তা আবূ আইয়ূব رضي الله عنه-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন যাতে তিনি তা ভক্ষণ করেন। অতএব তা তার জন্য হারাম নয় এজন্যই নাবী ﷺ জওয়াবে বললেন : না, অর্থাৎ তা হারাম নয়।

(وَلٰكِنْ أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ) "তবে তার দুর্গন্ধের কারণে আমি তা অপছন্দ করি।"

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, রসুন খাওয়া বৈধ। তবে যিনি জামা'আতে উপস্থিত হতে ইচ্ছুক তার জন্য তা ভক্ষণ করা মাকরূহ। অনুরূপভাবে যে বস্তুর দুর্গন্ধ আছে তাহও রসুনের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। নাবী ﷺ সর্বদাই তা পরিত্যাগ করতেন, কেননা তার কাছে যে কোন সময় ওয়াহী নাযিলের সম্ভাবনা থাকত।

অত্র হাদীসের শিক্ষা : ১. দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খেয়ে জনসম্মুখে যাওয়া মাকরূহ। ২. অতিরিক্ত খাবার গরীব প্রতিবেশীর জন্য প্রেরণ করা মুস্তাহাব।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৫৩, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮০৭)

٤١٩٧ -[٣٩] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا» أَوْ قَالَ: «فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا أَوْ لِيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ». وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا» إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَقَالَ: «كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৯৭-[৩৯] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পেঁয়াজ খায়, সে যেন আমাদের নিকট হতে সরে থাকে। অথবা বলেছেন : সে যেন আমাদের মাসজিদ হতে দূরে থাকে অথবা নিজ বাড়ি-ঘরে বসে থাকে। এক সময় নাবী ﷺ-এর খিদমাতে (রান্না করা) একটি তরকারীর পাতিল আনা হলো। তিনি তাতে এক ধরনের গন্ধ অনুভব করলেন, তখন তা (হতে নিজে না খেয়ে উপস্থিত) একজন সহাবীর সম্মুখে এগিয়ে দিতে বললেন এবং সে সহাবীকে বললেন : তুমি খেতে পার। কারণ আমি যার সাথে গোপনে কথা বলি, তুমি তার সাথে কথা বলো না। (বুখারী ও মুসলিম)[১৩৩]

ব্যাখ্যা : (فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا) "সে যেন আমাদের মাসজিদ হতে দূরে থাকে।" কেননা মাসজিদ হলো মুসলিমদের সমবেত হওয়ার জায়গা। আর তা আল্লাহ্র নেকট্যপ্রাপ্ত মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাদের) অবতরণের জায়গাও বটে। কিছু 'আলিমদের মতে এই নিষেধাজ্ঞা নাবী ﷺ-এর মাসজিদের জন্য খাস। জামহূর 'উলামার মতে, এ নিষেধাজ্ঞা সকল মাসজিদের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা একটি বর্ণনার শব্দ এ রকম «فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَ» "সে যেন আমাদের মাসজিদসমূহের নিকটবর্তী না হয়।" অতএব এ নিষেধাজ্ঞা সকল মাসজিদের জন্য।

---

[১৩৩] সহীহ : বুখারী ৮৫৫, ৫৪৫২, ৭৩৫৯; মুসলিম (৫৬৪)-৭৩, মুসনাদে আহমাদ ১৫২৯৯, আবূ দাউদ ৩৮২২, সহীহুল জামি' ১১০২৯, ইরওয়া ২/৩৩৪, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১৫২৩, আবূ দাউদ ৩৮২৪।

Scanned by CamScanner

(كُلْ فَإِنِّيْ أُنَاجِيْ مَنْ لَا تُنَاجِيْ) "তুমি খাও, কেননা আমি এমন ব্যক্তির সাথে কথা বলি যার মাঝে তুমি কথা বল না।" অর্থাৎ মালাক (ফেরেশতা) অথবা জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে উদ্দেশ্য করেছেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮১৮)

ইবনু দাক্বীক্ব আল 'ঈদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : পেঁয়াজ ও রসুন খেয়ে মাসজিদে আসার নিষেধের কারণ হলো, দুর্গন্ধের কারণে মানুষ অথবা মালায়িকাহ্ কষ্ট পায়। আর তা সকল মাসজিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অতএব এ নিষেধাজ্ঞা সকল মাসজিদের জন্যই। জেনে রাখা ভালো যে, এ নিষেধাজ্ঞা মাসজিদে আসার জন্য, এ নিষেধ পেঁয়াজ বা রসুন খাওয়া নিষেধ নয়। সর্বসম্পত্তিক্রমে তা খাওয়া বৈধ।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম, খণ্ড হাঃ ১৮০৬)

٤١٩٨ -[٤٠] وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪১৯৮-[৪০] মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারিব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা তোমাদের খাদ্য-দ্রব্যকে মেপে নাও, তাতে তোমাদের জন্য বারাকাত দেয়া হবে। (বুখারী)[১৩১]

ব্যাখ্যা : (كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ) "তোমরা তোমাদের খাদ্য পরিমাপ কর, তাহলে তোমাদের বারাকাত প্রদান করা হবে।"

মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : খাদ্য পরিমাপ করার উদ্দেশ্য হলো লোকে যা ধার করে অথবা কেনা-বেচা করে তার পরিমাপ জ্ঞাত হওয়া। যদি ওজন না করা হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তুর পরিমাণ অজ্ঞাত থেকে যায়, আর তা অবৈধ। অনুরূপভাবে যা তার পরিবারের জন্য ব্যয় করবে তা যদি ওজন না করা হয় তাহলে তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কমও হতে পারে। এই কম হওয়াটা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। আবার তা প্রয়োজনের তুলনায় বেশীও হতে পারে। আর সে সারা বৎসরের জন্য কি পরিমাণ জমা রাখল তা তার অজানা থেকে যাবে। তাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খাদ্য-দ্রব্য ওজন করতে বলেছেন যাতে সে নিশ্চিত হতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত অনুসরণ করবে সে দুনিয়াতে বারাকাত হাসিল করতে পারবে এবং পরকালেও মহাপুরস্কারে ভূষিত হবে। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর এ বক্তব্য «فَكِلْتُهٗ فَذَهَبَتْ بَرَكَتُهٗ» আমি তা ওজন করায় তার বারাকাত চলে গেল। এর জওয়াব এই যে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কেনা-বেচার সময় ওজন করার আদেশ করা হয়েছে। আর ব্যয় করার সময় তা গণনা করা এবং পরিমাপ নিষেধ করা হয়েছে। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে বিলাল! ব্যয় কর, মহান 'আর্‌শে মালিকের নিকট থেকে কমে যাওয়ার আশঙ্কা করো না। ইবনু বাত্তল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মানুষ তার পরিবারের জন্য যা ব্যয় করে তা ওজন করা মুস্তাহাব। এ হাদীসের অর্থ হলো তোমরা যে পরিমাণ সময় নির্ধারণ করেছ সে সময় পর্যন্ত পৌছানোর লক্ষ্যে খাদ্য ওজন করে গচ্ছিত রাখ। ইবনুল জাওযী বলেন : বারাকাত লাভের কারণ এও হতে পারে যে, ওজন করার প্রারম্ভে *"বিসমিল্লা-হ"* বলা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২১২৮)

---

[১৩১] **সহীহ :** বুখারী ২১২৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯১৮, মুসনাদে আহমাদ ১৭১৭৭, ইবনু মাজাহ ২২৩১, আল মু'জামুল জাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৭৬৬, সহীহুল জামি' ৮৭২৮।

Scanned by CamScanner

٤١٩٩ - [٤١] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪১৯৯-[৪১] আবূ উমামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর সম্মুখ হতে যখন দস্তরখান উঠানো হত, তখন তিনি এ দু'আ করতেন, "*আলহাম্‌দুলিল্লা-হি হামদান কাসীরন ত্বইয়িবাম্ মুবা-রাকান ফীহি গয়রা মাকফিয়্যিন ওয়ালা-মুওয়াদ্দা'ইন মুসতাগনান 'আনহু রব্বুনা-*" (পাক-পবিত্র, বারাকাতময়, অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে পরওয়ারদিগার! তোমার নি'আমাত হতে মুখ ফিরানো যায় না, আর তার অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং তার প্রয়োজন হতে মুক্ত থাকা যায় না।)। (বুখারী)[১৩২]

ব্যাখ্যা : (وَلَا مُوَدَّعٍ) তা পরিত্যক্ত নয়। অর্থাৎ মহান আল্লাহ নিকট যা আছে তার অন্বেষণ ও তার প্রতি আগ্রহ পরিত্যাগ করার মতো নয়।

(وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ) "তার অমুখাপেক্ষী নয়" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট যে নি'আমাত তার থেকে কেউই অমুখাপেক্ষী নয়। বরং সবাই তার মুখাপেক্ষী। অথবা এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা ওয়াজিব হওয়ার কারণে তা থেকে কেউই অমুখাপেক্ষী নয়। কেননা আল্লাহ্‌র নি'আমাত থেকে কেউই খালি বরং সকলের ওপর আল্লাহ্‌র নি'আমাত অগণিত যা গুণে শেষ করা যায় না। অতএব সকলকে তার প্রশংসা করতেই হয়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮৪৫; তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৩৪৫৬)

٤٢٠٠ - [٤٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأُكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهِ أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَيْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا فِي «بَابِ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ» إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

৪২০০-[৪২] আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর সে বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, যে এক গ্রাস খাদ্য খেয়ে তার প্রশংসা করে অথবা এক ঢোক পানি পান করে তার শুকরানা আদায় করে। (মুসলিম)[১৩৩]

গ্রন্থকার বলেন, خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا এবং مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ. 'আয়িশাহ্ ও আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হুম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসদ্বয় ইনশা-আল্ল-হ "ফকিরদের মর্যাদা অধ্যায়ে" বর্ণনা করব।

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأُكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهِ) "আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি এতই সন্তুষ্ট হন যে, সে একবার আহার করে অথবা এক গ্রাস খাবার খেয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাকে আহারের ব্যবস্থা করেছেন অথবা তাকে একগ্রাস খাবার সুযোগ দিয়েছেন এজন্য ঐ বান্দা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এতে তিনি এ বান্দার প্রতি রাজী খুশী থাকেন।

(أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا) "অথবা একবার পান করে, অতঃপর এজন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এতেও আল্লাহ তার প্রতি খুশী হন।"

---

[১৩২] সহীহ : বুখারী ৫৪৫৮, আবূ দাঊদ ৩৮৪৯, ইবনু মাজাহ ৩২৮৪, মুসনাদে আহমাদ ২২২০০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৩৪৫, দারিমী ২০২৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২১৭, শু'আবুল ঈমান ৬০৩৮।

[১৩৩] সহীহ : মুসলিম (২৭৩৪)-৮৯, তিরমিযী ১৮১৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৫১, সহীহুল জামি' ১৮১৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৩৭২, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ (২৬)-১, মুসনাদে আহমাদ ১১৯৭৩, শু'আবুল ঈমান ৬০৪৬।

Scanned by CamScanner

অত্র হাদীসের শিক্ষা : খাবার খেয়ে অথবা কিছু পান করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা মুস্তাহাব।
(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৭শ খণ্ড, হাঃ ২৭৩৪)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٢٠١ -[٤٣] عَنْ أَبِىْ أَيُّوبَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُرِّبَ طَعَامٌ فَلَمْ أَرَ طَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكَلْنَا وَلَا أَقَلَّ بَرَكَةً فِىْ آخِرِه قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ هٰذَا؟ قَالَ: «إِنَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ أَكَلْنَا ثُمَّ قَعَدَ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللهَ فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ

৪২০১-[৪৩] আবূ আইয়ূব আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় খাবার আনা হলো। আমি অদ্যাবধি ওর চেয়ে বেশি বারাকাতময় খাবার কখনো দেখিনি, প্রথমভাগে যা আমরা খেয়েছিলাম। আর না অতি অল্প বারাকাত যা তার শেষ ভাগে ছিল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! এমনটি হলো কেন? তিনি বললেন : আমরা যখন খাচ্ছিলাম, তখন আল্লাহর নাম নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। অতঃপর এক লোক (আমাদের সাথে) খেতে বসেছে, সে আল্লাহর নাম নেয়নি, ফলে তার সাথে শায়ত্বনও খাবার খেয়েছে। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[১৩৪]

ব্যাখ্যা : (فَلَمْ أَرَ طَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكَلْنَا) "আহারের প্রথম পর্যায়ের বারাকাতের মতো এত বারাকাত আর কোন খাবারে দেখিনি।" অর্থাৎ আমরা যখন আহার করা শুরু করলাম তখন ঐ খাবারে প্রচুর বারাকাত অর্জিত হচ্ছিল। এত বারাকাত ইতিপূর্বে আমি কখনো দেখিনি।

(وَلَا أَقَلَّ بَرَكَةً فِىْ آخِرِه) "এবং খাবারের শেষের দিকে এত কম বারাকাতও কখনো দেখিনি"। অর্থাৎ আমরা যখন ঐ আহার গ্রহণের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছালাম তখন খাবারের বারাকাত এত কমে গেল যে, এত কম বারাকাতও আমি কখনো দেখিনি।

(إِنَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ أَكَلْنَا) "আমরা যখন খাবার খাচ্ছিলাম তখন আমরা সবাই '*বিসমিল্লা-হ*' বলেছিলাম"। অর্থাৎ খাবার শুরুতে আমরা সবাই '*বিসমিল্লা-হ*' বলার কারণে খাদ্যে বারাকাত নাযিল হচ্ছিল। অত্র হাদীস থেকে এটা জানা যায় যে, খাবারের শুরুতে '*বিসমিল্লা-হ*' বললে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। তবে সেই সাথে '*রহমা-নির রহীম*' যুক্ত করা উত্তম। জুনুবী, ঋতুবতী এবং নিফাসগ্রস্ত মহিলার ক্ষেত্রেও খাবার গ্রহণের শুরুতে '*বিসমিল্লা-হ*' বলা মুস্তাহাব যদি এর দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত উদ্দেশ্য না করেন। তবে কুরআন তিলাওয়াতের নিয়্যাতে "*বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম*" পাঠ করা উপযুক্ত লোকেদের জন্য হারাম।

(ثُمَّ قَعَدَ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللهَ فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ) "অতঃপর এমন এক ব্যক্তি খেতে বসলো যে, '*বিসমিল্লা-হ*' বলেনি ফলে তার সাথে শায়ত্বন খেতে থাকলো। অতএব দ্রুত খাদ্যের বারাকাত শেষ হয়ে গেল।"

---

[১৩৪] **য'ঈফ :** শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৮২৪।
এ হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো এর সানাদে "আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুস্ সমাদ আল জাওযাজানী" নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন, যিনি মাজহূলুল হাল। এছাড়াও ইবনু লাহী'আহ্ নামক বর্ণনাকারী য'ঈফ। এছাড়াও হাদীস আছে, মুসনাদে আহমাদে ২৩৫২২।

Scanned by CamScanner

'বিসমিল্লা-হ' বলে আহার শুরু করা হলেও পরবর্তীতে কোন ব্যক্তি ঐ খাবারে অংশীদার হলে প্রথমে *'বিসমিল্লা-হ'* বলা ঐ পরবর্তী লোকের জন্য যথেষ্ট নয় বরং পরবর্তীতে আসা লোককে *'বিসমিল্লা-হ'* বলে খাবার শুরু করতে হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٠٢ -[٤٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪২০২-[৪৪] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ খাবার খায় এবং আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, (স্মরণ হওয়ার পর) সে যেন বলে, *"বিস্‌মিল্লা-হি আও্ওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ"* (অর্থাৎ- খাবারের প্রথমে এবং শেষে আল্লাহর নামে)। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[১৩৫]

ব্যাখ্যা : (فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ عَلَى طَعَامِهِ) "সে যদি খাবার খাওয়ার শুরুতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করতে ভুলে যায়"। এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, খাওয়ার সময় যে কোন ভাবে আল্লাহকে স্মরণ করাই যথেষ্ট। যেমন *'আলহাম্‌দুলিল্লা-হ'* অথবা *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* অথবা *"আশ্‌হাদু আল্লা- লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ"* বলে তাহলে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে যদিও *'বিসমিল্লা-হ'* বলাই উত্তম।

(فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ) তাহলে সে যেন বলে *"বিস্‌মিল্লা-হি আও্ওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ"* অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নামে। আর খাবারের শুরুতে *'বিসমিল্লা-হ'* বলতে ভুলে গেলে খাবার মাঝে যখনই স্মরণ হবে তখনই *"বিস্‌মিল্লা-হি আও্ওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ"* বলবে। তাহলে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৫৮)

٤٢٠٣ -[٤٥] وَعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيٍّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلٰى فِيهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪২০৩-[৪৫] উমাইয়াহ্ ইবনু মাখশী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি *বিস্‌মিল্লা-হ্‌* না পড়েই খাওয়া শুরু করল, অবশেষে মাত্র একটি গ্রাস অবশিষ্ট রইল, যখন সে তা মুখের কাছে তুলে বলে উঠল, *"বিস্‌মিল্লা-হি আও্ওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ"* (অর্থাৎ- খাবারের প্রথমে এবং শেষে আল্লাহর নামে)। তার অবস্থা দেখে নাবী (সাঃ) হেসে উঠলেন, অতঃপর বললেন : এতক্ষণ পর্যন্ত শায়ত্বন ঐ লোকটির সঙ্গে খাচ্ছিল। আর যখনই সে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করল, তখনই শায়ত্বন তার পেটের মধ্যে যা কিছু ছিল বমি করে দিলো। (আবূ দাঊদ)[১৩৬]

---

[১৩৫] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩৭৬৭, তিরমিযী ১৮৫৮ সহীহ ইবনু মাজাহ ৩২৬৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১০৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২১৪, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬৭৫৮, দারিমী ২০২০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৮৫২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০০৪।

[১৩৬] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৩৭৬৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِىْ بَطْنِهٖ) "যখনই "*বিস্‌মিল্লা-হ*" বলা হলো তখনই শায়ত্বন তার পেটে যা ছিল বমি করে বের করে দিল। এখানে বমি করার বিষয়টি প্রকৃত বমি নাও হতে পারে অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, "*বিস্‌মিল্লা-হ*" না বলার ফলে যে বারাকাত চলে গিয়েছিল "*বিস্‌মিল্লা-হ*" বলাতে ঐ বারাকাত খাদ্যের মধ্যে ফিরে এলো। তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : শায়ত্বনের জন্য যা বৈধ হয়েছিল "*বিস্‌মিল্লা-হ*" না বলার কারণে "*বিস্‌মিল্লা-হ*" বলার ফলে তা তার বিপদ হয়ে দাঁড়ালো।

হাদীসের শিক্ষা : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, খাবার সময় "*বিস্‌মিল্লা-হ*" বলা ওয়াজিব।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৬৪)

٤٢٠٤ - [٤٦] وَعَنْ أَبِىْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهٖ قَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৪২০৪-[৪৬] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খানাপিনা হতে অবসর হতেন, তখন এ দু'আ পড়তেন– "*আলহাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানা- ওয়াসাক্বা-না- ওয়াজা'আলানা- মুসলিমীন*" (অর্থাৎ- সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন)। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[১৩৭]

ব্যাখ্যা : (إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهٖ) "যখন তিনি (সাঃ) খাবার যাওয়া শেষ করতেন।" অর্থাৎ যখন তিনি (সাঃ) তার সামনে উপস্থাপিত খাবার খেয়ে অবসর হতেন, তা তাঁর নিজ বাড়ীতে স্বীয় পরিবার-পরিজনের সাথেই হোক অথবা তার মেহমানদের সাথে অথবা তাঁর কোন সহাবীর বাড়ীতেই হোক। এর প্রমাণ হলো তিনি তাঁর দু'আর মধ্যে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন।

(جَعَلَنَا مُسْلِمِينَ) "আমাদেরকে মুসলিম বানিয়েছেন।" আমাদেরকে একত্ববাদী এবং ধর্মীয় সকল বিষয়ে তাঁর আনুগত্যকারী বানিয়েছেন।

হাদীসের শিক্ষা : যখন নতুন কোন নি'আমাত অর্জিত হয় তখন ঐ নি'আমাতের মোকাবিলায় তাঁর প্রশংসা করা মুস্তাহাব।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৩৪৮৭; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮৪৬)

٤٢٠٥ - [٤٧] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো এর সানাদে আছে "আল মুসান্না ইবনু 'আবদুর রহমান" নামক একজন বর্ণনাকারী যাকে চেনা যায় না (মাজহূল)। দেখুন- ইরওয়া ৭/২৬, ১৯৬৫; শু'আবুল ঈমান ৫৮৩২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৮৫২।

[১৩৭] **য'ঈফ** : তিরমিযী ৩৪৫৭, আবূ দাউদ ৩৮৫০, ইবনু মাজাহ ৩২৮৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৯৫৬৩, মুসনাদে আহমাদ ১১৯৩৪, শু'আবুল ঈমান ৬০৩৯, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১০১২১।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো এর সানাদে আছে "হাজ্জাজ ইবনু আরত্বত" নামক একজন মুদাল্লিস রাবী। যিনি عَنْ ('আন) দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন। আরও আছে আবূ সা'ঈদ-এর ভাইয়ের ছেলে নামক বর্ণনাকারী, যিনি মাজহূল; য'ঈফুল জামি' ৪৪৩৬।

Scanned by CamScanner

৪২০৫-[৪৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : খাবার খেয়ে শুকরিয়া আদায়কারী সংযমী সায়িমের (রোযাদারের) ন্যায় (সাওয়াবের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়)। (তিরমিযী)[১৩৮]

ব্যাখ্যা : (الطَّاعِمُ) "আহারকারী" অর্থাৎ পানাহারকারী। (الشَّاكِرُ) "কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী" কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিম্নপর্যায় হলো খাবার শুরুতে "*বিস্‌মিল্লা-হ*" বলা এবং খাবার শেষ হলে "*আলহামদুলিল্লা-হ*" বলা।

(كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ) "ধৈর্য ধারণকারী সায়িমের" সিয়ামের ধৈর্যের নিম্নপর্যায় হলো রোযা ভঙ্গকারী সকল কর্ম হতে বিরত থাকা। এতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধৈর্যধারণকারী দরিদ্র ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ধনী ব্যক্তির চাইতে উত্তম। কেননা যাকে তুলনা করা হয় তার চেয়ে যার সাথে তুলনা করা হয় তার মর্যাদা বেশী। অত্র হাদীসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীকে ধৈর্যধারণকারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতএব ধৈর্যধারণকারীর মর্যাদা বেশী। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٠٦ -[٤٨] وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ عَنْ أَبِيهِ.

৪২০৬-[৪৮] আর ইবনু মাজাহ ও দারিমী হাদীসটি সিনান ইবনু সান্নাহ্-এর মাধ্যমে তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন।

٤٢٠٧ -[٤٩] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقٰى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪২০৭-[৪৯] আবূ আইয়ূব আল আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কিছু খেতেন বা পান করতেন, তখন এ দু'আ পড়তেন, "*আলহাম্‌দুলিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমা ওয়াসাক্বা- ওয়াসাওওয়াগাহূ ওয়াজা'আলা লাহূ মাখরাজা-*" (সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন, অতি সহজে তা উদরস্থ করিয়েছেন এবং [মলদ্বার দিয়ে অপ্রয়োজনীয় অংশ] বের হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।)। (আবূ দাউদ)[১৩৯]

ব্যাখ্যা : (سَوَّغَهُ) "তা সুপেয় করেছেন" অর্থাৎ খাদ্য ও পানিয়কে সহজেই কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করিয়েছেন।

(وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا) "এবং তা নির্গমনের রাস্তা বানিয়েছেন।" অর্থাৎ প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা তৈরি করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা খাদ্যকে তার থলিতে অবস্থান করার জন্য একটা সময় নির্ধারণ করেছেন। যাতে তার উপকারী অংশ ও ক্ষতিকর অংশ পৃথক হতে পারে। অতঃপর উপকারী অংশ রক্ত মাংস ও চর্বি আকারে থেকে যায় আর ক্ষতিকর অংশ মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসে। এটা বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ্‌র বড় অনুগ্রহ। এজন্যই বান্দার অন্তর দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা করা মুখে তা প্রকাশ করা এবং অঙ্গ দ্বারা আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ অনুযায়ী কাজ করা অপরিহার্য। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮৪৭)

---

[১৩৮] সহীহ : তিরমিযী ২৪৮৬, ইবনু মাজাহ ১৭৬৪, ১৭৬৫; দারিমী ২০২৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩১৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১৮৯৮, মুসনাদে আহমাদ ৭৮০৬, সহীহুল জামি' ৩৯৪৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬৫৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ১৯৫৭৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৯২৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৭৮২।

[১৩৯] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৮৫১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২০৬১, আস সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৩৮৯৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২২০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৯৭৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৩৮৪।

Scanned by CamScanner

٤٢٠٨ - [٥٠] وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪২০৮-[৫০] সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি, খাওয়ার পরে উযূ করলে খাদ্যের মধ্যে বারাকাত হাসিল হয়। এ কথাটি আমি (কোন এক সময়) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জানালাম, তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : খাবারের বারাকাত খাওয়ার পূর্বে উযূ করা এবং তার পরে উযূ করা।

(তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[১৪০]

ব্যাখ্যা : (بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ) "খাওয়ার পূর্বে উযূ করা ও তার পরে উযূ করাতে বারাকাত রয়েছে"। খাওয়ার পূর্বে উযূ করা দ্বারা দুই হাত ধৌত করা উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে খাওয়ার পরে দুই হাত এবং মুখ ধৌত করা যাতে হাত ও মুখ থেকে চর্বি দূর হয়ে যায়। সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথার মধ্যে এটা ইঙ্গিত হতে পারে যে, তাওরাতেও খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধৌত করার কথা ছিল কিন্তু ইয়াহূদীগণ তা পরিবর্তন করে শুধু পরের কথা বলেছে পূর্বের কথা বলেনি অথবা এটাও হতে পারে যে, খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শারী'আতের বিধান যা পূর্ববর্তী শারী'আতের বিধান নয়। খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করার হিকমাত এই যে, কর্মে নিযুক্ত থাকার ফলে হাত ময়লাযুক্ত হয়ে যায়, ধৌত করার ফলে ঐ ময়লা দূর হয়ে হাত পবিত্র ও পরিষ্কার হয়। তাই আগে হাত ধুয়ে নিবে। অতঃপর যে খাদ্য গ্রহণ করবে তাতে তৃপ্তিও লাগবে এবং তা সহজেই পরিপাক হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৪৬)

٤٢٠٩ - [٥١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪২০৯-[৫১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শৌচাগার হতে বাইরে এলেন, এমন সময় তাঁর সামনে খাবার আনা হলো। তখন লোকেরা বলে উঠল, আমরা কি আপনার জন্য উযূর পানি আনব না? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : শুধুমাত্র সলাতের প্রস্তুতি নেবার জন্য আমাকে উযূ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[১৪১]

ব্যাখ্যা : (إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ) "আমি তো শুধুমাত্র সলাতে প্রস্তুতি নেবার জন্য উযূ করতে আদিষ্ট হয়েছি"। অর্থাৎ উযূ ভঙ্গ হয়ে গেলে সলাতে দাঁড়ানোর আগে উযূ করা ওয়াজিব, অন্য সময় নয়। সম্ভবত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানতে পেরেছিলেন যে, প্রশ্নকারী মনে করতেন যে, খাওয়ার আগেও উযূ করা ওয়াজিব, তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জওয়াব দিলেন সলাতের পূর্বেই উযূ করা ওয়াজিব খাওয়ার পূর্বে নয়। এ কথা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, শুধুমাত্র সলাতের ক্ষেত্রেই উযূ করা ওয়াজিব, অন্য সময় নয়। কেননা কা'বাহ্ ঘর

---

[১৪০] য'ঈফ : তিরমিযী ১৮৪৬, আবূ দাউদ ৩৭৬১, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ২৩৩১, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৬৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৩০৫, মুসনাদে আহমাদ ২৩৭৩৩।
হাদীসটি য'ঈফ রাবী আছেন, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ২৩৭৮৩; ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ)-ও কুইস ইবনু রবী'-কে য'ঈফ বলেছেন। দেখুন- তিরমিযী ১৮৪৬ নং হাদীসটির আলোচনা দ্রঃ।

[১৪১] সহীহ : তিরমিযী ১৮৪৭, আবূ দাউদ ৩৭৬০, নাসায়ী ১৩২, সহীহুল জামি' ২৩৩৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৩৫, মুসনাদে আহমাদ ২৫৪৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১০৭৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৩।

Scanned by CamScanner

ত্বওয়াফ করার পূর্বে সর্বসম্মতভাবে উযূ করা ওয়াজিব। (মুসহাফ স্পর্শ করা এবং তিলাওয়াতের সাজদার সময় উযূ করা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য থাকলেও ত্বওয়াফের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য নেই– অনুবাদক) হাফিয ইবনুল ক্বইয়ূম বলেন : খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে।

১. হাত ধৌত করা মুস্তাহাব ২. তা মুস্তাহাব নয়। সঠিক কথা হলো তা মুস্তাহাব নয়। এক্ষেত্রে তিনি ইমাম নাসায়ীর বরাতে ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু থেকে হাদীস উল্লেখ করেছেন তাতে আছে যে, রসূল ﷺ পায়খানার কাজ শেষে বেরিয়ে আসলেন, অতঃপর খাবার খেলেন পানি স্পর্শ না করেই" এ হাদীসের সানাদ সহীহ। পক্ষান্তরে খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধৌত করার হাদীস দুর্বল। এজন্য সুফ্ইয়ান (রহিমাহুল্লাহ) খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করা অপছন্দ করতেন। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩৭৫৬)

٤٢١٠ -[٥٢] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৪২১০-[৫২] আর ইবনু মাজাহ হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণনা করেছেন।

٤٢١١ -[٥٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ. قَالَ: "«إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ، وَلٰكِنْ يَأْكُلُ مِنْ أَسْفَلِهَا; فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا»".

৪২১১-[৫৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা হতে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ-এর সম্মুখে এক পাত্র সারীদ আনা হলো। তখন তিনি লোকেদেরকে বললেন : তোমরা এর পাশ থেকে খাও, মাঝখান থেকে খেয়ো না। কেননা খাদ্যের বারাকাত মাঝখানে অবতীর্ণ হয়। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[১৪২]

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আর আবূ দাউদ-এর বর্ণনাতে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, সে যেন পাত্রের উপরিভাগ হতে না খায়; বরং তার নিম্নভাগ হতে খায়। কেননা বারাকাত উপরিভাগে (মাঝখানেই) অবতীর্ণ হয়।

ব্যাখ্যা : (كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا) "তোমরা তার পার্শ্ব থেকে খাও"। অর্থাৎ প্রত্যেকেই যেন তার নিজের পার্শ্ব থেকে খায়। (وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا) "তোমরা তার মাঝখান থেকে খাবে না।" (فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا) "কেননা মাঝখানে বারাকাত অবতীর্ণ হয়। মাঝখানটা বারাকাত অবতীর্ণ হওয়ার উপযুক্ত স্থান, কেননা মাঝখানে বারাকাত অবতীর্ণ হলে চতুস্পার্শ্বের লোকেরাই তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। এর হিকমাত এও হাতে পারে যে, মাঝখানের অংশে সবাই সমান অংশীদার। অতঃপর তাতে কেউ যদি লোভের বশবর্তী হয়ে আক্রমণ চালায় তাহলে ঐ বারাকাত বন্ধ হয়ে যায়। কেননা লোভ অশুভ। আর লোভী ব্যক্তি বঞ্চিত হয়ে থাকে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[১৪২] সহীহ : তিরমিযী ১৮০৫, ইবনু মাজাহ ৩২৭৭, দারিমী ২০৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৪৫, মুসনাদে আহমাদ ২৭৩০, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬৭৬২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১২৩, সহীহুল জামি' ৮২৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২০৩০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১২১২৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০০৯।

Scanned by CamScanner

অত্র হাদীসের শিক্ষা : পাত্রের মাঝখান থেকে না খেয়ে তার কিনারা থেকে খাওয়া বিধিসম্মত।

রাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) এবং অন্যরা বলেন : পাত্রের মাঝখান থেকে খাওয়া মাকরূহ।

ইমাম গাযালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রুটি খেলেও তার মাঝখান থেকে খাবে না বরং তা কিনারা থেকে খাবে। কেননা খাদ্যের মাঝখানে বারাকাত নাযিল হয়ে থাকে যেমনটি হাদীসে বলা হয়েছে।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮০৫)

٤٢١٢ -[٥٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَا رُئِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪২১২-[৫৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনো হেলান দিয়ে খাবার খেতে দেখা যায়নি। আর তিনি (ﷺ) দু'জন লোককেও পিছনে রেখে চলেননি। (আবূ দাউদ)[১৪৩]

ব্যাখ্যা : (مَا رُئِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ) "রসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনোই হেলান দিয়ে খেতে দেখা যায়নি"। অর্থাৎ তিনি (ﷺ) চারজানু হয়ে বসে অথবা একদিকে হেলে পরে খাবার খাননি।

(وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ) "তাঁর পিছনে দু'জন মানুষ তাকে অনুসরণ করেননি।" অর্থাৎ তিনি লোকজনের সামনে তথা অগ্রে চলেননি। বরং তিনি লোকজনের মাঝখানে অথবা পিছনে চলতেন। এটা ছিল তাঁর নম্রতার বহিঃপ্রকাশ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৬৭)

٤٢١٣ -[٥٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَلَمْ نَزِدْ عَلٰى أَنْ مَسَحْنَا أَيْدِيَنَا بِالْحَصْبَاءِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৪২১৩-[৫৫] 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনু জায্‌ই (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কিছু রুটি ও গোশ্‌ত আনা হলো, এ সময় তিনি মাসজিদে ছিলেন। তিনি তা খেলেন এবং তাঁর সাথে আমরাও খেলাম। অতঃপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সলাত আদায় করলেন। আর আমরাও তাঁর সাথে সলাত আদায় করলাম। অথচ আমরা আমাদের হাতগুলো কঙ্করে মুছে নেয়া ছাড়া অধিক কিছু করিনি। (ইবনু মাজাহ)[১৪৪]

ব্যাখ্যা : (وَلَمْ نَزِدْ عَلٰى أَنْ مَسَحْنَا أَيْدِيَنَا بِالْحَصْبَاءِ) "আমরা আমাদের হাতগুলো ছোট ছোট পাথর দ্বারা মাসেহ করা ব্যতীত আর কিছু করিনি। অর্থাৎ আমরা শেষে হাত ধৌত না করে শুধুমাত্র পাথরে তা মুছে সলাতে দাঁড়িয়ে গিয়েছি। অতিরিক্ত পরিষ্কার করিনি দ্রুত সলাতে দাঁড়ানোর জন্য। অথবা রসূলুল্লাহ ﷺ এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, হাত ধৌত না করাও বৈধ। আর তিনি (ﷺ) এটাও বুঝিয়েছেন যে, হাত ধোয়ার জন্য বেশী কষ্ট করার দরকার নেই। হাতের ময়লা পরিষ্কার হওয়াই যথেষ্ট। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[১৪৩] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৭৭০, সহীহ ইবনু মাজাহ ২৪৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১০৪, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৮১৪, মুসনাদে আহমাদ ৬৫৪৯, শু'আবুল ঈমান ৫৯৭২, সহীহুল জামি' ৪৮৪০।

[১৪৪] সহীহ : ইবনু মাজাহ ৩৩১১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৮৫০।

Scanned by CamScanner

٤٢١٤ -[٥٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৪২১৪-[৫৬] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কিছু গোশ্‌ত আনা হলো এবং তাঁর সম্মুখে পাঁজরের অংশটিই রাখা হলো। তিনি তা খেতে খুব বেশি পছন্দ করতেন। তাই তিনি তা হতে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে খেলেন। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[১৪৫]

ব্যাখ্যা : (فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ) "নাবী ﷺ-কে গোশতের রান দেয়া হলো কেননা তিনি তা ভালোবাসতেন"। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নাবী ﷺ-এর রান ভালোবাসার কারণ হলো তা দ্রুত সিদ্ধ হয় এবং তা অধিক সুস্বাদু এবং ময়লা থেকে এর অবস্থান অধিক দূরবর্তী।

(فَنَهَسَ مِنْهَا) "অতঃপর তিনি তা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেলেন।" ইবনুল মালিক বলেন : দাঁত দিয়ে গোশত ছিঁড়ে খাওয়া মুস্তাহাব, কেননা তা নম্রতা ও অহংকারহীনতার প্রমাণ।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৩৭)

٤٢١٥ -[٥٧] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الْأَعَاجِمِ وَانْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَا: لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ

৪২১৫-[৫৭] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ছুরি দিয়ে গোশ্‌ত কেটো না। কেননা তা অনারবদের কাজ; বরং তা দাঁত দিয়ে কামড়ে খাও। কারণ তা বেশি সুস্বাদু এবং হজমের দিক দিয়ে ভালো। (আবূ দাঊদ ও বায়হাক্বী এবং তারা উভয়েই বলেছেন যে, এ হাদীসটির সানাদ সুদৃঢ় নয়।)[১৪৬]

ব্যাখ্যা : (فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الْأَعَاجِمِ) "তা অনারবদের (অহংকারীদের) কাজ"। অর্থাৎ ছুরি দিয়ে গোশত কেটে খাওয়া অনারবদের অভ্যাস, অতএব তোমরা এ কাজকে অভ্যাসে পরিণত করো না। গোশত যদি পরিপক্ক তথা নম্র থাকে তাহলে তা কেটে খাবে না কিন্তু অপরিপক্ক থাকার ফলে যদি ছুরি দিয়ে কাটার প্রয়োজন হয় তাহলে তা কাটা যাবে। কেননা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ গোশত ছুরি দিয়ে কেটে খেয়েছেন। অতএব নিষেধ তাহরীমের জন্য নয় বরং তানযীহি।

---

[১৪৫] **সহীহ :** তিরমিযী ২৪৩৪, ইবনু মাজাহ ৩৩০৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৪৪, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৬, মুসনাদে আহমাদ ৯৬২৩, সহীহ মুসলিম (১৯৪)-৩২৭, বুখারী ৩৩৪০, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬৬৬০।

[১৪৬] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৩৭৭৮, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৬২৫৬।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো এর সানাদে "আবূ মা'মার আস্ সুদ্দি আল মাদানী" নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন, যার নাম আবূ মি'শার নাজীহ। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল ক্বত্তান তার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন না। তাকে তিনি খুবই দুর্বল মনে করতেন। এমনকি অন্যরা যখন তার কথা বলত তখন তিনি হাসতেন। অন্যান্যরাও তার বিষয়ে কথা বলেছেন। তন্মধ্যে ইমাম নাসায়ী বলেন : আবূ মি'শার-এর অনেক মুনকার হাদীস আছে, তার মধ্য হতে এটি একটি মুনকার হাদীস। বিস্তারিত দেখুন- 'আওনুল মা'বূদ শারহ্ সুনান আবূ দাঊদ ১০/১৮০ পৃঃ, ৩৭৭৮ নং হাদীসের আলোচনা দ্রঃ। শু'আবুল ঈমান ৫৮৯৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০২২।

Scanned by CamScanner

(وَانْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ) "তোমরা তা দাঁত দিয়ে কেটে খাও, কেননা এভাবে খাওয়া মজাদার এবং পরিপাকের জন্যও উত্তম।" বলা হয়ে থাকে «هَنَأَ الطَّعَامُ وَمَرَأَ» যখন বিনা ক্লেশে খাদ্য কণ্ঠনালী অতিক্রম করে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের মর্মার্থ হলো ছুটি দিয়ে কেটে খাওয়াটা অনারবদের মতো অভ্যাসে পরিণত করো না। বরং তা যখন পরিপক্ক থাকে তখন দাঁত দিয়ে কেটে খাও আর যখন অপরিপক্ক থাকে তখন ছুরি দিয়ে কেটে খাও। ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ছুরি দিয়ে কেটে খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা পরিপক্ক গোশতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৭৪) [সম্পাদক]

٤٢١٦ -[٥٨] وَعَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: «مَهْ يَا عَلِيُّ فَإِنَّكَ نَاقِهٌ» قَالَتْ: فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَشَعِيرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا عَلِيُّ مِنْ هٰذَا فَأَصِبْ فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৪২১৬-[৫৮] উম্মুল মুনযির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ আমার ঘরে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন 'আলী। আমাদের গৃহে খেজুরের ছড়া ঝুলানো ছিল। রসূলুল্লাহ তা খেতে লাগলেন এবং তাঁর সাথে 'আলীও খাচ্ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ 'আলীকে বললেন : হে 'আলী! তুমি থামো। (বিরত হও) কেননা তুমি সদ্য রোগমুক্ত। উম্মুল মুনযির বলেন : অতঃপর আমি তাদের জন্য শালগম জাতীয় সবজি ও যব তৈরি করে দিলাম। তখন নাবী বললেন : হে 'আলী! এটা হতে খাও, তা তোমার উপযোগী। (আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[১৪৭]

ব্যাখ্যা : হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : উম্মুল মুনযির আল আনসারী নাবী -এর খালাদের একজন ছিলেন। তিনি নাবী -এর সাথে দুই ক্বিবলাতেই সলাত আদায় করেছেন। নাবী তার বাড়ীতে 'আলী -কে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাতেই হাদীসে উল্লেখিত ঘটনাটি ঘটে। ত্ববারানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : তিনি উম্মুল মুনযির বিনতু ক্বায়স ইবনু 'আম্‌র ইবনু 'উবায়দ ইবনু 'আমির ইবনু গনাম ইবনু 'আদী ইবনুন্ নাজ্জার। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৩৭)

٤٢١٧ -[٥٩] وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُعْجِبُهُ الثُّفْلُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৪২১৭-[৫৯] আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ খাদ্যপাত্রের তলানি (নিচে লেগে থাকা অংশ) পছন্দ করতেন। (তিরমিযী ও বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[১৪৮]

---

[১৪৭] হাসান : তিরমিযী ২০৩৭, মুসনাদে আহমাদ ২৭০৫১, ইবনু মাজাহ ৩৪৪২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৯, আবূ দাউদ ৩৮৫৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ (৩৯)-২।

[১৪৮] সহীহ : শু'আবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী ৯১১০, সহীহুল জামি' ৪৯৭৯, মুসনাদে আহমাদ ১৩২৯৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৮৫৭, শামায়িলে তিরমিযী (১৮৪)।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : যায়নুল 'আরব (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এখানে সুফল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খাদ্য খাওয়ার পর পাত্রে যা অবশিষ্ট থাকে। এখানে বিনয়-নম্রতা ও ধৈর্যশীলতার উপর অবিচল থাকার ক্ষেত্রে পাত্রের তলায় অবশিষ্ট খাবার চেটে খাওয়ার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আর এ হাদীসে অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিদের নীতি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তারা অহংকার করে ও খাবার পাত্রের তলা চাটতে ঘৃণা করে এবং পাত্রে খাদ্য রেখেই পানি ঢেলে দেয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢١٨ -[٦٠] وَعَنْ نُبَيْشَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ فِيْ قَصْعَةٍ فَلَحَسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৪২১৮-[৬০] নুবায়শাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি পেয়ালাতে খায় এবং পরে তা চেটে নেয়, পাত্রটি তার জন্য মাগফিরাত কামনা করে।

(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী। আর তিরমিযী বলেছেন : হাদীসটি গরীব।)[১৪৯]

ব্যাখ্যা : এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে যে রিয্ক্ব ও নি'আমাত দান করেছেন তার প্রতি সম্মান ও বিনয় প্রদর্শনের নিমিত্তে পাত্রের তলা চেটে খাওয়া এবং খাবার নষ্ট করা থেকে বেঁচে থাকা। 'আল্লামাহ্ মুল্লা আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যেহেতু পাওয়া যাবে পাত্র চেটে যাওয়ার কারণে তাই বলা হয়েছে, পাত্রটাই যেন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে। সে ক্ষেত্রে এটার হাক্বাক্বিহ অর্থ গ্রহণে কোন বাধা নেই।

'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : পাত্র তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এ ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে ব্যক্তি পাত্রে খাদ্য খায় এবং অহংকার হতে মুক্ত থাকে তার জন্য ক্ষমা আবশ্যক হয়ে যায়। অতএব এটাকে পাত্রের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কেননা ওটাই তো ক্ষমা পাওয়ার কারণ।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮০৪)

٤٢١٩ -[٦١] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَاتَ وَفِيْ يَدِهٖ غَمَرٌ لَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৪২১৯-[৬১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় রাত্রিযাপন করে যে, তার হাতের মধ্যে খাদ্যের চিহ্ন (তেল, চর্বি ইত্যাদি) থেকে যায়, সে তা ধৌত করেনি। পরে কোন কিছু তার অনিষ্ট করে, তবে সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে।

(তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ)[১৫০]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সাধারণত খাবারের পর ধৌত না করা হাতে যে কোন ক্ষতি পৌঁছার সম্ভাবনা থাকে।

---

[১৪৯] য'ঈফ : তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ২০৭৪৩, তিরমিযী ১৮০৪, ইবনু মাজাহ ৩২৭১, দারিমী ২০২৭, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৫৪৭৮, য'ঈফ ইবনু মাজাহ ৭০৩।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো এর সানাদে আছে "মু'আল্লা ইবনু রশীদ" নামের একজন অপরিচিত রাবী। বিস্তারিত দেখুন- তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ২০৭৪৩, য'ঈফুল জামি' ৫৪৭৮।

[১৫০] সহীহ : তিরমিযী ১৮৬০, ইবনু মাজাহ ৩২৯৭, আবূ দাঊদ ৩৮৫২, সহীহুল জামি' ৬৫৬৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৬৬, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৫১৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯৫৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০৯৩৯, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬২১৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫২১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০০২।

Scanned by CamScanner

ইবনু আরসালান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আশনান-সব্বুন (বিশেষ ধরনের উদ্ভিত যা সাবানের কাজ করে) ও এর সমার্থসম্পন্ন বস্তু (সাবান, হ্যান্ডওয়াশ, মাটি-ছাই ইত্যাদি) দ্বারা হাত ধৌত করাই উত্তম। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৬০)

٤٢٢٠ -[٦٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ الثَّرِيدُ مِنَ الْخُبْزِ وَالثَّرِيدُ مِنَ الْحَيْسِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪২২০-[৬২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে রুটির সারীদ এবং হায়সের সারীদ ছিল প্রিয় খাদ্য। (আবূ দাঊদ)[১৫১]

ব্যাখ্যা : আন্ নিহায়াতে রয়েছে যে, হায়স হলো খেজুর, পনির, ঘি ও আটার সমন্বয়ে তৈরিকৃত খাদ্য। ইবনু আরসালান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা তৈরি করার নিয়ম হলো, 'আজওয়াহ্ খেজুর মধ্য হতে বিচি ফেলে দিয়ে তা ঘি বা তার সমজাতীয় বস্তুর সঙ্গে মিশিয়ে হাত মাড়াই করার ফলে হায়স খাদ্য তৈরি হয়। ('আওনুল মা'বূদ ৬ম খণ্ড, হাঃ ৩৭৭৯)

٤٢٢١ -[٦٣] وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهٖ فَإِنَّهٗ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

৪২২১-[৬৩] আবূ উসায়দ আল আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা যায়তূনের তেল খাও এবং তা গায়ে মালিশ করো। কারণ তা একটি কল্যাণময় বৃক্ষ হতে (নির্গত)। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[১৫২]

ব্যাখ্যা : যে গাছ হতে তেল বের করা হয় তা বারাকাতপূর্ণ গাছ। এখানে বারাকাতপূর্ণ গাছ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অধিক পরিমাণে উপকার পাওয়া। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৫২)

٤٢٢٢ -[٦٤] وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَعِنْدَكِ شَيْءٌ» قُلْتُ: لَا إِلَّا خُبْزٌ يَابِسٌ وَخَلٌّ فَقَالَ: «هَاتِي مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ خَلٌّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৪২২২-[৬৪] উম্মু হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (সাঃ) আমার কাছে এসে বললেন : তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি? আমি বললাম : শুক্না রুটি ও সিরকা ব্যতীত কিছুই নেই। তিনি বললেন : তাই দাও। বস্তুতঃ যে ঘরে সিরকা আছে, সে ঘর তরকারীশূন্য নয়। (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব।)[১৫৩]

---

[১৫১] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৩৭৮৩, য'ঈফাহ্ ১৭৫৮, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৪৩১৫, শু'আবুল ঈমান ৫৯০৮। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে বাসরার এক অপরিচিত লোক আছে। এ লোকটির নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। তাই হাদীসটি য'ঈফ। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৭৫৮।

[১৫২] সহীহ : তিরমিযী ১৮৫১, ইবনু মাজাহ ১৩১৯, দারিমী ২০৫২, মুসনাদে আহমাদ ১৬০৫৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৫৬৬৮, শু'আবুল ঈমান ৫৯৩৮, সহীহুল জামি' ৪৪৯৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১২৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৭৯।

[১৫৩] হাসান : তিরমিযী ১৮৪২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২২২০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০৫০৩, সহীহ আত্ তারগীব আত তারহীব ২১২৫, সহীহুল জামি' ৫৫৪৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৫৭০, মুসনাদে আহমাদ ১৪৮৪৯, শু'আবুল ঈমান ৫৯৪৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০৫০৩।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : আল জাযারী (রহিমাহুল্লাহ) আন্ নিহায়াহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যে পরিবারে সিরকা রয়েছে সে পরিবার তরকারীহীন খাদ্য খাওয়ার মতো অভাবী নয়। এখানে القفار হলো তরকারীহীন খাদ্য। ব্যক্তি তখনই তরকারীহীন হয় যখন সে শুধুমাত্র রুটি খায় এবং তাতে অন্য কিছুর মিশ্রণ থাকে না। মূলত القفار (ক্বিফার) সে নির্জন ভূমিকে বলা হয় যাতে কোন ধরনের পানি না থাকে।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৪২)

٤٢٢٣ -[٦٥] وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً فَقَالَ: «هٰذِهٖ إِدَامُ هٰذِهٖ» وَأَكَلَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪২২৩-[৬৫] ইউসুফ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি নাবী (ﷺ)-কে দেখেছি, তিনি এক টুকরা যবের রুটি নিয়ে তার উপরে খেজুর রেখে বললেন : এটা (খেজুর) এর (রুটির) তরকারী এবং তা খেলেন। (আবূ দাঊদ)[১৫৪]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যখন নির্ধারিত খাদ্যটাই হবে খেজুর এবং তাতে যখন তরকারী না থাকে তখন নাবী (ﷺ) বলেছেন : এটার জন্য ওটাই উপযুক্ত। অর্থাৎ রুটির জন্য তরকারী হিসেবে খেজুরই উপযুক্ত। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮২৬)

٤٢٢٤ -[٦٦] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا أَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِيْ فَوَضَعَ يَدَهٗ بَيْنَ ثَدْيَيَّ حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلٰى فُؤَادِيْ وَقَالَ: «إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْؤُودٌ اِئْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهٗ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪২২৪-[৬৬] সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমি মারাত্মকভাবে পীড়িত হয়ে পড়লাম। নাবী (ﷺ) আমার খোঁজ-খবর নিতে তাশরিফ আনলেন। তিনি (ﷺ) নিজের হাতখানা আমার দু' স্তনের মাঝখানে (বুকের উপর) রাখলেন। তাতে আমি আমার কলিজায় শীতলতা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন : তুমি একজন হৃদ-বেদনার রোগী। সুতরাং তুমি সাক্বীফ গোত্রীয় হারিস ইবনু কালদাহ্-এর নিকট যাও। সে একজন চিকিৎসক। পরে তিনি (ﷺ) বললেন : সে যেন অবশ্যই মাদীনার সাতটি 'আজওয়াহ্ খেজুর বীচিসহ পিষে তোমার মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়। (আবূ দাঊদ)[১৫৫]

ব্যাখ্যা : এখানে اللدود 'লুদূদ' হলো রোগীর মুখে ঔষধ ঢেলে দিয়ে পান করানো। অর্থাৎ- ঔষধ পানিতে রাখবে, অতঃপর পানির সাথে মিশিয়ে উক্ত পানি রোগীর মুখে ঢেলে দিতে হবে। খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মানুষের মুখের দুই প্রান্ত দিয়ে যা পান করানো হয় তাকে লুদূদ বলা হয়। নাবী (ﷺ)-

---

[১৫৪] য'ঈফ : শামায়িলে তিরমিযী ১৮৪, আবূ দাউদ ৩৮৩০, য'ঈফাহ্ ৪৭৩৭, য'ঈফুল জামি' ৬০৮৪।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "ইয়াযীদ আল আ'ওয়ার", ইনি হচ্ছেন আবূ 'উমাইয়াহ্-এর ছেলে। ইনি মাজহূল বা অপরিচিত ব্যক্তি। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১০/২৮৪ পৃঃ, হাঃ ৪৭৩৭।

[১৫৫] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৩৮৭৫, য'ঈফুল জামি'উস্ সগীর ২০৩৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৩৪৬, য'ঈফুল জামি' ২০৩৩।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো মুজাহিদ সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণনা করাটা মুরসাল। আবূ যুর্'আহ্ আর্ রাযী এমনটিই বলেছেন। বিস্তারিত দেখুন- 'আওনুল মা'বূদ ১০/২৫৫ পৃঃ, হাঃ ৩৮৭৫।

Scanned by CamScanner

এর এ পদ্ধতিতে ঔষধ সেবন করার কথা বলার কারণ হলো তিনি রোগীকে এমন অবস্থায় পেয়েছেন যে, উল্লেখিত পদ্ধতি ছাড়া তাকে ঔষধ সেবন করানো সম্ভব ছিল না। অথবা এ পদ্ধতিতে ঔষধ সেবন করানোটা রোগমুক্তির অগ্রগামী ও অধিক উপকারী এবং সহজতর। আর নাবী ﷺ ডাক্তারকে এ পদ্ধতিতে ঔষধ তৈরি ও রোগীকে সেবন করার নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ নাবী ﷺ এ পদ্ধতিতে ঔষধ বানানো ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৭১)

٤٢٢٥ - [٦٧] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ أَبُوْ دَاوُدَ: وَيَقُوْلُ: «يَكْسِرُ حَرَّ هٰذَا بِبَرْدِ هٰذَا وَبَرْدَ هٰذَا بِحَرِّ هٰذَا». وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৪২২৫-[৬৭] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাজা-পাকা খেজুর দ্বারা তরমুজ খেতেন- (তিরমিযী)। আর ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) এ কথাটি বর্ধিত করে বলেছেন, এর (তরমুজের) শীতলতা তার (খেজুরের) উষ্ণতা এবং তার উষ্ণতা এটার শীতলতা সংশোধন করে দেয়। আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব।[১৫৬]

ব্যাখ্যা : খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আলোচ্য হাদীসে রোগমুক্তির জন্য চিকিৎসা গ্রহণের প্রমাণ রয়েছে এবং এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন ক্ষতিকারক বস্তুর প্রতিক্রিয়া তার বিপরীত স্বভাবসম্পন্ন বস্তু দ্বারা প্রতিহত করা যায়। (অর্থাৎ কোন ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য অন্য ঔষধ সেবন করা বৈধ)

হাফিয ইবনু ক্বইয়্যূম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তরমুজের ব্যাপারে একাধিক হাদীস বর্ণিত রয়েছে, তবে উল্লেখিত হাদীস ছাড়া কোনটি বিশুদ্ধ নয়। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮৩২)

٤٢٢٦ - [٦٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ وَيُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪২২৬-[৬৮] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ-এর খিদমাতে পুরাতন খেজুর পেশ করা হলো। তিনি তা খুঁটতে এবং তা হতে পোকা বের করতে লাগলেন। (আবূ দাউদ)[১৫৭]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ত্ববারানী (রহিমাহুল্লাহ) হাসান সূত্রে মারফূ'ভাবে ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী ﷺ খেজুরে কিছু লেগে থাকলে তা দূর করতে খেজুরে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। এখানে নিষেধাজ্ঞা দ্বারা নতুন খেজুর উদ্দেশ্য যাতে কোন ধরনের অনিষ্টতার উদয় না হয়। অথবা নাবী ﷺ তাতে ফুঁ দিয়েছেন বৈধতা প্রমাণের জন্য এবং নিষেধাজ্ঞা দ্বারা মাকরূহ তানযীহী উদ্দেশ্য। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮১৫)

٤٢٢٧ - [٦٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجُبْنَةٍ فِيْ تَبُوكَ فَدَعَا بِالسِّكِّيْنِ فَسَمّٰى وَقَطَعَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

---

[১৫৬] **সহীহ :** তীরমিযী ১৮৪৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৭, আবূ দাউদ ৩৮৩৬, সহীহুল জামি' ৪৮৭৯, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৫৫৬, শু'আবুল ঈমান ৫৬৭৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৭২৬।

[১৫৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৮৩২, সহীহ ইবনু মাজাহ ৩৩৩৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০৩০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১১৩, শু'আবুল ঈমান ৫৮৮৬।

Scanned by CamScanner

৪২২৭-[৬৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধের সময় নাবী ﷺ-এর জন্য এক টুকরা পনির আনা হলো। তখন তিনি ছুরি আনালেন এবং *"বিস্‌মিল্লা-হ"* বলে কাটলেন। (আবূ দাউদ)[১৫৮]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ছাগলের দহনকৃত দুধ যা পাকানো হয়নি তা পবিত্র– এ মর্মে আলোচ্য হাদীসটি তার দলীল। কেননা যদি তা নাপাক হয় তাহলে পনিরও তো নাপাক হবে, কারণ পনির তো ওটা ছাড়া তৈরি হয় না। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮১৫)

٤٢٢٨ -[٧٠] وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهٖ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهٖ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمَوْقُوفٌ عَلَى الْأَصَحِّ

৪২২৮-[৭০] সালমান رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঘি, পনির ও বন্য গাধা (খাওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে যা কিছু হালাল বলেছেন তা হালাল এবং যা কিছু হারাম করেছেন তা' হারাম। আর যা হতে নীরব রয়েছেন তা মার্জনীয়। [ইবনু মাজাহ ও তিরমিযী;[১৫৯] আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব, তবে সঠিক কথা হলো তা মাওকূফ]

ব্যাখ্যা : হালাল কিংবা হারাম হওয়ার বিষয়টি হয় তো কুরআন মাজীদে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে অথবা সমষ্টিগতভাবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী : "রসূল তোমাদের কাছে যা এনেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর।" (সূরাহ্ আল হাশ্‌র ৫৯ : ৭)

এমন অনেক বস্তু যার ব্যাপারে কুরআনে স্পষ্ট বর্ণনা নেই যাতে তা হাদীস দ্বারা হারাম করার ক্ষেত্রে কোন জটিলতা না থাকে। 'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর "নায়লুল আওত্বার" গ্রন্থে বলেছেন : উল্লেখিত ইবারত ও তার সমহুকুম সম্পন্ন ইবারত যা কুরআনের ভিত্তিতেই হালাল-হারামের সীমাবদ্ধতার উপর প্রমাণ বহন করে এমন ইবারত দ্বারা সমষ্টিগত অর্থসম্পন্ন বাক্য উদ্দেশ্য যা সকল হুকুমকে সম্পৃক্ত করে। সেটা অর্থের ব্যাপকতার ভিত্তিতে হতে পারে অথবা ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমেও হতে পারে। কেননা হাদীসে এসেছে, নাবী ﷺ বলেছেন : আমাকে কুরআন মাজীদ দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপ বিষয় দেয়া হয়েছে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭২৬)

٤٢٢٩ -[٧١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِيْ خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهٗ فَجَاءَ بِهٖ فَقَالَ: «فِيْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هٰذَا؟» قَالَ فِيْ عُكَّةِ ضَبٍّ قَالَ: «ارْفَعْهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هٰذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ

---

[১৫৮] হাসান সানাদ : আবূ দাউদ ৩৮১৯, শু'আবুল ঈমান ৫৯৫৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০১৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৪১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৪২৭।

[১৫৯] হাসান : তিরমিযী ১৭২৬, ইবনু মাজাহ ৩৩৬৬, সহীহুল জামি' ৩১৯৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬০৩৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০২১৫।

Scanned by CamScanner

৪২২৯-[৭১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঘি দুধে মিশ্রিত চুপসা ভিজা ধবধবে সাদা উত্তম গমের আটার তৈরি রুটি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এ কথা শুনে জনতার মধ্য হতে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং (রসূল ﷺ-এর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী) রুটি তৈরি করে তাঁর খিদমাতে নিয়ে এলো। তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, (ঘি দ্বারা প্রস্তুতকৃত) তা কেমন ধরনের পাত্রে রাখা ছিল? সে বলল, গুইসাপের চামড়ার থলের মধ্যে। তখন তিনি বললেন : (আমার সম্মুখ হতে) এটা তুলে নাও। (আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ; আর আবূ দাঊদ বলেছেন : হাদীসটি মুনকার।)[১৬০]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ্) বলেছেন : নাবী ﷺ-এর উক্ত পাত্র উঠিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়ার কারণ, তিনি গুইসাপের চামড়ার পাত্র ব্যবহারের সাথে অভ্যস্ত ছিলেন না। কারণ, তাঁর নিজ ভূখণ্ডে এর কোন প্রচলন ছিল না। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ؓ-এর বর্ণিত হাদীস থেকে যার প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা নাপাক ভেবে করেননি, যদি তাই হতো, তাহলে তিনি উক্ত পাত্র ফেলে দিতে নির্দেশ দিতেন এবং তা ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮১৪)

٤٢٣٠ - [٧٢] وَعَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪২৩০-[৭২] 'আলী ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রান্না করা ব্যতীত রসুন খেতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[১৬১]

ব্যাখ্যা : আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ্) বলেছেন : আলোচ্য হাদীসটি পূর্ববর্তী একাধিক হাদীসের 'আম বর্ণনাকে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ পূর্ববর্তী হাদীসগুলোতে 'আমভাবে রসুন খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে, আর এ হাদীসে পাকানো রসুন ছাড়া কাঁচা রসুন খাওয়ার প্রতি নিষেধ করা হয়েছে)।

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮২৪)

٤٢٣١ - [٧٣] وَعَنْ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْبَصَلِ فَقَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪২৩১-[৭৩] আবূ যিয়াদ ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ ؓ-কে পেঁয়াজ (খাওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন : রসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ খাবার যা খেয়েছেন, তন্মধ্যে পেঁয়াজ ছিল। (আবূ দাঊদ)[১৬২]

---

[১৬০] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৩৮১৮, য'ঈফ ইবনু মাজাহ ৩৩৪১, য'ঈফুল জামি'উস্ সগীর ৬১১৯, শু'আবুল ঈমান ৬০০২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৯১১।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আইয়ূব ইবনু ওয়ায়িল" নামক ব্যক্তি আছেন, যার ব্যাপারে ইমাম আযদী বলেন : আইয়ূব অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন : তার অনুসরণ করা যায় না। বিস্তারিত দেখুন- 'আওনুল মা'বূদ ৩৮১৮।

[১৬১] **সহীহ :** তিরমিযী ১৮০৮, আবূ দাঊদ ৩৮২৮, ইরওয়া ২৫১২, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়াহাক্বী ১৫২৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫২৬৭।

[১৬২] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৩৮২৯, ইরওয়া ২৫১৩, মুসনাদে আহমাদ ২৪৫৮৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬৬৮০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫২৬৪।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে, "বাকিয়্যাহ্ ইবনু ওয়ালীদ" নামক একজন মুদাল্লিস বারী। যিনি *'আন* দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তিনি ভুলও করতেন। দেখুন- তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ২৪৬২৯ : শু'আয়ব আরনাউত্ব।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যা ৪২২৩ নং হাদীসে দ্রষ্টব্য।

٤٢٣٢ -[٧٤] وَعَنِ ابْنَيْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ قَالَا: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪২৩২-[৭৪] সুলামী গোত্রের বুস্‌র-এর দু' পুত্র বলেন : একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন, তখন আমরা তাঁর সামনে মাখন ও খেজুর পেশ করলাম। প্রকৃতপক্ষে তিনি মাখন ও খেজুর (খেতে) বেশি পছন্দ করতেন। (আবূ দাঊদ)[১৬৩]

ব্যাখ্যা : গরু এবং ছাগলের দুধের নির্যাস থেকে যা বানানো হয় তাকেই মাখন বলা হয়। অন্যদিকে উটের দুধের নির্যাস থেকে যা তৈরি করা হয় তা মাখন নয় ঘি। আর ঘি-এর তুলনায় মাখন উন্নত।
('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮৩৩)

٤٢٣٣ -[٧٥] وَعَنْ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: أُتِينَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالْوَذْرِ فَخَبَطْتُ بِيَدِي فِي نَوَاحِيهَا وَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِي الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ: «يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ». ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانُ التَّمْرِ فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الطَّبَقِ فَقَالَ: «يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ» ثُمَّ أُتِينَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ: «يَا عِكْرَاشُ هٰذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪২৩৩-[৭৫] 'ইকরাশ ইবনু যুআয়ব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমাদের সম্মুখে বৃহদাকার একটি খাদ্যপাত্র আনা হলো। পাত্রটিতে ছিল সারীদ ও গোশ্‌তের টুকরা। আমি আমার হাত দিয়ে পাত্রের চারপাশ হতে নিতে লাগলাম। আর রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সম্মুখ হতে খাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি (ﷺ) বাম হাত দ্বারা আমার ডান হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন : হে 'ইকরাশ! এক জায়গা হতে খাও, কেননা এটা একই প্রকারের খাদ্য। (বর্ণনাকারী 'ইকরাশ বলেন :) অতঃপর আমাদের সম্মুখে একখানা থালা আনা হলো। তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের খেজুর ছিল। তখন আমি কেবলমাত্র আমার সম্মুখ হতে খেতে লাগলাম। আর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত গোটা থালার মধ্যে ঘুরছিল। তিনি বললেন : হে 'ইকরাশ! থালার যে জায়গা হতে ইচ্ছা হয় খাও, কেননা এটা এক প্রকারের নয়। অতঃপর আমাদের জন্য পানি আনা হলো। রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের উভয় হাত ধুলেন এবং ভিজা হাত দিয়ে মুখমণ্ডল, বাহুদ্বয় ও মাথা মুছে নিলেন এবং বললেন : হে 'ইকরাশ! এটা হলো সে খাদ্যের উযূ যাকে আগুন পরিবর্তন করে দিয়েছে (অর্থাৎ- রান্না করা হয়েছে)। (তিরমিযী)[১৬৪]

---

[১৬৩] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৮৩৭, সহীহ ইবনু মাজাহ ৩৩৩৪, শু'আবুল ঈমান ৬০০১, সহীহুল জামি' ৯০৫২, আল জামি'উস্ সগীর ৯০৫২।

[১৬৪] য'ঈফ : তিরমিযী ১৮৪৮, ইবনু মাজাহ ৩২৭৪, য'ঈফ সুনান ইবনু মাজাহ ৭০৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আলোচ্য হাদীসে এ মর্মে সতর্কবাণী রয়েছে যে, ফল-মূল যখন একই রং বিশিষ্ট বা একই ধরনের হবে তখন পাত্রের বিভিন্ন জায়গায় হাত ঘুরে খাওয়া বৈধ নয়। অন্যদিকে খাদ্য যখন বিভিন্ন ধরনের হবে, তখন পাত্রের যেখানে ইচ্ছা সেখান থেকে নিয়ে খাওয়া বৈধ। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৪৮)

٤٢٣٤ -[٧٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَيَرْتُو فُؤَادُ الْحَزِينِ وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُوْا إِحْدَا كُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৪২৩৪-[৭৬] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবারস্থ কারো জ্বর হলে তিনি হাসা প্রস্তুত করতে বলতেন এবং তা চেটে খেতে নির্দেশ দিতেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন, এটা চিন্তাযুক্ত মনকে সুদৃঢ় করে এবং পীড়িতের অন্তর হতে রোগের ক্লেশকে দূর করে, যেমন- তোমাদের নারীদের কেউ পানি দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল হতে ময়লা দূর করে থাকে।

(তিরমিযী; আর তিনি বলেছেন : এ হাদীসটি হাসান সহীহ।)[১৬৫]

ব্যাখ্যা : اَلْحَسَاءِ 'হাসা-' হলো তরল জাতীয় শরবত বা ঝোল, যা ময়দা, পানি ও তেলের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : কোন কোন 'উলামা তেলের পরিবর্তে "ঘি" এর কথা উল্লেখ করেছেন। আল ক্বামূসে রয়েছে, 'হাসা' এমন তরল জাতীয় শরবত যা পানির মতো ঢোকে ঢোকে পান করা হয়, আর এটা পান করলে হৃদ যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৩৯)

٤٢٣٥ -[٧٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ وَالْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪২৩৫-[৭৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'আজ্ওয়া জান্নাতের ফল, তার মধ্যে বিষ প্রতিষেধক রয়েছে। আর ব্যাঙের ছাতা মান্ন জাতীয়, তার পানি চক্ষু রোগের জন্য উপশম। (তিরমিযী)[১৬৬]

ব্যাখ্যা : মির্ক্বাত প্রণেতা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'আজ্ওয়াহ্ খেজুরের উপকার ও বারাকাতের আধিক্যের কারণে বলা যায় যে, যেন তা জান্নাতী খাদ্য, কেননা জান্নাতের খাবার কষ্ট ও শারীরিক ক্লান্তি দূর করে। আর জান্নাতে কোন ধরনের দুঃখ-কষ্ট আপদ-মুসীবাত ও ক্লান্তি-নিস্তেজ ভাব নেই, যা খাদ্যের কারণে

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আলা ইবনু ফায্ল" নামের একজন, দুর্বল (য'ঈফ) বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তার মধ্যে *ফীহি জাহালাহ্*। ইবনু হিব্বান বলেন : মুনকারুল হাদীস। ইমাম বুখারী বলেন : *ফী ইসনাদিহী নায্রুন* তথা তার বর্ণিত সানাদে সমস্যা রয়েছে। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৩/২৫৮ পৃঃ, হাঃ ১১২৭।

[১৬৫] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২০৩৯, ইবনু মাজাহ ৩৪৪৫, য'ঈফ সুনান ইবনু মাজাহ ৭৫২, মুসনাদে আহমাদ ২৪০৩৫। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "মুহাম্মাদ ইবনু সায়িব" তার মা থেকে। কিন্তু তার মায়ের পরিচয় জানা যায় না। বিস্তারিত দেখুন- তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ, শু'আয়ব আরনাউত্ব : ২৪০৮১।

[১৬৬] **হাসান সহীহ :** তিরমিযী ২০৬৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০১৭১, মুসনাদে আহমাদ ৮০০২, দারিমী ২৮৪০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭১৬, সহীহুল জামি' ৪১২৭, আল জামি'উস্ সগীর ৭৫৭৬।

Scanned by CamScanner

দূর হয়ে যাবে, বরং জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতের ফল-মূল হতে খাবে ও পানীয় থেকে পান করবে। সবসময় সুস্বাদের সাথে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, যার ফলে তুমি বিপদে পতিত হবে। তোমার জন্য এটাই রইলো যে, তুমি জন্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না ও নগ্নও হবে না। আর তুমি স্বেচ্ছায় পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্রাক্লিষ্টও হবে না।
(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٢٣٦ -[٧٨] عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ضِفْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِيْ بِهَا مِنْهُ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ فَقَالَ: «مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ؟» قَالَ: وَكَانَ شَارِبُهُ وَفَاء فَقَالَ لِيْ: «أُقُصُّهُ عَلَى سِوَاكٍ؟ أَوْ قُصَّهُ عَلَى سِوَاكٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪২৩৬-[৭৮] মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে) মেহমান হলাম। তিনি লোকটিকে বকরীর পাঁজরের গোশ্‌ত তৈরি করতে বললেন : তা ভুনা করা হলো। অতঃপর তিনি (ﷺ) ছুরি নিয়ে ঐ স্থান হতে গোশ্‌ত কেটে আমাদের দিতে লাগলেন। এমন সময় বিলাল (রাঃ) এসে তাঁকে সলাতের সংবাদ দিলেন। তিনি (বিরক্তির সাথে) ছুরিখানা ফেলে দিলেন এবং বললেন : তার কি হলো? তার দু'হাতে মাটি লাগুক। মুগীরাহ্ বলেন : তার গোঁফ বেশ লম্বা হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি আমাকে বললেন : আমি তোমার গোঁফ মিসওয়াকে রেখে কেটে দেব। অথবা বললেন : তা মিসওয়াকে রেখে কেটে নাও। (তিরমিযী)[১৬৭]

ব্যাখ্যা : (تَرِبَتْ يَدَاهُ) এ বাক্যটি 'আরবীগণ ভর্ৎসনা বা ভয়ের ক্ষেত্রে বলে থাকেন। এর অর্থ হলো, দারিদ্র্যতার দু'আ করা। এটা তারা বাস্তবায়িত হওয়ার ইচ্ছা ছাড়া সচরাচর বলে থাকে। যেন নাবী ﷺ এ বাক্য দ্বারা খাদ্যের প্রতি ব্যস্ত থাকায় সলাতের আযান হওয়াটা অপছন্দ করছিলেন। প্রকৃত অবস্থা হলো, সলাতের সময়টা প্রশস্ত ছিল। বিশেষ করে 'ইশার সলাতের সময়, নিশ্চয় তা বিলম্ব করে আদায় করা উত্তম।

শার্‌হুস্ সুন্নাহ্য় রয়েছে যে, নাবী ﷺ এ ব্যক্তির গোফ খুব লম্বা দেখতে পেলেন এবং তাকে মিসওয়াক ও ছুরি নিয়ে আসতে বললেন। অতঃপর মিসওয়াকটা গোঁফের নিচে রেখে ছুড়ি দিয়ে গোঁফের বর্ধিতাংশ কেটে দিলেন। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) এক্ষেত্রে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, গোঁফ সেভ না করে তা ছেটে ফেলা উত্তম। যাতে গোঁফের চিহ্ন প্রকাশিত থেকে যায়। কারো কারো মতে তা সেভ করাই উত্তম। তবে অধিকাংশ 'উলামার মতে গোঁফ সেভ না করে ছেটে ফেলাই উত্তম। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٣٧ -[٧٩] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتّٰى يَبْدَأُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَضَعُ يَدَهُ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي

---

[১৬৭] সহীহ : আবূ দাঊদ ১৮৮, শামায়িলে তিরমিযী ১৬৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৪৩২, মুসনাদে আহমাদ ১৮২১২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৮৪৮।

Scanned by CamScanner

الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهٰذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا». زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ وَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪২৩৭-[৭৯] হুযায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে কোন খাবার মাজলিসে উপস্থিত হতাম, তখন তিনি (ﷺ) শুরু করে তাতে হাত না রাখা পর্যন্ত আমরা আমাদের হাত রাখতাম না। একবার আমরা তাঁর সঙ্গে এক দা'ওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। সে সময় একটি মেয়ে এমনভাবে এলো যেন তাকে তাড়িয়ে আনা হয়েছে এবং সে খাদ্যের মধ্যে হাত রাখতে উদ্যত হলো। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর এক বেদুঈন এলো। তাকেও যেন কেউ তাড়িয়ে এনেছে। তিনি তার হাতও ধরে ফেললেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : নিশ্চয় শায়ত্বন তখনই খাবারকে হালাল মনে করে, যখন তাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয় না। তাই সে (প্রথমে) ঐ মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল, যেন তার দ্বারা (খাবারটি নিজের জন্য) হালাল করতে পারে। তাই আমি তার হাত ধরে ফেললাম। পরে সে ঐ বেদুঈনকে নিয়ে এলো (খাদ্যটি নিজের জন্য) হালাল করে নিতে। তাই আমি তার হাতও ধরে ফেললাম। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ঐ মেয়েটির হাতের সাথে শায়ত্বনের হাতটিও আমার মুঠোতে রয়েছে। অন্য আরেক রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত আছে, অতঃপর তিনি "*বিস্‌মিল্লা-হ*" পড়ে খাবার খেলেন।
(মুসলিম)[১৬৮]

ব্যাখ্যা : 'আলিমগণ বলেছেন যে, খাওয়ার সময় *বিস্‌মিল্লা-হ* আওয়াজ করে বলা মুস্তাহাব যাতে অন্যরা শুনতে পারে ও জানতে পারে। যদি কেউ খাওয়ার শুরুতে *বিসমিল্লা-হ* স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, অজ্ঞতাবশতঃ কিংবা অক্ষমতার কারণে পরিত্যাগ করে এবং খাওয়ার মাঝখানে যদি *বিসমিল্লা-হ* বলা সম্ভব হয় তাহলে "*বিসমিল্লা-হি আও্ওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহু*" বলা মুস্তাহাব। কেননা নাবী (ﷺ) বলেছেন : যখন কেউ খাওয়া শুরু করবে সে যেন *বিসমিল্লা-হ* বলে। যদি শুরুতে *বিসমিল্লা-হ* বলতে ভুলে যায় তবে সে যেন "*বিসমিল্লা-হি আও্ওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহু*" বলে।
(আবূ দাউদ, তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।)

এমনিভাবে খাওয়ার মতো পানি, দুধ, মধু, ঔষধ সেবন ও যাবতীয় পানীয় পান করার সময়ও *বিসমিল্লা-হ* বলতে হবে। (শার্‌হুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ২০১৭)

٤٢٣٨ ‐[٨٠] عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ غُلَامًا فَأَلْقَى بَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرًا فَأَكَلَ الْغُلَامُ فَأَكْثَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ شُؤْمٌ». وَأَمَرَ بِرَدِّهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

৪২৩৮-[৮০] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি গোলাম ক্রয় করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি তার সম্মুখে কিছু খেজুর ঢেলে দিলেন। সে অধিক পরিমাণে খেয়ে ফেলল। (এটা দেখে)

[১৬৮] সহীহ : সহীহ মুসলিম (২০১৭)-১০২, মুসনাদে আহমাদ ২৩২৪৯, শু'আবুল ঈমান ৫৮৩০।

Scanned by CamScanner

রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বেশি খাওয়া অশুভ (অকল্যাণকর)। অতএব গোলামকে ফেরত দিতে নির্দেশ দিলেন। (বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমান")[১৬৯]

ব্যাখ্যা : অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণকারী ব্যক্তি অকল্যাণজনক। এখানে شُؤْمٌ "শু'ম" হলো- কল্যাণের বিপরীত, অর্থাৎ নাবী ﷺ বলেছেন : ঈমানদার ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করে, এক পাকস্থলীতে এবং কাফির ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করে সাত পাকস্থলীতে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٣٩ -[٨١] وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيِّدُ إِدَامِكُمُ الْمِلْحُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৪২৩৯-[৮১] আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রধান তরকারী হলো লবণ। (ইবনু মাজাহ)[১৭০]

ব্যাখ্যা : লবণ তরকারীর মূল, এটা এ কারণে যে, রুটি কিংবা পাকানো খাদ্য লবণ ছাড়া স্বাদ হয় না। আর লবণ ছাড়া তরকারী প্রস্তুত করাটা অনর্থক ও নিস্প্রয়োজন। অতএব এ মহান নি'আমাতের উপরে নাবী ﷺ-এর সতর্কবাণী রয়েছে যে, অধিকাংশ মানুষ বড় নি'আমাতের বিষয়ে পূর্ণ অবগত হয়েও আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা থেকে উদাসীন রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٤٠ -[٨٢] قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِأَقْدَامِكُمْ».

৪২৪০-[৮২] উক্ত রাবী (আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন খাবার উপস্থিত করা হয়, তখন তোমরা জুতা খুলে নাও। কেননা তাতে প্রশান্তি রয়েছে।[১৭১]

ব্যাখ্যা : যখন তোমরা খাদ্য খাবে তখন জুতাদ্বয় খুলে রেখে খাদ্য খাবে, যা অধিক প্রশান্তিদায়ক। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٤١ -[٨٣] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِثَرِيدٍ أَمَرَتْ بِهِ فَغُطِّيَ حَتَّى تَذْهَبَ فَوْرَةُ دُخَانِهِ وَتَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هُوَ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ». رَوَاهُمَا الدَّارِمِيُّ

---

[১৬৯] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী ৫৬৬১, য'ঈফুল জামি' ১৯১১, আল জামি'উস্ সগীর ৪৭২১। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আবূ ইসহাক্ব আশ্ শায়বানী" নামে একজন য'ঈফ রাবী আছে। ইনি ইবরাহীম ইবনু হারাসাহ্ নামেও পরিচিত। তার কুন্‌ইয়াত বা উপনাম হলো 'আলী ইবনু জা'দ। ইনি একজন য'ঈফ রাবী। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৫৮১০।

[১৭০] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ৩৩১৫, শু'আবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী ৫৭২৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৮৫৪। এটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো এর সানাদে আছে "ঈসা ইবনু আবূ 'ঈসা আল বাদরী"। ইনি একজন য'ঈফ বর্ণনাকারী। দেখুন- আল মাক্বাসিদুল হাসানাহ্ ফীমা ইশতাহারা আলাল আলসিনাহ্ হাঃ ৫৭৫, য'ঈফুল 'জামি' ৩৩১৫, আল জামি'উস্ সগীর ৭০৫৮।

[১৭১] **খুবই য'ঈফ :** দারিমী ২০৮০, য'ঈফুল জামি' ৭১৯, আল জামি'উস্ সগীর ১৭৩২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩২০২। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো "মূসা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনু হারিস আত্ তায়মী আবূ মুহাম্মাদ আল মাদানী" নামক এক বর্ণনাকারী আছে সানাদে, সে সকলের সর্বসম্মতিক্রমে য'ঈফ। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৯৮০।

Scanned by CamScanner

৪২৪১-[৮৩] আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র হতে বর্ণিত। যখনই তাঁর নিকট সারীদ আনা হত, তখন তার ধোঁয়ার গরম বাষ্প নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি তা ঢেকে রাখতে আদেশ করতেন এবং তিনি বলতেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– এতে বিরাট বারাকাত রয়েছে।

(দারিমী হাদীস দু'টি বর্ণনা করেছেন)[১৭২]

ব্যাখ্যা : জামি'উস্ সগীরে সমার্থপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে, "তোমরা (পাতিলের মুখ ঢেকে দেয়ার মাধ্যমে) খাদ্য ঠাণ্ডা করো, কেননা গরম খাদ্যে কোন বারাকাত নেই।" (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٤٢ -[٨٤] وَعَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا تَقُولُ لَهُ الْقَصْعَةُ: أَعْتَقَكَ اللهُ مِنَ النَّارِ كَمَا أَعْتَقْتَنِي مِنَ الشَّيْطَانِ". رَوَاهُ رَزِينٌ

৪২৪২-[৮৪] নুবায়শাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন পাত্রে খায় এবং পরে তা চেটে নেয়, তখন পাত্রটি তাকে (লক্ষ্য করে) বলে, আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত রাখুন, যেমন তুমি আমাকে শায়ত্বন হতে মুক্ত রেখেছ। (রযীন)[১৭৩]

(١) بَابُ الضِّيَافَةِ

অধ্যায়-১ : অতিথি আপ্যায়ন প্রসঙ্গে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٢٤٣ -[١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ». وَفِي رِوَايَةٍ: بَدَلَ «الْجَارِ» وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪২৪৩-[১] আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে, নতুবা যেন চুপ থাকে।

---

[১৭২] সানাদ হাসান : দারিমী ২০৪৭, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ১৫৭৫।

[১৭৩] সহীহ : দারিমী ২০২৭, তাহক্বীক্ব হুসায়ন সুলায়ম আসাদ। হাদীসটি অন্য শব্দেও বর্ণিত হয়েছে, সেখানে আছে استغفرت له القصعة তবে এ শব্দে হাদীসটি য'ঈফ। দেখুন- তিরমিযী ১৮০৪, ইবনু মাজাহ ৩২৭১, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৫৪৭৮, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ- শু'আয়ব আরনাউত্ব : ২০৭৪৩।

Scanned by CamScanner

অপর এক বর্ণনায় "প্রতিবেশী"র স্থলে রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই আত্মীয়ের হাক্ব আদায় করে। (বুখারী ও মুসলিম)[১৭৪]

ব্যাখ্যা : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) "যে ব্যক্তি আল্লাহর ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূর্ণ ঈমান রাখবে। এখানে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনার কথা খাস বা নির্দিষ্টভাবে বলার কারণ হল- পরকালের প্রতি ইঙ্গিত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল যিনি সৃষ্টি করেছেন। আর ঈমান নিয়ে আসলো যে, তাকে তার 'আমালের প্রতিদান দেয়া হবে। সুতরাং সে অবশ্যই যেন উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি 'আমাল করে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬০১৮)

(فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ) "সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সম্মান করে" সফর থেকে আগমনকারী ব্যক্তি যিনি মুক্বীম (বাড়ীতে অবস্থানকারী) ব্যক্তির নিকট আগমন করেন তাকে মেহমান (الضيف) বলা হয়।

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৪৪)

মেহমানকে সম্মান করা হলো হাসি মুখে ও সুন্দর ভাষায় তার সাথে কথা বলা এবং প্রথম তিনদিন তাকে ভালো খাবার খেতে দেয়া, আর বাকী দিনগুলো স্বাভাবিক খাবার খেতে দেয়া। তিন দিনের পর সদাক্বাহ্ বলে গণ্য করা হবে। সে ইচ্ছা হলে ভালো খাওয়াতে পারে আর ভালো নাও খাওয়াতে পারে।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৬৭)

মেহমানকে সম্মান করার হুকুম ব্যক্তি ও অবস্থাভেদে ভিন্ন হতে পারে। কখনও ফার্‌যে কিফায়াহ্ কখনও ফার্‌যে 'আইন, কখনও মুস্তাহাব। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬০১৮)

(فَلَا يُؤْذِ جَارَهٗ) "তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়" এর অর্থ প্রতিবেশীকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা। যেমন, সে ধার চাইলে ধার দেয়া, সহযোগিতা চাইলে সহযোগিতা করা, অসুস্থ হলে সেবা করা, তার ভালো কিছু হলে তাকে অভিনন্দন জানানো, তার খারাপ কিছু হলে তাকে সান্ত্বনা দেয়া, সে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা। কোন কিছু কিনলে তাকে হাদিয়্যাহ্ স্বরূপ দেয়া ইত্যাদি।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬০১৮)

(فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) "যে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে, নতুবা যেন চুপ থাকে" এখানে প্রথম অংশ তথা "যে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে" এর দ্বারা খারাপ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশ তথা "যেন চুপ থাকে" এর দ্বারা ফাযীলাত অর্থাৎ মর্যাদার দ্বারা অলংকৃত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মোটকথা, যে ব্যক্তি ঈমান রাখে সে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি কল্যাণকর কথা বলার মাধ্যমে ও অকল্যাণকর কথা থেকে চুপ থাকার মাধ্যমে সহনুভূতি দেখাবে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬০১৮)

٤٢٤٤ - [٢] وَعَنْ أَبِىْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِىَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[১৭৪] সহীহ : বুখারী ৬১৩৫, ৬৪৩৮; মুসলিম (৪৮)-১৪, মুসনাদে আহমাদ ৬৬২১, তিরমিযী ১৯৬৭, ২৫০০; ইরওয়া ২৫২৫, আবূ দাউদ ৩৭৪৮, ৫১৫৪; ইবনু মাজাহ ৩৬৭৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৫১৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৭৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫০৬, দারিমী ২০৩৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৩৭৭৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭১০৬।

Scanned by CamScanner

৪২৪৪-[২] আবূ শুরয়হ আল কা'বী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। অতিথির জন্য উত্তম খানা-পিনার ব্যবস্থা করা চাই এক দিন ও এক রাত। আর মেহমানদারী হলো তিন দিন। এটার পর যা করবে তা হবে সদাক্বাহ্। মেহমানের জন্য জায়িয নয় এত সময় মেজবানের গৃহে অবস্থান করা যাতে তার কষ্ট হয়।

(বুখারী ও মুসলিম)[১৭৫]

ব্যাখ্যা : (جَائِزَتُهٗ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) এর ব্যাখ্যায় সুহায়লী বলেন : অর্থাৎ সে তার মেহমানকে এক দিন ও এক রাত ভালো খাবার খাওয়াবে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৩৫)

(وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ) ইবনু বাত্ত্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ প্রসঙ্গে মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, একদিন একরাত তাকে সম্মান করবে ও উপহার দিবে। আর তিনদিন মেহমানদারী করবে।

ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তিনদিন কী প্রথমদিন বাদে না প্রথমদিন সহ? এ নিয়ে মতভেদ আছে। আবূ 'উবায়দ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, প্রথমদিন তার প্রতি সদ্ব্যবহার করা জরুরী। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন তাদের স্বাভাবিক খাবার তাকেও খেতে দিবে, বেশি কিছু জোগার করবে না। অতঃপর তাকে একদিন ও রাতের দূরত্বের খাবার দিয়ে দিবে একে বলে "الجيزة" (আল জীযাহ্)।

খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর অর্থ হলো যখন কোন মেহমান আসে তখন তাকে একদিন একরাত ভালো খেতে দিবে ও উত্তম আচরণ করবে, আর বাকী দু'দিন তাকে স্বাভাবিক খাবার খেতে দিবে। যখন তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেল তখন তাকে যাই খাওয়াবে তা সদাক্বাহ্ হবে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৩৫)

(حَتّٰى يُحْرِجَهٗ) "যাতে তার কষ্ট হয়" যাতে সে সংকীর্ণতায় পড়ে যায়।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মুসলিম-এর এক বর্ণনায় «حَتّٰى يؤثمه» "যাতে সে পাপে লিপ্ত হয়", কারণ সে অনেক দিন থাকার কারণে তাঁর গীবাত করে বসবে, অথবা সে এমন আচরণ করবে যাতে মেহমান কষ্ট পাবে। অথবা মেহমান সম্পর্কে তার খারাপ ধারণা হবে। তবে যদি মেহমান তার মেজবানের (বাড়ীর মালিকের) অনুমতি নিয়ে থাকে অথবা তার ইচ্ছা সে বুঝতে পারে তবে কোন সমস্যা নেই।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৩৫)

٤٢٤٥ -[٣] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يُقْرُونَنَا فَمَا تَرٰى؟ فَقَالَ لَنَا: «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِيْ لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِىْ يَنْبَغِيْ لَهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪২৪৫-[৩] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম : আপনি আমাদেরকে কোথাও পাঠালে আমরা যদি এমন এক জনপদে গিয়ে পৌঁছি, যারা আমাদের মেহমানদারী করছে না। এমতাবস্থায় (আমাদের করণীয় সম্পর্কে) আপনার অভিমত কী? তখন তিনি (ﷺ)

---

[১৭৫] **সহীহ :** বুখারী ৬১৩৫, মুসলিম (৪৮)-১৪, তিরমিযী ১৯৬৮, আবূ দাউদ ৩৭৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৬৭৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৮৭, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৪৩৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১২৫৭, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ২৯৭।

Scanned by CamScanner

আমাদেরকে বললেন : যদি তোমরা কোন জনপদে অবতরণ করো, আর যদি তারা তা না করে, তবে তাদের নিকট হতে তাদের কর্তব্য পরিমাণ মেহমানের হাক্ব আদায় করে নেবে। (বুখারী ও মুসলিম)[১৭৬]

ব্যাখ্যা : জামহূর বিদ্বানগণ বিভিন্নভাবে হাদীসটির ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমতঃ এখানে নিরুপায়দেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তাদেরকে মেহমানদারী করা ওয়াজিব। যখন তারা মেহমনদারী না করবে তখন তারা তাদের প্রয়োজনমত বাধাদানকারীদের সম্পদ থেকে গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয়তঃ এখানে উদ্দেশ্য হলো তারা জিহ্বা দিয়ে, তাদের (মেজবানের) সম্মান-মর্যাদা নিয়ে নিবে। মানুষের কাছে তাদের দোষ-ত্রুটি, তাদের কৃপণতার কথা বলে দিবে, তাদেরকে তিরস্কার করবে এবং তাদেরকে (মেজবানকে) নিন্দা করবে।

তৃতীয়তঃ এ বিধান ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। তখন মেহমানদারী ওয়াজিব ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলামের সম্প্রসারণের পর তা রহিত হয়ে গেছে। ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) এ রকম বর্ণনা করেছেন। এ মতটি দুর্বল অথবা বাত্বিল। কেননা এ মতের দাবীদার কে তা জানা যায় না।

চতুর্থতঃ আলোচ্য হাদীসের বিধান ঐ সকল জিম্মিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যারা মুসলিমদের মেহমানদারী করার চুক্তিতে আবদ্ধ। আর মুসলিমরাও সেই জনপদে যাওয়ার পর ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়েছে। এ মতটিও দুর্বল। এ রকম ঘটনা 'উমার (রাঃ)-এর সময়েই ঘটেছিল।

(শারহুন্ নাবাবী ১২ম খণ্ড, হাঃ ১৭২৭)

٤٢٤٦ -[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هٰذِهِ السَّاعَةَ؟» قَالَا: الْجُوعُ قَالَ: «وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا قُومُوا» فَقَامُوا مَعَهٗ فَأَتٰى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهٖ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْنَ فُلَانٌ؟» قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هٰذِهٖ وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهٗ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ» فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذٰلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتّٰى أَصَابَكُمْ هٰذَا النَّعِيمُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي مَسْعُودٍ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي «بَابِ الْوَلِيمَةِ».

---

[১৭৬] সহীহ : বুখারী ৬১৩৭, মুসলিম (১৭২৭)-১৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৮৮, আবূ দাউদ ৩৭৫২, ইবনু মাজাহ ৩৬৭৬, ইরওয়া ২৫২৪, সহীহুল জামি' ১৪৪১, আল জামি'উস্ সগীর ২৩২১, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৯৬২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪১৮৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯১৬২।

Scanned by CamScanner

৪২৪৬-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন একদিন বা রাতের বেলায় রসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়েই আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাঃ)-কে দেখতে পেলেন। তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন : কোন জিনিস তোমাদের উভয়কে এ মুহূর্তে ঘর হতে বের হতে বাধ্য করেছে? তারা উভয়ে বললেন : ক্ষুধার তাড়না। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : সে মহান সত্তার ক্বসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যে জিনিস তোমাদের দু'জনকে বের করেছে, আমাকেও সে জিনিস বের করেছে। আচ্ছা! চলো। অতঃপর তাঁরা রসূল ﷺ-এর সঙ্গে চললেন এবং জনৈক আনসারীর বাড়িতে আসলেন। তখন তিনি ঘরে ছিলেন না। যখনই আনসারীর স্ত্রী রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাঁকে খোশ আমদেদ জানালেন। তিনি (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক (অর্থাৎ- তোমার স্বামী) কোথায়? তিনি বললেন : তিনি আমাদের জন্য মিষ্টি পানি আনতে গিয়েছেন। ঠিক এমন সময় আনসারী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে দেখে বললেন : আলহাম্‌দুলিল্লাহ! আজকের দিন আমার মতো সম্মানিত মেহমানের সৌভাগ্য লাভকারী আর কেউই নেই। বর্ণনাকারী (রাবী) বলেন, এ কথা বলেই তিনি বাগানে চলে গেলেন এবং মেহমানদের জন্য এমন একটি খেজুরের ছড়া নিয়ে আসলেন, যার মধ্যে পাকা, শুকনা ও কাঁচা হরেক রকমের খেজুর ছিল। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন : অনুগ্রহ করে আপনারা এটা হতে খেতে থাকুন এবং তিনি একখানা ছুরি হাতে নিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন : সাবধান! দুধওয়ালা বকরী যাবাহ করবে না। অবশেষে তিনি তাদের জন্য একটি বকরী যাবাহ করলেন। তাঁরা বকরীর গোশ্‌ত ও খেজুরের ছড়া হতে খেলেন এবং পানি পান করলেন। যখন তাঁরা খাদ্য ও পানীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত হলেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন : সে মহান সত্তার ক্বসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ক্বিয়ামাতের দিন নিশ্চয় তোমরা এ সমস্ত নি'আমাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে নিজ নিজ ঘর হতে বের করেছিল, অতঃপর গৃহে ফিরে যাওয়ার পূর্বেই তোমরা এ সমস্ত নি'আমাত লাভ করলে। (মুসলিম;[১৭৭] আবূ মাস্‌'উদ (রাঃ)-এর হাদীস كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ওয়ালীমাহ্'র অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।)

ব্যাখ্যা : (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي) এখানে অনেক শিক্ষা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি শিক্ষা : প্রকাশ্য কোন নি'আমাত অর্জিত হলে মহান আল্লাহর প্রশংসা করা মুস্তাহাব।

আরেকটি শিক্ষা হলো সুসংবাদ প্রকাশ করা মুস্তাহাব, মেহমান আসার ফলে তার সামনে খুশি হওয়া ও মহান আল্লাহর প্রশংসা করাও মুস্তাহাব। মেহমানের ফিতনার ব্যাপারে ভয় না থাকলে তার সামনেই প্রশংসা করা যায়। আর ভয় থাকলে সামনে প্রশংসা করা যাবে না।

আরো একটি শিক্ষা হলো হাদীসে আনসারী সহাবী (রাঃ)-এর মর্যাদা, তার ভাষার প্রতি দক্ষতা ও তার বিরাট পরিচিতি পাওয়া যায়, কারণ সে অল্প কথায় অনেক কিছু সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

(শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ২০৩৮)

(فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هٰذِهٖ) এখানে عِذْقٍ শব্দের অর্থ খেজুরের কাঁদি (থোকা)। খেজুরের কাঁদি আনার কারণ হলো মেহমানরা যেন ইচ্ছামত খেতে পারে।

এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হলো : মেহমানকে রুটি, গোশত ইত্যাদি খাবারের পূর্বে ফল খেতে দেয়া মুস্তাহাব। মেহমানের জন্য সহজ জিনিস দিয়ে শুরু করা মুস্তাহাব। এরপর তার জন্য যে খাবার তৈরি করা

---

[১৭৭] সহীহ : মুসলিম (২০৩৮)-১৪০, তিরমিযী ২৩৬৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৯০৭, ইবনু মাজাহ ৩১৮০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৯৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬১৮১।

Scanned by CamScanner

হয়েছে তা দিয়ে তাকে সম্মান করা। বিশেষ করে যখন বুঝবে এখন তার খাওয়ার দরকার তখন খাবার উপস্থাপন করবে। প্রয়োজনের কারণে সে কখনও খুব তাড়াহুড়া করে, আবার কখনও দ্রুত ফিরে যওয়ার কারণে তার জন্য যা তৈরি করা হচ্ছে তার জন্য অপেক্ষা করা কঠিন হয়। সালাফদের একটি দল মেহমানকে কষ্ট দেয়াকে অপছন্দ করেছেন। আর তা হলো এভাবে যে, বাহ্যিকভাবে বাড়ীর মালিকের যে কষ্ট হয়, কারণ সেটা মেহমানের প্রতি পূর্ণ আনন্দ ও ইখলাস থেকে বাধা দেয়। আবার কখনও সে এমন কিছু প্রকাশ করে যা মেহমানকে কষ্ট দেয়। সে এমন কিছু উপস্থিত করে যাতে মেহমান তার অবস্থা বুঝতে পারে যে, সে তার জন্য কষ্টে পড়ছে। সে তাকে ব্যস্ততায় ফেলেছে সে জন্য তার সাথে সে সহানুভূতি দেখাতে পারছে না। আর এ সকল কাজই নাবী ﷺ-এর এ কথার বিরোধী তা হলো :

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ» কেননা তার সাথে পূর্ণ সম্মান দেখানো হচ্ছে না, তার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করা হচ্ছে না। পক্ষান্তরে আনসার সহাবী সে তার ছাগল যাবাহ করে দিল। এতে তার কোন কষ্ট হয়নি। বরং সে সব ছাগল যাবাহ করতে পারলে এমনকি তার সব মাল রসূল ﷺ-এর ও তাঁর দুই সঙ্গীর (রাঃ)-এর জন্য খরচ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করত।

(শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ২০৩৮)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٢٤٧ -[٥] عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ ضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهٗ حَتّٰى يَأْخُذَ لَهٗ بِقِرَاهُ مِنْ مَالِهٖ وَزَرْعِهٖ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ: «وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يُقْرُوهُ كَانَ لَهٗ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ».

৪২৪৭-[৫] মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, কোন মুসলিম কোন ক্বওমের মেহমান হয়, আর সেই মেহমানের ভোর বঞ্চিত অবস্থায় হয়, তখন প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হয়ে যায় তার সাহায্য করা। যাতে সে মেজবান ব্যক্তির মাল-সম্পদ হতে আতিথ্য পরিমাণ উসুল করে নিতে পারে। (দারিমী ও আবূ দাউদ)[১৭৮]

আবূ দাউদ-এর অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, সে আতিথ্য পরিমাণ তাদের সম্পদ হতে নিতে পারবে।

ব্যাখ্যা : (مِنْ زَرْعِهٖ وَمَالِهٖ) ইমাম হাফিয খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা হতে পারে ঐ নিরুপায় ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে খাওয়ার জন্য কোন কিছু পায় না। আর ক্ষুধার কারণে নিজের জীবন ধ্বংসের ভয় করে, সে ক্ষেত্রে সে নিয়ে নিবে। সে আতিথ্য পরিমাণ নিয়ে নিলে তার কারণীয় কী সে বিষয়ে লোকেদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, সে (মেজবানকে) তার মূল্য পরিশোধ করে দিবে। এটি শাফি'ঈ মতাবলম্বীদের মত।

---

[১৭৮] সানাদ হাসান্ : দারিমী ২০৩৭ তাহক্বীক্ব হুসায়ন সুলায়ম আসাদ, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৮৩৫, আবূ দাউদ ৩৮০৪, (أَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يُقْرُوهُ كَانَ لَهٗ أَن) এই অংশটুকু আবূ দাউদ-এর। শায়খ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ ইবনু মাজাহ ১২।

Scanned by CamScanner

অন্যরা বলেন, মূল্য পরিশোধ করা তার জন্য জরুরী নয়। হাদীস বিশারদগণের একদল এ কথার দিকে গিয়েছেন। তাদের দলীল হল- আবূ বাক্‌র (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য এক রাখালকে দিয়ে দুধ দোহন করে নিয়ে আসেন, সে সময় ছাগলের আসল মালিক সেখানে উপস্থিত ছিল না। রসূল (ﷺ) সে দুধ পান করেছিলেন। আর এ ঘটনা ঘটেছিল মাক্কাহ্ থেকে মাদীনায় হিজরতের সময়। তারা আরো একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি বাগানে প্রবেশ করে, সে যেন সেখান থেকে খায় তবে পোটলা করে না নিয়ে যায়। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৪৭)

٤٢٤٨ -[٦] وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يُقْرِنِي وَلَمْ يُضِفْنِي ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذٰلِكَ أَأَقْرِيهِ أَمْ أَجْزِيهِ؟ قَالَ: «بَلْ أَقْرِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪২৪৮-[৬] আবুল আহওয়াস আল জুশামী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? আমি যদি কোন ব্যক্তির কাছে গিয়ে উঠি এবং সে আমার আতিথ্য করল না ও মেহমানদারী করল না। অতঃপর সে কোন সময় আমার কাছে উঠল, তখন কি আমি তার মেহমানদারী করব, নাকি প্রতিশোধ গ্রহণ করব? তিনি (ﷺ) বললেন : স্বয়ং তুমি তার মেহমানদারি করো। (তিরমিযী)[১৭৯]

ব্যাখ্যা : (أَقْرِهِ) "তুমি তার মেহমানদারী কর" এখানে এমন মেহমানদারীর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে যা, উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। আর এখানে আরেকটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো খারাপের বিনিময় ভালো দিয়ে দেয়া যেটা মহান আল্লাহর বাণী ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ "মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা"।
(সূরাহ্ ফুস্সিলাত ৪১ : ৩৪)

«فَلْيُرَ عَلَيْكَ» তোমার ওপর যেন তা দেখা যায়, অর্থাৎ- তুমি ভালো কাপড় পরবে যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, তুমি একজন অভাবমুক্ত লোক, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বিভিন্ন নি'আমাত দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন। "শারহুস্ সুন্নাহ্"-এর লেখক বলেন, তবে এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করবে না।
(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০০৬; মিরকাতুল মাফাতীহ)

٤٢٤٩ -[٧] وَعَنْ أَنَسٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ عَلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ» فَقَالَ سَعْدٌ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَلَمْ يُسْمِعِ النَّبِيَّ ﷺ حَتّٰى سَلَّمَ ثَلَاثًا وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلَاثًا وَلَمْ يُسْمِعْهُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيمَةً إِلَّا هِيَ بِأُذُنِي: وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أُسْمِعْكَ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ دَخَلُوا الْبَيْتَ فَقَرَّبَ لَهُ زَبِيبًا فَأَكَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»

---

[১৭৯] সহীহ : তিরমিযী ২০০৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৩২০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০২০২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৫৯৪৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৪১০, মুসনাদে আহমাদ ১৫৮৮৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ২০৫১৩।

Scanned by CamScanner

৪২৪৯-[৭] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু অথবা অন্য কেউ বর্ণনা করেন। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট (গৃহে প্রবেশের) অনুমতি চেয়ে "*আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্ল-হ*" বললেন। উত্তরে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু "*ওয়া 'আলাইকুমুস্ সালা-মু ওয়া রহমাতুল্ল-হ*" বললেন। কিন্তু (আস্তে জবাব দিয়ে) নাবী ﷺ-কে শুনালেন না। এমনকি নাবী ﷺ তিনবার সালাম করলেন এবং সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও তিনবার জবাব দিলেন। কিন্তু (একবারও) তাঁকে সালামের জবাব শুনালেন না, ফলে (সালামের জবাব না পাওয়ায়) নাবী ﷺ প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পশ্চাতে ছুটে এসে বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, আপনি যতবারই সালাম করেছেন, আমার উভয় কান তা শুনেছে, আর আমি তার জবাবও সাথে সাথে দিয়েছি; কিন্তু আমি (স্বেচ্ছায়) তা আপনাকে শুনাইনি আমার ইচ্ছা ছিল। আপনার সালাম ও বারাকাত (-এর দু'আ) বেশি বেশি লাভ করার। অতঃপর সকলেই গৃহে প্রবেশ করলেন এবং সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সম্মুখে কিশমিশ পেশ করলেন। আল্লাহর নাবী ﷺ তা খেলেন। খাওয়া শেষ করে তিনি (ﷺ) বললেন : তোমাদের খাদ্য হতে নেক্‌কার লোকেরা আহার করুক, মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) তোমাদের জন্য ইস্তিগফার করুক এবং সায়িম (রোযাদারগণ) তোমাদের কাছে ইফত্বার করুক।

(শারহুস্ সুন্নাহ্)[১৮০]

ব্যাখ্যা : (أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَرَكَةِ) "আপনার সালাম ও বারাকাত বেশি বেশি লাভ করার ইচ্ছা করেছি" অর্থাৎ আপনার সালাম ও আপনার কথা। বলা হয়ে থাকে, নাবী ﷺ সালাম দেয়ার পর "*ওয়া বারাকা-তুহ*"-ও মিলাতেন। এখান থেকে তাই স্পষ্ট হয়।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ)বলেন : এখানে শিক্ষণীয় দিক হলো, এ রকম (বারাকাতের) উদ্দেশ্য থাকলে সালামের উত্তর না শুনিয়ে বলাও মুস্তাহাব। তবে এ কথায়ও প্রশ্ন থেকে যায়। তা হলো, সালামের জবাব না শুনিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ওয়াজিব আদায় হয় না। এর জওয়াব এই যে, হয়ত বা সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছু নিয়েছিলেন তখন তার সালামের জওয়াব দিয়েছিলেন শুনিয়ে।

(أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ) "তোমাদের খাদ্য হতে নেককার লোকেরা আহার করেছে"।

মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটি হতে পারে নাবী ﷺ-এর দু'আ। আবার হতে পারে সংবাদ। আর আবরার এই গুণাবলীটি নাবী ﷺ-এর সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। কারণ তিনিই তো সর্বোত্তম নেককার (আবার্‌রুল আবরার)।

নাবী ﷺ ছাড়া অন্য কেউ এটা বললে সেটি হবে দু'আ। কারণ, কেউ নিজেকে সৎলোক বলে পরিচয় করালে তা জায়িয হবে না। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখনিঃসৃত বাণী- আবরার (নেকলোকগণ) দ্বারা সম্ভবত সম্মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজের শানে ব্যবহার করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন : ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾

"নিশ্চয় ইব্‌রাহীম একাই এক উম্মাত ছিল"– (সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ১২০)।

এখানে ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর শানে যেমন বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে তেমনি রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের শানে আবরার বহুবচন ব্যবহার করেছেন। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এরূপ সম্ভাবনা আছে।

---

[১৮০] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৩২০, আস্ সুনানুন কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০৬৯, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহামাদ ১২৪২৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ১৯৪২৫।

Scanned by CamScanner

(وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ) "সিয়াম পালনকারীগণ তোমাদের নিকট ইফত্বার করুক"।

এখান থেকে বুঝা যায়, এটি শুধুই দু'আ, কারণ রসূল ﷺ যখন কোন সম্প্রদায়ের নিকট ইফত্বার করতেন তখন তাদের জন্য দু'আ করতেন। এটাও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাবী ﷺ কারো বাড়ীতে ইফত্বার করে তাদের জন্য এ দু'আটি করতেন। মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٥٠ - [٨] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِيْ آخِيَّتِهٖ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلٰى آخِيَّتِهٖ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ وَأَوْلُوا مَعْرُوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ» وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «الْحِلْيَةِ»

৪২৫০-[৮] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমানের দৃষ্টান্ত হলো খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়ার ন্যায়। তা চক্কর কাটতে থাকে। অবশেষে খুঁটির দিকে ফিরে আসে। অনুরূপভাবে কোন মু'মিন (কখনো কখনো) ভুল-ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়, আবার ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতএব তোমাদের খানা-খাদ্য (খাদ্যবস্তু) পরহেজগার লোকেদেরকে খাওয়াও এবং তোমাদের দান-খয়রাত ঈমানদারদেরকে প্রদান করো। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান এবং আবূ নু'আয়ম হিলয়াহ্ গ্রন্থে)[১৮১]

ব্যাখ্যা : (ثُمَّ يَرْجِعُ إِلٰى آخِيَّتِهٖ) "অবশেষে উক্ত খুঁটির দিকে ফিরে আসে" অর্থাৎ খুঁটিতে বাঁধা জানোয়ার যেমন দড়ির পরিধির মধ্যে ঘুরতে থাকে, অবশেষে খুঁটির গোড়ায় ফিওে আসে, তেমনি কোন ঈমানদার ব্যক্তি যদিও গুনাহে লিপ্ত হয়, পরে অনুশোচনা জাগ্রত হলে তাওবাহ্ করে ইমানের দিকে ফিরে আসে এবং 'ইবাদাতের যা কিছু হারিয়েছে তা পূরণ কর নেয়।

(أَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ) "তোমাদের খাদ্য পরহেজগার লোকেদের খাওয়াও" এখানে পরহেজগার লোকেদেরকে খাস বা নির্দিষ্ট করার কারণ হলো খাদ্য শরীরের অংশ হয়ে শরীরকে শক্তিশালী করে ফলে 'ইবাদাতে মনোযোগী হয়ে সে (পরহেজগার ব্যক্তি) তোমার জন্য দু'আ করবে। আর তোমার ব্যাপারে তার দু'আ ক্বুবূল করা হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٥١ - [٩] عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يُقَالُ لَهَا: الْغَرَّاءُ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحٰى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا فَالْتَفُّوا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا هٰذِهِ الْجِلْسَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِيْ عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا عَنِيدًا» ثُمَّ قَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[১৮১] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ১০৯৬৪, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/১৭৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৮৩১, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১১৫৪৩।

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আবূ সুলায়মান"। ইনি একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী (মাজহূল)। আরো একজন বর্ণনাকারী হলেন, "আবদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ" ইনি একজন য'ঈফ রাবী। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৬৬৩৭।

Scanned by CamScanner

৪২৫১-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্র রাঃ হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর একটি পাত্র ছিল, যা চারজন লোক উঠাত। ওটা গর্‌রা নামে অভিহিত ছিল। যখন চাশ্‌তের সময় হলো এবং (সহাবায়ে কিরাম) চাশতের সলাত আদায় করলেন, তখন পাত্রটি আনা হলো এবং তাতে সারীদ প্রস্তুত করা হল। সহাবীগণ সমবেতভাবে তার চতুষ্পার্শ্বে খেতে বসেন। লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে রসূলুল্লাহ ﷺ পা গুটিয়ে বসলেন। এক বেদুঈন বলে উঠল, এটা কেমন ধরনের বসা? জবাবে নাবী ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিনয়ী দাস বানিয়েছেন, তিনি আমাকে অহংকারী, নাফরমান বানাননি। অতঃপর লোকেদেরকে বললেন : তোমরা প্রত্যেকে ওর পার্শ্ব হতে খাও, মধ্যস্থল ছেড়ে রাখ। কেননা সেখানে বারাকাত প্রদত্ত হয়। (আবূ দাউদ)[১৮২]

ব্যাখ্যা : (جَثَا رَسُولُ اللهِ ﷺ) অর্থাৎ জায়গা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ তার সহাবীদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করার মানসে তাঁর পা গুটিয়ে নিলেন। কুমূস অভিধানে বলা হয়েছে, جَثَا 'জাসা-' অর্থ তিনি তার দু' হাঁটুর উপর ভর করে বসলেন।

(جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا) "আল্লাহ আমাকে বিনয়ী দাস বানিয়েছেন" অর্থাৎ, এ রকম বসা বিনয়ের বসচেয়ে নিকটতম। আর আমি একজন দাস। দাসের জন্য বিনয়ী হওয়াটাই শোভনীয়। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা বিনয়ী বসা এতে কোন নীচুতা নেই। এ কারণেই তিনি দাসের গুণ বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন, কারীম তথা বিনয়ী। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৬৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٥٢ -[١٠] وَعَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ: «فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪২৫২-[১০] ওয়াহশী ইবনু হার্‌ব রাঃ তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! আমরা খানা-পিনা করি বটে, কিন্তু আমরা পরিতৃপ্ত হই না। তিনি (ﷺ) বললেন : সম্ভবতঃ তোমরা পৃথক পৃথকভাবে খাবার খাও। তাঁরা বললেন : জ্বী হ্যাঁ! অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন : তোমরা সমবেতভাবে খাবার খাবে এবং আল্লাহর নাম নেবে। এতে তোমাদের খাবারের মধ্যে বারাকাত আসবে। (তিরমিযী)[১৮৩]

ব্যাখ্যা : (وَلَا نَشْبَعُ) "আমরা পরিতৃপ্ত হই না" অর্থাৎ আমরা চাই অল্পে তুষ্ট হতে এবং আনুগত্যের জন্য শক্তি লাভ করতে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(تَفْتَرِقُونَ) "তোমরা পৃথক পৃথক খাবার খাও" অর্থাৎ তোমাদের পরিবারের প্রতি সদস্য পৃথক পৃথক হয়ে খাবার খাও। একত্রে বসে খাবার খাও না। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৬০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

অত্র হাদীস এবং আরো কিছু হাদীস আছে যেগুলো থেকে একত্রে বসে এক প্লেটে খাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে আলাদা হয়ে বসে খাওয়ারও প্রমাণ আছে।

---

[১৮২] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৭৭৩, সহীহ ইবনু মাজাহ ৩২৬৩, সহীহুল জামি' ৪৫০৪, শু'আবুল ঈমান ৫৮৪৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০৪৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১২২, ইরওয়া ৭/২৭ পৃঃ।

[১৮৩] হাসান : আবূ দাউদ ৩৭৬৪, ইবনু মাজাহ ৩২৮৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬৬৪, সহীহ ইবনু হিব্বান- তাহক্বীক্ব আরনাউত্ব : ৫২২৪, শু'আবুল ঈমান ৫৮৩৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১২৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৬৫৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৮২৪।

Scanned by CamScanner

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿...لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا...﴾ "...তোমরা এক সাথে খাও বা পৃথক পৃথক খাও তাতে কোন সমস্যা নেই... ।" (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৬১)

এক সাথে খাওয়া উত্তম তবে আলাদা হয়ে খেলেও তাতে গুনাহ হবে না। আমাদের দেশে কতিপয় মাদ্‌রাসার পরিচালক আছেন যারা সকলকে একত্রে, এক থালায় কয়েকজনকে খেতে বাধ্য করেন। জানি না তারা বাসায়ও নিজের পরিবারের সাথে এক থালায় খাবার খান কিনা। আল্লাহ সবাইকে সঠিক বোঝার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন। [সম্পাদক]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٢٥٣ -[١١] عَنْ أَبِي عَسِيبٍ. قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلًا فَمَرَّ بِي فَدَعَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَانْطَلَقَ حَتّٰى دَخَلَ حَائِطًا لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ: «أَطْعِمْنَا بُسْرًا» فَجَاءَ بِعِذْقٍ فَوَضَعَهُ فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَشَرِبَ فَقَالَ: «لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ فَضَرَبَ فِيهِ الْأَرْضَ حَتّٰى تَنَاثَرَ الْبُسْرُ قِبَلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَمَسْؤُولُونَ عَنْ هٰذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ خِرْقَةٍ لَفَّ بِهَا الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ أَوْ كِسْرَةٍ سَدَّ بِهَا جَوْعَتَهُ أَوْ حُجْرٍ يتدخَّلُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ». مُرْسَلًا

৪২৫৩-[১১] আবূ 'আসীব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক রাতে রসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এসে আমাকে ডাকলেন। আমি বের হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর নিকট আসলাম। অতঃপর তিনি (ﷺ) আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট গমন করলেন, তাঁকেও ডাকলেন এবং তিনি বের হয়ে আসলেন। পরে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট গমন করলেন এবং তাঁকেও ডাকলেন। তিনিও বের হয়ে আসলেন। এবার তিনি (ﷺ) (সবাইকে সঙ্গে নিয়ে) চললেন। অবশেষে জনৈক আনসারীর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং বাগানের মালিককে বললেন, আমাদেরকে তাজা পাকা খেজুর খাওয়াও। অমনি সে খেজুরের একটি ছড়া এনে রাখল। আর রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীরা তা খেলেন। অতঃপর তিনি ঠাণ্ডা পানি চেয়ে আনালেন এবং পান করলেন। এরপর তিনি (ﷺ) বললেন : নিশ্চয় ক্বিয়ামাতের দিন এ সমস্ত নি'আমাত সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন : (এ কথা শুনে) 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু খেজুরের ছড়াটি নিয়ে জমিনের উপর আঘাত করলেন, এতে খেজুরগুলো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে বিক্ষিপ্তভাবে ছিটিয়ে পড়ল, অতঃপর বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি ক্বিয়ামাতের দিন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব? তিনি (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ, তিনটি বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। যথা- ১. কাপড়ের সে টুকরাটি যার দ্বারা মানুষ তার লজ্জাস্থান আবৃত করে,

Scanned by CamScanner

২. অথবা রুটির সে খণ্ডটি যার দ্বারা সে তার ক্ষুধা নিবারণ করে, ৩. এবং ঐ ছোট্ট ঘরখানা যাতে অবস্থান করে গ্রীষ্ম ও শীত হতে আত্মরক্ষা করে। (আহমাদ ও বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান, মুরসাল সূত্রে)[১৮৪]

ব্যাখ্যা : «لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» "নিশ্চয় ক্বিয়ামাতের দিন এ সমস্ত নি'আমাত সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে"-এর মধ্যে সাধারণের প্রতি সম্বোধনের দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহর নাবী রসূলগণ এ সম্পর্কে জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম হলো অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। এগুলো ছাড়া একজন মানুষ স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে পারে না। তাই ইসলামী শারী'আত এগুলোকে মূল্যায়ন করেছে এবং এগুলোর কারণে কাউকে জবাবদিহির সম্মুখীন করা হবে না বলে উল্লেখিত হাদীসটি প্রমাণ বহন করে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ও অপচয় থেকে বিরত থাকা জরুরী। [সম্পাদক]

٤٢٥٤ -[١٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتّٰى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهٗ وَإِنْ شَبِعَ حَتّٰى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ فَإِنَّ ذٰلِكَ يُخْجِلُ جَلِيسَهٗ فَيَقْبِضُ يَدَهٗ وَعَسٰى أَنْ يَكُونَ لَهٗ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

৪২৫৪-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যখন দস্তরখান বিছানো হয়, তখন তা তুলে নেয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই যেন বসার স্থান হতে উঠে না যায়। আর লোকজনের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে যেন নিজ হাতকে গুটিয়ে না নেয়, যদিও সে পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে। আর যেন কোন ওজর পেশ করে (উঠে) যায়। কেননা এটা সঙ্গীকে লজ্জিত করবে, ফলে সেও নিজের হাতখানা গুটিয়ে ফেলবে। অথচ তার আরো খাওয়ার প্রয়োজন থাকতে পারে।

(ইবনু মাজাহ ও বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমান")[১৮৫]

ব্যাখ্যা : (وَعَسٰى أَنْ يَكُونَ لَهٗ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ) "অথচ তার আরো খাওয়ার প্রয়োজন থাকতে পারে"। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কোন ওজর না দেখিয়ে খাওয়া হতে বিরত থাকলে তার সঙ্গীর লজ্জাবোধ হবে। আর কোন ওজর দেখিয়ে খাওয়া হতে বিরত থাকলে তখন আর সঙ্গীর লজ্জাবোধ হবে না।

ইমাম আবূ হামিদ গাযালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যদি খাদ্যের পরিমাণ কম হয়, তখন খাওয়ার শুরুতে নিজে কিছু সময় খাওয়া হতে বিরত থাকবে, যেন তার সঙ্গী এ সময়ের মধ্যে কিছু খাদ্য গ্রহণ করে নিতে পারে। আর যদি কোন কারণে খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হয় তবে সঙ্গীদের নিকট ওযর পেশ করতে হবে যাতে তারা লজ্জাবোধ না করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٥٥ -[١٣] وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرَهُمْ أَكْلًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» مُرْسَلًا

---

[১৮৪] হাসান : মুসনাদে আহমাদ ২০৭৬৮, শু'আবুল ঈমান ৪৬০১, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/২৮ পৃঃ, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২২১।

[১৮৫] য'ঈফ জিদ্দান (খুবই দুর্বল) : শু'আবুল ঈমান ৫৮৬৪, ইবনু মাজাহ ৩২৯৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/৭৪, য'ঈফুল জামি' ১৭৩৪।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আবদুল আ'লা ইবনু আ'ইয়ান" নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন, যিনি য'ঈফ। সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১/৪১১, ২৩৮ নং।

Scanned by CamScanner

৪২৫৫-[১৩] জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন লোকজনের সঙ্গে খেতে বসতেন, তখন সকলের শেষে খাওয়া হলে অবসর হতেন। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান, মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন)[১৮৬]

ব্যাখ্যা : (كَانَ آخِرَهُمْ أَكْلًا) 'নাবী ﷺ সবার পরে খাবার শেষ করতেন' হাদীসটির অর্থ এ নয় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ খুব বেশি পরিমাণ খাবার খেতেন সেজন্য সকলের শেষে খাওয়া হতে অবসর হতেন, বরং সঙ্গীদের খাবার শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি বসে থাকতেন। যখন সকলের খাওয়া শেষ হতো তখন তিনিও খাদ্যাসন ত্যাগ করতেন। [সম্পাদক]

٤٢٥٦ -[١٤] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: لَا نَشْتَهِيهِ. قَالَ: «لَا تَجْتَمِعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৪২৫৬-[১৪] আসমা বিনতু ইয়াযীদ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ-এর সম্মুখে খাবার আনা হলো, পরে আমাদের সামনেও উপস্থিত করা হলো। তখন আমরা বললাম : আমাদের খাওয়ার চাহিদা নেই। রসূল ﷺ বললেন : ক্ষুধা এবং মিথ্যা উভয়কে একত্রিত করো না। (ইবনু মাজাহ)[১৮৭]

ব্যাখ্যা : «لَا تَجْتَمِعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا» "ক্ষুধা ও মিথ্যা একত্র হতে পারে না।" 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অর্থাৎ তোমরা খাবার খেতে অস্বীকার করে বলছো, আমাদের খাওয়ার প্রয়োজন নেই। অথচ তোমরা ক্ষুধার্ত। এ কথার মাধ্যমে তোমরা মিথ্যা ও ক্ষুধাকে একত্রিত করে ফেললে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

সম্ভবত রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের চেহারা দেখে অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, তারা ক্ষুধার্ত। অতঃপর আমাদের খাওয়ার চাহিদা নেই- এ কথা বললে নাবী ﷺ বললেন, তোমরা ক্ষুধা ও মিথ্যাকে একত্রিত করলে। কারণ খাওয়ার চাহিদাই যে ক্ষুধা। আমাদের সমাজেও এ রকম অনেক মানুষ আছে যাদের খাওয়ার চাহিদা থাকে কিন্তু প্লেটে কিছু খাওয়ার রেখে দেয় লৌকিকতাবশতঃ। এ স্বভাবটি পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। [সম্পাদক]

٤٢٥٧ -[١٥] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৪২৫৭-[১৫] 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা একত্রে খাবার খাও, পৃথক পৃথক খেয়ো না। কেননা জামা'আতের সাথে খাওয়ার মধ্যে বারাকাত হয়ে থাকে। (ইবনু মাজাহ)[১৮৮]

---

[১৮৬] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৬০৩৭, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৫৭৪৭।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আবদুর রহমান বায়াউল হারবী" নামক অপরিচিত রাবী, যাকে চেনা যায় না। উপরন্তু হাদীসটি মুরসাল, কারণ "জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ" মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১২/৫৪৭ পৃঃ, ৫৭৪৭ নং।

[১৮৭] হাসান : সুনান ইবনু মাজাহ ৩২৯৮, মুসনাদে আহমাদ ২৭৫৬০, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ২৩৯৫ এর আলোচনা দ্রঃ, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্ববারানী ১৯৯০৭, শু'আবুল ঈমান ৪৮২১।

[১৮৮] খুবই দুর্বল : ইবনু মাজাহ ৩২৮৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১২৯১, আল জামি'উস্ সগীর ৮৬২৯, ৮৬৩০।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : হাদীসটি হতে বুঝা যায়, স্বামী-স্ত্রী, সন্তানাদি পৃথক পৃথক না খেয়ে একত্রে বসে খাওয়াটা জরুরী। এতে বারাকাত হয়। যদি খাবার একটু কম হয় তবুও সবাই খেতে পারে আবার কখনও যদি খাবার একটু বেশি তৈরি হয় তবুও তা সবাই মিলে শেষ করতে পারে, খাবার নষ্ট হয় না। বর্তমানে অনুষ্ঠানের নামে বেগানা নারী-পুরুষ মিলে একত্রে বসে খাওয়ার যে প্রচলন শুরু হয়েছে তা হারাম। এ থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। [সম্পাদক]

٤٢٥٨ - [١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهٖ إِلٰى بَابِ الدَّارِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৪২৫৮-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : কোন ব্যক্তির মেহমানের সঙ্গে (বিদায়কালে) বাড়ির দরজা পর্যন্ত বের হওয়া সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। (ইবনু মাজাহ)[১৮৯]

ব্যাখ্যা : এতে বাহ্যিকভাবে মেহমানকে বেশী সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এতে আরো একটি হিকমাত রয়েছে, তা হলো তার প্রতিবেশী যেন এটা মনে করতে না পারে যে, তার বাড়ীতে অপরিচিত (বেগানা) কোন পুরুষ প্রবেশ করেছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

এ হাদীসটিকে যদি সমাজের মানুষ মূল্যায়ন করে তবে সমাজ থেকে বহু অংশে যিনা-ব্যভিচারের মতো ঘৃণ্য অপরাধ কমে যাবে। [সম্পাদক]

٤٢٥٩ - [١٧] وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ: فِي إِسْنَادِهٖ ضَعِيفٌ

৪২৫৯-[১৭] বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমানে আবূ হুরায়রাহ্ ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন; আর তিনি বলেন : এটার সানাদ দুর্বল।[১৯০]

٤٢٦٠ - [١٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُؤْكَلُ فِيهِ مِنَ الشَّفْرَةِ إِلٰى سَنَامِ الْبَعِيرِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করছেন। আত্ তালীকুর্ রাগীব ৩/১২১, সহীহাহ্ ২৬৯১। তাহক্বীক্ব আলবানী : খুবই দুর্বল, তবে প্রথম বাক্যটি প্রমাণিত। য'ঈফ হওয়ার কারণ : ১. উক্ত হাদীসের রাবী সা'ঈদ ইবনু যায়দ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল বাযযার বলেন, তিনি যাচাই-বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ বাক্‌র আল বায়হাক্বী বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর্ রাযী বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি সত্যবাদী ও হাফিয, তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ ও ভুল বলেন। আহমাদ ইবনু শু'আয়ব আন্ নাসায়ী বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী বলেন : তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামাল- রাবী নং ২২৭৬, ১০/৪৪১ নং পৃষ্ঠা)। ২.'আম্‌র ইবনু দীনার নামের বর্ণনাকারী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল হাকীম বলেন : তিনি আহলে 'ইল্‌মদের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাকিম আর্ রাযী বলেন : তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন : তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেন : তিনি দুর্বল ও মুনকার। ইমাম বুখারী বলেন : তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্মার বলেন : তিনি দুর্বল। তাহযীবুল কামাল- 'রাবী নং ৪৩৬১, ২২/১৩ পৃষ্ঠা।

[১৮৯] বানোয়াট (موضوع) : সুনান ইবনু মাজাহ ৩৩৫৮, য'ঈফাহ্ ২৫৮, য'ঈফুল জামি' ১৯৯৬।
হাদীসটি মাওযূ' হওয়ার কারণ হলো "আলী ইবনু 'উরওয়াহ্" নামের বর্ণনাকারী হাদীস তৈরি করতেন। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১/৪২৪ পৃঃ, ২৫৮ নং।

[১৯০] বানোয়াট (موضوع) : বায়হাক্বী ৯৬৪৯।

Scanned by CamScanner

৪২৬০-[১৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে গৃহে মেহমানদারী করা হয়, উটের কুঁজের গোশ্‌ত কাটার উদ্দেশে ছুরি যত দ্রুত অগ্রসর হয়, সে গৃহে বারাকাত তার চেয়েও দ্রুত প্রবেশ করে। (ইবনু মাজাহ)[১৯১]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কল্যাণ দ্রুত পৌছানোর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে সেই বাড়ির সাথে, যে বাড়ীতে মেহমান আসলে তাকে সম্মান করার জন্য তারা দ্রুত উটের কুঁজ কাটতে যায়। উঠের কুঁজের গোশ্‌ত তুলনামূলক সুস্বাদু। তাই সর্বাগ্রে তা কাটার আগ্রহ থাকে। অনুরূপভাবে যে বাড়ীতে মেহমানকে সম্মান করা হয় সে বাড়ীতেও দ্রুত কল্যাণ পৌছে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

(٢) بَابُ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ [فِي مَتٰى يَكُونُ الْمَرْءُ مُضْطَرًّا لِتَحِلَّ لَهُ الْمَيْتَةُ]

অধ্যায়-২ : নিরুপায়ের খাওয়া সম্পর্কে
(ব্যক্তির পক্ষে কখন মৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ হয়)

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ مِن اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ

আর এ অধ্যায়ে প্রথম অনুচ্ছেদ ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٢٦١ -[١] عَنِ الْفُجَيْعِ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمِيتَةِ؟ قَالَ: «مَا طَعَامُكُمْ؟» قُلنا: نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: فَسَّرَهُ لِيْ عُقْبَةُ: قَدَحٌ غُدْوَةً وَقَدَحٌ عَشِيَّةً قَالَ: «ذَاكَ وَأَبِي الْجُوْعُ» فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلٰى هٰذِهِ الْحَالِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪২৬১-[১] ফুজায়'উল 'আমিরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন : আমাদের পক্ষে মৃত (প্রাণী) খাওয়া কখন হালাল হবে? তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের খাদ্য কী পরিমাণ আছে? আমরা বললাম, গাবুক ও সাবূহ। বর্ণনাকারী আবূ নু'আয়ম বলেন, 'উক্ববাহ্ আমাকে এর ব্যাখ্যায় বলেছেন : (গাবুক) সকালে এক পেয়ালা এবং (সাবূহ) বিকালে এক পেয়ালা দুধ। এ

---

[১৯১] য'ঈফ : সুনান ইবনু মাজাহ ৩৩৫৬, ৩৩৫৭; য'ঈফুল জামি' ২৯৫১, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৫৩৯, শু'আবুল ঈমান ৯৬২৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩১৭৪।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "জুবারাহ্ ইবনু মুগল্লিস" নামের একজন বর্ণনাকারী, যিনি হাদীস তৈরির অভিযোগে অভিযুক্ত। আরেক বর্ণনাকারী হলেন "কাসীর ইবনু সুলায়ম" যিনি মুনকারুল হাদীস। বিস্তারিত- তাহযীবুল কামাল, রাবী নং ৮৯১ ও ৪৯৮।

Scanned by CamScanner

কথা শুনে তিনি (ﷺ) বললেন : আমার পিতার ক্বসম! এ খাদ্য তো ক্ষুধারই নামান্তর। ফলে তিনি (ﷺ) এমতাবস্থায় তাদের জন্য মৃত খাওয়ার অনুমতি দিলেন। (আবূ দাউদ)[১৯২]

ব্যাখ্যা : (فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلٰى هٰذِهِ الحَالِ) "ফলে তিনি এমতাবস্থায় তাদের জন্য মৃত খাওয়ার অনুমতি দিলেন।"

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সকাল বেলা এক পেয়ালা দুধ এবং সন্ধ্যা বেলায় এক পেয়ালা দুধ, শ্বাস-প্রশ্বাস বাকী রাখে এবং জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। তবে শরীর খাদ্য পায়নি এবং পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয়নি সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য তিনি (ﷺ) মৃত্যু প্রাণী খাওয়া বৈধ্য ঘোষণা করেছেন। তাই বুঝা গেল যে, মৃত জন্তু খাওয়া বৈধ হওয়ার মাপকাঠি হচ্ছে পরিতৃপ্ত না হওয়া, খাদ্য দ্বারা আত্মা পরিতৃপ্ত না হওয়া। এ মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ), আর ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ)-এর একটি উক্তিও হচ্ছে তাই।

'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ)-এর চূড়ান্ত মত হলো যদি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধের আশঙ্কা করে অর্থাৎ কোন ধরনের খাবার না পায় সেই ক্ষেত্রে জীবন রক্ষার জন্য মৃত প্রাণী খেতে পারবে। ইমাম মুযানী (রহিমাহুল্লাহ) এ রকম বর্ণনা করেছেন। রাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) এটিকে সহীহ বলেছেন। এটি ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ)-এরও কথা এবং ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর একটি উক্তিও হচ্ছে তাই। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৮১৩)

٤٢٦٢ -[٢] وَعَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ فَتُصِيبُنَا بِهَا الْمَخْمَصَةُ فَمَتٰى يَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ؟ قَالَ: «مَا لَمْ تَصْطَبِحُوْا وَتَغْتَبِقُوْا أَوْ تَحْتَفِئُوا بِهَا بَقْلًا فَشَأْنَكُمْ بِهَا». مَعْنَاهُ: إِذَا لَمْ تَجِدُوا صَبُوحًا أَوْ غَبُوقًا وَلَمْ تَجِدُوا بَقْلَةً تَأْكُلُونَهَا حَلَّتْ لَكُمُ الْمَيْتَةُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৪২৬২-[২] আবূ ওয়াক্বিদ আল লায়সী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন জনৈক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রসূল! আমরা কখনো কখনো এমন এলাকায় পৌঁছি, যেখানে আমরা ভীষণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে কখন মৃত (জানোয়ার) খাওয়া হালাল হবে? তিনি (ﷺ) বললেন : যখন তোমরা সকালে এক পেয়ালা এবং সন্ধ্যায় এক পেয়ালা দুধ না পাও অথবা সে ভূমিতে কোন তরিতরকারীও না পাও, এ অবস্থায় মৃত খেতে পারো। (দারিমী)[১৯৩]

ব্যাখ্যা : কারো পক্ষে যদি আত্মার খাদ্য এবং পরিতৃপ্তি লাভের পরিমাণ হালাল খাদ্য না জুটে তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য মৃত জন্তু খাওয়া হালাল।

পূর্বের হাদীসে গোটা পরিবারের সকলের জন্য ছিল এক পেয়ালা দুধ, সুতরাং তা দ্বারা সকলের ক্ষুধা নিবারণ হত না। আর অত্র হাদীসের উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেকের জন্য এক এক পেয়ালা করে দুধ সংগ্রহ হওয়া,

---

[১৯২] সানাদ য'ঈফ : সুনান আবূ দাউদ ৩৮১৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০১৩০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৫২২৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩০০৬।
য'ঈফ হওয়ার কারণ, সানাদে 'উক্ববাহ্ ইবনু ওয়াহ্ব নামের একজন বর্ণনাকারী আছেন। ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাকে চেনা যায় না। আর তার হাদীস সহীহ নয়। আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি বলছি, সে এরূপই আর তার পিতা ওয়াহ্ব সেও মাজহূল তথা তাকেও চেনা যায় না। এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি তাকে চিনি না। দেখুন- আল জারহু ওয়াত্ তা'দীল।

[১৯৩] হাসান : দারিমী ১৯৯৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৩২৪০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০১২৫, মুসনাদে আহমাদ- তাহক্বীক্ব শু'আয়ব আরনাউত্ব : ২১৯৪৮।

Scanned by CamScanner

সুতরাং এ অবস্থায় তো ক্ষুধা থাকে না। কজেই যখন খাওয়ার মতো কোন খাবারই না পাওয়া যাবে, সে অবস্থায় জীবন বাঁচানোর জন্য মৃত প্রাণী ভক্ষণ করা হালাল বা বৈধ। [সম্পাদক]

'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যখন কোন লোক সকাল বেলা এক পেয়ালা দুধ পান করে অথবা অন্য কোন খাবার খায় তাহলে তার জন্য ঐ দিনে মৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ নয়। অনুরূপ রাতের বেলা যদি এক পেয়ালা দুধ পান করে অথবা অন্য কোন খাবার খায় তাহলে তার জন্য ঐ রাতে মৃত প্রাণী খাওয়া হালাল নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٣) بَابُ الْأَشْرِبَةِ

অধ্যায়-৩ : পানীয় দ্রব্যের বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٢٦٣ -[١] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ وَيَقُولُ: «إِنَّهُ أَرْوٰى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪২৬৩-[১] আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তিন নিঃশ্বাসে পান করতেন। অর্থাৎ- একবারে এক ঢোকে সবটুকু পান করতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)[১৯৪]

অবশ্য মুসলিম-এর রিওয়ায়াতের মধ্যে বর্ধিত আছে এবং তিনি বলেন, এভাবে পান করা তৃপ্তিদায়ক, স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও লঘুপাক।

ব্যাখ্যা : ইমাম বাগাবী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহুস্ সুন্নাহ্' গ্রন্থে বলেন : এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তিনবারে পানি পান করা। প্রতিবারে পাত্র থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে শ্বাস ফেলে নুতন করে পান শুরু করা। কারণ নাবী ﷺ পাত্রের মধ্যে শ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (হাদীসের বর্ণনানুযায়ী) পান করার দ্বারা বেশি তৃষ্ণা নিবারণ হয়ে থাকে এবং খাদ্যের হজম, পরিপাকের উপর ক্ষমতা জাগিয়ে থাকে। পাকস্থলীর ধ্বংস এবং রগ-রেশার দুর্বলতা থেকে সংরক্ষণ হয়ে থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

«مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا» দু'বার অথাব তিনবার, অর্থাৎ নাবী ﷺ এক শ্বাসে পানি পান করা শেষ করতেন না। বরং দুই শ্বাসে পানি পান করে তৃপ্ত হলে তাহলে আর পান করতেন না। আর তৃপ্ত না হলে তৃতীয়বার পান করতেন। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৪২৬৩)

٤٢٦٤ -[٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[১৯৪] সহীহ : বুখারী ৫৬৩১, মুসলিম (২০২৮)-১২২, তিরমিযী ১৮৮৪, ইবনু মাজাহ ৩৪১৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১১৯, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১৩২৩০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৩৩০।

Scanned by CamScanner

৪২৬৪-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মশকের মুখ হতে (মুখ লাগিয়ে) পান করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১৯৫]

ব্যাখ্যা : মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : একই সাথে পাস্থলীতে পানি যেয়ে ক্ষতি সাধন করে। আর নাবী ﷺ তিন শ্বাসে পানি পান করতে বলেছেন। যেমনটি পূর্বের হাদীসে বলা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

অত্র হাদীসে উপদেশমূলক নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। কেননা মশ্‌কের বা কলসের মুখে মুখ লাগিয়ে পান করলে ভিতরে কি আছে তা দেখা যায় না। হয়ত কোন অরুচিকর কিছু তার ভিতরে থাকতে পারে। অথবা সকলে একত্রে চলার সময় কেউ এ কাজ করলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এভাবে পানি পান করলে গলায় আটকে মৃত্যুরও সম্ভাবনা থাকে। কাজেই রসূল ﷺ-এর সুন্নাত মেনে চলা উচিত। [সম্পাদক]

٤٢٦٥ -[٣] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ. زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: وَاخْتِنَاثُهَا: أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪২৬৫-[৩] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মশক হতে ইখতিনাস করতে নিষেধ করেছেন। অপর এক রিওয়ায়াতের মধ্যে বর্ধিত আছে, ইখতিনাস হলো মশককে উল্টিয়ে ধরে তার মুখ হতে পানি পান করা। (বুখারী ও মুসলিম)[১৯৬]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : দুর্গন্ধের কারণে এ কাজ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, প্রতিনিয়ত এভাবে পানি পান করলে পাত্রের গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যাবে।

এটাও বলা হয় যে, পানির পাত্রের মুখ প্রশস্ত হওয়ার কারণে পানকারীর ওপর যেন পড়ে না যায় সে জন্য নাবী ﷺ এভাবে পান করতে নিষেধ করেছেন।

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭১৬; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৯০)

সকল ফাক্বীহ একমত যে, এ নিষেধটি সতর্কতামূলক «نَهْيُ تَنْزِيهٍ» হারাম নিষেধ নয়। অতঃপর বলা হয়, এ নিষেধের কারণ হলো মশকের মুখে কোন ক্ষতিকর বস্তু থাকতে পারে যা তাকে কষ্ট দিবে, একই সাথে পাকস্থলীতে পানি যেয়ে ক্ষতি সাধন করতে পারে। এও বলা হয় যে, এভাবে পান করলে অন্যের কাছে অরুচিকর হতে পারে। এও বলা হয়েছে যে, এটা দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে অথবা এভাবে পান করাটা অরুচিকর।

(শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ২০২৩)

٤٢٦٦ -[٤] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪২৬৬-[৪] আনাস হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)[১৯৭]

---

[১৯৫] সহীহ : বুখারী ৫৬২৭, ৫৬২৯; মুসলিম (২০২৩)-১১১, দারিমী ২১১৭, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ৭১৫৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৯৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১২১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩৫৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৩১৭।

[১৯৬] সহীহ : বুখারী ৫৬২৫, ৫৬২৬; মুসলিম (২০২৩)-১১০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৩১৭, দারিমী ২১১৯, তিরমিযী ১৮৯০, ইবনু মাজাহ ৩৪১৮, আবূ দাউদ ৩৭২০, সহীহুল জামি' ১২৮০৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১২০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১২৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৫৯৯, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪১২৭, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১৯৯০৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৯৯৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৫৭৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০৫৭, শু'আবূল ঈমান ৬০১৬।

Scanned by CamScanner

٤٢٦٧ - [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَقِئْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪২৬৭-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউই যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। যদি কেউ ভুলবশতঃ এরূপ করে, সে যেন বমি করে ফেলে। (মুসলিম)[১৯৮]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের মধ্যে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর হাদীসের মধ্যে যমযমের পানি এবং ওযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করার কথা উল্লেখ রয়েছে। এ বিরোধের সমাধানে ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : দাঁড়িয়ে পান করা নিষেধের হাদীস মাকরূহে তানযীহীর উপর প্রযোজ্য, আর দাঁড়িয়ে পান করা (সম্পর্কিত হাদীস) হচ্ছে জায়িযের উপর প্রযোজ্য।

(فَمَنْ نَسِيَ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَقِئْ) এখানে ভুলে দাঁড়িয়ে পান করলে বমি করে ফেলার নির্দেশ ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পান করল তার ওপর মুস্তাহাব হলো বমি করে ফেলা। দলীল স্বরূপ এ সহীহ হাদীসটি। কেননা হাদীসটি কোন ওযরে ওয়াজিব না হলে মুস্তাহাব হবেই।

ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : জ্ঞানীদের মধ্যে কোন ইখতিলাফ (মতভেদ) নেই যে, কোন ব্যক্তি ভুল করে দাঁড়িয়ে পান করলে তাকে বমি করা লাগবে না। নাবী ﷺ হয়ত কোন ওযরের কারণে দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন। 'ইকরিমাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু শপথ করে বলেন, সেদিন নাবী ﷺ আরোহী অবস্থায় ছিলেন।

(শার্হুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ২০২৪)

٤٢٦٨ - [٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪২৬৮-[৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি এক বালতি যম্যমের পানি নিয়ে নাবী ﷺ-এর খিদমাতে উপস্থিত হলাম, তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন।

(বুখারী ও মুসলিম)[১৯৯]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি জায়িযের উপর প্রযোজ্য। যেমনটি ইমাম নাবাবীর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এটারও সম্ভাবনা আছে যে, যমযমের পানি পান করার সময় মানুষের ভিড়ে তিনি (ﷺ) বসার মতো জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে পান করেন। এটাও সম্ভাবনা আছে যে, পরবর্তীতে দাঁড়িয়ে পান করার বিধানকে মানসূখ করা হয়েছে।

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি কারও থেকে দাঁড়িয়ে পান করার হাদীসটি শুনলেন, তখন তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখেছিলাম, পরবর্তীতে তাঁকে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করতেও শুনেছি। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[১৯৭] সহীহ : মুসলিম (২০২৪)-১১৩, মুসনাদে আহমাদ ৮৩৩৫, তিরমিযী ১৮৭৯, ইবনু মাজাহ ৩৪২৪, আবূ দাঊদ ৩৭১৭, সহীহুল জামি' ৬৮২৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০৮৩, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩১৬৫।

[১৯৮] সহীহ : মুসলিম (২০২৬)-১১৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৭১৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০৩৭, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৪৬০২।

[১৯৯] সহীহ : বুখারী ১৬৩৭, মুসলিম (২০২৭)-১১৭, মুসনাদে আহমাদ ২২৪৪, নাসায়ী ২৯৬৫, তিরমিযী ১৮৮২, ইবনু মাজাহ ৩৪২২, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৪৬০১, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৯১১৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শয়বাহ্ ২৪১০৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৩২০, শু'আবুল ঈমান ৫৯৮৪।

Scanned by CamScanner

٤٢٦٩ -[٧] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتّٰى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أُنَاسًا يَكْرَهُوْنَ الشُّرْبَ قَائِمًا وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪২৬৯-[৭] ‘আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদিন তিনি যুহরের সলাত আদায় করলেন, অতঃপর জনগণের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ সমাধানের জন্য কূফার (মাসজিদের) আঙ্গিনায় বসলেন। এমনকি ‘আস্‌র সলাতের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তারপর পানি আনা হলো। তিনি তার কিছুটা পান করলেন এবং নিজের হস্তদ্বয় ও মুখ ধুইলেন।

বর্ণনাকারী তাঁর মাথা ও পদদ্বয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন (অর্থাৎ- উযূ করলেন)। অতঃপর উঠে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পাত্রের অবশিষ্ট পানি পান করলেন। পরে বললেন, লোকেরা দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে মাকরূহ মনে করে, অথচ আমি যেরূপ করেছি, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও অনুরূপ করেছেন। (বুখারী)[২০০]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত উযূর পদ্ধতি সম্পর্কে সুনানে নাসায়ীতে বলা হয়েছে, «وَهٰذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ» এটা হলো ঐ ব্যক্তির উযূর পদ্ধতি যার উযূ নষ্ট হয়নি। এটি সহীহুল বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৬১৬)

٤٢٧٠ -[٨] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ فَرَدَّ الرَّجُلُ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا؟» فَقَالَ: عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪২৭০-[৮] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারীর নিকট গেলেন। তাঁর সঙ্গে একজন সাথী ছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম করলেন এবং লোকটি সালামের জবাব দিলো। এ সময় সে তার বাগানে পানি দিচ্ছিল। তখন (লোকটির উদ্দেশে) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার কাছে রাত্রের মশকে রাখা বাসি পানি আছে কি? অন্যথায় আমরা (এতে) মুখ লাগিয়ে পান করব। সে বলল, আমার কাছে রাত্রে মশকে রাখা পানি আছে। অতঃপর সে তার ঝুপড়িতে গেল এবং একটি পেয়ালায় পানি ঢালল, এরপর তাতে গৃহপালিত বকরী দোহন করল। পরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করলেন। সে আবার তাতে (পানীয়) নিলো এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে যে সহাবী ছিলেন তিনি তা পান করলেন। (বুখারী)[২০১]

ব্যাখ্যা : (دَخَلَ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ) জনৈক আনসারের বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। তিনি হলেন আবুল হায়সাম ইবনু আত্‌তিহান আনসারী।

---

[২০০] সহীহ : বুখারী ৫৬১৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৫৭, শু‘আবুল ঈমান ৫৯৮২, মুসনাদে আহমাদ ৯৭০, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৩০৯।

[২০১] সহীহ : বুখারী ৫৬২১, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১৪৫৫৯, তাহক্বীক্ব সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৩১৪, শু‘আবুল ঈমান ৬০৩১, ইবনু মাজাহ ৩৪৩২, আবূ দাউদ ৩৭২৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০৫৬।

Scanned by CamScanner

অপর এক বর্ণনায় আছে, «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى قَوْمًا مِنَ الْأَنْصَارِ يَعُودُ مَرِيضًا» রসূলুল্লাহ ﷺ আনসারী ক্বওমের নিকট এসেছিলেন যাতে তাদের অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখাশুনা করতে পারেন।

(মুসনাদে আহমাদ হাঃ ১৪৭০৮)

(إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِيْ شَنَّةٍ) তোমার কাছে রাত্রে মশকে রাখা বাসি পানি আছে কি? বাসি পানি চাওয়ার হিকমাহ্ হলো সে পানি অধিক ঠাণ্ডা এবং পরিষ্কার হয়। আর পানির সাথে দুধ মিশানোর উদ্দেশ্য হলো তা গরমের দিনে ছিল যেমনটি ঘটেছিল আবূ বাক্‌র -এর সাথে রাখালের।

আমি ভাষ্যকার বলি : ঘটনা দু'টি আবূ বাক্‌র -এর দুধ মিশানো প্রচণ্ড গরমের কারণে। আর আনসারীর খাদ্য হলো তিনি চাচ্ছিলেন শুধুমাত্র পানি পান করাবেন না এবং দুধও আপ্যায়ন করাবেন সাথে অন্যান্য।

(وَإِلَّا كَرَعْنَا) অন্যথায় মুখ লাগিয়ে যা পান করব, যেমন চতুষ্পদ জন্তু নদীতে বা বিলে সরাসরি মুখ লাগিয়ে পান করে। (ফাতহুল বারী ১ম খণ্ড, হাঃ ৫৬১৩)

٤٢٧١-[٩] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «إِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪২৭১-[৯] উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পান করে, বস্তুত সে যেন তার পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুনের ঢোক গিলে নেয়। (বুখারী ও মুসলিম)[২০২]

আর মুসলিম-এর রিওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি রৌপ্য ও স্বর্ণের পাত্রে পানাহার করে.....।

ব্যাখ্যা : (الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ) যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পান করে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, «مَنْ شَرِبَ فِيْ إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ» যে পান করে স্বর্ণ রৌপ্যে পাত্রে। (সহীহ মুসলিম হাঃ ২-[২০৬৫])

(إِنَّمَا يُجَرْجِرُ) এটা এমন একটি আওয়াজ যা উট পুনাবৃত্তি করে যাবাহের সময়।

অনুরূপ আওয়াজ ঘোড়ার চোয়ালে লাগাম লাগানোর সময় যা করে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৬৩৪)

আর পানীয়কে আগুন নামকরণের কারণ হলো কেননা তা সে দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا...﴾

"যারা ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে...।"

(সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১০)।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের মর্মার্থের বিষয়ে মতানৈক্য হলো কারও মতে এটা কাফিরদের জন্য সংবাদ। চাই তারা অনারবী রাষ্ট্রে হোক বা অন্য কোন রাষ্ট্রে হোক যারা অভ্যাসগতভাবে

[২০২] সহীহ : বুখারী ৫৬৩৪, মুসলিম (২০৬৫)-১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৩৪২, ইবনু মাজাহ ৩৪১৩, ইরওয়া ৩৩, সহীহুল জামি' ৯৬২৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১১০, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৪২০, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১৩৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৯২৬, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ২৩, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬৯৯৮, দারিমী ২১২৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৩৬৪।

Scanned by CamScanner

এমনটি করে থাকে। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে, «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» এটা কাফিরদের জন্য দুনিয়াতে আর তোমাদের জন্য আখিরাতে অনুরূপ রেশমী কাপড়ের ব্যাপারে। এটা কাফিররা দুনিয়াতে পরিধান করবে আখিরাতে তাদের জন্য হবে না।

আবার কারও মতে : এ নিষেধাজ্ঞা মুসলিমদের জন্য আর এই নিষেধাজ্ঞা শাস্তিকে ওয়াজিব করে, আল্লাহ তা ক্ষমাও করতে পারেন। এটা ক্বাযীর ভাষ্য। সঠিক হলো এই নিষেধাজ্ঞা সকলের জন্য চাই মুসলিম হোক আর কাফির হোক। আর বাস্তব হলো শারী'আতের শাখা-প্রশাখার বিষয়ে কাফিরদের জন্যও প্রযোজ্য।

আর সকল মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে খাওয়া ও পান করা হারাম। চাই পুরুষ হোক আর নারী হোক। এ ব্যাপারে কেউ মতানৈক্য করেনি, তবে 'ইরাকীরা বলেন : শাফি'ঈদের পুরাতন বক্তব্য হলো তা অপছন্দ তথা ঘৃণিত, হারাম না। আর দাউদ জাহিরী হতে বর্ণনা করেন, পানীয় হারাম। খাওয়া বৈধ আর সকল কার্যক্রম বৈধ। তবে এ দু' বর্ণিত বক্তব্য বাতিল তথা অগ্রহণযোগ্য।

(শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৬৫)

٤٢٧٢ -[١٠] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪২৭২-[১০] হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা মোটা কিংবা মিহি রেশমী বস্ত্র পরিধান করো না এবং সোনা ও রূপার পেয়ালায় পান করো না। আর তামার পাত্রে খেয়ো না। কেননা এগুলো হলো তাদের (কাফিরদের) জন্য দুনিয়াতে আর তোমাদের (মু'মিনদের) জন্য এগুলো হলো আখিরাতে। (বুখারী ও মুসলিম)[২০৩]

ব্যাখ্যা : (دِيبَاجٌ) 'দীবাজ' হলো রেশমীরই প্রকার। রেশমী হতে পৃথক করার কারণ হলো কাপড়ের কোন একপাশে চার আঙ্গুল পরিমাণ তথা সামান্য পরিমাণ রেশমী থাকলে তা দীবাজ হিসেবে পরিচিত।

আর এটা কখনো কখনো যুদ্ধের ময়দানে ব্যবহার করা বৈধ চুলকানী ও উকুন হতে বেঁচে থাকার জন্য।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসটি দলীল হিসেবে প্রমাণিত তাদের বিরুদ্ধে যারা বলে কাফিররা শারী'আতের শাখা-প্রশাখার ব্যাপারে সম্বোধিত না। কেননা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়নি তাদের জন্য বৈধ। বরং তারা অভ্যাসগত ব্যবহার করে থাকে সেটি বর্ণিত হয়েছে যদিও তাদের জন্য হারাম যেমনটি মুসলিমদের জন্য হারাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٧٣ -[١١] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةٌ دَاجِنٌ وَشِيبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ عُمَرُ:

---

[২০৩] সহীহ : বুখারী ৫৪২৬, মুসলিম (২০৬৭)-৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬৬৩১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১১১, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/৫৮, আল মু'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ১৩৭, ইরওয়া ৩২।

Scanned by CamScanner

أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ: "الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ وَفِي رِوَايَةٍ: «الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ أَلَا فَيَمِّنُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪২৭৩-[১১] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য একটি গৃহপালিত বকরীর দুধ দোহন করা হলো এবং তাতে আনাস (রাঃ)-এর কূপের পানি মিশানো হলো। অতঃপর তা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমাতে পেশ করা হল। তিনি (ﷺ) তা পান করলেন। এ সময় তাঁর বাম পার্শ্বে ছিলেন আবূ বাক্‌র (রাঃ) এবং ডানে ছিল এক বেদুঈন। তখন ‘উমার (রাঃ) বললেন : হে আল্লাহর রসূল! (অবশিষ্ট) আবূ বাক্‌র (রাঃ)-কে প্রদান করুন। কিন্তু তিনি তাঁর ডান পার্শ্বের সে বেদুঈনকেই দিলেন। অতঃপর বললেন : ডানদিকের ব্যক্তিরই হাক্ব প্রথমে। অপর এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত। ডানে যারা রয়েছে, তারপর ডানে যারা রয়েছে তারা হাক্বদার। সাবধান! ডান পার্শ্বওয়ালাদের অগ্রাধিকার দাও।

(বুখারী ও মুসলিম)[২০৪]

ব্যাখ্যা : অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট দুধের পেয়ালা নিয়ে আসা হলো তিনি তা হতে পান করলেন এবং তাঁর ডানপার্শ্বে ছিল একটি বালক আর বামপার্শ্বে ছিল প্রবীণ ও বয়স্ক লোকজন। তখন রসূল (ﷺ) বললেন, হে বৎস! তুমি কি আমাকে অনুমতি দিবে যে, আমি আমার অবশিষ্টাংশটুকু এ সমস্ত প্রবীণদেরকে প্রদান করব? সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! না। আল্লাহর ক্বসম আমার অংশ অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিব না।

এ সমস্ত হাদীসে প্রমাণিত হয়, এটা সুস্পষ্ট সুন্নাহ্‌ সে ডানই প্রাধান্য পাবে সকল প্রকার সম্মানের ক্ষেত্রে। পানীয়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ সকল ক্ষেত্রে ডান দিকই প্রাধান্য পাবে। যদিও ছোট অথবা অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাসম্পন্ন হয়। কেননা রসূল (ﷺ) গ্রাম্যলোক ও ছোট বালককে আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর অন্যান্য সময়ে সমতার ক্ষেত্রে সম্মানিত ও বয়স্ক প্রাধান্য পাবে, এজন্য সলাতে ইমামতিতে সমতায় বয়স্কলোক প্রাধান্য পাবে। (শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ৪২৭৩)

٤٢٧٤ -[١٢] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: «يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ؟» فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِفَضْلٍ مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ سَنَذْكُرُ فِي «بَابِ الْمُعْجِزَاتِ» إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

৪২৭৪-[১২] সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (ﷺ)-এর খিদমাতে (দুধের) একটি পেয়ালা পেশ করা হলো, তিনি তা হতে কিছু পান করলেন। তাঁর ডানে ছিল উপস্থিত জনতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট একটি বালক। আর প্রবীণ ও বয়স্ক লোকজন ছিলেন তাঁর বামে। তখন তিনি (ﷺ)

---

[২০৪] সহীহ : বুখারী ২৩৫২, মুসলিম (২০২৯)-১২৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬৮৬১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪১৯৫, মুসনাদে আহমাদ ১২০৭৭, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৩৫৫২, দারিমী ২১১৬, তিরমিযী ১৮৯৩, ইবনু মাজাহ ৩৪২৫, আবূ দাঊদ ৩৭২৬, সহীহুল জামি‘ ২৮০৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭৭১, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৪২৮, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্‌যাক্ব ১৯৫৮২, মুসনাদে আহমাদ ১২০৭৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০৬৩।

Scanned by CamScanner

বালকটিকে বললেন : হে বৎস! তুমি কি আমাকে এ অনুমতি দেবে যে, আমি আমার অবশিষ্টটুকু এ সমস্ত প্রবীণদেরকে (অগ্রে) প্রদান করি? সে বলল : হে আল্লাহর রসূল! আপনার অবশিষ্টের ব্যাপারে আমি কাউকেও অগ্রাধিকার দেব না। (বর্ণনাকারী বলেন :) তখন তিনি পেয়ালাটি বালকটিকে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২০৫]

এ প্রসঙ্গে আবূ ক্বতাদাহ্ -এর হাদীস *ইন্শা-আল্ল-হ* আমি "মু'জিযাত" (অলৌকিক ঘটনাবলী)-এর অধ্যায়ে উল্লেখ করব।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٢٧٥ -[١٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِيْ وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ

৪২৭৫-[১৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ -এর জামানায় চলা অবস্থায় খেতাম এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পান করতাম। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[২০৬]

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

ব্যাখ্যা : হাদীস প্রমাণ করে দাঁড়িয়ে খাওয়া বৈধ কোন প্রকার অপছন্দ ছাড়াই তা রসূলুল্লাহ -এর 'আমাল এবং তাকরীর দ্বারা প্রমাণিত। তবে 'উলামাদের নিকট ভালো হলো চলন্ত, হাঁটা ও দাঁড়ানো অবস্থায় না খাওয়া যা ইবনু মালিক স্পষ্ট করেছেন। ইতিপূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায় পান করার আলোচনা গেছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٧٦ -[١٤] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪২৭৬-[১৪] 'আম্র ইবনু শু'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -কে দাঁড়ানো এবং বসা উভয় অবস্থায় পান করতে দেখেছি। (তিরমিযী)[২০৭]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে পান করেছেন জীবনে একবার অথবা দু'বার বৈধতার জন্য অথবা স্থানের অসুবিধার জন্য আর বসে সর্বাবস্থায় পান করেছেন এবং যা উত্তম অভ্যাস। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٧٧ -[١٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُّتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

---

[২০৫] সহীহ : বুখারী ২৩৫১, মুসলিম (২০৩০)-১২৭, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৪২৯, মুসনাদে আহমাদ ২২৯১৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৩৩৫, শু'আবুল ঈমান ৬০৩৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬৮৬৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৮৭৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫০৬৮।

[২০৬] সহীহ : তিরমিযী ১৮৮১, ইবনু মাজাহ ৩৩০১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৩২৫, দারিমী ২১২৫, মুসনাদে আহমাদ ৪৭৬৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪১১৫, শু'আবুল ঈমান ৫৯৮৮।

[২০৭] হাসান : তিরমিযী ১৮৮৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৪৪৯০, মুসনাদে আহমাদ ৬৯২৮ : তাহক্বীক্ব- শু'আয়ব আরনাউত্ব, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১২৮৪, নাসায়ী ১৩৬১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১২১৩।

Scanned by CamScanner

৪২৭৭-[১৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) (কিছু পান করার সময়) পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং তার মধ্যে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

(আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[২০৮]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাঃ) পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন। এই ভয়ে মুখের লালা বা থুথু পানীয়ের মধ্যে পড়তে পারে।

সবচেয়ে উত্তম হলো নিঃশ্বাস নিবে, না ফুঁ দিবে, না অপেক্ষা করবে ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত আর যদি কোন ময়লা দেখে তাহলে তা আঙ্গুল, কাঠি বা অন্য কোন জিনিস দিয়ে উঠাবে বা সরাবে। আর গরম অবস্থায় খাবে না, কেননা বারাকাত চলে যায় আর গরম হলো জাহান্নামীদের খাদ্য। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭২৪)

٤٢٧٨ -[١٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَشْرَبُوْا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ وَلٰكِنِ اشْرَبُوْا مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَسَمُّوْا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوْا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪২৭৮-[১৬] উক্ত রাবী (ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা উটের ন্যায় এক শ্বাসে পান করবে না; বরং দু' কিংবা তিন শ্বাসে পান করবে। আর যখন পান করবে (শুরুতে) *বিস্‌মিল্লা-হ* পড়বে এবং যখন (পানান্তে) পেয়ালা মুখ হতে আলাদা করবে, তখন *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ* বলবে। (তিরমিযী)[২০৯]

ব্যাখ্যা : (وَسَمُّوْا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ) যখন তোমরা পান করার ইচ্ছা পোষণ কর, বল- "*বিসমিল্লা-হি*" আর যখনই পাত্রকে মুখ থেকে সরাবে অথবা পানের শেষে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে। এমনটি মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন।

আমি ভাষ্যকার বলি : হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) তিনি ফাতহুল বারীতে হাদীস নিয়ে এনেছেন যা ত্বাবারানীতে এসেছে সহীহ সানাদে।

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَشْرَبُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ إِذَا أَدْنَى الْإِنَاءَ إِلٰى فِيهِ يسمي الله فإذا أخره حمد الله بفعل ذلك ثلاثا»

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) তিন নিঃশ্বাসে পান করতেন। আর যখনই পাত্রকে মুখের নিকট নিয়ে আসে তখন *বিসমিল্লা-হ* বলতেন আর যখন বিলম্বিত করতেন *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ* বলতেন এমনটি তিনবার করেছেন।

মূলত হাদীসটির উদ্দেশ্য পানের শুরুতে *বিসমিল্লা-হ* এবং শেষে *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ* বলা।

(তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৮৫)

---

[২০৮] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ ৩৭২৮, তিরমিযী ১৮৮৮, নাসায়ী ৪৮, সহীহুল জামি' ১২৭৭৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১১৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ১৯৫৮৪, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১৯০৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ২৪০২, শু'আবুল ঈমান ৬০০৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১১৮০৯।

[২০৯] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৮৮৫, য'ঈফুল জামি' ৬২৩৩, রিয়াযুস্ সলিহীন ৭৬২। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "ইয়াযীদ ইবনু সিনান আত্ তামীমী"। ইনি য'ঈফুল হাদীস। এছাড়াও 'আত্বা ইবনু আবূ রবাহ-এর ছেলে য'ঈফ। ইবনু হাজার তাকে য'ঈফ বলেছেন। বিস্তারিত দেখুন- "আল জারহু ওয়াত্ তা'দীল" গ্রন্থ, জাওয়ামি'উল কালিম সফ্‌টওয়্যার।

Scanned by CamScanner

٤٢٧٩ - [١٧] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ رَجُلٌ: الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ: «أَهْرِقْهَا» قَالَ: فَإِنِّي لَا أُرْوٰى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ: «فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৪২৭৯-[১৭] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ পানীয় বস্তুতে (পান করার সময়) ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, যদি আমি পানির মধ্যে খড়কুটা দেখতে পাই? তিনি (ﷺ) বললেন : তা ফেলে দাও। সে আবার বলল : এক নিঃশ্বাসে পান করলে আমার তৃপ্তি হয় না। নাবী ﷺ বললেন : এমতাবস্থায় পেয়ালাটি মুখ হতে পৃথক করে নিঃশ্বাস ত্যাগ করো। (তিরমিযী ও দারিমী)[২১০]

ব্যাখ্যা : জাযারী নিহায়াতে বলেন : নিষেধাজ্ঞা এ কারণে ফুঁ এর মাধ্যমে মুখের লালা বা থুথু পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে সে এমন কিছু পান করবে যাতে করে সে কষ্ট পাবে।

হাদীসে দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হয় যে, এক নিঃশ্বাসে পান করা বৈধ। কেননা ব্যক্তিকে নিষেধ করা হয়নি বরং রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি তুমি তৃপ্তি না পাও তাহলে পেয়ালাটিকে মুখ হতে পৃথক করে নিঃশ্বাস ত্যাগ কর।

আর তা মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও বৈধ সাব্যস্ত করে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৮৭)

٤٢٨٠ - [١٨] وَعَنْهُ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪২৮০-[১৮] উক্ত রাবী (আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পেয়ালার ছিদ্র দিয়ে পান করতে এবং পানীয় বস্তুতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ)[২১১]

ব্যাখ্যা : পেয়ালার ছিদ্র দিয়ে পান করার নিষেধের কারণ হলো পান করার সময় পানি পড়বে এবং পানির ফোটা মুখে এবং শরীরে পড়বে। কেননা ভাঙ্গা বা ছিদ্র পেয়ালায় ঠোঁট শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরে রাখতে পারে না।

কারও মতে, ছিদ্রের স্থানটিতে শায়ত্বনের বসার স্থান।

হতে পারে ছিদ্রের স্থানটি অপরিষ্কার থাকে ভালো করে পরিষ্কার করলেও, ফলে পান করাটা অপরিষ্কার অবস্থায় হয়। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭১৮)

٤٢٨١ - [١٩] وَعَنْ كَبْشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إِلٰى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ

---

[২১০] হাসান : তিরমিযী ১৮৮৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৮৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১১৫, দারিমী ২১২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৩২৭, মুসনাদে আহমাদ ১১২১৯, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ (৩৬)-৩।

[২১১] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৭২২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৮৭, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১১৭৭৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৩১৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৫৯০, সহীহুল শু'আবুল ঈমান ৬০১৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১১৬, জামি' ৬৮৮৮।

Scanned by CamScanner

৪২৮১-[১৯] কাবশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমার গৃহে এলেন এবং একটি লটকানো মশক হতে দাঁড়ানো অবস্থায় পান করলেন। পরে আমি মশকের নিকট গিয়ে মশকের সে মুখখানা কেটে রেখে দিলাম। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[২১২]

আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসের সমর্থনে যা তিরমিযী বর্ণনা করেছেন উম্মু সুলায়ম رضي الله عنها হতে অনুরূপ অর্থে তবে তাতে অতিরিক্ত এসেছে, «وَقَالَتْ: لَا يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ بَعْدَ شُرْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ» তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পান করার পর আর কেউ যেন পান না করে।

আর ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) তিরমিযী হতে বর্ণনা করেন, মশকের মুখ কাটার দু'টি উদ্দেশ্য। সে স্থানটিকে সংরক্ষণ করা যেখানে রসূল ﷺ-এর মুখ লেগেছে যাতে করে প্রত্যেকে তা স্পর্শ করতে পারে।

আর দ্বিতীয় মতে, তা হতে বারাকাত হাসিল করতে পারে এবং আরোগ্য লাভ করতে পারে। আর হাদীস প্রমাণ করে কলসের মুখ দিয়ে পান করার নিষেধাজ্ঞা হারাম নয়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٨٢ -[٢٠] وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْحُلْوَ الْبَارِدَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ مَا رُوِىَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا

৪২৮২-[২০] যুহরী (রহিমাহুল্লাহ) 'উরওয়াহ্ হতে বর্ণনা করেন। 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেছেন : ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় পানীয় ছিল। (তিরমিযী)[২১৩]

আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : সহীহ ও নির্ভরযোগ্য কথা হলো, এ হাদীসটি নাবী ﷺ হতে যুহরী কর্তৃক মুরসাল হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে (অর্থাৎ- বর্ণনায় অন্য কোন সহাবীর নাম উল্লেখ নেই)।

ব্যাখ্যা : মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (أَحَبُّ) অধিক প্রিয়। অর্থ সুস্বাধু, কেননা যমযমের পানি অধিক উত্তম। অনুরূপ তার নিকট দুধও প্রিয়। এ গুণগুলো 'আমভাবে বর্ণনা হয়েছে; এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিশুদ্ধ পানি, দুধ, মিশানো পানি বা অন্যান্য যেমন মধু, ভিজানো খেজুর, কিসমিস। কারও মতে, ঠাণ্ডা পানি প্রিয় ছিল বা এ বস্তুগুলো বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রিয়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ১৫শ খণ্ড, হাঃ ১৮৮৫)

٤٢٨٣ -[٢١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلِ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ. وَإِذَا سُقِىَ لَبَنًا فَلْيَقُلِ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهٗ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

[২১২] সহীহ : তিরমিযী ১৮৯২, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১০৫৭-এর আলোচনা দ্রঃ, শু'আবুল ঈমান ৬০২৬, ইবনু মাজাহ ৩৪২৩, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৪৬০৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪১৩০, মুসনাদে আহমাদ ২৭৪৩০, শু'আবুল ঈমান ৬০২৭, ৬০২৫; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০৮১৫।

[২১৩] সহীহ : তিরমিযী ১৮৯৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩০০৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৪০/২, মুসনাদে আহমাদ ২৪১২৯, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬৮৪৪, সহীহুল জামি' ৪৬২৭, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ২৮১৬-এর আলোচনা দ্রঃম মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৪৫৯৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৫৮৩, মুসান্নাদ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪১৯৯, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৫১৬, শু'আবুল ঈমান ৫৫৯২৮।

Scanned by CamScanner

৪২৮৩-[২১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, তখন সে যেন এ দু'আটি পড়ে- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ. *"আল্ল-হুম্মা বা-রিক লানা- ফীহি ওয়া আত্ব'ইম্‌না- খয়রম্ মিন্‌হু"* (হে আল্লাহ! তার মধ্যে আমাদের জন্য বারাকাত দাও এবং তা অপেক্ষা উত্তম খাদ্য দান করো)। আর যখন দুধ পান করবে তখন যেন বলে, *"আল্ল-হুম্মা বা-রিক লানা- ফীহি ওয়াযিদনা- মিন্‌হু"* (হে আল্লাহ! এর মধ্যে আমাদের জন্য বারাকাত দাও এবং তা আরো অধিক দান করো)। কেননা দুধ ব্যতীত অন্য কোন জিনিসই খাদ্য ও পানীয় উভয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[২১৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসে স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে দুধের চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। এজন্য নবজাত শিশুর খাদ্য হলো দুধ আর তাতে আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট নিদর্শনও রয়েছে, যেমন বলেন :

﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾

"তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্যে থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্য উপাদেয়।" (সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ৬৬)

হাদীসের শেষাংশে উত্তম হওয়ার কারণও বর্ণনা করা হয়েছে।

(فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ) কেননা দুধ ব্যতীত অন্য কোন জিনিসই খাদ্য ও পানীয় উভয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٨٤ -[٢٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنَ السُّقْيَا. قِيلَ: هِيَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪২৮৪-[২২] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর জন্য সুক্বইয়া হতে মিঠা পানি সংগ্রহ করা হত। কথিত আছে যে, সুক্বইয়া একটি ঝরণা। তার ও মাদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান হলো দু'দিনের পথ। (আবূ দাঊদ)[২১৫]

ব্যাখ্যা : মিষ্ট পানি দ্বারা উদ্দেশ্য লবণাক্ত না, কেননা মাদীনার পানি হলো লবণাক্ত। সুয়ূত্বী বলেন : সুক্বইয়া একটি গ্রাম যা মাক্কাহ্ ও মাদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

হাকিম-এর বর্ণনায় রয়েছে, «كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بِئْرِ السُّقْيَا»

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সুক্বইয়া-এর কূপ হতে মিঠা পানি সংগ্রহ করা হত।

আমি ভাষ্যকার বলি : সম্ভবত দু'টি দু' স্থান। কোন অসঙ্গতিপূর্ণ নেই হাদীসে একটি ঝর্ণা, অপরটি কূপ। হতে পারে বিভিন্ন স্থান। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২১৪] হাসান : তিরমিযী ৩৪৫৫, আবূ দাঊদ ৩৭৩০, ইবনু মাজাহ ৩৩২২, মুসনাদে আহমাদ ১৯৭৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৮৬৭৬, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১০১১৮, শু'আবুল ঈমান ৫৯৫৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৮৬৭৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৩২০, সহীহুল জামি' ৩৮২।

[২১৫] সহীহ : আবূ দাঊদ ৩৭৩৫, সহীহুল জামি' ৪৯৫১, আল জামি'উস্ সগীর ৯০৮২, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৬১৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৩৩২, শু'আবুল ঈমান ৬০৩৩।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٢٨٥ -[٢٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ فِيْ إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

৪২৮৫-[২৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে অথবা এমন পাত্রে পান করল যাতে সোনা-রূপার কিছু অংশ মিশ্রিত আছে, সে যেন নিজের পেটে জাহান্নামের আগুনের ঢোক গিলল। (দারাকুত্বনী)[২১৬]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তাতে বিভিন্ন কারণ রয়েছে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ কারণ হলো যদি তা প্রয়োজনের চেয়ে ছোট পাত্র হয় তাহলে হারাম হবে না। আর যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বড় হয় তাহলে হারাম হবে। আর স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে ব্যবহারে পুরুষ নারী সকলের জন্য হারাম।

অনুরূপ সুরমাদানী হিসেবে ব্যবহার করাও। স্বর্ণের ও রৌপ্যের খাট ও চেয়ার ব্যবহার করাও মাকরূহ।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : পাত্রের মুখ যদি কাঠ দ্বারা নির্মিত হয় তাহলে ব্যবহারে সমস্যা না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٤) بَابُ النَّقِيْعِ وَالْأَنْبِذَةِ
অধ্যায়-৪ : নাক্বী' ও নাবীয সম্পর্কীয় বর্ণনা

নিহায়াতে এসেছে, নাক্বী' হলো এমন পানীয় যা আঙ্গুর বা অন্যান্য হতে প্রস্তুত করা হয় যা পানিতে ভিজানো হয় পাকানো ছাড়া। আর খেজুর, আঙ্গুর, কিসমিস, মধু, গম ও যব ইত্যাদি ভিজিয়ে যে মিঠা শরবত প্রস্তুত করা হয় তা নাবীয। যেমন বলা হয়, আমি আঙ্গুর ও খেজুরকে নাবীয করেছি যখন পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি যাতে নাবীয হয়। এ নাবীয অনেক উপকার বিশেষ করে শক্তি বৃদ্ধিতে।

মীরাক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা সর্বসম্মতক্রমে হালাল যতক্ষণ পর্যন্ত মিষ্টি থাকে আর নেশাগ্রস্ত অবস্থায় না পৌছে। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সব নেশাই হারাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২১৬] য'ঈফ : দারাকুত্বনী ১/১১, শু'আবুল ঈমান ৬৩৮২, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১৩৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৭, আস্ সুনানুস্ সুগরা ২০০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ "ইয়াহ্ইয়া"। "ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মিহরান আল জারী" নামক রাবী য'ঈফ, দেখুন- তাহযীবুল কামাল, রাবী নং ৬৯১৩। আরেকজন রাবী "যাকারিয়্যা ইবনু ইবরাহীম ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মুতি", তিনি তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তার পিতার পরিচয় জানা যায় না (مجهول الحال)। আল জারহু ওয়াত্ তা'দীল।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٢٨٦ -[١] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِقَدَحِيْ هٰذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ وَالنَّبِيْذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪২৮৬-[১] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এ পেয়ালা দ্বারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বিভিন্ন প্রকারের পানীয় পান করাতাম। যেমন- মধু, নাবীয, পানি ও দুধ। (মুসলিম)[২১৭]

ব্যাখ্যা : উদ্দেশ্য হলো নাবীয যতক্ষণ না তা নেশার সীমায় পৌঁছে। (শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ২০০৮)

٤٢٨٧ -[٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِيْ سِقَاءٍ يُوكَأُ أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪২৮৭-[২] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য চামড়ার মশকে নাবীয প্রস্তুত করতাম। তার উপর হতে শক্ত করে বাঁধা হত এবং নিচেও একটি মুখ ছিল। আমরা সকালে যে নাবীয বানাতাম, তিনি তা বিকালে পান করতেন এবং বিকালে যে নাবীয বানাতাম, তিনি তা সকালে পান করতেন। (মুসলিম)[২১৮]

ব্যাখ্যা : ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : পাত্রকে ঢাকা এবং তার মুখকে শক্ত করে বাধাতে রসূল (ﷺ) আদেশ করেছেন, কারণ হলো ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ ও প্রাণী হতে বাঁচা। (عَزْلَاءُ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পাত্রের নীচের মুখ। ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : পাত্রের নীচের ছিদ্র যাতে তা হতে পানি পান করা যায়। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٤٢٨٨ -[٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذٰلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِيْ تَجِيءُ وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرٰى وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهٖ فَصُبَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪২৮৮-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য রাত্রের প্রথম ভাগে নাবীয তৈরি করা হত। তিনি তা পরবর্তী দিন সকালে, এর পরের রাত্রে, দ্বিতীয় দিনে ও দ্বিতীয় রাত্রে এবং তৃতীয় দিন 'আস্‌র পর্যন্ত পান করতেন। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত, তা চাকর-বাকরদেরকে পান করাতেন অথবা ফেলে দেয়ার জন্য নির্দেশ করতেন, তখন তা ফেলে দেয়া হত।

(মুসলিম)[২১৯]

---

[২১৭] সহীহ : মুসলিম (২০০৮)-৮৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৭৪৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৩, আবূ দাউদ ৩৭১১, সহীহ ইবনু মাজাহ ৩৩৯৮, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৩৬৭৩, আস্ সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬৮৫২, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৪৭২।

[২১৮] সহীহ : মুসলিম ৮৫-(২০০৫), আবূ দাউদ ৩৭১১, নাসায়ী ৫৭৪০, ইবনু মাজাহ ৩৩৯৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৩৮৫, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৪৭২, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪২০০, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৫২৫১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৭৪৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭৮৮৫, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৩৬৭৩।

[২১৯] সহীহ : মুসলিম (২০০৪)-৭৯, মুসনাদে আহমাদ ২৪৯৩০।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : হাদীস প্রমাণ করে নাবীয বৈধ যতক্ষণ না তার মিষ্টতা পরিবর্তন হয় এবং নেশা পরিগণিত না হয়, এটার উপর সকলের ইজমা।

(سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهٖ فَصُبَّ) চাকরদের পান করাতেন অথবা ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। কখনও কখনও পান করাতেন আবার কখনও ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিতেন, এটা নাবীযের অবস্থায় উপর নির্ভর করে। যদি নাবীযে নেশার ছাপ স্পষ্ট না হয় অথবা নেশার ভাব হওয়ার পূর্বেই চাকরদেরকে পান করাতেন আর ফেলে দিতেন না, কারণ অযথা সম্পদ নষ্ট করা হারাম। আর যদি নেশার ছাপ চলে আসে এবং মদে রূপান্তরিত হয় তাহলে খাওয়াতেন না এবং ফেলে দিতে বলতেন, কারণ তা হারাম এবং অপবিত্র হয়ে গেছে।

আর 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা-এর হাদীস সকালের নাবীয বিকালে আর বিকালের নাবীয সকালে পান করা। ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীসের বিপরীত না। কেননা ঋতু বা মওসুমের পরিবর্তনে নাবীযের মধ্যে নেশা সৃষ্টি হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে সময়ের ব্যবধান হয়। যেমন গ্রীষ্মের মওসুমে কোন জিনিস যত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় শীতের সময়ে তত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না। অতএব 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা-এর হাদীস গরম বা গ্রীষ্মের সময়ে যাতে এক দিনের উর্ধ্বেই নষ্ট হয়ে যায়। আর ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীস অন্য সময়ে যে সময়ে তিনদিনের পূর্বে নষ্ট হয় না। অথবা হতে পারে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা-এর হাদীস স্বল্প নাবীয একদিনে সমাপ্ত হয়। আর ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীস অধিক পরিমাণ নাবীয যা একদিনে সমাপ্ত হয় না।

(শারহুন্ নাবাবী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ২০০৪)

٤٢٨٩ - [٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِيْ سِقَائِهٖ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوْا سِقَاءً يُنْبَذُ لَهٗ فِيْ تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪২৮৯-[৪] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য মশকে নাবীয প্রস্তুত করা হত। যখন তারা তা না পেত, তখন পাথর নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি করা হত। (মুসলিম)[২২০]

ব্যাখ্যা : (تَوْرٍ) ছোট পাত্র, যা দ্বারা পান করা হয় অথবা উযূ করা হয়।

ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা বদনা যা কেতলির সাদৃশ্য তা হতে পান করা হয়। নিহায়াতে বলা হয়েছে, ছোট পাত্র যা কাপড় ধুইতে ব্যবহার করা হয়। ক্বামূস অভিধানে এসেছে, এমন পাত্র যা হতে শুধুমাত্র পুরুষেরাই পান করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٩٠ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِيْ أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪২৯০-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কদুর খোলস, সবুজ মটকা, আলকাতরা লাগানো পাত্র এবং খেজুর বৃক্ষের মূলের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং চামড়ার মশকে নাবীয প্রস্তুত করতে আদেশ করেছেন। (মুসলিম)[২২১]

---

[২২০] সহীহ : মুসলিম (১৯৯৯)-৬২, নাসায়ী ৫৬৪৭, ইবনু মাজাহ ৩৪০০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩০০৯, আবূ দাউদ ৩৭০২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৬৯৩৫, মুসনাদে আহমাদ ১৫১৬২, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৭৬৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪১২, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৫১৫৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৮১০৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭৯৩২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (دُبَّاءِ) দুব্বা লাউয়ের শুকনা খোলস দ্বারা তৈরি পাত্র।
(حَنْتَمِ) (হানতাম) মটকা জাতীয় সবুজ বর্ণের পাত্র বিশেষ।
(مُزَفَّتِ) (মুযাফ্‌ফাত) এমন ধরনের পাত্র যা ভিতরে কিংবা বাইরে আলকাতরা লেপিয়ে দেয়া হয়।
(نَقِيْرِ) (নাক্বীর) খেজুর গাছের মূলের দ্বারা নির্মিত পাত্র।

মূলত এগুলো তৎকালীন 'আরবরা মদ তৈরির পাত্র হিসেবে ব্যবহার করত। ইসলামে মদ হারাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত পাত্রের ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ পাত্রগুলোতে নাবীয প্রস্তুত করলে তা খুব তাড়াতাড়ি নেশায় বা মদে পরিণত হত। অতঃপর ইসলামের সময় দীর্ঘ হলে নেশা হারাম হওয়া স্পষ্ট হয়, আর প্রত্যেক পাত্রে নাবীয বৈধতার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ বিষয়ে সামনের হাদীসে আলোচনা আসছে। আর এ সংক্রান্ত আলোচনা ঈমান অধ্যায়ে বলা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٩١ -[٦] وَعَن بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ فَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ إِلَّا فِيْ ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِيْ كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪২৯১-[৬] বুরয়দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমি তোমাদেরকে কয়েক প্রকারের পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে কোন পাত্র হারাম বস্তুকে হালালে এবং হালাল বস্তুকে হারামে পরিণত করতে পারে না। অবশ্য নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক জিনিসই হারাম। অন্য এক বর্ণনার মধ্যে আছে, আমি তোমাদেরকে চামড়ার মশক ছাড়া অন্যান্য পাত্রে পানীয় প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা প্রত্যেক প্রকারের পাত্রে পান করতে পার। তবে নেশা সৃষ্টিকারী কোন জিনিসই পান করবে না। (মুসলিম)[২২২]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্‌ফাত, নাক্বীর– এগুলো ইসলামের প্রথমদিকে হারাম ছিল, কারণ এগুলোতে নাবীয প্রস্তুত করলে খুব তাড়াতাড়ি মদে পরিণত হয়; এ আশঙ্কায় ব্যবহার হারাম করা হয়। পরে সময় দীর্ঘ হলে এবং নেশা স্পষ্ট হারাম হওয়ায় পাত্রগুলো ব্যবহারের নিষিদ্ধ রহিত হয় আর প্রত্যেক পাত্রে নাবীয তৈরির অনুমোদন হয়; তবে শর্ত হলো মদ যেন পান না করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٢٩٢ -[٧] عَن أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهٗ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

---

[২২১] সহীহ : মুসলিম (১৯৯৬)-৪৪, নাসায়ী ৫৬৩৭, আবূ দাউদ ৩৬৯০, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৭৮১, মুসনাদে আহমাদ ৫৪৯৪, দারিমী ২১১২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৩১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫২৮০।

[২২২] সহীহ : মুসলিম (৯৭৭)-৬৩, ৬৪; নাসায়ী ৫৫৯০, আবূ দাউদ ৩৬৯৮, তিরমিযী ১৮৬৯, মুওয়াত্ত্বা ১৭৬৭, মুসনাদে আহমাদ ২৪৭৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪০৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৭৪০, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৭৪৭, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৪৮৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯৫১, সহীহুল জামি' ৮৭১১।

Scanned by CamScanner

৪২৯২-[৭] আবূ মালিক আল আশ্‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন : নিশ্চয় আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে।

(আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[২২৩]

ব্যাখ্যা : তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নাবীযের হরেক নামে তারা মদ ক্রয় করবে। ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বৈধ নাবীযের নামে তারা মদ পান করবে। যেমন মধুর পানি, ভুট্টার পানি অনুরূপ আর অন্য কিছু এবং তারা ধারণা বা দাবী করবে এগুলো হারাম না, কেননা এগুলো আঙ্গুর ও খেজুর হতে তৈরি না, মূলত তারা এ ব্যাপারে মিথ্যুক। কেননা প্রত্যেক নেশাগ্রস্তই হারাম। মূল বিষয় নেশা হারাম হওয়ার উপর। আর কাহওয়া পানে কোন দোষ নেই, কেননা তা প্রসিদ্ধ গাছের ছাল হতে তৈরি, বেশী পরিমাণ হলেও তাতে নেশা নেই। যদিও কাহওয়া মদের নামে পরিচিত, তবে তা শুধুমাত্র নামে। নেশা জাতীয় অন্যান্য নামগুলোও মদ পানের সাদৃশ্য তা নিষিদ্ধ যখন প্রমাণিত হবে যদিও তা পানি, দুধ ও অন্যান্যের মধ্যে হয়।

(অনুবাদের ভাষ্য) আধুনিককালে নাবী (সাঃ)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী অবিকল প্রতিফলন ঘটেছে, যেমন মৃত সঞ্জীবনী সুধা ও সুরা ব্রান্ডি, হুইসকি, রেকটিফাইড স্পীড ইত্যাদি নামে হরদম বাজারে চালু বসেছে এবং নির্দ্বিধায় পান করা হচ্ছে। অথচ এগুলো ৮০% মদ ও মদের উপাদান। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٢٩٣ -[٨] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفَى قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: «لَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪২৯৩-[৮] ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সবুজ মটকায় নাবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে কি আমরা সাদা বর্ণের মটকায় পান করব? তিনি (সাঃ) বললেন : না। (বুখারী)[২২৪]

ব্যাখ্যা : নিহায়াতে বলা হয়েছে, (الْجَرِّ الْأَخْضَرِ) হলো এমন প্রসিদ্ধ পাত্র যা অহংকার ও গর্বের জন্য ব্যবহার করা হয়।

আর নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো এমন তৈলাক্ত পাত্র যা মদ দ্রুত তৈরি করে।

«أَنَشْرَبُ فِي الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا» আমরা কি সাদা বর্ণের মটকায় পান করব? তিনি (সাঃ) বললেন : না, এতে প্রমাণিত হয় দলীলের ক্ষেত্রে বোধগম্যের গুরুত্ব নেই। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

---

[২২৩] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৬৮৮, ইবনু মাজাহ ৩৩৮৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯০৯১, নাসায়ী ৫৬৫৮, সহীহুল জামি‘ ৮০৯১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৩৭৮, মুসনাদে আহমাদ ১৮০৯৮, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৪৩৯০, দারিমী ২১০০, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১০৬৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭৮৪৪।

[২২৪] সহীহ : বুখারী ৫৫৯৬, নাসায়ী ৫৬২২, মা‘রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৫৪৮৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৮০৮, মুসনাদে আহমাদ ১৯১২৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪০২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৭২৯।

Scanned by CamScanner

(٥) بَابُ تَغْطِيَةِ الْأَوَانِيْ وَغَيْرِهَا

অধ্যায়-৫ : থালা-বাসন ইত্যাদি ঢেকে রাখা প্রসঙ্গে

آنِيَةٌ অর্থ পাত্র أَوَانِيْ বহুবচনে মূলত পানাহারের পাত্রের কথা বুঝানো হয়েছে। পাত্রের সম্পূর্ণ অংশ ঢেকে রাখা, কোন অবস্থাতেই খোলা না রাখা। বিশেষ করে রাতের বেলায় খাদ্য পাত্র ঢেকে রাখা অপরিহার্য। কেননা বিষাক্ত পোকা-মাকড় ইত্যাদি রাত্রি বেলায় ছড়িয়ে পড়ে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٢٩٤ -[١] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪২৯৪-[১] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন রাত্রের আঁধার নেমে আসে, অথবা বলেছেন : সন্ধ্যা হয়, তখন তোমাদের শিশুদেরকে (বাইরে যাওয়া থেকে) আবদ্ধ রাখো। কেননা সে সময় শায়ত্বন ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং *বিস্‌মিল্লা-হ* বলে ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ করো। কারণ শায়ত্বন বদ্ধদ্বার খুলতে পারে না। আর *বিস্‌মিল্লা-হ* পড়ে তোমাদের মশকগুলোর মুখ বন্ধ করো এবং *বিস্‌মিল্লা-হ* বলে তোমাদের পাত্রগুলোও ঢেকে রাখো। (ঢাকার কিছু না পেলে) কোন কিছু আড়াআড়িভাবে হলেও পাত্রের উপর রেখে দাও। (আর ঘুমানোর সময়) বাতিগুলো নিভিয়ে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)[২২৫]

ব্যাখ্যা : (إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ) সূর্য যখন ডুবে যায়, কারও মতে যখন অন্ধকার হয়ে আসে।

(لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا) ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যে দরজা *বিসমিল্লা-হ* বলে বন্ধ করা হয়। শায়ত্বন সে দরজা খুলতে সক্ষম হয় না। কেনন্না সে অনুমতিপ্রাপ্ত না, তবে যে দরজা খোলা এবং বন্ধ করা দরজা যাতে *বিসমিল্লা-হ* বলা হয়নি, তাতে শায়ত্বন অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে।

কারো মতে শায়ত্বন দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষরূপী শায়ত্বন, তবে এ মতটি গ্রহণযোগ্য না। মূলত *বিসমিল্লা-হ*'র বারাকাতে চতুর্দিক হতে শায়ত্বনকে প্রবেশে বাধা দেয়া হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২২৫] সহীহ : বুখারী ৫৬২৩, মুসলিম (২০১২)-৯৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪০, সহীহুল জামি' ৭৬৪, আল জামি'উস্ সগীর ৭৬৬, ইরওয়া ৩৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৯৩১, শু'আবুল ঈমান ৬০৫৮, মুসনাদে আহমাদ ৮৭৫২।

Scanned by CamScanner

٤٢٩٥ -[٢] وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: قَالَ: «خَمِّرُوا الْآنِيَةَ وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ».

৪২৯৫-[২] বুখারী-এর অপর এক বর্ণনাতে আছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : পাত্রসমূহ ঢেকে রাখো। মশকগুলোর মুখ বেঁধে রাখো। কেননা এ সময় জিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং ছিনিয়ে নেয়। আর তোমরা শয়নকালে বাতিগুলো নিভিয়ে দাও। কেননা দুষ্ট ইঁদুরগুলো কখনো কখনো (প্রজ্জ্বলিত) সলতা টেনে নিয়ে যায়। ফলে গৃহবাসীকে পুড়িয়ে দেয়।[২২৬]

ব্যাখ্যা : (فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ) ইঁদুর যা রাত্রি বেলায় গর্ত হতে বের হয় মানুষের ওপর এবং (পরিবেশ) বিকৃত করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٩٦ -[٣] وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرِضَ عَلَى إِنَائِهِ عُوْدًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ».

৪২৯৬-[৩] মুসলিম-এর এক বর্ণনাতে আছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : তোমরা পাত্রসমূহ ঢেকে রাখো, মশকের মুখ বেঁধে রাখো। ঘরের দরজাসমূহ (সন্ধ্যাকালে) বন্ধ রাখো এবং (শয়নকালে) বাতি নিভিয়ে দাও। কেননা শায়ত্বন (বন্ধ) মশক ও (বন্ধ) দরজা খুলতে পারে না এবং (ঢাকা) পাত্র উন্মুক্ত করতে পারে না। আর যদি তোমাদের কেউ একখানা কাঠি ব্যতীত কিছু না পায়, তবে "*বিস্‌মিল্লা-হ*" বলে তাই যেন আড়াআড়িভাবে পাত্রের উপর রেখে দেয়। কেননা দুষ্ট ইঁদুর গৃহবাসীসহ ঘর পুড়িয়ে ফেলতে পারে।[২২৭]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা যে কোন বাতি হতে পারে যাতে তা আগুন লাগার ভয় থাকে তা এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি আগুন লাগার ভয় না থাকে তাহলে না নিভালেও সমস্যা নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٩٧ -[٤] وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ: «لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ».

---

[২২৬] সহীহ : বুখারী ৩৩১৬, ৬২৯৫; শু'আবুল ঈমান ৬০৬২, তিরমিযী ২৮৫৭, ইবনু মাজাহ ৩৪১০, সহীহুল জামি' ৩২৫৬, আল জামি'উস্ সগীর ৫৫৬৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৭, মুসনাদে আহমাদ ১৫১৬৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ২১৩০ আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৩৪৫।

[২২৭] সহীহ : মুসলিম (২০১২)-৯৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫১৮, শু'আবুল ঈমান ৬০৬১, ইবনু মাজাহ ৩৪১০, সহীহুল জামি' ৪১৬০, আল জামি'উস্ সগীর ৭৬০৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ২২৫৮, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ১১৪৮।

Scanned by CamScanner

৪২৯৭-[৪] মুসলিম-এর অপর এক বর্ণনায় আছে, সূর্যাস্তের পর রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের জানোয়ার ও শিশুদেরকে (বাইরে) ছেড়ে দিয়ো না। কেননা সূর্যাস্তের পর সান্ধ্য আভা বিলীন হওয়া পর্যন্ত শায়ত্বন ছড়িয়ে পড়ে।[২২৮]

ব্যাখ্যা : এখানে শায়ত্বন দ্বারা উদ্দেশ্য শায়ত্বনের নেতা বা সর্দার সে তার বাহিনীকে পাঠায়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٩٨ -[٥] وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِى السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذٰلِكَ الْوَبَاءِ».

৪২৯৮-[৫] মুসলিম-এর আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : খাদ্য-পাত্র ঢেকে রাখো এবং মশক বন্ধ রাখো। কেননা বছরে এমন এক রাত্রি আছে, যে রাত্রে বিভিন্ন প্রকারের বালা-মুসীবাত নাযিল হয়। ঐসব বালার গতিবিধি এমন সব পাত্রের দিকে হয় যা ঢাকা নয় এবং এমন পান-পাত্রের দিকে হয় যার মুখ বন্ধ নয়, ফলে তা তার মধ্যে প্রবেশ করে।[২২৯]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : প্রত্যেক কাজে *বিসমিল্লা-হ* বলা শিষ্টাচার ও সকল প্রকার কল্যাণের সমন্বয়ক, আর এর দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল মুসীবাত হতে নিরাপত্তা অর্জিত হয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٢٩٩ -[٦] وَعَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ النَّقِيعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُودًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪২৯৯-[৬] উক্ত রাবী (জাবির رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবূ হুমায়দ নামক আনসারের এক ব্যক্তি নাকী‘ নামক এক জায়গা হতে এক পেয়ালা দুধ নাবী ﷺ-এর খিদমাতে নিয়ে এলো। তখন নাবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি এটাকে ঢেকে আননি কেন? আর কিছু না হোক অন্তত একটি কাঠি তার উপর আড়াআড়িভাবে রেখে দিতে। (বুখারী ও মুসলিম)[২৩০]

ব্যাখ্যা : (رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) তিনি হলেন ‘আবদুর রহমান ইবনু সা‘দ আল খারিজী, যিনি মু‘আবিয়াহ্ رضي الله عنه-এর শাসনামলের শেষের দিকে মারা গেছেন। যাকে রসূল ﷺ যাকাতের উটের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

(مِنَ النَّقِيعِ) নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা আকীক উপত্যকা, কারও মতে মাদীনার ক্বরস্থান।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২২৮] সহীহ : মুসলিম (২০১৩)-৯৮, মুসনাদে আহমাদ ১৪৩৪২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৬৪৪, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ১৩৪৫, মুসনাদ আবূ ইয়া‘লা ১৭৭২, মুসনাদে আহমাদ ১৪৩৪২, আবূ দাঊদ ২৬০৪, সহীহুল জামি‘ ৭২৭৮, আল জামি‘উস্ সগীর ১৩২৩৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩১২৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯৭৪।

[২২৯] সহীহ : মুসলিম (২০১৪)-৯৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৭, ইরওয়া ৩৯, শু‘আবুল ঈমান ৬০৫৯, মুসনাদে আহমাদ ১৪৮২৯, সহীহুল জামি‘ ৭৬০৮, আল জামি‘উস্ সগীর ৯৬০৮।

[২৩০] সহীহ : বুখারী ৫৬০৫, মুসলিম (২০১০)-৯৩, ৯৪, ৯৫; মুসনাদে আহমাদ ১৪১৩৭, আবূ দাঊদ ৩৭৩৪, সহীহুল জামি‘ ২৬৫১, আল জামি‘উস্ সগীর ৪৪১৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩০৭৬, ইরওয়া ৩৯, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৮৬৫, দারিমী ২১৩১, সহীহ ইবনু হিব্বান ১২৭০, শু‘আবুল ঈমান ৬০৬০।

Scanned by CamScanner

সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا قَالَ بَلَى فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلَا خَمَّرْتَهُ.

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, তিনি (ﷺ) পান করতে চাইলেন কোন এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কি আপনাকে নাবীয পান করাব না।' তিনি (ﷺ) বললেন, 'হ্যাঁ'। সে দ্রুত বের হয়ে এক পেয়ালা নাবীয নিয়ে আসলো। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'কেন তুমি ঢেকে আননি।'

সহীহ মুসলিম-এর অপর বর্ণনায় এসেছে,

أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا.

আবুয্ যুবায়র (রহিমাহুল্লাহ) জাবির (রাঃ) হতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আবূ হুমায়দ আস্ সা'ইদী বলেন : আমি নাবী ﷺ-এর নিকট নাক্বী' হতে এক পেয়ালা দুধ আনলাম তাতে ঢাকনা ছিল না। দুধের ঘটনা আবূ হুমায়দ-এর সাথে ছিল এবং জাবির (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। আর নাবীযের ঘটনা ছিল জাবিব-এর সাথে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৪০৫)

٤٣٠٠ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩০০-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো, তখন তোমরা ঘরের মধ্যে (প্রজ্জ্বলিত) আগুন রেখ না। (বুখারী ও মুসলিম)[২৩১]

ব্যাখ্যা : এটা প্রদীপের আগুনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর সে সমস্ত বাতি ঝুলানো থাকে তা হতে যদি আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তা নিভানোর হুকুমে আসবে আর তা যদি না হয়, তাহলে নিভানোর প্রয়োজন নেই। কারণ রসূল ﷺ কারণ দর্শিয়েছেন। বিশেষ করে ইতিপূর্বে হাদীসে যে ইঁদুর গৃহবাসীসহ ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ফেলতে পারে। কারণ অনুপস্থিত থাকলে নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়।

(শারহুন্ নাবাবী ১০ম খণ্ড, হাঃ ২০১৫)

٤٣٠١ - [٨] وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هٰذِهِ النَّارُ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُم». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩০১-[৮] আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাতের বেলায় মাদীনার একটি ঘর আগুনে জ্বলে গেল, গৃহবাসীদের ওপর এ বিপদ এসে পড়ল। পরে ব্যাপারটি নাবী ﷺ-কে জানানো হলে

[২৩১] সহীহ : বুখারী ৬২৯৩, মুসলিম (২০১৫)-১০০, আল আদাবুল মুফরাদ ১২২৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫৪৩৪, মুসনাদে আহমাদ ৪৫৪৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ১৯৮৭১, তিরমিযী ১৮১৩, আবূ দাউদ ৫২৪৬, ইবনু মাজাহ ৩৭৬৯, সহীহুল জামি' ৭২২০, আল জামি'উস্ সগীর ১৩১৭৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৯১৫।

Scanned by CamScanner

তিনি বললেন : মূলত এ আগুন তোমাদের শত্রুই। অতএব যখন তোমরা রাতে ঘুমাবে, তখন তা নিভিয়ে দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)[২৩২]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আগুনকে শত্রু বলার মানে এই নয় যে, সব আগুনই ক্ষতিকর। হাদীসে বর্ণিত শব্দে هٰذِهٖ দ্বারা নির্দিষ্ট আগুনকে বুঝানো হয়েছে; যেমন- চেরাগ, কুপি, বাতি ও চুলার আগুন। তা বিভিন্নভাবে অসতর্ক অবস্থায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। অন্যথায় আগুন যে তোমাদের জন্য উপকারী এবং মৌলিক প্রয়োজনের অন্যতম বস্তু অনস্বীকার্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٣٠٢ -[٩] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ. وَأَقِلُّوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَأَتِ الْأَرْجُلُ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبُثُّ مِنْ خَلْقِهٖ فِيْ لَيْلَتِهٖ مَا يَشَاءُ وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا إِذَا أُجِيفَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَغَطُّوا الْجِرَارَ وَأَكْفِئُوا الْآنِيَةَ وَأَوْكُوا الْقِرَبَ». رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

৪৩০২-[৯] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেন, যখন তোমরা রাতে কুকুরের চিৎকার এবং গাধার ডাক শুনতে পাবে, তখন আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শায়ত্বন হতে আশ্রয় চাইবে। কেননা তারা এমন এমন কিছু দেখতে পায়, যা তোমরা দেখতে পাও না। আর রাতে যখন মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে যায় তখন তোমরাও বাইরে যাওয়া কমিয়ে দাও। কেননা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট কিছু জীবকে রাত্রিকালে ছেড়ে দেন। তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ রাখো, আর আল্লাহর নাম স্মরণ করো। কারণ শায়ত্বন এমন দরজা খুলতে পারে না যা আল্লাহর নাম নিয়ে বন্ধ করা হয়। আর তোমরা ঘটি, মটকা (খাদ্য-পাত্রসমূহ) ঢেকে রাখো, শূন্য পাত্র উপুড় করে রাখ এবং মশকের মুখ বেঁধে রাখো। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[২৩৩]

ব্যাখ্যা : (مِنَ اللَّيْلِ) দ্বারা উদ্দেশ্য রাতের কোন এক অংশে। আর হাকিম-এর বর্ণনায় «إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ» যখন তোমরা কুকুরের আওয়াজ শুনবে।

(فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ) তারা যা দেখে তোমরা তা দেখতে পাও তা হলো তারা শায়ত্বনকে দেখতে পায়। আর আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-এর বর্ণনায় এসেছে যা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত–

---

[২৩২] সহীহ : বুখারী ৬২৯৪, মুসলিম (২০১৬)-১০১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫২০, মুসনাদে আহমাদ ১৯৫৭১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৯১৬,. সহীহুল জামি' ২২৬৯, আল জামি'উস্ সগীর ৩০৩৩, আল আদাবুল মুফরাদ ১২২৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭২৯৩, শু'আবুল ঈমান ৬০৬৫।

[২৩৩] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩০৬০, আল মুসতাদরাক 'আলাস্ সহীহায়ান ৭৮২৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৭১৬০, আল আদাবুল মুফরাদ ১২৩৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫১৭, মুসনাদে আহমাদ ১৪২৮৩।

Scanned by CamScanner

«وَإِذَا سَمِعَ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ. فَلْيَسْأَلِ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ ; فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا» যখন কোন মুরগীর আওয়াজ শুনবে সে যেন আল্লাহ্‌র কাছে অনুগ্রহ চায়, কেননা সে মালাক (ফেরেশতা)-কে দেখেছে।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কারণ হলো মালায়িকার (ফেরেশতাগণের) 'আমীন' দু'আতে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা কামনা তাদের শাহাদাত বিনয়-নম্রপূর্ণ এবং একনিষ্ঠতা। আর তাতে সৎলোকেদের উপস্থিতির সময় দু'আ কামনা করা ভালো।

অনুরূপ দু'আ করা ভালো যালিম ও ফাসিক্বকে দর্শনের সময়। মদ্য কথা হলো, নেককার ও ফাসিক্বদেরকে দেখা ওয়া'দা ও শাস্তির নিদর্শন শুনার পর্যায়। এমনটি হলে প্রথমে চাইবে দ্বিতীয়তে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। যেমন অন্য সহীহ হাদীসে এসেছে,

إِذَا سَمِعْتُمْ أَصْوَاتَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ؟ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا. وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحَمِيرِ فَتَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا.

যখন তোমরা মোরগের আওয়াজ শুনবে আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ কামনা করবে, কারণ সে মালাক (ফেরেশতা)-কে দেখ আর যখন গাধার আওয়াজ শুনবে আল্লাহ্‌র কাছে শায়ত্বন হতে আশ্রয় চাইবে, কেননা সে শায়ত্বনকে দেখেছে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٣٠٣ -[١٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ فَأْرَةٌ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِيْ كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ فَقَالَ: «إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هٰذِهٖ عَلٰى هٰذَا فَيَحْرِقُكُمْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৩০৩-[১০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন একটি ইঁদুর জ্বলন্ত একটি সলতে টেনে আনল এবং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মুখের চাটাইয়ের উপর রেখে দিলো, যার উপরে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। ফলে তার এক দিরহামের জায়গা পরিমাণ জ্বলে গেল। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : (রাতে) যখন তোমরা ঘুমাবে, তখন চেরাগ, বাতি ইত্যাদি নিভিয়ে ফেলবে। কেননা শায়ত্বন এ জাতীয় অনিষ্টকর প্রাণীকে উদ্বুদ্ধ করে, ফলে তারা তোমাদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। (আবূ দাঊদ)[২৩৪]

ব্যাখ্যা : (إِذَا نِمْتُمْ) যখন তোমরা ঘুমাও ঘুমকে নির্দিষ্টের কারণ হলো অধিকাংশ সময় উদাসীনতা ঘুমের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আর এজন্য বলা হয় যখন উদাসীনতা আসে বিবেকবর্জিত কাজ সংঘটিত হয়।

(فَيَحْرِقُكُمْ) তোমাদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়, এর কারণ শায়ত্বনই। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ "নিশ্চয় শায়ত্বন তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু তাকে প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর"– (সূরাহ্ আল ফাত্বির ৩৪ : ৬)। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَ الْفَصْلُ الثَّالِثُ

আর এ অধ্যায়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই।

---

[২৩৪] সহীহ : আবূ দাঊদ ৫২৪৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৪২৬, সহীহুল জামি' ৮১৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫১৯, আল আদাবুল মুফরাদ ১২২২, শু'আবুল ঈমান ৬০৬৩।

Scanned by CamScanner

(٢٢) كِتَابُ اللِّبَاسِ

পর্ব-২২ : পোশাক-পরিচ্ছদ

اللباس (আল লিবা-স) শব্দটি باب سمع (বা-বি সামি'আ)-এর মাসদার। এটি পেশের সাথেও ব্যবহার করা হয়। যার অর্থ পোশাক। আর باب ضرب (বা-বি যরাবা) থেকে لبسا (লাবসান) লামের উপর যবর যোগে আসে। যার অর্থ সংমিশ্রণ করা। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"আর তোমরা হাক্বকে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে হাক্বকে গোপন করো না"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ০২ : ৪২)। বিভিন্ন কারণে ইসলামে কতিপয় পোশাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলো হল- ১. পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক ও স্বর্ণমিশ্রিত পোশাক। ২. পুরুষের জন্য মহিলাদের পোশাক। ৩. মহিলাদের জন্য পুরুষের পোশাক। ৪. খ্যাতি ও বড়াই প্রকাশক পোশাক। ৫. ভিন্ন ধর্মীয় পোশাক। ৬. আঁটসাঁট পোশাক ইত্যাদি। [সম্পাদক]

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٣٠٤ـ[١] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩০৪-[১] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নাবী ﷺ হিবারাহ্ কাপড় পরিধান করতে অধিক পছন্দ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২৩৫]

ব্যাখ্যা : (حِبَرَ) বলা হয় সবুজ অথবা লাল ডোরাযুক্ত ইয়ামান দেশে বুনানো অতীব উন্নত সূতী কাপড়কে। 'আরব জাতির জন্য এটা অত্যন্ত সম্মানী এবং আনন্দদায়ক পোশাক। কেউ কেউ বলেছেন, জান্নাতীদের এই সবুজ রঙের সম্মানিত 'হিবারাহ্' পোশাক পরানো হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ "তাদেরকে মনোরম উদ্যানে হিবারাহ্ পোশাক পরিয়ে সম্মানিত ও আনন্দিত করা হবে।" (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ১৫)

ত্ববারানী, ইবনুস্ সুন্নী, আবূ নু'আয়ম (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ মুহাদ্দিসের বর্ণনা মতে রসূলুল্লাহ ﷺ এজন্যই সবুজ রং পছন্দ করতেন।

---

[২৩৫] সহীহ : বুখারী ৫৮১৩, মুসলিম (২০৭৯)-৩৩, মুসনাদে আহমাদ ১৪১০৮, নাসায়ী ৫৩১৫, তিরমিযী ১৭৮৭, আবূ দাউদ ৪০৬০, সহীহুল জামি' ৪৬২৪, আল জামি'উস্ সগীর ৮৭৫৩, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৮৬০, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩০৯০।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ জাযরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হিবারাহ্ পরিধান করা মুস্তাহাব, এ হাদীস তার দলীল। এতে এও প্রমাণিত যে নকশা বা ডোরাযুক্ত কাপড় পরা বৈধ। হাফিয ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তবে সলাতে নকশাদার কাপড় পরা মাকরূহ।

এই নকশাদার হিবারাহ্ পোশাকটি ক্বামীস না চাদর ছিল তা নিয়ে অনেকের অনেক কথা, তবে এটা চাদর ছিল বলেই বেশি মতামত রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮১২; শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৭৯; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭৮৮)

٤٣٠٥-[٢] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩০৫-[২] মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ রোম দেশীয় আঁটসাট আস্তিনবিশিষ্ট জুব্বা পরিধান করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২৩৬]

ব্যাখ্যা : আগের যুগে জুব্বা দ্বৈত কাপড়ে তৈরি করা হতো। দুই কাপড়ের মাঝে কটন বা তুলা দেয়া হতো। তবে যদি পশমী কাপড়ের জুব্বা হতো একক কাপড়েই তৈরি হতো।

অত্র হাদীসে রোমীয় জুব্বার কথা উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু সহীহায়নের বর্ণনাসহ অধিকাংশ বর্ণনায় শামী জুব্বার কথা উল্লেখ আছে। এ দু'প্রকারের বর্ণনার মধ্যে মূলত কোন বৈপরীত্য নেই, কেননা শাম রাজ্যটি ঐ সময় মহারাষ্ট্র রোমের অধীনেই ছিল। অতএব নাম দু'টি হলেও মূলত একই রাজা বা বাদশাহর একই রাজ্য ছিল।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই জুব্বার আস্তিন ছিল আঁটসাঁট বা টাইট, এটা এক সফরের ঘটনা। এর বিস্তারিত বিবরণ সহীহুল বুখারীতে মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি এক সফরে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে পানি আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, তখন তিনি তার বাহন থেকে অবতরণ করলেন এবং (স্বীয় প্রাকৃতিক প্রয়োজনের জন্য) চলতে চলতে রাতের আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। (প্রয়োজন সেরে) যখন ফিরে এলেন আমি তার নিকট পানির পাত্র থেকে পানি ঢালতে লাগলাম, তিনি তার মুখমণ্ডলী ধৌত করলেন এবং দু'হাত ধৌত করলেন, এ সময় তার শরীরে শামী পশমী জুব্বা ছিল। তিনি (ধৌত করার জন্য) হাত দু'টি বের করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু (আস্তিন আঁটসাট হওয়ার কারণে) হাত দু'টি বের করতে পারলেন না, ফলে জুব্বার নিচ দিয়ে তা বের করলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, শরীরের নীচ দিয়ে বের করলেন। সহীহ মুসলিমে একটু বর্ধিত এসেছে যে, তিনি জুব্বাটা খুলে দু'কাঁধের উপর রাখলেন এবং দু'হাত ধৌত করলেন...... ।

মুওয়াত্ত্বা মালিক, আহমাদ, আবূ দাঊদ প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনায় এসেছে এটা তাবূকের যুদ্ধের (সময়ের) ঘটনা, আর তা ফাজ্‌রের সলাতের সময় ঘটেছিল। (সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড, ২৩০ পৃঃ)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, সুস্পষ্ট কোন নাপাকী দৃশ্যপটে না থাকলে কাফিরদের তৈরি পোশাকে সলাত আদায় বৈধ। কেননা নাবী ﷺ রোমী জুব্বা পরিধান করেছেন, আর ঐ সময় রোম ছিল সম্পূর্ণ কাফির রাজ্য। ইমাম কুরতুবী এটাও বলেন যে, পশুর মৃত্যুর কারণে তার পশম নাপাক হয় না, কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুব্বাটি শামীয় ছিল, আর শামী জুব্বা পশমের তৈরি হয়।

---

[২৩৬] সহীহ : বুখারী ৫৭৯৮ নং হাদীসের অধ্যায়, মুসলিম (২৭৪)-৭৭, নাসায়ী ১২৫, তিরমিযী ১৭৬৮, আবূ দাউদ ১৫১, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১৩৬০, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ১৮৭৭, মুসনাদে আহমাদ ১৮২৩৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৩৫৭।

Scanned by CamScanner

পশমের তৈরি জুব্বা বা পোশাক পরিধান নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) অন্য পোশাক থাকতে পশমের পোশাক পরিধান করা মাকরূহ বলেছেন। কেননা এতে দরবেশী ভাব প্রকাশ পায়, অথচ 'আমাল বা দরবেশী গোপন রাখাই উত্তম। ইবনু বাত্তাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : পশমের কাপড়ের যে শুধু দরবেশী ভাব প্রকাশ হয় এমনটিই নয়, বরং সূতী বা অন্যান্য কাপড়েও প্রকাশ পেতে পারে। হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি সত্তরজন বাদ্‌রী সহাবীকে পশমের কাপড় পরিধানরত দেখেছি।

এ হাদীসের ভিত্তিতে অনেকে নিজ আবাসনে নয় বরং সফরে আঁটসাট আস্তিন রাখা মুস্তাহাব মনে করেন। সহাবীগণের সাধারণ জামার আস্তিনগুলো স্বাভাবিক এক বিঘত পরিমাণ ছিল। অবশ্য অতি প্রশস্ত আস্তিন ঠিক নয়, কেউ কেউ এটাকে বিদ্'আতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(মিরক্বাতুল; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭৬৮)

উপরে উল্লেখিত হয়েছে, এটি যুদ্ধের সফরের ঘটনা, মূলত যুদ্ধের সময় টাইট পোশাক পরাই অধিক সহায়ক। [সম্পাদক]

٤٣٠٦-[٣] وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هٰذَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩০৬-[৩] আবূ বুরদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'আয়িশাহ্ (রাঃ) একখানা তালিযুক্ত চাদর ও একখানা মোটা কাপড়ের ইযার (লুঙ্গি বা তহবন্দ) আমাদেরকে দেখিয়ে বললেন : রসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২৩৭]

ব্যাখ্যা : (مُلَبَّدًا) শব্দের অর্থ জোড়াযুক্ত, একত্রিকৃত, তালিযুক্ত ইত্যাদি। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাদরটি ছিল তালিযুক্ত। এখানে إِزَارٌ বা লুঙ্গির কথা এসেছে কিন্তু কোন কোন সংকলনে رِدَاءٌ বা চাদর শব্দ এসেছে, কিন্তু তা সঠিক নয়। কেননা رِدَاءٌ বা চাদর তো ওটাই যা দিয়ে শরীরে উপরের অংশ আবৃত করা হয়।

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণনা "এই দু'টি বস্ত্রের মধ্যে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর রূহ কবয করা হয়েছে", এর দ্বারা তিনি মূলত বুঝাতে চেয়েছেন তার ঐ দু'আ কবূলের কথা, তিনি (ﷺ) দু'আ করতেন,

«اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا»

"হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীন হালাতে বাঁচিয়ে রাখ এবং মিসকীন অবস্থায়ই মৃত্যু দিও।"

(হাকিম ফিল মুস্তাদরিক ৪/৩২২)

শায়খায়নের বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি তালিযুক্ত চাদর ছিল। তিনি তা পরিধান করতেন আর বলতেন, আমি একজন দাস মাত্র, তাই দাসের পোশাকই পরিধান করি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুনিয়াবিমুখ এবং তার সম্পদ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার একটি দৃষ্টান্ত, যাতে উম্মাত তাঁর এই আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং তারই অনুসরণ করতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩১০৮)

---

[২৩৭] সহীহ : বুখারী ৫৮১৮, মুসলিম (৫৫৬৩)-৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬২৩, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৪৩২, মুসনাদে আহমাদ ২৪০৩৭, তিরমিযী ১৭৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৫৫১, আবূ দাউদ ৪০৩৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৮৬।

Scanned by CamScanner

٤٣٠٧ -[٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الَّذِىْ يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشُوُهٗ لِيفٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩০৭-[৪] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে বিছানায় শয়ন করতেন, তা ছিল চামড়ার তৈরি। আর ভিতরে ভর্তি ছিল খেজুর গাছের আঁশ। (বুখারী ও মুসলিম)[২৩৮]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পোশাক যেমন ছিল সাদাসিধে ঠিক তার বিছানাপত্রও ছিল অতীব সাধারণ ও সাদাসিধে। তিনি এমন বিছানায় বা তোষকে শয়ন করতেন যার কভার ছিল দাবাগতকৃত শক্ত চামড়া দ্বারা তৈরি, আর এর ভিতরে ভরতি ছিল খেজুর গাছের আঁশ। মূলত এটা কোন মতে আরামদায়ক ও বিলাসবহুল ছিল না। এমনকি তিনি কখনো কখনো খেজুর পাতার তৈরি খালি পাটি বা চাটাইর উপর শুতেন, এতে তার দেহের মধ্যে চাটাই বা মাদুরের দাগ পরে যেত।

ইমাম বায়হাক্বী উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, একদিন এক মহিলা আমার নিকট এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিছানা দেখলেন যা ছিল মোটা ও শক্ত আবরণযুক্ত। এটা দেখে তিনি আমার নিকট রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য নরম পশমের বিছানা পাঠিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তা দেখে বললেন, এটা তাকে ফেরত দাও, আল্লাহর ক্বসম! যদি আমি চাইতাম তাহলে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাহাড় আল্লাহ আমাকে দিতেন– (বায়হাক্বী)। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬৪৫৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٣٠٨ -[٥] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ وِسَادُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الَّذِىْ يَتَّكِئُ عَلَيْهِ مَنْ أَدَمٍ حَشْوُهٗ لِيفٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৩০৮-[৫] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে গিদ্দা বা বালিশে হেলান দিতেন তা ছিল চামড়ার এবং ভিতরে ছিল আঁশ। (বুখারী ও মুসলিম)[২৩৯]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যানুরূপ। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বালিশের খোল ছিল দাবাগতকৃত শক্ত চামড়ার তৈরি এবং ভিতরে ছিল খেজুর গাছের আঁশ ভরা।

(শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৮২)

٤٣٠٩ -[٦] وَعَنْهَا قَالَتْ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِىْ بَيْتِنَا فِىْ حَرِّ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِىْ بَكْرٍ: هٰذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

---

[২৩৮] **সহীহ :** বুখারী ৬৪৫৬, মুসলিম (২০৮২)-৩৮, মুসনাদে আহমাদ ২৪৪৫১, শু'আবুল ঈমান ১৪৫৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৬৯৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৭৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৬১, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৯৫৮, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৪৩০৮, তিরমিযী ১৭৬১, ইবনু মাজাহ ৪১৫১।

[২৩৯] **সহীহ :** বুখারী ৫১৯১, মুসলিম (২০৮২)-৩৭, তিরমিযী ২৪৬৯, আবূ দাউদ ৪১৪৭, ইবনু মাজাহ ৪১৫১, সহীহুল জামি' ৪৮৩৮, আল জামি'উস্ সগীর ৮৯৬৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৭৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১০৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৪৩০৮, আহমাদ ২৫৭২৯, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬৯০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৪৪।

Scanned by CamScanner

৪৩০৯-[৬] উক্ত রাবী (‘আয়িশাহ্ رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদিন আমরা গ্রীষ্মের দুপুরে আমাদের ঘরে বসা ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আবূ বাক্র رضي الله عنه-কে বলে উঠল, ঐ যে রসূলুল্লাহ ﷺ (চাদর দ্বারা) মাথা ঢেকে এদিকে আগমন করছেন। (বুখারী)[২৪০]

ব্যাখ্যা : এটি মূলত হিজরতের আলোচনা সম্বলিত বড় একটি হাদীসের অংশ বিশেষ।

এ ঘটনা হিজরতের পূর্বে মাক্কায় ঘটেছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিপ্রহরে রৌদ্রতাপের মধ্যে চাদর কিংবা রুমাল দিয়ে মাথা ঢেকে আবূ বাক্র رضي الله عنه-এর বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন। এ সুসংবাদ আবূ বাক্রকে দেয়ার জন্য লোকটি আবূ বাক্র-এর বাড়ীতে গিয়ে জোড়ে বলতে লাগলেন এই দেখ রসূলুল্লাহ ﷺ মাথা ঢেকে তোমার বাড়ীর দিকে আগমন করছেন! ক্ষরতাপের দেশ আরবের লোকেরা রোদের কারণে মাথা ঢেকে চলাচল করত, ছাতা ব্যবহারে তারা তেমন অভ্যস্ত নয়। আজও তাদের মধ্যে এ অভ্যাস পরিলক্ষিত হয়, তারা মাথায় ছাতার পরিবর্তে রুমাল ব্যবহার করে থাকেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা ঢেকে চলা কি রোদের কারণে ছিল না অন্য কোন কারণে? তা নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ‘আরবের প্রথানুযায়ী রোদের উত্তাপ থেকে রক্ষার জন্যই চাদর বা রুমাল দ্বারা মাথা ঢেকে নিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি মূলত হিজরতের গোপন কথা আবূ বাক্রের নিকট বলার জন্য যাচ্ছিলেন, তাই লোকচক্ষু থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য চাদর দ্বারা মাথা ঢেকে নিয়েছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮০৭; ‘আওনুল মা‘বূদ ৪১৩৮)

٤٣١٠ - [٧] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৩১০-[৭] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছেন : এক বিছানা পুরুষের জন্য, অপরটি তার স্ত্রীর জন্য এবং তৃতীয় বিছানা মেহমানের জন্য। আর চতুর্থখানা শায়ত্বনের জন্য। (মুসলিম)[২৪১]

ব্যাখ্যা : একটি পরিবারের একজন পুরুষের জন্য একটি বিছানাই যথেষ্ট। দু’টি বিছানা হলে দ্বিতীয়টি তার স্ত্রীর জন্য ধরা হবে, আর তৃতীয়টি হলে তা হবে মেহমান-অতিথিদের জন্য। কিন্তু চতুর্থটি নিষ্প্রয়োজন। নিষ্প্রয়োজন কাজ অপচয়, অপচয়কারী শায়ত্বনের ভাই; সুতরাং চতুর্থ বিছানাটি মূলত শায়ত্বনেরই বিছানা হয়ে যায়। অত্র হাদীসে সেই দিকেই ইশারা করা হয়েছে। অবশ্য জনসংখ্যা বা পরিবারের সদস্য যদি বেশি থাকে যাদের শয়নের জন্য তিনের অধিক বিছানার প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা যে শায়ত্বনের বিছানা হবে এমনটি নয়। স্ত্রীর জন্য আলাদা বিছানা তৈরি করা কোনই দোষের নয়, কেননা স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেই অসুস্থতা বা অন্য কোন অনিবার্য কারণে পৃথক বিছানার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন।

উপরে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে কেউ কেউ স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় শয়ন করা স্বামীর জন্য আবশ্যক নয় বলে মনে করেন, কিন্তু এটি অত্যন্ত দুর্বল কথা। কেনেনা স্ত্রীর সাথে শয়ন করা যদিও ওয়াজিব নয় কিন্তু আরো অন্যান্য হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, ওযর ছাড়া স্ত্রীর সাথে একই বিছানায় শয়ন করা উত্তম।

---

[২৪০] সহীহ : বুখারী ৫৮০৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২৭৭, মুসনাদে আহমাদ ২৫৬২৬, আবূ দাউদ ৪০৮৩, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্যাক্ব ৯৭৪৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১০৯ নং হাদীসের অধ্যায়।

[২৪১] সহীহ : সহীহ মুসলিম (২০৮৪)-৪১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৩, নাসায়ী ৩৩৮৫, সহীহ আল জামি‘উস্ সগীর ৪১৯৮, আবূ দাউদ ৪১৪২, মুসনাদে আহমাদ ১৪১২৪, শু‘আবুল ঈমান ৬২৯৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৫৫৭৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১২৭।

Scanned by CamScanner

কেননা এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুস্পষ্ট 'আমাল রয়েছে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) উত্তম হওয়ার প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেন, স্ত্রীর প্রতি প্রবৃত্তির আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া কষ্টকরই বটে। বান্দা যখন স্ত্রীর পার্শ ছেড়ে তাহাজ্জুদে দণ্ডায়মান হয় আল্লাহ তখন ভীষণ খুশী হন। তিনি মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাদের) ডেকে বলেন, আমার বান্দার দিকে লক্ষ্য কর, সে তার পরিবার ছেড়ে আমার কাছে যা রয়েছে তার প্রতি উৎসাহিত হয়ে সলাতে দাঁড়িয়েছে......। (মুসনাদে আহমাদ ১/৪১২)

অতএব এ প্রশংসা পেতে নিশ্চয় তাকে স্ত্রীর পার্শ্ব থেকে উঠে তাহাজ্জুদে দাঁড়াতে হবে, তাহলে স্ত্রীর পাশে এক বিছানায় শয়ন কি উত্তম নয়?

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; শার্‌হুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৮৫; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৩৮)

٤٣١١ -[٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلٰى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩১১-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ টাখনুর নিচে ইযার (লুঙ্গি) ঝুলায়, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)[২৪২]

ব্যাখ্যা : "আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন তার দিকে তাকাবেন না" এর অর্থ হলো রহমাতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের দিন তার প্রতি দয়াপ্রদর্শন করবেন না, তাকে ক্ষমা করবেন না, পাক করবেন না। এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যে গিরার নীচে কাপড় পরিধান করা হালাল বা বৈধ মনে করে এবং তাতে সে সীমালঙ্ঘন করে। অহংকার ও আত্মপ্রসাদে শারী'আতের বিধানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে থাকে। তবে ভুলক্রমে অথবা অসাবধানতার কারণে কাপড় টাখনুর নিচে গেলে এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের বর্ণনায় বুঝা যায় গিরার নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা অহংকার বা গর্ব ভরে না হলে তা হারাম নয়, তবে মাকরূহ।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৭৮৮)

٤٣١٢ -[٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩১২-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ পরিধেয় কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলাবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)[২৪৩]

---

[২৪২] **সহীহ :** বুখারী ৫৭৮৮, মুসলিম (২০৮৭)-৪৮, আবূ দাউদ ৪০৯৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২০১৭, সহীহুল জামি'আস্ সগীর ৯২১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৫৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৪৬, শু'আবুল ঈমান ৫১২২, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯৭২৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৪৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯৭৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৪৪৫।

[২৪৩] **সহীহ :** বুখারী ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪; সহীহ মুসলিম (২০৮৫)-৪২, মুসনাদে আহমাদ ৫৩৫১, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫৫৭২, তিরমিযী ১৭৩১, ইবনু মাজাহ ৩৫৬৯, আবূ দাউদ ৪০৮৫, নাসায়ী ৫৩৩৫, সহীহুল জামি' ৬১৮৮, আল জামি'উস্ সগীর ১১১৩৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯১৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৬৮২, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১০৭৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৯৬৫৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৪৪২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যানুরূপ। তবে পূর্বের হাদীসে লুঙ্গির উল্লেখ হয়েছে আর অত্র হাদীসে কাপড়ের কথা উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং লুঙ্গি, চাদর, জুব্বা যাই হোক না কেন যদি তা পরিধান করে অহংকার-গর্ব ভরে মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলে তাহলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি রহমাতের দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন না। অর্থাৎ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : «المخيلة_البطر_ الكبر_ الزهؤ_ التبختر» শব্দগুলো হাদীসে ব্যবহার হয়েছে এর প্রত্যেকটির অর্থ কাছা-কাছি, প্রত্যেকটি শব্দ অহংকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৭৮৪; শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৮৫; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৮১)

٤٣١٣ -[١٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهٖ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৩১৩-[১০] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জনৈক ব্যক্তি অহংকারবশতঃ তার ইযার (লুঙ্গি) হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল, এমতাবস্থায় তাকে জমিনে ধসিয়ে দেয়া হলো। সে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যমীনের ভেতর তলিয়ে যেতে থাকবে। (বুখারী)[২৪৪]

ব্যাখ্যা : এটি অহংকার গর্ব ভরে চলার পরিণতির একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি গর্ব ভরে লুঙ্গি হেঁচড়িয়ে চলার কারণে জমিনে গিয়েছিল এবং ক্বিয়ামাত পর্যন্ত মাটির ভিতরে দাবতে থাকবে সম্ভবত সে এই উম্মাতেরই এক লোক হবে, কিংবা হতে পারে পূর্ব জামানার কোন উম্মাতের কোন এক ব্যক্তি। ইমাম বুখারী এজন্যই হয়তো এটি বানী ইসরাঈলের আলোচনায় এনেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৪৮৫)

٤٣١٤ -[١١] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৩১৪-[১১] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : টাখনুর নিচে ইযারের যে অংশ থাকবে তা জাহান্নামে। (অর্থাৎ- কিয়দংশের জন্য সারা শরীরই আগুনে প্রজ্বলিত হবে।) (বুখারী)[২৪৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্মকথা হলো গর্ব অহংকারবশত কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করলেই শুধুমাত্র এ ধমকি প্রযোজ্য হবে। 'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ ধরনের পোশাক পরিধানকারীর দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমতঃ যদি পায়ের টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করে তাহলে এ কাজের পরিণতি হিসেবে পরিধানকারী নিজেই জাহান্নামে যাবে। দ্বিতীয়তঃ তার এ কাজটি জাহান্নামীদের কাজে পরিগণিত হবে।

---

[২৪৪] সহীহ : বুখারী ৩৪৮৫, নাসায়ী ৫৩২৬, মুসনাদে আহমাদ ৫৩৪০, সহীহুল জামি' ২৮৭২, আল জামি'উস্ সগীর ৫১৮৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯১৩, শু'আবুল ঈমান ৩১২৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬৪৮৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫০৭।

[২৪৫] সহীহ : বুখারী ৫৭৮৭, মুসনাদে আহমাদ ৯৩১৯, নাসায়ী ৫৩৩১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০২৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২০৩৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শারবাহ্ ২৪৮২৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৭২৬।

Scanned by CamScanner

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : লুঙ্গি, জামা, পায়জামা ও পাগড়ী– এ জাতীয় পোশাক ঝুলিয়ে টাখনুর নীচে অহংকারবশতঃ পরিধান করা বৈধ নয়।

ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অহংকারবশতঃ টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করা হারাম। অপরদিকে নারীদের কাপড় ঝুলিয়ে রাখা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। নাবী ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সানাদে বর্ণিত হয়েছে যে, নারীদের কাপড়ের আচল ঝুলিয়ে পরিধান করা বিধেয়। পুরুষের জামা, কাপড় ও লুঙ্গিসহ যাবতীয় পোশাক 'নিসফে সাক" পর্যন্ত পরিধান করা সুন্নাতসম্মত। তবে টাখনু পর্যন্ত কাপড় পরিধান করা জায়িয। মোটকথা বিনা প্রয়োজনে পোশাক অধ্যায়ে টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরা মাকরূহ বা অপছন্দনীয়। আর অহঙ্কারবশতঃ পরা হারাম।

সুনান ইবনু মাজাহতে হাসান সানাদে ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ খাটো হাতা বিশিষ্ট এবং নাতিদীর্ঘ জামা পরিধান করতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৭৮৭)

٤٣١٥ -[١٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهٖ أَوْ يَمْشِيَ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ أَوْ يَحْتَبِيَ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهٖ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৩১৫-[১২] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যক্তিকে তার বাম হাতে খেতে, একখানা জুতা পরে চলাফেরা করতে, ইশতিমালে সম্মা অবস্থায় চাদর পরিধান করতে এবং লজ্জাস্থান উন্মুক্ত রেখে একই কাপড়ে ইজতিবা করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)[২৪৬]

ব্যাখ্যা : বাম হাতে খানাপিনা করা নিষেধ। কেউ এটা হারাম পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা বলে মন্তব্য করেছেন। সহীহ হাদীসে এসেছে, শায়ত্বন বাম হাতে খায় এবং পান করে, সুতরাং বাম হাতে খানাপিনা যে শায়ত্বনী কাজ এতে কোন সন্দেহ নেই। মু'মিনকে অবশ্যই শায়ত্বনী কর্মকাণ্ড পরিহার করে চলতে হবে।

একপায়ে জুতা পরিধান করে চলা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ভদ্রতা এবং শিষ্টাচার পরিপন্থী তো বটেই।

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এতে মানুষের স্বাভাবিক আকৃতির বিকৃতি ঘটে। এটা ভদ্রতা এবং গাম্ভীর্যতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। পা উচু নীচুর ফলে শরীরের ভারসাম্যতা বিনষ্ট হয়, এতে চলাচল হয় কষ্টকর, এমনকি চলতে কখনো কখনো হোঁচট খেতে হয়।

(اشتمال الصماء) হলো উপর থেকে একটি কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে শরীর এভাবে ঢেকে দেয়া বা পেঁচিয়ে রাখা যে, কোন জায়গা দিয়ে হাত বের করার সুযোগ না থাকা। যেন সে এই কাপড়ের মধ্যে আবদ্ধ। 'সম্মা' নিষেধের কারণ হলো যে, এতে পাথরের ন্যায় এর সকল ছিদ্রপথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এ পোশাক সলাত আদায় ও অন্যান্য স্বাভাবিক কার্যক্রমের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

ইমাম ইবনুল হুমাম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'সম্মা' সলাতে সম্পূর্ণভাবে মাকরূহ। যেহেতু এটা এক কাপড়ে মাথাসহ সমস্ত শরীর আবৃত্ত করে রাখা, হাত বের করার কোন সুযোগ না থাকা। সুতরাং সলাতের প্রতিবন্ধক হিসাবে তা মাকরূহ বা অপছন্দনীয়।

---

[২৪৬] সহীহ : মুসলিম (২০৯৯)-৭০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২২৫, আবূ দাউদ ৩৩৭৭, ইবনু মাজাহ ২১৭০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ ২৯৭৪, মুসনাদে আহমাদ ১৪৭০৫, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৪৫৯৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৩৩২, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৭৭২।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ফুকাহাদের মতে 'সম্মা' হলো মাত্র একটি কাপড় পরিধান করা যা ছাড়া অন্য কোন কাপড় না থাকা এবং দু' কাঁধের এক কাঁধের উপর তা তুলে রাখা। এতে লজ্জাস্থানের কিছু অংশ প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। বিধায় এটি হারাম।

মোটকথা নিশ্চিত যদি লজ্জাস্থান প্রকাশ হয় তবে তা হারাম, আর যদি প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে হয় তবে মাকরূহ।

'ইহ্তিবা' বলা হয় এক কাপড় পরে নিতম্বের উপর বসা এবং দুই পায়ের নলা খাড়া রেখে পায়ের নলায় হাত অথবা কোন কাপড় দিয়ে একত্রিত করে রাখা। এতে লজ্জাস্থান প্রকাশ পেয়ে যায়, সুতরাং তা নিষেধ। আর যদি লজ্জাস্থান প্রকাশ না পায় তবে নিষেধ নয়।

(মির্ক্বাতুল মাফাতীহ; শার্হুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৯৯/৭০)

٤٣١٦-[١٣]، ٤٣١٧-[١٤]، ٤٣١٨-[١٥]، ٤٣١٩-[١٦] وَعَنْ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْاٰخِرَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩১৬-[১৩], ৪৩১৭-[১৪], ৪৩১৮-[১৫], ৪৩১৯-[১৬] 'উমার, আনাস, ইবনুয্ যুবায়র ও আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরতে পারবে না (তথা বঞ্চিত হবে)। (বুখারী ও মুসলিম)[২৪৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের আংশিক ব্যাখ্যা পূর্বের ৪৩১৬ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে।

নাবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনায় একাধিক সহাবীর নাম এসেছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, এদের সকলেরই পৃথক পৃথক সানাদে একই মাতানে হাদীসটির বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার সকলের একই বর্ণনা আলাদা আলাদা নামে উল্লেখ না করে সানাদের শেষ নামটি উল্লেখ পূর্বক বর্ণনাটি সংকলন করেছেন।

রেশমী বস্ত্র শুধু পরিধানই যে নিষেধ তা নয়, বরং তার ব্যবহার অন্যান্য কাজেও নিষেধ অত্র হাদীস দ্বারা তাও স্পষ্ট। স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে খানা পনা হারাম হওয়ার কারণ হলো এটা আল্লাহদ্রোহী অহংকারী রাজা বাদশাহদের কাজ যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। এ সব পাত্রে ক্বিয়ামাতের দিন জান্নাতীদের খাওয়ানো হবে।

পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা বৈধ নয়। এটা জান্নাতীদের পোশাক। 'দুনিয়াতে যে রেশমী পোশাক পরিধান করবে সে পরকালে তা পরতে পারবে না', এর অর্থ হলো সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এ বিধান অবশ্য তার জন্য যিনি এটাকে হালাল জেনে পরিধান করবেন। পক্ষান্তরে কেউ যদি ঘটনাক্রমে পরিধান করেন অথবা হারাম জেনেই পরিধান করেছেন কিংবা রেশমী কাপড় পরিধান যে হারাম তা তিনি না জেনে পরিধান করেন তার জন্য এই ধমকি প্রযোজ্য নয়।

'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অধিকাংশ মুহাদ্দিসের ব্যাখ্যা হলো, যারা রেশমী পোশাক পরিধান করবে তারা «السابقين الفائزين» অর্থাৎ প্রথম সফলকামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং জাহান্নামে দগ্ধ হওয়ার পর সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে পরবর্তীতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসনাদে আহমাদ ৬/৩২৪)

---

[২৪৭] **সহীহ :** বুখারী ৫৮৩২, ৫৮৩৩, ৫৮৩৪; মুসলিম ২০৬৯, (২০৭৩)-২১, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৭৫১, মুসনাদে আহমাদ ২৫১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শয়বাহ্ ২৪৬৮৩, নাসায়ী ৫৩০৬, ইবনু মাজাহ ৩৫৯১, তিরমিযী ২৮১৭, সহীহুল জামি' ৬৫২৫, আল জামি'উস্ সগীর ১১৪৭১।

Scanned by CamScanner

মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে এর পোষকতায় জুওয়াইরিয়াহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমী পোশাক পরিধান করবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের পোশাক পরিধান করাবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৩২)

٤٣٢٠-[١٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩২০-[১৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই ব্যক্তিই দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করে থাকে, আখিরাতে যার ভাগে তা থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[২৪৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এতে দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। প্রথমতঃ 'আখিরাতে তার জন্য কোন অংশ নেই' এর অর্থ হলো পরকালে জান্নাতে। আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতরাজিতে তার কোন প্রাপ্যতা নেই। দ্বিতীয়তঃ আখিরাতের বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসে তার কোন অংশ নেই। তিনি আরো বলেন, এ কথাটি তার জান্নাতে প্রবেশের অযোগ্যতা প্রমাণ করে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কখনো এ কথার মর্মার্থে বলা হয়ে থাকে যে, যার আখিরাতে কোন প্রাপ্যতা নেই সেই দুনিয়াতে রেশমী কাপড় পরিধান করে থাকে। আবার এমনটিও বলা হয় যে, যার কোন দীন ধর্ম নেই সেই দুনিয়াতে রেশমী কাপড় পরিধান করে।

প্রথমটি কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। আর দ্বিতীয়টি কাফির মুসলিম সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। অর্থাৎ- কাফিরের ক্ষেত্রে কথাটি প্রায়োগিক। কিন্তু ঈমানদারদের ব্যাপারে এটি হলো কঠোরতা প্রদর্শনই শুধু।

অথবা মু'মিনরা শুরুতেই জান্নাতে যাবে না বরং রেশমী কাপড় পরিধানের শাস্তি ভোগ করে, তারপর জান্নাতে যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৬৮; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৩৫)

٤٣٢١-[١٨] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩২১-[১৮] হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সোনা-রূপার পাত্রে পান এবং আহার করতে, মিহি ও মোটা রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং তার উপরে বসতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২৪৯]

ব্যাখ্যা : স্বর্ণ-রূপার পাত্রে খানাপিনা নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ খানাপিনার অধ্যায়ে রয়েছে।

এখানে রেশমী বস্ত্র পরিধানের বিষয় আলোচিত হলো :

---

[২৪৮] সহীহ : বুখারী ৫৮৩৫, মুসলিম (২০৬৮)-৭, সহীহুল জামি' ২৩৮৭, আল জামি'উস্ সগীর ৪১৫২, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫৮১৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৩২৭, আল আদাবুল মুফরাদ ৩৪৯, নাসায়ী ৫২৯৫, ইবনু মাজাহ ৩৫৯১, আবূ দাউদ ৪০৪০, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ২৬৭, শু'আবুল ঈমান ৬১০৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৪৩০।

[২৪৯] সহীহ : বুখারী ৫৮৩৭, মুসলিম (২০৬৬)-৩, দারাকুত্বনী ৮৭, শু'আবুল ঈমান ৬০৮৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৩, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১৮৬৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৫৩, দারিমী ২১৩০, আস্ সুনানুস্ সুগরা ১৯৮।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ক্বাযীখানে উল্লেখ রয়েছে যুদ্ধের সময় হোক বা অন্য সময়, নিরেট রেশমী তথা সম্পূর্ণ রেশমী কাপড় পরিধান হারাম। যে রেশমী পরিধান করবে সেই পাপী। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহিমাহুমাল্লাহ) বলেন : যুদ্ধের সময় রেশমী কাপড় পরিধানে কোন অসুবিধা নেই। যদি কাপড়ের লম্বা দিকের সূতা রেশমী না হয় প্রস্থের সুতা রেশমী হয় তাহলে এ ধরনের পোশাক যুদ্ধের বাহিরে পরিধান করা মাকরূহ, যুদ্ধের সময় বৈধ। আর যে কাপড়ে লম্বা দিকের সূতা রেশমী এবং প্রস্থের দিকে রেশমীহীন তা সর্বাবস্থায় পরিধান বৈধ। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রেশমী কাপড় বিছানো এবং এতে ঘুমাতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে রেশমী কাপড়ের বালিশ, পর্দা, গিলাফ ইত্যাদি ব্যবহার বৈধ, যদি এতে কোন ধরনের মূর্তির নকশা না থাকে।

অপরদিকে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ এগুলোকেও মাকরূহ বলেছেন।

মোটকথা তাদের উভয়ের নিকট হাদীসে ব্যবহৃত নিষেধটা হারাম পর্যায়ের। আর আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ)-এর নিকট মাকরূহে তানযীহি পর্যায়ের।

এই রেশমী বস্ত্র শিশুদেরও পরিধান করানো যাবে না। আর এ নিষেধাজ্ঞা নারীদের জন্য নয়, কেবল পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য।

(মির্ক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৩৭, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৭৮)

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বর্ণ রৌপ্যের সাথে মানব খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ ও সংস্পর্শে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে থাকে যা মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, এজন্য তা নিষেধ করা হয়েছে। [সম্পাদক]

٤٣٢٢ -[١٩] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهٖ فَقَالَ: «إِنِّيْ لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ».

৪৩২২-[১৯] ‘আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একখানা লালবর্ণের রেশমী চাদর হাদিয়্যাহ্ দেয়া হলো। তিনি তা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি তা পরিধান করলাম, তখন আমি তাঁর চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন : আমি তা তোমার নিকটে তোমার পরিধানের জন্য পাঠাইনি; বরং আমি তা তোমার কাছে এ উদ্দেশে পাঠিয়েছি যে, তুমি তা খণ্ড করে মহিলাদের জন্য উড়না বানিয়ে তাদের দিয়ে দিবে। (বুখারী ও মুসলিম)[২৫০]

ব্যাখ্যা : ‘হুল্লাহ’ বলা হয় চাদর ও লুঙ্গিকে, এটা গায়ের ও পরনের উভয় কাপড়কেই বুঝায়।

রেশমী সূতা যেহেতু পুরুষের জন্য পরিধান বৈধ নয়, তাই তিনি নারীদের ওড়নার কাজে ব্যবহারের জন্য ‘আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে প্রদান করেন। তিনি তা বুঝতে না পেরে নিজেই পরিধান করা শুরু করে দেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দর্শনে ভীষণভাবে রাগান্বিত হন, এমন কি রাগের চিহ্ন তার চেহারার মধ্যে ফুটে উঠে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাগ আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। কেননা রেশমী পোশাক পরিধানে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন যার ফলে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও অসন্তুষ্ট হয়েছেন। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২৫০] সহীহ : বুখারী ২৬১৪, মুসলিম (২০৭১)-১৭, নাসায়ী ৫২৯৮, আবূ দাঊদ ৪০৪৩, মুসনাদে আহমাদ ১১৭১, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৩২৯, শু‘আবুল ঈমান ৬০৮৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৩৮৪।

Scanned by CamScanner

রসূলুল্লাহ ﷺ-কে একসেট পোশাক হাদিয়্যাহ্ দেয়া হলে তিনি তা 'আলী ﵁-কে দিয়ে দেন। যা ছিল রেশমী কাপড় মিশ্রিত লুঙ্গি ও চাদর। কেউ কেউ বলেন, ঐ পোশাক নিরেট রেশমী কাপড়ের ছিল। অথচ নিরেট রেশমী কাপড় পরিধান করা হারাম। তবে রেশমী মিশ্রিত কাপড় পরিধান সংক্রান্ত আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত পোশাক পরিহিত অবস্থায় তাকে দেখে রাগান্বিত হন। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ মূলত এ পোশাক পরিধান করার জন্য 'আলী ﵁-এর নিকট পাঠাননি। আর ঐ পোশাকের অধিকাংশই রেশমী বা সিল্কের। যা পরিধান করা হারাম। অথবা 'আলী ﵁ এটাকে মুত্তাক্বীদের পোশাক বহির্ভূত মনে করেননি। তাই তিনি তা পরিধান করেছেন। এটা টুকরো টুকরো করে মহিলাদের মাঝে বণ্টন করতেই পাঠানো হয়েছিল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ফাত্বিমাদের মাঝে («بيت الفواطم» অর্থাৎ ফাত্বিমাহ্ বিনতু মুহাম্মাদ ﵂, ফাত্বিমাহ্ বিনতু আসাদ ইবনু হাশিম যিনি হলেন 'আলী, জা'ফার, 'আক্বীল ও ত্বালিব ﵃-এর মা এবং ফাত্বিমাহ্ যিনি আসমা বিনতু হামযাহ্-এর মা, এটা মূলক সকল ফাত্বিমাদের বাড়ীতে তাদের মাঝে) বণ্টনের জন্যই প্রেরণ করেছিলেন।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৪০; শার্‌হুন্ নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৫৩১৩)

٤٣٢٣ -[٢٠] وَعَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هٰكَذَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِصْبَعَيْنِ: الْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩২৩-[২০] 'উমার ﵁ হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তবে এ পরিমাণ অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলিদ্বয়কে একত্রে মিলিয়ে উপর দিকে উঠিয়ে ইশারা করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২৫১]

ব্যাখ্যা : পূর্বে উল্লেখ হয়েছে রেশমী বস্ত্র পরিধান করা নিষেধ।

অত্র হাদীসে তা থেকে ইসতিস্‌না করে দুই এক আঙ্গুল পরিমাণকে ছাড় দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোন কাপড়ের মধ্যে যদি দুই এক আঙ্গুল পরিমাণ রেশমীর অংশ থাকে তবে তা অনুমোদিত। একজন পুরুষ এতটুকু রেশমী কাপড় পরিধান করতে পারবেন। রসূলুল্লাহ ﷺ কোন্ দু'টি আঙ্গুলের পরিমাণ বৈধ করেছেন সেটাও স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮২৯, শার্‌হুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৬৯/১২)

٤٣٢٤ -[٢١] وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ.

৪৩২৪-[২১] মুসলিম-এর এক রিওয়ায়াতে আছে– একদিন 'উমার ﵁ সিরিয়ার জাবিয়াহ্ নামক শহরে এক ভাষণে বলেছেন : রসূলুল্লাহ ﷺ দুই, তিন অথবা চার আঙ্গুলের অধিক পরিমাণ রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।[২৫২]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের চেয়ে একটু বেশি রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি প্রদত্ত হয়েছে। অর্থাৎ দুই থেকে চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী বস্ত্র পুরুষের জন্য অনুমোদিত। হানাফী মাযহাবে এ

---

[২৫১] সহীহ : বুখারী ৫৮২৯, মুসলিম (২০৬৯)-১২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬২৯৬, শু'আবুল ঈমান ৬০৯৮।

[২৫২] সহীহ : মুসলিম (২০৬৯)-১৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৩৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৬৮৪, তিরমিযী ১৭২১, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/১৭৭ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

হাদীসের ভিত্তিতে চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী কাপড় পরিধান অনুমোদন করে, যেমন কাপড়ের পাড় কিংবা ঝালর, চার আঙ্গুল পরিমাণ হলে তা বৈধ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৩৮)

٤٣٢٥ -[٢٢] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ وَفُرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ وَقَالَتْ: هٰذِهٖ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضٰى نَسْتَشْفِي بِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৩২৫-[২২] আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি সূচীকর্ম খচিত এমন একটি জুব্বা বের করলেন, যা রেশম দ্বারা নকশী করা ছিল এবং তার গলা ও বুকের পট্টিগুলো রেশম দ্বারা জড়ানো ছিল। আর তিনি বলেন : তা ছিল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুব্বা। তা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকটই ছিল, তাঁর ইন্তিকালের পর আমিই তা হস্তগত করেছি। নাবী ﷺ তা পরিধান করতেন, এখন আমরা তাকে ধুয়ে উক্ত পানি দ্বারা রোগীদের রোগমুক্তি কামনা করি। (মুসলিম)[২৫৩]

ব্যাখ্যা : (طَيَالِسَةٍ) শব্দটি বহুবচন, একবচনে طَيْلَسَانٍ। অর্থ- মুত্তাক্বী ব্যক্তিদের পরিধেয় সবুজ রংয়ের পোশাক বিশেষ। কেউ কেউ বলেন, এটা অনারব বুজুর্গ ব্যক্তিদের কালো রংয়ের পোশাক। যে পোশাকের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে রয়েছে পশম। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা হলো কালো পশমী জুব্বা। যার পকেটের উপরে নকশাদার রেশমী ফিতা ছিল।

ব্যাখ্যাকার বলেন : রেশমী কাপড়ের ফিতা দিয়ে গম্বুজের মতো উঁচু করে পোশাকে নকশা বানানো। অর্থাৎ কাপড়ের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত প্রত্যেক টুকরার এক পাশে রেশমী কাপড় দিয়ে সেলাই দেয়া। সামনে এবং পিছনের দিক থেকে আলাদা আলাদা রেশমী কাপড় দিয়ে সেলাইকৃত। কেউ কেউ বলেন, রেশমী কাপড় দিয়ে জামার পকেট ও হাতার পার্শ্বদেশ সেলাই করা এবং গম্বুজের মতো উঁচু করে কাপড়ে নকশা করা।

উক্ত হাদীস ও 'ইমরান ইবনু হুসায়ন থেকে বর্ণিত, পরস্পর বিরোধী উভয়ের সামঞ্জস্য বিধানে বলা যায় যে, (وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ) অর্থাৎ 'রেশমী দ্বারা সেলাইকৃত জামা আমি পরিধান করব না।' কিছুটা সৌন্দর্য ও বিলাসিতা থাকায়, উক্ত পোশাককে অপছন্দ করেছেন। অপর রেশমী কাপড় মিশ্রিত জুব্বাতে এমনটি ছিল না, তাই তিনি সেটি পরিধান করেছিলেন।

ইমাম ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রেশমী কাপড় দ্বারা সেলাইকৃত নাবী ﷺ-এর জুব্বাটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যার মধ্যে চার আঙ্গুলের কম রেশমী কাপড় ছিল, যা পরিধান হারাম নয়। অবশ্য পরিমাণের বিষয়টি অস্পষ্ট ও অনির্ধারিত, প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৫০)

٤٣٢٦ -[٢٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِيْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّهُمَا شَكَوَا الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِيْ قُمُصِ الْحَرِيْرِ.

---

[২৫৩] সহীহ : মুসলিম (২০৬৯)-১০, আল আদাবুল মুফরাদ ৩৪৮, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯৬১৯, শু'আবুল ঈমান ৬১০৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৭৪৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৩৮১।

Scanned by CamScanner

৪৩২৬-[২৩] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়র ও 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ رضي الله عنهما-কে তাদের উভয়ের চর্মরোগের দরুন রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন।
(বুখারী ও মুসলিম)[২৫৪]

মুসলিম-এর অপর এক রিওয়ায়াতে আছে– তারা উভয়ে উকুনের অভিযোগ করেছিলেন, তাই তিনি তাদেরকে রেশমী জামা পরিধানের অনুমতি দিলেন।

ব্যাখ্যা : 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ এবং যুবায়র رضي الله عنهما-কে রসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী কাপড় পরিধান করতে অনুমতি প্রদান করেছেন চুলকানী বা চর্মরোগের কারণে। কিন্তু মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে, তারা দু'জন উকুনের অভিযোগ করলে তিনি তার প্রতিকারের জন্য রেশমী জামা পরিধানের অনুমতি প্রদান করেন। বস্তুত উকুনের কারণে শরীরে চুলকানী হয়ে থাকে, তাই চুলকানীর কারণে কিংবা উকুনের কারণে রেশমী কাপড় পরার অনুমতি প্রদান কোনটি কোনটির বিরোধী কথা নয়।

ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীস প্রমাণ করে, চর্ম রোগের কারণে রেশমী বস্ত্র পরিধান করা বৈধ। অন্যান্যরা বলেছেন, চর্মরোগ কিংবা উকুনের কারণে রেশমী বস্ত্র ব্যবহার তো বিনা ইখতিলাফে জায়িয, অন্য যে কোন ওযরের কারণেই তা পরিধান বৈধ। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : প্রয়োজন মুহূর্তে এবং প্রয়োজন পরিমাণই কেবল বৈধ তা যেভাবেই হোক না কেন।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৩৯; তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওযাযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭২২)

٤٣٢٧ -[٢٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّ هٰذِهٖ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا» وَفِيْ رِوَايَةٍ: قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَائِشَةَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ فِيْ «بَابِ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ».

৪৩২৭-[২৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমার পরনে কমলা বা কুসম্ব রংয়ের দু'খানা কাপড় দেখতে পেলেন, তখন তিনি (ﷺ) বললেন : মূলতঃ এটা কাফিরদের পোশাক। কাজেই তা পরো না। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, আমি বললাম : আমি কি তাকে ধৌত করে ফেলব? তিনি বললেন : বরং এ দু'টিকে পুড়িয়ে ফেলো। (মুসলিম)[২৫৫]

নাবী ﷺ-এর আহলে বায়তের মানাকিব অধ্যায়ে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অচিরেই আমরা বর্ণনা করব।

ব্যাখ্যা : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস رضي الله عنه কুসম্ব রং দ্বারা রঙিন দু'টি কাপড় পরিধান করেছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এটা পরিধান করতে নিষেধ করেন এবং তা জ্বালিয়ে ফেলতে বলেন। এর কারণ হলো এগুলো মুশরিক হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীদের ধর্মীয় পোশাক। বৌদ্ধ-ভিক্ষুক বৈরাগী-সন্ন্যাসীরাও গেরুয়া

---

[২৫৪] সহীহ : বুখারী ৫৮৩৯, মুসলিম (২০৭৬)-২৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৩২, তিরমিযী ১৭২২, ইবনু মাজাহ ৩৫৯২, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ২৮৮০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬২৯১।

[২৫৫] সহীহ : মুসলিম (২০৭৭)-২৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৩৯৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১৮৪, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/২১, নাসায়ী ৫৩১৬, মুসনাদে আহমাদ ৬৯৩১, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৮৫৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭০৪।

Scanned by CamScanner

কিংবা কুসুম্ব রঙের বিশেষ এক জোড়া পোশাক পরিধান করে থাকে। বর্তমানেও তাদের এ রকম পোশাক পরিলক্ষিত হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভবত তাদের সাথে সাদৃশ্যশীল এই পোশাক দেখেই উক্ত সহাবীকে তা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, এমনকি তার নমুনাও যেন বাকী না থাকে তাই তা জ্বালিয়ে ফেলতে বলেছেন।

সহাবী উক্ত কাপড় ধৌত করে পরিধানের অনুমতি চাইলেও রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি প্রদান করেননি। কেননা ধুয়ে ফেললে গন্ধ দূর হলেও রং দূর হয় না। অথবা ঐ কাপড় দু'খানা বিশেষ ডিজাইনে তৈরি ছিল যা কাফির মুশরিকদের ধর্মীয় প্রতীক বহন করছিল। তাই মুসলিমদের ঐ কাপড় পরিধান করা আদৌ সঙ্গত নয়। অতএব তিনি জ্বালিয়ে সমূলে ধ্বংস করার নির্দেশ প্রদান করেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড; হাঃ ২০৭৬/২৪)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٣٢٨ -[٢٥] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَمِيصَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৩২৮-[২৫] উম্মু সালামাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ক্বামীস (কুর্তা) ছিল সর্বাধিক প্রিয় পোশাক। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[২৫৬]

ব্যাখ্যা : الْقَمِيص 'ক্বামীস' শব্দটি 'আরবী ব্যাকরণের মূলনীতির ভিত্তিতে ص বর্ণে যবর এবং পেশ উভয় নিয়মে পাঠ সিদ্ধ। ক্বামীস এর অর্থ জামা, যা দুই হাতা বা আস্তিন ও পকেটযুক্ত সেলাইকৃত হয়ে থাকে, কোন কোন এলাকায় একে কুর্তা বলে অভিহিত করা হয়।

শরীর আবৃত রাখার জন্য অল্প কাপড়ে, অল্প খরচে এটি একটি উত্তম পোশাক। সে যুগে চাদর বা অন্যান্য পোশাকের চেয়ে শরীর ঢাকার জন্য এটি ছিল একটি ভদ্র এবং শালীন পোশাক। এ জন্য তা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রিয় পোশাক ছিল।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০২০; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭৬২)

আজকের যুগের লম্বা পাঞ্জাবী, কাবলী সেট, এপ্রোণ ইত্যাদি শালীন পোশাকগুলোকে ক্বামীসের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। [সম্পাদক]

٤٣٢٩ -[٢٦] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: كَانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الرُّسْغِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

[২৫৬] সহীহ : তিরমিযী ১৭৬২. ১৭৬৩, ১৭৬৪, আবূ দাউদ ৪০২৫, ইবনু মাজাহ ৩৫৭৫, সহীহুল জামি' ৪৬২৫, আল জামি'উস্ সগীর ৮৭৫৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০২৮, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯৬৬৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৪১৮, শু'আবুল ঈমান ৬২৪০।

Scanned by CamScanner

৪৩২৯-[২৬] আসমা বিনতু ইয়াযীদ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামার আস্তিন হাতের কব্জি পর্যন্ত ছিল।

[তিরমিযী, আবূ দাঊদ; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব][২৫৭]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্বামীসের আস্তিন বা হাতা ছিল হাতের কব্জি পর্যন্ত। رصغ শব্দের অর্থ হাতের কব্জি। এ শব্দ কোন বর্ণনায় ص এর পরিবর্তে س অক্ষর দ্বারা পঠিত হয়েছে, উভয় পঠনে অর্থ একই।

এ হাদীসের ভিত্তিতে 'আল্লামাহ্ জুযরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সুন্নাত হলো জামার আস্তিন হতে হবে কব্জি পর্যন্ত, তা অতিক্রম করা চলবে না। ক্বামীস ছাড়া জুব্বা, কোট ইত্যাদি পোশাকের ক্ষেত্রে মুহাক্কিক ফুকাহাদের মত হলো সেটাও অঙ্গুলির মাথা অতিক্রম করতে পারবে না। অবশ্য আবুশ্ শায়খ ইবনু হিব্বান উক্ত সানাদে উল্লেখ করেছেন, «كَانَ يَدُ قَمِيصِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَسْفَلَ مِنَ الرُّسْغِ» অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্বামীসের হাতা ছিল কব্জির নীচ পর্যন্ত।

তিনি মুসলিম ইবনু ইয়াসার-এর সূত্রে আরেকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, তাতে উল্লেখ আছে,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ قَمِيصًا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ مُسْتَوِيَ الْكُمَّيْنِ لِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ»

রসূলুল্লাহ ﷺ একটি জামা পরিধান করতেন যার বহর পায়ের গিরার উপর পর্যন্ত ছিল আর দুই হাতার ঝুল ছিল আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত। সুতরাং আস্তিনের পরিমাপ কব্জি পর্যন্তই হতে হবে এমনটি নয় বরং কেউ ইচ্ছা করলে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত তৈরি করতে পারবেন।

রইল বিভিন্ন রকম বর্ণনা। এ প্রেক্ষিতে মুহাদ্দিসগণের মতামত হলো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর একাধিক জামা ছিল, যার কোনটির আস্তিন বা হাতা ছিল হাতে কব্জি পর্যন্ত, কোনটির ছিল আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত, কোনটি ছিল ঢোলাঢিলা, কোনটি ছিল আঁটসাট। সুতরাং কোন বর্ণনা কোন বর্ণনার বিপরীত নয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০২২)

٤٣٣٠ -[٢٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৩৩০-[২৭] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখনই জামা পরতেন, তখন ডানদিক হতে শুরু করতেন। (তিরমিযী)[২৫৮]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবহারিক কাজ-কর্ম ও গৃহস্থলী কাজ-কর্ম ডানদিক থেকে শুরু করতেন। তিনি চিরুনি করা, জুতা পরা, জামা পায়জামা ইত্যাদি পোশাক পরতেও ডানদিক থেকে শুরু করতেন। খুলতেও তিনি ডান দিক থেকে শুরু করতেন, অর্থাৎ জামা পরার সময়ও ডান হাত আস্তিনে আগে প্রবেশ করাতেন, খোলার সময়ও ডান হাত আগে বের করতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭৬৫)

---

[২৫৭] **য'ঈফ** : তিরমিযী ১৭৬৫, আবূ দাউদ ৪০২৭, য'ঈফ আত্ তিরমিযী ১৮৩৬, য'ঈফ আবূ দাউদ ৮৭০, য'ঈফাহ্ ৩৪৫৭, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৪৪৭৯।

হাদীসটির য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "শাহ্র ইবনু হাওশাব" নামে একজন রাবী আছে। যে তার দুর্বল মুখস্থ শক্তির কারণে য'ঈফ। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৫/৪৭৪ পৃঃ, ২৪৫৮ নং হাদীসের আলোচনা দ্রঃ।

[২৫৮] **সহীহ** : তিরমিযী ১৭৬৬, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯৬৬৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪২২, সহীহুল জামি' ৪৭৭৯, আল জামি'উস্ সগীর ৮৯১৩।

Scanned by CamScanner

٤٣٣١ - [٢٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِي النَّارِ» قَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «وَلَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৩৩১-[২৮] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, মু'মিনের ইযার (লুঙ্গি, পেন্ট ও পায়জামা) পায়ের অর্ধনলা পর্যন্ত থাকা চাই, তবে তার নিচে টাখনু বা গিরার উপর পর্যন্ত হওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। কিন্তু টাখনুর নিচে যা যাবে তা জাহান্নামে যাবে। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ ইযার হেঁচড়িয়ে চলে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টি করবেন না। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[২৫৯]

ব্যাখ্যা : মু'মিনের লুঙ্গি বা পাজামার ঝুল নিস্‌ফ সাক অর্থাৎ পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত হবে এবং তার চূড়ান্ত সীমা হবে পায়ের গিট বা গিরা পর্যন্ত। এর মাঝে যে কোন জায়গায় ঝুল পড়লে তাতে কোন দোষ নেই। এর নীচে গেলে অর্থাৎ কাপড়ের ঝুল গিরার নিচে গেলে তা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। ইতিপূর্বে এ বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ অতিবাহিত হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৮৯)

٤٣٣٢ - [٢٩] وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৩৩২-[২৯] সালিম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা (ইবনু 'উমার (রাঃ)) হতে বর্ণনা করেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : ইযার, জামা ও পাগড়ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ তার কোন একটিকে হিঁচড়িয়ে চলবে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে তাকাবেন না। (আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ)[২৬০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যাও ইতিপূর্বে হয়ে গেছে। অবশ্য সেখানে শুধু ইযার বা পায়জামা-লুঙ্গির কথা উল্লেখ হয়েছে। অত্র হাদীসে জামা ও পাগড়ীর কথা উল্লেখ হয়েছে, অর্থাৎ জামা অথবা পাগড়ীও যদি পায়ের গিরার নিচে চলে যায় তবে তার হুকুম অনুরূপ। সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন রহমাতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না বা তার প্রতি রহম করবেন না। আর পায়ের ঐ অংশ জাহান্নামে যাবে অর্থাৎ সে স্বয়ং নিজেই জাহান্নামে যাবে। পূর্বে আলোচনা হয়েছে অবশ্য এই ঝুলানো অহংকার গর্বের সাথে হলে তার জন্য এই শাস্তি, অথবা এভাবে পোশাক পরায় যদি সে অভ্যস্ত হয়ে পরে তাহলে; অন্যথায় ভুলক্রমে হলে, অথবা অজান্তে হলে, কিংবা ঘটনাক্রমে হলে তার জন্য এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৫৩৪৯)

---

[২৫৯] সহীহ : আবূ দাউদ ৪০৯৩, ইবনু মাজাহ ৩৫৭৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২০১৭, সহীহ আল জামি'উস্ সগীর ৯২১, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৯০, মুসনাদে আহমাদ ১১৩৯৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৪৭, শু'আবুল ঈমান ৬১৩৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৪৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫২০৪।

[২৬০] সহীহ : আবূ দাউদ ৪০৯৪, নাসায়ী ৫৩৩৪, ইবনু মাজাহ ৩৫৭৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৮৪০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৩৫, আল জামি'উস্ সগীর ৪৫৩৬, সহীহুল জামি' ২৭৭০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩০৩১।

Scanned by CamScanner

٤٣٣٣ - [٣٠] وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ: كَانَ كِمَامُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بُطْحًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ

৪৩৩৩-[৩০] আবূ কাবশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহাবীদের টুপি ছিল চ্যাপটা। (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন : এ হাদীসটি মুনকার।)[২৬১]

ব্যাখ্যা : كمام শব্দটি كمة এর বহুবচন, এর অর্থ টুপি। এ শব্দটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মিরক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেন, وهى القلنسوة المدورة, গোলাকার টুপি বিশেষ, যা মাথাকে আবৃত করে রাখে।

بطحا শব্দের অর্থ সমতল বা প্রশস্ত ভূমি। এখানে টুপির চওড়া বা প্রশস্ত ছাদকে বুঝানো হয়েছে যা উঁচু হয়ে থাকে না, বরং সমতল বা চ্যাপ্টা হয়ে মাথার সাথে লেগে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, كمام শব্দটি كم এর বহুবচন, যেমন قفاف এর অর্থ উঁচু টিলা, অনুরূপ كمام এর অর্থ উঁচু টুপি।

بطحا এর অর্থ প্রশস্ত, ভারতীয় এবং রুমী টুপিগুলো যেমন সংকীর্ণ এমনটি নয়। বরং এর প্রশস্ততা প্রায় এক বিঘত পরিমাণ। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি মুনকার বলায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরিহার করা হলো।] [সম্পাদক]

٤٣٣٤ - [٣١] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «تُرْخِيْ شِبْرًا» فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ: «فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৩৩৪-[৩১] উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইযার সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে মহিলাদের বিধান কী? তিনি (ﷺ) বললেন : এক বিঘত পরিমাণ ঝুলাতে পারবে। তখন উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) বললেন : এমতাবস্থায় তার অঙ্গ (পা) খুলে যাবে। তিনি (ﷺ) বললেন : তবে এক হাত তার অধিক যেন না হয়।

(মালিক, আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ)[২৬২]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (ﷺ) মু'মিনকে ইযার বা লুঙ্গি ও পায়জামা ঝুলানোর পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন যে, তা হবে নিসফে সাক বা পায়ের নলার আধাআধি পর্যন্ত। উক্ত কথার প্রেক্ষিতে উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) প্রশ্ন রাখেন, হে আল্লাহর রসূল! মহিলাদের ব্যাপারে কি ঐ একই হুকুম বা তাদের বিধান কি? উত্তরে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তারা নিসফে সাক থেকে আরো এক বিঘত কাপড় ছেড়ে দিবে যাতে নিচের বাকী অংশ ঢেকে নেয়।

---

[২৬১] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৭৮২।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আবূ সা'ঈদ" তার নাম 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র, হাদীস বিশারদদের নিকট তিনি একজন য'ঈফ রাবী। দেখুন- তিরমিযী ১৭৮২ নং হাদীসের আলোচনা এবং তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৯০-৩৯২ নং পৃঃ, ১৭৮২ নং হাদীসের আলোচনা দ্রঃ।

[২৬২] **সহীহ :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৯২, আবূ দাউদ ৪১১৭, সহীহ নাসায়ী ৫৩৩৬, ৪৯২৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৫১, ইবনু মাজাহ ৩৫৮০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৮৬৪, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৮৯০, শু'আবুল ঈমান ৬১৪৩, মুসনাদে আহমাদ ৫১৭৩।

Scanned by CamScanner

উম্মু সালামাহ্ আবার বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে তো তাদের পা বেরিয়ে থাকবে। অর্থাৎ চলার সময় তার পা উন্মুক্ত হয়ে যাবে, তখন কেমন হবে? রসূলুল্লাহ বললেন, তাহলে এক হাত পরিমাণ ঝুলিয়ে দিবে, এর বেশি নয়। এ পরিমাণ হলো লোকবিশেষ, আর এই ঝুল যাতে মাটি পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং পুরো পা দু'খানা ঢেকে থাকে।

নাবী এর চেয়ে বেশি ঝুলাতে নিষেধ করেছেন, যাতে কাপড় একেবারে মাটির সাথে হেঁচড়িয়ে ময়লা বা কর্দমাক্ত হয়ে না যায় এবং চলার সময় পা পেঁচিয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি না হয়।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭৩১)

٤٣٣٥ -[٣٢] وَفِيْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ: «فَيُرْخِينَ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ»

৪৩৩৫-[৩২] আর তিরমিযী ও নাসায়ীর এক রিওয়ায়াতে ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত, উম্মু সালামাহ্ বললেন, এমতাবস্থায় তাদের পা খুলে যাবে? তিনি () বললেন : তবে তারা এক হাত পরিমাণ ঝুলাতে পারবে। তার অধিক যেন না হয়।[২৬৩]

ব্যাখ্যা : উপরোল্লেখিত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসায়ী স্ব স্ব গ্রন্থে ইবনু 'উমার-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উম্মু সালামাহ্ প্রশ্ন করলেন যে, নিসফে সাক থেকে এক বিঘত কাপড়ে মহিলাদের চলার পথে পায়ের খানিকটা প্রকাশ পেয়ে যাবে তখন কেমন হবে? নাবী তার উত্তরে বললেন, তাহলে এক হাত পর্যন্ত কাপড় ঝুলাবে, এর বেশি নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٣٣٦ -[٣٣] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعُوهُ وَإِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ فَأَدْخَلْتُ يَدِيْ فِيْ جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৩৩৬-[৩৩] মু'আবিয়াহ্ ইবনু কুররাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন আমি মুযায়নাহ্ গোত্রের একদল লোকের সঙ্গে নাবী -এর খিদমাতে গেলাম। তারা নাবী -এর হাতে বায়'আত করল। সে সময় রসূল -এর (জামার) বুতাম খোলা ছিল। তখন আমি আমার হাতখানা তাঁর জামার ভিতরে ঢুকালাম এবং মোহরে নুবুওয়াতটি স্পর্শ করলাম। (আবূ দাঊদ)[২৬৪]

ব্যাখ্যা : বর্ণনাকারী মু'আবিয়াহ্-এর পিতা কুররাহ্ ইবনু আইয়্যাস হলো 'আরবের প্রসিদ্ধ মুযায়নাহ্ বা মুযার গোত্রের লোক। তিনি পরবর্তীতে ইরাকের বাসরাহ্ নগরীতে বাস করতেন। তিনি একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে রসূলুল্লাহ -এর নিকট আগমন করেছিলেন, সেই সময়ের ঘটনা এখানে বর্ণনা করেছেন।

'ক্বামূস' গ্রন্থকারের মতে رهط শব্দের অর্থ দল। এর সংখ্যা হলো তিন থেকে দশ। কেউ কেউ বলেছেন, এর সর্বোচ্চ সংখ্যা হলো চল্লিশ। মুযায়নাহ্ গোত্রের যারা এসেছিলেন, তারা সকলেই রসূলুল্লাহ -এর নিকট বায়'আত করলেন। এর মধ্যে বর্ণনাকারী কুর্রাহ্ ইবনু আইয়্যাসও ছিলেন।

---

[২৬৩] সহীহ : তিরমিযী ১৭৩১, নাসায়ী ৫৩৩৬, ইবনু মাজাহ ৩৫৮০-৩৫৮১, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৯৮৪।

[২৬৪] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪০৮২, ইবনু মাজাহ ৩৫৭৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৪৫, মুসনাদে আহমাদ ২০৩৬৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৫২, শু'আবুল ঈমান ৬২৪২, আর মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৩৮৪।

Scanned by CamScanner

এক বর্ণনায় এসেছে, মুযায়নাহ্ গোত্রের এক দল লোক নাবী ﷺ-এর নিকট আগমন করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল চারশত। বিভিন্ন সময় আগমনের কারণে তাদের সংখ্যায় বিভিন্ন রকম ছিল। অত্র হাদীসসহ আরো বেশ কিছু হাদীসে দেখা যায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামার বুতাম খোলা ছিল এবং গলা ছিল খোলা, ফলে গলার মধ্য দিয়ে সহজেই হাত ঢুকানো যেত।

এমনকি কিছু হাদীসে তো দেখা যায় তার জামার বুতামই ছিল না। আসলে রসূলুল্লাহ ﷺ আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে অবস্থা ভেদে কখনো বুতাম খোলা রাখতেন আবার কখনো আটকিয়ে রাখতেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٣٣٧ - [٣٤] وَعَن سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৩৩৭-[৩৪] সামুরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো। কেননা তা অতি পবিত্র ও অধিক পছন্দনীয় আর তোমাদের মৃতদেরকে সাদা কাপড়ে কাফন পরাও।

(আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ)[২৬৫]

ব্যাখ্যা : সাদা কাপড় ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে সবসময় পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন থাকে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : সাদা কাপড়ে ময়লা লাগলে সহজেই তা পরিলক্ষিত হয় ফলে মানুষ তা দ্রুত এবং বেশি বেশি ধৌত করে রাখে। যা অন্য কোন রঙিন কাপড়ের বেলায় হয় না। আবার রঙের ভিতরেও অপবিত্রতা থাকতে পারে, কিন্তু রংবিহীন সাদা কাপড় তা থেকে মুক্ত। অথবা এটা পরলে মানুষের মন অহংকার গর্ব থেকে মুক্ত থাকে যা সকল আত্মিক পবিত্রতার মূল কথা।

সাদা কাপড়ে মৃতদের কাফন দেয়া নাবী ﷺ-এর নির্দেশ, সুতরাং সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া বিশ্বজনীন সুন্নাত বা রীতি-বিধান। সাদা কাপড়কে অধিক পবিত্র এবং উত্তম বলার কারণ হলো এটা আল্লাহর ফিত্বরাহ্ বা প্রকৃতির রঙের উপর বিদ্যমান।

এই ফিত্বরাহ্ বা প্রকৃতির উপর থাকার জন্যই আল্লাহর নির্দেশ। সুতরাং ফিত্বরাহ্ বা প্রকৃতির সেই সাদা রঙের কাপড়ে কাফন দেয়ার জন্যই নাবী ﷺ-এর নির্দেশ। এতে এদিকেও ইশারা রয়েছে যে, জীবিত মৃত্যু প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে মূল ফিত্বরাতী বেশেই যেন ফিরে যায়। তাকেই সাদার সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওহীদ। প্রত্যেক মানুষ ফিত্বরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ শিশু জন্মগতভাবে সে তাওহীদের উপরই জন্ম নেয় পরবর্তীতে পিতা-মাতা তাকে হয় ইয়াহূদী বানায়, না হয় খ্রিস্টান। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮১০)

٤٣٣٨ - [٣٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

---

[২৬৫] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ২০২০০, তিরমিযী ৯৯৪, ২৮১০; নাসায়ী ১৮৯৬, ৫৩২২, ৫৩২৩; ইবনু মাজাহ ৩৫৬৬, ১৪৭২; আবূ দাউদ ৪০৬১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০২৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৬১৯৯, শু'আবুল ঈমান ৬৩১৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৬১৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৯৩৮।

Scanned by CamScanner

৪৩৩৮-[৩৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখনই পাগড়ী বাঁধতেন, তখন শামলা উভয় কাঁধের মধ্য দিয়ে (পিছনের দিকে) ঝুলিয়ে দিতেন।

(তিরমিযী; আর তিনি বলেছেন : এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।)[২৬৬]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন পাগড়ী বাঁধতেন তখন তার পাগড়ীর দুই প্রান্ত দুই কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে ঝুলিয়ে রাখতেন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় সামনের দিকে এবং পিছনের দিকে ঝুলিয়ে রাখতেন। ইবনুল জাওযী 'আল ওয়াফা' গ্রন্থে আবূ মা'শার-এর সূত্রে ইবনু 'আবদুস্ সালাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কিভাবে পাগড়ী বাঁধতেন? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি (ﷺ) মাথায় পাগড়ীর প্যাঁচ ঘুরিয়ে পিছন দিক থেকে সাজিয়ে তুলতেন এবং তার প্রান্ত দেশ দুই কাঁধের উপর ফেলে রাখতেন।

তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে, তার পুত্র নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ইবনু 'উমারও এমনিভাবে পাগড়ী বাঁধতেন। 'উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদ, সালিম প্রমুখকে উক্ত নিয়মেই পাগড়ী বাঁধতে দেখেছি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭৩৬)

٤٣٣٩ -[٣٦] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: عَمَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৩৩৯-[৩৬] 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার পাগড়ী বেঁধে দিলেন এবং তার একদিক আমার সামনে অপরদিক পিছনে ঝুলিয়ে দিলেন।

(আবূ দাঊদ)[২৬৭]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (ﷺ) অনেক সময়ই সহাবীদের মাথায় নিজ হাতে পাগড়ী বেঁধে দিতেন। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফকে তিনি নিজ হাতে পাগড়ী বেঁধে দেন। তিনি (ﷺ) তার মাথায় পাগড়ী বেঁধে পাগড়ীর একপ্রান্ত সামনের দিকে এবং অপরপ্রান্ত পিছনের দিকে ঝুলিয়ে দিতেন।

মীরাক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আবূ দাঊদ, মুসান্নাফ প্রমুখ মুহাদ্দিস মাদীনার শায়খ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার মাথায় পাগড়ী বেঁধে দেন, তিনি পাগড়ীর একপ্রান্ত আমার সামনের দিকে এবং অপরপ্রান্ত পিছনের দিকে ঝুলিয়ে দেন।

ইবনু আবূ শায়বাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে 'আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দেন এবং তার দুই প্রান্ত কাঁধের উপর ঝুলিয়ে দেন।

---

[২৬৬] সহীহ : তিরমিযী ১৭৩৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭১৬, আল জামি'উস্ সগীর ৮৮০৫, সহীহুল জামি' ৪৬৭৬, শু'আবুল ঈমান ৬২৫১।

[২৬৭] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪০৭৯, শু'আবুল ঈমান ৬২৫৩, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৮৫০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "সুলায়মান ইবনু খররাবুয" নামের এক বর্ণনাকারী, তাকরীরের মধ্যে ইবনু হাজার আল 'আস্ক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সে মাজহূল। ইমাম যাহাবী বলেন : তাকে চেনা যায় না। আল জারহ্ ওয়াত্ তা'দীল (জাওয়ামিউল কালিম সফ্টওয়্যার)। এ ছাড়াও আরেকজন বর্ণনাকারী আছে শায়খুন মিন আহলিল মাদীনাহ্। যার পরিচয় জানা যায়নি। দেখুন- তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৩৭ পৃঃ, ১৭৩৬ নং হাদীসের আলোচনা দ্রঃ।

Scanned by CamScanner

সীরাত গ্রন্থসমূহে বিশুদ্ধ বর্ণনায় উল্লেখ আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো পাগড়ীর প্রান্ত দুই কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখতেন আবার কখনো প্রান্তদেশ ঝুলানো ছাড়াই পাগড়ী পরিধান করতেন। এ কথা থেকে জানা যায় যে, এসব কাজের সবই সুন্নাত। (মিরকাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ১৭৮১)

٤٣٤٠ -[٣٧] وَعَنْ رُكَانَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ

৪৩৪০-[৩৭] রুকানাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো টুপির উপরে পাগড়ী বাঁধা। অর্থাৎ- আমরা টুপির উপর পাগড়ী বাঁধি আর তারা টুপি ছাড়া পাগড়ী বাঁধে। (তিরমিযী, তিনি বলেছেন : এ হাদীসটি গরীব এবং তার সানাদটিও মজবুত নয়।)[২৬৮]

ব্যাখ্যা : (عَمَائِمُ) "*আমায়িম*" শব্দটি '*ইমামাহ্*' শব্দের বহুবচন। এ হাদীসে '*আমায়িম*' দ্বারা 'ইমামাহ্ বা পাগড়ী পরিধান করাকে বুঝানো হয়েছে। আল 'আযীযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুসলিমরা টুপি পরিধান করে এবং তার উপরে পাগড়ী পরিধান করে। শুধু টুপি পরিধান করা মুশরিকদের বেশ-ভূষা। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসের মর্মার্থ হলো, আমরা টুপির উপর পাগড়ী পরতাম আর মুশরিকরা শুধু টুপি পরেই তুষ্ট থাকতো। তবে এ হাদীসটি যেহেতু সানাদ ও অর্থের দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য নয় সেহেতু এটির ব্যাখ্যায় বেশি কথা না বলে এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, হাফিয ইবনুল কুইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর "যাদুল মা'আদ" গ্রন্থে বলেছেন,

«وكان يلبَسُها ويلْبَسُ تحتها القَلَنسُوة. وكان يلبَس القلنسُوة بغير عمامة، ويلبَسُ العِمامة بغير قلنسُوة»

"রসূলুল্লাহ ﷺ পাগড়ী পরিধান করতেন এবং তার নীচে টুপি পরতেন। তিনি পাগড়ী ছাড়া শুধু টুপিও পরতেন, আবার টুপি ছাড়া শুধু পাগড়ীও পরতেন।"

ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর "জামি' আস্ সগীর"-এ ত্বাবারানীর সূত্রে ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ একটি সাদা টুপি পরতেন। আল 'আযীযী-এর মতে, এ বর্ণনাটির সানাদ হাসান। রওয়ানী ও ইবনু আসাকির ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم، ويلبس العمائم بغير قلانس، وكان يلبس القلانس اليمانية، وهن البيض المضربة ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحرب، وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي.

"রসূলুল্লাহ ﷺ পাগড়ীর নিচে টুপি পরিধান করেতেন আবার পাগড়ী ছাড়াও টুপি পরিধান করেতেন। আবার টুপি ছাড়াও পাগড়ী পরিধান করতেন। তিনি সাদা রঙের ইয়ামানী মুদারী টুপি পরিধান করতেন। আর তিনি যুদ্ধের মধ্যে বিশেষ টুপি পরিধান করতেন। অনেক সময় তিনি সলাত আদায়ের জন্য মাথা থেকে টুপি খুলে সেটিকে নিজের সামনে সুতরাহ্ হিসেবে ব্যবহার করতেন।" ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৭৪)

---

[২৬৮] য'ঈফ : তিরমিযী ১৭৮৪, ইরওয়া ১৫০৩, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৩৯৫৯, য'ঈফ আবূ দাঊদ ৮৮২/৪০৭৮, য'ঈফ তিরমিযী ৩০০, আল মু'জামুল কাবীর আত্ব ত্বাবারানী ৪৪৭৯।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আবূ জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু রুকানাহ্" নামে একজন বর্ণনাকারী। যিনি মাজহূল, এছাড়াও তিনি তার পিতা থেকে তিনিও মাজহূল। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৬০৭২। আবুল হাসান আল 'আসক্বালানী নামের বর্ণনাকারীও মাজহূল। তিরমিযী ১৭৮৪ নং হাদীসের আলোচনা।

Scanned by CamScanner

٤٣٤١ - [٣٨] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِيْ وَحُرِّمَ عَلٰى ذُكُورِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৪৩৪১-[৩৮] আবূ মূসা আল আশ্‘আরী হতে বর্ণিত। নাবী বলেছেন : স্বর্ণ ও রেশমের ব্যবহার আমার উম্মাতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে। (তিরমিযী ও নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন : এ হাদীসটি হাসান সহীহ।)[২৬৯]

ব্যাখ্যা : রেশমের কাপড় ও স্বর্ণ উম্মাতে মুহাম্মাদীর পুরুষদের জন্য হারাম– এ কথা পুরুষ শিশুদেরকেও এ হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। যদিও শিশুরা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যাদের ওপর শারী‘আতের হুকুম মানার আবশ্যকতা রয়েছে। মূলত শিশুদেরকে যারা এসব পরিধান করাবে তাদের ক্ষেত্রে এ হারামের হুকুম প্রযোজ্য হবে। (অর্থাৎ শিশুরা যেহেতু অবুঝ সেহেতু যে সকল বুঝমান ব্যক্তিরা শিশুদেরকে রেশমের কাপড় ও স্বর্ণ পরিধান করাবে তারা এই হারামে পতিত হওয়ার গুনাহে লিপ্ত হবে।) অত্র হাদীসে স্বর্ণ দ্বারা স্বর্ণের গহনা বা অলঙ্কার উদ্দেশ্য। স্বর্ণের ও রৌপ্যের পাত্র পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য হারাম। এমনিভাবে রূপার গহনা শুধু নারীদের জন্য জায়িয। তবে আংটিসহ কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের জন্যও রূপা ব্যবহার করা জায়িয। হাদীসে উল্লিখিত দু’টি বস্তু অর্থাৎ রেশমের কাপড় ও স্বর্ণ পরিধান করা উম্মাতে মুহাম্মাদীর নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমে ‘উমার, আনাস, ইবনুয্ যুবায়র ও আবূ উমামাহ্ নাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»

“যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমের কাপড় পরিধান করবে সে ব্যক্তি আখিরাতে তা পরিধান করতে পারবে না (তথা নি‘আমাত থেকে বঞ্চিত)।”

মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও ইবনু হিব্বানে ‘আলী-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী একদিন রেশমের কাপড় তার ডান হাতে নিলেন এবং স্বর্ণ তার বাম হাতে রাখলেন। তারপর তিনি বললেন, «إِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُورِ أُمَّتِيْ» “এই দু’টি বস্তু আমার উম্মাতের পুরুষের জন্য হারাম”।

বুখারী ও মুসলিমে ইবনু ‘উমার থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ বলেছেন,

«إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهٗ فِي الْآخِرَةِ» “যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমের কাপড় পরিধান করবে তার জন্য আখিরাতের নি‘আমাতের কোন অংশ থাকবে না।” (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭২০)

٤٣٤٢ - [٣٩] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهٖ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ «اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

---

[২৬৯] সহীহ : তিরমিযী ১৭২০, নাসায়ী ৫১৪৮ শব্দবিন্যাস তাঁর, ইবনু মাজাহ ৩৫৯৫, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্যাক্ব ১৯৯৩০, মুসনাদে আহমাদ ১৯৫০৩, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬৫৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৩৯১, ইরওয়া ২৭৭।

Scanned by CamScanner

৪৩৪২-[৩৯] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ যখনই কোন নতুন কাপড় পরিধান করতেন, তখন তাঁর নাম পাগড়ী, জামা, চাদর (ইত্যাদি) উল্লেখ করে এ দু'আ পড়তেন– *"আল্ল-হুম্মা লাকাল হামদু কামা- কাসাওতানীহি আস্‌আলুকা খয়রাহূ ওয়া খয়রা মা- সুনি'আ লাহূ ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শার্‌রিহী ওয়া শার্‌রি মা- সুনি'আ লাহূ"* অর্থাৎ- হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই, তুমিই এ কাপড়টি আমাকে পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার কাছে তার কল্যাণ কামনা করছি এবং যে উদ্দেশে তা প্রস্তুত করা হয়েছে তারও কল্যাণ কামনা করছি এবং তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই এবং যে উদ্দেশে তা প্রস্তুত করা হয়েছে তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[২৭০]

ব্যাখ্যা : ইবনু হিব্বান আনাস থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ যখন নতুন পোশাক পরিধান করতেন তখন জুমু'আহ্‌বার তা পরিধান করতেন। এ হাদীস দ্বারা যদিও বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ কোন নতুন কাপড় পরিধান করার ক্ষেত্রে জুমু'আহ্‌বারকে নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু হাদীসটি গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় নতুন কাপড় পরিধানের কোন নির্দিষ্ট দিন বা ক্ষণ নির্ধারণ করা প্রমাণিত নয়। অত্র হাদীসে পাগড়ী, ক্বামীস ও চাদর– এ তিনটি কাপড়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে উদাহরণ স্বরূপ। মূলত এগুলো ছাড়াও অন্যান্য কাপড় যেমন লুঙ্গি, সেলওয়ার, মোজা ইত্যাদি কাপড়ও সাধারণভাবে এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য।

পোশাকের কল্যাণ হচ্ছে এর স্থায়িত্ব, পরিচ্ছন্নতা এবং জরুরী প্রয়োজনে তা পরিধান করার উপযোগী থাকা। যে সকল জরুরী উদ্দেশে এই কাপড় তৈরি করা হয়েছে তা হলো দীর্ঘ সময় গরম ও ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গোপন অঙ্গ ঢেকে রাখা। এ সকল কাপড় পরিধানের ক্ষেত্রে কল্যাণ কামনা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এসব কাপড় যেন সেসব কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশে পৌছার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেসব উদ্দেশ্যের জন্য কাপড় তৈরি করা হয়েছে। যেমন- আল্লাহর 'ইবাদাত ও আনুগত্য করতে সাহায্য নেয়া। অত্র হাদীসে যে পোশাকের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চেয়ে বলা হয়েছে তার অর্থ হলো পোশাক হারাম হওয়া, অপবিত্র হওয়া, দীর্ঘস্থায়ী না হওয়া অথবা সেসব কাপড় গুনাহ, অকল্যাণ, গর্ব-অহংকার, আশ্চর্যান্বিত হওয়া ও ধোঁকাবাজির কারণ থেকে সেসব কাপড় মুক্ত থাকা।

অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নতুন পোশাক পরিধান করার সময় আল্লাহর প্রশংসা করা মুস্তাহাব।

ইমাম হাকিম তাঁর "আল মুসতাদরাকে" 'আয়িশাহ্ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, 'আয়িশাহ্ বলেন : রসূলুল্লাহ বলেছেন,

«مَا اشْتَرٰى عَبْدٌ ثَوْبًا بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ إِلَّا لَمْ يَبْلُغْ رُكْبَتَيْهِ حَتّٰى يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهٗ.

"কোন বান্দা যখন এক দীনার বা অর্ধ দীনারের বিনিময়ে কোন কাপড় ক্রয় করে, অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করে, তাহলে তার দুই হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পৌছার পূর্বেই তাকে মাফ করে দেন।"

(তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭৬৭)

---

[২৭০] সহীহ : তিরমিযী ১৭৬৭, আবূ দাউদ ৪০২০, আল জামি'উস্ সগীর ৮৭৯৩, সহীহুল জামি' ৪৬৬৪, মুসনাদে আহমাদ ১১২৪৮, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১০৮২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪২১, শু'আবুল ঈমান ৬২৮৪, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১০১৪১।

Scanned by CamScanner

٤٣٤٣ -[٤٠] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنِىْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ". رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَزَادَ أَبُوْ دَاوُدَ: "وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَأَخَّرَ".

৪৩৪৩-[৪০] মু'আয ইবনু আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাবার খাওয়ার পর এ দু'আ, "*আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যাত্ব ত্ব'আ-মা ওয়ারাযাক্বানীহি মিন গয়রি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা- ক্যুওয়াহ্*" পড়ে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অর্থাৎ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাকে এ খাদ্য খাইয়েছেন এবং আমার শক্তি সামর্থ্য ব্যতিরেকেই তিনি তা আমাকে দান করেছেন। (তিরমিযী)[২৭১]

আর আবূ দাঊদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে এ দু'আ, "*আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা- ওয়ারাযাক্বানীহি মিন গয়রি হাওলিন ওয়ালা- ক্যুওয়াহ্*" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার কৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীতই আমাকে এ কাপড়ের ব্যবস্থা করে পরালেন) পড়ে তার আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে প্রথমাংশের শেষে (وَمَا تَأَخَّرَ) '*ওয়ামা- তাআখখারা*' অর্থাৎ "যা পরবর্তীতে হবে" বাক্যাংশটি আছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ইমাম আবূ দাঊদ তাঁর সুনানে এই অংশসহ হাদীসটি উল্লেখ করছেন বলে কিছু সংস্করণে পাওয়া যায় আবার কিছু সংস্করণে পাওয়া যায় না। তবে মিশকাত প্রণেতা সে অংশটুকু ছাড়াই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ক্বারী বলেন, ত্বীবী বলেছেন : তিরমিযী ও আবূ দাঊদে '*ওয়ামা- তাআখখারা*' বাক্যাংশটি নেই। যদিও মিশকাতের কিছু সংস্করণে '*ওয়ামা- তাআখখারা*' বাক্যাংশ যোগ করা হয়েছে এ ধারণায় যে, হাদীসের পরের অংশের শেষে '*ওয়ামা- তাআখখারা*' বাক্যাংশটি আছে। অতএব এখানেও আছে মনে হয়। উল্লেখ্য যে, হাদীসের পরবর্তী অংশ তথা (غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ..... وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا) অংশের শেষে '*ওয়ামা- তাআখখারা*' বাক্যাংশটি সকল সংস্করণে রয়েছে। এ নিয়ে কোন বিতর্ক নেই।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০১৮)

٤٣٤٤ -[٤١] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ إِذَا أَرَدْتِ اللُّحُوقَ بِىْ فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَخْلِقِىْ ثَوْبًا حَتّٰى تُرَقِّعِيهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهٗ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

---

[২৭১] হাসান : তিরমিযী ৩৪৫৮, ইবনু মাজাহ ৩২৮৫, আবূ দাঊদ ৪০২৩, তবে আবূ দাঊদে বর্ণিত "وما تأخر" শব্দদ্বয় অতিরিক্ত। এই দুই জায়গায় অতিরিক্ত ব্যতীত হাদীসটি হাসান। সহীহুল জামি' ৬০৮৬, আল জামি'উস্ সগীর ১১০৩১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৪২, ইরওয়া ১৯৮৮, মুসনাদে আহমাদ- ১৫৬৭০, তাহক্বীক্ব শু'আয়ব আরনাউত্ব : হাসান; মুসনাদে আবূ ইয়া'লা- ১৪৮৮, তাহক্বীক্ব হুসায়ন সুলায়ম আসাদ : সানাদ হাসান; শু'আবুল ঈমান ৬২৮৫, সুনান দারিমী- ২৬৯০, তাহক্বীক্ব হুসায়ন সুলায়ম আসাদ : সানাদ হাসান; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬৮০১।

Scanned by CamScanner

৪৩৪৪-[৪১] ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন : হে ‘আয়িশাহ্! যদি তুমি (ইহকাল ও পরকালে) আমার সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা রাখো, তবে দুনিয়ার সম্পদ থেকে এ পরিমাণই নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করো, যে পরিমাণ একজন মুসাফিরের পাথেয় হিসেবে যথেষ্ট হয় এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাহচর্য হতে বেঁচে থাকো, আর তালি না লাগানো পর্যন্ত কোন কাপড়কে পুরাতন (ব্যবহারে অনুপযোগী) ধারণা করো না। (তিরমিযী)[২৭২]

ইমাম তিরমিযী বলেছেন : এ হাদীসটি গরীব। কেননা আমরা হাদীসটি সালিহ ইবনু হাস্‌সান ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে অবহিত হইনি। আর মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল (বুখারী) বলেছেন : সালিহ ইবনু হাস্‌সান মুনকারুল হাদীস।

ব্যাখ্যা : ইমাম তিরমিযী নিজেই তাঁর জামি‘ কিতাবে এ হাদীসটি উল্লেখ করে হাদীসটির একটি অংশ (وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ) এর ব্যাখ্যায় সহীহ মুসলিমের একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হলো : আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন :

«إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ»

“তোমাদের কারো দৃষ্টি যদি এমন ব্যক্তির ওপর নিপতিত হয়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে তাহলে সে যেন তার চেয়ে অধিক সম্পদশালীকে বাদ দিয়ে এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চেয়ে হীন অবস্থায় রয়েছে।” (সহীহ মুসলিম হাঃ ৭৬১৭)

জামি‘ আত্ তিরমিযীতে হাদীসটি উল্লেখের পর ‘আওন ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ)-এর উক্তি উল্লেখ করেছেন, ‘আওন ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উতবাহ্ (রাঃ) বলেন,

«صَحِبْتُ الْأَغْنِيَاءَ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَكْثَرَ هَمًّا مِنِّي أَرَى دَابَّةً خَيْرًا مِنْ دَابَّتِي وَثَوْبًا خَيْرًا مِنْ ثَوْبِي وَصَحِبْتُ الْفُقَرَاءَ فَاسْتَرَحْتُ»

“আমি ধনীদের সাথে উঠা-বসা করেছি। আমি নিজের চেয়ে বেশী বিষণ্ন অন্য কাউকে অনুভব করি না। (আমার ভারাক্রান্ত হৃদয় হওয়ার কারণ এই যে,) আমি তাদের বাহনকে আমার বাহনের চেয়ে উত্তম দেখতে পাই এবং তাদের কাপড়কে আমার কাপড়ের চেয়ে উত্তম দেখতে পাই। আর আমি গরীব লোকেদের সাথে মেলামেশা করে অনেক বেশী শান্তি অনুভব করেছি।”

রসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রিয়তমা স্ত্রী ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে ‘আয়িশাহ্! তুমি যদি জান্নাতে আমার সাথে আমার মর্যাদার স্তরে থাকতে চাও তাহলে দুনিয়ায় সহজ-সরল বিষয় নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো। কারণ নিশ্চয় তুমি শেষ পরিণতির দিকে চলতে থাকা একজন পথিক মাত্র। আর তুমি ধনীরা যেখানে থাকে, উঠাবসা করে সেখান থেকে দূরে থাকবে অর্থাৎ তাদের সাহচার্য থেকে সতর্ক থাকবে। আর তোমার কোন পরিধেয় কাপড় পুরাতন হলে সাথে সাথে ফেলে দিবে না। বরং সেটি সেলাই করে পরিধান করবে।

শারহুস্ সুন্নাহ্‌তে বর্ণিত হয়েছে, আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন,

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ رَقَعَ ثَوْبَهُ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَقِيلَ خَطَبَ عُمَرُ رضي الله عنه وَهُوَ خَلِيفَةٌ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ فِيهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رُقْعَةً انْتَهَى.

---

[২৭২] **খুবই য‘ঈফ :** তিরমিযী ১৭৮০, য‘ঈফুল জামি‘ আস্ সগীর ১২৮৮, য‘ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৮৭৮। হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, “সলিহ ইবনু হাস্‌সান” নামক বর্ণনাকারী খুবই দুর্বল। দেখুন- য‘ঈফাহ্ ১২৯৩।

Scanned by CamScanner

আমি 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখলাম, তিনি আমীরুল মু'মিনীন থাকাকালীন তাঁর কাপড়ে তিনটি তালি লাগিয়ে পরিধান করতে দেখেছি। তালিগুলোর কতিপয় তালি অন্যটির লাগানো হয়েছিল। আর এও বলা হয়েছে যে, একদিন খলীফাহ্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুত্বাহ্ দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর কাপড়ে বারোটি তালি ছিল। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭৮১)

٤٣٤٥ -[٤٢] عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَلَا تَسْمَعُونَ؟ أَلَا تَسْمَعُونَ أَنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ أَنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ؟». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৩৪৫-[৪২] আবূ উমামাহ্ ইয়াস ইবনু সা'লাবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি শুনছ না? তোমরা কি শুনছ না? (অর্থাৎ- মনোনিবেশে শুনার জন্য) সাদাসিধে জীবন-যাপন করাই ঈমানের অঙ্গ, সাদাসিধে জীবন-যাপন করাই ঈমানের অঙ্গ। (আবূ দাউদ)[২৭৩]

ব্যাখ্যা : "তোমরা কি শুনছ" বাক্যাংশটি একাধিকবার বলা দ্বারা এর পরের কথার উপর জোর দেয়া উদ্দেশ্য। "আল বাযাযাহ্" অর্থ হলো খারাপ গঠন বা আকৃতি এবং কাপড়ের জীর্ণতা। তবে এখানে বাযাযাহ্ দ্বারা পোশাক-পরিচ্ছদে নম্রতা প্রকাশকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জরাজীর্ণ পোশাক পরিধান করার মাধ্যমে নম্রতা প্রকাশ ঈমানের অঙ্গ। কেউ যদি চায় কখনো কখনো বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ এবং গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশে সুন্দর নয় এমন পোশাক পরিধান করবে তাহলে সেটা করা যেতে পারে। এটাই 'বাযাযাহ্' দ্বারা উদ্দেশ্য। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৫৭)

যদিও উত্তম হচ্ছে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে যে নি'আমাত দিয়েছেন তা প্রকাশ করা। এজন্যই রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»

"যখন আল্লাহ তা'আলা তার কোন বান্দাকে নি'আমাত প্রদান করেন তখন তিনি তার নি'আমাতের আলামাত তাঁর বান্দার ওপর দেখতে ভালোবাসেন।"

٤٣٤٦ -[٤٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ مِنَ الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৩৪৬-[৪৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সুনামের পোশাক পরিধান করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন। (আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[২৭৪]

ব্যাখ্যা : ইবনুল আসীর বলেন : "شُهْرَةٍ" শুহ্রাহ্ অর্থ হচ্ছে কোন জিনিস প্রকাশ হওয়া। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সে এমন তার পোশাকের রং অন্যান্য মানুষের পোশাকের রঙের চেয়ে ভিন্ন হওয়ার কারণে তার

---

[২৭৩] সহীহ : আবূ দাউদ ৪১৬১, ইবনু মাজাহ ৪১১৪, শু'আবুল ঈমান ৬৪৭০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৮৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৭৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৪১।

[২৭৪] হাসান : তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ৫৬৬৪, শু'আয়ব আরনাউত্ব বলেন : এ সানাদটি দুর্বল, কারণ এতে "শারীক" আছেন, আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ বিশস্ত। ইবনু মাজাহ ৩৬০৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৮৯, শু'আবুল ঈমান ৬২২৮, আবূ দাউদ ৪০২৯, সহীহুল জামি' ৬৫২৬, আল জামি'উস্ সগীর ১১৪৭২।

Scanned by CamScanner

পোশাক মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। মানুষ তার পোশাকের দিকে তাদের চোখ তুলে তাকায় এবং সেও মানুষের সামনে দম্ভ ভরে চলে। এমন কথাই আছে নায়লুল আওত্বারে। এ হাদীস উল্লিখিত 'অপমানের পোশাক' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সে ব্যক্তি যেমন এমন কাপড় পরিধান করেছে যে কাপড় পরার কারণে সে দুনিয়ায় মানুষের মাঝে সম্মানিত হয়েছে এবং উচ্চ মর্যাদা পেয়েছে। তার বদলে ক্বিয়ামাতের দিন তাকে এমন কাপড় পরানো হবে যা তার অপমানের কারণ হবে। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, খ্যাতি প্রকাশ করে এমন পোশাক পরিধান করা হারাম। এ হাদীস দ্বারা শুধু দামী ও উৎকৃষ্ট পোশাকই উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা সেসব পোশাকও উদ্দেশ্য, যেগুলো সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর পরিধেয় পোশাকের বিপরীতে পরা হয় মানুষকে দেখানোর উদ্দেশে। অতঃপর মানুষ তার ঐ পোশাক দেখে অবাক হয়। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০২৪)

٤٣٤٧ - [٤٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৩৪৭-[৪৪] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত (হয়ে যাবে)। (আহমাদ ও আবূ দাউদ)[২৭৫]

ব্যাখ্যা : "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে"-এর অর্থে আল মানাভী ও আলকামী বলেন : যে প্রকাশ্যে তাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ করলো, পোশাক-পরিচ্ছদে তাদের জীবনাচার ও সংস্কৃতি এবং জীবনযাপনে তাদের কিছু কাজকর্ম গ্রহণ করলো। ক্বারী বলেন : এর অর্থ হলো, যে তার নিজের পোশাক বা অন্য কিছুতে কাফির, ফাসিক, পাপিষ্ঠ, সূফী ইত্যাদি জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে। ক্বারী বলেন, "সে তাদের অন্তর্ভুক্ত"- এ বাক্যাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাদৃশ্য অবলম্বনকারীরা গুনাহ ও কল্যাণে সাদৃশ্য অবলম্বনকৃতদের অংশীদার হবে। আল ক্বারী বলেন : যে ব্যক্তি নেককার ব্যক্তিদের সাথে সাদৃশ্য রাখে তারা সম্মানিত হবে যেভাবে নেককাররা সম্মানিত হন। আর যারা ফাসিক্বদের সাথে সাদৃশ্য রাখে তারা সম্মানিত হবে না। তবে তাদের ওপর যদি সম্মানিতদের নিদর্শন পরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা সম্মানিত হবে কিন্তু বাস্তবে সে সম্মানের যোগ্য নয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর "আস্ সিরাত আল মুস্তাক্বীম" গ্রন্থে বলেন, ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ)-সহ অনেকেই এ হাদীস দ্বারা দলীল দেন যে, কাফির-মুশরিকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হারাম। যেমনটা আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ "আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন।" (সূরাহ্ আল-মায়িদাহ্ ৫ : ৫১)

এ কথার সম্পূরক কথা বলেছেন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন,

«من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة»

"কেউ যদি মুশরিকদের দেশে বাড়ি নির্মাণ করে, তাদের নওরোয ও মেলায় অংশগ্রহণ করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে তাহলে তাকে ক্বিয়ামাতের দিন তাদের (মুশরিকদের) সাথেই হাশর করা হবে।"

---

[২৭৫] হাসান : আবূ দাউদ ৪০৩১, মুসনাদে আহমাদে এরূপ শব্দে হাদীসটি নেই; আল জামি'উস্ সগীর ১১০৯৪, সহীহুল জামি' ৬১৪৯, ইরওয়া ২৬৯১।

Scanned by CamScanner

মুসলিম যদি মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে তাহলে সেটা তাকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়। তবে কেউ যদি সব কিছুতে মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন না করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে তাহলে যতটুকুতে সে সাদৃশ্য অবলম্বন করেছে ততটুকু দায়ই তার ওপর বর্তাবে। হোক সেটা কুফরী বা কোন সাধারণ গুনাহ কিংবা তাদের কোন নিদর্শন। এ হাদীস দ্বারা 'আলিমগণ দলীল দিয়েছেন যে, অমুসলিমদের বেশ-ভূষার যে কোন কিছুই গ্রহণ করা মাকরূহ বা অপছন্দনীয়। তিরমিযীতে বর্ণিত অন্য হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا» "ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে, আমাদের ছাড়া অন্যদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে"।

এ বিষয়ে পরিপূর্ণ কথা রয়েছে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্ (রহিমাহুল্লাহ)-এর লেখা "আস্ সিরাত আল মুস্তাক্বীম" গ্রন্থে 'আল্লামাহ্ আল মানাবী (রহিমাহুল্লাহ্)-এর লেখা "ফাতহুল ক্বদীর" গ্রন্থে এবং ক্বাযী বাশীরুদ্দীন আল ক্বান্নুজী (রহিমাহুল্লাহ্)-এর গ্রন্থাবলীতে। [সম্পাদক]

٤٣٤٨ - [٤٥] وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "مَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَ يقدرُ عَلَيْهِ وَفِيْ رَاوِيَةٍ: تَوَاضُعًا كَسَاهُ اللّٰهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ وَمَنْ تَزَوَّجَ لِلّٰهِ تَوَجَّهُ اللّٰهُ تَاجَ الْمُلْكِ". رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৩৪৮-[৪৫] সুওয়াইদ ইবনু ওয়াহ্ব রহিমাহুল্লাহ নাবী ﷺ-এর একজন সহাবীর পুত্রের সূত্রে তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সৌন্দর্যের পোশাক পরিহার করে। আল্লাহ তা'আলা তাকে মর্যাদার পোশাক পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে বিবাহ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে রাজকীয় মুকুট পরিধান করাবেন। (আবূ দাউদ)[২৭৬]

ব্যাখ্যা : এই অর্থে একটি হাদীস হাসান সানাদে তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, মুসতাদরাক হাকিম, সুনানে বায়হাক্বী এবং 'ত্ববারানী'র "কাবীরে" বর্ণিত হয়েছে। সে হাদীসটির মূলপাঠ হলো :

مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا.

"কেউ যদি সুন্দর বা দামী পোশাক পরিধান করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শুধু আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রকাশ করণার্থে ঐ পোশাক পরিধান না করে তাহলে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামাতের দিন সকল সৃষ্টির সামনে ডেকে ঈমানদারদের যে পোশাক পরিধান করানো হবে সেই পোশাকের মধ্য থেকে যে কোন পোশাক পরিধান করার জন্য বেছে নেয়ার সুযোগ প্রদান করবেন।"

হাদীসের শেষ অংশের ব্যাখ্যা হচ্ছে : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিবাহ করলো অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের কন্যাকে বিবাহ দিল কিংবা যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন বস্তুর জোড়া দান করলো। আর মিরক্বাত গ্রন্থকারের মত অনুযায়ী যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের মর্যাদা থেকে নিচে নেমে এসে তার চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন কাউকে (যেমন- ইয়াতীম, মিসকীন) বিবাহ করলো অথবা

---

[২৭৬] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৭৭৮, য'ঈফুল জামি' ৫৮২২, আল জামি'উস্ সগীর ১২৫৯৪, শু'আবুল ঈমান ৮৩০৪। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "সুওয়াইদ ইবনু ওয়াহ্ব" এবং তিনি যার কাছে থেকে বর্ণনা করেছেন উভয়েই মাজহূল। দেখুন- য'ঈফুল জামি' ৫৮২২।'আর জারহ্ ওয়াত্ তা'দীল। (জাওয়ামিউল কালিম সফ্টওয়্যার)

Scanned by CamScanner

নিজের দীনদারী সুরক্ষা ও বংশধারা সংরক্ষণ করার উদ্দেশে বিবাহ করলো তাহলে আল্লাহ তার মর্যাদার নিদর্শন স্বরূপ জান্নাতে তাকে তাজ পরাবেন এবং রাজত্ব দান করবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

মুনযিরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ বিষয়ে 'আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন। তাদের একদল বলেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি হলুদ রং দ্বারা তার দাড়িতে খিযাব লাগাতেন। অন্যরা বলেছেন যে, তার পোশাককে হলুদ করতেন এবং হলুদ রংয়ের পোশাক পরতেন। শাওকানী তাঁর "নায়লুল আওত্বার" গ্রন্থে বলেছেন, আবূ দাউদ ও নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত বর্ণনার শেষে উল্লিখিত বাড়তি অংশ পূর্বোক্ত দ্বিতীয় মতটিকে শক্তিশালী করে। বাড়তি অংশ বলতে তিনি মূলত বুঝিয়েছেন "তিনি (ﷺ) কখনো তার পুরো পোশাককে এমনকি পাগড়ীকে পর্যন্ত হলুদ রং দ্বারা রঙিন করতেন"-এই অংশটুকু। এ অংশটুকু ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় নেই। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৬০)

٤٣٤٩ - [٤٦] وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ حَدِيثَ اللِّبَاسِ.

৪৩৪৯-[৪৬] আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) পোশাক সংক্রান্ত হাদীসটি এই একই সূত্রে মু'আয ইবনু আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।)

٤٣٥٠ - [٤٧] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ يُرٰى أَثَرَ نِعْمَتِهٖ عَلٰى عَبْدِهٖ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৩৫০-[৪৭] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রাঃ) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা এটা পছন্দ করেন যে, তিনি যে নি'আমাত বান্দাকে দান করেছেন, তার নিদর্শন যেন তার উপর প্রকাশ পায়। (তিরমিযী)[২৭৭]

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহর নি'আমাত বলতে বান্দাকে দেয়া তার ইহসান, অনুগ্রহ ও মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর দেয়া এসব নি'আমাত প্রকাশ করার অর্থ হচ্ছে হচ্ছে সে সবের শুকরিয়া আদায় করা আর এসব নি'আমাত গোপন করার অর্থ হচ্ছে সেসব অস্বীকার করা। মুযহির বলেন : আল্লাহ তা'আলা যখন তার কোন বান্দাকে তার পক্ষ থেকে দুনিয়ার কোন নি'আমাত দান করেন, অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি প্রদত্ত নি'আমাত প্রকাশ করণার্থে তার মর্যাদা ও অবস্থানের সাথে প্রযোজ্য কোন পোশাক পরিধান করে এবং যাকাত-সদাক্বাহ্ প্রত্যাশীরা যেন চিনতে পারে সেজন্য তার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাত প্রকাশ করে। একইভাবে 'আলিমগণও তাদের নিকটে থাকা জ্ঞান প্রকাশ করবে যাতে সাধারণ মানুষ তাদের থেকে জ্ঞান অর্জন করে উপকার লাভ করতে পারে। মোটকথা হচ্ছে, যাকে যে নি'আমাত প্রদান করা হয়েছে সে অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা আল্লাহ পছন্দ করেন। (তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮১৯)

٤٣٥١ - [٤٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرًا فَرَأٰى رَجُلًا شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهٗ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يُسَكِّنُ بِهٖ رَأْسَهٗ؟» وَرَأٰى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يَغْسِلُ بِهٖ ثَوْبَهٗ؟». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ

---

[২৭৭] হাসান : তিরমিযী ২৮১৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১১৮, আল জামি'উস্ সগীর ২৭৬৮, সহীহুল জামি' ১৮৮৭, সিলসিলাতুস সহীহাহ্ ১৬২৬, তাহ্‌ক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১৯৯৪৮, শু'আবুল ঈমান ১৬২৬, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১৯৯৪৮, শু'আবুল ঈমান ৬১৯৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬২৬।

Scanned by CamScanner

৪৩৫১-[৪৮] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাছে বেড়াতে এসে এলোমেলো বিশিষ্ট এক লোককে দেখতে পেলেন তার মাথার চুলগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত। তখন তিনি বললেন : এ লোকটি কি এমন কোন জিনিসই পায় না যা দ্বারা সে নিজের মাথার চুলগুলো পরিপাটি করে নিতে পারে? আরেক ব্যক্তিকে দেখলেন, তার পরনে রয়েছে ময়লা জামা। তার সম্পর্কে বললেন : এ লোকটি কি এমন কিছু পায় না, যা দ্বারা সে নিজের কাপড় ধুয়ে নিতে পারে? (আহমাদ ও নাসায়ী)[২৭৮]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে কাপড় ধোয়ার উপাদান হিসেবে সাবান, পটাশ বা শুধু পানির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাথার চুল ধুয়ে পরিষ্কার করা এবং তেল দিয়ে মাথা আঁচড়ানো ইত্যাদি মুস্তাহাব। এ হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, শরীর ও কাপড়ের উপর লেগে থাকা প্রকাশ্য ময়লা থেকে পরিষ্কার করা কর্তব্য। ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যার পোশাক পরিষ্কার থাকে তার দুশ্চিন্তা কম হয়। এ হাদীসে পোশাক ধোয়ার আদেশ রয়েছে। যদিও তা শুধু পানি দ্বারা হোক না কেন। একই কথা বলেছেন 'আল্লামাহ্ আল 'আযীযী তাঁর "আস্ সিরাজ আল্ মুনীর" গ্রন্থে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৫৮)

٤٣٥٢ - [٤٩] وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيَّ ثَوْبٌ دُونٌ فَقَالَ لِيْ: «أَلَكَ مَالٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟» قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ. قَالَ: «فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ

৪৩৫২-[৪৯] আবুল আহওয়াস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এলাম। সে সময় আমার পরনে ছিল সাদাসিধে কাপড়। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তোমার সম্পদ আছে কি? আমি বললাম : হ্যাঁ, আছে। এবার জিজ্ঞেস করলেন : কী সম্পদ আছে? আমি বললাম : সব রকম মাল আছে– আল্লাহ তা'আলা আমাকে উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া, গোলাম প্রভৃতি দান করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাকে সম্পদ দান করেছেন, তখন আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাত ও তাঁর অনুগ্রহের নিদর্শন তোমার মধ্যে দৃশ্যমান হওয়া উচিত।

(আহমাদ, নাসায়ী; আর এটা শারহুস্ সুন্নায় মাসাবীহের শব্দে বর্ণিত হয়েছে।)[২৭৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লিখিত লোকটির পরনে যে পোশাক ছিল তা তার মান-মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। হাদীসে "কী সম্পদ আছে?"-এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য হলো কী কী সম্পদ আছে তা জানা। 'রক্বীক্ব' বলতে দাস-দাসী বুঝানো হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তুমি ধনী এবং আল্লাহ তোমাকে অনেক নি'আমাত দিয়েছেন সেটা মানুষকে জানানোর জন্য উত্তম পোশাক পরিধান করবে।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৫৯; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০০৬)

---

[২৭৮] সহীহ : তাহ্ক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১৪৮৯৩, নাসায়ী ৫২৩৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৮৩, শু'আবুল ঈমান ৬২২৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪৯৩, আবূ দাউদ ৪০৬২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১১৯।

[২৭৯] সহীহ : তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১৫৯২৮, নাসায়ী ৫২২৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১২০, আবূ দাউদ ৪০৬৩, শু'আবুল ঈমান ৬১৯৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৯৬৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০৫১৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০২০২।

Scanned by CamScanner

٤٣٥٣ - [٥٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৩৫৩-[৫০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন জনৈক ব্যক্তি লাল বর্ণের দু'টি কাপড় পরে বিদায়কালে নাবী ﷺ-কে সালাম করল। কিন্তু তিনি (ﷺ) তার সালামের জবাব দিলেন না। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[২৮০]

ব্যাখ্যা : যারা লাল পোশাক পরিধান করাকে মাকরূহ মনে করেন তারা এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। তবে যারা লাল পোশাক পরিধান করাকে মুবাহ (বৈধ) মনে করেন তারা এর উত্তরে বলেন, লাল পোশাক পরিধান করা মাকরূহ হওয়ার পক্ষে পেশ করা হাদীস য'ঈফ, যা দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা সঠিক নয়। পুরুষদের জন্য লাল পোশাক পরিধান করার বৈধতার হাদীস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শারী'আয় নিষিদ্ধ এমন কাজে লিপ্ত কোন ব্যক্তির সালামের উত্তর না দেয়া জায়িয। এই উদ্দেশে যে, সে যেন বুঝাতে পারে সে অন্যায় বা গুনাহের কাজ করছে বিধায় তার সালামের উত্তর দেয়া হয়নি। ইবনু রাসলান বলেন : গুনাহে লিপ্ত কোন ব্যক্তির সালামের উত্তরে এ কথা বলা মুস্তাহাব যে, আমি তোমার সালামের উত্তর দেইনি, কারণ তুমি গুনাহের কাজে লিপ্ত আছো। একইভাবে বিদ্'আতীদের এবং প্রকাশ্যে গুনাহকারীদের ধমক দেয়ার উদ্দেশে তাদেরকে সালাম না দেয়া মুস্তাহাব। এজন্য কা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ ক্বতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সালাম দেয়ার প্রসঙ্গে বলেন,

«فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ»

অর্থাৎ- "আমি তাকে সালাম দিলাম কিন্তু আল্লাহর ক্বসম তিনি আমার সালামের উত্তর দেননি"- (সহীহ মুসলিম হাঃ ৭১৯২)। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৬৫; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮০৭)

٤٣٥٤ - [٥١] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ» وَقَالَ: «أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৩৫৪-[৫১] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর নাবী ﷺ বলেছেন : আমি অত্যধিক লাল বর্ণের গদির উপর আরোহণ করি না, হলুদ রঙের কাপড় পরিধান করি না এবং রেশমযুক্ত জামাও পরিধান করি না। তিনি (ﷺ) আরো বলেন, জেনে রাখো! পুরুষদের আতর তাই যাতে খোশবু আছে, রং নেই। পক্ষান্তরে নারীদের আতর তাই যাতে রং আছে, কিন্তু সুঘ্রাণ ছড়ায় না। (আবূ দাঊদ)[২৮১]

---

[২৮০] য'ঈফ : তিরমিযী ২৯৭১, আবূ দাউদ ৪০৬৯, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৮৬০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪২৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৩৫০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আবূ ইয়াহ্ইয়া আল কৃত্তাত" নামে একজন য'ঈফ বর্ণনাকারী আছে। দেখুন- তুহফাতুল আহওয়াযী ৮ম খণ্ড, ৭৫ পৃঃ।

[২৮১] সহীহ : আবূ দাউদ ৪০৪৮, মুসনাদে আহমাদ ১৯৯৭৫, শু'আবুল ঈমান ৬৩২০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৭২৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১৮৭।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : পুরুষের জন্য রংহীন সুঘ্রাণযুক্ত; যেমন মিশ্‌ক, আতর, কাফূর, উদ ইত্যাদি বৈধ এবং নারীদের জন্য সুঘ্রাণহীন রং যেমন যা'ফরান, খালূক, মেহেদী ইত্যাদি ব্যবহার করা বৈধ। ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন,

«طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ»

"পুরুষের জন্য সর্বোত্তম সুগন্ধি হচ্ছে ঐ জিনিস যার ঘ্রাণ প্রকাশ পায় কিন্তু রং অপ্রকাশ্য থাকে। আর নারীর জন্য সর্বোত্তম সুগন্ধি হচ্ছে ঐ জিনিস যার রং প্রকাশ পায় কিন্তু ঘ্রাণ অপ্রকাশ্য থাকে।"

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৪৪)

٤٣٥٥ -[٥٢] وَعَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَشْرٍ: عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِيْ أَسْفَلِ ثِيَابِهٖ حَرِيْرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ. أَوْ يَجْعَلَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبٰى وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِيْ سُلْطَانٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪৩৫৫-[৫২] আবূ রায়হানাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দশটি কাজ করা থেকে নিষেধ করেছেন। যথা- ১. দাঁত চিকন করা, ২. শরীরে উলকি লাগানো, ৩. (সৌন্দর্য বিকশিতের জন্য) মুখ পশম উঠানো, ৪. কাপড়ের আবরণ ব্যতীত দু'জন পুরুষের একই চাদরের নিচে শয়ন করা, ৫. কাপড়ের আবরণ ছাড়া দু'জন মহিলার একই চাদরে শয়ন করা, ৬. অনারবদের ন্যায় জামার নিচে রেশম ব্যবহার করা, ৭. অথবা অনারবদের ন্যায় জামার কাঁধে রেশম ব্যবহার করা, ৮. ছিনতাই করা। ৯. চিতাবাঘের চামড়ার গদির উপর সওয়ার হওয়া এবং ১০. আংটি ব্যবহার করা, তবে শাসকের জন্য তা পরিধান বৈধ।

(আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[২৮২]

ব্যাখ্যা : (الْوَشْرِ) "আল ওয়াশ্‌র" বলা হয় দাঁতকে ধারালো করা, দাঁতের মাথাগুলো চিকন করা যা মহিলারা বেশি করে থাকে। এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, এর মধ্যে প্রতারণা রয়েছে এবং এর দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা হয়। (الْوَشْمِ) "আল ওয়াশ্‌ম" বলা হয়ে সুই দ্বারা মানবদেহের চামড়া ফুটো করে রক্ত বের করা। তারপর সেই স্থানে কাজল বা অন্য কিছু দিয়ে রঙিন করা যার মাধ্যমে আল্লাহ তার দেহে যে রং দিয়ে তাকে বানিয়েছেন তা পরিবর্তন করা। এটিকে বর্তমানে উল্কি আঁকার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। (النَّتْفِ) "আন্ নাত্‌ফ" বলতে বুঝানো হয় নারীদের চেহারায় কোন অনাকাঙ্ক্ষিত কোন লোম থাকলে তা তুলে ফেলা অথবা দাড়ি তুলে ফেলা বা দাড়ির সাদা চুলগুলো তুলে ফেলা। অথবা বিপদাপদে অধৈর্য হয়ে চুল ছেঁড়া।

দু'জন পুরুষের মাঝে কোন আবরণ ছাড়াই এক কাপড়ের নিচে শোয়া বলতে ইবনুল 'আরাবী বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যাদেরকে বিবাহ করা হারাম এমন দু'জন উলঙ্গ হয়ে একই কাপড়ের নিচে শোয়া।

---

[২৮২] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪০৪৯, নাসায়ী ৫০৯১, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯৩৬৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৩৪০, শু'আবুল ঈমান ৬৩৭৭, য'ঈফুল জামি' ৬০৭২, আল জামি'উস্ সগীর ১৪২৩৩।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো এর সানাদে "আবূ আমির" নামের একজন বর্ণনাকারী আছে। যার নাম 'আবদুল্লাহ ইবনু জাবির। তাকে কেউ বিশ্বস্ত বলেনি। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৬৫৩৯।

Scanned by CamScanner

চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশম পরার বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায় বিধায় এর বেশি রেশমী কাপড় পরিধান করা পুরুষদের জন্য নিষেধ। যারা অনারব তারা তাদের পোশাকের নিচে রেশমের কাপড় পরতো। সম্ভবত তারা অহংকার ও গর্ববশতঃ তাদের পোশাকের সৌন্দর্যের উপরেও রেশমী কাপড় পরতো। মুযহির বলেন : পোশাকের উপরে বা নিচে সকল ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা হারাম। আর অনারব মূর্খদের অভ্যাস ছিল তারা তাদের পোশাকের নিচে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আরামের জন্য ছোট রেশমী কাপড় পরিধান করতো। চার আঙ্গুলের বেশি পরিমাণ রেশমী কাপড় কোন ব্যাজ বা চিহ্ন হিসেবে জামার কাঁধে ব্যবহার করাও নিষেধ।

শাসক ছাড়া অন্য কারও পক্ষে আংটি পরিধান করা সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার 'আসক্বালানী তাঁর 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে লিখেছেন : "আবূ রায়হানা-এর এ হাদীস বর্ণনা করার পর ইমাম ত্বহাভী বলেন, অনেকে মত প্রকাশ করেছেন যে, শাসক ছাড়া অন্য কারও জন্য আংটি পরিধান করা মাকরূহ। অন্যদল 'আলিম আবার তাদের এই মতের বিরোধিতা করে আংটি পরাকে বৈধ বলেছেন। এদের দলীল হচ্ছে : আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাঃ) যখন তাঁর আংটি খুলে ফেলে দিলেন তখন তার দেখাদেখি সহাবীগণও তাদের আংটি খুলে ফেলে দিলেন। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাবী (সাঃ)-এর যুগে যে ব্যক্তি শাসক বা প্রশাসক নন এমন ব্যক্তিও আংটি পরতেন। অতঃপর তিনি অনেক সহাবী ও তাবি'ঈর কথা উল্লেখ করলেন যারা আংটি পরিধান করতেন অথচ তারা শাসক ছিলেন না।" এ হাদীসে সুলতান বা শাসক বলতে এমন ব্যক্তিকেও বুঝানো হয়েছে যিনি কোন বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন যে ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য সীলযুক্ত আংটি প্রয়োজন। শুধু সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর যেমন রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদি বুঝানো হচ্ছে না। এখানে আংটি দ্বারা এমন আংটিকে বুঝানো হয়েছে যা সীল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যদিও মাঝে মাঝে এটি এমনি এমনিও পরা হয়। কেউ যদি সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য রূপার আংটি পরে যা সীল দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হয় না তাহলে সেই আংটি এ হাদীসের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৪৫)

٤٣٥٦ - [٥٣] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمَيَاثِرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ وَقَالَ: نَهٰى عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ.

৪৩৫৬-[৫৩] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে স্বর্ণের আংটি, রেশমের জামা পরিধান এবং গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ)[২৮৩]

আবূ দাউদ-এর অপর এক রিওয়ায়াতে বলেন : "আমাকে উরজুওয়ান (অত্যধিক লাল বর্ণের) গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"

ব্যাখ্যা : স্বর্ণের আংটি পরা পুরুষদের জন্য হারাম, নারীদের জন্য হারাম নয়। কারণ নারীদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হালাল কিন্তু পুরুষদের জন্য হারাম। কিস্‌সী পোশাক বলতে মূলত রেশমী সূতা দ্বারা সেলাই করা কাপড়কে বুঝায়। (قَسِّيِّ) কিস্‌সী মূলত মিসরের একটি অঞ্চলের নাম। ঐ স্থান থেকে এ কাপড়গুলো আনা হয় বিধায় এগুলো কিস্‌সী কাপড় নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। হাদীসে উল্লিখিত "আল মায়াসির" হলো "আল

---

[২৮৩] সহীহ : তিরমিযী ২৮০৮, নাসায়ী ৫১৬৬, ৫১৮৪; আবূ দাউদ ৪০৫১, ইবনু মাজাহ ৩৬৫৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৩৯৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৬২৩৮, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫২৪০, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১১১৩, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬০৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৩৮।

Scanned by CamScanner

মীসারাহ্" শব্দের বহুবচন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আরোহী ব্যক্তি তার বসার গদির উপরে ব্যবহার করে এমন এক ধরনের ছোট বালিশ। এটি যদি রেশমী কাপড় দ্বারা তৈরি করা হয় তাহলে তা ব্যবহার করা নিষেধ। সাধারণভাবে এ ধরনের বালিশ ব্যবহার করা বিলাসিতা ও সৌখিনতার নামান্তর। তাই হয়তো এগুলো হালকাভাবে নিষেধ করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٣٥٧ -[٥٤] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪৩৫৭-[৫৪] মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা রেশমী কাপড় এবং চিতাবাঘের (চামড়ায় তৈরি) গদির উপর সওয়ার হয়ো না। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[২৮৪]

ব্যাখ্যা : (خَزَّ) "খায" বলতে আরোহণকৃত পশুর পিঠে রাখা জীন বা গদিকে বুঝানো হয় যার আবরণের কাপড় পশম দ্বারা বয়ন করা হয়। যদি এখানে 'খায' দ্বারা পশম বলতে তৈরিকৃত কাপড়কে বুঝানো হয় তাহলে তা ব্যবহার করা বৈধ। কারণ তা সহাবী ও তাবি'ঈগণ পরিধান করেছেন। তবে এতে যদি অহংকার ও গর্ব প্রকাশার্থে বুতাম ও অন্যান্য উপাদান থাকে যা অনারবরা ব্যবহার করে তাহলে তা তানযীহী নিষেধাজ্ঞার হুকুম রাখে। আর যদি 'খায' দ্বারা অন্য এক ধরনের কাপড় যা রেশমী কাপড়ের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়, তাহলে তা হারাম। তখন তাহরীমী নিষেধাজ্ঞার হুকুম রাখে। আর (نِمَارَ) "নিমার" শব্দটি 'নামিরা'-এর বহুবচন। এটির মূল অর্থ চিতাবাঘ (যে বাঘের গায়ে ডোরাকাটা দাগ থাকে) হলেও এখানে এর দ্বারা চিতাবাঘকে না বুঝিয়ে এর গায়ের চামড়া ব্যবহার করার কথা বুঝিয়েছে। এই চামড়ায় তৈরি কিছুতে বসা নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, এতে বসলে বিলাসিতাভাব ও অহংকার চলে আসতে পারে অথবা এটি অহংকারীদের সংস্কৃতি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٣٥٨ -[٥٥] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

৪৩৫৮-[৫৫] বারা' ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) লাল বর্ণের গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[২৮৫]

ব্যাখ্যা : "আল মীসারাহ্" বলতে মূলত চতুষ্পদ প্রাণীর চামড়াকে বুঝানো হয়। এখানে লাল চামড়া দ্বারা তৈরি গদির কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। [সম্পাদক]

٤٣٥٩ -[٥٦] وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَلَهُ شَعَرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ وَشَيْبُهُ أَحْمَرُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: وَهُوَ ذُو وَفْرَةٍ وَبِهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ.

---

[২৮৪] সহীহ : আবূ দাউদ ৪১২৯, নাসায়ী (পাওয়া যায়নি), ইবনু মাজাহ ৩৬৫৬, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১৬৮৮৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৪, ৬৩১৭, আল জামি'উস্ সগীর ১৩২৩৯, সহীহুল জামি' ৭২৮৩।

[২৮৫] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১৩০, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯৫৬২, নাসায়ী ৫১৭১, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১৮৫৫৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৩৯৬।

Scanned by CamScanner

৪৩৫৯-[৫৬] আবূ রিমসাহ্ আত্ তায়মী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি নাবী ﷺ-এর নিকট এলাম, তখন তিনি সবুজ বর্ণের দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। সে সময় তাঁর চুলে (কিয়দংশে) বার্ধক্য প্রকাশ পাচ্ছিল। তবে তাঁর বার্ধক্য চিহ্ন ছিল লাল আভায়। (তিরমিযী)[২৮৬]

আর আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় আছে, তিনি ছিলেন বাবরি চুলবিশিষ্ট এবং তা ছিল মেহেদীতে রঞ্জিত।

ব্যাখ্যা : (ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ) দ্বারা সবুজ রঙে রঞ্জিত কাপড়কে বুঝানো হয়েছে। আর জান্নাতের অধিবাসীদের অধিকাংশের পোশাকও হবে এই রঙের। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ﴾

"তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম"- (সূরাহ্ আদ্ দাহ্‌র / আল ইনসান ৭৬ : ২১)। চোখে দেখার জন্য সবুজ রং সর্বাধিক উপকারী এবং দর্শকদের চোখে তা খুবই সুন্দর। আল ইসাম বলেন, এখানে দুটি কাপড় দ্বারা লুঙ্গি ও চাদর বুঝানো হয়েছে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮১২)

٤٣٦٠ -[٥٧] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ شَاكِيًا فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى أُسَامَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قِطْرٍ قَدْ تَوَشَّحَ بِهٖ فَصَلّٰى بِهِمْ. رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ

৪৩৬০-[৫৭] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একবার নাবী ﷺ অসুস্থ ছিলেন। তখন তিনি উসামাহ্ رضي الله عنه-এর উপর ভর দিয়ে বাইরে এলেন। সে সময় তাঁর গায়ে একটি ক্বিত্বরি (ইয়ামান দেশীয়) চাদর ছিল, যা তিনি উভয় কাঁধে জড়িয়ে পরেছিলেন এবং (এমতাবস্থায়) তিনি লোকেদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[২৮৭]

ব্যাখ্যা : ক্বিত্বরি কাপড় বলতে এক ধরনের ইয়ামানী কাপড় বুঝানো হয়েছে যা ডোরা কাটা ডিজাইনের। রসূলুল্লাহ ﷺ এ কাপড়টি চাদরের মতো করে দুই কাঁধের উপর রাখেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি (ﷺ) চাদরটি ডান হাতের নিচ দিয়ে এনে বাম কাঁধের উপর রাখেন যেভাবে ইহরাম পরিধানকারীরা রাখেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٣٦١ -[٥٨] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَانِ قِطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ وَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلَا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانٍ الْيَهُودِيِّ. فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا تُرِيدُ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تَذْهَبَ بِمَالِىْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّىْ مِنْ أَتْقَاهُمْ وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

৪৩৬১-[৫৮] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর ব্যবহারের দু'টি ক্বিত্বরি মোটা কাপড় ছিল। যখন তিনি (তা পরিধান করে) বসতেন এবং ঘর্মাক্ত হতেন, তখন কাপড় দু'টি তাঁর উপরে ভারী

---

[২৮৬] সহীহ : তিরমিযী শামায়িলে মুহাম্মাদিয়্যাহ্ ৪৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩০৯১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮১১৬, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ৭১০৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৯৯৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯২৬০।

[২৮৭] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩০৯২, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১৯৭৮৭, ২৫১৮৪; সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬২২৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৪৫১।

Scanned by CamScanner

হয়ে যেত। (এমনি সময়) সিরিয়া হতে জনৈক ইয়াহূদীর কিছু কাপড় এলো। তখন আমি বললাম : আপনি যদি কাউকে তার কাছে পাঠিয়ে সাধ্যমত দু'টি কাপড় ক্রয় করতেন মূল্য পরিশোধের শর্তে, তাহলে কতই না ভালো হত! অতঃপর তিনি (ﷺ) এক ব্যক্তিকে তার (ইয়াহূদীর) নিকট পাঠালেন। তখন সে (ইয়াহূদী) বলল : আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি, তুমি আমার মালটি আত্মসাৎ করতে চেয়েছ। (ইয়াহূদী বাহ্যত কথাটি প্রেরিত লোকটিকে বললেও প্রকৃতপক্ষে নাবী ﷺ-কেই উদ্দেশ্য করে বলেছিল। লোকটি এসে নাবী ﷺ-কে উক্তিটি জানাল।) তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে (ইয়াহূদী) মিথ্যা বলেছে। সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, আমি তাদের সকলের চেয়ে অধিক আল্লাহভীরু এবং আমানাত রক্ষাকারী। (তিরমিযী ও নাসায়ী)[২৮৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসের শেষের অংশে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঐ ইয়াহূদী মিথ্যা বলেছে। কারণ সে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাতের মাধ্যমে জানে যে, আমি মানুষের মাঝে সবচেয়ে তাক্বওয়াবান মানুষ। এটা জানার পরেও সে হিংসার বশবর্তী হয়ে এরূপ বলেছে। তারা সবকিছু পরিষ্কারভাবে জানত, যেমনটা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾

"যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা তাঁকে (মুহাম্মাদ ﷺ)-কে সেভাবেই চেনে যেভাবে তারা তাদের সন্তানদের চেনে"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৪৬)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٣٦٢ -[٥٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: رَآنِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيَّ ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ بِعُصْفُرٍ مُوَرَّدًا فَقَالَ: «مَا هٰذَا؟» فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَانْطَلَقْتُ فَأَحْرَقْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ؟» قُلْتُ: أَحْرَقْتُهُ قَالَ: «أَفَلَا كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ؟ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৩৬২-[৫৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এমন অবস্থায় দেখতে পেলেন যে, তখন আমার পরনে ছিল (গোলাপী রঙের) একটি কাপড়। তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? তাঁর এ প্রশ্ন হতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি (ﷺ) এটাকে অপছন্দ করেছেন। সুতরাং আমি তৎক্ষণাৎ ফিরে এলাম এবং কাপড়খানাকে জ্বালিয়ে ফেললাম। অতঃপর নাবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার কাপড়টি কী করেছ? বললাম, তাকে জ্বালিয়ে ফেলেছি। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : তুমি কেন তা তোমার পরিবারের কোন মহিলাকে পরিধান করালে না? কেননা তা মহিলাদের ব্যবহারে কোন দোষ নেই। (আবূ দাউদ)[২৮৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, হলুদ রং দ্বারা রঞ্জিত জামা পরিধান করা নারীদের জন্য জায়িয কিন্তু পুরুষের জন্য জায়িয নয়। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিস্‌সী কাপড়, যা'ফরান দ্বারা রঞ্জিত হলুদ-লাল কাপড় পরতে, স্বর্ণের আংটি (সীল) ব্যবহার করতে এবং রুকূ'তে কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন।

---

[২৮৮] সহীহ : তিরমিযী ১২১৩, নাসায়ী ৪৬২৮, মুসনাদে আহমাদ ২৫১৮৪, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬২২৪, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/৩৪৭।

[২৮৯] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪০৬৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮১৪৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫০২।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "ইসমা'ঈল ইবনু 'আইয়্যাশ" নামের বর্ণনাকারী। তার ব্যাপারে অনেক কথা আছে। মুনযিরী বলেন : (فيه مقال)। আরও একজন বর্ণনাকারী আছে যার নাম "শুরাহবীল ইবনু মুসলিম", ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন তাকে য'ঈফ বলেছেন। দেখুন- 'আওনুল মা'বূদ ১১/৮০ পৃঃ, ৪০৬৮ নং হাদীসের পর্যালোচনা।

Scanned by CamScanner

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক সহীহ মুসলিমেই হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেখানে রসূলুল্লাহ ﷺ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর গায়ে হলুদ রং দ্বারা লাল রং করা দু'টি কাপড় দেখতে পান। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, এগুলো কাফিরদের পোশাক। এগুলো তুমি পরবে না।

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, "নাবী ﷺ আমার গায়ে দু'টি আসফার দ্বারা (লাল) রঙ করা কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) দেখতে পান। তিনি (ﷺ) বলেন : তোমার আম্মা কি তোমাকে এ কাপড় পরতে নির্দেশ দিয়েছেন? আমি বললাম : আমি কি কাপড় দু'টি ধুয়ে নেব? তিনি (ﷺ) বললেন : না, বরং কাপড় দু'টি পুড়িয়ে ফেল।" এ হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, লাল রঙের কাপড় পরিধান করা হারাম। যদিও লাল রঙের কাপড় পরিধানের বৈধতার পক্ষেও কিছু বর্ণনা এসেছে।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৬৪)

উপরের হাদীসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুসলিম ফাক্বীহগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এ বিষয়ে 'আল্লামাহ্ নাবাবী বলেন : হলুদ রং দ্বারা রঞ্জিত পোশাকের বিষয়ে 'উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সহাবী, তাবি'ঈ ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ 'আলিম এরূপ পোশাক জায়িয ও মুবাহ বলেছেন। ইমাম শাফি'ঈ, আবূ হানীফাহ্ ও মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর এ মত। তবে ইমাম মালিক বলেছেন : অন্য রঙের পোশাক উত্তম।

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন : বাড়িতে বা প্রাঙ্গণে এ পোশাক পরা জায়িয, কিন্তু সমাবেশ বা অনুষ্ঠানে এরূপ পোশাক ব্যবহার মাকরূহ। কোন কোন 'আলিম বলেছেন : এগুলো ব্যবহার করা মাকরূহ তানযীহী বা অনুচিত। নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক হাদীসগুলোকে তাঁরা এ অর্থে গ্রহণ করেছেন। কারো মতে কাপড় বোনার পরে রং করলে তা নিষিদ্ধ হবে। কারো মতে শুধু হাজ্জ ও 'উমরার সময়ে তা নিষিদ্ধ।

এ হাদীস দ্বারা আরও সাব্যস্ত হয় যে, কোন কাপড়, পোশাক বা ব্যবহার্য সামগ্রী কোন একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের লোকেদের জন্য নিষিদ্ধ হলেও অন্য কোন গ্রুপের লোকেদের জন্য তা ব্যবহার জায়িয হলে সেগুলো ধ্বংস না করে তাদেরকে দিয়ে দেয়া উচিত। এ হাদীসে দেখা যায় এই নির্দিষ্ট রঙের কাপড় পুরুষদের জন্য হারাম হলেও নারীদের জন্য হারাম নয়। [সম্পাদক]

٤٣٦٣ -[٦٠] وَعَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِنًى يَخْطُبُ عَلٰى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَعَلِيٌّ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৩৬৩-[৬০] হিলাল ইবনু 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিনায় একটি খচ্চরের উপরে বসে খুত্ববাহ্ (ভাষণ) দান করতে দেখেছি। সে সময় তাঁর গায়ে ছিল লাল বর্ণের চাদর, আর 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে লোকেদেরকে তাঁর বক্তব্য শুনাচ্ছিলেন (শুনার ব্যবস্থা করছিলেন)। (আবূ দাউদ)[২৯০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে, 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য স্বীয় গলায় উচ্চৈঃস্বরে পুনরাবৃত্তি করছেন যাতে বহু মানুষের সমাবেশে উপস্থিত সবার কাছে বক্তব্য পৌছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বক্তার বক্তব্যকে বেশি মানুষের কাছে পৌছানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন আধুনিক

---

[২৯০] সহীহ : আবূ দাউদ ৪০৭৩, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১৫৯৬২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১৯৬, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৪০৯৪।

Scanned by CamScanner

যুগে মাইক, সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর গায়ে লাল চাদর ছিল বলে যারা লাল কাপড় পরাকে বৈধ মনে করেন তারা এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন; যেমন- শাফি‘ঈ, মালিকীগণ।
(‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৬৯)

এ সম্পর্কে বিস্তারিত ও সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যায় করা হয়েছে। তাই এখানে আর আলোচনার পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

٤٣٦٤ - [٦١] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صُنِعَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ بُرْدَةٌ سَوْدَاءُ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَقَذَفَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৩৬৪-[৬১] ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর জন্য একটি কালো বর্ণের চাদর তৈরি করা হলো। তিনি (ﷺ) তা পরিধান করলেন। যখন তিনি (ﷺ) তাতে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলেন এবং পশমের দুর্গন্ধ পেলেন, তখন তা খুলে ফেললেন। (আবূ দাঊদ)[২৯১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো যে, ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কালো পশমের কাপড় দিয়ে একটি পোশাক বানিয়ে পরতে দিলে তিনি তা পরলেন। কিন্তু পরবর্তীতে পোশাকটি ঘামে ভিজে গেলে সেটা থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। তাই তিনি (ﷺ) সেটি খুলে ফেললেন। রসূলুল্লাহ ﷺ সুগন্ধি পছন্দ করতেন কিন্তু দুর্গন্ধ অপছন্দ করতেন। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো কালো কাপড় পরিধান বৈধ এবং মাকরূহ নয়। (‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৭০)

রসূলুল্লাহ ﷺ তা পরেছিলেন কিন্তু ঘামের কারণে তা ভিজে গেলে ভেড়ার পশমের দুর্গন্ধ বের হলে দুর্গন্ধের কারণে তা খুলে ফেলেন। অন্য কোন কারণে নয়।

٤٣٦٥ - [٦٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ قَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلٰى قَدَمَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৩৬৫-[৬২] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি নাবী ﷺ-এর নিকট এলাম, সে সময় তিনি একটি চাদর দ্বারা ইহতিবা অবস্থায় বসে ছিলেন। আর তার ঝালর তাঁর দু’ পায়ের উপর পড়েছিল। (আবূ দাঊদ)[২৯২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে هُدْب “হুদ্ব” বা ঝালর বলতে পোশাকের পাড়কে বুঝানো হচ্ছে যা সাধারণত পোশাকের নিচের দিকে ঝুলে থাকে। এ রকম পাড়যুক্ত ঢিলেঢালা পোশাক পরা জায়িয। ইহতিবা এক ধরনের বসার পদ্ধতি। রসূলুল্লাহ ﷺ ইহতিবা করে বসেছিলেন; এ কথার অর্থ হলো তিনি সমান স্থানে বসে দুই হাঁটু উপরের দিকে দাঁড়া করিয়ে রাখেন। তারপর তার কাপড়ের ঝালর দুই হাঁটুর পিছন দিয়ে দুই হাত দিয়ে

---

[২৯১] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪০৭৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১৩৬, তাহ্ক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ২৫০৪৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৯৫, শু‘আবুল ঈমান ৬১৬০, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯৫৬১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৩৫৪, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৩৯৩।

[২৯২] য‘ঈফ : আবূ দাঊদ ৪০৭৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২/৪১২ পৃঃ ৭৭০ নং হাদীসের আলোচনা দ্রঃ, মুসনাদে আহমাদ ২০৬৩৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১২৮, শু‘আবুল ঈমান ৬২৩৮।
হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার হওয়ার কারণ, এর সানাদে “উবায়দাহ্ আবূ খিদাশ” নামের বর্ণনাকারীকে চেনা যায় না; তাহ্ক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ- শু‘আয়ব আরনাউত্ব : ২০৬৫৪।

Scanned by CamScanner

ঝালরের দুই মাথা ধরে রাখেন, যাতে মনে হয় তিনি কিছুতে হেলান দিয়ে বসে আছেন। যখন 'আরবরা কোন কিছুর সাথে হেলান না দিয়ে বসে তখন এভাবে বসে। কারও মতে ইহতিবা হচ্ছে, দুই হাঁটুকে পেটের সাথে লাগিয়ে একটি কাপড় দিয়ে পিঠ ও হাঁটু পেঁচিয়ে দুই হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে বসা। অন্য হাদীসে ইহতিবা করে বসার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা কেউ যদি একটি কাপড় পরে বসে তাহলে তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ কেউ যদি এক কাপড়ে ইহতিবা করে বসে তখন তার কাপড়ের উপর দিয়ে লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এটি নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি লজ্জাস্থানকে অন্য কোন কাপড় দ্বারা ঢেকে তারপর ইহতিবা করে বসে তাহলে কোন সমস্যা নেই। কারণ তখন লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার যে আশঙ্কায় এরূপ বসতে নিষেধ করা হয়েছে সেই আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে গিয়েছে। তাই আর কোন বাধা নেই। এ হাদীস দ্বারা ঝালরযুক্ত কাপড় পরিধান করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৭১) [সম্পাদক]

٤٣٦٦ -[٦٣] وَعَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِقَبَاطِيَّ فَأَعْطَانِيْ مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَقَالَ: «اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا وَأَعْطِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ». فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ: «وَأْمُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفُهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৩৬৬-[৬৩] দিহ্‌ইয়াহ্ ইবনু খলীফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে কতকগুলো ক্বিবত্বী (মিসরীয়) কাপড় আনা হলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা হতে একটি কাপড় আমাকে প্রদান করে বললেন : এটাকে দু' খণ্ড করে নাও। এক খণ্ড কেটে জামা তৈরি করো এবং অপর খণ্ডটি ওড়না হিসেবে ব্যবহারের জন্য তোমার স্ত্রীকে দিও। যখন তিনি ফিরে যেতে লাগলেন, তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তোমার স্ত্রীকে এ নির্দেশও দেবে, যেন সে তার নিচে অন্য আরেকখানা কাপড় এমনভাবে লাগিয়ে নেয়, যাতে শরীর না দেখা যায়। (আবূ দাউদ)[২৯৩]

ব্যাখ্যা : (قَبَاطِيَّ) 'ক্ববা-ত্বিয়্যা' হচ্ছে এক ধরনের পাতলা কাপড় যা মিসর থেকে আনা হতো। এ হাদীসের শেষে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিহ্‌ইয়াহ্ কলবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রীর জন্য নির্দেশনা দিয়ে বলেন, তোমার স্ত্রীকে এটা পরতে বলবে তবে এর নীচে অন্য আরেকটি কাপড় দিয়ে নিতে বলবে। কারণ এ কাপড়টি অনেক পাতলা। এটি পরিধান করলে শরীরের চামড়া ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়।

হাদীসটি দ্বারা আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের জন্য এমন কাপড় পরা বৈধ নয় যে কাপড় পরলে শরীরের চামড়া ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়। তারা এমন কাপড় ব্যবহার করবে যাতে শরীরের কোন অঙ্গ দেখা না যায়। যদি পাতলা কাপড় পরতেই চায় তাহলে এর নীচে অন্য কাপড় পরে নিতে হবে, যাতে করে তার শরীরের চামড়া দেখা না যায়। আর যদি পরিধেয় বস্ত্র পুরু হয় তাহলে তার নীচে আর কিছু পরার দরকার নেই। [সম্পাদক]

٤٣٦٧ -[٦٤] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ: «لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[২৯৩] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪১১৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৩৮৭, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৩৮৪।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, 'আল্লামাহ্ মুনযিরী বলেন : এর সানাদে আছে 'আবদুল্লাহ ইবনু লাহী'আহ্, যার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। দেখুন- 'আওনুল মা'বূদ শারহু আবী দাউদ ১১/১১৭ পৃঃ, ৪১১৬ নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

৪৩৬৭-[৬৪] উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণিত। একদিন নাবী তাঁর কাছে এলেন। সে সময় তিনি (উম্মু সালামাহ্) ওড়না পরিহিতা অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি () বললেন : কাপড় দ্বারা এক প্যাঁচই যথেষ্ট, দু' প্যাঁচ দেয়ার প্রয়োজন নেই। (আবূ দাঊদ)[২৯৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসে ব্যবহৃত (تَخْتَمِرُ) 'তাখতামির' শব্দটি 'ইখতিমার' শব্দমূল থেকে এসেছে। ইখতিমার এসেছে 'খিমার' শব্দ থেকে। 'খিমার' বলা হয় ঐ কাপড়কে যা দ্বারা মাথা ও চেহারা ঢেকে রাখা হয়। মদকে আরবীতে খামর বলা হয় এজন্যই যে, এটি পান করলে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়, ঢেকে যায়। অন্যান্য হাদীসে তাখমীরুল ইনা-ই এসেছে যার অর্থ পাত্র ঢেকে রাখা। উম্মু সালামাহ্ খিমারটি তার মাথায় দুইবার প্যাঁচ দিয়ে রেখেছিলেন। তাই দেখে রসূলুল্লাহ তাকে দুইবার প্যাচ দিতে নিষেধ করেছেন। কারণ দুইবার প্যাঁচ দিলে পুরুষের পাগড়ীর সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১১১)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٣٦٨ - [٦٥] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللّٰهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ» فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ: «زِدْ» فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلٰى أَيْنَ؟ قَالَ: «إِلٰى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৩৬৮-[৬৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ -এর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে সময় আমার ইযার ঝুলানো ছিল। তখন তিনি () আমাকে বললেন : হে 'আবদুল্লাহ! তোমার ইযার উঠিয়ে নাও। তখনই আমি তা উঠিয়ে নিলাম। অতঃপর বললেন : আরো উঠাও। আমি আরো উঠালাম। এরপর হতে আমি সর্বদা তা উপরে বাঁধতে চেষ্টা করতাম। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল, কতটুকু উপরে উঠাতে হবে তিনি বললেন, দু' পায়ের অর্ধ নলা পর্যন্ত। (মুসলিম)[২৯৫]

ব্যাখ্যা : পুরুষের জন্য পায়ের টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করা নিষেধ। আবূ সা'ঈদ আল খুদরী বলেন,

«إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلٰى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ»

"মু'মিনের লুঙ্গি বা ইযার হবে তার নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত। তবে নলা এবং টাখনুর মাঝে হলেও সমস্যা নেই। এর নীচে হলে পরেই তা জাহান্নামে যাবে।" (সুনান ইবনু মাজাহ হাঃ ৩৫৭৩)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় নলার মাঝামাঝি কাপড় পরা পুরুষের জন্য মুস্তাহাব। মধ্য নলা থেকে টাখনু পর্যন্ত কাপড় পরা মাকরূহ হওয়া ছাড়াই জায়িয। টাখনুর নিচে কাপড় নামিয়ে পরা সাধারণভবে

[২৯৪] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪১১৫, য'ঈফুল জামি' ৪৯৬৩, আল জামি'উস্ সগীর ১০৪২৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৫০৫০, আহমাদ ২৬৫২২।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে, "ওয়াহ্ব মাওলা আবী আহমাদ" নামের বর্ণনাকারী যার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ- শু'আয়ব আরনাউত্ব : ২৬৫৬৫।

[২৯৫] সহীহ : মুসলিম ৪৭-(২০৮৬), নাসায়ী ৫৩২৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৩৬, সহীহুল জামি' ৬৬৩৪, আহমাদ ১০৫৬২, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬৬৪৮, 'নাসায়ী'র কুবরা ৯৬৮৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৬৮৮।

Scanned by CamScanner

নিষিদ্ধতার যদি অহংকারবশত টাখনুর নীচে নামিয়ে পরে তাহলে তা স্পষ্ট হারাম। যে হাদীসগুলোতে বলা হয়েছে যে, টাখনুর নীচের অংশ জাহান্নামে যাবে। সেগুলোর উদ্দেশ্য হলো, অহংকারবশত টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরলে সে অংশটুকু জাহান্নামে যাবে। ক্বাযী বলেন : 'আলিমগণ বলেছেন, সার্বিকভাবে পোশাকের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ও প্রচলনের অতিরিক্ত লম্বা ও প্রশস্ত পোশাক পরিধান করা মাকরূহ।

(শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৮৬/৪৩)

٤٣٦٩ -[٦٦] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهٗ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِزَارِىْ يَسْتَرْخِىْ إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَهٗ. فَقَالَ لَهٗ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهٗ خُيَلَاءَ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

৪৩৬৯-[৬৬] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ কাপড় হেঁচড়িয়ে চলে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে তাকাবেন না। তখন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন : হে আল্লাহর রসূল! অসাবধানতাবশতঃ অনেক সময় আমার লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলে যায়। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : যারা অহংকারবশতঃ কাপড় ঝুলায় আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। (বুখারী)[২৯৬]

ব্যাখ্যা : পুরুষের জন্য লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট ইত্যাদি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরার ব্যাপারে এ হাদীসটি দিয়ে অনেকে দলীল পেশ করেন যে, অহংকারবশতঃ না হলে টাখনুর নিচে কাপড় পরা যাবে। তাই এ বিষয়টি বিস্তারিত বলার প্রয়োজন রয়েছে।

লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট ইত্যাদি কাপড় যদি টাখনুর সামান্য নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করা হয় এবং তাঁর উদ্দেশ্য হয় অহংকার করা, তবে তাঁর শাস্তি হলো ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দিকে রহমাতের দৃষ্টি দিবেন না, তাঁর সাথে কথা বলবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তাঁর জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যদিও এ হাদীসে শুধু তাকানোর কথা আছে তবে অন্য হাদীসে বাকীগুলোর কথা এসেছে। আর যদি অহংকারের সাথে নয় বরং সাধারণভাবে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, তবে তাঁর শাস্তি হলো, তাঁর টাখনুদ্বয়কে জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো হবে। কেননা নাবী ﷺ বলেন :

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهٗ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

"ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। সেই তিনি ব্যক্তি হলো : (১) পায়ের টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী, (২) দান করে খোটাদানকারী এবং (৩) মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয়কারী। তিনি (ﷺ) এ হাদীসেই বলেন : «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهٗ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» "যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করবে ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তাঁর দিকে রহমাতের দৃষ্টিপাত করবেন না" এ বিধান ঐ ব্যক্তির জন্য যে অহংকারবশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরে।

---

[২৯৬] সহীহ : বুখারী ৩৬৬৫, আবূ দাউদ ৪০৮৫, নাসায়ী ৫৩৩৫, সহীহুল জামি' ৬১৮৮, আল জামি'উস্ সগীর ১১১৩৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৩৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৬৮২, মুসনাদে আহমাদ ৫৩৫১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্বাবারানী ১৩০০০।

Scanned by CamScanner

আর যে ব্যক্তি অহংকারের উদ্দেশ্য ছাড়া কাপড় ঝুলিয়ে পরবে তাঁর ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, আবূ হুরায়রাহ্ বর্ণনা করেন, নাবী বলেন :

«مَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ» "যে টাখনুদ্বয়ের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হবে তা আগুনের মধ্যে জ্বলবে" এ হাদীসে জাহান্নামের আগুনে টাখনু জ্বলার ব্যাপারে অহঙ্কারের কথা উল্লেখ নেই।

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ বলেন :

إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"মু'মিন ব্যক্তির কাপড় অর্ধ নলা পর্যন্ত, এতে কোন অসুবিধা নেই" (হাঁটু থেকে পায়ের তলার মধ্যভাগকে নলা বলা হয়)। অন্য বর্ণনায় তিনি () এরূপ বলেন : "পায়ের টাখনু এবং হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানে কাপড় পরিধান করাতে কোন অসুবিধা নেই যে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা হবে তা জাহান্নামে যাবে, আর যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।"

অনেকে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করে এবং যুক্তি দেখায় যে, আমি তো অহংকারবশতঃ কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরিনি, সুতরাং এতে তেমন অসুবিধা নেই। উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ ব্যক্তির যুক্তি সম্পূর্ণ অসাড়।

অতএব অহংকারের উদ্দেশ্য ব্যতীত এমনিই সাধারণভাবে কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরলেই জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। আর তাঁর সাথে যদি অহংকারযুক্ত হয় তবে তাঁর শাস্তি আরও কঠিন, তা হলো আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলবেন না, তাঁর দিকে তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তাঁর জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ইমাম ইবনু 'আবদুল বার্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অহংকার ছাড়াও টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরা নিন্দনীয়।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটি মাকরূহ। মূল সুন্নাহ্ হলো অর্ধ নলা পর্যন্ত পরা। কিন্তু কেউ যদি চায় তাহলে সে টাখনু পর্যন্ত নামিয়ে পরতে পারে। কিন্তু অহংকার করে হলে পুরুষের জন্য টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হারাম। আর অহংকার ছাড়া হলে ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে তা মাকরূহ। আবূ বাক্র এই নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তির হুমকির মধ্যে পড়বেন না। কারণ তিনি ইচ্ছা করে এমনটা করতেন না।

আবূ বাক্র -এর হাদীস দ্বারা যারা দলীল পেশ করতে চায় দু'দিক থেকে তাদের যুক্তি খণ্ডন : প্রথম কথা : আবূ বাক্র বলেছেন, "আমার কাপড়ের এক পার্শ্ব (অনিচ্ছাকৃত) ঝুলে পড়ে কিন্তু আমি তা বারবার উঠিয়ে নেয়ার চেষ্টা করি।" অতএব তিনি তো ইচ্ছাকৃত এ কাজ করতেন না। বরং তাঁর শরীর অধিক ক্ষীণ হওয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কাপড় ঝুলে যেত। তাছাড়া তিনি তা উঠিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু যারা কাপড় ঝুলিয়ে পরে এবং ধারণা করে যে তারা অহংকার করে না, তারা তো ইচ্ছাকৃত এ কাজ করে। অতএব তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলব, অহংকারের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইচ্ছাকৃত কাপড় ঝুলিয়ে পরলে তার টাখনু জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। যেমনটি আবূ হুরায়রার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি অহংকারবশতঃ হয় তবে তার শাস্তি হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলবেন না, তাঁর দিকে তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তাঁর জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় কথা : নাবী ﷺ নিজেই আবূ বাক্‌র রাঃ-কে পরিশুদ্ধ করেছেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি সেই সকল লোকেদের অন্তর্ভুক্ত নন, যারা অহংকারবশতঃ এ কাজ করে থাকে। অতএব বর্তমানে যারা টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরে তারা কি নাবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে এরূপ সচ্চরিত্রের সানাদ ও তাঁর সাক্ষ্য লাভ করেছে? কিন্তু শায়ত্বন প্রবৃত্তির অনুসারী লোকেদেরকে কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তিসমূহকে খেয়াল-খুশির উপর ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করে। তখন তারা বিভ্রান্ত হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকেন। মোটকথা কোন অজুহাত ছাড়া কোন পুরুষের জন্য টাখনুর নিচে লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট ইত্যাদি পরা বৈধ নয়। [সম্পাদক]

٤٣٧٠ -[٦٧] وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلٰى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ قُلْتُ لِمَ تَأْتَزِرُ هٰذِهِ الْإِزْرَةَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَأْتَزِرُهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৩৭০-[৬৭] ‘ইকরিমাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস রাঃ-কে এভাবে লুঙ্গি পরিধান করতে দেখেছি যে, তিনি তাঁর লুঙ্গি সম্মুখের অংশ পায়ের পাতার উপর ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং পিছনের অংশ উপরে উঠিয়ে রেখেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম : আপনি এভাবে লুঙ্গি পরেছেন কেন? তিনি বললেন : আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে লুঙ্গি পরিধান করতে দেখেছি।

(আবূ দাঊদ)[২৯৭]

ব্যাখ্যা : ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস রাঃ-এর ছাত্র ‘ইকরিমাহ্ যখন ইবনু ‘আব্বাস রাঃ-কে সামনের দিকে ইযার ঝুলানো দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তখন ইবনু ‘আব্বাস রাঃ বলেছিলেন যে, তুমি আমাকে যেভাবে ইযার পরতে দেখেছো সেভাবেই রসূলুল্লাহ ﷺ-ও লুঙ্গি পরতেন। আমি তাকে এভাবেই লুঙ্গি পরতে দেখেছি। তিনি যখন লুঙ্গি পরতেন তখন লুঙ্গির সামনের অংশ পায়ের সামনে দিয়ে কিছুটা ঝুলিয়ে দিতেন এবং পেছনের দিকটা উঠিয়ে রাখতেন যাতে তা টাখনুর নিচ পর্যন্ত না যায়। তবে সামনের দিকে এতটা ঝুলিয়ে রাখতেন না যে, টাখনুর নিচে চলে যায়। বরং তিনি এতটুকু ঝুলাতেন যাতে তা টাখনু বরাবর হতো। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অত্র হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতিতে লুঙ্গি পরা হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে না। ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর “আল জামি‘উস্ সগীর” গ্রন্থে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তার ইযার সামনের দিক দিয়ে কিছুটা ঝুলিয়ে দিতেন আর পেছনের দিক দিয়ে উঠিয়ে রাখতেন।

(‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৯২)

٤٣٧١ -[٦٨] وَعَنْ عُبَادَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيمَاءُ الْمَلَائِكَةِ وَأَرْخُوهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

৪৩৭১-[৬৮] ‘উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা পাগড়ী বাঁধবে। কেননা তা মালায়িকাহ্’র (ফেরেশ্‌তাদের) প্রতীক। আর তা পিছনে (পিঠের উপর) ছেড়ে দাও। (বায়হাক্বী- শু‘আবুল ঈমান)[২৯৮]

---

[২৯৭] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪০৯৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৮৩১, শু‘আবুল ঈমান ৬১৪৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৩৮, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯৬৮১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : পাগড়ী পরা সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এ হাদীসটি সহীহ নয় সেহেতু এর বেশি ব্যাখ্যা নিঃষ্প্রয়োজন। তবুও এতটুকু করা যেতে পারে যেমনটা কেউ কেউ বলেছেন যে, বাদ্‌রের যুদ্ধের দিন যে মালায়িকাহ্ রণক্ষেত্রে এসেছিলেন বলে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তারা হলুদ রঙের পাগড়ী পরেছিলেন। যদিও কুরআনের সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান-এর ১২৫ নং আয়াতে মালায়িকাহ্'র যে বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে তাতে কোন পোশাক বা রঙের কথা বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, «يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ» অর্থাৎ "তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত মালাক (ফেরেশতা) দ্বারা তোমদেরকে সাহায্য করবেন"। এখানে শুধু "চিহ্নিত" বলা হয়েছে। কিন্তু কী দ্বারা চিহ্নিত তা বলা হয়নি। তবে এ আয়াতের তাফসীরে অনেক কথা এসেছে যার মধ্যে একটি হচ্ছে, তারা হলুদ পাগড়ী দ্বারা চিহ্নিত ছিলেন। মোটকথা এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কোন কিছুই নিশ্চিত করে কেউ বলেননি। [সম্পাদক]

٤٣٧٢-[٦٩] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَنْ يَصْلُحَ أَنْ يُرٰى مِنْهَا إِلَّا هٰذَا وَهٰذَا». وَأَشَارَ إِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৩৭২-[৬৯] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র (রাঃ) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলেন। তিনি (ﷺ) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : হে আসমা! মহিলা যখন বালেগা হয়, তখন তার শরীরের কোন অঙ্গ দৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, তবে কেবলমাত্র এটা এবং এটা এ বলে তিনি তাঁর মুখ এবং তাঁর দু' হাতের তালুর দিকে ইঙ্গিত করলেন। (আবূ দাউদ)[২৯৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা অনেকে দলীল পেশ করেন যে, নারীর জন্য মাহরাম নন এমন পুরুষের সামনেও নারী তার চেহারা ও দুই হাত খোলা রাখতে পারবে। কিন্তু এ হাদীস সানাদগতভাবে এবং মাতানগতভাবে বিশুদ্ধ নয়। সানাদের দিক থেকে সমস্যা হলো : এ সানাদে ইনক্বিতা' বা বিচ্ছিন্নতা আছে। খালিদ ইবনু দুরায়ক 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেননি। তাছাড়া বর্ণনাকারী সা'ঈদ ইবনু বাশীর দুর্বল (য'ঈফ)। এ দুটি ছাড়া আরও সমস্যা আছে। মাতানের দিক থেকে সমস্যা হলো : এ বর্ণনায় বলা হচ্ছে, আসমা (রাঃ) প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পাতলা কাপড় পরে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এসেছেন। যা কখনোই সম্ভব নয়। এ ঘটনা যখন ঘটেছে তখন আসমা (রাঃ)-এর বয়স সাতাশ-এর উপরো ছিল। কারণ মাদীনায় হিজরতের বছর তার বয়স ছিল সাতাশ। তিনি ছিলেন হিজরতের পর মাদীনায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম শিশু 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র (রাঃ)-এর মা। এ বয়সের একজন মুসলিম মহিলা পাতলা কাপড় পরে রসূলুল্লাহ

---

[২৯৮] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৬২৬২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩২৩৭, আল জামি'উস্ সগীর ৮২০৮, য'ঈফুল জামি' ৩৭৭০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ এর সানাদে আছে "আহওয়াস ইবনু হাকীম" নামের একজন বর্ণনাকারী; যিনি য'ঈফ। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ২/১১৯ পৃঃ, হাঃ ৬৬৯।

[২৯৯] সহীহ : আবূ দাউদ ৪১০৪, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১০৫১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৪৫, আল জামি'উস্ সগীর ১৩৮০৫, সহীহুল জামি' ৭৮৪৭, ইরওয়া ১৭৯৪, শু'আবুল ঈমান ৭৭৯৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৮৭৮, আস্ সুনানুস্ সুগরা ২৪৬২।

Scanned by CamScanner

ﷺ-এর সামনে আসবেন যা দেখে রসূলুল্লাহ ﷺ মুখ ফিরিয়ে নিবেন তা কি সম্ভব? কখনো নয়। তাই মাতানের দিকে গভীরভাবে তাকালেও বুঝা যায় যে, এ বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়। তাই চেহারা ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত খোলা রাখার যে কথা এ হাদীসে বলা হয়েছে তা 'আমালযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, মাহরাম নন এমন পুরুষের সামনে মুসলিম নারীদের মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত খোলা রাখার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী- তা জানা জরুরী। তাই নিম্নে কুরআন, হাদীস, সহাবীগণ ও সালফে সলিহীন-এর উক্তির আলোকে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হলো, যাতে করে এ বিষয়ে বিভ্রান্তির অপনোদন ঘটে।

চেহারা পর্দার অংশ নয় মর্মে কিছু বক্তব্য আছে ঠিকই। কিন্তু নানা মত ও যুক্তি পর্যালোচনার পর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত ও সকল 'আলিমের সিদ্ধান্ত হলো, হিজাব যেমন অপরিহার্য, ঠিক তেমনি নিকাব তথা মুখ ঢাকাও অত্যাবশ্যক। দু'টিকে পৃথক ভাবার সুযোগ নেই। কারণ শারী'আতে দু'টো পৃথক কোন বিষয় নয়। যখন হিজাব শব্দটি আসে তখন তার শার'ঈ অর্থ এটাই বুঝা যায়, নারী মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখবে। কুরআনে মাজীদের সূরাহ্ আল-আহযাবে মুসলিম নারীদেরকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, ঘর থেকে বাইরে বের হবার সময় যেন তারা নিজেদের শরীরে লম্বা ও প্রশস্ত ঝুলিয়ে নেয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾

"হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।" (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৫৯)

পর্দা বিষয়ে এ আয়াত অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট। কারণ, এ আয়াত থেকে জানা যায়, পর্দার নির্দেশের মধ্যে মুখমণ্ডলও অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া এ আয়াতে রসূলুল্লাহর ﷺ-এর পুতঃপবিত্র সহধর্মিণীগণও নাবী ﷺ-এর কন্যাগণের সঙ্গে মুসলিম মহিলাদেরও সম্বোধন করা হয়েছে। এ আয়াতে 'জালাবীব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা 'জিলবাব' শব্দের বহুবচন। 'আরবী অভিধানের বিখ্যাত গ্রন্থ "লিসানুল 'আরাব" এ লেখা হয়েছে, 'জিলবাব' ঐ চাদরকে বলা হয় যা মহিলারা নিজেদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকার জন্য ব্যবহার করে।

(লিসানুল 'আরাব ১/২৭৩ পৃঃ)

মুফাস্‌সিরগণের বক্তব্য দেখলেও জানা যায়, 'জিলবাব' এমন কাপড়কে বলে যা দ্বারা মহিলারা নিজেদের শরীর ঢাকেন। 'জিলবাব' অর্থ বড় চাদর, যা দ্বারা মুখমণ্ডল ও পূর্ণ দেহ আবৃত করা যায়।

(কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন : ১৪/২৪৩)

'আল্লামাহ্ আলূসী (রহিমাহুল্লাহ) 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস رضي الله عنهما-এর বরাত দিয়ে লিখেন, 'জিলবাব' সেই চাদরকে বলে যা মহিলারা দেহের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত উড়িয়ে ছেড়ে দেয়। (রুহুল মা'আনী : ২২/৮৮)

'আল্লামাহ্ ইবন হায্‌ম (রহিমাহুল্লাহ) লিখেন : 'আরবী ভাষায় 'জিলবাব' এমন কাপড়কে বলা হয় যা সারা শরীর আচ্ছাদন করে। যে কাপড় সমস্ত শরীর ঢাকে না, সে কাপড়ের ক্ষেত্রে 'জিলবাব' শব্দটির প্রয়োগ সঠিক ও শুদ্ধ নয়। (আল-মুহাল্লা : ৩/২১৭)

তাই শত শত বছর যাবৎ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র যে দীনদার নারীগণ নিকাব ও হিজাব পরিধান করে আসছেন তাঁরা এই জিলবাব ধারণের বিধানই পালন করছেন।

Scanned by CamScanner

কোন কোন সহাবী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা পর্দা হিসেবে 'জিলবাব' ব্যবহারের নিয়ম-পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস মুখমণ্ডলের উপর 'জিলবাব' ফেলার যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন তা হলো, 'মুসলিম মহিলারা নিজেদের চাদর দ্বারা নিজ নিজ মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে বের হবে। তারা কেবল একটি চোখ খোলা রাখতে পারে'। (শাওকানী, ফাতহুল ক্বদীর : ৭/৩০৭)

সূরাহ্ আল আহযাবের উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে সকল মুফাসসির মুখমণ্ডল ঢাকা হিজাবের অত্যাবশ্যক অংশ গণ্য করেছেন। আবূ বাক্র আর্ রাযী ও আল জাস্সাস আল হানাফী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, যুবতী মহিলারা ঘর থেকে বাইরে বেরোনোর সময় বেগানা পুরুষের দৃষ্টি থেকে তাদের মুখমণ্ডল আবশ্যিকভাবে ঢেকে রাখবে, যাতে দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাদেরকে বিরক্ত করতে না পারে। (আহকামুল কুরআন : ৩/৩৭১)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় গ্রন্থ 'আল মিনহাজ'-এ লিখেছেন, যদি ফিতনার আশঙ্কা থাকে তাহলে কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের জন্য কোন প্রাপ্তবয়স্কা নারীর মুখমণ্ডল ও হাত দেখা জায়িয নেই। 'আল্লামাহ্ রামালী (রহিমাহুল্লাহ) 'আল মিনহাজ' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় এ মতের উপর 'আলিমগণের ইজমা'র কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি এও লিখেছেন, সঠিক মতানুযায়ী ফিতনার আশঙ্কা না থাকলেও প্রাপ্তবয়স্কা নারীকে দেখা হারাম। এর দ্বারা বুঝা যায়, মুখমণ্ডল খোলা অবস্থায় মহিলাদের বাইরে বের হওয়া জায়িয নেই। কারণ, সে অবস্থায় পুরুষ তাদেরকে দেখবে এবং দেখার মাধ্যমে ফিতনা সৃষ্টি হবে।

(নিহায়াতুল মিনহাজ ইলা শারহিল মিনহাজ : ৬/১৮৮)

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : পরপুরুষ দেখতে পারে এমনভাবে মহিলাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখা জায়িয নেই। স্বামী, পিতা, ভাই প্রমুখের উচিত 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে'র অংশ হিসেবে তাদেরকে এমন কাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হওয়া। অধীনস্থ নারীদের পর্দাহীনতা থেকে বিরত না রাখাও দায়িত্বশীল পুরুষদের জবাবদিহিতামূলক অপরাধ। এজন্য তাদেরকে শাস্তিও দেয়া যেতে পারে। (মাজমূ' ফাতাওয়া : ২৪/৩৮২)

হাফিয ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) লিখেন, স্বাধীন নারী মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি পর্যন্ত খোলা রেখে সলাত আদায় করতে পারে (এই শর্তে যে, সেখানে কোন বেগানা পুরুষ থাকবে না)। তবে এ অবস্থায় সে বাজারে এবং পুরুষের ভীড়ের মধ্যে যেতে পারবে না। (ই'লাম আল মুওয়াককিঈন : ২/৮০)

'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী আশ্ শাফিঈ' (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে লিখেন, হিজাবের আয়াত সব নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মাথা ও মুখমণ্ডল ঢাকা যে ওয়াজিব তা এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়। ('আওনুল মা'বুদ : ১১/১৫৪)

শুধু পবিত্র কুরআনের তাফসীর নয় চেহারা আবৃত রাখার বিধান সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ বলেন :

«الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ لاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَلاَ تَنْتَقِبُ»

"ইহরাম গ্রহণকারী নারী যেন নিকাব ও হাতমোজা পরিধান না করে।" (সহীহুল বুখারী হাঃ ১৮৩৮)

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, নাবী -এর যুগে মেয়েরা তাদের হাত ও চেহারা ঢাকতেন। এ কারণে ইহরামের সময় নিকাব ও হাত মোজা না পরার আদেশ করতে হয়েছে।

Scanned by CamScanner

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাজ্জ অবস্থায় মহিলা সহাবীদের পর্দার যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে অনুমান করা যায় পর্দা রক্ষায় তাঁরা কতটা আন্তরিক ছিলেন। তাঁরা স্বাভাবিক অবস্থায় তো বটেই ইহরাম অবস্থায় যখন মুখ ঢাকতে নিষেধ করা হয়েছে সেখানেও পরপুরুষের সামনে থেকে নিজেদের চেহারা আড়াল করেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.

"আমরা ইহরাম অবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন আরোহীরা আমাদের সঙ্গে পথ চলছিলেন। যখন তারা আমাদের মুখোমুখি হতেন তখন আমাদের সঙ্গীনীরা তাদের বড় চাদর মাথা থেকে চেহারায় ঝুলিয়ে দিতেন। তারা আমাদের অতিক্রম করে চলে যাবার পরই আমরা তা উন্মুক্ত করতাম।"
(সুনান আবূ দাউদ হাঃ ৫৩৮১, বায়হাক্বী হাঃ ৩৩)

আসমা' বিনতু আবী বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : আমরা পুরুষদের থেকে আমাদের চেহারা আবৃত রাখতাম।
(মুস্তাদরাক হাকিম হাঃ ১৬৬৪)

ফাত্বিমাহ্ বিনতুল মুনযির (রহিমাহুল্লাহ্) বলেন : "আমরা আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সঙ্গে ইহরাম অবস্থায়থ াকাকালে আমাদের চেহারা ঢেকে রাখতাম।"
(ইমাম মালিক মুওয়াত্ত্বা হাঃ ১/৩২৮, হাকিম মুসতাদরাক : ১/৪৫৪)

এ বিবরণ থেকে জানা গেল, মুখমণ্ডলের পর্দার বিষয়টি ইজমা'র ভিত্তিতে স্থির হয়েছে। কোন মাযহাবের কোন উল্লেখযোগ্য 'আলিম এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি। শায়খ ইবনু বায (রহিমাহুল্লাহ্), শায়খ ইবনু উসায়মীন ও শায়খ ইবনু জিবরীনও একই ফাতাওয়া দিয়েছেন।
(দেখুন- রিসলাতুন ফিল-হিজাবি ওয়াস-সুফূর : ১৯; ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম : ১১৬৯)

মুফতী মুহাম্মদ শাফী 'উসমানী (রহিমাহুল্লাহ্) লিখেছেন, "ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (রহিমাহুমুল্লাহ্) তিনজনই মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি খোলা রাখার মোটেই অনুমতি দেননি ফিতনার আশঙ্কা থাকুক বা না থাকুক। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ্) ফিতনার আশঙ্কা যদি না না থাকলে খোলা রাখার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এই শর্ত পূরণ হবার নয়, তাই হানাফী ফাক্বীহগণ পরপুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি খোলা রাখার অনুমতি দেননি।" (মা'আরিফুল কুরআন : ৭/২১৪)

তেমনি এটাও সঙ্গত নয় যে, মহিলাদের সারা শরীর ঢাকা থাকবে আর মুখমণ্ডল থাকবে খোলা। অথচ মানুষের প্রথম দৃষ্টিটিই পড়ে মুখের উপর। তারপর সেখান থেকেই অন্তরে খারাপ বাসনার সৃষ্টি হয়। পবিত্র কুরআনে নারীদের হিজাব এবং তদসংক্রান্ত প্রায় আটটি আয়াত আছে। সেগুলো থেকেও এ কথা জানা যায়, শারী'আতের দাবী কেবল শরীর ঢাকা নয়, বরং মুখমণ্ডল ঢাকাও জরুরী।

আধুনিককালের প্রখ্যাত 'আলিম ও ফাক্বীহগণও একই মত পোষণ করেন। আরব বিশ্বের সমকালীন সকল 'আলিম ও মুফতীদের মতও এই যে, মহিলাদের জন্য মুখমণ্ডল ঢাকা একান্ত আবশ্যক। তাদের মধ্যে শায়খ 'আবদুর রহমান ইবন সা'দী, মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল আশ্ শায়খ, মুহাম্মাদ আল আমীন আশ্ শানকীতী, শায়খ 'আবদুল 'আযীয বিন 'আবদুল্লাহ ইবনু বায, শায়খ আবূ বাক্‌র জাবির আল জাযায়িরী, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু গুনায়মীন, শায়খ 'আবদুল্লাহ ইবনু জিবরীন, শায়খ সালিহ আল ফাওযান, শায়খ বাক্‌র

Scanned by CamScanner

ইবনু 'আবদুল্লাহ আবূ যায়দ, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইসমা'ঈল আল মাকদাম, আবূ ইসহাক্ব আল হুওয়ায়নী, মুসতাফা আল 'আদাবী, মুহাম্মাদ হাসসান ও আরো অনেকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং ফাক্বীহগণের চূড়ান্ত ফাতাওয়াসমূহ থাকার পরও কোন 'আলিম নিকাবকে অস্বীকার করতে পারেন না।

পরপুরুষের সামনে নারীর মুখমণ্ডল প্রদর্শন বৈধতার পক্ষের প্রবক্তাগণ প্রমাণের জন্য পূর্বোক্ত সূরাহ্ নূরের ৩১ নং আয়াত তুলে ধরেন। তাদের বক্তব্য, 'সাধারণত প্রকাশমান সৌন্দর্য' এর ব্যাখ্যায় 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস ও 'আবদুল্লাহ ইবন মাস্'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণনা করা হয় যে, এ দ্বারা করতল ও চেহারা উদ্দেশ্য। অথচ 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ আলাদা। আর 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর উদ্ধৃত উক্তি আলোচ্য দাবীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। কেননা একাধিক সহীহ সানাদে ইবন মাস্'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতের আলোচ্য অংশ '*ইল্লা মা যাহারা মিনহা*'-এর অর্থ 'কাপড়'।

(দেখুন- ত্বাবারী, জামি'উল বায়ান : ১৭/২৫৬-২৫৮; ইবন আবী শায়বাহ্, আল-মুসান্নাফ : ৯/২৮০)

এ অংশের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাস্সির ইবন কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'আয়াতের অর্থ, পরপুরুষের সামনে নারী তার কোন ধরনের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। তবে যা আবৃত রাখা সম্ভব নয় তার কথা আলাদা। এর দৃষ্টান্ত দিয়ে ইবনু মাস্'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

كَالرِّدَاءِ وَالثِّيَابِ يَعْنِي عَلَى مَا كان يتعاطاه نِسَاءُ الْعَرَبِ مِنَ الْمِقْنَعَةِ الَّتِي تُجَلِّلُ ثِيَابَهَا وَمَا يَبْدُو مِنْ أَسَافِلِ الثِّيَابِ. فَلَا حَرَجَ عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤ.

আরবের নারীগণ যে বড় চাদরে তাদের পরনের কাপড় ঢেকে বের হতেন এবং কাপড়ের নীচের অংশ, যা চলার সময় চাদরের নীচ দিয়ে প্রকাশিত হয়ে যেত তা যেহেতু ঢেকে রাখা সম্ভব নয় তাই এতে কোন দোষ নেই। (তাফসীরে ইবন কাসীর : ৬/৪১)

'হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন, ইবনুল জাওযী, ইবরাহীম নাখ'ঈ (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ মনীষীও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।' (তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম : ৩/৩১২)

পবিত্র কুরআনের শব্দ ও বাক্য, আলোচ্য বিষয়ের হাদীস ও আসার এবং উসূলে ফিক্‌হের নীতি ও বিধান ইত্যাদি বিবেচনায় ইবন মাস্'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য। কারণ সূরাহ্ আল আহযাব-এর ৫৯ নম্বর আয়াতে জিলবাবের একাংশ চেহারার উপর নামিয়ে মুখমণ্ডল আবৃত রাখার আদেশ করা হয়েছে। তা সূরাহ্ আন্ নূর-এর আলোচ্য আয়াতে ইবনু মাস্'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাখ্যাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। তাছাড়া সহীহ হাদীসসমূহে নারীদের চেহারা ঢেকে রাখার যে নির্দেশ ও বিবরণ দেখা যায় তাও তাঁর ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে।

তদুপরি যারা মুখ খোলার পক্ষে বলেছেন প্রথমত তাদের মতটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত নয় আর দ্বিতীয়ত তাঁরা সবাই এর জন্য নিরাপদ ও ফিতনামুক্ত হওয়ার শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। আর বলাবাহুল্য যে, বর্তমান যুগে ফিতনার বিস্তার সর্বত্র। মানুষের মধ্যে দীনদারী ও আল্লাহভীতি হ্রাস পেয়েছে। লজ্জা ও লজ্জাবনত মানুষের সংখ্যা কমে গেছে। ফিতনার প্রতি আহ্বানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাজসজ্জার নানা উপায় ও উপকরণ আবিষ্কৃত হওয়ায় ফিতনার মাত্রা আরও বেড়ে গেছে। তাই মুসলিম নারীর উচিত মাহরাম ছাড়া অন্য কারও সামনে চেহারা ও দুই হাত উন্মুক্ত না রাখা। আল্লাহই অধিক জানেন।

('ইসলাম হাউজ' থেকে প্রকাশিত আলী হাসান তৈয়ব লিখিত ও ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী সম্পাদিত "মুখমণ্ডল ঢাকা কি হিজাবের অংশ নয়?" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

Scanned by CamScanner

٤٣٧٣ -[٧٠] وَعَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا اشْتَرٰى ثَوْبًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَلَمَّا لَبِسَهٗ قَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَزَقَنِىْ مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهٖ فِي النَّاسِ وَأُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ» ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

৪৩৭৩-[৭০] আবূ মাত্বর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিন দিরহাম দিয়ে একটি কাপড় কিনলেন। যখন তিনি তা পরিধান করলেন, তখন এ দু‘আটি পড়লেন– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَزَقَنِىْ مِنَ الرِّيَاشِ مَا اَتَجَمَّلُ بِهٖ فِى النَّاسِ وَاُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ। অর্থাৎ- “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে পোশাক দান করেছেন, আমি এর দ্বারা লোক সমাজে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করার প্রয়াস পাব এবং আমার সতর আবৃত করব।” অতঃপর তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এরূপ বলতে শুনেছি। (আহমাদ)[৩০০]

ব্যাখ্যা : পোশাক পরিধানের সময় কোন্ দু‘আ পড়তে হবে– সে সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ হাদীসটির সানাদ সহীহ না হওয়ায় এটি না পড়ে বরং সহীহ বর্ণনায় যে দু‘আগুলো এসেছে সেগুলো পড়া উচিত। আবূ সা‘ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নতুন কাপড় পরতেন, তখন পাগড়ী, জামা কিংবা চাদর তার নাম নিয়ে এ দু‘আ পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ . أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ . أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ . وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ.

“হে আল্লাহ! তোমারই নিমিত্তে সমস্ত প্রশংসা, তুমি আমাকে এই (নতুন কাপড়) পরালে, আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং এটি যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এর অকল্যাণ এবং যার জন্য এটি প্রস্তুত করা হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

[সুনান আবূ দাউদ হাঃ ৪০২৩, ইমাম ইবনুল ক্বইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর “যাদুল মা‘আদ” গ্রন্থে এবং শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সহীহ সুনান আবূ দাউদ-এ এটিকে সহীহ বলেছেন।]

আর নতুন-পুরাতন যে কোন পোশাক পরিধানের সময় পড়ার দু‘আ হচ্ছে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِي هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ.

“সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এ (কাপড়) পরিধান করিয়েছেন এবং আমার কোন শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়াই আমাকে দান করেছেন।” (সুনান আবূ দাউদ হাঃ ৪০২৩; আলবানী : সহীহ)

পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে এ দু’টি দু‘আই গ্রহণযোগ্য সানাদে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসে উল্লিখিত দু‘আটি সহ অন্যান্য দু‘আগুলো গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়নি বিধায় তা ‘আমালযোগ্য নয়। [সম্পাদক]

٤٣٧٤ -[٧١] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا أُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا أُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِىْ

---

[৩০০] য‘ঈফ : তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১৩৫২, ১৩৫৪; তাহক্বীক্ব মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ২৯৫। হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে “আবূ মাত্বর” নামে একজন বর্ণনাকারী। যিনি বাসরার অধিবাসী। তিনি সকলের ঐকমত্যে অপরিচিত। আরও একজন বর্ণনাকারীর নাম “মুখতার ইবনু নাফি‘ আত্ তাম্মার” তিনি একজন য‘ঈফ বর্ণনাকারী। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য‘ঈফাহ্ ১৩/৫৬১ পৃঃ, হাঃ ৬২৬৩।

Scanned by CamScanner

أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهٖ كَانَ فِيْ كَنَفِ اللهِ وَفِيْ حِفْظِ اللهِ وَفِيْ سِتْرِ اللهِ حَيًّا وَمَيِّتًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৪৩৭৪-[৭১] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ) নতুন কাপড় পরিধান করলেন এবং এ দু'আটি পড়লেন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيَاتِيْ। অর্থাৎ- "সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে পোশাকটি পরিধান করিয়েছেন, যার দ্বারা আমি সতর আবৃত করতে পারি এবং যা দ্বারা আমি সৌন্দর্য গ্রহণ করতে পারি।" অতঃপর তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে উক্ত দু'আটি পাঠ করে এবং ব্যবহৃত পুরাতন কাপড়খানা সদাক্বাহ্ করে দেয়, সে জীবনে এবং মরণে (উভয় অবস্থায়) আল্লাহর আশ্রয়ে, আল্লাহর হিফাযাতে এবং আল্লাহর আচ্ছাদনে অবস্থান করবে।

(আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ; আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন : উক্ত হাদীসটি গরীব।)[৩০১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে পোশাক পরিধানের দু'আ সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে বর্ণিত গ্রহণযোগ্য দু'টি দু'আ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এখানে পুনরুল্লেখ করা হলো না। তাছাড়া এ হাদীসটি য'ঈফ হওয়ায় এটি 'আমালযোগ্য নয়। [সম্পাদক]

٤٣٧٥ -[٧٢] وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِيْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهٖ قَالَتْ: دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلٰى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيقٌ فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا. رَوَاهُ مَالِكٌ

৪৩৭৫-[৭২] 'আলক্বামাহ্ ইবনু আবূ 'আলক্বামাহ্ (রহঃ) তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন হাফসাহ্ বিনতু 'আবদুর রহমান (রাঃ) একটি খুব পাতলা ওড়না পরিহিত অবস্থায় 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। তখন 'আয়িশাহ্ (রাঃ) উক্ত পাতলা ওড়নাখানা ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাকে একটি মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন। (মালিক)[৩০২]

ব্যাখ্যা : (خِمَارٌ) 'খিমার' বলা হয় ঐ কাপড়কে যা দ্বারা মহিলারা তাদের মাথা ঢাকে। আমাদের দেশীয় ভাষায় যাকে বলে ওড়না। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হাফসাহ্ বিনতু 'আবদুর রহমান (রাঃ)-এর পাতলা ওড়নাটা ছিঁড়ে ফেললেন এজন্য যে, সে যেন ওটা আর ব্যবহার করতে না পারে। আর তিনি শুধু ছিঁড়েই ফেলেননি উপরন্তু তিনি তাকে একটি মোটা কাপড়ের ওড়না উপহার দিলেন। কারণ মোটা কাপড়ের ওড়না পর্দা করার জন্য বেশি কার্যকর ও উপযোগী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٣٧٦ -[٧٣] وَعَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قِطْرِيٌّ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتْ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلٰى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهٰى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِيْ مِنْهَا دِرْعٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[৩০১] য'ঈফ : তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ৩০৫, তিরমিযী ৩৫৬০, ইবনু মাজাহ ৩৫৫৭, য'ঈফ সুনান ইবনু মাজাহ ৭৮২, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৫৮২৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১২৪৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শারবাহ্ ২৫০৮৯। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এ সানাদে আছে "আবুল 'আলা" নামের একজন বর্ণনাকারী। যিনি শাম (সিরিয়া) দেশের অধিবাসী। তিনি একজন অপরিচিত (মাজহূল) রাবী। দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১০/১৭৮ পৃঃ, হাঃ ৪৬৪৯।

[৩০২] সহীহ : মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৮৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৩৯১।

Scanned by CamScanner

৪৩৭৬-[৭৩] 'আবদুল ওয়াহিদ ইবনু আয়মান রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি এক সময় 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোটা সূতার একটি ক্বামীস পরিধান করে আছেন। তিনি বললেন : আমার এ দাসীটাকে একটু চোখ তুলে দেখ, বাড়িতেও সে এটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমার ঐ রকমই একটি ক্বামীস ছিল, মাদীনার কোন মেয়েকে যখনই (বিয়ে শাদীতে) সাজানো হত, তখন লোক পাঠিয়ে আমার নিকট হতে তা সাময়িকভাবে নিয়ে যেত। (বুখারী)[৩০৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে 'আরবে বিয়ে উপলক্ষে এরূপ পোশাক ধার দেয়া-নেয়ার প্রচলন ছিল। ইসলাম এ পদ্ধতিকে নিষেধ করেনি। বিয়ে উপলক্ষে কারও কোন বিশেষ পোশাক বা অলংকার ধার দেয়া-নেয়া বৈধ। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা তার বোন আসমা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর নিকট থেকে একটি গলার হার ধার নিয়েছিলেন যে ঘটনা সহীহুল বুখারীতেই উল্লিখিত হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা মা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর উদারতা, বিনয় ও পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬২৭-২৬২৮)

٤٣٧٧ -[٧٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَبِسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا قَبَاءَ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلٰى عُمَرَ فَقِيلَ: قَدْ أَوْشَكَ مَا انْتَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «نَهَانِيْ عَنْهُ جِبْرِيلُ» فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِيْ؟ فَقَالَ: «إِنِّيْ لَمْ أُعْطِكَهُ تَلْبَسُهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ». فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৩৭৭-[৭৪] জাবির রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ হাদিয়্যাহ্স্বরূপ প্রাপ্ত একটি রেশমী ক্বাবা (আলখেল্লা) পরিধান করলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) অতিসত্বর তা খুলে ফেললেন এবং 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এত দ্রুত তা খুলে ফেললেন? তিনি (ﷺ) বললেন : (এইমাত্র) জিবরীল আলায়হিস্ সালাম আমাকে তা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। পরে 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু কাঁদতে কাঁদতে এসে বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আপনি একটি জিনিস অপছন্দ করলেন আর তা আমাকে প্রদান করলেন। সুতরাং আমার অবস্থা কী হবে? তখন তিনি (ﷺ) বললেন : প্রকৃতপক্ষে আমি তা তোমাকে পরিধান করার উদ্দেশে দেইনি; বরং দিয়েছি যাতে তুমি তা বিক্রি করে উপকৃত হও। 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু দু' হাজার দিরহামের বিনিময়ে তা বিক্রি করলেন। (মুসলিম)[৩০৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কোন পোশাক বা বস্তু যদি নির্দিষ্ট কারও জন্য হারাম হয় তাহলে সে তা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। এটি জায়িয। এ হাদীসেই দেখা যাচ্ছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে রেশমের তৈরি জামাটি পরতে না দিয়ে তাকে তা বিক্রি করে দিতে বললেন। যেহেতু রেশমী কাপড় পরা মহিলাদের জন্য জায়িয। মহিলারা চাইলে তা কিনে পরতে পারবে। এ হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণ হয় যে, নাবী ﷺ ইসলামের প্রথমযুগে রেশমী কাপড়ের তৈরি পোশাক পরতেন। তারপর যখন তা হারাম হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হলো তখন থেকে তিনি তা পরা বাদ দিয়ে দিলেন।

(শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৭০/১৬)

---

[৩০৩] সহীহ : বুখারী ২৬২৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৮০৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৯১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৭৬১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২১৫৯।

[৩০৪] সহীহ : মুসলিম (২০৭০)-১৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪২৮, মুসনাদে আহমাদ ১৫১০৭, নাসায়ী ৫৩০৩, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯৬১৮।

Scanned by CamScanner

٤٣٧٨ -[٧٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهٖ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৩৭৮-[৭৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু রেশমের তৈরি কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তবে (চার আঙ্গুল পরিমাণ) রেশমের ঝালর অথবা কাপড়ে নকশা হিসেবে ব্যবহারে কোন দোষ নেই। (আবূ দাউদ)[৩০৫]

ব্যাখ্যা : ইবনু রসলান বলেন, (الثَّوْبُ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ) অর্থ হচ্ছে নিরেট রেশমের তৈরি কাপড়। যে কাপড়ে অন্য কোন উপাদান নেই। কিন্তু ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "আস্ সাওবুল মুসমাত মিনাল হারীর" হলো যে কাপড়ের শুধু লম্বার দিকের ঝালর বা প্রস্তের দিকের ঝালর রেশমী সূতায় তৈরি। মূলকথা হলো লম্বার দিকের ঝালর যদি রেশমের হয় কিন্তু প্রস্তের দিকের ঝালর রেশমী সূতার না হয়ে অন্য কোন সূতা বা পশমের হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই। কারণ প্রস্তের দিকের ঝালর ছাড়া কাপড় পূর্ণতা পায় না। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি সামান্য কিছু রেশমী ঝালর হিসেবে কাপড়ে ব্যবহার করা হয় তা পুরুষের জন্য হারাম হবে না। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ 'উলামার মত। তারা চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশম ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। তবে সহাবীগণের মধ্যে কেউ কেউ যেমন ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবার তাবি'ঈদের মধ্য থেকে কেউ কেউ যেমন ইবনু সীরীন প্রমুখ এই সামান্য রেশমী ব্যবহারও পুরুষের জন্য হারাম মনে করেন। তারা দলীল দেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্বিস্সী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। কিস্সী কাপড় হলো যে কাপড়ের সাথে রেশমীর সংমিশ্রণ রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে হয়ে গেছে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৫১)

٤٣٧٩ -[٧٦] وَعَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزٍّ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ يَرٰى أَثَرَ نِعْمَتِهٖ عَلٰى عَبْدِهٖ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৪৩৭৯-[৭৬] আবূ রজা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রেশমী বর্ডারের কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমাদের সম্মুখে এলেন এবং বললেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যাকে কোন নি'আমাত দান করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা চান যে, যেন সে নি'আমাতের নিদর্শন বান্দার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। (আহমাদ)[৩০৬]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর প্রদত্ত নি'আমাতের প্রকাশ অনেকভাবে ঘটানো যায়। যাকে আল্লাহ অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন সে তা আল্লাহর রাস্তায়, সৃষ্টির কল্যাণে ও গরীব-মিসকীনদের দান করে তার প্রতি প্রদত্ত নি'আমাতের প্রকাশ ঘটাবে। কখনই সে তার সম্পদ অপচয় করে তার প্রকাশ ঘটাবে না। আল্লাহ যাকে সুন্দর কাপড় পরার সামর্থ্য দিয়েছেন সে তার সামর্থ অনুযায়ী সুন্দর কাপড় পরবে। সে ইচ্ছা করে ছেঁড়া কাপড় পরে চলাফেরা না না। যার সুন্দর পোশাক পরার সামর্থ্য আছে কিন্তু ছেঁড়া পোশাক পরে তাহলে মনে করা হবে যে সে প্রসিদ্ধি পাওয়ার জন্য এমনটা করছে। তবে তার উদ্দেশ্য যদি ভালো হয়, যেমন- সে এজন্য দরিদ্রদের

---

[৩০৫] সহীহ : আবূ দাউদ ৪০৫৫, ইরওয়া ২৭৯, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৩০৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৩৮২, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১৮৬৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১০৪।

[৩০৬] সহীহ : তাহক্বীক্বে মুসনাদে আহমাদ ১৯৯৪৮, মুসতাদরাক হাকিম ৭১৮৮, তিরমিযী ২৮১৯, আল জামি'উস্ সগীর ২৫৯২, সহীহুল জামি' ১৭১২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৬৯৮।

Scanned by CamScanner

পোশাক পরেছে যেন সে দরিদ্রদের কষ্ট অনুভব করতে পারে কিংবা তাদের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে পারে অথবা অন্তরে যেন অহঙ্কার না আসে সে ব্যবস্থা করতে পারে– এ ধরনের ভালো উদ্দেশ্য হলে সমস্যা নেই। [সম্পাদক]

٤٣٨. -[٧٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ: سَرَفٌ وَّمَخِيلَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ تَرْجَمَةِ بَابٍ

৪৩৮০-[৭৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মনে যা চায় তা খাও এবং যা ইচ্ছা হয় পরিধান করো, যে পর্যন্ত না তুমি দু'টির মধ্যে পতিত হও– অপব্যয় ও অহংকার। (বুখারী হাদীসটি তাঁর কিতাবের শিরোনামে বর্ণনা করেছেন।)[৩০৭]

ব্যাখ্যা : এ মাওকূফ হাদীসে যা ইচ্ছা খাওয়ার ও যা ইচ্ছা পরার যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা অনুমতি অর্থে ব্যবহৃত হবে। তবে খাওয়া ও পোশাক পরার ক্ষেত্রে কোন ধরনের অপচয়, অপব্যয় করা বৈধ নয়। ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় না করার নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا﴾

"আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে।" (সূরাহ্ আল ফুরক্বান ২৫ : ৬৭)

খাওয়া ও পোশাক পরার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন এসব ক্ষেত্রে অহংকার চলে না আসে। অপচয় ও অহংকার থেকে মুক্ত থেকে প্রয়োজন অনুয়ায়ী খাওয়া ও পোশাক পরা বৈধ এবং জরুরী। তবে ইসলামে খাওয়া ও পরিধানের ক্ষেত্রে কিছু বিধি-বিধান রয়েছে যা কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সেগুলো মেনে খাওয়া ও পরিধান করা উচিত। [সম্পাদক]

٤٣٨١ -[٧٨] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْ إِسْرَافٌ وَلَا مَخِيلَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৪৩৮১-[৭৮] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব রাহিমাহুল্লাহ তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা খাও, পান করো, দান-সদাক্বাহ্ করো এবং পরিধান করো যে পর্যন্ত না অপব্যয় ও অহংকারে পতিত হও। (আহমাদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ)[৩০৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বর্ণিত বিষয়েই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

"আর তোমরা খাও এবং পান করো কিন্তু অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়কারীদের ভালোবাসেন না।" (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ৩১)

---

[৩০৭] হাসান : সহীহুল বুখারী তরজমাতুল বাব, কিতাবুল লিবাস এর শুরু ৫৭৮৩ নং হাদীসের পূর্বে। মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৮৭৮, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭১৮৮, নাসায়ী ২৫৫৯, সুনানুন্ নাসায়ী আর কুবরা ২৩৪০, শু'আবুল ঈমান ৪৫৭১, মুসনাদে আহমাদ ৬৬৯৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৮৭৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ২০৫১৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৪৫, সহীহুল জামি' ৪৫০৫, ইবনু মাজাহ ৩৬০৫, নাসায়ী ২৫৫৯।

[৩০৮] হাসান : তাহ্ক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ৬৬৯৫, নাসায়ী ২৫৫৯, ইবনু মাজাহ ৩৬০৫, সহীহুল জামি' ৪৫০৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৮৭৭, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ২৩৪০।

Scanned by CamScanner

'ইসরাফ' বলা হয় মূলত যে কোন কাজ বা কথার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা। সাধারণত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে এ পরিভাষাটির ব্যবহার সর্বাধিক। আর 'মাখীলাহ্' অর্থ হলো অহংকার।

এ হাদীসটি কোন মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য খুবই শিক্ষণীয়। এখানে অপব্যয় থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কারণ অপব্যয় শারীরিকভাবে ও জীবন উপকরণের ক্ষেত্রে মানুষকে ক্ষতি করে। আর এখানে অহংকার থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ অহংকার মানুষের আত্মাকে নষ্ট করে দেয় যদিও অহংকার কিছু সময়ের জন্য ভালো লাগে। এগুলোর মাধ্যমে দুনিয়ায় মানুষের ক্ষোভের পাত্র হতে হয় আর এগুলো পরকালের জন্য গুনাহের বোঝা ভারি করে। তাই খাওয়া, পান করা, দান করা, পোশাক পরিধান করা- সকল ক্ষেত্রে অপচয়, অপব্যয় ও অহংকার বর্জন আবশ্যক। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, 'লিবাস' অধ্যায়)

٤٣٨٢ -[٧٩] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمُ اللهَ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৪৩৮২-[৭৯] আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যা পরিধান করে তোমরা ক্ববরে এবং মাসজিদে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো সাদা কাপড়। (ইবনু মাজাহ)[৩০৯]

ব্যাখ্যা : এ বর্ণনাটি বানোয়াট (জাল) হওয়ায় এর কোন ব্যাখ্যা প্রয়োজন নেই। ক্ববরে দাফনের জন্য সাদা কাপড় ব্যবহার করার আদেশ সম্বলিত একাধিক সহীহ হাদীস অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

«الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»

"তোমরা সাদা কাপড়ের পোশাক পরিধান করো। কারণ তা উত্তম পোশাক এবং তোমরা এ সাদা কাপড়েই মৃতদের কাফন করো।" (মুসনাদে আহমাদ হাঃ ২২১৯) [সম্পাদক]

(١) بَابُ الْخَاتَمِ

অধ্যায়-১ : আংটির বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٣٨٣ -[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَفِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ أَلْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نُقِشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ: «لَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلٰى نَقْشِ خَاتَمِي هٰذَا». وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৩০৯] মাওযূ' : ইবনু মাজাহ ৩৫৬৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১২৪৩, য'ঈফুল জামি' ১৩৭৬।
হাদীসটি মাওযূ' বা বানোয়াট হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "যারওয়ান ইবনু সালিম আল গিফারী" নামক একজন বর্ণনাকারী। ইনি মাতরূকুল হাদীস। দেখুন- মির্ক্বাতুল মাকাতীহ শারহু মিশকাতুল মাসাবীহ ১৩/৮২ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

৪৩৮৩-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বর্ণের আংটি তৈরি করলেন। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি তা ডান হাতে পরলেন। অতঃপর তা খুলে ফেলে দিলেন এবং পরে রূপার আংটি তৈরি করালেন। তাতে অঙ্কিত ছিল "مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ" "মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" এবং বললেন : কেউ যেন তার আংটি আমার আংটির নকশার অনুরূপ অঙ্কিত না করে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তা পরতেন, তার নকশা হাতের তালুর দিকে রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৩১০]

ব্যাখ্যা : হাসান এবং হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত : আংটির উপর আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র খোদাই করাতে কোন দোষ নেই। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এটা জামহূর 'উলামারও কথা এবং তিনি, ইবনু সীরীনসহ অন্যান্য 'উলামার সূত্রে তা মাকরূহ হওয়ার বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনু সীরীন (রহিমাহুল্লাহ)-এর বিশুদ্ধ বর্ণনায় রয়েছে, আংটিতে حسبى الله *হাসবিয়াল্ল*-হু (আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট) বা অনুরূপ বাক্য খোদাই করাতে কোন দোষ নেই।

সুতরাং "আংটিতে আল্লাহ্‌র যিক্‌র খোদাই করা মাকরূহ", এ দলীল মজবুত নয়। তবে আল্লাহ্‌র যিক্‌র খোদাইকৃত আংটি পরিধান করা ঋতুবতী মহিলা, অপবিত্র ব্যক্তি ও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দানকারী ব্যক্তির জন্য অবশ্যই তা মাকরূহ। এসব থেকে নিরাপদ হলে উল্লেখিত আংটি হাতে পরা মোটেও মাকরূহ নয়।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৭৭)

আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আংটির মতো নকশা অন্য কারো আংটিতে করতে নিষেধ করার কারণ হলো নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার আংটিতে "*মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ*" খোদাই করেছেন অনারব বা অন্যান্য বাদশাদের কাছে পাঠানো চিঠিতে মোহর বা সিল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। অতএব এ নকশা অন্য কেউ করলে তা অবশ্যই বিপর্যয়ের কারণ হবে। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৯১)

٤٣٨٤ - [٢] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِي الرُّكُوْعِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৩৮৪-[২] 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রেশম ও হলুদ রঙের কাপড় পরিধান ও স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে এবং কুরআনের কোন অংশ রুকূ' অবস্থায় পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)[৩১১]

ব্যাখ্যা : হলুদ রংয়ের কাপড় পরিধান করার ব্যাপারে 'উলামার মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। সহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাবি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) এবং তাঁদের পরবর্তী বিদ্বানগণ এ ধরনের কাপড় পরিধান করা বৈধ বলেছেন। আর ইমাম শাফি'ঈ, আবূ হানীফাহ্ ও ইমাম মালিক (রহিমাহুমুল্লাহ) এটাই বলেছেন। তবে ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এ ধরনের পোশাক ছাড়া অন্যান্য পোশাক পরিধান করা উত্তম। অপর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি হলুদ রংয়ের পোশাক বাড়িতে কিংবা বাড়ির আঙ্গিনায় পরিধান করা বৈধ বলেছেন এবং বাড়ির বাহিরে বা বাজারে পরিধান করা মাকরূহ বলেছেন। 'উলামার একটি জামা'আত বলেছেন, এ মাকরূহ বলতে

---

[৩১০] সহীহ : বুখারী ৭২৯৮, মুসলিম (৫৫৯৮)-১২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৬৪৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৯২, আবূ দাউদ ৪২১৮, ইরওয়া ৮১৮, ইবনু মাজাহ ৩৬৩৯।

[৩১১] সহীহ : মুসলিম (২০৭৮)-২৯, নাসায়ী ১০৪৪, তিরমিযী ২৬৪, মুসনাদে আহমাদ ১০৪৩, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৮৫৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৪০, শু'আবুল ঈমান ৬৩২১, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬৩২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৬৬৮।

Scanned by CamScanner

মাকরূহে তানযীহি উদ্দেশ্য। আর নাবী ﷺ নিষেধ করা দ্বারা মাকরূহে তানযীহি অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেননা নাবী ﷺ লাল পোশাক পরেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়। বুখারী মুসলিমে ইবনু 'উমার رضي الله عنهما বর্ণনা করেছেন যে, আমি নাবী ﷺ-কে হলুদ রংয়ের পোশাক পরিধান করতে দেখেছি। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৭৮)

٤٣٨٥ -[٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِيْ يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلٰى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِهٖ؟» فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهٖ. قَالَ: لَا وَاللهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৩৮৫-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখতে পেলেন। তখনই তিনি (ﷺ) তার হাত হতে তা খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন : তোমাদের কেউ কি জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে নিজ হাতে রাখতে চায়? (এটা বলে) অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলে লোকেরা তাকে বলল, তুমি তোমার আংটিটি তুলে নাও এবং তা হতে (অন্য কোনভাবে) উপকৃত হও। তখন সে বলল, আল্লাহর ক্বসম! আমি তা কখনো তুলে নেব না, যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ ফেলে দিয়েছেন। (মুসলিম)[৩১২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে আংটিওয়ালা লোকটির কথা; যখন তার সাথীরা رضي الله عنهم তাকে বলেছিল আংটি উঠিয়ে নাও। তখন তিনি বলেছিলেন, নাবী ﷺ যা ফেলে দিয়েছেন তা আমি আর নেব না। এতে নাবী ﷺ-এর নির্দেশ পালন ও নিষেধাজ্ঞামূলক কথাবলী বর্জনের উপর দৃঢ় প্রত্যয় প্রমাণিত হয়। আর দুর্বল ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিষিদ্ধ কোন কিছুর অনুমোদন অনুসন্ধান না করার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করা বুঝায়। তবে আংটিওয়ালা ব্যক্তি যদি আংটিটি উঠিয়ে নিতেন এবং বিক্রি কিংবা যার এটার প্রয়োজন রয়েছে তাকে সদাক্বাহ্ করে দিতেন তাতে দোষের কিছু ছিল না। কেননা আংটিটি পরিবর্তন করে অন্যান্য কিছু বানানো যাবে না বা এর দ্বারা অন্য কোন উপকার নেয়া যাবে না। নাবী ﷺ এমন কিছুই বলেননি। বরং তিনি তা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। অতএব উক্ত আংটি দ্বারা অন্য কাজ যেমন- আংটি থেকে মহিলাদের অলংকার ও তা বিক্রি করে অন্য যে কোন কাজ করা বৈধ। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৯০)

٤٣٨٦ -[٤] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلٰى كِسْرٰى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا حَلْقَةَ فِضَّةٍ نُقِشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: كَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولٌ سَطْرٌ وَاللهُ سَطْرٌ.

৪৩৮৬-[৪] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। যখন নাবী ﷺ পারস্যের রাজা কিসরা এবং রোম সম্রাট ক্বায়সার এবং নাজাশীর নিকট পত্র লিখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন তাঁকে বলা হলো, তারা এমন লিপি গ্রহণ করে না যা মোহর বা সীলযুক্ত নয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ একটি আংটি তৈরি করালেন, তার গোল চাক্তিটি ছিল রূপার। তাতে খোদাই করা ছিল "*মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ*"। (মুসলিম)[৩১৩]

---

[৩১২] সহীহ : মুসলিম (২০৯০)-৫২, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৫, শু'আবুল ঈমান ৬৩৩৪, আর মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২০০৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৩৮৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৬০।

[৩১৩] সহীহ : বুখারী ৩১০৬, মুসলিম (২০৯২)-৫৮, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩১৫৪, শু'আবুল ঈমান ৬৩৪১, মুসনাদে আহমাদ ১৩০৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৯২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৫২৮, আবূ দাউদ ৪২১৪।

Scanned by CamScanner

আর বুখারী'র রিওয়ায়াতে আছে, আংটির লেখাটি তিন পংক্তিতে ছিল। মুহাম্মাদ এক পংক্তিতে, রসূল এক পংক্তি এবং আল্লাহ এক পংক্তি।

ব্যাখ্যা : আহমাদ আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে আবূ রায়হানাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাদশা ছাড়া অন্যকে আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। একদল 'উলামা বাদশা ব্যতীত অন্য কারো আংটি পরিধান করা মাকরূহ বলেছেন। তবে অন্যান্য 'উলামা তাদের বিরোধিতা করেছেন এবং তারা বাদশা ছাড়া অন্যদের জন্য আংটি পরিধান করা বৈধ বলেছেন। তাদের দলীল : আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস "নিশ্চয় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তার আংটি ফেলে দিলেন, তখন সহাবী তাদের আংটি ফেলে দিলেন।" এ হাদীস প্রমাণ করে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে সহাবায়ি কিরামগণ আংটি পরিধান করতেন। অথচ তাঁরা কোন বাদশা ছিলেন না। এরপরও সহাবায়ে কিরামগণ ও তাবি'ঈনদের একদল বিদ্বান বর্ণনা করেছেন যে, তারা কোন বাদশা না হয়েও আংটি পরিধান করতেন। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৭৫)

٤٣٨٧ -[٥] وَعَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৩৮৭-[৫] উক্ত রাবী (আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি রূপার আংটি ছিল এবং তার নগিনা (নাম অঙ্কিত স্থানটি)-ও ছিল রূপার। (বুখারী)[৩১৪]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত বাক্যটি (وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ) অর্থাৎ আংটির পাথর আংটির তৈরির উপাদান থেকেই বানানো। এ বাক্যটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসটির সাথে বৈপরীত্য নয়। সহীহ মুসলিমে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আংটি ছিল রৌপ্যের আর তার পাথর ছিল হাবশী। উভয় বর্ণনার মাঝে বৈপরীত্য এজন্য নেই, কারণ হয়তো নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একাধিক আংটি পরিধান করতেন। আর হাবশী অর্থ হাবশার কোন অঞ্চলের পাথর হতে পারে অথবা হাবশী রংয়ের পাথর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আংটিতে ব্যবহার করতেন। অথবা হাবশা হতে নিয়ে আশা পাথর হতে পারে। অথবা আংটির পাথরটির গুণাবলী, রং, কিংবা নকশার জন্য কোনভাবে তা হাবশীর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৭০)

٤٣٨٨ -[٦] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيْ يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيْ كَفَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩৮৮-[৬] উক্ত রাবী (আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ডান হাতে রূপার আংটি পরিধান করেছেন। এর মধ্যে হাবশী তথা আকীক পাথরের নগিনা সংযোজিত ছিল। আর তিনি নগিনাটি হাতের তালুর দিকেই রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৩১৫]

٤٣٨٩ -[٧] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ هٰذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرٰى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৩১৪] সহীহ : বুখারী ৫৮৭০, শু'আবুল ঈমান ৬৩৫৪, আল জামি'উস্ সগীর ৮৯৪০, সহীহুল জমি ৪৮০৯, ইরওয়া ৮২১, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩৮০০।

[৩১৫] সহীহ : বুখারী ৫৮৬৬, মুসলিম (২০৯৪)-৬২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৯৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৮১২ সুনানুন্ নাসায়ী আন কুবরা ৯৫১৪, শু'আবুল ঈমান ৬৩৪৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩৫৮৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৯২, সহীহুল জামি' ৪৯১১, ইবনু মাজাহ ৩৬৪৫, নাসায়ী ৫১৯৭।

Scanned by CamScanner

৪৩৮৯-[৭] উক্ত রাবী (আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আংটি এ আঙ্গুলে পরিধান করতেন, এ বলে তিনি বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলির দিকে ইঙ্গিত করলেন। (মুসলিম)[৩১৬]

ব্যাখ্যা : মুসলিমগণ বিদ্বানগণ এ মর্মে একমত রয়েছেন যে, পুরুষদের আংটি কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে পড়া সুন্নাত, আর নারীরা তা যে কোন অঙ্গুলিতে পারে।

পুরুষদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে পড়া সুন্নাত, আর নারীদের যে কোন অঙ্গুলিতে পরিধানে হিকমাত হলো কনিষ্ঠ অঙ্গুলি হাতের এক প্রান্তে থাকায় তাতে আংটি পরিধানে বাড়তি কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না, অন্যান্য অঙ্গুলি তার ব্যতিক্রম। আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, পুরুষের মধ্যমা অঙ্গুলিতে আংটি পরিধান করা মাকরূহ।

তবে এর দ্বারা মাকরূহে তানযীহী উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মধ্যমা আঙ্গুলে আংটি পরিধান করা যাবে তবে পরিধান না করাই ভালো। আর ডান কিংবা বাম হাতে আংটি পরিধানের ব্যাপারে উভয়ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। ফাক্বীহবিদগণ এ মর্মে একমত রয়েছেন যে, আংটি ডান কিংবা বাম উভয় হাতেই পরিধান করা বৈধ। কোন হাতেই পরিধান করা মাকরূহ নয়। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৯৫)

٤٣٩٠ـ[٨] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَتَخَتَّمَ فِيْ إِصْبَعِيْ هٰذِهٖ أَوْ هٰذِهٖ قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطٰى وَالَّتِيْ تَلِيهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৩৯০-[৮] ‘আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে মধ্যমা ও তর্জনী, এ দু' আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)[৩১৭]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٣٩١ـ[٩] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهٖ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৪৩৯১-[৯] ‘আবদুল্লাহ ইবনু জা‘ফার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ডান হাতে আংটি পরতেন। (ইবনু মাজাহ)[৩১৮]

٤٣٩٢ـ[١٠] وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَلِيٍّ.

৪৩৯২-[১০] আর এ হাদীস আবূ দাঊদ ও নাসায়ী ‘আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

٤٣٩٣ـ[١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَسَارِهٖ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

---

[৩১৬] সহীহ : মুসলিম (২০৯৫)-৬৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৮১৭, ইরওয়া ৮১৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৪৯৯, শু‘আবুল ঈমান ৬৩৬৯।

[৩১৭] সহীহ : মুসলিম (২০৯৫)-৬৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯৫৩৭, শু‘আবুল ঈমান ৬৩৫৯, ইবনু মাজাহ ৩৬৪৮, নাসায়ী ৫২৮৭।

[৩১৮] সহীহ : ইবনু মাজাহ ৩৬৪৭, ইরওয়া ৩/৩০২-৩০৩, আবূ দাঊদ ৪২২৬, নাসায়ী ৫২০৩, সহীহুল জামি‘ ৪৯০০, আল জামি‘উস্ সগীর ৯০৩১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫১৭৫, মুসনাদে আহমাদ ১৭৪৬, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৩১১৯।

Scanned by CamScanner

৪৩৯৩-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম হাতে আংটি পরতেন। (আবূ দাঊদ)[৩১৯]

ব্যাখ্যা : কেউ কেউ বাম হাতে আংটি পরিধানের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আংটি যখন বাম হাতে পরিধানের বৈধতা থাকবে, তখন ডান হাতে পরিধান করা আরো অগ্রগণ্য হবে। উসামাহ্ ইবনু যায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্র নাফি' (রহিমাহুল্লাহ)-এর বর্ণনায় ডান হাতে পরিধানের কথা রয়েছে। আর নাফি'-এর সূত্রে 'আবদুল 'আযীয ইবনু উবাই রওয়াদ-এর বর্ণনায় বাম হাতে পরিধানের কথা রয়েছে। হাফিয 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : নাফি' কর্তৃক বর্ণিত বাম হাতে আংটি পরিধানের বর্ণনাটি শায ও উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যাও কম এবং তাদের মুখস্থশক্তিও ডান হাতে আংটি পরিধানের বর্ণিত হাদীসের রাবীদের মুখস্থশক্তির তুলনায় অনেকটাই দুর্বল। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪২২৩)

٤٣٩٤ -[١٢] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِيْ يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِيْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُورِ أُمَّتِيْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪৩৯৪-[১২] 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাতে রেশম এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন : এ বস্তু দু'টি (দুনিয়াতে) আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম।

(আহমাদ, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[৩২০]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি জামহূর 'উলামার সমর্থনে দলীল : রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ পুরুষদের জন্য হারাম এবং মহিলাদের জন্য তা বৈধ। আর এ মতের সমর্থনে তিরমিযীতে আবূ মূসা আল আশ্'আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রেশমের পোশাক পরিধান করা এবং স্বর্ণ ব্যবহার করা আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং মহিলাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৫৩)

٤٣٩٥ -[١٣] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪৩৯৫-[১৩] মু'আবিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিতা বাঘের চামড়ার তৈরি গদিতে সওয়ার হতে এবং পুরুষদেরকে স্বর্ণ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তবে কর্তিত মিহিন অংশবিশেষ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। (আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[৩২১]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসটি স্বর্ণের আংটি পরিধান করা ঘৃণিত হওয়ার উপর প্রমাণ করে। আর এটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম

---

[৩১৯] শায, মাহফূয হলো ডান হাতে (في يمينه) : আবূ দাঊদ ৪২২৭, সহীহুল জামি' ৪৮৯৯, আল জামি'উস্ সগীর ৯০৩০, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫১৬৮, শু'আবুল ঈমান ৬৩৬২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৮১৪।

[৩২০] সহীহ : তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ৯৩৫, আবূ দাঊদ ৪০৫৭, নাসায়ী ৫১৪৪, ইবনু মাজাহ ৩৫৯৫, ইরওয়া ২৭৭, আল জামি'উস্ সগীর ৪০৩৮, সহীহুল জামি' ২২৭৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৪৯, শু'আবুল ঈমান ৬০৮২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৩৯০।

[৩২১] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪২৩৯, নাসায়ী ৫১৪৯-৫১৬০, মুসনাদে আহমাদ ১৬৮৪৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৬২০০,আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৩৩৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৭৭২।

Scanned by CamScanner

নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : স্বর্ণের আংটি মহিলাদের জন্য বৈধ এবং পুরুষদের জন্য হারাম– এ ব্যাপারে সকল বিদ্বানদের ঐকমত্য রয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪২১৮)

٤٣٩٦ -[١٤] وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ؟» فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟» فَطَرَحَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: «مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

وَقَالَ مُحْيِيُّ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ صَحَّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الصَّدَاقِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ».

৪৩৯৬-[১৪] বুরয়দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাঁসার তৈরি আংটি পরিহিত এক ব্যক্তিকে বললেন : কি ব্যাপার! আমি যে তোমার নিকট হতে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি? তখন সে আংটিটি খুলে ফেলে দিলো। অতঃপর সে লোহার তৈরি একটি আংটি পরে এলো। এবার তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : কি ব্যাপার! আমি যে তোমাকে জাহান্নামীদের অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় দেখছি। এবারও সে আংটিটি খুলে ফেলে দিলো। অতঃপর সে বলল : হে আল্লাহর রসূল! তবে আমি কিসের আংটি পরব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, রূপার দ্বারা। কিন্তু তার পরিমাণ যেন এক মিসকাল হতে কম হয়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৩২২]

ইমাম মুহয়িইউস্ সুন্নাহ্ বলেন : সাহল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে নারীদের মোহর সংক্রান্ত অধ্যায়ে একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে বলেছেন : বিবির মোহর আদায়ের জন্য কোন জিনিস খোঁজ করে দেখো। যদি কিছুই না পাও, অন্তত লোহার একটি আংটি হলেও নিয়ে আসো।

ব্যাখ্যা : বিশুদ্ধ সানাদে আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : বরং তোমরা রৌপ্য দ্বারা আংটি বানিয়ে তা ব্যবহার কর। হাদীসটি আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদ সহীহ। উল্লেখিত হাদীসটি পুরুষের জন্য রৌপ্য ব্যবহার করা বৈধতার উপর প্রমাণ করে। রৌপ্য ব্যবহার করা পুরুষের জন্য হারাম– এ বিষয়টি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়। পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও রেশমের কাপড় ব্যবহার করা হারাম– এ মর্মে একাধিক মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং রৌপ্যের ব্যবহার দলীল ছাড়া হারাম করা যাবে না। আর এটার ব্যবহার হারাম হওয়ার বিষয়টি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ১৭৮৩)

٤٣٩٧ -[١٥] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ: الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْإِزَارِ وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ مَحِلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

---

[৩২২] য'ঈফ : তিরমিযী ১৭৮৫, আবূ দাউদ ৪২২৩, নাসায়ী ৫১৯৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৮৮ : তাহক্বীক্ব- শু'আয়বন আরনাউত্ব, শু'আবুল ঈমান ৬৩৫০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম" য'ঈফ রাবী। 'আওনুল মা'বূদ ১১/১৯১, হাঃ ৪২২৩, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৯৫, হাঃ ১৭৮৫।

Scanned by CamScanner

৪৩৯৭-[১৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী দশটি অভ্যাসকে (কাজকে) পছন্দ করতেন না– ১. সুগন্ধি (যা'ফরান ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুতকৃত) হলুদ রং, ২. (কালো খিযাব লাগিয়ে) বার্ধক্যের ছাপ লুকানোর, ৩. ইযার (লুঙ্গি) ঝুলিয়ে পরা, ৪. স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা, ৫. পরপুরুষের সম্মুখে স্বীয় সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশ করা, ৬. গুটি খেলা করা, ৭. সূরাহ্ আল ফালাক্ব ও সূরাহ্ আন্ নাস ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা, ৮. তা'বীয গলায় বাঁধা, ৯. অপাত্রে বীর্য প্রবাহিত করা (যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া) এবং ১০. শিশু সন্তানের অনিষ্ট করা (অর্থাৎ- পুনরায় গর্ভধারণের জন্য, যার দরুন দুগ্ধপোষ্য শিশুর খাদ্য দুধের অপ্রতুলতা দেখা যায়) অবশ্য রসূল তাকে হারাম বলেননি।

(আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[৩২৩]

٤٣٩٨ -[١٦] وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي رِجْلِهَا أَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৩৯৮-[১৬] ইবনুয্ যুবায়র হতে বর্ণিত। একদিন তাদের আযাদকৃত এক দাসী যুবায়রের একটি কন্যাকে নিয়ে 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব-এর নিকট গেল। সে সময় মেয়েটির পায়ে ঝুমঝুমি বাঁধা ছিল। তখন 'উমার ঝুমঝুমটি কেটে ফেললেন এবং বললেন : আমি রসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক বাজনার সাথে শায়ত্বন থাকে। (আবূ দাঊদ)[৩২৪]

ব্যাখ্যা : নাবী শত্রুর মাঝে শত্রুর অজান্তেই ঢুকে পড়া পছন্দ করেন যাতে হঠাৎ করে শত্রুর অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারেন। এর ফলে তিনি চতুষ্পদ প্রাণীর গলায় ঝুমঝুমি ঝুলানো অপছন্দ করতেন। এখানে جَرَسٌ বা ঝুমঝুমি শব্দটি ব্যাপকতার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অতএব ছোট বড় সব ধরনের ঝুমঝুমি চতুষ্পদ প্রাণীর কানে, গর্দানে কিংবা যেখানেই হোক না কেন, আর ঝুমঝুমি পিতল, লোহা, স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য যে বস্তু থেকে তৈরি হোক না কেন সর্বক্ষেত্রেই তা নিষিদ্ধ। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪২২৬)

٤٣٩٩ -[١٧] وَعَنْ بُنَانَةَ مَوْلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْصَارِيِّ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ دُخِلَتْ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ وَعَلَيْهَا جَلَاجِلُ يُصَوِّتْنَ فَقَالَتْ: لَا تُدْخِلُنَّهَا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ تُقَطِّعُنَّ جَلَاجِلَهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৩৯৯-[১৭] 'আবদুর রহমান ইবনু হাইয়্যান আল আনসারীর আযাদকৃত দাসী বুনানাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন তিনি (দাসী) 'আয়িশাহ্ -এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় 'আয়িশাহ্

---

[৩২৩] **মুনকার য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৪২২২, নাসায়ী ৫০৮৮, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ৩৭৭৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫০৭৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪৭২০, আস্ সুনানুস্ সুগরা ২৬৫১।
হাদীসটি মুনকার য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "ক্বাসিম ইবনু হাস্‌সান"। ইমাম বুখারী বলেন : এই রাবী মুনকারুল হাদীস। তাকে চেনা যায় না। অন্য একজন বর্ণনাকারী হলেন, 'আবদুর রহমান ইবনু হারমালাহ্'। এই রাবীর সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন : তার হাদীস সহীহ নয়। যাহাবী ইবনু মাস্‌'উদ-এর ছাত্রদের মধ্যে "আবদুর রহমান ইবনু হারমালাহ্" নামে কেউ আছে মর্মে আমি অবগত নই। আল জারহু ওয়াত্ তা'দীল। (জাওয়ামিউল কালিম সফটওয়্যার)

[৩২৪] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৪২৩০, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ১৯৮০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "মাওলাতুন লাহুম", যার পরিচয় জানা যায় না আর আমির ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু খুবায়র 'উমার -এর যুগ পাননি। বিস্তারিত দেখুন- 'আওনুল মা'বুদ ১১/১৯৭ পৃঃ, হাঃ ৪২৩০।

Scanned by CamScanner

(রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট একটি ছোট মেয়ে আনা হলো, তার পরনে ছিল ঝুমঝুমি এবং তা বাজছিল। (ঐ মেয়েটিকে যে মহিলা এনেছিল, তাকে লক্ষ্য করে) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন : তার ঝুমঝুমি কেটে না ফেলা পর্যন্ত তুমি তাকে নিয়ে ঢুকো না। আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ঘরে বাদ্য থাকে সে ঘরে মালাক (ফেরেশ্তা) প্রবেশ করেন না। (আবূ দাঊদ)[৩২৫]

ব্যাখ্যা : আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার মালাক (ফেরেশতা) কখনো সে দলের সঙ্গি হয় না যে দলে কুফ্র ও ঝুমঝুমি জাতীয় কিছু থাকে। আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত ঝুমঝুমি বলতে আওয়াজ সম্পন্ন সে সকল বস্তু বুঝানো হয় যা চতুষ্পদ প্রাণীর গলায় ও শিশুদের পায়ে ঝুলানো হয়। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪২২৭)

٤٤٠٠ -[١٨] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪৪০০-[১৮] 'আবদুর রহমান ইবনু ত্বরাফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। কুলাবের যুদ্ধে তার দাদা 'আরফাজাহ্ ইবনু আস'আদ-এর নাক কাটা গিয়েছিল। তিনি রূপার দ্বারা একটি নাক তৈরি করেছিলেন। ফলে তাতে দুর্গন্ধ দেখা দিলো। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে স্বর্ণের নাক তৈরি করতে নির্দেশ করলেন।

(তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[৩২৬]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসের উপর ভিত্তি করেই 'উলামাগণ প্রয়োজনে স্বর্ণ দিয়ে নাক বানিয়ে নেয়া ও স্বর্ণ দ্বারা দাঁত বাঁধাই করা বৈধ করেছেন। তাহযীবুত্ তাহযীবে একাধিক বিদ্বান থেকে বর্ণিত রয়েছে, নিশ্চয় তারা তাদের নড়ে যাওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়া দাঁতগুলোকে স্বর্ণ দ্বারা বাঁধাই করেছিলেন এবং আলোচ্য হাদীসটিই তারই প্রমাণ। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭৭০)

٤٤٠١ -[١٩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَّارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ مِنْ ذَهَبٍ وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৪০১-[১৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার কোন প্রিয়জনকে আগুনের কড়া পরানো পছন্দ করে, সে যেন তাকে স্বর্ণের কড়া পরায় এবং যে ব্যক্তি তার কোন প্রিয়জনকে আগুনের হার পরানো পছন্দ করে, সেও যেন তাকে স্বর্ণের হার পরায়। আর যে ব্যক্তি তার কোন প্রিয়জনকে আগুনের বালা পরানো পছন্দ করে, সে যেন তাকে সোনার বালা পরায়। তবে তোমরা রূপা ব্যবহার করতে পারো, এতে নিষেধাজ্ঞা নেই। (আবূ দাঊদ)[৩২৭]

---

[৩২৫] হাসান : তিরমিযী ৪২৩১, নাসায়ী ৫২২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩১২০, মুসনাদে আহমাদ ২৬০৫২।

[৩২৬] হাসান : তিরমিযী ১৭৭০, নাসায়ী ৫১৬১, আবূ দাউদ ৪২৩২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৮৬৫, ইরওয়া ৮২৪, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১৩৬৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫২৬৪, মুসনাদে আহমাদ ১৯০০৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৫০২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৬২, শু'আবুল ঈমান ৬৩২৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৩৯২।

[৩২৭] হাসান : আবূ দাউদ ৪২৩৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৭৭২, মুসনাদে আহমাদ ৮৯১০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৮০৩।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে কোন বস্তু নিয়ে খেলা করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোন বস্তু যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করা। অর্থাৎ নাবী ﷺ-এর বাণী (فَالْعَبُوا بِهَا) বা তা দ্বারা তোমরা খেলা কর। এর উদ্দেশ্য হলো রৌপ্যকে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করতে পার। আর পুরুষদের জন্য শুধু আংটি এবং বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র এটা দ্বারা তৈরি করা যাবে। 'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, পুরুষের জন্যও রৌপ্য ব্যবহার করা বৈধ। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪২৩১)

٤٤٠٢ -[٢٠] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللهُ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ

৪৪০২-[২০] আসমা বিনতু ইয়াযীদ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে নারী গলায় সোনার হার পরিধান করল, ক্বিয়ামাতের দিন তার গলায় অনুরূপ আগুনের হার পরিধান করানো হবে। আর যে নারী স্বীয় কানের মধ্যে সোনার বালি পরিধান করবে, ক্বিয়ামাতের দিন তার কানে তার অনুরূপ আগুনের বালি পরানো হবে। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৩২৮]

٤٤٠٣ -[٢١] وَعَنْ أُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تُحَلَّيْنَ بِهِ؟ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ

৪৪০৩-[২১] হুযায়ফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ভগ্নি হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমরা কেবলমাত্র রূপার দ্বারা অলঙ্কার তৈরি করবে? সাবধান! তোমাদের যে মহিলা সোনার অলঙ্কার প্রস্তুত করবে এবং তা বেগানা পুরুষদের মধ্যে প্রকাশ করে বেড়াবে, তজ্জন্য তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৩২৯]

ব্যাখ্যা : নারীদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার তখনই নিন্দনীয় যখন তা বেগানা মানুষের সামনে প্রকাশ করবে ও তা' পরিধানের মাধ্যমে আত্ম-অহংকার প্রকাশ করবে। আর এক্ষেত্রে রৌপ্য স্বর্ণের মতই। মূল কথা হলো, নারীদের অলংকার লোকচক্ষুর সামনে প্রকাশ না করার প্রতি এটা একটি ধমক। নারীদের স্বর্ণের অলংকার পড়ে তা মানুষের সামনে প্রকাশ করলে এটা পরিধান করাই হারাম। এ কারণে সূয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : নাবী ﷺ-এর বাণী, "নিশ্চয় স্বর্ণ এবং রৌপ্য এ দু'টি আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে।" (শারহুন্ নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৫১৫২)

---

[৩২৮] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪২৩৮, নাসায়ী ৫১৩৯, য'ঈফ নাসায়ী ৩৯১।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "মাহমূদ ইবনু 'আম্র" নামক ব্যক্তি, যিনি য'ঈফ। তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ- শু'আয়ব আরনাউত্ব : ২৭৬১৮।

[৩২৯] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪২৩৭, নাসায়ী ৫১৩৭, ৫১৩৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০০৮, ২০০৮৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৮০৪।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "রিব্'ঈ ইবনু হিরাশ"-এর স্ত্রীর পরিচয় পাওয়া যায় না। দেখুন- তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ২৩৪২৮, তাহক্বীক্ব দারিমী- হুসায়ন সুলায়ম আসাদ : ২৬৪৫।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٤٠٤ - [٢٢] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَ الْحِلْيَةِ وَالْحَرِيرَ وَيَقُولُ: «إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৪৪০৪-[২২] ‘উক্ববাহ্ ইবনু ‘আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অলঙ্কার ও রেশমী কাপড় ব্যবহারকারীদেরকে এ বলে নিষেধ করতেন যে, যদি তোমরা জান্নাতের অলঙ্কার ও তার রেশম পরিধান করাকে পছন্দ করো, তবে এগুলো দুনিয়াতে পরিধান করো না। (নাসায়ী)[৩৩০]

ব্যাখ্যা : ব্যাপারটা ঠিক সে রকম যেমনটা আবূ মূসা আল আশ্‘আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : “যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালোবাসবে সে দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াকে (দুনিয়ার লোভ, লালসা-বিলাশ) ভালোবাসবে সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব তোমরা চিরস্থায়ী (আখিরাত)-কে অস্থায়ী (দুনিয়া) বস্তুর উপর অগ্রাধিকার দাও।

আলোচ্য হাদীসটির ব্যাপারে ইমাম বাগাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, “উল্লেখিত হাদীসটি আবূ মূসা আল আশ্‘আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, “নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, স্বর্ণ এবং রেশম পরিধান করা আমার উম্মাতের নারীদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে” দ্বারা রহিত করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٠٥ - [٢٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهٗ قَالَ: «شَغَلَنِيْ هٰذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمَ إِلَيْهِ نَظْرَةٌ وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ» ثُمَّ أَلْقَاهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৪৪০৫-[২৩] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একটি আংটি (মোহর) প্রস্তুত করলেন এবং তা পরলেন। পরে (সহাবীদের উদ্দেশে) বললেন : এ আংটিটি আজ আমাকে তোমাদের হতে গাফিল (অমনোযোগী) করে রেখেছে। ফলে আমি কখনো আংটির দিকে তাকাই আবার কখনো তোমাদের দিকে। এ কথা বলে তিনি আংটিটি খুলে ফেললেন। (নাসায়ী)[৩৩১]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) শারহু মুসলিমে উল্লেখ করেছেন যে, রৌপ্যের আংটি পুরুষদের জন্য বৈধ– এ ব্যাপারে সকল বিদ্বানদের ঐকমত্য রয়েছে। তবে সিরিয়ার পূর্ববর্তী কতিপয় ‘উলামা বাদশাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য আংটি পরিধান করা মাকরূহ বলেছেন এবং এ দাবির স্বপক্ষে তারা একটি আসার (সহাবীদের কথা) উল্লেখ করেছেন, যা শায (বিরল) এবং প্রত্যাখ্যাত। কেননা আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যখন তার হাতের আংটি ফেলে দিলেন তখন সহাবীগণও তাদের আংটি ফেলে দিলেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যামানাতেই সহাবীগণ বাদশা না হয়েও আংটি পরিধান করতেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[৩৩০] সহীহ : নাসায়ী ৫১৩৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৩৮, সহীহুল জামি‘ ১৪৩৮, আল জামি‘উস্ সগীর ২৩১৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৬৩, মুসনাদে আহমাদ ১৭৩১০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৮৬।

[৩৩১] সহীহ : নাসায়ী ৫২৮৯, মুসনাদে আহমাদ ২৯৬৩, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯৫৪৩, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২২৩৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৯৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৯২।

Scanned by CamScanner

٤٤٠٦ - [٢٤] وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ: أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ. رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّإِ

৪৪০৬-[২৪] ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শিশু ছেলেদেরকে স্বর্ণের কোন কিছু পরিধান করানো আমি নাজায়িয মনে করি। কেননা আমার কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং আমি এটা বয়স্ক পুরুষ এবং বালক উভয়ের জন্যও নাজায়িয মনে করি। (মুওয়াত্ত্বা)[৩৩২]

(٢) بَابُ النِّعَالِ

অধ্যায়-২ : পাদুকা সম্পর্কীয় বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٤٠٧ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا شَعْرٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৪০৭-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন স্যান্ডেল (জুতা) পরিধান করতে দেখেছি, যাতে পশম ছিল না। (বুখারী)[৩৩৩]

ব্যাখ্যা : ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) ইবনু 'উমার رضي الله عنهما কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, "নাবী ﷺ-এর চামড়ার জুতা পরিধান করা ও ওটার প্রতি ভালোবাসা থেকে সর্বাবস্থায় তা পরিধান করা বৈধতার দলীল গ্রহণ করেছেন। আর আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে, তিনি বাশির ইবনু খাসাসিয়্যাহ্-এর বর্ণিত হাদীসের কারণে ক্ববরস্থানে জুতা পরিধান করে আসা অপছন্দ করতেন। উক্ত হাদীসে রয়েছে তিনি (বাশির ইবনু খাসাসিয়্যাহ্ رضي الله عنه) বলেন : আমি একবার জুতা পড়ে ক্ববরস্থানে যাচ্ছিলাম হঠাৎ আমার পেছন থেকে ডেকে বললো, "হে চামড়ার জুতা পরিহিত ব্যক্তি! এ জায়গায় আসলে জুতা খুলতে হয়। এ হাদীসটি আহমাদ ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন, আর হাকিম এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। আর এ থেকে উল্লেখিত দলীলও গ্রহণ করেছেন। ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : "জুতায় নাপাকি থাকলে তা ক্ববরস্থানে খুলে ফেলা বৈধ। অবশ্য হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তিকে যখন ক্ববর দিয়ে লোকজন প্রত্যাবর্তন করে তখন মৃতব্যক্তি

---

[৩৩২] **সহীহ :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৭৮, আল জামি'উস্ সগীর ১২৮২৫, সহীহুল জামি' ৬৮৬৯, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ১৮৫৫৫।

[৩৩৩] **সহীহ :** বুখারী ৫৮৫১, মুসলিম (১১৮৭)-২৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৬৩, আবূ দাউদ ১৭৭২, নাসায়ী ৫২৪৪, মুওয়াত্ত্বা মালিক ১১৯৫, মুসনাদে আহমাদ ১৪১৪, শু'আবুল ঈমান ৬২৮১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪১৪।

Scanned by CamScanner

লোকজনদের পায়ের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। আর এ হাদীস প্রমাণ করে যে, ক্ববরস্থানে জুতা পরিধান করে যাওয়া বৈধ।

তিনি আরো বলেন, "আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা নাবী (সাঃ)-এর মাসজিদে জুতা পরিধান করে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর মাসজিদে জুতা পরিধান করে প্রবেশ করা বৈধ হলে ক্ববরস্থানে এটা বৈধ হওয়া তো আরো অগ্রগণ্য। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৫১)

٤٤٠٨ -[٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ.

৪৪০৮-[২] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্যান্ডেলে দু'টি ফিতা ছিল। (বুখারী)[৩৩৪]

ব্যাখ্যা : নাবী (সাঃ)-এর স্যান্ডেলের দু'টি ফিতা ছিল যা পায়ের দুই অঙ্গুলির মাঝে আটকিয়ে রাখতেন। পায়ের দুই অঙ্গুলি বলতে মধ্যম ও তার সাথে মিলিত অঙ্গুলিকে বুঝানো হয়েছে।

আল জাযুরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "নবী (সাঃ) স্যান্ডেলের দু'টি ফিতা ছিল, একিট বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমা অঙ্গুলির মাঝে আটকিয়ে রাখতেন এবং দু'টি ফিতার অপর দুই প্রান্ত নাবী (সাঃ) তার পায়ের পিঠের বেল্টের সঙ্গে আটকিয়ে রাখতেন। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৩০)

٤٤٠٩ -[٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا يَقُولُ: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৪০৯-[৩] জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কোন এক যুদ্ধে বলতে শুনেছি, তোমরা জুতা বেশি বেশি ব্যবহার করো। কেননা যে মানুষ জুতা ব্যবহার করে, সে যেন বাহনের উপরেই থাকো। (মুসলিম)[৩৩৫]

ব্যাখ্যা : নিশ্চয় জুতা পড়ে পথ চলা সওয়ারীর রাস্তায় কাঁটা বা কষ্টদায়ক বস্তু হতে পা নিরাপদ থাকে। আলোচ্য হাদীসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় যে, মুসাফির ব্যক্তিকে জুতা পরিধান কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সম্পর্কে সতর্ক করা মুস্তাহাব এবং আমীর কিংবা নেতার জন্য তার অনুসারীদের কল্যাণের নাসীহাত করা মুস্তাহাব। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৯৬)

٤٤١٠ -[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৩৩৪] সহীহ : বুখারী ৫৮৫৭, আবূ দাউদ ৪১৩৪, ইবনু মাজাহ ৩৬১৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৯৩৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩১০১, মুসনাদে আহমাদে ১৩৫৬৮, নাসায়ী ৫৩৬৭, তিরমিযী ১৮৪৭-১৮৪৮, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ২৫৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৯৫, শু'আবুল ঈমান ৬২৬৮, সহীহুল জামি' ৮৯৫৮, আল জামি'উস্ সগীর ৪৮২৭।

[৩৩৫] সহীহ : মুসলিম (২০৯৬)-৬৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৫৮, আল জামি'উস্ সগীর ৯৫৬, সহীহুল জামি' ৯৫৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৪৫, মুসনাদে আহমাদ ১৪৬৫৬, শু'আবুল ঈমান ৬২৬৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫০৮০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৭৮৯, আবূ দাউদ ৪১৩৩।

Scanned by CamScanner

৪৪১০-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করে, সে যেন ডান পা হতে আরম্ভ করে, আর যখন খুলবে, তখন যেন বাম পা হতে শুরু করে। যাতে জুতা পরার সময় ডান পা প্রথমে হয় এবং খোলার সময় শেষে। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৩৬]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসের তিনটি ফিক্বহী মাসআলাহ্ রয়েছে :

১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সৌন্দর্যপূর্ণ প্রতিটি কাজে যথাক্রমে– জুতা, মোজা ও জামা পরিধান করা এবং মাথা মুণ্ডানো ও মাথা আঁচড়ানো, গোফ ছাঁটা ও বগলের লোম উঠানো, মিসওয়াক করা ও সুরমা লাগানো, নখ কাটা, উযূ করা, গোসল করা, তায়াম্মুম করা, মাসজিদে প্রবেশ করা, পায়খানা থেকে বের হওয়া, দান-খয়রাত করা ও ভালো কিছু গ্রহণ করা ইত্যাদি এসব কাজে ডান দিক থেকে করা মুস্তাহাব।

২. উপরিউক্ত কাজের বিপরীত কার্যপ্রণালী যথাক্রমে : জুতা, মোজা ও জামা কাপড় খোলা, মাসজিদ থেকে বের হওয়া, পায়খানায় প্রবেশ করা, ইস্তিঞ্জা করা, লিঙ্গ স্পর্শ করাসহ নানাবিধ নিম্নপর্যায়ের কাজগুলোর ক্ষেত্রে বাম দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব।

৩. এক জুতা কিংবা এক মোজা পরিধান করে পথ চলা মাকরূহ। যার দলীলে উল্লেখিত হাদীসসহ আরো একাধিক্ হাদীস। (শার্‌হুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২০৯৭)

٤٤١١ - [٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَمْشِيْ أَحَدُكُمْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪১১-[৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না চলে। হয় উভয় পা খালি রাখবে নয় উভয় পায়ে জুতা পরবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৩৭]

ব্যাখ্যা : খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : আলোচ্য হাদীসে একপায়ে জুতা পরে চলা নিষেধ হওয়ার হিকমাত হলো শারী'আতে জুতা পরিধান করার বিধান এসেছে, পা-কে জমিনের অনিষ্টতা থেকে বেঁচে রাখার জন্য। যখন এক পা খালি থাকবে তখন পথ চলা ব্যক্তি এক পা জমিনের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ রাখতে পারবে অন্যটি নয়। কেউ কেউ বলেন, এক পায়ে জুতা পরে চলার কারণে ব্যক্তি তাঁর নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি সুবিচার করতে পারে না তথা যথাযথ যত্ন নিতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৩২)

٤٤١٢ - [٦] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتّٰى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِ فِيْ خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَحْتَبِيْ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৩৩৬] সহীহ : বুখারী ৫৮৫৬, মুসলিম ১৯ নং অধ্যায়, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৫৫, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৯৫, মুসনাদে আহমাদ ১০০০৩, তিরমিযী ১১৭৯, ইবনু মাজাহ ৩৬১৬, আবূ দাউদ ৪১৩৯, শু'আবুল ঈমান ৬২৭৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৪৩৪।

[৩৩৭] সহীহ : বুখারী ৫৮৫৫, মুসলিম (২০৯৭)-৬৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৫৯, তিরমিযী ১৭৭৪, ইবনু মাজাহ ৩৬১৭, আল জামি'উস্ সগীর ১৩৭৪০, সহীহুল জামি' ৭৭৮২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৪৮, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৯৪, মুসনাদে আহমাদ ৭৩৪৯, শু'আবুল ঈমান ৬২৭৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৩২৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১০৬।

Scanned by CamScanner

৪৪১২-[৬] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, সে যেন একখানা জুতা পরে না চলে, যতক্ষণ না অপর জুতার ফিতা ঠিক করে নেয় এবং একখানা কাপড় দ্বারা ইহ্তিবা অবস্থায় না বসে এবং এক কাপড়ে যেন গোটা শরীর জড়িয়ে না রাখে। (মুসলিম)[৩৩৮]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٤١٣ -[٧] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَالَانِ مُثَنًّى شِرَا كُهُمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৪১৩-[৭] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্যান্ডেলে দু'টি ফিতা ছিল এবং প্রত্যেকটি ফিতা ছিল দু' ভাগ। (তিরমিযী)[৩৩৯]

٤٤١٤ -[٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৪১৪-[৮] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাঊদ)[৩৪০]

ব্যাখ্যা : ‘আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে জুতা পড়তে নিষেধ করেছেন । এর কারণ হলো, বসে জুতা পরিধান করা অনেক সহজ। অন্যদিকে দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করা উল্টে পড়ে যাওয়ার কারণও হতে পারে এবং শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে। এজন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে জুতা পরিধান করার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে নিরাপদে তা পরিধানে হাতের সাহায্য গ্রহণ করা যায়। আল্লাহ অধিক জানেন। (‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৩১)

٤٤١٥ -[٩] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

৪৪১৫-[৯] ইমাম তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।[৩৪১]

٤٤١٦ -[١٠] وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ ﷺ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا أَصَحُّ

---

[৩৩৮] সহীহ : মুসলিম (২০৯৯)-৭১, মুসনাদে আহমাদ ১৪১১৮, শু‘আবুল ঈমান ৬২৭৭, নাসায়ী ৫৩৬৯, আবূ দাউদ ৪১৩৭, আল জামি‘উস্ সগীর ৪০৬, সহীহুল জামি‘ ৪০৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯৭৪, মুসনাফ ‘আবদুর রায্যাক্ব ২০২১৬, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৯৫৭।

[৩৩৯] সহীহ : শামায়িলে তিরমিযী ৭৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১৫৪, ইবনু মাজাহ ৩৬১৪, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩২২, শু‘আবুল ঈমান ৬২৭২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১৩১২০, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৯৪১।

[৩৪০] সহীহ : আবূ দাউদ ৪১৩৫, ইবনু মাজাহ ৩৬১৮-৩৬১৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭১৯, তিরমিযী ১৭৭৫, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৩০৭৭, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্যাক্ব ২০২১৮, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৯৩৬, শু‘আবুল ঈমান ৬২৭৩।

[৩৪১] সহীহ : তিরমিযী ১৭৭৫, ইবনু মাজাহ ৩৬১৮-৩৬১৯।

Scanned by CamScanner

৪৪১৬-[১০] ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো একখানা জুতা পরিধান করে চলেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা নিজেই একখানা জুতা পরিহিতা অবস্থায় চলেছেন। (তিরমিযী)[৩৪২]

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি ('আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত) অধিক সহীহ।

ব্যাখ্যা : নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কোন সময় এক জুতা পরিধান করে চলা, এটা বিশেষ কোন প্রয়োজনে অথবা বৈধতা বুঝানোর জন্য মাত্র। কারণ এক জুতা পরিধান করে চলার প্রতি নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিষেধাজ্ঞা হারাম বুঝানোর জন্য নয়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭৭৮)

٤٤١٧ -[١١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৪১৭-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ যখন বসে, তখন সুন্নাত হলো স্বীয় জুতা খুলে বসবে এবং নিজের এক পার্শ্বে তা রেখে দেবে। (আবূ দাঊদ)[৩৪৩]

ব্যাখ্যা : "নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জুতাদ্বয় খুলে তার বামপার্শ্বে রাখতেন" ডান পার্শ্বে রাখতেন না ডান পার্শ্বের সম্মানে। সামনে রাখতেন না ক্বিবলার সম্মানে এবং পিছনে রাখতেন চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় না। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) অনুরূপ বর্ণনাই করেছেন। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৩৪)

٤٤١٨ -[١٢] وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدٰى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

৪৪১৮-[১২] ইবনু বুরয়দাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। (হাবশার রাজা) নাজাশী নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমাতে দু'খানা সাদাসিধে কালো মোজা হাদিয়্যাহ্ দিয়েছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তা পরিধান করেছেন। (ইবনু মাজাহ)[৩৪৪]

আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) ইবনু বুরয়দাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে তিনি তাঁর পিতা হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তিনি উযূ করেন এবং ঐ মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে (سَاذَجَيْنِ) বলতে এমন মোজা বুঝানো হয়েছে, যা নকশা করা নয় এবং এক কালারের ও লোম থেকে মুক্ত। ইবন হিব্বানে রয়েছে যে, নাজাশী নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরাবর একটি চিঠি

---

[৩৪২] মুনকার য'ঈফ : তিরমিযী ১৭৭৭, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৩৪৮।
হাদীসটি মুনকার য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "লায়স" নামের রাবী", যিনি য'ঈফ। দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৩৪৮।

[৩৪৩] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪১৩৮, য'ঈফ আল আদাবুল মুফরাদ ১৮৬, শু'আবুল ঈমান ৬২৮০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৭৪৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭২২৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আবূ নাহীক" নামক একজন রাবী। যার আসল নাম পরিচয় জানা যায়নি। 'আওনুল মা'বূদ ১১/১৩২ পৃঃ, হাঃ ৪১৩৮।

[৩৪৪] সহীহ : তিরমিযী ২৮২০, ইবনু মাজাহ ৫৪৪৯, আবূ দাউদ ১৫৫, মুসনাদে আহমাদ ২২৯৮১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৯৪, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ১৮৬২।

Scanned by CamScanner

লিখেছিলেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, হে মুহাম্মাদ ﷺ! আমি আপনার সাথে আপনার নিজ সম্প্রদায়ের যে আপনার দীনের উপর রয়েছে, তাকে আমি আপনার সঙ্গে বিবাহ দিলাম। যার নাম উম্মু হাব্বীবাহ্ বিনতু আবী সুফ্ইয়ান এবং আমি আপনাকে সামগ্রিক কিছু উপঢৌকন, যথাক্রমে- জামা, কুর্তা ও রুমাল এবং দু'টি সাদাসিধে মোজা পাঠিয়ে দিলাম। অতঃপর নাবী ﷺ তা পরিধান করলেন এবং উযূ করে দু' মোজার উপর মাসেহ করলেন। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮২০)

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثُ

আর এ অধ্যায়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই।

(٣) بَابُ التَّرَجُّلِ

অধ্যায়-৩ : চুল আঁচড়ানো

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٤١٩ -[١] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪১৯-[১] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা চিরুনি করে দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৪৫]

ব্যাখ্যা : (أرجل) আরবী শব্দ (اَلتَّرْجِيْل) থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো : চিরুনি করা, চুলে তেল ব্যবহার করা। অতএব এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ই'তিকাফরত ব্যক্তির জন্য পরিচ্ছন্নতা অর্জন, সুগন্ধি ব্যবহার, গোসল, চুল কামানো ও সাজ-সজ্জা অবলম্বন করা জায়িয। চুল চিরুনি করার উপর ভিত্তি করে এগুলোর বৈধতা প্রমাণিত হয়। জামহূর 'উলামার মতে ই'তিকাফ অবস্থায় ই'তিকাফরত ব্যক্তির জন্য কেবল ঐসব বিষয় মাকরূহ যা মাসজিদে ই'তিকাফ ছাড়া অবস্থায় মাকরূহ। কেবল ই'তিকাফের কারণে মাসজিদের ভিতর কোন কিছু মাকরূহ হয় না।

ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) থেকে পাওয়া যায় যে, ই'তিকাফরত ব্যক্তির জন্য নিজ পেশার কাজ কর্ম করা মাকরূহ, এমনকি পেশাগত শিক্ষা করানোও।

এ হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, কেউ যদি তার শরীরের কিছু অংশ মাসজিদ থেকে বের করে, তবে তার ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। ই'তিকাফ বিশুদ্ধতায় এতে দোষের কিছু নেই।

---

[৩৪৫] সহীহ : বুখারী ২৯৫, ৫৯২৫; মুসলিম (২৯৭)-৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৩৫৯, দারিমী ১০৫৮, নাসায়ী ৩৮৯, ইবনু মাজাহ ৬৩৩, মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৯৫, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৪০৭, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২১০৯, আস্ সুনানুস্ সুগরা ১৬৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯১৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৬৩২।

Scanned by CamScanner

খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীস থেকে এই ফিক্বহী মাসআলাহ্ বের হয় যে, ই'তিকাফরত ব্যক্তির জন্য পায়খানা বা প্রসাবের প্রয়োজন ছাড়া মাসজিদ থেকে বের হওয়া জায়িয নয়। এ হাদীস থেকে ই'তিকাফরত ব্যক্তির জন্য চিরুনি করা ও ময়লা পরিষ্কার করার বৈধতা পাওয়া যায়। হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় যে, হায়য বা ঋতুবতী মহিলার শরীর পাক, নাপাক নয়। অর্থাৎ শরীরের বাহ্যিক অংশ নাপাক নয়। কেননা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা ঋতুগ্রস্ত অবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল চিরুনি করে দিতেন বলে হাদীসে বলা হচ্ছে। ('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২৪৬৬)

٤٤٢٠-[٢] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ: اَلْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪২০-[২] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচটি জিনিস ফিত্বরাত– ১. খতনা করা, ২. নাভির নিম্নের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করা, ৩. গোঁফ কাটা, ৪. নখ কাটা, ৫. বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৪৬]

ব্যাখ্যা : (اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ) ফিত্বরাহ্ অর্থাৎ ইসলামের ফিত্বরাত পাঁচটি। ফিত্বরাত বলা হয় মানুষের ঐ স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যকে, যে বৈশিষ্ট্যের উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ক্বাযী এবং অন্যরা বলেন : হাদীসে যে ফিতরাতের কথা বলা হয়েছে এর ব্যাখ্যা পুরাতন সুন্নাত দিয়ে দেয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ বৈশিষ্ট্যগুলো এমন পুরাতন সুন্নাত যা সব নাবী আলাইহিমুস সালাম গ্রহণ করেছেন এবং সকলের শারী'আত এ ব্যাপারে একমত। এগুলো যেন এমন বৈশিষ্ট্য, যার উপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'ফিত্বরাত' শব্দের যত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে এ ব্যাখ্যাটি সর্বোত্তম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

এখানে যে পাঁচটি ফিত্বরাত তথা স্বভাবজাত সুন্নাত বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তার একটি হলো :

(اَلْخِتَانُ) 'খিতান' এর অর্থ হলো খৎনা করা। খৎনা কাকে বলে তা সকলেরই জানা। খৎনা সকল নাবীদেরই পুরাতন সুন্নাত। আমাদের জন্যও খৎনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে এ সুন্নাতটির গুরুত্ব ও পর্যায় নিয়ে 'উলামার মাঝে কিছুটা দ্বিমত লক্ষ্য করা যায়। ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ)-সহ অনেক 'আলিমের নিকট খৎনা করা সুন্নাতটি ওয়াজিব। অর্থাৎ নাবী ﷺ-এর কর্ম হিসেবে এটি সুন্নাত বা তাঁর পালিত একটি নিয়ম হলেও এ সুন্নাতটি আদায় করা সকলের ওপর ওয়াজিব। অপরদিকে ইমাম মালিকসহ অধিকাংশ 'আলিমদের মতে খৎনার হুকুম সুন্নাত। (শারহুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড, হাঃ ২৫৭/৪৯)

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ)-সহ অনেকেই খৎনা করাকে সুন্নাত বললেও এর গুরুত্ব সকলের নিকট ওয়াজিব পর্যায়ের। কেননা খৎনা করা ইসলামের এক বিশেষ নিদর্শন বলে গণ্য। তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম। বাহ্যিক নাপাকি থেকে পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রেও খৎনার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

পুরুষের ক্ষেত্রে খৎনা করা যেমন সুন্নাত, মহিলার ক্ষেত্রেও সুন্নাত। তবে মহিলার ক্ষেত্রে খৎনার গুরুত্ব পুরুষের মতো নয়। মহিলার ক্ষেত্রে খৎনার বিধান নিয়ে 'উলামায়ে কিরাম জায়িয, মুস্তাহাব, সুন্নাত,

---

[৩৪৬] **সহীহ :** বুখারী ৫৮৮৯, ৫৮৯১, ৬২৯৭; মুসলিম (২৫৭)-৪৯, আবূ দাউদ ৪১৯৮, ইবনু মাজাহ ২৯২, নাসায়ী ৯, ইরওয়া ৭৩, তিরমিযী ২৭৫৬, আবূ দাউদ ৪১৯৮, আল আদাবুল মুফরাদ ১২৯২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭০৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৫৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৭৩, শু'আবুল ঈমান ২৭৫৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৮০, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৩৪৩।

Scanned by CamScanner

ওয়াজিবের মতানৈক্য করে থাকেন। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, মহিলাদের ক্ষেত্রেও তা সুন্নাত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : «اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ» "খৎনা পুরুষের জন্য সুন্নাত, মহিলাদের জন্য সম্মানের পরিচায়ক"। ইমাম আহমাদ হাসান সানাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(اَلِاسْتِحْدَادُ) স্বভাবজাত সুন্নাতের আরেকটি সুন্নাত হলো 'ইসতিহ্‌দাদ'। 'ইসতিহ্‌দাদ' এর শাব্দিক অর্থ হলো 'হাদীদ' বা লৌহ বিশেষের ব্যবহার। এর দ্বারা ক্ষুর দ্বারা নাভির নিচের পশম কাটা উদ্দেশ্য। ক্ষুর দ্বারা নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা সুন্নাত। এর দ্বারা এই স্থানকে আবর্জনামুক্ত ও পরিষ্কার রাখা উদ্দেশ্য। ক্ষুর দ্বারা নাভির নিচের লোমকে চেঁছে ফেলা বা কামিয়ে ফেলা উত্তম। তবে কাঁচি দিয়ে ছাঁটা বা উপড়িয়ে ফেলা অথব চুনা ব্যবহারের মাধ্যমে লোম তুলে ফেলাও বৈধ। নাভির নিচের লোম বলতে পুরুষের লজ্জাস্থানের উপর ও তার আশপাশে যত লোম রয়েছে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এভাবে মহিলার লজ্জাস্থানের আশপাশে যত লোম রয়েছে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। লজ্জাস্থানের সামনের রাস্তা ও পিছনের রাস্তার আশপাশের সকল লোম কামিয়ে নেয়া বা কর্তন করে নেয়া এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। (শারহুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড, হাঃ ২৫৭/৪৯)

(قَصُّ الشَّارِبِ) অর্থাৎ গোঁফ কর্তন করা। অর্থাৎ উপরের ঠোঁটের উপর গজানো পশমকে একেবারে মূল থেকে না ছেঁটে কেটে নেয়া সুন্নাত। তবে গোঁফ কর্তনের বেলায় হাদীসে বিভিন্ন ধরনের শব্দ ব্যববহার করা হয়েছে। কাটা, ছাটা, কামানো, ছোট করা সব ধরনের শব্দই গোঁফ কর্তনের নির্দেশে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই 'উলামা এ ব্যাপারে মতানৈক্য পোষণ করেন। কারো মতে কাটা সুন্নাত, আবার কারো মতে ছাটা সুন্নাত, আবার কারো মতে উভয়টার অবকাশ রয়েছে। ইমাম তাবারী এ ব্যাপারে উভয় মতামত আলোচনা করে বলেন, সুন্নাতে উভয়টিরই অবকাশ পাওয়া যায়। তাই কোন বিরোধ নেই। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৯৪)

(تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ) নখ কর্তন করা। স্বভাবজাত সুন্নাতের আরেকটি হলো হাত ও পায়ের নখ কেটে নেয়া। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর শারহু মুসলিমে লিখেন, নখ কাটার বেলায় মুস্তাহাব হলো, প্রথমে হাতের নখ কাটা এবং পরে পায়ের নখ কাটা। হাতের মধ্যে আবার প্রথমে ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলির নখ, এরপর মধ্যমা, এরপর অনামিকা, এরপর কনিষ্ঠা, এরপর বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কাটবে। তারপর বাম হাতের প্রথমে কনিষ্ঠা, এরপর অনামিকা– এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আসবে। এরপর ডান পায়ের কনিষ্ঠা থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বাম পায়ের কনিষ্ঠায় গিয়ে শেষ করবে।

(শারহুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড, হাঃ ২৫৭/৪৯)

এভাবে কেউ নখ কাটার মুস্তাহাব পদ্ধতি এবং মুস্তাহাব সময় বৃহস্পতিবারের কথা উল্লেখ করেন। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) এগুলো বর্ণনার পর বলেন : বৃহস্পতিবারে নখ কাটার ব্যাপারে কোন হাদীস নেই। বরং যেভাবেই প্রয়োজন পড়বে কাটবে। অনুরূপভাবে নখ কাটার পদ্ধতি ও তার বার নির্ধারণের বেলায় কিছুই প্রমাণিত নয়। নখ কাটার ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বা অন্যদের দিকে যা সম্পৃক্ত করা তার সবই বাতিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(نَتْفُ الْإِبِطِ) বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা। বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা সবার ঐকমত্যে সুন্নাত। যে ব্যক্তি উপড়িয়ে ফেলতে সক্ষম তার জন্য এটাই উত্তম। তবে কামিয়ে ফেললে বা চুনা দ্বারা তুলে নিলেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। ইউনুস ইবনু 'আবদুল আ'লা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ)-এর কাছে গেলাম। তখন তার কাছে সজ্জাকারী ব্যক্তি ছিল যে তার বগলের লোম কামিয়ে দিচ্ছে। শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) তখন বললেন, আমি জানি, সুন্নাত হলো উপড়িয়ে ফেলা। কিন্তু ব্যথার কারণে আমি তা করতে সক্ষম নই। (শারহুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড, হাঃ ২৫৭/৪৯)

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে ফিত্বরাত বা স্বভাবজাত সুন্নাত পাঁচটির কথা বলা হয়েছে। আবার অন্য হাদীসে বলা হয়েছে-

«عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالِاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ»

"দশটি বিষয় ফিত্বরাতের অন্তর্ভুক্ত। গোঁফ ছাঁটা, দাড়ি ছেড়ে দেয়া, মিসওয়াক করা, নাকে (উযূ করার সময়) পানি নেয়া, নখ কাটা, আঙ্গুলের জোড়া বা গাট ধৌত করা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের লোম কর্তন করা, পানি দিয়ে ইসতিঞ্জা করা।"

এখানে দশটি ফিত্বরাতের কথা উল্লেখ করে নয়টি বলার পর বর্ণনাকারী বলেন : আমি দশ নাম্বারটি ভুলে গেছি। তবে তা কুলি করা হতে পারে।

আমরা লক্ষ্য করলে দেখব যে, এ হাদীসে অতিরিক্ত যে ফিত্বরাতের কথা বলা হয়েছে যা উপরের হাদীসে নেই সেগুলো হলো : দাড়ি ছেড়ে দেয়া, মিসওয়াক করা, নাকে (উযূতে) পানি নেয়া, আঙ্গুলের জোড়া বা গাট ধৌত করা, ইসতিঞ্জা করা। বর্ণনাকারীর সন্দেহমূলক আরেকটি হলো কুলি করা। আবার উপরের হাদীসে খৎনা করার কথা বলা হয়েছে যা এ হাদীসে নেই। অতএব দুই হাদীস মিলিয়ে মোট এগারটি ফিত্বরাত বা স্বভাবজাত সুন্নাতের কথা বলা হলো। তবে একটি হাদীসে পাঁচটি, আবার অপর হাদীসে দশটি বলার কারণ বা উভয় হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক বিরোধ নিরসন করার উপায় কি?

এর উত্তরে 'উলামায়ে কিরাম বলেন : স্বভাবজাত সুন্নাত পাঁচটি বা দশটির ভিতর সীমাবদ্ধ নয়। বরং স্বভাবজাত বেশকিছু সুন্নাতের মধ্যে রসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীসে পাঁচটির কথা বলেছেন, আরেক হাদীসে দশটির কথা বলেছেন। আর সীমাবদ্ধ নয় বলেই বর্ণনায় (مِنَ الْفِطْرَةِ) শব্দটি এসেছে। যার অর্থ হলো, ফিত্বরাতের মধ্য থেকে এগুলো হলো উল্লেখযোগ্য। (শার্হুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড, হাঃ ২৫৭/৪৯)

٤٤٢١ -[٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ: أَوْفِرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ". وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪২১-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করো। অর্থাৎ- দাড়ি বাড়াও এবং গোঁফ খাটো করো। অপর এক বর্ণনায় আছে, গোঁফ ছেঁটে নাও এবং দাড়ি লম্বা করো। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৪৭]

ব্যাখ্যা : (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ) মুশরিকদের বিরোধিতা করো। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ মুসলিম-এর বিবরণে রয়েছে, «خالفوا المجوس» অর্থাৎ অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো। ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসের উদ্দেশ্য এটাই। কেননা তাদের অনেকে দাড়ি কেটে ফেলতো আবার অনেকে কামিয়ে ফেলতো এবং গোঁফ ছেড়ে দিতো। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৯২)

[৩৪৭] সহীহ : বুখারী ৫৮৯২, মুসলিম (২৫৯)-০৫৪, নাসায়ী ৫০৪৬, শু'আবুল ঈমান ৬৪৩০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৩৮০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭০৮, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫৭৩৮, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৪৯২, তিরমিযী ২৭৬৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭২৩, সহীহুল জামি' ২০৭।

Scanned by CamScanner

(أَوْفِرُوا اللِّحَى) অর্থাৎ দাড়িকে পরিপূর্ণরূপে বৃদ্ধি করো। ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় দাড়ি বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে «أعفوا. أوفِروا. وفِّروا» শব্দ বর্ণিত হয়েছে। আবার আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ মুসলিম-এর বিবরণে «أوفوا. أرْجِئُوا. أرْخُوا» শব্দ এসেছে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সব বর্ণনা মিলে পাঁচ ধরনের শব্দ এসেছে। সব বর্ণনারই মর্ম এক। অর্থাৎ দাড়িকে তার আপন গতিতে লম্বা হতে দেয়া এবং বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণ করা। হাদীসের শব্দ এটাই দাবী করে। আমাদের ইমামগণের অনেকে এবং অন্যান্য অনেকেই এ মত পোষণ করেন।

(শারহুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড, হাঃ ২৫৯/৫২)

দাড়ির বেলায় এসব হাদীসের আলোকে অনেক 'আলিমের মতে দাড়ি কোন অবস্থায় কাটা বৈধ নয়। বরং তাকে তার আপন গতিতে বাড়তে দিতে হবে। আবার অনেক 'আলিম মনে করেন, দাড়ি অধিক লম্বা হলে এক মুষ্টির অতিরিক্তটুকু কাটা বৈধ রয়েছে। সহীহুল বুখারীর হাদীসে রয়েছে-

«وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ، قَبَضَ عَلٰى لِحْيَتِهٖ، فَمَا فَضَلَ، أَخَذَهٗ»

"আর ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন হাজ্জ বা 'উমরাহ্ করতেন, তিনি তাঁর দাড়িকে মুঠ দিয়ে ধরতেন, মুষ্টির অতিরিক্ত যা হত তা কেটে ফেলতেন।"

ফাতহুল বারীতে ইমাম ত্ববারীর বরাতে লিখেন, একদল 'আলিম হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর মত দিয়েছেন। তাই তারা মনে করেন, দাড়ির পার্শ্ব থেকে বা তার লম্বা থেকে যে কোন কিছু কাটা মাকরূহ। আবার আরেক দল মনে করেন, এক মুষ্টির উপরে হলে অতিরিক্তটুকু কাটা জায়িয। তাদের দলীল ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কর্ম। তিনি অতিরিক্তটুকু কেটেছেন। 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও এক ব্যক্তির বেলায় এমনটি করেছেন বলে তারা বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও এমনটি করেছেন বলে বিবরণ দেন।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৯২)

(أَحْفُوا الشَّوَارِبَ) গোঁফ কর্তন করো।। أَحْفُوا শব্দের অর্থ কর্তন করা। গোঁফ কর্তনের বেলায় পরবর্তী যে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে সেটি (أنهكوا) কাটার ক্ষেত্রে মুবালাগাহ্ বা আধিক্য করা। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

গোঁফের কাটা সুন্নাত নাকি হলক্ব তথা কামিয়ে নেয়া সুন্নাত তা আমরা উপরের হাদীসের ব্যাখ্যায় জেনেছি।

٤٤٢٢ - [٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا تُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৪২২-[৪] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা এবং বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা আর নাভির নিচের লোম মুড়ানোর ব্যাপারে যেন আমরা চল্লিশ দিনের অধিক ছেড়ে না রাখি। (মুসলিম)[৩৪৮]

ব্যাখ্যা : (وُقِّتَ لَنَا) অর্থাৎ আমাদের জন্য সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে বা সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটি মারফূ' হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। যেমন বলা হয়, «أُمِرْنَا

[৩৪৮] সহীহ : মুসলিম (২৫৮)-৫১, শু'আবুল ঈমান ২৭৬৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭১১, তিরমিযী ২৭৫৯, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৭৭, মুসনাদে আহমাদ ১২২৩২, আবূ দাউদ ৪২০০, ইবনু মাজাহ ২৯৫, নাসায়ী ১৪।

Scanned by CamScanner

بِكَذَا»। অর্থাৎ আমাদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া সহীহ মুসলিম ছাড়া অন্য কিতাবের বর্ণনায় এসেছে, (وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ) অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।
(শার্‌হুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড, হাঃ ২৫৮/৫১)

উল্লেখিত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ গোঁফ, নখ, বগলের নিচের পশম ও নাভির নিচের পশম কাটার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যার সর্বোচ্চ মেয়াদ হলো চল্লিশ দিন। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "আমরা যেন চল্লিশ রাতের বেশি না ছাড়ি" এর অর্থ হলো, আমরা এগুলো কাটা এমনভাবে ছেড়ে দিব না যে চল্লিশ দিন পার হয়ে যায়। (শার্‌হুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড, হাঃ ২৫৮/৫১)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, এগুলো কাটতে চল্লিশ দিন নিতে হবে, বরং চল্লিশ দিন পার না করাটা হাদীসের উদ্দেশ্য। এর ভিতর যে কোন দিন এগুলো কেটে নেয়া যায়। এগুলোর বৃদ্ধির অবস্থার ভিত্তিতে তা কেটে নিবে। রসূলুল্লাহ ﷺ নখ ও গোঁফ প্রতি জুমু'আর দিন কেটে নিতেন বলে বিবরণ পাওয়া যায়। শারহুস্ সুন্নাহ্য় তা উল্লেখের পর বলেন, এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, নাভীর নিচের লোম কাটা ও বগলের পশম উপড়াতে দেরী করতেন। আর বাহ্যত এটাই বুঝা যায়; কেননা এগুলো এক সপ্তাহে লম্বা হয় না। কোন কোন বর্ণনায় ইবনু 'উমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ প্রতি জুমু'আর দিন গোঁফ ও নখ কেটে নিতেন, আর নাভীর নিচের পশম বিশ দিনে কাটতেন এবং বগলের পশম চল্লিশ দিনে উপড়াতেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٢٣ - [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارٰى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪২৩-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে। নাবী ﷺ বলেছেন : ইয়াহূদী এবং নাসারাগণ দাড়ি চুলে খিযাব লাগায় না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করো (অর্থাৎ- খিযাব লাগাও)।
(বুখারী ও মুসলিম)[৩৪৯]

ব্যাখ্যা : (لا يصبغون) আরবী শব্দ «صِبْغٌ صَبْغٌ» থেকে নির্গত। যার অর্থ রঙ করা বা খিযাব লাগানো। তারা রঙ করে না। অর্থাৎ তারা তাদের দাড়িতে খিযাব ব্যবহার করে না। অতএব তোমরা তাদের বিরোধিতা করো অর্থাৎ মেহেদীর খিযাব ব্যবহার করো। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

দাড়ি সাদা হয়ে গেলে খিযাব তথা রঙ দিয়ে তা পরিবর্তন করতে নাবী ﷺ উৎসাহিত করেছেন। ফাতহুল বারীতে ইমাম আহমাদ-এর বরাতে হাসান সানাদে আবূ উমামাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন- "রসূলুল্লাহ ﷺ একদিন আনসারী কিছু বৃদ্ধ লোকের সামনে বের হন, যাদের দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলেন, হে আনসারের দল! তোমরা দাড়িকে লাল করো, হলুদ করো এবং আহলে কিতাবদের বিরোধিতা করো"। ইমাম ত্ববারানী তাঁর 'আওসাত্ব' কিতাবে আনাস رضي الله عنه থেকে এমন হাদীস বর্ণনা করেন। আর 'কাবীরে' 'উতবাহ্ ইবনু 'আবদুল মালিক থেকে বর্ণনা করেন- "রসূলুল্লাহ ﷺ অনারবদের বিরোধিতা করতে চুল পরিবর্তন করার নির্দেশ দেন। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৯৯)

---

[৩৪৯] সহীহ : বুখারী ৩৪৬২, ৫৮৯৯; মুসলিম (২১০৩)-৮০, নাসায়ী ৫২৪১, আবূ দাউদ ৪২০৩, ইবনু মাজাহ ৩৬২১, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৩৪৫, মুসনাদে আহমাদ ৭২৭৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫৯৫৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৩৮৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১২১।

Scanned by CamScanner

বর্ণিত হাদীসসমূহের আলোকে আমরা দেখছি যে, চুল বা দাঁড়িতে শুভ্রতা প্রকাশ পেলে খিযাব বা রঙ দ্বারা তা পরিবর্তন করতে উৎসাহিত করেছেন নাবী ﷺ। তবে খিযাবের ক্ষেত্রে যে কোন রঙের খিযাব ব্যবহার বৈধ নাকি এর মাঝে কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে– এ নিয়ে 'উলামায়ে কিরাম দ্বিমত পোষণ করেন। উপরোক্ত হাদীসসমূহে খিযাবের কোন ধরণকে পৃথক করা হয়নি। এসব হাদীসের আলোকে যে কোন খিযাবই বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন একদল 'আলিম। 'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যারা কালো খিযাব ব্যবহারের অনুমতি দেন তারা এ হাদীসগুলো দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৯৯)

পরবর্তী হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, রসূলুল্লাহ ﷺ খিযাব দ্বারা চুল বা দাড়িকে পরিবর্তন করতে বলেছেন, যা কালো খিযাব পরিহার করতে বলেছেন। তাই 'উলামায়ে কিরামের অনেকেই মনে করেন, চুলে কালো খিযাব ছাড়া অন্য খিযাব ব্যবহার করা বৈধ। কালো খিযাব ব্যবহার করা বৈধ নয়। যেসব হাদীসে খিযাব ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে বা অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তা কালো ছাড়া অন্য রঙের বেলায়। 'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) উপরের হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, "খিযাব ব্যবহারের অনুমোদন কালো ছাড়া অন্য রঙের বেলায় নির্ধারিত। কেননা ইমাম মুসলিম জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন, নাবী ﷺ বলেন, "তোমরা তা পরিবর্তন করো তবে কালো পরিহার করো"। এছাড়াও আবূ দাউদে ইবনু 'আব্বাস থেকে মারফূ' সানাদে বর্ণিত, যা ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন,

«يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة»

"শেষ যামানায় এমন এক সম্প্রদায় হবে, যারা কবুতরের বুকের ন্যায় (কালো) খিযাব ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না"। হাদীসের সানাদ শক্তিশালী। তবে হাদীসটি মারফূ' নাকি মাওকূফ– এ নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। মাওকূফ হওয়াকে প্রাধান্য দিলেও তা মারফূ' এর হুকুমে; কেননা যুক্তির আলোকে এসব কথা বলা যায় না। তাই ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) কালো খিযাব ব্যবহার মাকরূহ তাহরীমী হওয়ার মতকে পছন্দ করেন।" (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৯৯)

٤٤٢٤ -[٦] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثُّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «غَيِّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৪২৪-[৬] জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন (আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه-এর পিতা) আবূ কুহাফাকে (মুসলিম বানানোর জন্য) নাবী ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। সে সময় তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি সুগামার (কাশফুলের) মতো একেবারে সাদা ছিল। তখন নাবী ﷺ

Scanned by CamScanner

মাযহাব হলো, মহিলা ও পুরুষের জন্য চুলের শুভ্রতায় হলুদ ও লাল খিযাব ব্যবহার মুস্তাহাব। আর আমাদের মাযহাবের বিশুদ্ধ মতে কালো খিযাব ব্যবহার হারাম। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৯৯)

উপরোল্লিখিত হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

٤٤٢٥ -[٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رُؤُوسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُّ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪২৫-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে সমস্ত ব্যাপারে কোন নির্দেশ (বা ওয়াহী) নাযিল হয়নি, সেসব বিষয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আহলে কিতাবদের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করাকে পছন্দ করতেন। তৎকালের আহলে কিতাবগণ তাদের মাথার চুলকে সোজা ছেড়ে রাখত। আর মুশরিকরা সিঁথি কেটে চুলগুলোকে দু'ভাগ করত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমনিই সোজাসুজি পিছনের দিকে ঝুলিয়ে রাখতেন (সিঁথি কাটত না)। অবশ্য পরে তিনি সিঁথি কেটেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৫১]

ব্যাখ্যা : (يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ) অর্থাৎ যেসব বিষয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে কোন ওয়াহী নাযিল হয়নি সেসব বিষয়ে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আহলে কিতাবদের সাথে ঐকমত্য পোষণ ভালোবাসতেন।

বিভিন্ন বিষয়ে আহলে কিতাবদের সাথে বিরোধিতা করার কথা বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। ইতোপূর্বে খিযাবের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, আহলে কিতাবদের বিরোধিতা করতেই খিযাব করতে বলেছেন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তাই ওয়াহী না আসা বিষয়ে আহলে কিতাবদের সাথে ঐকমত্য পোষণের ব্যাখ্যায় ইমাম নাবাবী, ক্বাযী 'ইয়ায-এর বরাতে বলেন : যেসব বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে কোন ওয়াহী আসেনি সেসব বিষয়ে আহলে কিতাবদের সাথে ঐকমত্যের ব্যাখ্যায় 'উলামারা ইখতিলাফ করেন। কেউ কেউ বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ কাজটি ইসলামের সূচনালগ্নে আহলে কিতাবদের মনকে আকৃষ্ট করা এবং মূর্তি পূজার বিরোধিতায় তাদের সাথে তাঁর ঐকমত্য দেখানোর জন্য ছিল। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আকৃষ্ট করা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেন এবং ইসলামকে সব দীনের উপর জয় দান করেন, তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের সাথে বিরোধিতার ঘোষণা দেন। যেমন চুলে খিযাবের বিষয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এমনও হতে পারে যে, যেসব বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে কোন ওয়াহী অবতীর্ণ হয়নি, সেসব বিষয়ে তাঁকে আহলে কিতাবদের শারী'আতের অনুসরণ করতে বলা হয়েছিল। আর এটা নিশ্চয় তাদের শারী'আতের ঐসব বিষয়ে যেগুলোকে তারা পরিবর্তন করেনি। (শারহুন্ নাবাবী হাঃ ২৩৩৬, অধ্যায় : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চুলের সিফাত)

(يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ) তারা তাদের চুলকে ছেড়ে দিত। চুলকে ছেড়ে দেয়া বলতে, চুলকে দুই ভাগে ভাগ করে ডান দিকে এক ভাগ এবং বাম দিকে এক ভাগ না করেই তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় মাথার আশপাশে ছেড়ে দেয়া।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর শারহু মুসলিমে রয়েছে, 'উলামায়ে কিরাম বলেন : চুলের ক্ষেত্রে 'সাদ্‌ল' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, চুলকে কপালের উপর ছেড়ে দেয়া এবং তাকে বাটির মতো বানিয়ে ফেলা। আর

[৩৫১] সহীহ : বুখারী ৫৯১৭, মুসলিম (২৩৩৬)-৯০, আবূ দাউদ ৪১৮৮, ইবনু মাজাহ ৩৬৩২, মুসনাদে আহমাদ ২৩৬৪, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫০৭৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ২৩৭৭, শু'আবুল ঈমান ৬৪৭৬, নাসায়ী ৫২৩৮।

Scanned by CamScanner

'ফার্‌ক' তথা সিঁথি হলো চুলকে একে অপর থেকে পৃথক করা। কেউ কেউ বলেন, 'সাদ্‌ল' হচ্ছে, চুলকে দ্বিখণ্ডে বণ্টন না করে পিছন দিকে ছেড়ে দেয়া। আর 'ফার্‌ক' বা সিঁথি হলো তাকে দ্বিখণ্ডে ভাগ করা।

(فَسَدَلَ النَّبِيُّ ﷺ نَاصِيَتَهُ) তাই রসূলুল্লাহ ﷺ চুলে 'সাদল' করতেন। অর্থাৎ মাদীনায় এসে আহলে কিতাবদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করতে তিনি (ﷺ) সাদ্‌ল করেন।

(ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ) এরপর সিঁথি করেন। অর্থাৎ মাদীনার আসার পর কিছুকাল যাওয়ার পর সিঁথি করেন। ইবনুল মালিক বলেন : জিবরীল এসে তাকে সিঁথি করার নির্দেশ দেন। তাই তিনি সিঁথি করেন এবং মুসলিমরাও তাদের মাথা সিঁথি করতেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

উল্লেখ্য যে, চুলে 'সাদ্‌ল' তথা সিঁথি না করে ছেড়ে দেয়া অথবা 'ফার্‌ক' তথা সিঁথি করা কোনটি শার'ঈ দিক নির্দেশনা হিসেবে ছিল না। তাই রসূলের সিঁথির 'আমালের মাধ্যমে 'সাদ্‌ল'-এর হুকুম রহিত হয়ে গেছে এমন নয়।

ফাতহুল বারীতে রয়েছে, 'সাদ্‌ল' মানসূখ বা রহিত হলে সব সহাবা বা অধিকাংশরা তা ছেড়ে সিঁথি করতেন। আর সহাবীদের থেকে বর্ণিত যে, তাদের কেউ কেউ সিঁথি করতেন, কেউ কেউ সিঁথি করতেন না। অথচ কেউ কাউকে দোষারোপ করতেন না। আর সহীহ বর্ণনায় রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল বাবরী ছিল, তাতে সিঁথি হলে তিনি তা সিঁথি করতেন, না হলে ছেড়ে দিতেন। অতএব বিশুদ্ধ মত হলো, সিঁথি মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৯১৭)

٤٤٢٦ -[٨] وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الْقَزَعِ. قِيلَ لِنَافِعٍ: مَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ الْبَعْضُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمُ التَّفْسِيرَ بِالْحَدِيثِ

৪৪২৬-[৮] নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে ক্বযা' হতে নিষেধ করতে শুনেছি। নাফি'-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ক্বযা' কি? তিনি বললেন : বালকদের মাথার কিছু চুল মুড়িয়ে ফেলা এবং কিছু চুল রেখে দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৫২]

কেউ কেউ ক্বযা'-এর ব্যাখ্যাটি মূল হাদীসের সাথেই সংযোগ বা সংযুক্ত করেছেন।

ব্যাখ্যা : (القزع) ক্বযা' অর্থাৎ মাথার চুলের কিছু অংশ কামানো আর কিছু অংশ রেখে দেয়া। কেউ কেউ বলেন, মাথার বিভিন্ন অংশ থেকে কামিয়ে নেয়া হচ্ছে ক্বযা'। ইমাম নাবাবী বলেন : প্রথম অর্থটিই এখানে উদ্দেশ্য; কেননা প্রথম অর্থটি হাদীসের বর্ণনাকারীর ব্যাখ্যা। বর্ণনাকারীর ব্যাখ্যা হাদীসের বাহ্যিক অর্থের বিরোধ নয়। তাই এই অর্থ নেয়া আবশ্যক।

ক্বযা' অর্থাৎ মাথার কিছু চুল কামানো ও কিছু রেখে দেয়া। এক অংশের চুল কামানো এবং অন্য অংশ রেখে দেয়া মাকরূহ হওয়ার বেলায় উলামারা একমত। তবে মাথার চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য হলে মাকরূহ নয়। আর এখানে মাকরূহ বলতে মাকরূহ তানযীহি। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) এ আলোচনার পর বলেন : আমাদের মাযহাব মোতাবেক পুরুষ-মহিলা সবার জন্যই কাযা' মাকরূহ; কেননা হাদীসটি ব্যাপক। 'উলামায়ে কিরাম বলেন : ক্বযা' মাকরূহ হওয়া বা নিষেধের রহস্য হলো, এতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকে

[৩৫২] সহীহ : বুখারী ৫৯২০, মুসলিম (২১২০)-১১৩, নাসায়ী ৫২২৮, আবূ দাউদ ৪১৯৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১২৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫২৭২, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৯১৪, মুসনাদে আহমাদ ৪৪৭৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৮০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৭৭৯।

Scanned by CamScanner

কদাকার করে দেয়া হয়। কেউ কেউ বলেন, এটা ইতর শায়ত্বনের কষ্ট দেয়ার কারণ। আবার কেউ কেউ বলেন, এটা ইয়াহূদীদের বেশ; তাই মাকরূহ। (শারহুন্ নাবাবী পৃঃ ৯১/৯২৭, লিবাস অধ্যায়, ক্বযা' মাকরূহ অনুচ্ছেদ)

٤٤٢٧ - [٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ: «احْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৪২৭-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত আছে। একদিন নাবী ﷺ এমন একটি ছেলেকে দেখতে পেলেন, যার মাথার চুলের কিছু অংশ মুড়ানো হয়েছে আর কিছু অংশ রেখে দেয়া হয়েছে। তখন তিনি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন : পুরা মাথা মুড়িয়ে ফেলো অথবা পুরা মাথার চুল রেখে দাও। (মুসলিম)[৩৫৩]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসটি উপরের হাদীসের ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ মাথার কিছু অংশের চুল রেখে দেয়া এবং কিছু কামিয়ে ফেলা ক্বযা' এবং তা নিষিদ্ধ।

«احْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ» তার পুরো কামাও বা পুরোই ছেড়ে দাও। অর্থাৎ মাথার পুরো চুল কামিয়ে নাও অথবা পুরো চুল ছেড়ে দাও। কিছু কামাবে আর কিছু রাখবে এমনটি করবে না। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : হাদীসের এ অংশে ইঙ্গিত হলো হাজ্জ এবং 'উমরাহ্ ছাড়াও মাথার চুল হলক্ব তথা সম্পূর্ণ কামানো বৈধ। কামানো ও রেখে দেয়ার মাঝে ব্যক্তি ইচ্ছাধীন। তবে উত্তম হলো, হাজ্জ ও 'উমরাহ্ ছাড়া না কামানো বেলায়। কেননা না কামানোই ছিল রসূল ﷺ-এর 'আমাল ও তার সহাবীদের 'আমাল। আর 'আলী رضي الله عنه কামানোর বেলায় একাই তাদের থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম শাওকানী 'নায়লুল আওত্বার'-এ লিখেন, হাদীসে তাদের মতের প্রত্যাখ্যান রয়েছে যারা বলেন : মাথার চুল কামিয়ে নেয়া মাকরূহ। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১১৯)

٤٤٢٨ - [١٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৪২৮-[১০] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ নারীর সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষ এবং পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণকারিণী নারীদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন : তাদেরকে তোমাদের ঘর হতে বের করে দাও। (বুখারী)[৩৫৪]

ব্যাখ্যা : (الْمُخَنَّثِينَ) শব্দটির 'নূন' হরফে তাশদীদ সহকারে যবর বা যের দিয়ে দু'ভাবেই উচ্চারণ করা যায়। তবে যবর দিয়ে পড়া অধিক প্রসিদ্ধ। এর অর্থ হলো নারীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনকারী। এই সাদৃশ্য অবলম্বন অবয়ব, পোশাক, খিযাব, আওয়াজ, আকৃতি, কথা বলা এবং যে কোন চাল-চলনে হতে পারে। এ কর্মটি নিষেধ। কেননা এতে আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি ঘটানো হয়।

---

[৩৫৩] সহীহ : মুসলিম ৬/১৬৫, আবূ দাউদ ৪১৯৫, নাসায়ী ৫০৪৮, আল জামি'উস্ সগীর ২১৯৫, সহীহুল জামি' ১৩১৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১২৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৫৬৪, শু'আবুল ঈমান ৬৪৮০।

[৩৫৪] সহীহ : বুখারী ৫৮৮৬, দারিমী ২৬৪৯, আবূ দাউদ ৪৯২৯, ইবনু মাজাহ ১৯০২, ইরওয়া ১৭৯৭, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৩১৫, মুসনাদে আহমাদ ১৯৮২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৫৯০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১৫৮০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭৪৩৯।

Scanned by CamScanner

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মুখান্নাস অর্থাৎ নারীর সাদৃশ্য অবলম্বনকারী ব্যক্তি দুই প্রকারের। এক : যে সৃষ্টিগতভাবে কিছুটা নারী প্রকৃতির। সে কৃত্রিমভাবে নারীর সাদৃশ্যতা অবলম্বন করেনি। এতে কোন দোষ, গোনাহ নেই। কেননা সে অপারগ। দুই : যে কৃত্রিমভাবে চাল-চলন, কথা-বার্তা এবং অবয়ব ইত্যাদিতে নারীর আকৃতি অবলম্বন করে, সে ব্যক্তির এ কাজ দোষণীয় যার অভিশাপ হাদীসে এসেছে।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭৮৫)

(الْمُتَرَجِّلَاتِ) ‘জিম’ অক্ষরে তাশদীদ ও যের দিয়ে উচ্চারিত। অর্থাৎ পুরুষের সাথে চাল চলন, আকার আকৃতি, হাঁটা চলা এবং উচ্চ আওয়াজ ইত্যাদিতে সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী নারী। এ বৈশিষ্ট্যের নারী পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করা পুরুষ নারীর সাদৃশ্য অবলম্বনের মতই দোষণীয়। তবে জ্ঞান ও বিচক্ষণতায় নারী পুরুষের সাদৃশ্য হওয়া দোষণীয় নয়। বরং তা প্রশংসিত। যেমন বর্ণনায় রয়েছে- ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) পুরুষের মতো রায় তথা অভিমতের অধিকারিণী ছিলেন। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭৮৫)

(أخرجوهم من بيوتكم) তাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও। অর্থাৎ তোমাদের এলাকা ও শহর থেকে বের করে দাও। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

সহীহুল বুখারীর বর্ণনায় আরো রয়েছে-

«قال فأخرج النبي ﷺ فلانا وأخرج عمر فلانا» অর্থ- নাবী ﷺ অমুককে বের করে দেন এবং ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অমুককে বের করে দেন। ‘আনজাশা’ নামক এক কালো দাস নারীদের বেশভূষা অবলম্বনের কারণে রসূল ﷺ তাকে এলাকা থেকে বের করে দেন বলে বর্ণনায় রয়েছে। ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যাকে বের করেন তার নাম কোন বর্ণনায় আসেনি। তবে কোন কোন বর্ণনায় فلانا এর স্থলে فلانة শব্দ এসেছে। অর্থাৎ তিনি কোন এক নারীকে পুরুষের বেশ অবলম্বনের কারণে বের করেছিলেন। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৮৬)

٤٤٢٩ - [١١] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৪২৯-[১১] উক্ত রাবী (‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহর লা‘নাত সে পুরুষদের ওপর যারা নারী সাদৃশ্য ধারণ করে এবং সে সকল নারীদের ওপর যারা পুরুষ সাদৃশ্য ধারণ করে। (বুখারী)[৩৫৫]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীস ও উপরোক্ত হাদীসের মর্ম একই। উভয় হাদীসে কেবল শব্দের ভিন্নতার মাঝে কম-বেশি হয়েছে। হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের অর্থকে পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

‘আল্লামাহ্ ইবনু হাজার বলেন : নিষিদ্ধ সাদৃশ্য হলো কথাবার্তা ও চাল-চলনে। তবে পোশাকের ডিজাইন বিভিন্ন দেশের রীতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কোন কোন সম্প্রদায়ে পুরুষ ও মহিলার পোশাকের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে মহিলারা হিজাব ও পর্দার মাধ্যমে পুরুষ থেকে আলাদা হবে।

আমার সাদৃশ্যতার এই তিরস্কার ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে ইচ্ছা করে এমনটি করে। তবে যে পুরুষ সৃষ্টিগতভাবেই চাল চলনে নারী সাদৃশ্য বা যে নারী পুরুষ সাদৃশ্য তাকে ধীরে ধীরে তাদের অভ্যাস পরিবর্তন

---

[৩৫৫] সহীহ : বুখারী ৫৮৮৫, সহীহুল জামি‘ ৫১০০, আল জামি‘উস্ সগীর ৯২৩১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৬৮, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬৪৯৩, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১১৪৮১, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ১৪৩৫।

Scanned by CamScanner

করার নির্দেশ দেয়া যাবে। যদি সে তা ছাড়তে চেষ্টা না করে ঐ রীতির উপরেই থাকাকেই আঁকড়ে ধরে তবে সেও এই তিরস্কারের অন্তর্ভুক্ত হবে, বিশেষ করে সে যদি এতে সন্তুষ্ট থাকে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৮৫)

٤٤٣٠ - [١٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ».

৪৪৩০-[১২] ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : সে নারীর ওপর আল্লাহর লা‘নাত যে অন্য নারীর মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করে কিংবা নিজ মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করায় এবং যে অন্যের গায়ে উল্কি করে অথবা নিজের গায়ে উল্কি করায়। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৫৬]

ব্যাখ্যা : (الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) হলো ঐ নারী যে মহিলার চুলকে অন্যের চুলের সাথে সংযোগ করে দেয়। আর (المستوشمة) হচ্ছে যে নারী তার চুলকে অন্যের চুলের সাথে সংযোগ করে দেয়াকে কামনা করে। মোটকথা, যে মহিলা চুল সংযোগ করে এবং যে সংযোগ করে দেয়ার কাজে লিপ্ত থাকে উভয়ের ওপরই অভিশাপ।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসগুলো এ কথার ওপর স্পষ্ট যে, চুলের সংযোগ হারাম এবং যে কোন ধরনের চুলের সংযোগকারিণী ও সংযোগকামিনী উভয়ের ওপর অভিশাপ রয়েছে। এটাই বাহ্যিক নির্বাচিত মত। তবে আমাদের ইমামগণ এর বিস্তর ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, যদি মহিলা তার চুলের সাথে অন্য মানুষের চুল মিলায় তবে তা হারাম হওয়ার বেলায় কোন দ্বিমত নেই। চাই কোন নারীর চুল সংযুক্ত করুক বা কোন পুরুষের চুল, স্বামী বা তার মাহরাম ব্যক্তির চুল বা অন্য কারো চুল– এতে কোন দ্বিমত নেই। কেননা এগুলো হারাম হওয়ার হাদীসগুলো শর্তহীন ও ব্যাপক। এছাড়া মানুষের সম্মানের কারণে তার চুল বা যে কোন অঙ্গ দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম। বরং তার চোখ, নখ ও সমস্ত অঙ্গ দাফন করে দেয়া হবে। এরপর ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) ক্বাযী ‘ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ)-এর বরাতে বলেন : ‘উলামাগণ এ মাসআলায় মতানৈক্য করেন। ইমাম মালিক, ইমাম ত্ববারী এবং অনেকে বা অধিকাংশরা বলেন : যে কোন বস্তু দিয়ে চুলের সংযোগ নিষিদ্ধ। চাই মহিলা তা চুল দ্বারা সংযোগ করুক বা পশম দ্বারা বা কোন কাপড়ের টুকরো দ্বারা। তারা ইমাম মুসলিম কর্তৃক জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, নাবী (ﷺ) মহিলাকে তার মাথায় কোন কিছু সংযুক্ত করার কারণে ধমকি দেন। লায়স ইবনু সা‘দ বলেন, নিষেধ কেবল চুলের সাথে নির্ধারিত। পশম বা কাপড়ের টুকরোর সাথে নয়।

ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তবে চুলে রেশমের রঙিন সুঁতা বাঁধা এবং এ জাতীয় যা চুলের সাদৃশ্য নয় তা নিষেধ নয়। কেননা এটা সংযোগ নয় এবং তা সংযোগের উদ্দেশ্যেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটা কেবল সৌন্দর্য ও রূপচর্চার জন্য।

ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বর্ণিত হাদীসে চুলের সংযোগকে কাবীরাহ্ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। হাদীসে এও রয়েছে যে, হারাম কাজে সহযোগিতাকারী হারামে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে পাপে শারীক, যেমন ‘ইবাদাতে সহযোগিতাকারী ব্যক্তি ‘ইবাদাতের সাওয়াবে শারীক।

---

[৩৫৬] সহীহ : বুখারী ৫৯৩৩, ৫৯৩৪, ৫৯৩৭; মুসলিম (২১২২)-১১৫, মুসনাদে আহমাদ ৮৪৭৩, নাসায়ী ৫০৯৭, তিরমিযী ১৭৫৯, ইবনু মাজাহ ১৯৮৭, সহীহুল জামি‘উস্ সগীর ৫১০৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১০২, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্যাক্ব ৫০৯৭, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫২৩০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫১৪, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৭৯১, আস্ সুনানুস্ কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৩৯৭, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৩১৮।

Scanned by CamScanner

(الواشمة والمستوشمة) الواشمة আরবী শব্দ وَشْمٌ থেকে ব্যুৎপত্তি। যার অর্থ : উল্কি আঁকা। অতএব الواشمة হলো ঐ মহিলা যে কাউকে উল্কি এঁকে দেয়, আর والمستوشمة ঐ মহিলা উল্কি আঁকার আবেদন করে তথা উল্কি আঁকিয়ে নেয়। চুলের সংযোগের মতোই উভয়ের ওপর আল্লাহর অভিশাপ রয়েছে। তাই এ কর্মও হারাম।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা হারাম যে করে তার জন্য, যে করিয়ে নেয় তার জন্য এবং যে এটার আবেদন করে তার জন্য। অনেক সময় ছোট শিশুর বেলায় এমনটি করা হয়। তার ক্ষেত্রে যে করিয়ে দিয়েছে সে গুনাহগার হবে। ছোট বাচ্চা শারী'আতের দায়বদ্ধতা মুক্ত হওয়ায় গুনাহগার হবে না। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, ২১২৪/১১৯)

٤٤٣١ -[١٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ: مَا لِيْ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُّ فِيهِ مَا تَقُوْلُ قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؟ قَالَتْ: بَلٰى قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهٰى عَنْهُ.

৪৪৩১-[১৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা লা'নাত করেন এমন সব নারীর ওপর যারা অপরের অঙ্গে উল্কি করে এবং নিজের অঙ্গেও করায়, যারা (ভ্রু বা কপাল) চুল উপড়িয়ে ফেলে এবং তারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু ও তার ফাঁক বড় করে আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলিয়ে দেয়। এ সময় জনৈকা মহিলা ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমি শুনতে পেলাম, আপনি নাকি এমন এমন নারীদের ওপর লা'নাত করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি কেন তাদের ওপর লা'নাত করব না, যাদের ওপর রসূলুল্লাহ ﷺ লা'নাত করেছেন আর আল্লাহর কিতাবেও রয়েছে। মহিলাটি বলল, আমি তো সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছি, কিন্তু তার মধ্যে কোথাও তো তা পেলাম না, যা আপনি বলছেন। তখন ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন : যদি তুমি কুরআন পড়তে, তাহলে তুমি অবশ্যই (মনোযোগ দিয়ে) তা পেতে। আচ্ছা তুমি কি তা এ আয়াত পড়নি? وَمَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا। অর্থাৎ- "রসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা মেনে নাও, আর যা হতে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাকো।" এটা শুনে মহিলাটি বলল : হ্যাঁ, এটা তো পড়েছি। তখন ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন : আল্লাহর রসূল এ সমস্ত কাজ হতেও নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৫৭]

ব্যাখ্যা : (الْمُتَنَمِّصَاتِ) এর অর্থ হলো ঐ সব মহিলা যারা চেহারার চুল উপড়ানোর আবেদন করে বা উপড়িয়ে নেয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো ভ্রু প্লাক করা। ভ্রু প্লাক তথা ভ্রুর কিছু চুল উপড়িয়ে ভ্রুকে চিকন করিয়ে নেয়া এবং করে দেয়া উভয়টি হারাম। এর উপরে আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ। হ্যাঁ তবে যদি মহিলার দাড়ি বা গোঁফ গজিয়ে যায় তবে তা উপড়িয়ে নেয়া হারাম নয়।

---

[৩৫৭] সহীহ : বুখারী ৪৮৮৬, মুসলিম (২১২৫)-১২০, আবূ দাউদ ৪১৬৯, ইবনু মাজাহ ১৯৮৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭৯২, দারিমী ২৬৪৭, শু'আবুল ঈমান ৭৮১২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫২৩০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫০৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৯৩৫৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৫১০৩, মুসনাদে আহমাদ ৪২৩০।

Scanned by CamScanner

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বরং এটা আমাদের মাযহাবে মুস্তাহাব। চেহারার চুল উপড়ানোর নিষেধাজ্ঞা ভ্রু ও চেহারার আশপাশের পশমের সাথে নির্দিষ্ট।

(الْمُتَفَلِّجَاتِ) অর্থ হলো দাঁতের মাঝে দূরত্ব বা ফাঁক সৃষ্টিকামী নারী। অর্থাৎ রেত বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে দাঁতকে ঘষে যে নারী দুই দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে দাঁতকে ভিন্ন আকৃতিতে নিয়ে আসে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। সাধারণত বৃদ্ধা বা বৃদ্ধার কাছাকাছি বয়সে পৌঁছে যাওয়া নারীরা এমনটি করে থাকে, দাঁতের সৌন্দর্য প্রকাশের মাধ্যমে নিজের শৈশব প্রকাশের জন্য। কেননা দাঁতের মাঝে এই সূক্ষ্ম ফাঁক ছোট মেয়েদের হয়ে থাকে। অতএব মহিলা যখন বৃদ্ধা হয় এবং তার বয়স বৃদ্ধি হয় এবং নিঃসঙ্গতা অনুভব করে তখন রেত দিয়ে ঘষে; যাতে দাঁত চিকন ও দেখতে সুন্দর হয় এবং তাকে কমবয়সী ধারণা করা হয়। এসব হাদীসের ভিত্তিতে এমন কর্ম হারাম, যে করবে এবং যে করিয়ে নিবে উভয়ের জন্য। কেননা এতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির পরিবর্তন রয়েছে। এছাড়া এতে ধোঁকা ও প্রতারণা রয়েছে। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, ৪৮৮৬)

(وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ) এবং যার ওপর লা'নাত আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে রয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের অভ্যন্তরে এদের লা'নাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। বাহ্যত প্রকাশ্যভাবে কুরআনের কোথায়ও এই সিফাতের নারীদের লা'নাতের কথা উল্লেখ না থাকায় মহিলার কাছে সেটি অস্পষ্ট ছিল। যার দরুন সে ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে প্রশ্ন করেছি, আমি তো কিতাবুল্লাহর দুই কভারের মাঝে যা আছে তা পড়েছি, অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি, কোথায়ও এদেরকে লা'নাতের কথা পাইনি। তখন ইবনু মাস্'উদ বলেন, «لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» তুমি যদি চিন্তা ও গভীর মনোযোগসহ কুরআন পড়তে তবে অবশ্যই তা পেতে। তারপর তিনি কুরআনের যে আয়াত থেকে এগুলোর নিষেধাজ্ঞা বুঝা যায় তা পাঠ করলেন।

(فَإِنَّهُ قَدْ نَهٰى عَنْهُ) তিনি তথা রসূল তো এ থেকে নিষেধ করেছেন। মর্ম হলো, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকতে বান্দা যখন নির্দেশিত, আবার তিনি এই সকল বস্তু থেকে নিষেধ করেছেন এ হাদীস ও অন্যান্য হাদীসে, অতএব রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক যত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তার নিষেধাজ্ঞা যেন কুরআনেই রয়েছে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে ইঙ্গিত হলো, এসব কাজে জড়িত নারীর ওপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অভিশাপ আল্লাহ তা'আলার অভিশাপের ন্যায়। অতএব এগুলো থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٣٢ -[١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «الْعَيْنُ حَقٌّ» وَنَهٰى عَنِ الوشمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৪৩২-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : বদনযর লাগা সত্য এবং তিনি অঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)[৩৫৮]

ব্যাখ্যা : «الْعَيْنُ حَقٌّ» চোখ লাগা সত্য। অর্থাৎ অনেক সময় কেউ কোন বস্তু বা ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে তার সৌন্দর্য ইত্যাদি দেখে আশ্চর্য হয়। আশ্চর্য হয়ে তাকানোর কারণে তার চোখের প্রভাব সেই ব্যক্তি বা বস্তুর উপর পড়ে। অনেক মানুষের এই তাকানো সেই ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষতি সাধন করে। চোখের প্রভাবে এই ক্ষতি বা বদনযরের ব্যাপারটি সত্য এ কথাটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ হাদীসে আমাদেরকে জানাচ্ছেন ।

[৩৫৮] সহীহ : বুখারী ৫৭৪০, ৫৯৪৪; সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫০৩, মুসনাদে আহমাদ ৮২৪৫, মুসান্নাফ 'আব্দুর রায্যাক্ব ১৯৭৭৮, ইবনু মাজাহ ৩৫০৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৮১, ১২৪৮; আবূ দাউদ ৩৫০৬, ৩৫০৭।

Scanned by CamScanner

সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম হাদীসের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করেছেন এবং তারা বলেছেন : চোখের প্রভাব সত্য। তবে বিষয়টি বাহ্যত যুক্তি বিরোধ হওয়ার কারণে কেউ কেউ এটাকে অস্বীকার করেন। তবে শারী'আতে প্রমাণিত বিষয় কেবল যুক্তিবিরোধ হওয়ার কারণে তা অস্বীকারের কোন সুযোগ নেই। শারী'আতে কোনকিছু ঘটার খবর দিলে তা বিশ্বাস করা অপরিহার্য এবং তা মিথ্যা আখ্যায়িত করা জায়িয নয়। শারী'আহ্ কর্তৃক প্রমাণিত এ বিষয়টি অস্বীকার এবং মিথ্যা আখ্যায়িত করা এবং শারী'আহ্ আখিরাতের ব্যাপারে যে সংবাদ দিয়েছে তা অস্বীকার করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই?

তবে প্রকৃতিবাদী অনেকেই হাদীসে বর্ণিত চোখের প্রভাবের বিষয়টি প্রমাণ করেন। তারা বলেন : দৃষ্টিদানকারীর চোখে একটি বিষাক্ত শক্তি (এসিড) রয়েছে যা তাকানো ব্যক্তির চোখ থেকে উৎসারিত হয় এবং সেটি গিয়ে যার দিকে তাকায় তার ক্ষতি সাধন করে। তারা বলেন, এটি অসম্ভব কিছু নয়। যেমন সাপ বিচ্ছুর চোখ থেকে উৎসারিত বিষাক্ত শক্তি দংশিত ব্যক্তিকে আক্রান্ত করে, যার ফলে সে মারা যায়। যদিও তা আমাদের অনুভূতির বাহিরে। এভাবেই মানুষের চোখের প্রভাব প্রকাশ পায়।

আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মত হলো, নিশ্চয় বদনযরকারী ব্যক্তি তাকানোর সময় তার চোখ আল্লাহ তা'আলারই হুকুমে অন্য কারো ক্ষতি করে বা তাকে ধ্বংস করে। এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের সময় আল্লাহ তা'আলা এই ক্ষতি সৃষ্টি করে দেন। যে কোন রূপে আল্লাহ তা'আলা তা পৌঁছাতে পারেন। এই হলো এ বিষয়ের 'আক্বীদাগত দিক। যার সারসংক্ষেপ ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর আলোচনা থেকে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর ইমাম নাবাবী বদনযরের মাসায়িলগত দিক আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :

বদনযরের ফিক্বহী দিক হলো,

যদি কেউ বদনযরে আক্রান্ত হয় তবে এ থেকে পরিত্রাণের জন্য শারী'আত উযূর নির্দেশ দিয়েছে। যেমন সাহল ইবনু হুনায়ফ-এর হাদীসে রয়েছে, তিনি যখন বদনযরে আক্রান্ত হন তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বদনযরকারীকে উযূর নির্দেশ দেন। ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'মুওয়াত্ত্বা'য় এ হাদীস বর্ণনা করেন। 'উলামাদের কাছে বদনযরকারীর উযূর নিয়ম হলো, একটি পাত্রে পানি নিয়ে আসবে, পাত্রটি জমিনে রাখা যাবে না, এই পাত্র থেকে এক আজল পানি নিবে এবং কুলি করবে, তার কুলির পানি পাত্রে নিক্ষেপ করবে, এরপর পাত্র থেকে পানি নিয়ে তার চেহারা ধৌত করবে, এরপর বাম হাতে পানি নিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলসহ তালু ধৌত করবে, এরপর ডান হাত দিয়ে পানি নিয়ে বাম হাতের কনুই ধৌত করবে। কনুই ও তালুর মধ্যবর্তী স্থান ধৌত করবে না। এরপর ডান পা এরপর বাম পা হাতের নিয়মে ধৌত করবে। সবই পাত্রের ভিতরে হবে। এরপর লুঙ্গির ভিতরের কোমরের ডান পার্শ্ব ধৌত করবে। কেউ কেউ মনে করেন, লুঙ্গির ভিতর বলে লজ্জাস্থানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে জামহূরের মতো যা আমরা উল্লেখ করেছি। এটা পুরা হয়ে গেলে এই পানি আক্রান্ত ব্যক্তির মাথার উপর পিছন থেকে ঢালবে।

এ কাজের মর্মের কারণ বর্ণনা বা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। আর মানুষের বুদ্ধির এ সামর্থ্যও নেই যে, শারী'আতের সব রহস্য সম্পর্কে সে অবগত হতে পারে। অতএব এর মর্ম কেবল যুক্তি বহির্ভূত বলে প্রত্যাহার করা যাবে না। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২১৮৭)

(وَنَهَى عَنِ الوشم) অর্থাৎ আর তিনি الوشم তথা উল্কি আঁকা থেকে নিষেধ করেন। ইতোপূর্বে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই পুনারাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

Scanned by CamScanner

٤٤٣٣-[١٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُلَبِّدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৪৩৩-[১৫] ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে চুল বাঁধা অবস্থায় দেখেছি। (বুখারী)[৩৫৯]

ব্যাখ্যা : (مُلَبِّدًا) ‘ب’ হরফে তাশদীদসহ যের ও যবর উভয়ভাবে উচ্চারিত। আরবী শব্দ تَلْبِيْدٌ থেকে উদ্গত। যার অর্থ হলো, আঠালো কোন বস্তু চুলে লাগিয়ে তাতে জট বাঁধানো। অর্থাৎ চুলে আঠালো বস্তুর প্রলেপ দেয়া। এতে মাথা উঁকুন থেকে রক্ষা পায়। কেউ কেউ বলেন, সফরের সময় আঠালো বস্তু দ্বারা মাথার চুলকে কেশরের মতো করে নেয়া। মুল্লা ‘আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীস থেকে ইহরামের অবস্থার বাহিরে চুলে আঠালো বস্তু দিয়ে জট বাঁধানো বা চুল এটে সেঁটে রাখার বৈধতার প্রমাণ মিলে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٣٤-[١٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَّتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪৩৪-[১৬] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পুরুষদেরকে যা‘ফরানী রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৬০]

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্ম হলো, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পুরুষের জন্য যা‘ফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। এ নিষেধাজ্ঞার ভিতর শরীরে ব্যবহার বা কাপড়ে ব্যবহার উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। কেননা এটা মেয়েদের অভ্যাস। তবে রঙের পরিমাণ অল্প হলে তার অনুমতি রয়েছে। কেননা কোন কোন সহাবীকে এই রঙে দেখলে রসূল (সাঃ) তাদের বারণ করেননি।

মুল্লা ‘আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) ‘শারহুস্ সুন্নাহ্’ কিতাবের বরাতে বলেন : আবূ ‘ঈসা বলেন : পুরুষের জন্য জাফরান ব্যবহার নিষেধের মর্ম হলো যা‘ফরানের সুগন্ধি ব্যবহার করা। আর যা‘ফরান নিষেধ হলো বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা। কিন্তু যদি তা অল্প হয়, তবে রসূল (সাঃ) বিবাহিত সহাবীর ক্ষেত্রে এর ছাড় দিয়েছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। কেননা নাবী (সাঃ) ‘আবদুর রাহমান ইবনু ‘আওফ-এর পরনে যা‘ফরান লাগানো পোশাক দেখে কোন আপত্তি করেননি। এরপর তিনি বলেন, আমি বলি, হয়ত বৈবাহিক অনুষ্ঠানাদির কারণে তার কাপড়ে অনিচ্ছায় কিছু যা‘ফরান রঙ লেগে গিয়েছিল। তাই তা সেই নিষেধের আওতাভুক্ত হয়নি যাতে কম বেশি সবই অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া রসূল (সাঃ) এর এই নিষেধটিও ব্যাপক যেখানে বলা হয়েছে «إِنَّ طِيبَ الرَّجُلِ مَا وُجِدَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ» অর্থাৎ- “নিশ্চয় পুরুষের সুগন্ধি হচ্ছে, যার সুগন্ধি প্রকাশ পায় কিন্তু রঙ প্রকাশ পাওয়া যায় না”। এছাড়া ইবনু শিহাব-এর যে বর্ণনা রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, “রসূল (সাঃ)-এর সহাবা যা‘ফরান মিশ্রিত সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, এতে তারা কোন সমস্যা দেখতেন না।” এরও উদ্দেশ্য কিছু কিছু সহাবা নিতে হবে। অর্থাৎ যাদের কাছে নিষেধাজ্ঞার খবর পৌছেনি তারা তা ব্যবহার করতেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৩৫৯] সহীহ : বুখারী ৫৯১৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৮৬০, নাসায়ী ২৬৮৩, ইবনু মাজাহ ৩০৪৭, আবূ দাউদ ১৭৪৭, আহমাদ ৬০২১।

[৩৬০] সহীহ : বুখারী ৫৮৪৬, মুসলিম (২১০১)-৭৭, তিরমিযী ২৮১৫, নাসায়ী ২৭০৬, আবূ দাউদ ৪১৭৯, সহীহুল জামি‘ ৬৮১৮, আল জামি‘উস্ সগীর ১২৭৭৪, মা‘রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ২৮৯৯, মুসনাদুশ্ শাফি‘ঈ ৫৬৩, মুসনাদে আহমাদ ১১৯৭৮, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৩৮৮৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৬৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৬৭৪, শু‘আবুল ঈমান ৬৪১৬, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ৮৮৮৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯২৩৬, আস্ সুনানুস্ সুগরা ১৫৭৫।

Scanned by CamScanner

মোটকথা, বর্ণিত হাদীসটিতে আমরা পুরুষের জন্য যা'ফরান রঙ ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা দেখতে পাচ্ছি। আবার কোন কোন ঘটনা থেকে এর কিছুটা অনুমোদন রয়েছে বলে বুঝা যায়। হাদীসের উভয় ধারার সামঞ্জস্য বিধানে কেউ কেউ বলেন, নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলো রঙ বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে। আর যেসব হাদীস থেকে অনুমোদন রয়েছে বলে অনুমিত হয় এ সকল হাদীস হচ্ছে, অল্প হওয়ার ক্ষেত্রে। এ মতের সার হলো, যা'ফরান রং পরিমাণে বেশি ব্যবহার জায়িয নেই। তবে অল্প বা অতি সামান্য হলে কোন সমস্যা নেই।

তবে নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলোতে কমবেশির সাথে পার্থক্য না থাকায় অনেক 'আলিমের মত হলো, যা'ফরান কম হোক বেশি হোক তা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। যেসব ঘটনা থেকে এর অনুমোদন বুঝা যায় তা হয় অনিচ্ছায় ছিল অথবা ব্যবহারটি নিষেধ না জানার কারণে ছিল। তাই এসব ঘটনা দিয়ে স্পষ্ট সাধারণভাবে নিষেধের হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করার কোন যুক্তি নেই। তাই যা'ফরান অস্পষ্ট কাপড়ে হোক, শরীর হোক পুরুষের জন্য তা ব্যবহার হারাম।

٤٤٣٥-[١٧] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا نَجِدُ حَتّٰى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِىْ رَأْسِهٖ وَلِحْيَتِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪৩৫-[১৭] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বোত্তম সুগন্ধি যা আমি পেতাম, তা আমি নাবী ﷺ-এর গায়ে লাগাতাম। এমনকি আমি তাঁর মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধির চমক দেখতে পেতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৬১]

ব্যাখ্যা : (وَبِيصَ) শব্দের অর্থ চমক, জ্যোতি, উজ্জ্বলতা। অর্থাৎ 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজের নাগালের ভিতরের সবচেয়ে ভালো ও উন্নতমানের সুগন্ধি লাগিয়ে দিতেন। এমনকি রসূল ﷺ-এর মাথা ও দাড়িতে সেই সুগন্ধির দ্যুতি ফুটে উঠত। অর্থাৎ মাথার চুল ও দাড়ি সুগন্ধির কারণে ঝলমল করত।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, রসূল ﷺ-এর হাদীসের আলোকে পুরুষের সুগন্ধি এমন হওয়া চাই, যার রঙ নেই। অতএব বর্ণিত হাদীসে বাহ্যত সেই হাদীসের বিরোধ। এর জবাবে 'উলামায়ে কিরাম বলেন : হাদীসের মর্ম হলো সুগন্ধি এমন হতো যার রং লাল ও হলুদের মতো সৌন্দর্য ও শোভা প্রকাশ করত। রং দেখা যেত এমন কথা বলা হয়নি। অতএব উভয়ের হাদীসের মাঝে কোন বিরোধ সৃষ্টি হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

উল্লেখ্য যে, রং প্রকাশ পাওয়া ও সুগন্ধির কারণে ঝলমলে বা জ্যোতি প্রকাশ পাওয়া এক নয়। যেমন কেউ সুগন্ধি তেল ব্যবহার করলে আমরা কোন রং বা কালার দেখতে পাই না। তবে তার কারণে চুলে বা দাড়িতে এর ঝলমলে ভাব ফুটে উঠে।

٤٤٣٦-[١٨] وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِأَلُوَّةٍ غَيْرِ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهٗ مَعَ الْأَلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৩৬১] সহীহ : বুখারী ৫৯২৩, মুসলিম (১১৯১)-৪৬, মুসনাদে আহমাদ ২৬২২০, নাসায়ী ২৭০১, ইবনু মাজাহ ২৯২৭, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ২৮৯৩, মুসনাদে শাফি'ঈ ৫৫৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৬৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১২১৯।

Scanned by CamScanner

৪৪৩৬-[১৮] নাফি‘ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ইবনু ‘উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু (ঘরের মধ্যে) ধুনচি ব্যবহার করতেন, তখন খোশবুদার কাঠের (চন্দন, আগর ইত্যাদি) অবিমিশ্র ধুনি জ্বালাতেন আর কখনো তার সাথে কর্পূর ঢেলে দিতেন এবং বলতেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে ধুনি ব্যবহার করতেন। (মুসলিম)[৩৬২]

ব্যাখ্যা : (اِسْتَجْمَرَ) ধুনচি দ্বারা ধুন দিয়ে সুগন্ধি ব্যবহারকে ‘ইসতিজমার’ বলা হয়। আর أَلُوَّة হচ্ছে সুগন্ধি কাঠ যা জ্বালিয়ে ধুন দেয়া হয়। সুগন্ধি কাঠ জ্বালিয়ে তার ধোয়ার মাধ্যমে ঘর, কাপড়, শরীর ইত্যাদি সুগন্ধময় করার নাম ‘ইসতিজমার’। হাদীসের মর্ম হলো, ইবনু ‘উমার সুগন্ধি কাঠের ধূপের মাধ্যমে যখন সুগন্ধ ব্যবহার করতেন তখন এ সুগন্ধি কাঠের সাথে অন্য কোন সুগন্ধির মিশ্রণ করতেন না বা সেই কাঠে কর্পূর ঢালতেন না।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, পুরুষের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার সুন্নাত, যেমন তা মহিলাদের জন্য সুন্নাত। তবে পুরুষের ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো ঐ সুগন্ধি যার সুবাস ছড়ায় কিন্তু রং প্রকাশ পায় না। আর মেয়েরা যখন ঘর থেকে মাসজিদ বা অন্য কোথায় যাওয়ার জন্য বের হতে চাইবে তখন তার জন্য সুবাস ছড়ায় এমন যে কোন সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ। আবার পুরুষের জন্য সুগন্ধি ব্যবহারের গুরুত্ব জুমু‘আহ্, ঈদ, আলোচনার মাহফিল, স্ত্রীর নিকট গমন এবং মুসলিমদের সমাবেশের সময় অধিক। (শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হাঃ ২২৫৪)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٤٣٧ -[١٩] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُصُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهٖ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمٰنِ صَلَوَاتُ الرَّحْمٰنِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهٗ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৪৩৭-[১৯] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের গোঁফ কাটতেন অথবা বলেছেন : তা ছাঁটতেন। আল্লাহর বন্ধু ‘ইব্‌রাহীম আলায়হিস সালাম-ও এরূপ করতেন। (তিরমিযী)[৩৬৩]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোঁফ কর্তন বা মুণ্ডন করতেন। এটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ। তবে আমরা অন্যান্য হাদীসে দেখেছি যে, গোঁফের বেলায় কর্তন ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ‘আমাল। তবে কর্তন বা মুণ্ডন যাই হোক এটি ইবরাহীম আলায়হিস সালাম করতেন বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। গোঁফ কর্তন ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর কর্ম বলে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ক্ষেত্রে তাঁর পিতা ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর অনুকরণ করতেন। (তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭৬০)

٤٤٣٨ -[٢٠] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبِهٖ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيّ

---

[৩৬২] সহীহ : মুসলিম (২২৫৪)-২১, নাসায়ী ৫১৩৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৬৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১৭৮, শু‘আবুল ঈমান ৬০৭৩, সহীহুল জামি‘ ৪৯৪৮, আল জামি‘উস্ সগীর ৯০৭৯।

[৩৬৩] সহীহ : আহমাদ ১৮৭৭৭, নাসায়ী ৫০৪৭, তিরমিযী ২৯২২, সহীহুল জামি‘ ৬৫৩৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৭৭, শু‘আবুল ঈমান ৬৪৪৫, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ৫২২, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৫০৩৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১৯৪।

Scanned by CamScanner

৪৪৩৮-[২০] যায়দ ইবনু আরক্বাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি গোঁফ ছাঁটে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আহমাদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبِهٖ فَلَيْسَ مِنَّا» অর্থ- যে গোঁফ কর্তন করল না সে আমাদের মধ্য থেকে নয়। এ জাতীয় বাক্য বলে সাধারণত 'আমাদের দলভুক্ত নয়' উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তবে কেবল গোঁফ কর্তন না করার ক্ষেত্রে কেউ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাত থেকে বা মুসলিমদের দল থেকে বের হয় না; তাই 'উলামায়ে কিরাম এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন : আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অর্থাৎ এই কর্মে সে আমাদের মোতাবিক নয়, অথবা এর অর্থ : আমাদের পদ্ধতির যারা পরিপূর্ণ অনুসারী সে তাদের মধ্য থেকে নয়। আবার ধমকি স্বরূপও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি বলতে পারেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

'আল্লামাহ্ মুবারকপূরী (রহিমাহুল্লাহ) গোঁফ কর্তনের পরিমাণের ক্ষেত্রে যে মতভেদ উল্লেখ করেন তার সারাংশ হলো, সালাফের অনেকের নিকট গোঁফ একেবারে মূল বা জড় থেকে কাটা এবং মুণ্ডন করে নেয়া উত্তম। তারা তাদের মতের পক্ষে গোঁফ কর্তনের বেলায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস «انهكوا الشوارب» এবং «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ» দিয়ে দলীল পেশ করেন। উভয় শব্দের অর্থ হলো কর্তনে মুবালাগাহ্ বা আধিক্যতা অবলম্বন করা। আর অধিক আধিক্যতা মুণ্ডনের মধ্য দিয়ে অর্জন হবে। অপরদিকে ইমাম মালিকসহ অনেকে মুণ্ডন ও একেবারে জড় থেকে কাটা বারণ করেন। তাদের মতে গোঁফ কাচি দিয়ে কেটে ছোট করাটাই সুন্নাত। আবার ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) একদল 'আলিম থেকে উভয় মতের অবকাশ বর্ণনা করেন। অর্থাৎ গোঁফ কর্তন বা মুণ্ডন উভয়টারই সুযোগ রয়েছে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭৬০)

٤٤٣٩ -[٢١] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهٖ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৪৪৩৯-[২১] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন : নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় দাড়ির প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য হতে ছেঁটে নিতেন। (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন : এ হাদীসটি গরীব)[৩৬৪]

ব্যাখ্যা : (هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) হাদীসটি দুর্বল। কেননা এর ভিত্তি হলো 'উমার ইবনু হারূন-এর ওপর। আর মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে তিনি পরিত্যাজ্য। 'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে এ হাদীসটি উল্লেখের পর বলেন, হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন এবং এর সম্পর্কে বুখারীর মত বর্ণনা করেন যে, ইমাম বুখারী 'উমার ইবনু হারূন-এর বর্ণনার ক্ষেত্রে বলেন, তার এ হাদীস ছাড়া আমি অন্য কোন মুনকার হাদীস পাইনি। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭৬০)

দাড়ি একমুষ্টি পার হলে তা কাটা বৈধ অবৈধের আলোচনা অধ্যায়ের শুরুতে করা হয়েছে। ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণের ভিত্তিতে অধিকাংশ 'আলিম তা কাটা বৈধ মনে করেন। আবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক মুষ্টির উপরে কাটা প্রমাণিত নয় বলে অনেকে তা বৈধ মনে করেন না। বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধ হলে এই মতভেদের মীমাংসা হয়ে যেত। কিন্তু হাদীসটি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এ হাদীস দিয়ে কেউই

---

[৩৬৪] মাওযূ' : তিরমিযী ২৭৬২, য'ঈফাহ্ ২৮৮, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৪৫১৭,
হাদীসটি মাওযূ' হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "উমার ইবনু হারূন আল বালখী"। তাঁর ব্যাপারে ইবনু মা'ঈন বলেন : মিথ্যুক, খবীস। সলিহ জাযরাহ্ বলেন : সে কায্যাব বা মিথ্যুক। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১/৪৫৭ পৃঃ, হাঃ ২৮৮।

Scanned by CamScanner

দাড়ি এক মুষ্টির উপর হলে কর্তন জায়িয প্রমাণ করেন না। বরং যারা বৈধ হওয়ার পক্ষে তারা ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর কর্ম দিয়ে দলীল পেশ করেন। তাই দাড়ি না কাটার মাঝেই অধিক সতর্কতা এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

٤٤٤٠-[٢٢] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَيْهِ خَلُوقًا فَقَالَ: «أَلَكَ امْرَأَةٌ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

৪৪৪০-[২২] ইয়া'লা ইবনু মুররাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। একদিন নাবী সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার (শরীরে অথবা কাপড়ের) উপরে খালুক (যা'ফরান দ্বারা তৈরি) সুগন্ধি দেখতে পেলেন। তখন বললেন : তোমার কি স্ত্রী আছে? সে বলল : না। তখন তিনি বললেন : তা ধুয়ে ফেলো, আবারো ধুয়ে ফেলো, আবারো ধুয়ে ফেলো। অতঃপর আর কখনো তা ব্যবহার করো না। (তিরমিযী ও নাসায়ী)[৩৬৫]

ব্যাখ্যা : (خَلُوقًا) এক ধরনের সুগন্ধি যাতে রং রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এক ধরনের সুগন্ধি যাতে হলুদ রং রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এটি একটি প্রসিদ্ধ রং যা যা'ফরান ইত্যাদি থেকে তৈরী হয়ে থাকে।

«أَلَكَ امْرَأَةٌ» তোমার কি স্ত্রী আছে? হাদীসের এ অংশ থেকে অনেকে বিবাহিত ব্যক্তির জন্য রং যুক্ত সুগন্ধি ব্যবহারের বৈধতা দিয়ে থাকেন। আবার কেউ কেউ এর আলোকে অল্প ব্যবহারের অনুমতি দেন, যা ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে। তবে পুরুষের জন্য লাল বা যা'ফরান ব্যাপকভাবে নিষেধের হাদীসের আলোকে যারা সর্বাবস্থায় পুরুষের জন্য এই রং অবৈধ বলে মনে করেন, তাদের মতে হাদীসের ব্যাখ্যা হলো, অর্থাৎ তোমার স্ত্রী থাকে এবং স্ত্রীর শরীর বা কাপড় থেকে তোমার শরীরে বা কাপড়ে তোমার অনিচ্ছায় কিছু রং লেগে যায় তবে এতে তুমি অপারগ। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) এ ব্যাখ্যা উল্লেখ করে বলেন : এটাই হাদীসের বাহ্যত মত। পূর্বের হাদীস ও সামনের হাদীস থেকে এই মতই সঠিক বলে বুঝা যায়।

(فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ) তিনবার ধোয়ার কথা তাকিদ বা গুরুত্ব বুঝানোর উদ্দেশে বলেছেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তিনবারের কমে রং না যাওয়াটাই স্বাভাবিক মনে করে এমন নির্দেশ দেয়া হতে পারে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٤١-[٢٣] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ رَجُلٍ فِيْ جَسَدِهٖ شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৪৪১-[২৩] আবূ মূসা আল আশ্‌'আরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে (পুরুষের) গায়ে খলূক্ব রঙের সামান্য পরিমাণও লেগে আছে, আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির সলাত ক্ববূল করেন না। (আবূ দাঊদ)[৩৬৬]

---

[৩৬৫] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৮১৬, নাসায়ী ৫১২৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮১৪১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১৬১
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আবূ হাফস্ ইবনু 'উমার", যিনি অপরিচিত। আল জার্‌হু ওয়াত্ তা'দীল তাহযীবুল কামাল (৩২/৩০০)।

[৩৬৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪১৭৮, আল জামি'উস্ সগীর ১৪৪৯৯, য'ঈফুল জামি' ৬৩৫৯,
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আবূ জা'ফার আর্ রাযী" নামক একজন বর্ণনাকারী, যিনি য'ঈফ রাবী। দেখুন- তুহফা ৮/৮১ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে লাল বা হলুদ রঙের সুগন্ধি ব্যবহারের উপর কঠোরতা অনুমিত হয়। হাদীসটি ঐ সব 'আলিমের পক্ষে দলীল যারা বলেন, এ রং কম হোক বেশি হোক সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। মুল্লা 'আলী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের শব্দ (شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ) কম বেশি সবকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাদের কথার প্রত্যাখ্যান হয় যারা বলেন, নিষেধাজ্ঞাটি বেশি ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট, কম ব্যবহারে অসুবিধা নেই।

(لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةً) কোন সলাত ক্ববূল করবেন না, অর্থাৎ সলাতের পরিপূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যাবে না; কেননা এতে নারীদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। ইবনুল মালিক বলেন : সলাত ক্ববূল করবেন না বলে এ ধরনের রং বিশিষ্ট সুগন্ধি ব্যবহারের উপর কঠোরতা আরোপ করা ও ধমকি দেয়া উদ্দেশ্য।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৭৪)

٤٤٤٢ -[٢٤] وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قَدِمْتُ عَلٰى أَهْلِيْ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَّقُوْنِيْ بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ: «اذْهَبْ فَاغْسِلْ هٰذَا عَنْكَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৪৪২-[২৪] 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি কোন এক সফর হতে নিজ পরিবারের মধ্যে ফিরে এলাম। সফরকালে আমার উভয় হাত ফেটে গিয়েছিল। সুতরাং আমার পরিবারের লোকেরা তথায় যা'ফরান মিশ্রিত খলূক্ব (সুগন্ধি) লাগিয়ে দিয়েছিল। ভোর বেলায় আমি নাবী ﷺ-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না এবং বললেন : তুমি যাও! তোমা হতে তা ধুয়ে ফেলো। (আবূ দাউদ)[৩৬৭]

ব্যাখ্যা : (وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ) আমার হাত ফেটে গেছে। হাত ফাটা বলতে শুষ্ক বাতাস ও অধিক পানি ব্যবহারের কারণে সাধারণত যা ফেটে থাকে, যেমন শীতকালে হয়ে থাকে।

(خَلَّقُوْنِيْ) তারা আমাকে 'খলূক্ব' তথা যা'ফরান মিশ্রিত সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ আমার হাতের ফেটে যাওয়া স্থানে চিকিৎসার কারণে তারা এই সুগন্ধি লাগিয়েছে।

(فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ) অর্থাৎ তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। সালামের উত্তর না দেয়ার কারণ হলো, যা'ফরান মিশ্রিত সুগন্ধি দেখে রসূল ﷺ-এর রাগ। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : যারা 'খলূক্ব' তথা যা'ফরান মিশ্রিত সুগন্ধি অল্প ব্যবহারের অনুমোদন দেন, এ হাদীসটি তাদের মতো প্রত্যাখ্যানের বেলায় সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট। তবে বর্ণিত সহাবা ওযরের কারণে তা ব্যবহার করেছিলেন। ওযর থাকা সত্ত্বেও তা ধৌত করে ফেলে দেয়ার নির্দেশের কারণ এও হতে পারে যে, হয়ত রসূল ﷺ-এর কাছে তার ওযরটি স্পষ্ট হয়নি অথবা ওযরটি এমন সাধারণ ছিল, যার কারণে 'খালুক্ব' ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৭২)

٤٤٤٣ -[٢٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

---

[৩৬৭] হাসান : আবূ দাউদ ৪৬০১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ১৭৬৮১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০১৯, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৬৩৫, মুসনাদে আহমাদ ১৮৮৮৬।

Scanned by CamScanner

৪৪৪৩-[২৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পুরুষদের সুগন্ধি তাই যার গন্ধ ছড়ায় হয় আর রং ভাসে না। আর মহিলাদের সুগন্ধির রং উজ্জ্বল এবং গন্ধ ছড়ায় হয় না। (তিরমিযী ও নাসায়ী)[৩৬৮]

ব্যাখ্যা : (طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ) 'ত্বীব' শব্দটি মাসদার হিসেবে সুগন্ধি ব্যবহার করা অর্থে হতে পারে, আবার স্বয়ং সুগন্ধি যা ব্যবহার করা হয় তা হতে পারে। আর সুবাস প্রকাশিত বলতে, যেমন : গোলাপ জল, মিশক, আম্বর ও কর্পূর ইত্যাদি।

(مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ) যার রং প্রকাশিত কিন্তু সুগন্ধি প্রকাশিত নয়। অর্থাৎ রং দেখা যায়, কিন্তু সুবাস ছড়ায় না, যেমন : মেহেদী, যা'ফরান ইত্যাদি। শারহুস্ সুন্নাহ্য় লিখেন, মেয়েদের সুবাস ছড়ায় না এমন রঙের ব্যবহারের নিষেধটি ফুক্বাহায়ে কিরাম ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ে নিয়েছেন বলেই মনে হয়। কেননা মহিলা যখন ঘরে স্বামীর কাছে থাকে তখন তার জন্য যে কোন সুগন্ধি ব্যবহার বৈধ। মহিলাদের জন্য সুবাস ছড়ানো সুগন্ধির ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞাটি কেবল ঘর হতে বের হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্টের ব্যাপারটি অন্য হাদীস দ্বারাও সমর্থিত। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ» "যে মহিলাই 'বাখূর' (সুগন্ধি কাঠের ধুন থেকে গৃহীত সুগন্ধি) ব্যবহার করবে, সে যেন 'ইশার সলাতে আমাদের সাথে উপস্থিত না হয়।" (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٤٤ - [٢٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৪৪৪-[২৬] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক প্রকারের বিশেষ সুগন্ধি ছিল, তিনি তা হতে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। (আবূ দাউদ)[৩৬৯]

ব্যাখ্যা : (سُكَّةٌ) শব্দটি 'সীন' অক্ষরে পেশ ও 'ক্বফ' হরফে তাশদীদ এবং যবর দিয়ে উচ্চারিত, যা এক প্রকারের মূল্যবান সুগন্ধি। কেউ কেউ বলেন, মিশ্‌ক থেকে গৃহীত সুগন্ধি। কেউ কেউ বলেন, এটি হলো বিভিন্ন প্রকারের সুগন্ধি থেকে নেয়া খামীর। নিহায়ায় বলেন : এটি একটি পরিচিত সুগন্ধি যা অন্য সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করে ব্যবহার করা হয়।

ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটি কয়েকটি সুগন্ধি মিলিয়ে বানানো সুগন্ধির নাম। আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে 'সুক্কাহ' বলে বিশেষ কোন সুগন্ধি বুঝানো হয়নি, বরং সুগন্ধি পাত্র বুঝানো হয়েছে; কেননা সুগন্ধি হলে বলা দরকার ছিল (يَتَطَيَّبُ مِنْهَا) অর্থাৎ তিনি এর মাধ্যমে সুগন্ধি গ্রহণ করতেন। অথচ হাদীসের শব্দ হলো (يَتَطَيَّبُ مِنْهَا) অর্থাৎ তার থেকে সুগন্ধি গ্রহণ করেন। এ থেকে বুঝা যায় এটি সুগন্ধির পাত্র ছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٤٥ - [٢٧] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ دُهْنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

---

[৩৬৮] সহীহ : তিরমিযী ২৭৮৭, ২৭৮৮, নাসায়ী ৫১১৭, ৫১১৮, সহীহুল জামি'উস্ সগীর ৩৯৩৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭৯৩৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৯৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১৮৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৭২৮, আহমাদ ১৯৯৭৫, আবূ দাউদ ৪০৪৮।

[৩৬৯] সহীহ : আবূ দাউদ ৪১৬২, আল জামি'উস্ সগীর ৮৯৬২, সহীহুল জামি' ৪৮৩১।

Scanned by CamScanner

৪৪৪৫-[২৭] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় খুব বেশি তেল ব্যবহার করতেন এবং দাড়ি আঁচড়াতেন। আর প্রায়শ মাথায় একখানা কাপড় রাখতেন। দেখতে তা প্রায় তেলিদের কাপড়ের ন্যায় মনে হ্ত। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৩৭০]

ব্যাখ্যা : (يُكْثِرُ دُهْنَ رَأْسِهِ) অর্থাৎ মাথায় তেল বেশি বেশি লাগাতেন। মাথায় তেল বেশি লাগানোর মাধ্যমে মূলত চুলকে পরিপাটি করে রাখা ও চুলের যত্ন নেয়া উদ্দেশ্য।

(تَسْرِيْحَ) শব্দের অর্থ চিরুনি করা, আঁচড়ানো। অর্থাৎ রসূল ﷺ তাঁর দাড়িকে চিরুনি করে পরিপাটি রাখতে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন।

(يُكْثِرُ الْقِنَاعَ) "القناع" শব্দের অর্থ ওড়না। তবে এখানে উদ্দেশ্য কাপড়ের টুকরো। অর্থাৎ মাথায় তেল বেশি ব্যবহারের কারণে তেল যাতে পাগড়ীতে না লাগে, তাই পাগড়ীর নিচে একটি কাপড়ের টুকরো থাকতো। পাগড়ী বা টুপিকে তেল থেকে মুক্ত রাখতে রসূল ﷺ এ ধরনের কাপড়ের টুকরোর ব্যবহার বেশি করতেন।

(كَأَنَّ ثَوْبَهٗ ثَوْبُ زَيَّاتٍ) তাঁর কাপড় যেন তেল বিক্রেতার কাপড়। তেল বিক্রেতার কাপড়ের সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য হলো, তেল বিক্রেতার কাপড়ে যেমন তেল লেগে থাকে, রসূলুল্লাহ ﷺ তেল অধিক ব্যবহারের কারণে তার কাপড়েও তেল লেগে থাকতে দেখা যেত। তবে এখানে কাপড় বলতে মাথায় রাখা সেই কাপড়ের টুকরোটিই উদ্দেশ্য। কেননা রসূল ﷺ-এর শরীরের কাপড় তৈলাক্ত হওয়া থেকে মুক্ত রাখতেই রসূল ﷺ এমনটি করতেন এবং তিনি কাপড় শরীরের পরিচ্ছন্নতার দিকে সচেতন থাকতেন। অথচ তেল বিক্রেতার কাপড়ের ন্যায় কাপড়ে তেল থাকা কাপড় ময়লাযুক্ত থাকার প্রমাণ বহন করে, যা রসূল ﷺ-এর চরিত্রের বিপরীত। তাছাড়া বর্ণিত হাদীসেই কাপড়কে তৈলাক্ত হওয়া থেকে মুক্ত রাখার জন্য অতিরিক্ত কাপড়ের টুকরোর অধিক ব্যবহারই এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তেল বিক্রেতার কাপড়ের ন্যায় রসূল ﷺ সেই কাপড়ের টুকরোটি দেখা যেত। অন্য কাপড় নয়। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٤٦ - [٢٨] وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ قَدْمَةً وَلَهٗ أَرْبَعُ غَدَائِرَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৪৪৬-[২৮] উম্মু হানী رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন) একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন, এ সময় তাঁর মাথার চুলে চারটি জুলফি ছিল।

(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৩৭১]

ব্যাখ্যা : (قَدْمَةً) ব্যাকরণের দিক থেকে শব্দটি "قدم" ক্রিয়া এর মাফঊলে মুত্বলাক্ব। অর্থাৎ আমাদের মাঝে একবার আসেন। হিজরত করে মাদীনায় যাওয়ার পর রসূলুল্লাহ ﷺ চার বার মাক্কায় এসেছিলেন বলে বর্ণনায় পাওয়া যায়। তবে কোন কোন বর্ণনার আলোকে বুঝা যায়, এ আগমনটি ছিল মাক্কাহ্ বিজয়ের সময়ের আগমন।

---

[৩৭০] য‘ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১৬৪, আল জামি‘উস্ সগীর ১০০৭৩ য‘ঈফুল জামি‘ ৪৬০২,
হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার করণ, এর সানাদে আছে "ইয়াযীদ ইবনু আবান আর্ রুক্বাশী" নামক বর্ণনাকারী। ইমাম যাহাবী তাকে য‘ঈফ বলেছেন, আর ইমাম নাসায়ী ও অন্য একজন তাকে মাতরূক বলেছেন। বিস্তারিত দেখুন- য‘ঈফাহ্ ২৪৫৬।

[৩৭১] সহীহ : আহমাদ ২৬৮৯০, তিরমিযী ১৭৮১, আবূ দাউদ ৪১৯১, ইবনু মাজাহ ৩৬৩১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৬৯১৭, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০৪৮৪।

Scanned by CamScanner

(غَدَائِرَ) কোন কোন বর্ণনার শব্দ "ضفائر"। এর অর্থ হলো, চুলের কিছু অংশকে অন্য কিছু অংশের ভিতর প্রবেশ করানো। এর মাধ্যমে চুলকে খোপা বা বেনী আকারে করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো, চুলের ভিতর ময়লা বা ধূলা-বালু প্রবেশ করতে না দেয়া। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭৮২)

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল লম্বা থাকায় ধূলা-বালি প্রবেশ না করার জন্য হয়ত রসূলুল্লাহ ﷺ তার চুলকে চারটি গুচ্ছ বা বেনী আকার করে রাখতেন।

٤٤٤٧ -[٢٩] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا فَرَقْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ صَدَّعْتُ فَرْقَهُ عَنْ يَافُوخِهِ وَأَرْسَلْتُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৪৪৭-[২৯] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথায় সিঁথি কাটতাম, তাঁর মাথার মধ্যস্থল হতে সিঁথি কাটতাম এবং মাথার সম্মুখের চুল উভয় চক্ষুর মাঝামাঝি স্থান বরাবর হতে (উভয় পার্শ্বে) ছেড়ে দিতাম। (আবূ দাঊদ)[৩৭২]

ব্যাখ্যা : "يافوخ" শব্দের অর্থ মাথার তালু বা চাঁদি। হাদীসটি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুলের সিঁথির বর্ণনা দিচ্ছেন। অর্থাৎ সিঁথির এক মাথা তালু আরেক মাথা কপাল। সিঁথিটি তালু থেকে শুরু করে দুই চোখের মাঝখানে কপাল পর্যন্ত এসে শেষ হতো। আর এই লম্বা সিঁথির দুই পাশে চুল থাকতো। একভাগ চুল সিঁথির ডান পার্শ্বে এবং আরেক ভাগ সিঁথির বাম পার্শ্বে।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৮৫)

٤٤٤٨ -[٣٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪৪৪৮-[৩০] 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (প্রত্যহ) মাথা আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন। তবে একদিন পর একদিন (অনুমতি রয়েছে)।

(তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[৩৭৩]

ব্যাখ্যা : (غِبًّا) বলতে দেরী করা বুঝানো হয়ে থাকে। অতএব হাদীসের মর্ম হলো, রসূলুল্লাহ ﷺ মাথার চুলে চিরুনি ঘন ঘন করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ ঘন ঘন চুল চিরুনি করা নিষেধ। তবে দেরিতে দেরিতে করতে সমস্যা নেই।

দেরী বিষয়টি আপেক্ষিক। কর্ম ও ব্যক্তি ভেদে কম-বেশ হতে পারে। যেমন, সাক্ষাতের ক্ষেত্রে দেরী কয়েক দিন মাঝে রেখে সাক্ষাত বুঝানো হয়ে থাকে। হাসান বাসরী থেকে বর্ণনা করা হয়, দেরিতে সাক্ষাত বলতে সপ্তাহে একবার সাক্ষাত। ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে দেরীতে চিরুনি বলতে যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয় তা হলো একদিন চিরুনি করবে এবং একদিন বাদ দিবে। অর্থাৎ প্রতিদিন না করে একদিন মাঝে রেখে চিরুনি করবে। কেউ কেউ বলেন, এক সময় করবে এক সময় বাদ দিবে।

---

[৩৭২] হাসান : আবূ দাউদ ৪১৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৬৩৩, আহমাদ ২৬৩৫৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৮১৭, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৪৬০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১৮৩।

[৩৭৩] সহীহ : তিরমিযী ১৭৫৬, আবূ দাউদ ৪১৫৯, নাসায়ী ৫০৫৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫০১, আল জামি'উস্ সগীর ১২৮২৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২০৫৫৭, শু'আবুল ঈমান ৬৪৬৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৪৩৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬৬৪।

Scanned by CamScanner

হাদীসটিতে মূলত চুল চিরুনির কর্মে প্রতিদিন ব্যস্ত থাকতে নিষেধ করা হয়েছে; কেননা এটা এক ধরনের বিলাসিতা। আর অধিক বিলাসিতার নিষেধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন সামনের হাদীসেই এর নিষেধাজ্ঞা আসছে। ('আওনুল মা'বূদ হাঃ ৭ম খণ্ড, ৪৪৪৮)

চুল চিরুনি করা বা চুলের যত্ন নেয়া নাবী ﷺ-এর সুন্নাত এবং তার নির্দেশ। অতএব এখানে নিষেধের অর্থ এটাই যে, চুলের যত্ন নিতে গিয়ে বা চিরুনি করতে গিয়ে চুলের পিছে পড়ে যাওয়া এবং চুল নিয়েই ব্যস্ত থাকা ঠিক নয়। এভাবেই উভয় হাদীসের মাঝে বিরোধ নিরসন হয়ে যাবে।

٤٤٤٩ -[٣١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: مَا لِيْ أَرَاكَ شَعِثًا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ قَالَ: مَالِيْ لَا أَرٰى عَلَيْكَ حِذَاءً؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيْ أَحْيَانًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৪৪৯-[৩১] 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরয়দাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি ফাযালাহ্ ইবনু 'উবায়দ رضي الله عنه-কে বলল : কি হলো? আমি আপনাকে এ রকম এলোমেলো চুলে দেখছি কেন? উত্তরে ফাযালাহ্ বললেন : রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে অত্যধিক বিলাসী হতে নিষেধ করেছেন। ঐ লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা! কি ব্যাপার? আমি আপনার পায়ে জুতা দেখছি না কেন? জবাবে তিনি বললেন : রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কখনো কখনো খালি পায়ে চলতে আদেশ করেছেন। (আবূ দাঊদ)[৩৭৪]

ব্যাখ্যা : (شَعِثًا) অর্থাৎ এলোমেলো বা জট বেঁধে যাওয়া। চুলকে চিরুনি না করা বা চুলের যত্ন না নেয়ার কারণে চুলের মধ্যে ধূলা-বালু লেগে জট বেঁধে যাওয়া বা এলোমেলো হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য। ফাযালাহ্ ইবনু 'উবায়দ رضي الله عنه-এর চুল এলোমেলো দেখে হয়ত উক্ত ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিলেন। এর উত্তরে ফাযালাহ্ رضي الله عنه বলেন, "রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে অধিক বিলাসিতা ও প্রাচুর্যতায় লিপ্ত থাকতে নিষেধ করেছেন"। অধিক প্রাচুর্যতা ও বিলাসিতা থেকে নিষেধ করেছেন শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এসব কর্মে অর্থাৎ : চুলে তেল লাগানোর ক্ষেত্রে, চুল চিরুনি করার বেলায় প্রাচুর্যতা বা আধিক্য বা সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করতেন। কেননা এটি অনারব তথা কাফিরদের অভ্যাস। এ সবকিছুর ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেন।

তবে পবিত্রতা বা পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়; কেননা তা দীনের অংশ। হাফিয বলেন : হাদীসে অধিক প্রাচুর্যতা বলার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মধ্যম ও স্বাভাবিক প্রাচুর্যতা তিরস্কারের অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবেই উভয় হাদীসের মাঝে অর্থাৎ চুলের যত্ন নিতে উৎসাহমূলক হাদীস এবং নিরুৎসাহিত হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য হয়ে যায়। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৫৬)

(نَحْتَفِيْ) 'আরবী শব্দ 'ইহতিফা' থেকে নির্গত। অর্থাৎ খালি পায়ে চলা। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দেন মাঝে মাঝে খালি পায়ে চলতে। মাঝে মাঝে খালি পায়ে চলতে নির্দেশ দেয়ার কারণ হলো, এতে বিনয় সৃষ্টি হয় এবং আত্ম-অহংকার দূর হয়ে যায়। এছাড়া মাঝে মাঝে খালি পায়ে চললে প্রয়োজন বা অপারগ অবস্থার সম্মুখীন হলে খালি পায়ে চলা যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৩৭৪] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪১৬০, নাসায়ী ৫২৩৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫০২, মুসনাদে আহমাদ ২৪০১৫, শু'আবুল ঈমান ৬৪৬৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১১৫।

Scanned by CamScanner

٤٤٥٠-[٣٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৪৫০-[৩২] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তির চুল আছে, সে যেন তা যত্ন নেয়া রাখে। (আবূ দাঊদ)[৩৭৫]

ব্যাখ্যা : (فَلْيُكْرِمْهُ) অর্থাৎ সে যেন তার অর্থাৎ চুলের সম্মান করে। চুলের সম্মান বলতে চুলের যত্ন নেয়া। অর্থাৎ চুলের সৌন্দর্য বর্ধন করা, ধোয়ার মাধ্যমে চুল পরিচ্ছন্ন রাখা, তেল ব্যবহার করা এবং তাকে এলোমেলো না রাখা। কেননা পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যতা পছন্দনীয় বস্তু। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম মুনযিরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসটি বাহ্যত উপরের হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক, যে হাদীসে ঘন ঘন চুল চিরুনি করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং যে হাদীসে জীর্ণতার কথা বলা হয়েছে, যদি জীর্ণতার হাদীসকে বিশুদ্ধ ধরা হয়। অতএব উভয় হাদীসের মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য হতে পারে যে, ঘন ঘন চিরুনি না করার হাদীস ঐ ব্যক্তির জন্য যে অসুস্থ বা অধিক ঠাণ্ডার কারণে নিয়মিত চুল চিরুনি করতে কষ্ট হয়। অতএব যেটা তার জন্য কষ্টদায়ক সেটার জন্য নিজের ওপর কষ্ট চাপিয়ে নেয়ার প্রয়োজন নেই। বরং মাঝে মাঝে চিরুনি করলেই চলে। আবার এও হতে পারে যে, আবূ ক্বতাদাহ্ দিনে দু'বার মাথায় তেল দেয়াকে সুন্নাত মনে করে নিতে পারেন এবং সুন্নাতের উপর 'আমাল করতে দিনে দু'বার মাথায় তেল দেয়া জরুরী মনে করতেন। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানিয়ে দিলেন যে, সুন্নাত হলো মাঝে মাঝে বাদ দেয়া। বিশেষ করে চুলের যত্ন ও চিরুনি যাকে তার কর্মব্যস্ততা থেকে ফিরিয়ে রাখে, তাকে এ কথা জন্য জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য যে, চুল বারবার চিরুনি করা কোন জরুরী বিষয় নয়। বরং এটি বৈধ। যে চায় করতে পারে। যে চায় না করতেই হবে এমন নয়।

শামসুদ্দীন ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মুনযির-এর এই বক্তব্য পুরোটা উল্লেখ করেন। এরপর বলেন, এই আমরা এ ধরনের সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন দেখি না। বরং সঠিক কথা হলো, চুলের যত্ন নেয়ার হাদীস এবং ঘন ঘন চিরুনি না করার হাদীসের মাঝে কোন ধরনের সংঘর্ষ নেই। কেননা বান্দা চুলের যত্ন নিতে নির্দেশিত। আর বিলাসিতায় আধিক্যতা অবলম্বনে নিষিদ্ধ। তাই সে চুলের যত্ন নিবে তবে বিলাসিতা ও চুল নিয়ে মত্ত থাকাকে তার অভ্যাস বানাবে না। বরং মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে চিরুনি করবে। উভয় হাদীসের এভাবে অর্থ নেয়াই উত্তম। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৫৯)

٤٤٥١-[٣٣] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪৪৫১-[৩৩] আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বার্ধক্যকে পরিবর্তন করার জন্য সবচেয়ে উত্তম বস্তু হলো মেহেদী ও কাতাম (ঘাস)। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[৩৭৬]

---

[৩৭৫] হাসান সহীহ : আবূ দাঊদ ৪১৬৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫০০, সহীহ আল জামি'উস্ সগীর ৬৪৯৩, শু'আবুল ঈমান ৬৪৫৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৪৮৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩৪১।

[৩৭৬] সহীহ : তিরমিযী ১৭৫৩, আবূ দাঊদ ৪২০৫, নাসায়ী ৫০৭৭, ৫০৭৮, ৫০৭৯, ৫০৮০, ৫০৮১, ৫০৮২; ইবনু মাজাহ ৩৬২২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫০৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০১১৭৪, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫০১০, আহমাদ ২১৩০৭, ২১৩৩৭, ২১৩৬২; মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ২৭১৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৭৪, শু'আবুল ঈমান ৬৩৯৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫১৬০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬১৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫২১৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ) 'হিন্না' অর্থাৎ মেহেদী। আর كتم শব্দটির 'ت' হরফে তাশদীদ অর্থাৎ 'কাত্তামুন' এবং তাকে সাকিন করে 'কাতমুন' পড়া যায়। তবে 'কাতমুন' উচ্চারণই প্রসিদ্ধ বলে উল্লেখ করেন হাদীসের ব্যখ্যাকারগণ। এটি একটি উদ্ভিদ যা রঞ্জকের কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে এর দ্বারা কোন রং হয় এ নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণদের নিকট বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। সম্ভবত এই উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে যার একেকটি একেক রং ধারণ করে বলেই বিভিন্ন মতামতের সৃষ্টি হয়েছে। এই রঞ্জক পদার্থের রং লাল, সবুজ, কালো, লাল সবুজের মাঝামাঝি কালচে রং হয় বলে বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে কালো রঙের খিযাব ব্যবহারে আপত্তি রয়েছে বলে আমরা দেখে এসেছি এবং সামনে দেখব। অথচ এ হাদীসে 'কাতমুন' দ্বারা চুলের শুভ্রতা পরিবর্তনকে সবচেয়ে ভালো বলা হয়েছে। তাই এখানে কাতমুন দ্বারা সবুজ বা কালচে রঙ ধারণকারী উদ্ভিদ উদ্দেশ্য নিতে হবে। তবে যারা মনে করেন এর রং কালো হয় তাদের কেউ কেউ এ হাদীস দ্বারা কালো খিযাবের বৈধতা দিয়ে থাকেন। আবার কেউ কেউ বলেন, কেবল 'কাতমুন' এর রং নিরেট কালো হলেও তাকে মেহেদীর সাথে মিশালে তার রঙটি নিরেট কালো থেকে সরে লাল কালচে রং ধারণ করে। আর হাদীসে মেহেদী এবং কাতাম উভয়টি মিশ্রিত করে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। আর উভয়টি মিশ্রিত করলে রং নিরেট কালো হয় না। আর নিরেট কালো ব্যতীত অন্য কোন রঞ্জক দ্বারা চুল রং করা নিষিদ্ধ নয়। বরং এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, কাতাম বলতে তাকে 'ওসমাহ্' উদ্ভিদের সাথে মিশ্রিত করে ব্যবহার। উভয়টি মিশালে রং পুরো কালো হয় বরং লাল কালচে হয়।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪২০১; মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

খিযাব দ্বারা চুলের শুভ্রতা পরিবর্তনের আরো আলোচনা প্রথম অনুচ্ছেদে করা হয়েছে। বিধায় এখানে আর দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই।

٤٤٥٢ - [٣٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَكُونُ قَوْمٌ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِهٰذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَجِدُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪৪৫২-[৩৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : শেষ যামানায় এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভূত হবে, যারা কবুতরের বক্ষের ন্যায় এ কালো খিযাব ব্যবহার করবে, ফলে তারা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৩৭৭]

ব্যাখ্যা : (كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ) অর্থ কবুতের পাকস্থলীর ন্যায়। তবে এখানে পাকস্থলী বলতে পাকস্থলীর উপরের অংশ তথা বুক বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কবুতরের বুক যেমন কালো হয় তারা কালো রঞ্জক দিয়ে খিযাব করে চুল ও দাড়িকে তেমন করবে। আবার সব কবুতরের বুক কালো হয় না। তাই এখানে সব কবুতর উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ কিছু কিছু কবুতরের বুক, যেমন কালো চিকচিকে থাকে তারা এমন কালো রঞ্জক ব্যবহার করবে। কালো খিযাব ব্যবহারের ক্ষেত্রে যারা শক্ত আপত্তি আরোপ করে হারাম বলেন– এ হাদীসটি তাদের স্বপক্ষের একটি দলীল। তবে যারা বৈধতার পক্ষে মত দেন, তারা এ হাদীসটি রহিত মনে করেন। আবার অনেকেই হাদীসটির দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, কালো খিযাবের হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে এ হাদীসটি অকাট্য প্রমাণ বহন করে না; কেননা এই হাদীসে শেষ যামানার একদল লোক এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে বলে জানা যাচ্ছে। তবে তারা জান্নাতের সুগন্ধি না পাওয়া কেবল এ কারণেই বলে

---

[৩৭৭] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪২১২, নাসায়ী ৫০৭৫, আল জামি'উস্ সগীর ১৪১১৩, সহীহুল জামি' ৮১৫৩, মুসনাদে আহমাদ ২৪৭০, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ২৬০৩, শু'আবুল ঈমান ৬৪১৪, সহীহ আত্ তারগীব ২০৯৭।

Scanned by CamScanner

হাদীসটি স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে না। বরং হাদীসটিতে শেষ যামানার একদল যারা জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না, তাদের এই সিফাত থাকবে বলে বলা হচ্ছে। এ কারণে তারা জাহান্নামে যাবে এর উল্লেখ নেই।

(لَا يَجِدُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) 'তারা জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না।' হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, জান্নাতের সুঘ্রাণ পাঁচশত বছরের দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যায়। অতএব কেবল এই গুনাহ্‌র কারণে জান্নাতের ঘ্রাণ না পাওয়ার বিষয়টি নাবী ﷺ ধমকের স্বরে বলেছেন বলে মনে করেন মুহাদ্দিসীনে কিরাম। অথবা হাদীসটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে এর ব্যবহারকে বৈধ মনে করবে। অথবা জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে ক্ববরে থাকা অবস্থায় সে সুঘ্রাণ পাবে না। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪২০৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٥٣ -[٣٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৪৪৫৩-[৩৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ সিবতি চামড়ার তৈরি জুতা পরিধান করতেন এবং ওয়ার্স ঘাস ও যা'ফরান দ্বারা নিজের দাড়িকে হলুদ রঙে রঞ্জিত করতেন। ইবনু 'উমার (রাঃ)-ও অনুরূপ করতেন। (নাসায়ী)[৩৭৮]

ব্যাখ্যা : (السِّبْتِيَّةَ) হলো ঐ চামড়া যা পাকানোর সময় লোম তুলে ফেলা হয়। অর্থাৎ নাবী ﷺ পশম তুলে ফেলা চামড়ার স্যান্ডেল ব্যবহার করতেন।

(بِالْوَرْسِ) 'ওয়ার্স' হচ্ছে একটি হলুদ রঞ্জক উদ্ভিদ। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দাড়িতে খিযাব লাগাতেন। ইবনু 'উমার (রাঃ) আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, "আমি রসূল ﷺ-কে হলুদ রং দ্বারা খিযাব করতে দেখেছি।

অপরদিকে আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে রসূলুল্লাহ ﷺ কখনো খিযাব ব্যবহার করেননি। উভয় বর্ণনার বাহ্যিক বিরোধ সমাধান করতে মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন : আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় খিযাব ব্যবহার নাকচ করাটি অধিকাংশ দাঁড়ির দিকে লক্ষ্য করে হয়ত তিনি বলেছেন। কেননা রসূল ﷺ অতি অল্প কয়েকটি দাড়ি বা চুল সাদা হয়েছিল। তাই তাতে খিযাবের কোন প্রয়োজন ছিল না। সেই গুটি কয়েক সাদা চুলে তিনি খিযাব ব্যবহার করলে সেটার কথাই ইবনু 'উমার বলেছেন। আবার অধিকাংশ চুল যা কালো ছিল সেগুলোতে খিযাব লাগাননি বিধায় আনাস তা নাকচ করেছেন। ইবনু 'উমার এবং আবূ রামসাহ্ (রাঃ) থেকে খিযাব লাগানোর বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় আনাস (রাঃ)-এর বিবরণে এই মর্মই নিতে হবে। অথবা যারা বলছেন রসূল ﷺ খিযাব ব্যবহার করেননি তাদের কথার উদ্দেশ্য হবে খিযাব ব্যবহার রসূল ﷺ-এর নিয়মিত অভ্যাস ছিল না। আর যা বলছেন যারা করেছেন তাদের কথার মর্ম হবে মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন এর বৈধতা বুঝাবার জন্য। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪২০৬; ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৫৭২)

٤٤٥٤ -[٣٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هٰذَا». قَالَ: فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ: «هٰذَا أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا» ثُمَّ مَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ: «هٰذَا أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا كُلِّهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[৩৭৮] সহীহ : নাসায়ী ৫২৪৪, আবূ দাউদ ৪২১০, শু'আবুল ঈমান ৬৪০২, আল জামি'উস্ সগীর ৯৯৪১, সহীহুল জামি' ৫০১০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১৮০, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯৩৬০।

Scanned by CamScanner

৪৪৫৪-[৩৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (ﷺ)-এর নিকট দিয়ে এমন এক ব্যক্তি অতিক্রম করল যে মেহেদীর দ্বারা খিযাব লাগিয়েছিল। তাকে দেখে তিনি (ﷺ) বললেন : এটা কতই না চমৎকার! বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল সে মেহেদী ও কাতাম ঘাস উভয়টি দ্বারা খিযাব করেছিল। তিনি (ﷺ) তাকে দেখে বললেন, এটা আরো তো উত্তম। অতঃপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল, সে হলুদ রং দ্বারা খিযাব লাগিয়েছিল। তিনি (ﷺ) তাকে দেখে বললেন : এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম। (আবূ দাউদ)[৩৭৯]

ব্যাখ্যা : «مَا أَحْسَنَ هٰذَا» আশ্চর্যবোধক ক্রিয়া। সৌন্দর্যের আধিক্যতা বুঝাতে ব্যবহার করেছেন নাবী (ﷺ)। হাদীস থেকে কেবল মেহেদী দ্বারা খিযাব করার সৌন্দর্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এর চেয়ে মেহেদীর সাথে কাতাম মিশ্রিত করে খিযাব করলে তা আরো বেশি সুন্দর। এ হাদীস দ্বারা তাদের প্রত্যাখ্যান হয় যারা মনে করেন মেহেদীর সাথে কাতাম মিশালে রং কালো বর্ণ ধারণ করে। অথচ নিরেট কালো খিযাবের ব্যবহার হাদীসে নিষেধ রয়েছে। আর এখানে মেহেদীর সাথে কাতাম মিশানো খিযাবের প্রশংসা করেছেন নাবী (ﷺ)। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, মেহেদী ও কাতাম মিশালে রং নিরেট কালো হয় না। বরং লালের মাঝে কালচে ভাব আসে।

হাদীসটি থেকে হলুদ খিযাব নাবী (ﷺ)-এর কাছে সবচেয়ে পছন্দ লাগে বলে প্রমাণিত হয়।
('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪২০৭; ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৫৭২)

٤٤٥٥ -[٣٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৪৫৫-[৩৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা (খিযাব দ্বারা) বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে দাও এবং ইয়াহূদীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না (অর্থাৎ- তারা দাড়ি চুলে খিযাব ব্যবহার করে না)। (তিরমিযী)[৩৮০]

ব্যাখ্যা : বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে- «إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَا يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ» "নিশ্চয় ইয়াহূদ এবং নাসারারা (খ্রিস্টানেরা) রঞ্জক ব্যবহার করে না। অতএব তোমরা তাদের বিরোধিতা কর।"

তুহফাতুল আহ্ওয়াযীতে নায়লুল আওত্বার-এর বরাতে লিখেন, এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, রঞ্জক ব্যবহার ও শুভ্রতা পরিবর্তন বৈধ হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে নাসারা ও ইয়াহূদীদের বিরোধিতা। এর মাধ্যমে খিযাব ব্যবহার মুস্তাহাব হওয়ার দিকটিও গুরুত্ব পায়। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আহলে কিতাবদের অনেক বেশি বিরোধিতা করতেন এবং এর নির্দেশ দিতেন। সালাফরাও এ সুন্নাতের অনেক গুরুত্ব দিতেন। এজন্যই ঐতিহাসিকদেরকে তুমি দেখবে যে, তারা তাদের চরিত লিখার সময় বলেন, তিনি খিযাব ব্যবহার করতেন

---

[৩৭৯] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪২১১, ইবনু মাজাহ ৩৬২৭, শু'আবুল ঈমান ৬৪০৪, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫০০২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৭৬০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫২১৭।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "হুমায়দ ইবনু ওয়াহ্ব" নামের বর্ণনাকারী। যিনি য'ঈফুল হাদীস। ইমাম বুখারী তাকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। দেখুন- তাহযীবুল কামাল (১৫৪৩ নং)।

[৩৮০] সহীহ : তিরমিযী ৫০৭৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৩৬, সহীহুল জামি' ৪১৬৭, ৬১৬৮, আহমাদ ৭৫৪৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৭৩, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬৮১, শু'আবুল ইমান ৬৩৯৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১২৩০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫২২০।

Scanned by CamScanner

এবং তিনি খিযাব ব্যবহার করতেন না। ইবনুল জাওযী লিখেন : সহাবা ও তাবি'ঈনদের এক দল খিযাব লাগাতেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) যদি এমন কোন লোককে দেখতেন যে, তার দাড়িতে খিযাব লাগিয়েছে তখন বলতেন, আমি এমন এক লোক দেখছি যে একটি মরে যাওয়া সুন্নাত জীবিত করছে এবং তিনি তা দেখে আনন্দিত হতেন। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭৫২)

٤٤٥٦-[٣٨] ٤٤٥٧، [٣٩] وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالزُّبَيْرِ.

৪৪৫৬-[৩৮], ৪৪৫৭-[৩৯] আর নাসায়ী ইবনু 'উমার ও যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : ইমাম আহমাদ যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। এভাবে তিনি এবং ইবনু হিব্বান আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও বর্ণনা করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٥٨ -[٤٠] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهٗ نُورُ الْمُسْلِمِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِهَا حَسَنَةً وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَرَفَعَهٗ بِهَا دَرَجَةً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৪৫৮-[৪০] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা সাদা চুলগুলো উপড়িয়ে ফেলো না। কেননা এটা মুসলিমদের জন্য নূর। বস্তুতঃ ইসলামের মধ্যে থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তির একটি পশম সাদা হবে, এটার ওয়াসীলায় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকি লিপিবদ্ধ করবেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে ফেলবেন এবং তার একটি দরজা বুলন্দ করবেন। (আবূ দাঊদ)[৩৮১]

ব্যাখ্যা : (لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ) শুভ্রতা উপড়ে ফেলো না অর্থাৎ কোন চুল সাদা হলে তা উপড়ে তুলে ফেলো না। চুল সাদা হওয়ার ফাযীলাত হলো, একটি চুল সাদা হলে একটি নেকী লেখা হয়, একটি গুনাহ মাফ করা হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। এই হলো চুল শুভ্র হওয়ার ফাযীলাত। সাদা চুল উপড়িয়ে এই ফাযীলাত থেকে বঞ্চিত হতে নিষেধ করেন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তবে দীনী অন্য কল্যাণের স্বার্থে তার সাদা রঙকে কালো রং ছাড়া অন্য রঙ দিয়ে রঞ্জক করা নিষেধ নয় বরং ভালো। এতে দুশমনের কাছে মুসলিমদের শক্তি প্রকাশ পায়। ইবনু 'আরাবী বলেন : সাদা চুল উপড়ানো নিষেধ, কিন্তু তার খিযাব নিষেধ নয়; কেননা উপড়ানোর মাঝে সৃষ্টি কাঠামোকে তার মূল থেকে তুলে ফেলা হচ্ছে, কিন্তু খিযাবের বেলায় এমন নয়।

মুনযিরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসটি তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেন এবং ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসটি হাসান। এছাড়া ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে ক্বতাদাহ্-এর সূত্রে আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমরা অপছন্দ করতাম যে, কোন ব্যক্তি তার মাথা বা দাড়ি থেকে শুভ্র চুলটি তুলে ফেলে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৯৮)

٤٤٥٩ -[٤١] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهٗ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

---

[৩৮১] হাসান সহীহ : আবূ দাঊদ ৪২০২, ইবনু মাজাহ ৩৭২১, সহীহুল জামি' ৭৪৬৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৪৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০১৮৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৯১, আহমাদ ৬৬৭২, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৯৮৫, শু'আবুল ঈমান ৬৩৮৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯৩২৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫২২৫।

Scanned by CamScanner

৪৪৫৯-[৪১] কা'ব ইবনু মুররাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে থেকে বৃদ্ধ হয়েছে, তার এ বার্ধক্য ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য নূর হবে। (তিরমিযী ও নাসায়ী)[৩৮২]

ব্যাখ্যা : হাদীসে চুলের শুভ্রতার আরেকটি ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের কঠিন অন্ধকারে এই চুল তার জন্য আলো হবে এবং সেই অন্ধকার থেকে মুক্তি দিবে। হাদীস বিশারদ 'আল্লামাহ্ মানাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : চুল নিজেই তার জন্য আলো হবে এবং সে এর দ্বারা পথ প্রদর্শিত হবে। চুলের এই শুভ্রতা যদিও বান্দার নিজের কামাই বা উপার্জনের বিষয় নয় তবুও যখন তার এই শুভ্রের আধিক্য জিহাদ, আল্লাহর ভয় ইত্যাদির কারণে হবে তখন তার নিজের চেষ্টার ফসল বলেই গণ্য হবে।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৩৪)

শুভ্রতার ফাযীলাতের কারণ এও হতে পারে যে, চুলের শুভ্রতার বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকাল সে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাতে লিপ্ত রয়েছে দেখে আল্লাহ তা'আলা তাকে বোনাস স্বরূপ এ মর্যাদা দান করছেন।

চুলের শুভ্রতার ফাযীলাতের আলোকে সহাবা ও তাবি'ঈনদের একদল খিযাব পরিহার করতেন। অপরদিকে কালো ছাড়া অন্য খিযাব ব্যবহারের প্রতি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উৎসাহ প্রদানের দিকে লক্ষ্য করে অন্যরা তা ব্যবহার করতেন।

٤٤٦٠ -[٤٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُوْنَ الْوَفْرَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيِّ

৪৪৬০-[৪২] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একই পাত্র হতে গোসল করতাম। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাথার চুল জুম্মার উপরে এবং ওয়াফরার নিচে ছিল। (তিরমিযী)[৩৮৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে দুটি জিনিসের বিবরণ দিয়েছেন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। **এক :** একই পাত্র থেকে তার ও রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গোসলের ব্যাপারটি। **দুই :** রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চুলের বিবরণ।

একই পাত্র থেকে গোসল বলতে একই সময়ে উভয়ে একই পাত্র থেকে গোসল করেছেন বলে বুঝানো হয়েছে। হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মহিলার গোসলের পর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষের গোসল, অনুরূপ পুরুষের গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে মহিলার গোসল করতে কোন সমস্যা নেই। এটাই জামহূর 'আলিমের মত। পক্ষান্তরে কেউ কেউ পুরুষের গোসলের অতিরিক্ত পানি দিয়ে মহিলার জন্য পবিত্রতা অর্জনে অসুবিধা মনে না করলেও মহিলার পবিত্রতা অর্জনের পর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষের জন্য পবিত্রতা অর্জন মাকরূহ মনে করেন।

হাদীসের দ্বিতীয় অংশতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চুলের বিবরণ দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চুল জুম্মাহ্ ও ওয়াফরাহ্ এর মাঝামাঝি থাকত বলে বিবরণ দিচ্ছেন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। জুম্মাহ্ হলো চুলের এমন পরিমাণ যা মাথা থেকে কাঁধ পর্যন্ত নেমে যায়। আর ওয়াফরাহ হলো যা কানের লতি পর্যন্ত হয়। জুম্মাহ্ ও ওয়াফরাহ্ এর মাঝামাঝি চুলকে 'আরবীতে লিম্মাহ্ বলা হয়। তাই কোন কোন বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

---

[৩৮২] সহীহ : তিরমিযী ১৬৩৪, সুনানুন্ নাসায়ী আস্ সুগরা ৩১৪৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৪৪, আল জামি'উস্ সগীর ১১২৫৩, সহীহুল জামি' ৫৩০৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১২৮৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৯৫২, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৯৮৩, শু'আবুল ঈমান ৪৩৪১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৫১৭৮।

[৩৮৩] হাসান সহীহ : তিরমিযী ১৭৫৫, ইবনু মাজাহ ৬০৪, ৩৬৩৫; শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১৮৭।

Scanned by CamScanner

লিম্মাহ্ওয়ালা চুলের অধিকারী ছিলেন বলে বলা হয়েছে। উভয় বর্ণনার উদ্দেশ্য একই। তবে রসূলুল্লাহ ﷺ বড় জুম্মাহ্ চুলের অধিকারী ছিলেন বলেও বর্ণনায় পাওয়া যায়।

বিভিন্ন প্রকার চুলের বিবরণের মাঝে সামঞ্জস্য করতে মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন, এসব হাদীস পরস্পর বিরোধী নয়। কেননা চুলের বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। এক সময় কাটতে দেরী হয়েছে। তাই চুল জুম্মায় পরিণত হয়েছে। এ অবস্থা যিনি দেখেছেন তিনি তা বর্ণনা করেছেন। আরেক সময় চুল কেটেছেন তখন তা ছোট হয়েছে। কাটার নিকটবর্তী সময়ে যিনি দেখেছেন তিনি এ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। এভাবেই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুলের বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। মোটকথা, রসূল ﷺ-এর চুল লম্বা ছিল। আমরা যাকে বাবরি বলে থাকি। তবে কোন সময় তা অধিক লম্বা হয়ে কাঁধ পর্যন্ত চলে যেত, আবার কোন সময় কানের লতি পর্যন্ত থাকত এবং কোন কোন সময় এর মাঝামাঝি থাকত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٦١ -[٤٣] وَعَنِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الْأَسَدِيُّ لَوْلَا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ» فَبَلَغَ ذٰلِكَ خُرَيْمًا فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلٰى أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلٰى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৪৬১-[৪৩] নাবী ﷺ-এর সহাবীদের মধ্যে ইবনুল হানযালিয়্যাহ্ নামক জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : খুরয়ম আল আসাদী লোকটি ভালো, তবে যদি তার মাথার চুল খুব লম্বা না হত এবং পরনের লুঙ্গি না ঝুলাত (টাখনু গিরার নিচ পর্যন্ত)। পরে খুরয়ম-এর কাছে রসূল ﷺ-এর এ কথাগুলো পৌঁছলে তিনি ছুরি নিয়ে চুলকে দু' কানের লতি পর্যন্ত কেটে ফেললেন এবং লুঙ্গিকে অর্ধ গোড়ালি পর্যন্ত উঠিয়ে নিলেন। (আবূ দাঊদ)[৩৮৪]

ব্যাখ্যা : (نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ) খুরয়ম কতই না ভালো লোক। কারো অধিক প্রশংসায় এমন বাক্য ব্যবহার হয়। রসূল ﷺ খুরয়ম (রাঃ)-এর প্রশংসামূলক ক্রিয়া দ্বারা প্রশংসার পর তার মাঝের দু'টি আপত্তিকর দিক তুলে ধরলেন। অর্থাৎ তার জুম্মাহ্ লম্বা ও লুঙ্গি লটকিয়ে পরার অভ্যাস না থাকলে সে অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিল। হাদীসের এ অংশ থেকে চুলকে লম্বা করে জুম্মায় পরিণত করা এবং লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরা অপছন্দ কর্ম বলে প্রমাণিত হয়। লুঙ্গি বা পাজামা ইত্যাদি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরা হারাম। বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে তা প্রমাণিত। অতএব রসূল ﷺ তার এ কাজটি অপছন্দ করা স্বাভাবিক। কিন্তু চুল লম্বা হওয়া বিশেষ তা জুম্মাহ্ পরিমাণ হলে তা মন্দ নয়। নির্ধারিত পরিমাণের পর তা কেটে ফেলতে হবে বলেও কোন দলীল নেই। বরং আমরা ইতোপূর্বে দেখলাম যে, এটি নাবী ﷺ-এর চুলের সুন্নাত। এ প্রশ্নের জবাবে 'উলামায়ে কিরাম বলেন : হতে পারে নাবী ﷺ তার লম্বা চুলের গর্ব টের পেয়েছেন। দীর্ঘ জুম্মাহ্ চুল দ্বারা হয়ত তিনি বড়াই করতেন বলে রসূল তার এ চুল অপছন্দ করেন। চুলের সাথে লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরার কথা বলা এদিকে ইঙ্গিত বহন করে। অহংকারবশত লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরা আরবদের রীতি ছিল।

---

[৩৮৪] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৪০৮৯, ইরওয়া ২১৩৩, শু'আবুল ঈমান ৬২০৪, আহমাদ ১৭৬৫৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৪৮৩।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "ক্বায়স ইবনু বিশ্‌র আত্ তাগলুবী" নামক বর্ণনাকারী তার পিতার থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ তার পিতাকে চেনা যায় না। দেখুন- তাহক্বীক্ব রিয়াযুস্ সলিহীন ৮০২, ১/৩৩২।

Scanned by CamScanner

হাদীস থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, বদনামের উদ্দেশ্য ছাড়া যদি কারো অদৃশ্যে তার কোন দোষ এভাবে বলা হয় যে, সে শুনলে তা অপছন্দ করবে না বরং দোষণীয় কাজটি ছেড়ে দিবে, এমন হলে উক্ত দোষের বিবরণ দেয়া গীবাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। খুরয়ম رضي الله عنه-এর কাছেও রসূল ﷺ-এর এ বাণী যাওয়ার সাথে সাথে তিনি তার পূর্বোক্ত 'আমাল থেকে ফিরে আসেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٦٢ - [٤٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ لِي ذُؤَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي: لَا أَجُزُّهَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৪৬২-[৪৪] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাথার সম্মুখভাগে এক গুচ্ছ লম্বা চুল ছিল। আমার আম্মা আমাকে বললেন : আমি যেন তা না কাটি। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ (অনেক সময় স্নেহপরবশ হয়ে) তাকে ধরে সোজা করতেন। (আবূ দাউদ)[৩৮৫]

ব্যাখ্যা : (ذُؤَابَةٌ) অর্থাৎ চুলের গুচ্ছ। রসূলুল্লাহ ﷺ তার এ গুচ্ছ নিয়ে তার সাথে রসিকতা করতেন। এগুলো নিয়ে খেলা করতেন। রসূলের হাত লাগা তার মায়ের কাছে অত্যন্ত ভালো লাগত বলেই তার মা তাকে তা কাটতে দিতেন না। নাবী ﷺ-এর প্রতি তাদের ভালোবাসা, নাবীজির ছোয়া পাওয়াকে তাদের ভালো লাগার প্রমাণ এই হাদীসটি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٦٣ - [٤٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: «لَا تَبْكُوا عَلٰى أَخِيْ بَعْدَ الْيَوْمِ». ثُمَّ قَالَ: «اُدْعُوا لِيْ بَنِيْ أَخِيْ». فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ فَقَالَ: «اُدْعُوا لِيَ الْحَلَّاقَ» فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪৪৬৩-[৪৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ জা'ফারের সন্তানদেরকে (জা'ফার رضي الله عنه-এর শাহাদাতের জন্য) শোক প্রকাশের তিনদিন সময় দিলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) তাদের কাছে এলেন এবং বললেন : আজকের পর হতে তোমরা আর আমার ভাইয়ের জন্য কান্নাকাটি করবে না। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন : আমার ভাইয়ের সন্তানদেরকে আমার কাছে ডেকে আনো। সে মতে আমাদেরকে আনা হলো। যেন আমরা কতকগুলো পাখির ছানা। অতঃপর বললেন : নাপিত ডেকে আনো। তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন, সে আমাদের মাথা মুড়িয়ে দিলো। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৩৮৬]

ব্যাখ্যা : (أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا) জা'ফার رضي الله عنه হলেন রসূলুল্লাহ এর চাচাতো ভাই আবূ ত্বালিব-এর পুত্র। মুতা' যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তার শাহাদাতের পর তার পরিবারে শোক নেমে আসে। রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সবাইকে তিনদিন শোক পালনের অবকাশ দিলেন। স্বামীর জন্য স্ত্রী ব্যতীত অন্যদের জন্য তিনদিন শোক পালন করার অনুমোদন রয়েছে। তিনদিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ নয়। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ জা'ফার-এর পরিবারকে তিনদিন পর্যন্ত শোক পালনের অবকাশ দেন।

---

[৩৮৫] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪১৯৬, শু'আবুল ঈমান ৬৪৮৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭১১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১৮৭। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "মায়মূন ইবনু 'আবদুল্লাহ" নামক বর্ণনাকারীকে চেনা যায় না (مجهول الحال)। (তাকরীবুত্ তাহযীব)

[৩৮৬] সহীহ : আবূ দাউদ ৪১৯২, নাসায়ী ৫২২৭, আহমাদ ১৭৫০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৪৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৫১।

Scanned by CamScanner

«لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ» আজকের পর আর আমার ভাইয়ের ওপর কেঁদো না। অর্থাৎ আজ তৃতীয় দিনের পর আর কাঁদা যাবে না। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কারো মৃত্যুতে তিনদিনের বেশি ক্রন্দন করা, চিন্তা করা, শোক প্রকাশ করা যাবে না। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

উল্লেখ্য যে, তিনদিনের বেশি ক্রন্দন বা চিন্তা করা যাবে না বলতে শোক পালনের উদ্দেশে এগুলো করা যাবে না বা ইচ্ছাকৃত শোক পালনকে কার্যকর রাখার জন্য এগুলো করা যাবে না। তবে মানুষের ইচ্ছার বাহিরে মন থেকে আপনিতেই যে দুঃখ বা কান্না বা চোখের পানি এসে যায় তা নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এটা মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। যেমন মৃত্যুর পর কান্নাকাটি করতে রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। আবার অনেকের মৃত্যুতে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেছে। আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত-

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى جَعْفَرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ»

"জা'ফার ও যায়দ-এর খবর আসার আগেই নাবী ﷺ তাদের মৃত্যুর খবর দেন, এমতাবস্থায় তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল।" (বুখারী হাঃ ৩৬৩০)

(كَأَنَّا أَفْرُخٌ) আমরা যেন পাখির বাচ্চা। "فَرْخٌ" হলো পাখির ছোট বাচ্চা। বহুবচন "أَفْرُخٌ"। পাখির বাচ্চার সাথে তাদেরকে তুলনা করার কারণ হলো তাদের চুলগুলো হয়ত পাখির প্রথম উদ্গাত নরম চুলের ন্যায় ছিল। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৮৮)

(فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا) অর্থাৎ সে তাদের মাথা কামিয়ে দিলেন। মাথা কামাই করে ফেলার দুই কারণ হতে পারে। এক : শোক পালন অবস্থায় চুল এলোমেলো থাকে, তিনদিনের মাথায় মাথা কামিয়ে রসূল ﷺ তাদের শোকের নিদর্শন মিটিয়ে দিতে চাইলেন। কেননা তিনদিনের পর শোক পালন বৈধ নয়, যেমন রসূল ﷺ তাদেরকে নিষেধ দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, চুল পুরো কামাই করার চেয়ে ছেড়ে দেয়া ভালো হওয়া সত্ত্বেও রসূল ﷺ তাদের চুল কামানোর কারণ হলো, তাদের মাতা আসমা স্বামীর শোকে বিভোর থাকায় তিনি বাচ্চার চুলের যত্ন নিতে পারছিলেন না। এতে তাদের চুলে ময়লা বা উঁকুন যেন না হয়ে যায় সে কারণেই রসূল তাদের ওপর দয়াশীল হয়ে তাদের চুল কামিয়ে দেন। ইবনুল মালিক বলেন : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, অভিভাবকের জন্য বাচ্চার চুল কামানো ও খৎনার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ঠিক আছে।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٦٤ - [٤٦] وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذٰلِكَ أَحْظٰى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: هٰذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَرَاوِيهِ مَجْهُولٌ

৪৪৬৪-[৪৬] উম্মু 'আত্বিয়্যাহ্ আল আনসারী রাঃ হতে বর্ণিত। জনৈকা নারী মাদীনায় (মেয়েদের) খৎনা করত। নাবী ﷺ তাকে বললেন : খৎনা স্থানের মাংস খুব বেশি কেটো না। কেননা তা নারীর জন্য অত্যধিক তৃপ্তিদায়ক এবং স্বামীর কাছে খুবই প্রিয়।

(আবূ দাঊদ; আর তিনি বলেছেন : হাদীসটি য'ঈফ। তার বর্ণনাকারী অপরিচিত।)[৩৮৭]

---

[৩৮৭] সহীহ : আবূ দাউদ ৫২৭১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭২১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮০১৫, শু'আবুল ঈমান ৮৬৪৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : পুরুষের যেমন খৎনা রয়েছে ঠিক তেমনি মেয়েদেরও খৎনা রয়েছে। তবে পুরুষের জন্য খৎনা করা জরুরী। কিন্তু মেয়েদের জন্য তা জরুরী নয়। অধ্যায়ের শুরুতে ফিত্বরাত বা স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ হাদীসে মেয়েদের খৎনার বিষয়ে একটি দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। হাদীসে যে দিক নির্দেশনাটি দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, মেয়েদের খৎনার ক্ষেত্রে খৎনার স্থানকে অধিক বা গভীর করে না কাটা। "إِنْهَاكْ" শব্দের অর্থ হলো খৎনার জায়গা কাটতে আধিক্য অবলম্বন করা বা একেবারে মূল থেকে পুরোটা কেটে ফেলা। এভাবে কাটতে রসূল ﷺ বারণ করেন। বরং মেয়েদের খৎনার ক্ষেত্রে অল্প কেটে খৎনা করতে হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- «أَشِمِّي ولا تَنْهَكِي» অর্থাৎ 'ইশমাম' অর্থ সুগন্ধি গ্রহণ। এখানে অল্প কাটাকে সুগন্ধি গ্রহণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কোন রকম একটু কেটে নিবে, যাতে কাটার আংশটি পাওয়া যায়। গভীর বা গাঢ় করে কাটবে না। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫২৬২)

মেয়েদের খৎনার ক্ষেত্রে গভীর বা গাঢ় করে না কাটার একটি হিকমাত বা রহস্যও হাদীসে উল্লেখ করা হয়। আর সেই রহস্য হলো, অল্প কাটা স্ত্রীর জন্য উপকারী এবং স্বামীর জন্য স্বাদ ও ভালো লাগার কারণ। খৎনা করতে অধিক গাঢ় করে কাটলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের জন্য মিলনের স্বাদ উপভোগে কিছুটা ঘাটতি হবে।

٤٤٦٥ -[٤٧] وَعَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ هَمَّامٍ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ: لَا بَأْسَ وَلٰكِنِّيْ أَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيبِيْ يَكْرَهُ رِيحَهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪৪৬৫-[৪৭] কারীমাহ্ বিনতু হুমাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন জনৈকা মহিলা মেহেদী দ্বারা (খিযাব) 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল। উত্তরে তিনি বললেন : তা ব্যবহারে কোন দোষ নেই, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তা ব্যবহারকে পছন্দ করি না। কেননা আমার প্রিয় নাবী ﷺ তার গন্ধ পছন্দ করতেন না। (আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[৩৮৮]

ব্যাখ্যা : (لَا بَأْسَ) অসুবিধা নেই। কেননা মেহেদী বৈধ। এতে কোন দ্বিমত নেই।

(وَلٰكِنِّي أَكْرَهُهُ) তবে আমি তা অপছন্দ করি। এটা ছিল 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর ব্যক্তিগত অপছন্দ। শার'ঈ কোন কারণে নয়। অপছন্দের কারণটি তিনি পরবর্তীতে উল্লেখ করে দিয়েছেন।

(كَانَ حَبِيبِي يَكْرَهُ رِيحَهُ) আমার বন্ধু তার গন্ধ অপছন্দ করতেন। তথা রসূল ﷺ মেহেদীর গন্ধ অপছন্দ করতেন বলে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) তা অপছন্দ করতেন।

পরবর্তী হাদীসে আমরা দেখব যে, রসূলুল্লাহ ﷺ মেয়েদের হাতে মেহেদী লাগানোকে অপছন্দ করতেন না। বরং না লাগানোকেই অপছন্দ করতেন। তাই এখানে অপছন্দ করতেন বলতে মেয়েদের জন্য মাথায় মেহেদী লাগিয়ে রাখাকে অপছন্দ করতেন। তাই ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাঃ) এ কথার দ্বারা মাথার চুলের খিযাব করা উদ্দেশ্য নিয়েছেন'। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৬০)

---

[৩৮৮] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪১৬৪, নাসায়ী ৫০৯০, য'ঈফ সুনানুন্ নাসায়ী ৩৭৯, শু'আবুল ঈমান ৬৪১৯, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ২৯৬৭,
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "কারীমাহ্ বিনতু হুমাম", তার এ হাদীসটি য'ঈফ। দেখুন- শারহু সুনান আবূ দাউদ, আবুল মুহসিন 'আব্বাদ ১/২ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য যে, মেহেদীকে সুগন্ধি বস্তু হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তবে ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসের আলোকে বলেন : মেহেদী সুগন্ধি বস্তু নয়। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ সুগন্ধি পছন্দ করতেন। এখানে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটি বিশেষ কোন প্রকারের মেহেদী ছিল। রসূল ﷺ হয়ত এই প্রকারটিকেই অপছন্দ করতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٦٦ -[٤٨] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ بَايِعْنِيْ فَقَالَ: «لَا أُبَايِعُكِ حَتّٰى تُغَيِّرِيْ كَفَّيْكِ فَكَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৪৬৬-[৪৮] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। একদিন (আবূ সুফ্ইয়ান-এর স্ত্রী) হিন্দা বিনতু 'উত্বাহ্ বললেন : হে আল্লাহর নাবী! আপনি আমাকে বায়'আত করিয়ে নিন। তখন তিনি বললেন : আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে বায়'আত করব না, যতক্ষণ না তুমি তোমার দু' হাতের তালু পরিবর্তন করে নেবে। কেননা তোমার হাতের তালুদ্বয়কে যেন হিংস্র জন্তুর থাবার ন্যায় দেখাচ্ছে। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা : (لَا أُبَايِعُكِ حَتّٰى تُغَيِّرِيْ كَفَّيْكِ) অর্থ- মেহেদী দ্বারা হাত রঞ্জন করে পরিবর্তন না করা পর্যন্ত আমি বায়'আত করব না। হাদীসের এই অংশ থেকে বুঝা যায় মেয়েরা তাদের হাতে মেহেদী না লাগিয়ে হাতকে ছেলেদের মত সাদা রেখে দেয়া রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অপছন্দ ছিল।

(فَكَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ) অর্থাৎ এ দ্বয় হিংস্র প্রাণীর হাত। মেহেদী থেকে খালি হাতকে প্রাণীর হাতের সাথে উপমা দিয়ে অপছন্দের দিকটি তুলে ধরেছেন নাবী ﷺ। অর্থাৎ অপছন্দনীয় বা মাকরূহ হওয়ার ক্ষেত্রে তা প্রাণীর হাতের সদৃশ। কেননা মেহেদী না লাগালে তা ছেলেদের হাতের মতো দেখাবে যা অপছন্দনীয়, যেমন প্রাণীর হাত অপছন্দনীয়। হাদীসের এ অংশ থেকে ছেলেদের জন্য হাতে মেহেদী ব্যবহার অপছন্দ বা মাকরূহ– এ কথাটিও প্রমাণ হয়ে যায়। কেননা ছেলেদের হাত মেয়েদের হাতের বিপরীত হবে।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, ৪১৬১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٦٧ -[٤٩] وَعَنْهَا قَالَتْ: أَوْمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهٗ فَقَالَ: «مَا أَدْرِيْ أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟» قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ: «لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ» يَعْنِي الْحِنَّاءِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪৪৬৭-[৪৯] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈকা মহিলা হাতে চিঠি নিয়ে পর্দার আড়াল হতে হাত বের করে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে ইশারা করল। নাবী ﷺ নিজের হাতটি গুটিয়ে ফেলে বললেন : আমি বুঝতে পারলাম না, এটা কি কোন পুরুষের হাত না কোন নারীর? তখন মহিলাটি বলল : এটা মহিলার হাত। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : যদি তুমি নারী হতে তাহলে অবশ্যই মেহেদীর দ্বারা তোমার হাতের নখগুলো পরিবর্তন করে নিতে। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৩৮৭]

ব্যাখ্যা : (فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهٗ) অতএব নাবী ﷺ তার নিজের হাত গুটিয়ে নিলেন। অর্থাৎ তিনি মেয়েটির হাত থেকে চিঠিটি নেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন না এবং চিঠিটি ধরলেন না।

---

[৩৮৭] হাসান : আবূ দাউদ ৪১৬৬, নাসায়ী ৫০৮৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৮৮১, শু'আবুল ঈমান ৬৪১৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৭৬৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯৩৬৪।

Scanned by CamScanner

«مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟» অর্থ- আমি জানি না এটা পুরুষের হাত নাকি নারীর হাত। হাতে মেহেদী না থাকার কারণে পর্দার আড়াল থেকে কেবল হাত দেখে নারী না পুরুষের হাত বুঝা কষ্টকর হচ্ছিল। অথবা নাবীজি বুঝেও মেহেদীর প্রতি উৎসাহিত করতে এমনটি বলতে পারেন।

«لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ» অর্থ- তুমি মেয়ে হলে অবশ্যই তোমার নখ পরিবর্তন করতে। অর্থাৎ মেহেদী দিয়ে তা রঙিন করতে। পরবর্তী বাক্যে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা পরিবর্তন করার ব্যাখ্যা দিয়ে দেন (يَعْنِي الْحِنَّاء) বলে। অর্থাৎ মেহেদী দ্বারা পরিবর্তন।

٤٤٦٨ -[٥٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৪৬৮-[৫০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে নারীর ওপর লা'নাত, যে অন্যের মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করে এবং যে নিজের মাথায় কৃত্রিম চুল লাগায় এবং যে অন্য নারীর চুল উপড়ায় অথবা নিজের ভ্রু উপড়ায়। আর যে নারী কোন ব্যাধি ব্যতীত অপরের সঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে অথবা নিজের অঙ্গেও করায়। (আবূ দাউদ)[৩৯০]

ব্যাখ্যা : (لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ) অর্থ- যে তার চুলকে অন্যের চুলে সাথে মিলায় তাকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। অভিশাপ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা অথবা রসূলের যবান দ্বারা তাদের ওপর অভিশাপ দেয়া হয়েছে। অভিশাপের কারণ হলো, এতে মিথ্যা ও প্রতারণার রূপ রয়েছে। পূর্বে এই মর্মের আরো হাদীস অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٦٩ -[٥١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৪৬৯-[৫১] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এমন পুরুষের ওপর লা'নাত করেছেন যে নারীর পোশাক পরিধান করে এবং এমন নারীর ওপর যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে। (আবূ দাউদ)[৩৯১]

ব্যাখ্যা : (لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ) অর্থ- মহিলার পরিধেয় বস্ত্র। (لِبْسَةَ الرَّجُلِ) পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র।

পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে যে বিধান বা নীতিমালা রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক নীতিমালা হলো, মহিলা পুরুষের পোশাক না পরা এবং পুরুষ মহিলার পোশাক না পরা। পুরুষের জন্য মহিলার পোশাকের সদৃশ্য পোশাক নিষিদ্ধ এবং মহিলার জন্য পুরুষের পোশাকের সাদৃশ্য পোশাক নিষিদ্ধ। বিভিন্ন হাদীসে এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বর্ণিত হাদীসটি এর একটি স্পষ্ট দলীল। যে সব কর্মের উপর অভিশাপ দেয়া হয় তার নিষেধাজ্ঞাটি কঠিন হয়ে থাকে। তাই পুরুষের জন্য মহিলার পরিধেয় পোশাক পরে বা যে কোনভাবে

---

[৩৯০] সহীহ : আবূ দাউদ ৪১৭০, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ৭৮, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১৩৬৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১০১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৯৩৫৮।

[৩৯১] সহীহ : আবূ দাউদ ৪০৯৮, ইবনু মাজাহ ১৯০৩, সহীহুল জামি'উস্ সগীর ৫০৯৫, আহমাদ ৮৩০৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৬৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৫১, শু'আবুল ঈমান ৭৮০২, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯২৫৩, মুসতাদরাক ইবনু হাকিম ৭৪১৫।

Scanned by CamScanner

তাদের অবয়ব অবলম্বন করা হারাম। ঠিক তদ্রুপ মহিলাদের জন্য পুরুষদের পোশাক পরা বা পুরুষদের অবয়ব অবলম্বন করা হারাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٧٠ -[٥٢] وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ قَالَتْ: لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৪৭০-[৫২] আবূ মুলায়কাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলা হলো, জনৈকা মহিলা (পুরুষদের ন্যায়) জুতা পরিধান করেছিল। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে বললেন : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন সব মহিলাদের ওপর লা‘নাত করেছেন : যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে। (আবূ দাউদ)[৩৯২]

ব্যাখ্যা : (النَّعْلَ) শব্দের অর্থ পাদুকা, জুতা, স্যান্ডেল ইত্যাদি। পুরুষ মহিলা উভয়েই জুতা ব্যবহার করতে পারে। তবে পুরুষের জন্য তৈরি জুতা মেয়েদের জন্য পরিধান করা জায়িয নেই। আবার মেয়েদের জন্য নির্ধারিত জুতা পুরুষের জন্য পরিধান করা জায়িয নেই। জুতার কারণে বর্ণিত মহিলাকে লা‘নাত বা অভিশাপ দেয়ার কারণ হলো সেটি নিশ্চয় পুরুষ সদৃশ্য জুতা। হাদীসের পরবর্তী অংশ তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে।

(الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ) অর্থ হলো, নারীদের মধ্যে যারা পুরুষের অবয়ব, আকৃতি বা পুরুষ ভাব অবলম্বন করে এবং নিজেকে পুরুষের অবয়বে প্রকাশ করতে চায়। হাদীসের এই অংশ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদীসে নারীদের জন্য যে পাদুকার ব্যাপারে অভিশাপের কথা বলা হয়েছে যা পুরুষ সাদৃশ্য বা যে জুতা পুরুষের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত। অতএব সাধারণ জুতা যা পুরুষ সাদৃশ্য নয় তা মেয়েদের জন্য নিষেধ নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٧١ -[٥٣] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةَ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَاطِمَةَ فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ وَقَدْ عَلَّقَتْ مِسْحًا أَوْ سِتْرًا عَلَى بَابِهَا وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلْ فَظَنَّتْ أَنَّ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَا رَأَى فَهَتَكَتِ السِّتْرَ وَفَكَّتِ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَّيْنِ وَقَطَعَتْهُ مِنْهُمَا فَانْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَبْكِيَانِ فَأَخَذَهُ مِنْهُمَا فَقَالَ: «يَا ثَوْبَانُ اذْهَبْ بِهٰذَا إِلَى فُلَانٍ إِنَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلِي أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا. يَا ثَوْبَانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৪৭১-[৫৩] সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাধারণ নিয়ম ছিল যে, যখন তিনি কোন সফরে বের হতেন, তখন ঘরের সকলের নিকট হতে বিদায় নিয়ে সর্বশেষ বিদায় নিতেন ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে। আর যখন তিনি ফিরে আসতেন, তখন সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করতেন ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে। এভাবে একবার তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক অভিযান থেকে ফিরে এসে ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখলেন, একখানা চট অথবা পর্দা তার ঘরের দরজায় ঝুলানো রয়েছে। আর হাসান ও হুসায়ন তাদের

---

[৩৯২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪০৯৯, হিজাবুল মার‘আতিল মুসলিমাহ্ ৫/৬৮, মা‘রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৬৩৭৭, শু‘আবুল ঈমান ৭৮০৪।

Scanned by CamScanner

উভয়ের হাতে পরিহিতি রয়েছে দু'খানা রূপার বালা। এটা দেখে নাবী ﷺ ঘরের দরজা পর্যন্ত এলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলেন না। ফলে ফাত্বিমাহ্ رضي الله عنها বুঝতে পারলেন যে, এগুলো দেখার কারণে রসূল ﷺ গৃহে প্রবেশ করেননি। অতঃপর ফাত্বিমাহ্ رضي الله عنها পর্দাখানা ছিঁড়ে ফেললেন এবং ছেলেদের হাত হতে বালা দু'খানা খুলে নিলেন এবং ভেঙ্গে ফেললেন। বালকদ্বয় ভাঙ্গা বালা দু'টি নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট চলে গেল। তখন রসূল ﷺ বালা দু'খানা তাদের নিকট হতে নিয়ে নিলেন এবং বললেন : হে সাওবান! এ অলঙ্কার দু'টি নিয়ে যাও এবং অমুক পরিবারস্থ লোকেদেরকে দিয়ে আসো। আর তারা হলো (হাসান ও হুসায়ন-এর দিকে ইঙ্গিত করে) আমার পরিবার-পরিজন। তারা পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করবে, আমি তা পছন্দ করি না। (অতঃপর বললেন :) হে সাওবান! যাও ফাত্বিমার জন্য 'আসবের (বিশেষ পুঁতির) একটি হার এবং হাতির দাঁতের তৈরি দু'টি বালা কিনে নিয়ে আসো। (আহমাদ ও আবূ দাঊদ)[৩৯৩]

ব্যাখ্যা : (آخِرُ عَهْدِهٖ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهٖ فَاطِمَةُ) অর্থ- নাবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিল, সফরে যাওয়ার সময় পরিবারের অর্থাৎ তার স্ত্রী ও মেয়েদের মাঝে সর্বশেষ যার সাথে কথা বলতেন, ওয়াসিয়্যাত করতেন, নির্দেশ দিতেন এবং বিদায় নিতেন তিনি হলেন ফাত্বিমাহ্ رضي الله عنها। আবার সফর থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম যার কাছে যেতেন তিনি ফাত্বিমাহ্ رضي الله عنها। মোটকথা, যাওয়ার সময় সর্বশেষে ফাত্বিমাহ্ رضي الله عنها এবং আসার পর সর্বপ্রথম ফাত্বিমাহ্ رضي الله عنها-এর সাথে দেখা করতেন।

(وَقَدْ عَلَّقَتْ مَسْحًا أَوْ سِتْرًا عَلٰى بَابِهَا) অর্থ- একদিন এক যুদ্ধ থেকে এসে পেলেন তিনি (رضي الله عنها) পশমের মসৃন মোলায়েম কাপড় বা পর্দা ঝুলিয়েছেন। "مسح" মীম হরফে যের দিয়ে পঠিত। অর্থাৎ পশমী কাপড়। অর্থাৎ সাধারণ পর্দা বা পশমী দামী পর্দা দরজায় ঝুলিয়েছেন। দরজায় পর্দা ঝুলানো কোন অবৈধ বা অপছন্দনীয় জিনিস নয়। বরং পর্দার জন্য তা ঝুলানো প্রশংসনীয় বিষয়। তারপরও রসূল ﷺ পর্দা দেখে রাগ করে ঘরে না আসার কারণ হলো, সেই পর্দাটি নিশ্চয় কেবল পর্দার জন্য ছিল না। বরং সৌন্দর্য বা কিছুটা জাগতিক চাকচিক্য অবলম্বনের জন্য ছিল। এটি ছিল রসূল ﷺ এর রাগের একটি কারণ। আরেকটি কারণ যা তারপর উল্লেখ করা হচ্ছে তা হলো, হাসান ও হুসায়ন-কে রূপার চুড়ি পরানো। রসূলুল্লাহ ﷺ রাগের কারণ না বললেও ফাত্বিমাহ্ رضي الله عنها তা বুঝে নিলেন। কেননা পিতার মন মেজাজ বা মানসিক অবস্থা নিশ্চয় তার জানা ছিল। প্রতিবারের মতো এবার তার কাছে না আসার কারণ তিনি সহজেই টের পেয়ে গেলেন। টের পেয়েই পর্দা তুলে ফেললেন এবং ছেলেদের হাত থেকে চুড়ি খুলে ফেললেন।

(فَانْطَلَقَا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَبْكِيَانِ) অর্থ- তারা দু'জন রসূলের কাছে কেঁদে কেঁদে গেল। পছন্দের কোন জিনিস বাচ্চাদের কাছে দিয়ে আবার তা নিয়ে নিলে স্বাভাবিকত বাচ্চাদের এই অবস্থাই হয়। তাই তারা কাঁদছে। রসূল ﷺ তাদের হাত থেকে তা নিয়ে নিলেন। তা নিয়ে নেয়ার পর আবার তাদের মন ও ফাত্বিমাহ্ رضي الله عنها মনোরঞ্জনের জন্য রসূল ﷺ সাওবানকে নির্দেশ দিলেন-

(يَا ثَوْبَانُ اذْهَبْ بِهٰذَا إِلٰى فُلَانٍ) হে সাওবান! তুমি তাদেরকে অমুকের কাছে নিয়ে যাও। অমুকের কাছে কেন নিয়ে যাবে তা বলার আগেই রসূল তাদের কাছ থেকে এগুলো নিয়ে নেয়া বা পর্দা ঝুলানোর কারণে তা

---

[৩৯৩] **য'ঈফ মুনকার :** আহমাদ ২২৪১৭, আবূ দাউদ ৪৪৭১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৪৩৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৬।

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "হুমায়দ আশ্ শামী" ও "সুলায়মান আল মামবাহী" নামের দু'জন অপরিচিত রাবী। ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন : আমি তাদেরকে চিনি না। বিস্তারিত দেখুন- 'আওনুল মা'বূদ ১১/১৮২, হাঃ ৪৪৭১।

Scanned by CamScanner

করার কারণটিও বলে দিলেন। রসূলের কথায় ফাত্বিমাহ্-এর ধারণা একেবারেই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا) অর্থ- এরা আমার পরিবার। তারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আরাম ভোগ করে নেয়া আমি অপছন্দ করি। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন ভোগের নয়। আমি তাদের সব ভোগ ও আরাম-আয়েশ আখিরাতের জন্য রেখে দিয়ে দুনিয়ার দারিদ্র্যতার জীবন পছন্দ করি। দুনিয়ার জীবনে কষ্ট করে যেন তারা আখিরাতে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে। জান্নাতের উচ্চ স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। তারা যেন তাদের সদৃশ্য না হয় যাদের বেলায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ﴾

"তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই তোমাদের অংশের নি'আমাতগুলো নিঃশেষ করেছ আর তা ভোগ করেছ।" (সূরাহ্ ত্ব-হা- ২০ : ৪৬)

এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : (اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ وَسُوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ) অর্থ- ফাত্বিমার জন্য একটি কাপড়ের মালা ও হাতির দাঁতের দুটি চুড়ি কিনে দাও। খত্ত্বাবী বলেন : এখানে "عصب" অর্থ ইয়ামেনী চাদর না হয়ে আর কি হতে পারে তা আমার জানা নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

চুড়ি মেয়েদের পরিধেয় বস্তু। ফাত্বিমাহ্ হয়ত ছেলেদের জন্য তা পরিধানে বাধা নেই মনে করে পরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ রাগ করায় তিনি তা কেটে ফেলেছিলেন। পিতার রাগের কারণে এটি করলে মানুষ হিসেবে তার মনে কিছুটা কষ্ট আসতে পারা অসম্ভব নয়। কষ্ট আসুক বা না আসুক তবু এটি একটি কষ্ট পাওয়ার কারণ। তাই রসূল ﷺ তার মনোরঞ্জনের জন্য সাথে সাথে একটি মালা ও দুটি চুড়ি কিনে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। তবে এটি ছিল সাধারণ। আগের মতো জাঁকজমক বা দুনিয়া বিলাসীদের মতো নয়।

٤٤٧٢ -[٥٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ». وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِي هٰذِهٖ وَثَلَاثَةً فِي هٰذِهٖ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৪৭২-[৫৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা ইসমিদ সুরমা লাগাও। কেননা তা দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে এবং পলকের চুল অধিক জন্মায়। বর্ণনাকারী ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما বলেন : নাবী ﷺ-এর একটি সুরমাদানি ছিল, তিনি প্রত্যেক রাত্রে তা হতে এ চোখে তিনবার, ঐ চোখে তিনবার সুরমার শলাকা লাগাতেন। (তিরমিযী)[৩৯৪]

ব্যাখ্যা : (اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ) তোমরা ইসমিদের সুরমা লাগাও। "إثمد" শব্দটির 'হামযা' ও 'মীম' হরফে যের দিয়ে ইসমিদ। আবার 'মীম' হরফে পেশ দিয়ে ইসমুদও পড়া যায়। ইসমিদ বা ইসমুদ এক জাতের পাথর যা থেকে সুরমা তৈরি হয়। কেউ কেউ বলেন, সুরমা বলে আমরা যেটাকে জানি সেটাই ইসমুদ। তবে বাহ্যত বুঝা যায়, এটি সুরমার বিশেষ একটি প্রকার। যেমন আবূ দাউদে ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما-

---

[৩৯৪] সহীহ : তবে (وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ...) এই অংশটুকু ব্যতীত তিরমিযী ১৭৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১০৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৩২৫, মুসনাদে আহমাদ ১৫৯০৬, সহীহুল জামি' ১১৯৭, আল জামি'উস্ সগীর ২০৭৭।

Scanned by CamScanner

এর সূত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- «وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ» "আর তোমাদের সুরমাসমূহের মাঝে সর্বাধিক উত্তম হলো ইসমিদ।"

তিরমিযীর বর্ণনার শব্দ- «وخير ما اكتحلتم به الإثمد» "আর তোমরা যা দিয়ে সুরমা ব্যবহার করো তন্মধ্যে উত্তম হচ্ছে ইসমিদ।" (তিরমিযী হাঃ ২০৪৮)

তিরমিযীর বর্ণনাটি আমরা সামনেই দেখব। এসব বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, ইসমিদ হচ্ছে সুরমার একটি প্রকার এবং তা সবচেয়ে ভালো মানের সুরমা।

(فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ) কেননা তা দৃষ্টি প্রকাশ করে। এটি সুরমা ব্যবহারের একটি উপকার। দৃষ্টি প্রকাশ করে অর্থাৎ দৃষ্টিকে সুন্দর এবং চোখের জ্যোতি বাড়ায় এবং চোখের মধ্যে মাথা থেকে নেমে আসা ময়লা পরিষ্কার করে। এর মাধ্যমে মূলত দৃষ্টিকে স্বচ্ছ রাখে।

(وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ) আর চুল গজায়। এটি সুরমা ব্যবহারের দ্বিতীয় উপকার। এখানে চুল বলতে চোখের চুল তথা চোখের পাপড়ি উদ্দেশ্য।

(وَزَعَمَ) "زعم" এর শাব্দিক অর্থ ধারণা করা। তবে অনেক সময় শব্দটি নিশ্চিত কথার ওপর প্রয়োগ হয়। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। এখানে রসূলের সুরমা ব্যবহারের রীতির ধারণাকারী বা কথাটির প্রবক্তা হলেন ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه। বিভিন্ন বর্ণনা থেকেও তা প্রমাণিত হয়। তবে কেউ কেউ বলেন, এ কথার প্রবক্তা হলেন হাদীসটির বর্ণনাকারী ইমাম তিরমিযীর শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু হুমায়দ। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

(ثَلَاثَةً فِي هٰذِهٖ وَثَلَاثَةً فِي هٰذِهٖ) তিনবার এ চোখে তিনবার ওই চোখে। অর্থাৎ ডান চোখে তিনবার এবং বাম চোখে তিনবার। প্রতি রাতে এ চোখে তিনবার আর ও চোখে তিনবারের অর্থ এই নয় যে, রাতে তিন সময়ে সুরমা লাগাতেন। বরং উদ্দেশ্য হলো, সুরমা ব্যবহারের সময় সুরমার ব্যবহারে কাঠি বা শলা তিন বার চোখে লাগাতেন এবং প্রতিবার শলায় সুরমা নিতেন। যেমন কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে- «مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ» অর্থাৎ যে সুরমা ব্যবহার করবে সে যেন বিজোড় করে।

(মির্ক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭৫৭)

٤٤٧٣ -[٥٥] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ بِالْإِثْمِدِ ثَلَاثًا فِيْ كُلِّ عَيْنٍ قَالَ: وَقَالَ: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّدُودُ وَالسَّعُوطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ وَخَيْرَ مَا اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْإِثْمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَإِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمُ تِسْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمُ إِحْدٰى وَعِشْرِينَ» وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَيْثُ عُرِجَ بِهٖ مَا مَرَّ عَلٰى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৪৪৭৩-[৫৫] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ রাত্রে শোয়ার পূর্বে প্রত্যেক চোখে তিন তিন শলাকা ইসমিদ সুরমা লাগাতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (ﷺ) আরো বলেছেন : যে সব জিনিস দ্বারা তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম-লাদূদ, সাউত, শিঙ্গা লাগানো এবং জোলাপ নেয়া। যে সব সুরমা তোমরা ব্যবহার করো তার মধ্যে ইসমিদ সর্বোত্তম। তাতে চোখের দৃষ্টিশক্তি সতেজ হয় এবং চোখের পলকের চুল অধিক জন্মায়। আর শিঙ্গা লাগানোর জন্য উত্তম দিন হলো চাঁদের সতের, উনিশ ও একুশ তারিখ। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যখন মি'রাজ হয়েছিল, তখন তিনি

Scanned by CamScanner

মালায়িকাহ্‌'র (ফেরেশতাদের) যে দলের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছিলেন যে, আপনি অবশ্যই শিঙ্গা লাগাবেন। (তিরমিযী; এবং তিনি বলেছেন : এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।)[৩৯৫]

ব্যাখ্যা : (اَللَّدُوْدُ) মুখের পার্শ্ব দিয়ে যে ঔষধ সেবন করানো হয় তাকে 'লাদূদ' বলা হয়। সম্ভবত এটি সে সময়কার বিশেষ এক প্রকার উত্তম ঔষধ, যা ঐভাবে (ফোঁটা ফোঁটা করে মুখের ঔষধ) সেবন করানো হত।

(اَلسَّعُوْطُ) ড্রপ দিয়ে (ফোঁটা ফোঁটা করে নাকের ঔষধ) নাকে ব্যবহারের ঔষধ। সে সময়কার উত্তম ঔষধের মাঝে এটিকে গণ্য করা হয়েছে।

(اَلْحِجَامَةُ) রক্তমোক্ষণ চিকিৎসা। শিঙ্গা ব্যবহারের মাধ্যমে শরীরের বিষাক্ত রক্ত উঠানোর মাধ্যমে এই চিকিৎসা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আধুনিক কালে এর নতুন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।

(اَلْمَشِيُّ) শব্দটির 'মীম' হরফে যবর, 'শিন' অক্ষরে যের এবং পরবর্তীতে 'ইয়া' তাশদীদযুক্ত। পেট নামানোর কাজে ব্যবহৃত যে কোন ঔষধকেই 'মাশিয়্যু' বলা হয়। শব্দটি (اَلْمَشِيُّ) থেকে উদ্গত। যার অর্থ চলাফেরা। তুরিবিশতী বলেন : পেট নামানোর কাজে ব্যবহৃত ঔষধকে 'মাশিয়্যু' বলার কারণ হলো, এই ঔষধ সেবনকারী বাথরুমে যাওয়া আসা বেড়ে যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

এই চারটি চিকিৎসাকে সর্বোত্তম চিকিৎসা বলে আখ্যায়িত করেন নাবী ﷺ। এগুলোই হয়ত সে সময়কার সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা ছিল।

(وَإِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُوْنَ فِيهِ يَوْمُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمُ تِسْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمُ إِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ) শিঙ্গা লাগিয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন কোন হাদীসে কিছু তারিখকে উত্তম বলা হয়েছে। যেমন বর্ণিত হাদীসে চান্দ্র মাসের ১৭, ১৯, ২১ তারিখে হিজামাহ্‌ উত্তম বলা হয়েছে। কোন হাদীসে সপ্তাহের কিছু দিনে শিঙ্গা লাগাতে উৎসাহিত করা হয়েছে আবার কিছু দিনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন সোমবার ও মঙ্গলবারে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং অন্যদিন নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

তবে নির্ধারিত তারিখ বা নির্ধারিত দিনে হিজামাহ্‌ সম্পর্কে যত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার সবই দুর্বল বলে মত দিয়েছেন মুহাদ্দিসীনে কিরাম। মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন : নির্ধারিত দিনে হিজামার প্রতি উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কিছু নেই।

(حَيْثُ عُرِجَ بِهٖ) অর্থাৎ মি'রাজ রজনীতে যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আকাশে চড়ানো হচ্ছিল, তখন যখনই তিনি মালায়িকাহ্‌'র (ফেরেশতাগণের) দল অতিক্রম করেছেন, মালায়িকাহ্‌ তাকে বলেছে- (عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ) তোমার জন্য হিজামা জরুরী বা তুমি হিজামাকে আঁকড়ে ধরো। হাদীসটি সহীহ হলে হিজামার গুরুত্ব আরো অনেক বেশি বেড়ে যেত। তবে রসূলুল্লাহ ﷺ হিজামাহ্‌ দ্বারা চিকিৎসা করেছেন তা বিভিন্ন সহীহ হাদীসের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত এবং উপকার ও গুরুত্বও প্রমাণিত।

٤٤٧٤ -[٥٦] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُوْلِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوا بِالْمَيَازِرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

---

[৩৯৫] : য'ঈফ : (مَا اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْإِثْمِدُ) এই অংশটুকু ব্যতীত হাদীসটি য'ঈফ। তিরমিযী ২০৫৩, ২০৪৮; ইবনু মাজাহ ৩৪৯৫, ৩৪৯৭, ৩৪৯৯; য'ঈফুল জামি' ১৮৫৫, (خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُوْنَ فِيهِ يَوْمُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمُ تِسْعَ...) এখান থেকে শেষ পর্যন্ত অংশটুকু হাসান। দেখুন- আল জামি'উস্‌ সগীর ৫৬৪৩, সহীহুল জামি' ৩৩৩২।

Scanned by CamScanner

৪৪৭৪-[৫৬] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ পুরুষদের এবং মহিলাদেরকে গোসলের জন্য হাম্মামে (গোসলখানায়) প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য পরে কেবলমাত্র পুরুষদেরকে ইযারসহ প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৩৯৬]

ব্যাখ্যা : (نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ) অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলাকে হাম্মামসমূহে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন।

হাম্মাম অর্থ গোসলখানা। মূলত গরম পানি দিয়ে গোসলের ব্যবস্থা করে রাখার স্থানকে হাম্মাম বলা হয়। বহুবচন হাম্মামাত। যে হাম্মামে গোসল করতে পুরুষ ও মহিলাকে সাধারণভাবে নিষেধ করা হয়েছিল তা মূলত ঐসব গোসলখানা, যেখানে সম্মিলিতভাবে সবাই মিলে গোসলের ব্যবস্থা করা হয়।

সতর বা শরীরের যে অংশ ঢাকা জরুরী তা ঢেকে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফার্‌য। সতরের বিষয়টির দিকটিকেই লক্ষ্য করে গোসলের জন্য হাম্মাম তথা সমবেত গোসলস্থলে প্রবেশ করতে বারণ করেন নাবী ﷺ।

(ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوا بِالْمَيَازِرِ) অর্থ- পরবর্তীতে পুরুষের জন্য লুঙ্গি নিয়ে প্রবেশের অনুমোদন দেন।

মেয়েদের তুলনায় পুরুষের সতরের অংশ কম। লুঙ্গি পরে সতরের বিধান রক্ষা করে পুরুষের জন্য সমবেত গোসলখানায় গোসল করা সম্ভব। কিন্তু মেয়েদের জন্য তা সম্ভব নয়; তাই মেয়েদের ক্ষেত্রে সম্মিলিত গোসলের স্থানে প্রবেশ করার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে। মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মেয়েদেরকে হাম্মামে প্রবেশ করে গোসলের অনুমোদন দেয়া হয়নি; কেননা তাদের সমস্ত শরীর সতর এবং বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তা বের করা জায়িয নয়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮০২; মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٧٥ -[٥٧] وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عَائِشَةَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ فَقَالَتْ: مَنْ أَيْنَ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ: مِنَ الشَّامِ فَلَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ؟ قُلْنَ: بَلَى قَالَتْ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَخْلَعُ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا». وَفِي رِوَايَةٍ: «فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ سِتْرَهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৪৭৫-[৫৭] আবুল মালীহ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হিমস্ অধিবাসিনীর কয়েকজন মহিলা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর খিদমাতে উপস্থিত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোথা হতে এসেছ? তারা বলল, সিরিয়া হতে। তখন 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বললেন : সম্ভবত তোমরা ঐ এলাকার অধিবাসিনী, যেখানকার মহিলারা গোসলখানায় প্রবেশ করে? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বললেন : আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে নারী তার স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও তার স্বীয় কাপড় খোলে, সে যেন তার ও তার প্রভুর মধ্যে পর্দা ছিঁড়ে ফেলে। অপর এক বর্ণনায় আছে, নিজ ঘর

[৩৯৬] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪০০৯, তিরমিযী ২৯৬৬, য'ঈফ তিরমিযী ৫৩০, ইবনু মাজাহ ৩৭৪৯, য'ঈফ ইবনু মাজাহ ৮২১, য'ঈফ আত্ তারহীব ১২৫, শু'আবুল ঈমান ৭৭৬৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৩৫২, আহমাদ ২৫০৫০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আবূ 'উযরাহ্" নামক একজন রাবী, যিনি অপরিচিত। দেখুন- তাহক্বীক্বে মুসনাদে আহমাদ- শু'আয়ব আরনাউত্ব : ২৫০৫০।

Scanned by CamScanner

ব্যতীত অন্য কোথাও কাপড় খুললে সে যেন তার ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর মধ্যকার পর্দা নষ্ট করে দিলো। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৩৯৭]

ব্যাখ্যা : (حِمْصٍ) শব্দটির 'হা' হরফে যের এবং 'মীম' হরফে সাকিন দিয়ে উচ্চারিত। শাম তথা সিরিয়ার একটি শহরের নাম।

(الْكُورَةِ) 'কাফ' হরফে পেশ দিয়ে উচ্চারণ অর্থাৎ কূরা। কূরা সেখানকার একটি অঞ্চল বা এক প্রান্তের নাম, যে অঞ্চল বা প্রান্তের মেয়েরা পুরুষ মহিলা সম্মিলিত গোসলখানায় প্রবেশ করত।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০০৫)

(إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا) তবে সে তার ও তার রবের মধ্যকার পর্দা ছিঁড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ যে মহিলা স্বামী ছাড়া অন্যের কাছে নিজের সতর খুলল সে লজ্জা ও শিষ্টাচারের পর্দাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে, যার রক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে তার রব্।

(بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ) তার ও আল্লাহর মধ্যকার পর্দা। আল্লাহ ও তার মধ্যকার পর্দা ভূলুণ্ঠিত হওয়ার কারণ হলো সে আল্লাহর পক্ষ থেকে পর্দা রক্ষা করতে নির্দেশিত। তার সতরকে স্বামী ছাড়া সকলের দৃষ্টি থেকে হিফাযাত করতে নির্দেশিত। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা পোশাক অবতীর্ণ করেছেন, যা দিয়ে তারা তাদের লজ্জাস্থান ঢাকবে। এটা হলো তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির পোশাক। অতএব যখন তারা আল্লাহকে ভয় করলো না এবং তাদের লজ্জাস্থান খুলে দিল, তখন তারা আল্লাহ ও তাদের মধ্যকার পর্দাকেই ভূলুণ্ঠিত করলো। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০০৫)

٤٤٧٦ -[٥٨] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৪৭৬-[৫৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : শীঘ্রই অনারব দেশ তোমাদের দখলে আসবে এবং সেখানে তোমরা এমন কিছু ঘর পাবে যাকে হাম্মাম বলা হয়। সে সমস্ত হাম্মামে তোমাদের পুরুষেরা যেন লুঙ্গি পরিহিত অবস্থা ব্যতীত প্রবেশ না করে, আর মহিলাদের যেন তা হতে বিরত রাখে। তবে রুগ্ন এবং হায়য-নিফাস হতে পবিত্রতা অর্জনকারী মহিলাদের বাধা দেবে না।

(আবূ দাউদ)[৩৯৮]

ব্যাখ্যা : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হাদীসে নিষিদ্ধ হাম্মাম তথা গোসলখানা বলতে সবাই মিলে একত্রে গোসলের সমবেশস্থলকে বুঝানো হয়েছে। যেমন বর্তমানকালে বিভিন্ন সুইমিংপুল ইত্যাদিতে পুরুষ মহিলা সমবেত হয়ে আড্ডা দিয়ে গোসল দেয়, সাঁতার কাটে। এসব গোসলখানা বা সুইমিংপুলে পুরুষদের জন্য লুঙ্গি বা এমন কাপড় দ্বারা শরীর আবৃত করে গোসলে প্রবেশ জায়িয হবে যার মাধ্যমে শরীরের সতরের অংশ

---

[৩৯৭] **সহীহ :** তিরমিযী ২৮০৩, আবূ দাউদ ৪০১০, ইবনু মাজাহ ৩৭৫০, সহীহুল জামি' ২৭১০, আল জামি'উস্ সগীর ৪৪৭৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৭০, দারিমী ২৬৫১, আহমাদ ২৪১৪০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৭৪৩, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৭৮০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫২০০।

[৩৯৮] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪০১১, ইবনু মাজাহ ৩৭৪৮, য'ঈফ ইবনু মাজাহ ৮২০, য'ঈফুল জামি' ২০৭৯।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আবদুর রাহমান ইবনু যিয়াদ ইবনু আন্'উম আল ইফরিক্বী", যিনি একজন য'ঈফ রাবী। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৪/৭২৮ পৃঃ, হাঃ ৬৮১৯।

Scanned by CamScanner

কাপড় ভিজলেও প্রকাশ পায় না। কিন্তু মহিলাদের এসব গোসলখানায় প্রবেশ জায়িয নেই। মহিলাদের এসব গোসলখানায় প্রবেশ থেকে বারণ করতে পুরুষদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে হাদীসে নাবী ﷺ মেয়েদের দু'টি বিশেষ অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন, যে অবস্থায় তারা এসব হাম্মামে প্রবেশ করতে পারে। অর্থাৎ যখন তার জন্য গোসল জরুরী হয়ে পড়বে এবং এখানে প্রবেশ ছাড়া কোন উপায় নেই, সেই অপারগ অবস্থায় মহিলা এসব গোসলখানায় প্রবেশ করতে পারে। তবে এক্ষেত্রেও সে একাকি প্রবেশ করবে অথবা সতর ঢাকা অবস্থায় প্রবেশ করবে। ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসে প্রমাণ হলো, মেয়েদের জন্য প্রয়োজন ছাড়া এসব গোসলখানায় প্রবেশ জায়িয নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٧٧ -[٥٩] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلٰى مَائِدَةٍ تُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

৪৪৭৭-[৫৯] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ইযার (লুঙ্গি) ব্যতীত গোসলখানায় প্রবেশ না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও ক্বিয়ামাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার সহধর্মিণীকে গোসলখানায় প্রবেশ না করায় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন এমন খাবার মাজলিসে না বসে, যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়। (তিরমিযী ও নাসায়ী)[৩৯৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসে ঈমানদার ব্যক্তির তিনটি গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এই তিনটি গুণাবলী উল্লেখের মাধ্যমে মূলত ঈমানদার ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস পরিহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে এই তিন কাজ করবে না।

প্রথম : সে লুঙ্গি অর্থাৎ সতর ঢাকার আবরণ ছাড়া গোসলখানায় প্রবেশ করবে না। এ সংক্রান্ত আরো বিবরণ আমরা উপরে দেখে এসেছি।

দ্বিতীয় : সে তার হালীলাহ্ তথা তার স্ত্রীকে এসব গোসলখানায় প্রবেশ করতে দিবে না। মেয়েদের এসব গোসলখানায় প্রবেশ যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি তার স্বামীর দায়িত্ব হলো তার স্ত্রীকে এমন জায়গায় প্রবেশ করতে বাধা দেয়া। স্বামী তার স্ত্রীকে বারণ না করলে স্বামীও গোনাহগার হবে।

তৃতীয় : যে কর্মটি হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে তা হলো, এমন খাবারের টেবিলে খেতে না বসা যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়। মদপানকে কুরআন ও হাদীসে কঠিনভাবে হারাম করা হয়েছে। হারাম বা গোনাহের কাজে জড়িত হওয়া যেমন অপরাধ, তেমনি তার প্রতি সমর্থন বা তা ঘৃণা না করাও একটি অপরাধ।

অতএব যে টেবিলে মদ পরিবেশন হয় সেই টেবিলে বসে খাওয়া ঈমানদার ব্যক্তির আত্মমর্যাদার বিপরীত। সে হয়ত মদ পানে বাধা দিবে নতুবা এখান থেকে উঠে চলে যাবে। কোনটিই না করলে মদপানে তার সমর্থন বা অন্তত ঘৃণা নেই তা প্রমাণিত হয়। তাই হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৩৯৯] হাসান : তিরমিযী ২৮০১, নাসায়ী ৪০১ ইরওয়া ১৯৪৯, সহীহুল জামি' ৬৫০৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৯২৫, শু'আবুল ঈমান ৫৫৯৬, মুসনাদে আহমাদ ১৪৬৫১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৬৪, সহীহুল জামি' ৬৫০৬।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٤٧٨ -[٦٠] عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِيْ رَأْسِهِ فَعَلْتُ قَالَ: وَلَمْ يَخْتَضِبْ زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُوْ بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪৭৮-[৬০] সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রাঃ)-কে নাবী ﷺ-এর খিযাব লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন : যদি আমি তাঁর মাথার সাদা চুলগুলো গুণে দেখতে চাইতাম, তবে অনায়াসে গুণতে পারতাম (অর্থাৎ- এমন অধিক পরিমাণে সাদা হয়নি)। তিনি বললেন : অতএব তিনি (ﷺ) খিযাব লাগাননি। অপর এক বর্ণনায় এ কথাটি বর্ধিত আছে যে, আবূ বাক্‌র (রাঃ) মেহেদী ও কাতাম ঘাস মিশ্রিত খিযাব লাগিয়েছেন। আর ‘উমার (রাঃ) নিরেট মেহেদীর খিযাব লাগিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৪০০]

ব্যাখ্যা : (سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ) তিনি বলেন, আনাস (রাঃ)-কে নাবী ﷺ-এর খিযাব সম্পর্কে তথা তিনি করতেন, কি করতেন না, সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন :

(لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِيْ رَأْسِهِ فَعَلْتُ) যদি আমি তাঁর মাথায় কালো চুলের সাথে মিশে থাকা পাকা চুল গণনা করতে চাইতাম তাহলে গণনা করতে পারতাম। তিনি এর দ্বারা সংখ্যায় খুব কম তা বুঝাতে চেয়েছেন।

(قَالَ: وَلَمْ يَخْتَضِبْ) তিনি স্পষ্ট উত্তর দেন যে, নাবী ﷺ কখনই মাথায় খিযাব লাগান নেই। (আনাস (রাঃ)) অপর এক বর্ণনায় বলেন : আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাঃ) মেহেদী এবং কাতাম দিয়ে খিযাব লাগাতেন– (বুখারী ও মুসলিম)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ : কিতাবুল লিবাস)

٤٤٧٩ -[٦١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتّٰى تَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ؟ قَالَ: أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتّٰى عِمَامَتَهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪৪৭৯-[৬১] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নিজের দাড়িতে হলুদ রং দ্বারা হলদে করতেন, এমনকি তাতে তাঁর কাপড় হলদে হয়ে যেত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি হলুদ রং ব্যবহার করেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন : আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এটা ব্যবহার করতে দেখেছি। বস্তুতঃ তাঁর কাছে এ রঙের চেয়ে অন্য কোন রং অধিক প্রিয় ছিল না। তিনি (ﷺ) তাঁর সমস্ত কাপড় এমনকি পাগড়ীও এ রঙে রঞ্জিত করতেন। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৪০১]

---

[৪০০] সহীহ : বুখারী ৫৮৯৮, মুসলিম (২৩৪১)-১০৩, আবূ দাউদ ৪২০৯, শু‘আবুল ঈমান ৬৩৯৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫২১২, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৩৩৬৪।

[৪০১] সানাদ সহীহ : আবূ দাউদ ৪০৬৪, নাসায়ী ৫০৮৫, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৫৬৪২, মা‘রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৩০২১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : ইবনু 'উমার صُفْرَةٌ 'সুফরাহ্' (তথা 'আর্‌শ এক ধরনের লতা জাতীয় গাছ যার রং যা'ফরানের মতো) দ্বারা তার দাড়িকে রং করতেন ফলে তার কাপড় সুফরার রঙে ভরে যেত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো : আপনি কেন সুফরাহ্ দিয়ে দাড়ি রং করেন? তিনি উত্তর দিলেন : আমি নাবী -কে এটা দ্বারা দাড়ি রং করতে দেখেছি। নাবী -এর নিকট দাড়ি রং করার জন্য তা (সুফরাহ্) ছিল খুবই প্রিয়।

(وَقد كَانَ يَصْبغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا) ইবনু 'উমার সুফরাহ্ ব্যবহারের ফলে কাপড় রং পাগড়ী রঙিন হয়ে যেত। তিনি সুফরাহ্ দিয়ে কাপড় রং পাগড়ী রঙিয়ে তা পরিধান করতেন তা উদ্দেশ্য নয়। কেননা অপর হাদীসে সুফরাহ্ বা যা'ফরান দিয়ে রং করে কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٨٠ -[٦٢] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَخْضُوبًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৪৮০-[৬২] 'উসমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মাওহাব (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একবার) উম্মু সালামাহ্ -এর নিকট গেলাম। তখন তিনি আমাদের সম্মুখে নাবী -এর কয়েক গাছি চুল বের করে আনলেন যা (মেহেদী দ্বারা) খিযাব করা ছিল। (বুখারী)[৪০২]

ব্যাখ্যা : 'উসমান ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি উম্মু সালামাহ্ -এর গৃহে প্রবেশ করি, অতঃপর তিনি আমাদেরকে নাবী -এর খিযাব করা একটি চুল বের করে দেখান। ইবনু মাজাহ ও আহমাদ উক্ত হাদীসে বৃদ্ধি করে বলেন, মেহেদী এবং কাতাম দ্বারা চুলটি খিযাব করা ছিল। কিন্তু পূর্বে উল্লেখিত আনাস -এর হাদীসে রয়েছে, নাবী কখনো খিযাব করতেন না। অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় এভাবে :

তিনি নাবী -এর অধিকাংশ অবস্থার দিকে বিবেচনা করে বলেছেন, তিনি খিযাব করতেন না। আর যে হাদীসে খিযাবের কথা বলেছেন যেটা স্বল্পতার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা এবং এটাও হতে পারে যে, একটি বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে আর অন্যটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে।

বাস্তবতা হলো : মাথার চুলের রং পরিবর্তনের কারণ হলো মাথা ব্যথার কারণে মেহেদী ব্যবহার করা অথবা অতিরিক্ত সুগন্ধি ব্যবহার করা। যার ফলে খিযাব মনে হতো। আর রূপক অর্থে বার্ধক্যের শুরুতে চুল লালচে হয়ে যায় যা খিযাবের মতো দেখায়। আমার নিকট গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে খিযাব না করাটা বার্ধক্যের কারণে মাথায় খিযাব লাগানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর করাটা দাড়িতে কোন কোন চুল পেকে গেলে সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন।

এই মর্মে ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) ইসমা'ঈলীর সুত্রে বর্ণনা করেন : উম্মু সালামাহ্ -এর নিকট নাবী -এর দাড়ির একটি চুল ছিল, যাতে মেহেদী এবং কাতামের চিহ্ন ছিল। অতএব এ হাদীসটি উপরোক্ত সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যেমনটি শামায়িল অধ্যায়ে আবূ হুরায়রাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : নাবী কি খিযাব করতেন? তিনি উত্তর দেন, হ্যাঁ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[৪০২] সহীহ : বুখারী ৫৮৯৭, আহমাদ ২৬৫৩৯, ইবনু মাজাহ ৩৬২৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫০০৯, শু'আবুল ঈমান ৬৪০০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫২১৪।

Scanned by CamScanner

٤٤٨١ -[٦٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ هٰذَا؟» قَالُوا: يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَ بِهٖ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: «إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৪৮১-[৬৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এক হিজড়াকে আনা হলো, সে তার হাতে এবং পায়ে মেহেদী লাগিয়ে রেখেছিল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, এটার এ অবস্থা কেন? সহাবীগণ বললেন : সে নারীদের বেশ ধারণ করেছে। তখন তিনি (ﷺ) তাকে শহর হতে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তাকে শহরের বাইরে নাক্বী' নামক স্থানে নির্বাসিত করা হলো। অতঃপর রসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাকে কতল করে দেব? তিনি (ﷺ) বললেন : সলাত আদায়কারী ব্যক্তিদেরকে কতল করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। (আবূ দাউদ)[৪০৩]

ব্যাখ্যা : আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ)-এর নিকট একজন মুখান্নাস তথা হিজড়া ব্যক্তিকে আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এ লোকটির কি হয়েছে? সহাবীগণ বললেন : সে মহিলাদের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, কথাবার্তায়, কাজকর্মে এবং চলাফেরায় এমনকি মেহেদী ব্যবহারেও। অতঃপর তিনি (ﷺ) তাকে বের করে দিতে বললেন। এরপর তাকে নাক্বী' নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। বলা হলো : হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমরা কি তাকে হত্যা করব? অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন : আমাকে মুসল্লী তথা মু'মিনদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সলাত পরিত্যাগকারীকে হত্যা করা যাবে। এটা ইমাম শাফি'ঈ-এর অনুসারীদেরও মতো। কেননা মুসল্লী বা সলাত আদায়কারী তাকেই বলা যাবে যে অধিকাংশ সময় সলাত আদায় করে থাকে, যদিও এক বা দুই বার সলাত ছুটে যায়। যারা শুধু এক দু'বার সলাত আদায় করে তাদেরকে সাধারণত মুসল্লী বলা হয় না। অতএব তাদেরকে হত্যা করা যাবে, যেহেতু তারা ইসলামের সবচেয়ে বড় নিদর্শনকে পরিত্যাগ করেছে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٨٢ -[٦٤] وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهٗ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَمَسَّنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلُوقِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৪৮২-[৬৪] ওয়ালীদ ইবনু 'উক্ববাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মাক্কাহ্ জয় করলেন, তখন মাক্কাবাসীরা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে তাঁর খিদমাতে আনতে শুরু করে আর তিনি তাদের জন্য বারাকাতের দু'আ করতেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। (বর্ণনাকারী) ওয়ালীদ বলেন, আমাকেও তাঁর খিদমাতে আনা হলো, সে সময় আমার গায়ে খলূক্ব সুগন্ধি মাখা ছিল। সে (রঙিন) খলূক্ব সুগন্ধির দরুন তিনি আমাকে স্পর্শ করেননি। (আবূ দাউদ)[৪০৪]

---

[৪০৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৯২৮, সহীহুল জামি' ২৫০৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৩৭৯, শু'আবুল ঈমান ৪৬০৬, দারাকুত্বনী ৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫০৫৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭৪৪২, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৫৯৭।

[৪০৪] **মুনকার য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪১৮১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৮৬২।
হাদীসটি মুনকার য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো এর সানাদে আছে "আবদুল্লাহ আল হামদানী", আর ইনিই হলেন আবূ মূসা। ইনি একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী। দেখুন- তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ- শু'আয়ব আরনাউত্ব : ১৬৪২৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ যখন মাক্কাহ্ বিজয় করেন তখন মাক্কাহ্বাসীরা তাদের শিশুদেরকে তাঁর নিকট আনতে শুরু করল এবং তিনি তাদের শিশুদের জন্য অথবা শিশুদের কারণে মাক্কাহ্বাসীদের জন্য বারাকাতের দু‘আ করলেন ও তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী ওয়ালীদ বলেন : আমাকেও তার নিকট আনা হলো, খলূক্ব তথা যা‘ফরান মিশ্রিত সুগন্ধি মাখানো অবস্থায়, ফলে তিনি খলূক্বের কারণে আমাকে স্পর্শ করলেন না। নাবী ﷺ তাকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকলেন। কেননা এটা ছিল মহিলাদের সুগন্ধি। যাতে স্পর্শ করার ফলে মহিলাদের সাদৃশ্য অনুকরণ করা না হয়। কেননা পুরুষদের জন্য মহিলাদের সাদৃশ্য ধারণ করা হারাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٨٣ -[٦٥] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِّلُهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا» قَالَ: فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا». رَوَاهُ مَالِكٌ

৪৪৮৩-[৬৫] আবূ ক্বতাদাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একদিন তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন : আমার চুল ঘাড় পর্যন্ত পৌছেছে। সুতরাং আমি কি তা আঁচড়িয়ে রাখতে পারি? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ এবং তাকে সযত্নে রাখো। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হ্যাঁ এবং তাকে যত্ন করো বলার কারণে আবূ ক্বতাদাহ্ দৈনিক দু’বার তাতে তেল মালিশ করতেন। (মালিক)[৪০৫]

ব্যাখ্যা : আবূ ক্বতাদাহ্ رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, আমার জুম্মা তথা কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল আছে। আমি কি তা চিরুণী দিয়ে আঁচড়াবো এবং ছেড়ে রাখব? নাবী ﷺ বললেন : হ্যাঁ, তাকে চিরুণী কর এবং তেল দিয়ে ভালোভাবে যত্ন কর। বর্ণনাকারী বলেন, তাই আবূ ক্বতাদাহ্ رضي الله عنه-এর এ কথার প্রেক্ষিতে “হ্যাঁ তাকে যত্ন কর”। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٨٤ -[٦٦] وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ قَالَتْ: وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْ قُصَّتَانِ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرَّكَ عَلَيْكَ وَقَالَ: «احْلِقُوا هَذَيْنِ أَوْ قُصُّوهُمَا فَإِنَّ هٰذَا زِيُّ الْيَهُودِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৪৮৪-[৬৬] হাজ্জাজ ইবনু হাস্সান (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (শিশুকালে) হাসান ইবনু মালিক رضي الله عنه-এর নিকট গেলাম। আমার ভগ্নি মুগীরাহ্ সেদিনকার ঘটনাটি আমাকে (এভাবে) বর্ণনা করেছেন যে, তুমি তখন ছোট বাচ্চা ছিলে। তোমার চুলের দু’টি বেণি অথবা দু’টি গুচ্ছ ছিল। তখন আনাস رضي الله عنه তোমার মাথার উপরে হাত ফিরিয়ে তোমার জন্য বারাকাতের দু‘আ করলেন এবং বললেন : তার এ বেণি দু’টি কেটে ফেলো অথবা বলেছেন : মুড়িয়ে ফেলো। কেননা এটা ইয়াহূদীদের আচরণ। (আবূ দাউদ)[৪০৬]

[৪০৫] য‘ঈফ : মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৪৯৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১৬৫। হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদ বিচ্ছিন্ন এবং এর মাতানে উল্টাপাল্টা (ইযত্বিরাব) রয়েছে। এর ইনকিত্বা‘ তথা বিচ্ছিন্নতা হলো, নাসায়ীতে ২/২৯২ এসেছে, ইবনু মিকদাম বাহ্যিকভাবে বিশুদ্ধ কিন্তু সে সূক্ষ্মভাবে তাদলীস করত। বিস্তারিত দেখুন- গয়াতুল মিন্নাহ ফী ইতমামি তামামিল মিন্নাহ ১/৫৪।

[৪০৬] য‘ঈফ : আবূ দাউদ ৪১৯৭, শু‘আবুল ঈমান ৬৪৮৩।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (دَخَلْنَا) আমি ও আমার পরিবার প্রবেশ করলাম। (فَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ) অতঃপর আমাকে বোন মুগীরাহ্ হাদীস বর্ণনা করলেন। (وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ) যখন তুমি আনাস (রাঃ)-এর নিকট গিয়েছিলেন। (غُلَامٌ) ছোট ছেলে। (وَلَكَ قَرْنَانِ) তখন তোমার মাথায় চুলের দু'টি বেনী ছিল। (أَوْ قُصَّتَانِ) অথবা কপালের উপর চুলের দু'টি বেনী ছিল। কোন কোন বর্ণনাকারী (أَوْ) 'আও' বলে সন্দেহ পোষণ করেছেন। (فَمَسَحَ) অতঃপর আনাস ইবনু মালিক মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

এক্ষেত্রে 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) ভুল করে ضمير-কে নাবী ﷺ-এর দিকে ফিরিয়েছেন। এটা তার স্পষ্ট ভুল ধারণ। (وَبَرَّكَ عَلَيْكَ_والله اعلم) তোমার বারাকাতের জন্য দু'আ করলেন এবং বললেন, তোমার চুলের এই বেনী দু'টিকে চেছে ফেল অথবা কেটে ফেল, কেননা এটা ইয়াহূদীদের নিদর্শন এবং তাদের সন্তানদের মাথায় চুল রাখার অভ্যাস। সুতরাং এর বৈপরীত্য আনয়ন কর।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ্ (রহিমাহুল্লাহ) 'সিরাতুল মুস্তাক্বীম' গ্রন্থে বলেন : চুল বেনী করে শিং তৈরি করা নিষেধ হওয়ার কারণ হলো এটা ইয়াহূদীদের একটা নিদর্শন। অতএব এ কারণে ইসলাম এটাকে অপছন্দ করেছে। আর এ থেকে এটাও জানা যায় যে, ইয়াহূদীদের সকল কাজের বিরোধিতা করা উচিত। এমনকি চুল রাখার ক্ষেত্রেও। তবে কপালের উপরিভাগে যদি একগুচ্ছ চুল রাখা হয় এটাতে কোন সমস্যা নেই। কেননা এটাতে ইয়াহূদীদের সামঞ্জস্যতা নেই। এছাড়া হাদীস থেকে আরো জানা যাচ্ছে যে, মাথার চুল রঙ করা ইয়াহূদীদের কাজ, ইসলামের সুন্নাত নয়। অতএব বাচ্চাদেরকে এ থেকে বিরত রাখা এবং তাদের মাথা মুণ্ডন করা উচিত। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৯৩)

٤٤٨٥-[٦٧] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৪৪৮৫-[৬৭] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীলোকের মাথা মুড়িয়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন। (নাসায়ী)[৪০৭]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ মহিলাদের মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন। কেননা পুরুষদের দাড়ি থাকলে যেমন সুন্দর লাগে তেমনি মেয়েদের মাথায় লম্বা চুল থাকলে সুন্দর লাগে। সুতরাং মেয়েদের কোন অবস্থাতেই চুল মুণ্ডন করা জায়িয নেই। এমনকি হাজ্জ ও 'উমরাহ্ থেকে হালাল হওয়ার ক্ষেত্রেও না। বরং তারা এক্ষেত্রে তাকসীর বা চুলের অগ্রভাগ থেকে সামান্য অংশ কর্তন করবে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ৯১৪)

হাদীসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় যে, পুরুষদের জন্য মাথায় চুল মুণ্ডন করা জায়িয, এতে কোন মতবিরোধ নেই। এটা 'আলী (রাঃ)-এর সুন্নাত। কেননা নাবী ﷺ খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণ করতে আদেশ করে বলেন- তোমাদের উচিত আমার সুন্নাত এবং সঠিক পথ প্রদর্শিত খুলাফায়ে রাশিদীনের

য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে মুগীরাহ্ বিনতু হাস্সান (حسّان) নামে একজন বর্ণনাকারী আছে, যে মাক্বূলাহ্ (مقبولة)। তার ব্যাপারে ইমাম মুনযিরী (রহিমাহুল্লাহ) চুপ থেকেছেন। আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) সিলসিলাতুয্ য'ঈফাতে ৯০০ নং-এ বলেছেন : সানাদ য'ঈফ। হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) "আত্ তাক্বরীবে" তাকে মাক্বূলাহ্ বলেছেন।

[৪০৭] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫০৪৯, তিরমিযী ৯১৪, য'ঈফাহ্ ৬৭৮, আস্ সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবারা ৯২৯৭। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ- এর সানাদে উল্টাপাল্টা (ইযত্বিরাব) আছে। এই উল্টাপাল্টা করেছে 'হুমাম' নামের বর্ণনাকারী। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৬৭৮ নং, ২/১২৪ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধরা। অথবা আমরা বলতে পারি এটা, নাবী ﷺ-এর সরাসরি সুন্নাত নয়, কেননা নাবী ﷺ এবং সহাবীগণ সব সময় চুল মুণ্ডন করতেন না। কেবলমাত্র হাজ্জ ও ‘উমরাহ্ শেষ করার পর চুল মুণ্ডন করতেন। সুতরাং মুণ্ডন করার অনুমতি আছে, এটাই গ্রহণযোগ্য মত (আল্লাহ ভালো জানেন)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٨٦ -[٦٨] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهٖ كَأَنَّهٗ يَأْمُرُهٗ بِإِصْلَاحِ شَعْرِهٖ وَلِحْيَتِهٖ فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ثَائِرُ الرَّأْسِ كَأَنَّهٗ شَيْطَانٌ». رَوَاهُ مَالِكٌ

৪৪৮৬-[৬৮] ‘আত্বা ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে ছিলেন। এ সময় দাড়ি চুলে এলোমেলো এক ব্যক্তি এলো, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ হাত দ্বারা তার প্রতি ইশারা করলেন, যেন তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন যে, সে যেন তার চুল দাড়ি ঠিক করে আসে। লোকটি তাই করল। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে ফিরে এলো। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের কেউ শায়ত্বনের মতো এলোমেলো চুলে আসতে, তা অপেক্ষা এখন যে অবস্থায় আছো তা কি উত্তম নয়!

(মালিক)[৪০৮]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ মাদীনার মাসজিদে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় এলোকেশী এক লোক মাসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন নাবী ﷺ লোকটিকে হাতের ইঙ্গিতে মাথার চুল আঁচড়িয়ে ঠিক করতে বললেন। লোকটিকে হাতের ইঙ্গিতে মাথার চুল আঁচড়িয়ে ঠিক করতে বললেন। লোকটি এটা বুঝতে পেরে মাসজিদ থেকে বেরিয়ে চুল ঠিক করে আবার তার নিকট ফিরে এলেন। নাবী ﷺ তাকে অথবা সাধারণভাবে সকলের উদ্দেশে বললেন : তোমাদের কেউ শায়ত্বনের মতো এলোমেলো চুল নিয়ে প্রবেশ করার চেয়ে এটা উত্তম নয় কি? (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٨٧ -[٦٩] وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطِّيبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظِّفُوا أُرَاهُ قَالَ: أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ" قَالَ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِمُهَاجِرِيْنَ مِسْمَارٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهٗ إِلَّا أَنَّهٗ قَالَ: «نَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৪৮৭-[৬৯] [সলিহ ইবনু আবূ হাস্‌সান (রহিমাহুল্লাহ)] সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহিমাহুল্লাহ) হতে শুনেছেন। তিনি [সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহিমাহুল্লাহ)] বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকেই ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, তাই পরিচ্ছন্নতাকেই পছন্দ করেন। তিনি দয়ালুও, তাই দয়া করাকে ভালোবাসেন। তিনি দাতা, তাই দানশীলতাকে পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো। রাবী বলেন, সম্ভবতঃ ইবনু মুসাইয়্যাব বলেছেন : তোমাদের (ঘর-দুয়ার ও) আঙ্গিনাকে ইয়াহূদীদের মতো (অপরিচ্ছন্ন) রেখো না। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনু মুসাইয়্যাব-এর বর্ণিত এ কথাগুলো আমি

[৪০৮] সহীহ : মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৪৯৪, শু‘আবুল ঈমান ৬৪৬২।

Scanned by CamScanner

মুহাজির ইবনু মিসমার-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন : অবিকল এ কথাগুলো আমাকে 'আমির ইবনু সা'দ তাঁর পিতার মাধ্যমে নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি নিঃসন্দেহে বলেছেন : তোমরা নিজেদের আঙ্গিনাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো। (তিরমিযী)[৪০৯]

ব্যাখ্যা : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং পবিত্র। তিনি পবিত্রতা তথা উত্তম অবস্থা উত্তম কথা, বান্দার সুগন্ধি মাখা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন 'আমাল পছন্দ করেন। তিনি পরিষ্কার, তাই পরিষ্কারকে পছন্দ করেন। তিনি দয়ালু, দয়া এবং দান-খয়রাতকে পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাক।

ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বাক্যে "ف" (ফা) অব্যয়টি বুঝাচ্ছে এটা উহ্য একটি শর্তের জবাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হচ্ছে : যখন এটা প্রতীয়মান হলো যে, আল্লাহ পবিত্রতাকে পছন্দ করেন, তখন তোমরা যথাসম্ভব পবিত্রতা বজায় রাখবে এবং তোমাদের বাড়ীর আঙিনাকে পরিষ্কার করে রাখবে। এতে বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষেই সে মেহমানদারীতে পছন্দ করে। কেননা বাড়ীর আঙিনা পরিষ্কার দেখেই বুঝা যায় তার বাড়ীতে মেহমানের আগমন ঘটেছিল।

সালিহ ইবনু আবূ হাস্‌সান বলেন : আমার মনে হয় সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব বলেছেন : তোমাদের বাড়ীর আঙিনা এবং ঘরের দরজা জানালা পরিষ্কার করে রাখবে এবং ইয়াহূদীদের সাথে সামঞ্জস্য রাখবে না। অর্থাৎ কৃপণতাবশতঃ আতর সুগন্ধি ব্যবহার না করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রতা ত্যাগ করে ইয়াহূদীদের মতো হয়ো না। (তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭৯৯)

٤٤٨٨ -[٧٠] وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمٰنِ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ فَقَالَ: يَا رَبِّ: مَا هٰذَا؟ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: رَبِّ زِدْنِيْ وَقَارًا. رَوَاهُ مَالِكٌ

৪৪৮৮-[৭০] ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সা'ঈদ রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছেন : আল্লাহর বন্ধু ইব্‌রাহীম খলীল আলায়হিস্ সালাম-ই প্রথম মানুষ যিনি মেহমানের আতিথেয়তা করেছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি খৎনা করেছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গোঁফ কেটেছেন। আর তিনিই প্রথম মানুষ যিনি চুল সাদা হতে দেখেছেন। তখন তিনি বলে উঠলেন : হে প্রভু! এটা কি? মহান আল্লাহ তা'আলা বললেন : হে ইব্‌রাহীম! এটা মর্যাদার প্রতীক। তখন ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালাম প্রার্থনা করলেন : হে প্রভু! আমার মর্যাদাকে আরো বৃদ্ধি করে দাও। (মালিক)[৪১০]

ব্যাখ্যা : ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-কে বলতে শুনেছেন : ইবরাহীম খলীলুর রহমান সর্বপ্রথম মেহমানের জন্য মেহমানদারী করেছেন। আর তিনিই মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম খৎনা করেছেন।

---

[৪০৯] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৭৯৯, য'ঈফুল জামি'উস্ সগীর ১৬১৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭৯১,
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "খালিদ ইবনু ইলইয়াস" য'ঈফ রাবী। তার ব্যাপারে ইবনু হিব্বান বলেন : এ রাবী বিশ্বস্ত রাবীদের নিকট থেকে হাদীস জাল করত। কাজেই এ ব্যক্তি হাদীস জালকারী। ইমাম বুখারী বলেন : সে মুনকারুল হাদীস কোন কিছুই না। ইমাম নাসায়ী বলেন যে, মাতরূকুল হাদীস। বিস্তারিত দেখুন- তুহফাতুল আহওয়াযী ৮/৬৮, হাঃ ২৭৯৯।

[৪১০] **সহীহ :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৪০৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ২০২৪৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩১৮৩২, শু'আবুল ঈমানর ৬৩৯২, আল আদাবুল মুফরাদ ১২৫০।

Scanned by CamScanner

কেননা ইতিপূর্বে সমস্ত নাবী 'আলায়হিস সালাম খৎনা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন। আর সর্বসাধারণের জন্য তখনো খৎনা করার আদেশ দেয়া হয়নি। যখন থেকে ইবরাহীম 'আলায়হিস সালাম খৎনা করলেন তখন থেকে এটা সমস্ত মানুষের জন্য সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত হল। তবে তারা ব্যতীত যারা খৎনা অবস্থায়ই জন্মগ্রহণ করেছে। তিনিই সর্বপ্রথম গোফ কেটে ছোট করেছেন। এটা এ কারণে যে, হতে পারে তার পূর্বের লোকেদের গোফ বেশী লম্বা হতো না। শুধু তাঁরই লম্বা গোফ হয়েছিল, তাই কেটেছেন। অথবা পূর্বের লোকেরা গোফের পূজা করতো না। অথবা এটাও হতে পারে যে, তিনি বেশী করে কেটে ছোট করেছেন যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তী লোকেরা তার অনুসরণ করেছে। তিনি প্রথম লোক যিনি মাথায় সাদা চুল দেখেছেন এবং আল্লাহকে প্রশ্ন করেছেন– হে প্রভু! এটা কি? আল্লাহ তা'আলা জবাব দিলেন, হে ইবরাহীম! এটা মর্যাদার প্রতীক অর্থাৎ সাদা চুল প্রকাশ পাওয়া মানে তার জ্ঞানের পরিপক্কতা আসা এবং সকল কাজে ধিরস্থিরতা আসার যা ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমার মতো মহৎগুণের সমাবেশ ঘটায়। তিনি আল্লাহ তা'আলাকে বললেন- হে আল্লাহ! আমার মর্যাদাকে আরো বাড়িয়ে দাও। (ইমাম মুওয়াত্ত্বা হাদীসটি বর্ণনা করেন)

'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) মুওয়াত্ত্বা কিতাবের হাশিয়াতে উল্লেখ করেছেন, ইব্রাহীম 'আলায়হিস সালাম সর্বপ্রথম মানুষ যিনি তার নখ কর্তন করেছেন এবং প্রথম মানব যিনি চুল আঁচড়িয়েছেন এবং নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করে চেছে ফেলেছেন, পায়জামা পরিধান করেছেন, দাড়ির পাকা চুলকে মেহেদী ও কাতামের মাধ্যমে খিযাব করেছেন এবং প্রথম মিম্বারে খুত্বাহ্ দিয়েছেন এবং সর্বপ্রথম আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন এবং সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেছেন। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

(٤) بَابُ التَّصَاوِيرِ

অধ্যায়-৪ : ছবি সম্পর্কে বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٤٨٩ -[١] عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪৮৯-[১] আবূ ত্বলহাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্তাগণ) সে ঘরে প্রবেশ করেন না যাতে কুকুর রয়েছে এবং সে ঘরেও না যাতে আছে (প্রাণীর) ছবি। (বুখারী ও মুসলিম)[৪১১]

[৪১১] সহীহ : বুখারী ৫৯৪৯, মুসলিম (৫৬৩৬)-২৬, আবূ দাউদ ৪১৫৩, তিরমিযী ২৮৪, নাসায়ী ৪২৮২, ইবনু মাজাহ ৩৬৪৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৫৮, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৩৬১৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৪৮৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ১৯৯৫২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ) মালাক (ফেরেশতা) প্রবেশ করে না অর্থাৎ রহমাতের মালাক হিফাযাতকারী এবং মৃত্যু মালাক নয়, কেননা তারা সার্বক্ষণিক কাজের জন্য আদিষ্ট এবং তারা সর্বদা দায়িত্ব রত থাকেন।

(بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ) যে বাড়ীতে কুকুর আছে। এখানে বাড়ী বলতে বুঝায়, যে জায়গায় মানুষ বসবাস করে, তা ঘর হোক বা তাঁবু হোক অথবা অন্য কিছু। কুকুর বলতে সব ধরনের কুকুর উদ্দেশ্য। কেননা হাদীসের বর্ণনায় অনির্দিষ্টভাবে কুকুর কথাটি এসেছে, তবে ইমাম খত্ত্বাবী এবং একদল 'আলিমের মতে উক্ত বিধান হতে ঐ সমস্ত কুকুরকে আলাদা করা হয়েছে যাদের থাকার ব্যাপারে শারী'আতে অনুমতি আছে। তা হচ্ছে শিকারী কুকুর, পশু চারণ এবং কৃষি খামারে নিয়োজিত কুকুর। কিন্তু ইমাম খত্ত্বাবীর নিকট গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে বাড়ীতে যে কোন ধরনের কুকুর রাখা নিষেধ।

(وَلَا تصاوير) এবং মালাক ঐ গৃহেও প্রবেশ করে না যেখানে ছবি আছে। ছবি বলতে সব ধরনের প্রাণীর ছবি উদ্দেশ্য। ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যে ছবির কারণে বাড়ীতে মালাক প্রবেশ করে না, তা হলো যা শখের বশত সংরক্ষণ করা হারাম। আর তা হচ্ছে যে সমস্ত প্রাণীর জীবন আছে এমন প্রাণীর ছবি যার মাথা কেটে দেয়া হয়নি। অথবা যা অবহেলিত হয়নি বিছানা এবং বালিশের স্বভাবে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমার নিকট গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, যে কোন কুকুর এবং ছবি থাকলেই ঘরে মালাক প্রবেশ করবে না। কেননা নাবী ﷺ-এর খাটের নীচে একটি কুকুর ছানা মরে থাকায় জিবরীল আলায়হিস সালাম নাবী ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করেনি। অথচ এক্ষেত্রে নাবী ﷺ-এর ওজর ছিল। তিনি জানতেন না। এতদসত্ত্বেও জিবরীল আলায়হিস সালাম গৃহে প্রবেশ করেননি। কারণ ঘরে কুকুর ছিল। ঘরে মালাক প্রবেশ না করার কারণ হচ্ছে কোন প্রাণীর ছবি থাকা। কেননা ছবির মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্যের 'ইবাদাত করা হয়। আর কুকুর থাকলে মালাকের ঘরে প্রবেশ না করার কারণ হলো– সে অপবিত্র জিনিস খায়। আবার কোন কোন কুকুরকে শায়ত্বন বলা হয়েছে। যেহেতু মালাক হচ্ছে শায়ত্বনের বিপরীত। তাই যারা কুকুর শখ করে পালন করে তাদের শাস্তি হিসেবে তাদের ঘরে মালাক প্রবেশ করে না এবং তাদের জন্য রহমাতের দু'আ করে না।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৯৪৯; মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٩٠ -[٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا وَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِيْ أَنْ يَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِيْ أَمَ وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِيْ». ثُمَّ وَقَعَ فِيْ نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسٰى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: «لَقَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِيْ أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ». قَالَ: أَجَلْ وَلٰكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتّٰى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৪৯০-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা মায়মূনাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ চিন্তিত অবস্থায় ভোর করলেন এবং বললেন : জিবরীল আলায়হিস সালাম এ রাত্রে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন বলে ওয়া'দা করেছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ করেননি। আল্লাহর ক্বসম! তিনি তো কখনো আমার সাথে কথা দিয়ে

Scanned by CamScanner

খেলাফ করেননি। অতঃপর তাঁর মনে পড়ল ঐ কুকুর ছানাটির কথা, যা তাঁর তাঁবুর নিচে ছিল। তখনই তিনি তাকে ঐখান থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর তাকে বের করে দেয়া হলো। অতঃপর কুকুরটি যে জায়গায় বসা ছিল, তিনি সে জায়গায় কিছু পানি নিজ হাতে নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন। পরে যখন বিকাল হলো জিবরীল আলায়হিস সালাম তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : গত রাত্রে আপনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করার ওয়া'দা করেছিলেন। তিনি বললেন : হ্যাঁ, কিন্তু আমরা এমন ঘরে প্রবেশ করি না যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে। পরের দিন সকালে রসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত কুকুর মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন। এমনকি ছোট ছোট বাগানের কুকুরগুলোকেও মারার হুকুম দিলেন তবে বড় বড় বাগানের কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেন। (মুসলিম)[৪১২]

ব্যাখ্যা : (أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا) একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যুষে চিন্তিত, ব্যথিত ও চুপচাপ উপনীত হলেন। সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, তা দেখে মায়মূনাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আজকের মতো চিন্তিত অবস্থায় আপনাকে আর কোন দিন দেখিনি। নাবী ﷺ উত্তরে বললেন : জিবরীল আলায়হিস সালাম আজ রাতে আমার সাথে দেখা করার ওয়া'দা করেছিলেন কিন্তু দেখা করেননি। আল্লাহর কৃসম, তিনি কখনো আমার সঙ্গে ওয়া'দা ভঙ্গ করেননি।

এ প্রসঙ্গে ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কোন ব্যক্তি তার সঙ্গী অথবা অন্য কাউকে চিন্তিত ও ব্যথিত হতে দেখলে তার কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া মুস্তাহাব এবং যথাসম্ভব তাকে সহযোগিতা করা উচিত অথবা তার সাথে ব্যথিত হওয়া উচিত অথবা তার সেই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় দেখিয়ে দেয়া এবং আল্লাহ ও রসূলের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সতর্ক থাকা। এটা কোন শর্তসাপেক্ষে স্থগিত হয়ে যেতে পারে। অথবা মনে হতে পারে এটা কোন সময়সাপেক্ষ অথচ তা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় ইত্যাদি। আর এ হাদীসে আরো শিক্ষণীয় হচ্ছে : যদি মানুষের কোন কাজ বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে তার কারণ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা, যেমনটি নাবী ﷺ উক্ত হাদীসের চিন্তা ভাবনা করে খাটের নীচ থেকে কুকুরের বাচ্চা বের করেছিলেন। যেমনভাবে আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরাহ্ আল আ'রাফ-এ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾

"যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে শায়ত্বনের স্পর্শে তাদের মনে কুমন্ত্রণা জাগলে তারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তখন তাদের ঈমান-চক্ষু খুলে যায়।" (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ২০১)

(ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ) অতঃপর নাবী ﷺ-এর মনে হলো জিবরীল আলায়হিস সালাম-এর না আসার কারণ হলো এই কুকুরের ছানাটি যা খাটের নীচে মরে ছিল। তখন তিনি উক্ত কুকুর ছানাকে বের করার আদেশ দিলেন এবং তা বের করে আনা হলো। এরপর নাবী ﷺ নিজ হাতে পানি নিয়ে উক্ত স্থানে পানি ছিটিয়ে হালকাভাবে ধুয়ে দিলেন। এরপর রাত হলে জিবরীল আলায়হিস সালাম আগমন করলেন। তখন নাবী ﷺ বললেন, আপনি গত রাতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ওয়া'দা করেছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করি না যেখানে কুকুর এবং প্রাণীর ছবি থাকে।

---

[৪১২] সহীহ : মুসলিম (২১০৫)-৮২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৪৯, আবূ দাউদ ৪১৫৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৪১৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৪৭৭, নাসায়ী ৪২৭৬, ইবনু মাজাহ ৩৬৫১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩১০৩, আহমাদ ২৬৮০০, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭০৯৩।

Scanned by CamScanner

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নাবী ﷺ পানি দিয়ে নিজ হাতে কুকুরের জায়গাটি পরিষ্কার করেছিলেন। এখান থেকেই একদল ‘আলিম বলেন, কুকুর নাপাক। কারণ হলো স্থানটিতে পানি ছিটানো এবং ধৌত করা। মালিকীগণ বলে থাকেন, নাবী ﷺ উক্ত স্থানে কুকুরের পেশাব পায়খানার সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে বিধায় ধৌত করে ছিলেন।

(فَأَصْبَحَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكلاب) সকাল হলে নাবী ﷺ সকল স্থানের সকল কুকুরকে মেরে ফেলতে আদেশ দিলেন, এমনকি তিনি ছোট ছোট বাগানের কুকুরগুলোকেও মেরে ফেলতে বললেন যেহেতু ছোট বাগানে পাহারা দেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে বড় বড় বাগানের কুকুর ছেড়ে দিতে বলেছেন যেহেতু কুকুর ছাড়া বড় বাগান পাহারা দেয়া কষ্টকর। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২১০৫/৮২)

٤٤٩١ -[٣] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِيْ بَيْتِهٖ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهٗ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৪৯১-[৩] ‘আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ স্বীয় গৃহে (প্রাণীর) ছবিযুক্ত কোন জিনিসই রাখতেন না; বরং তা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতেন। (বুখারী)[৪১৩]

ব্যাখ্যা : (لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهٖ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ) নাবী ﷺ বাড়ীতে যে কোন প্রকার ছবি রাখতেন না বরং তা ভেঙে ফেলতেন বা তা নিশ্চিহ্ন করে ফেলতেন। হাদীসে উল্লেখিত تَصَالِيبُ এর অর্থ تَصاوير (ছবিসমূহ)। (إِلَّا نَقَضَهٗ) উহা মুছে ফেলতেন অথবা কেটে বলতেন। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٩٢ -[٤] وَعَنْهَا أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلٰى رَسُوْلِهٖ مَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ؟» قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ". وَقَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيهِ الصُّوْرَةُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪৯২-[৪] উক্ত রাবী (‘আয়িশাহ্ সিদ্দীক্বা رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি একটি গদি (আসন) ক্রয় করলেন। তাতে প্রাণীর অনেকগুলো ছবি ছিল। যখন রসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় ঘৃণার ভাব দেখতে পেলাম। ‘আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, তখন আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমি (আমার গুনাহের জন্য) আল্লাহ ও তাঁর রসূল-এর কাছে তাওবাহ্ করছি। বলুন তো, আমি কি অপরাধ করেছি? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ গদিটি কেন? আমি বললাম : আপনার বসার এবং বিছানা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আমি কিনেছি। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ সমস্ত ছবি যারা তৈরি করেছে, ক্বিয়ামাতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, যা

---

[৪১৩] সহীহ : বুখারী ৫৯৫২, আহমাদ ২৫৯৯৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৬৪১, আবূ দাঊদ ৪১৫১, শু'আবুল ঈমান ৬৩১৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯৭৯১, আর মু'জামুল আওসাত্ব ২৪৫৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪৯৬৫।

Scanned by CamScanner

তোমরা বানিয়েছ তাতে জীবন দান করো, অতঃপর বললেন, মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) কখনো এমন ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)[৪১৪]

ব্যাখ্যা : 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, তিনি ছোট একটি গদি ক্রয় করেছিলেন যাতে প্রাণীর ছবি অংকিত ছিল। নাবী ﷺ বাড়ীতে প্রবেশকালে যখন তা দেখতে পেলেন। তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন প্রবেশ করলেন না।

(فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ) আমি তার চেহারায় অপছন্দের ছাপ (রাগ) দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি তাওবাহ্ করছি এবং আল্লাহ ও তার রসূলের সন্তুষ্টি কামনা করছি। ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এতে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা-এর উত্তম শিষ্টাচারের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, ফলে অপরাধ বুঝার আগেই তাওবাহ্ করে ফেলেছেন।

(مَا أَذْنَبْتُ) আমি বুঝতে পারিনি যে, কিসে গুনাহের কাজ হল? তখন নাবী ﷺ বললেন : এ চাদরটি এখানে কেন? আমি বললাম, এটা আপনার জন্য ক্রয় করেছি যাতে আপনি তাতে বসতে পারেন এবং বালিশ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। ('আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা তখনো অপছন্দের সঠিক কারণ জানতে পারেননি, তিনি ধারণা করেছেন সম্ভবত তা বাড়ীর কারুকাজ বর্ধিত করেছে সেজন্য তিনি অপছন্দ করেছেন। মূলত নাবী ﷺ ছবির কারণে রাগ করেছিলেন।"

(فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ") অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : নিশ্চয় এ ছবি অঙ্কনকারীদেরকে ক্বিয়ামাতের দিন শাস্তি প্রদান করা হবে এবং বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ তাকে জীবন দান কর। কেননা তারা ছবি তৈরির মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির সামঞ্জস্য বিধান করেছে। ফলে তাদের অক্ষমতা প্রমাণ করতেই আল্লাহ জীবিত করার আদেশ করবেন।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, ছবি অঙ্কন করা হারাম এবং তা ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। কেননা তাতে কঠিন শাস্তিত রয়েছে এবং দুনিয়ার সাজসজ্জা রয়েছে।

(وَقَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ فِيهِ الصُّورَةُ) এবং তিনি আরো বলেন, যে বাড়ীতে/ঘরে ছবি থাকে সেই বাড়ীতে/ঘরে মালাক (ফেরেশতা) প্রবেশ করে না। হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, বাড়ীতে যে কোন ধরনের ছবি (যার রূহ আছে এবং যার রূহ নেই) এবং যে কোন স্থানে (প্রবেশদ্বারে বা চলালের রাস্তায় বা ঘরে) সাজিয়ে রাখা নিষেধ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٩٣ -[٥] وَعَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ عَلٰى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪৯৩-[৫] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ সিদ্দীক্বা রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি ঘরের জানালায় একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তাতে ছিল প্রাণীর প্রতিকৃতি। তখন নাবী ﷺ তা ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর তিনি ('আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) সে কাপড়ের খণ্ড দ্বারা দু'টি বালিশ বানিয়ে নিলেন এবং তা ঘরের মধ্যেই ছিল। রসূল ﷺ তাতে হেলান দিয়ে বসতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৪১৫]

---

[৪১৪] সহীহ : বুখারী ২১০৫, ৫১৮১, ৫৯৫৭, ৫৯৬১; মুসলিম (২১০৭)-৯৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৪৫, আহমাদ ২৬০৯০, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৫৪৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৫৩, নাসায়ী ৫৩৬২, ইবনু মাজাহ ২১৫১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪৯৪৬।

[৪১৫] সহীহ : বুখারী ২৪৭৯, মুসলিম (২১০৭)-৯২, নাসায়ী ৫৩৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৫৩, আহমাদ ২৫৭৮৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (أَنَّهَا كَانَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا) তিনি তার ('আয়িশাহ্ রাঃ) নিচু জমিতে তৈরি ছোট একটি বাড়ীতে পর্দা লাগিয়ে ছিলেন যাতে প্রাণীর ছবি অংকিত ছিল।

(فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ ﷺ) তাই নাবী ﷺ তা খুলে ফেললেন এবং ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। অতঃপর তিনি ('আয়িশাহ্ রাঃ) তা দ্বারা দু'টি চাদর তৈরি করে বাড়ীতে রেখে দিলেন। তিনি (ﷺ) ঐ দু'টিতে বসতেন।

ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যদি প্রশ্ন করা হয় এ হাদীস এবং পূর্ববর্তী হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে সম্ভব? তাহলে এর উত্তর হচ্ছে, হয়তো উক্ত পর্দায় কোন নিষিদ্ধ প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা ছিল না তথাপি তিনি ছিঁড়ে ফেলেছেন। যেহেতু এ অধ্যায়ের পরবর্তী হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পাথর এবং মাটিকে পরিধান করাতে আদেশ দেননি। অথবা যদি প্রাণীর ছবি ধরা হয় তাহলে তা খুলে প্রাণীর মাথা মুছে ফেলে চাদর তৈরি করে ব্যবহার করা যাবে সেই অর্থে প্রয়োজ্য হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٩٤ -[٦] وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي غَزَاةٍ فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪৯৪-[৬] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার নাবী ﷺ কোন এক যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন। আর আমি (তাঁর অবর্তমানে) একখানা কাপড় নিয়ে পর্দাস্বরূপ ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। যখন তিনি সফর শেষে ফিরে এলেন এবং পর্দাটি দেখলেন, তখন এটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ আদেশ করেননি যে, আমরা ইট ও পাথরকেও যেন কাপড়-চোপড় পরিধান করাই। (বুখারী ও মুসলিম)[৪১৬]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ কোন একটি ধর্ম যুদ্ধে বের হলে আমি ('আয়িশাহ্ রাঃ) উটের পিঠের পালানে ব্যবহৃত একটি কাপড়কে ঘরের দরজার পর্দা হিসেবে লাগাই। তিনি ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ করে উক্ত পর্দার কাপড়টি দেখতে পেয়ে টেনে নামিয়ে ফেলেন এবং বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ করেননি যে, আমরা পাথর এবং মাটিকে পরিধান করাই। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : উক্ত কাপড়টিতে পাখা বিশিষ্ট ঘোড়ার ছবি ছিল, তাই তিনি ছবি নষ্ট করে দিলেন এবং তা দ্বারা বুঝালেন যে, এটা বালিশ বা বসার জন্য ব্যবহার করা বৈধ। আর দেয়ালকে ঢেকে রাখা নিষেধ দ্বারা মাকরূহ বা অপছন্দনীয় কাজ বুঝিয়েছেন যা হারাম নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٩٥ -[٧] وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪৯৫-[৭] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন সবচেয়ে কঠিন 'আযাব ভোগ করবে এমন সব লোক যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যতা করে। (বুখারী ও মুসলিম)[৪১৭]

---

[৪১৬] সহীহ : মুসলিম (২১০৭)-৮৭ শব্দবিন্যাস মুসলিম-এর, বুখারীতে এই শব্দে নেই। আস্ সুনানুস্ সুগরা ২৭১৪, শু'আবুল ঈমান ৬৫৭৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪৯৮০।

[৪১৭] সহীহ : বুখারী ৫৯৫৪, ৬১০৯; মুসলিম (২১০৭)-৯১, নাসায়ী ৫৩৫৬, সহীহুল জামি' ২২০৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৫৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৪৮৪, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫২০৮, আহমাদ ২৪৫৩৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৪০৯, শু'আবুল ঈমান ৬৩১২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ...) ক্বিয়ামাতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে তাদেরকে যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য কোন প্রাণীর ছবি অঙ্কন করে।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের মর্ম হচ্ছে- তারা এমন কাজ করে যাতে আল্লাহর সৃষ্টি তথা মাখলূক্বাতের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে, অথবা তাদের ছবি অঙ্কনের মাধ্যমে আল্লাহর কর্মের সাথে সামঞ্জস্য হয়।

ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যদি তারা এই 'আক্বীদাহ্ পোষন করে যে, তাদের কর্ম আল্লাহর কর্মের মতই, তাহলে তারা কাফির। তাদের জঘন্য কুফ্রী কর্মের বৃদ্ধির জন্য শাস্তিও বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। নতুবা হাদীসের মর্ম হবে ধমকী প্রদান করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٩٦ -[٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪৯৬-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আমার সৃষ্টির মতো করে যে ব্যক্তি (কোন প্রাণী) সৃষ্টি করতে যায়, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে? তারা একটি পিঁপড়া বা শস্যদানা কিংবা একটি যব সৃষ্টি করুক তো দেখি? (বুখারী ও মুসলিম)[৪১৮]

ব্যাখ্যা : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ بِخلق كخلقي...) তার চেয়ে বড় যালিম আর কেউ নেই, যে তার সৃষ্টি কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর কর্মের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে। (যদি তারা তাই মনে করে থাকে) তাহলে তারা যেন ছোট একটি পিপড়া সৃষ্টি করে দেখায় অথবা একটি গম অথবা যব তৈরি করে দেখায়। মূলত এটা তাদের অক্ষমতার বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ। ইবনু বাত্ত্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) এ হাদীস থেকে বুঝাতে চেয়েছেন, ছবি বলতে সব ধরনের ছবি অন্তর্ভুক্ত, যার ছায়া আছে এবং যার ছায়া নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৯৫৩)

٤٤٩٧ -[٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ الْمُصَوِّرُونَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪৯৭-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : (ক্বিয়ামাতের দিন) আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে ছবি প্রস্তুতকারীদের। (বুখারী ও মুসলিম)[৪১৯]

ব্যাখ্যা : (أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ المصوّرون) ক্বিয়ামাতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে ছবি অঙ্কনকারীদেরকে। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসটি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যারা মূর্তির ছবি অঙ্কন করে এবং তার পূজা করে। তারা কাফির হওয়ার কারণে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। অথবা যারা

---

[৪১৮] সহীহ : বুখারী ৭৫৫৯, মুসলিম (২১১১)-১০১, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬১০৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪৯৬২, আহমাদ ৭১৬৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৫৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫২১১।

[৪১৯] সহীহ : বুখারী ৬১০৯, মুসলিম (২১০৯)-৯৮, নাসায়ী ৫৩৬৪, সহীহুল জামি' ২৪৪৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৫৫, আহমাদ ৪৯৮২, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫১০৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০১৫৩।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাজস্য বিধান করতে সক্ষম মনে করে অথবা এটাতে বিশ্বাসী হয় তারাও কাফির এবং তাদের শাস্তিও হবে কঠিন। কিন্তু যারা ছবি অঙ্কন করে কিন্তু তাতে উক্ত দু'টি উদ্দেশ্য থাকবে না তারা ফাসিক্ব বা পাপাচারী। এ কারণে তারা কাফির হবে না, যেমনটি অন্যান্য পাপ কাজের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٤٩٨ -[١٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهٗ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَيُعَذِّبُهٗ فِيْ جَهَنَّمَ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوْحَ فِيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪৯৮-[১০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামী। সে যতগুলো ছবি তৈরি করেছে (ক্বিয়ামাতের দিন) সেগুলোর মধ্যে প্রাণ দান করা হবে এবং জাহান্নামের শাস্তি দেয়া হবে। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যদি তোমাকে একান্তই ছবি তৈরি করতে হয়, তাহলে গাছ-গাছড়া এবং এমন জিনিসের ছবি তৈরি কর যার মধ্যে প্রাণ নেই। (বুখারী ও মুসলিম)[৪২০]

ব্যাখ্যা : (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهٗ بِكُلِّ صُورَةٍ) প্রতিটি প্রাণীর ছবি অঙ্কনকারী জাহান্নামী। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : প্রতিটি অঙ্কনকৃত ছবির মধ্যে জীবন প্রদান করা হবে আর তা তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিবে। অথবা প্রতিটি ছবির পরিবর্তে একজন লোক নিয়োগ করা হবে যা তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিবে। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : সে যদি কোন প্রাণীর ছবি কেউ আঁকতেই চায় তাহলে যেন কোন বৃক্ষ অথবা যার প্রাণ নেই এমন জিনিসের ছবি আঁকে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা হারাম। আর তার ভয়াবহতা কঠিন, তবে কোন বৃক্ষ অথবা যার কোন প্রাণ নেই এমন ছবি অঙ্কন করা হারাম নয়, তা কোন ফলদায়ক বৃক্ষ হোক বা ফলদায়ক না হোক। এটাই অধিকাংশ 'আলিমের মত কিন্তু মুজাহিদ এ মতের বিরোধী। তার মতে ফলদায়ক বৃক্ষের ছবি অঙ্কন করাও হারাম। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২১১১/১০১)

٤٤٩٩ -[١١] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلُمٍ لَمْ يَرَهٗ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلٰى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهٗ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْاٰنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৪৯৯-[১১] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি এমন স্বপ্নের কথা বর্ণনা করবে, যা সে দেখেনি, তাকে (ক্বিয়ামাতের দিন) দু'টি যবের বীজে গিঁট লাগানোর জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে কিছুতেই গিঁট লাগাতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি অন্য লোকেদের আলোচনা কান পেতে শুনবে, অথচ তারা এ ব্যক্তির শোনাটা পছন্দ করে না অথবা তারা এ ব্যক্তি হতে দূরে থাকতে চায়, ক্বিয়ামাতের দিন তার কানে গলিত সীসা ঢেলে

[৪২০] সহীহ : বুখারী ২২২৫, মুসলিম ৫৬৬২, আহমাদ ২৮১০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৫৪।

Scanned by CamScanner

দেয়া হবে। আর যে লোক (কোন প্রাণীর) ছবি তৈরি করবে, তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং এগুলোতে প্রাণ দান করার জন্য বাধ্য করা হবে, অথচ সে কিছুতেই প্রাণ ফুঁকতে পারবে না। (বুখারী)[৪২১]

ব্যাখ্যা : (مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ...) যে ব্যক্তি স্বপ্নে কোন কিছু না দেখেও মিথ্যা স্বপ্নের দাবী করবে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে যতক্ষণ না সে দু'টি যবের দানা একত্রে জোড় লাগাতে সক্ষম হবে। আর বাস্তবে তা করতে সক্ষম হবে না, যার ফলশ্রুতিতে তার শাস্তি অনবরত চলতেই থাকবে।

'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে তাবারীর বরাতে বলেন, জাগ্রত অবস্থায় মিথ্যা বলার পরিণতি কখনো ভয়াবহ হতে পারে। যেমন কাউকে হত্যা বা শাস্তি প্রয়োগ অথবা কারো মাল চুরির মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান। কিন্তু এর চেয়ে আরো কঠোর শাস্তি হবে যদি স্বপ্নে কোন কিছু না দেখেই আল্লাহর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলে। যেহেতু হাদীসে এসেছে, «الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ» সত্য স্বপ্ন হচ্ছে নুবুওয়াতের অংশ, আর যা নুবুওয়াতের অংশ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

(وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلٰى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ) যারা কারো অপছন্দ সত্ত্বেও তাদের কথা শ্রবণ করবে অথবা কেউ তাদের কথা যেন না শুনে সেজন্য দূর গিয়ে কথা বলে তা সত্ত্বেও কেউ যদি সে কথা শুনার চেষ্টা করে ক্বিয়ামাতের দিন তাদের কানে শিসা গলিয়ে ঢেলে দেয়া হবে। এই কঠোর শাস্তির বিধান তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যারা আড়ি পেতে অন্যের কথা শুনে চোগলখোরী করবে এবং ফিতনা ছড়াবে। কিন্তু যারা অন্যের কথায় আড়ি পেতে তাদের চক্রান্ত এবং ফিতনা থেকে মানুষকে সতর্ক রাখার উদ্দেশ্য রাখবে তাদের ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রযোজ্য হবে না। এমনিভাবে যারা প্রকাশ্যে কোন কথা বলে আর অন্যেরা সহজেই তা শুনে ফেলে সে ক্ষেত্রে শ্রোতার কোন অপরাধ হবে না। কেননা তারা এক্ষেত্রে কেউ শুনাতে তাদের অপছন্দ করেনি।

(وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا) যারা কোন প্রাণীর ছবি অঙ্কন করবে ক্বিয়ামাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং ঐ প্রাণীতে জীবন দিতে বলা হবে। না দেয়া পর্যন্ত তাদের শাস্তি চলতেই থাকবে। যদিও তারা সক্ষম হবে না তথাপি তাদেরকে এই আদেশ করা হবে। তাদের অপারগতা প্রমাণ করার জন্য।

এ হাদীসটি তিনটি বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করেছে যেগুলো সম্পাদন করা হারাম।

১. স্বপ্নের ব্যাপারে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলা

২. যারা অন্যকে শুনিয়ে কথা বলতে অপছন্দ করে তথাপি কেউ তাদের কথা আড়ি পেতে শুনে।

৩. কোন প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৭০৪২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٠٠ - [١٢] وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৫০০-[১২] বুরয়দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি দাবা খেলল, সে যেন তার হাতকে শূকরের রক্ত-মাংস দ্বারা রঞ্জিত করল। (মুসলিম)[৪২২]

---

[৪২১] সহীহ : বুখারী ৭০৪২, আহমাদ ২২১৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৩২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১৭৫৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৩৫৯।

[৪২২] সহীহ : মুসলিম (২২৬০)-১০, আবূ দাউদ ৪৯৩৯, ইবনু মাজাহ ৩৭৬৩, সহীহুল জামি' ৬৫২৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৬২, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৬১৫২, আহমাদ ২২৯৭৯, শু'আবুল ঈমান ৬৪৯৭, আল আদাবুল মুফরাদ ১২৭১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৪৭৭।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ...) যে ব্যক্তি নারদাশীর খেলবে সে যেন তার হস্তকে শুকরের রক্ত মাংসে রঞ্জিত করে। অপবিত্র প্রাণীর রক্ত মাংসে হাতকে রঞ্জিত করার কথা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যাতে এ খেলায় মানুষের আগ্রহ না থাকে। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি ইমাম শাফি'ঈ এবং অধিকাংশ (জামহূর) 'আলিমের মতে নারদ খেলা হারাম হওয়ার স্বপক্ষে দলীল। ইমাম মুনযিরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অধিকাংশ 'আলিমের মতে নারদ খেলা হারাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٥٠١ -[١٣] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَتَانِيْ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِيْ عَلٰى بَابِ الْبَيْتِ فَيُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ". فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৫০১-[১৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : জিবরীল (আলায়হিস সালাম) আমার কাছে এসে বললেন : আমি গত রাতে আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে আমাকে যে জিনিস বিরত রেখেছিল তা হলো গৃহদ্বারের ছবিগুলো এবং ঘরের দরজায় একখানা পর্দা ঝুলানো ছিল, তাতে ছিল অনেকগুলো প্রাণীর ছবি। আর ঘরের ভেতরে ছিল একটি কুকুর। সুতরাং ঐ প্রতিকৃতিগুলোর মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দিন, যা ঘরের দরজায় রয়েছে, তা কাটা হলে তখন তা গাছ-গাছড়ার আকৃতি হয়ে যাবে এবং পর্দাটি সম্পর্কে নির্দেশ দিন, তাকে কেটে দু'টি গদি তৈরি করে নেবে, যা বিছানা এবং পায়ের নিচে থাকবে। আর কুকুরটি সম্পর্কে নির্দেশ দিন, যেন এটাকে অবশ্যই ঘর হতে বের করে দেয়া হয়। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাই করলেন। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[৪২৩]

ব্যাখ্যা : (أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ...) জিবরীল আমার কাছে আগমন করে বললেন : আমি গত রাতে আপনার নিকটে এসেছিলাম। বাড়ীতে প্রবেশ মুখে দরজায় পর্দার ছবির কারণে প্রবেশ করতে পারিনি। দরজাতে পাতলা পশমি কাপড়ের রঙিন চাদর টাঙানো ছিল এবং ঘরে কুকুর ছিল। জিবরীল (আলায়হিস সালাম) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন : ঘরের পর্দাতে যে প্রাণীর ছবি আছে তার মাথা কেটে ফেলতে বলুন যাতে তা গাছের মতো হয়ে যায়। কেননা গাছ এবং যার প্রাণ নেই এমন ছবি অঙ্কন করা ও তার দ্বারা উপার্জন করা হারাম নয়। গাছ ফলদায়ক হোক বা না হোক এতে কোন পার্থক্য হবে না। ইবনু রাসলান বলেন : এটাই সমস্ত 'আলিমের অভিমত কেবল মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) ব্যতিরিকে। তার নিকট ফলদায়ক গাছের ছবি তৈরি করা মাকরূহ, যেহেতু নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي» তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে আছে যে আমার সৃষ্টির মতো সদৃশ কিছু তৈরি করে।

---

[৪২৩] **সহীহ :** তিরমিযী ২৯৭০, আবূ দাঊদ ৪১৫৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৫৪, সহীহুল জামি' ৬৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৬০, শু'আবুল ঈমান ৬৩১৪, আস্ সুনানুস্ সুগরা ২৭১৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪৯৭০।

Scanned by CamScanner

(وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ وِسَادَتَيْنِ...) এবং আদেশকরণ পর্দা দিয়ে যেন ২টি বালিশ বা বিছানার চাদর তৈরি করেন যা বিছানোর কাজে ব্যবহৃত হবে এবং তাতে পদাঘাত এবং বসার মাধ্যমে অপমানিত হবে। ‘আল্লামাহ্ ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : পর্দা কেটে ২টি বালিশ বা চাদর তৈরি করার অনুমতি থেকে বুঝা যায় যে, প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় দিয়ে বিছানা বা বালিশ বানানো জায়িয।

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) “মা‘আলিমুস্ সুনান” গ্রন্থে বলেন : এ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কোন প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় থেকে যদি মাথা কেটে বা মুছে ফেলে ছবির বিকৃতি ঘটানো যায় তাহলে উক্ত কাপড় ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই। (‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৫৪)

٤٥٠٢ -[١٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ: إِنِّيْ وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِيْنَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৫০২-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন জাহান্নাম হতে এমন একটি ঘাড় বের হবে যার থাকবে দু’টি চক্ষু যারা দেখবে এবং থাকবে দু’টি কান যারা শুনবে এবং কথা বলার জন্য থাকবে রসনা। বলবে, আমাকে তিন শ্রেণীর লোকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ১. প্রত্যেক উদ্ধত যালিম, ২. ঐ সকল লোক যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে মা‘বূদ হিসেবে ডাকে এবং ৩. ছবি অঙ্কনকারীগণ। (তিরমিযী)[৪২৪]

ব্যাখ্যা : (يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ক্বিয়ামাতের দিন জাহান্নাম থেকে একখণ্ড আগুন বের হবে যা দেখতে লম্বা গর্দান বিশিষ্ট হবে। তার দু’টি চোখ থাকবে যা দ্বারা দেখবে এবং দু’টি কান থাকবে যা দ্বারা শুনবে এবং জিহ্বা থাকবে যা কথা বলবে। সে বলবে, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে এই তিন শ্রেণীর লোককে জাহান্নামে প্রবেশ করাব এবং সমস্ত লোকের সামনে শাস্তি প্রদান করব : ১. প্রত্যেক অত্যাচারী সীমালঙ্ঘনকারী বাতিলপন্থী ও ২. প্রত্যেক ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে শারীক করতঃ তাকে আহ্বান করত ৩. এবং প্রাণীর ছবি অঙ্কনকারী।

এ হাদীসে উক্ত তিন শ্রেণীর লোকের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির ধমকী এবং নিশ্চিত ভীতি প্রদর্শন।
(মির্ক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৫৭৪)

٤٥٠٣ -[١٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ تَعَالٰى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ". قِيلَ: الْكُوبَةُ الطَّبْلُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৪৫০৩-[১৫] আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মদপান করা, জুয়া খেলা এবং ঢোল বাজানো হারাম করেছেন এবং বলেছেন : প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম। কেউ কেউ বলেছেন : কূবাহ্ অর্থ “তবলা”। (বায়হাক্বী- শু‘আবুল ঈমান)[৪২৫]

---

[৪২৪] সহীহ : তিরমিযী ২৫৭৪, সহীহুল জামি‘ ৮০৫১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৪৫১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫১২, আহমাদ ৮৪১১, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ৩১৮, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৪১৪১।

[৪২৫] সহীহ : শু‘আবুল ঈমান ৫১১০, আবূ দাউদ ৩৬৯৬, আহমাদ ২৪৭৬, মা‘রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৬১৬৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৩৬৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৫১৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন মদ, জুয়া এবং তবলা বাজানোকে এবং নাবী ﷺ আরো বলেন– প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম। অর্থাৎ যে জিনিসে অধিক পরিমাণে খেলে নেশা হয় তা অল্প খাওয়াও হারাম। হাদীসে ব্যবহৃত كُوبَةً শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে। কেউ বলেন, নারদ বা গুটি খেলা। কেউ বলেন, ছোট তবলা। আবার 'ক্বামূস' গ্রন্থে আছে- তা হলো গুটি খেলা এবং দাবা খেলা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٠٤ -[١٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ. وَالْغُبَيْرَاءُ: شَرَابٌ يَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ: السُّكُرْكَةُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৫০৪-[১৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ মদ, জুয়া, কূবাহ্ ও গুবায়রা হতে নিষেধ করেছেন। গুবায়রা এক প্রকারের মদ যা (আফ্রিকার) হাবশীরা বাজরা হতে প্রস্তুত করত। তা তাদের ভাষায় সুকুর্‌কাহ্। (আবূ দাঊদ)[৪২৬]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) হাদীসটিতে নাবী ﷺ হাবাশীদের ভুট্টার তৈরি মদ খেতে এবং জুয়া ও তবলা বা নারদ খেলতে নিষেধ করেছেন। নিহায়াহ্ গ্রন্থে রয়েছে, সুকুর্‌কাহ্ এক প্রকার মদ যা ভুট্টা থেকে তৈরি করা হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

وَهِيَ عَلٰى مَا فِي النِّهَايَةِ بِضَمِّ السِّينِ وَالْكَافِ الْأُولٰى وَسُكُونِ الرَّاءِ، نَوْعٌ مِنَ الْخُمُورِ يُتَّخَذُ مِنَ الذُّرَةِ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ هٰذَا التَّفْسِيرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ بَعْدَهُ مِنَ الرُّوَاةِ.

٤٥٠٥ -[١٧] وَعَنْ أَبِيْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُولَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৪৫০৫-[১৭] আবূ মূসা আল আশ্'আরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নারদ খেলল, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূল-এর নাফরমানী করল। (আহমাদ ও আবূ দাঊদ)[৪২৭]

ব্যাখ্যা : (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُولَهُ) যারা নারদ বা গুটি খেলবে তারা আল্লাহ ও তার রসূলের নাফরমানী করবে। যেহেতু এটা এক প্রকার জুয়া খেলা। এটা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম যেমনটি ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٠٦ -[١٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَأٰى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ

---

[৪২৬] সহীহ : আবূ দাঊদ ৩৬৮৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭০৮, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ১৩৪৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭৮৪৭, সহীহুল জামি' ১৭৪৭, আল জামি'উস্ সগীর ২৬২৮, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩১২৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ১৭০২৫।

[৪২৭] হাসান : আবূ দাঊদ ৪৯৩৮, ইবনু মাজাহ ৩৭৬২, ইরওয়া ২৬৭০, সহীহুল জামি'উস্ সগীর ৬৫২৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৫৪০, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৫১৮, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৬১৫৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬৫৩, আহমাদ ১৯৫২১, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭২৯০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৭২, শু'আবুল ঈমান ৬৪৯৮, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৬০।

Scanned by CamScanner

৪৫০৬-[১৮] আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে কবুতরের পিছনে দৌড়াচ্ছে (খেলা করছে)। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : এক শায়ত্বন আরেক শায়ত্বনের পিছনে ছুটছে। (আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ ও বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[৪২৮]

ব্যাখ্যা : (...أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً) নাবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন সে একটি কবুতরকে অনুসরণ করে তার পিছে পিছে দৌড়িয়ে খেলছে তখন তিনি বললেন, এক শায়ত্বন আরেক শায়ত্বনের অনুসরণ করছে। তাকে শায়ত্বন বলার কারণ হলো, সে সত্য পথ থেকে দূরে রয়েছে এবং কাজে ব্যস্ত রয়েছে যাতে কোন কল্যাণ নেই। আর তা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করছে এবং এমন কাজে ব্যস্ত রয়েছে যা তাকে দীন ও দুনিয়া অন্বেষণ থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কবুতরকে ডিম এবং বাচ্চা ফুটানোর কাজে অথবা শখের জন্য অথবা চিঠিপত্র বহন করার জন্য পালন করা জায়িয। কিন্তু তা দ্বারা খেলাধূলা করা মাকরূহ। তবে যদি কবুতর উড়িয়ে লটারী দেয়া হয় তবে তার সামর্থ্য গ্রহণ করা হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٥٠٧ -[١٩] عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هٰذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتّٰى يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا». فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهٰذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৫০৭-[১৯] সা'ঈদ ইবনু আবুল হাসান (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, হে ইবনু 'আব্বাস! আমি এমন ব্যক্তি, হস্তশিল্পই যার পেশা। আমি এ সকল ছবি তৈরি করে থাকি। তখন ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন : আমি তোমাকে তাই বর্ণনা করব, যা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি ছবি তৈরি করবে, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় তাকে শাস্তি দেবেন, যে পর্যন্ত না সে তার মধ্যে প্রাণ ফুঁকবে, অথচ সে কস্মিনকালেও এটাকে প্রাণ দিতে পারবে না। এ কথা শুনে লোকটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ভীষণভাবে হতাশ হয়ে পড়ল এবং তার মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। (তার অবস্থা দেখে) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন : আফসোস তোমার প্রতি! যদি তুমি এ পেশা ছাড়া অন্য কিছু করতে না চাও, তাহলে এ সকল গাছ-গাছড়া এবং এমন সব জিনিসের ছবি নির্মাণ করো যার মধ্যে প্রাণ নেই। (বুখারী)[৪২৯]

---

[৪২৮] হাসান সহীহ : আবূ দাউদ ৪৯৪০, ইবনু মাজাহ ৩৭৬৪, ৩৭৬৫, সহীহুল জামি' ৩৭২৪, আল জামি'উস্ সগীর ৬০৩৭, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ১৩০০/৯৮২, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৬১৫০, আহমাদ ৮৫৪৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৭৪, শু'আবুল ঈমান ৬৫৩৪, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪৬৬৫।

[৪২৯] সহীহ : বুখারী ২২২৫, আহমাদ ৩৩৯৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৫৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ২৫৭৭, শু'আবুল ঈমান ৬৩১৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১২৬০২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪৯৭৩।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : সা'ঈদ ইবনু আবুল হাসান বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস -এর নিকট ছিলাম। এমতাবস্থায় তার নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল : হে ইবনু 'আব্বাস! আমি ছবি অঙ্কন করি। তখন ইবনু 'আব্বাস বললেন : আমি তোমাকে এ প্রসঙ্গে সেই হাদীস বলছি যা আমি রসূল -এর নিকট থেকে শুনেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর ছবি অঙ্কন করবে আল্লাহ তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করবেন যতক্ষণ না সে ঐ ছবিগুলোতে প্রাণ দিতে পারে। বাস্তবে সে প্রাণ সোঞ্চার করতে সক্ষম হবে না। ফলে তার শাস্তি অনবরত চলতেই থাকবে। এ কথা শুনে লোকটি ভয় পেয়ে গেল এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ হয়ে গেল এবং চেহারা হলুদ হয়ে গেল। এমতাবস্থায় দেখে ইবনু 'আব্বাস তাকে বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, যদি তুমি এ কাজ করতেই চাও, তাহলে শুধু গাছ পালার ছবি আঁকবে এবং এমন জিনিসের ছবি আঁকবে যার প্রাণ নেই।

এ হাদীস থেকে জানা যায় প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা হারাম এবং এর উপার্জনও হারাম, তবে গাছ এবং যার প্রাণ নেই এমন ছবি অঙ্কন বৈধ। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২২৫; ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৯৬৩)

٤٥٠٨ - [٢٠] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «أُولٰئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولٰئِكَ شِرَارُ خَلْقِ اللّٰهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৫০৮-[২০] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী যখন (ওফাতের প্রাক্কালে) অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর সহধর্মিণীদের কেউ (আবিসিনিয়ার) মারিয়্যাহ্ গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। (ইসলামের প্রাথমিক যুগে) উম্মু সালামাহ্ ও উম্মু হাবীবাহ্ হিজরত করে হাবাশাহ্ দেশে গিয়েছিলেন, তাঁরা ঐ গির্জার সৌন্দর্য এবং তাতে যে সকল ছবি ছিল তার বর্ণনা করলেন। (এ কথা শুনে) রসূলুল্লাহ মাথা উঠিয়ে বললেন : তারা এমন এক সম্প্রদায়, যখন তাদের মধ্যে নেক বান্দা মারা যেত, তখন তারা ঐ ব্যক্তির ক্বরের উপরে মাসজিদ বানিয়ে নিত। অতঃপর তথায় তারা এ সকল ছবি বানাত, বস্তুতঃ তারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৩০]

ব্যাখ্যা : (لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ) : নাবী যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তার কতিপয় স্ত্রী তার নিকটে ইয়াহূদী খ্রীস্টানদের নাবী এবং গির্জার কথা আলোচনা করলেন যেগুলোকে মারিয়া বলা হতো, উম্মু সালামাহ্ এবং উম্মু হাবীবাহ্ হাবাশাহ্ (বর্তমানে ইথিওপিয়া) দেশে যাওয়ায় সেখানকার গির্জার সৌন্দর্যতা এবং তার ভিতর মূর্তির ছবি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন নাবী মাথা উঠিয়ে বললেন : শোন, তারা এমন লোক যে, তাদের মধ্যে কোন সৎ লোক মারা গেলে তার ক্বরে মাসজিদ (গির্জা) তৈরি করত, এরপর তাতে তাদের মূর্তি অঙ্কন করে রাখত। অর্থাৎ নেককার ব্যক্তিদের স্মরণ রাখার জন্য এবং তাদের মতো 'ইবাদাতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য ছবি রাখা হয়। যারা এ কাজ করেছে তাদের মৃত্যুর পর শায়ত্বন নতুন

---

[৪৩০] সহীহ : বুখারী ৪২৭, ১৩৪১, মুসলিম (৫২৮)-১৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ১১৮১৫, আহমাদ ২৪২৫২, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৬২৯, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৭৯০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩১৮১, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৭৮৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৪৭১।

Scanned by CamScanner

প্রজন্মের কাছে তার কর্মকে সুন্দর করে তুলে ধরে এবং বলে তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা এই সকল মূর্তির পূজা করত এভাবে তারা মূর্তি পূজায় জড়িয়ে পড়ে।

(أُولٰئِكَ شِرَارُ خَلْقِ اللّٰهِ) এ সমস্ত মূর্তি বা ছবি অঙ্কনকারীরা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। কেননা তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করেছে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٠٩-[٢١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ أَوْ قَتَلَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ وَالْمُصَوِّرُوْنَ وَعَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ»؟

৪৫০৯-[২১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন সবচেয়ে কঠিন 'আযাব হবে সে ব্যক্তির যে কোন নাবীকে কতল করেছে অথবা কোন নাবী যাকে কতল করেছেন। অথবা যে ব্যক্তি তার পিতা বা মাতার মধ্যে কাউকে কতল করেছে। আর ছবি প্রস্তুতকারীদের এবং ঐ 'আলিম যে নিজের 'ইল্‌ম হতে উপকৃত হয় না ('আমাল করে না)।[৪৩১]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا...) ক্বিয়ামাতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তাদের যারা নাবীকে হত্যা করেছে অথবা যাকে নাবী আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে হত্যা করেছে। যেমনটি অন্য বর্ণনা আছে- «اشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللّٰهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ» আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির ওপর কঠোর রাগান্বিত হবেন যাকে রসূল ﷺ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে হত্যা করেছে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : *'ফী সাবীলিল্লা-হ'* দ্বারা তাদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে যাদেরকে তিনি হত্যা করেছেন শাস্তি প্রয়োগ অথবা ক্বিসাসের কারণে। কেননা যাকে নাবী ﷺ হত্যা করেছেন সেও নাবী ﷺ-কে হত্যা করতে ইচ্ছুক ছিল।'

(أَوْ قَتَلَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ) অথবা যে পিতামাতার কোন একজনকে হত্যা করেছে।

(وَالْمُصَوِّرُوْنَ) এবং ছবি অঙ্কনকারীগণ। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥١٠-[٢٢] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اَلشَّطْرَنْجُ هُوَ مَيْسِرُ الْأَعَاجِمِ.

৪৫১০-[২২] 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, শতরঞ্জ (দাবা) খেলা হলো আজমীদের (অনারবদের) জুয়া।[৪৩২]

ব্যাখ্যা : (الشطرنج هُوَ ميسر الْأَعَاجِم) শতরঞ্জ বা দাবা খেলা হলো অনাবরদের জুয়া খেলা। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥١١-[٢٣] وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ: لَا يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ إِلَّا خَاطِئٌ.

৪৫১১-[২৩] ইবনু শিহাব যুহরী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। আবূ মূসা আল আশ্'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন : পাপী ব্যক্তিই দাবা খেলায় লিপ্ত হয়।[৪৩৩]

---

[৪৩১] অত্যন্ত দুর্বল (ضعيف جدا) : হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে 'আবদুর রহীম, ইনি হাম্মাদ আস্ সাকাফী-এর ছেলে। এ বর্ণনাকারী (وَاهٍ) অত্যন্ত দুর্বল। বিস্তারিত দেখুন- ১৬১৭, ৪/১২১।

[৪৩২] য'ঈফ : আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৪৫৬, শু'আবুল ঈমান ৬১৫৪।
হাদীসটির সানাদ পাওয়া যায় না। দেখুন- হিদায়াতুর রুওয়াত ইলা তাখরীজি আহাদীসিল মাসাবীহ ওয়াল মিশকাত ৪/২৬৩ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : আবূ মূসা আল আশ্‘আরী রাঃ বলেন, পাপী ব্যক্তিই দাবা খেলায় লিপ্ত হয়।

শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, দাবা খেলা বৈধ হওয়া স্বপক্ষে মতভেদ রয়েছে। কেউ তাকে কতিপয় শর্তে অনুমতি দিয়েছেন, তা হলো জুয়া হতে পারবে না, দেরীতে সলাত আদায় করতে পারবে না, জিহ্বাকে অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত রাখবে। যদি কোন একটি করে ফেলে তাহলে অভদ্র সাব্যস্ত হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফি‘ঈ (রহিমাহুল্লাহ) দাবা খেলা অপছন্দ করতেন এবং ইমাম হুমাম-এর মতে, মাকরূহে তানযীহী এবং একদল ‘আলিমের মতে তা হারাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥١٢ -[٢٤] وَعَنْهُ أَنْ سُئِلَ عَنْ لَعِبِ الشَّطْرَنْجِ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْبَاطِلَ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الْأَرْبَعَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

৪৫১২-[২৪] উক্ত রাবী (ইবনু শিহাব যুহরী অথবা আবূ মূসা আল আশ্‘আরী রাঃ)-কে দাবা খেলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটা বাতিল (অবৈধ) কাজ। আর আল্লাহ তা‘আলা বাতিল কাজ পছন্দ করেন না। (উপরিউক্ত হাদীস চারটি বায়হাক্বী’র “শু‘আবুল ঈমানে” বর্ণনা করেছেন।)[৪৩৪]

ব্যাখ্যা : ইবনু শিহাব যুহরী অথবা আবূ মূসা আল আশ্‘আরী রাঃ-কে দাবা খেলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন- এটা বাতিল (অবৈধ কাজ) আর আল্লাহ তা‘আলা বাতিল কাজ পছন্দ করেন না। ইমাম মালিক বলেন : যারা এই খেলায় অভ্যস্ত, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

মহান আল্লাহ বলেন : ﴿...فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ...﴾ “...প্রকৃত সত্যের পর গুমরাহী ছাড়া আর কী থাকতে পারে?...” (সূরাহ্ ইউনুস ১০ : ৩২) (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥١٣ -[٢٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا». قَالُوا: إِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «السِّنَّوْرُ سَبُعٌ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

৪৫১৩-[২৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়শ এক আনসারীর ঘরে আসা-যাওয়া করতেন। অথচ তাদের নিকটেই অন্য আরেকটি ঘর আছে। এটাতে সে গৃহবাসীর মনঃকষ্ট হলো। তখন তারা বলল : হে আল্লাহর রসূল! আপনি অমুকের ঘরে আসেন, অথচ আমাদের ঘরে আসেন

---

[৪৩৩] **য‘ঈফ :** আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪৬৫৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৪৬৩।
হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদ মাওকূফ, কারণ “ইবনু শিহাব” আবূ মূসা-কে পায়নি। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ইলা তাখরীজি আহাদীসিল মাসাবীহ ওয়াল মিশকাত ৪/২৬৩ পৃঃ।

[৪৩৪] **য‘ঈফ :** শু‘আবুল ঈমান ৬৫১৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৪৬৭, মাওযূ‘আতুল আহাদীসি ওয়াল আসার আয্ য‘ঈফাহ্ ওয়াল মাওযূ‘আহ্ ১২/২০৮-২০৯ পৃঃ।
হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে “ইবরাহীম ইবনু ইসহাক্ব” নামের একজন বর্ণনাকারী, যার পরিচয় জানা যায়নি। দেখুন- মা‘রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী দিরাসাতুল ওয়া তাহক্বীক্ব ওয়া তাখরীজ ও তা‘লীক্ব মিন কিতাবিস্ সয়দি ইলা আখিরিল কিতাব, ডক্টরেট থিসিস, ছাত্র : মুহাম্মাদ ইবনু হুসায়ন আল হাযিমী, পৃঃ ১৩৬৬। জামিআতু উম্মিল কুরা।

Scanned by CamScanner

না। উত্তরে নাবী ﷺ বললেন : যেহেতু তোমাদের ঘরে কুকুর আছে। তখন তারা বলল, তাদের ঘরে তো বিড়াল রয়েছে। তখন নাবী ﷺ বললেন : বিড়াল তো একটি পশু মাত্র। (দারাকুত্বনী)[৪৩৫]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ আনসারদের এক বাড়ীতে যাতায়াত করতেন, অথচ এর নিকটেই আরো বাড়ী ছিল তাদের কাছে যেতেন না। এরূপ অবস্থাদৃষ্টে তারা আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি অমুক বাড়ীতে যান কিন্তু আমাদের বাড়ীতে আসেন না। নাবী ﷺ উত্তরে বললেন, কেননা তোমাদের বাড়ীতে কুকুর আছে। তারা বলল, তাদের বাড়ীতে তো বিড়াল আছে? নাবী ﷺ উত্তরে বললেন, (اَلسِّنَّوْرُ سَبُعٌ) বিড়াল তো হিংস্র প্রাণী।

ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নাবী ﷺ এ কথাটি হয়তো অপছন্দের কারণে বলেছেন অথবা সংবাদ হিসেবে বলেছেন। এভাবে বিড়াল হিংস্র প্রাণী তবে কুকুরের মতো অপবিত্র শায়ত্বন নয়। কুকুর অপবিত্র ও নাপাক জিনিসে যাওয়ার কারণে বাড়ীতে মালাক (ফেরেশতা) প্রবেশ করে না, আবার কোন কোন কুকুরকে শায়ত্বন আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর শায়ত্বন হচ্ছে মালাকের বিপরীত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৪৩৫] য'ঈফ : দারাকুত্বনী ৫, আহমাদ ৮৩৪২, আল জামি'উস্ সগীর ৭১০১, য'ঈফুল জামি' ৩৩৫৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "ঈসা ইবনুল মুসাইয়্যাব" নামের একজন বর্ণনাকারী। ইমাম আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মা'ঈন তাকে য'ঈফ বলেছেন। মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৪৯, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৫১২।

Scanned by CamScanner

(٢٣) كِتَابُ الطِّبِّ وَالرُّقٰى

পর্ব-২৩ : চিকিৎসা ও মন্ত্র

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, চিকিৎসাশাস্ত্রের মৌলিক উদ্দেশ্য তিনটি। শারীরিক সুস্থতার সংরক্ষণ, দুর্ভোগ ও কষ্ট লাঘব এবং শরীর হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আলোচ্য অধ্যায়ে দু' প্রকার চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে।

প্রথমত শারীরিক চিকিৎসা, মূলত এটিই এখানে উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত অন্তরের চিকিৎসা, যার মৌলিক উপাদান হচ্ছে নাবী ﷺ কর্তৃক আনীত আল্লাহ তা'আলার বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসার বিষয়টি হাদীসে বিভিন্নভাবে এসেছে যা ত্বিব্বি নাবী হিসেবে পরিচিত।

অন্যদের থেকেও বর্ণিত হয়েছে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়। শারীরিক ব্যাধির এ চিকিৎসা আবার দুই ধরনের। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে প্রাণীকুলের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত কিছু প্রাকৃতিক বিষয়, যেমন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। অন্যটি চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমাধানযোগ্য।

ইসলামী শারী'আর আলোকে চিকিৎসার আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে ঝাড়ফুঁক। যা বাস্তবসম্মত ও পরীক্ষিত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। ইমাম বায্যার (রহিমাহুল্লাহ) 'উরওয়াহ্ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে বললাম, আপনি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কীয় প্রচুর জ্ঞান কিভাবে অর্জন করলেন? তিনি বললেন : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিভিন্ন সময়ের ব্যাধিতে 'আরব চিকিৎসকগণ তাঁর চিকিৎসার প্রাক্কালে আমি এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছি।

ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে নাবী ﷺ হতে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থও রচিত হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক মতামত বিদিত রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে এ সম্পর্কিত কতক বিষয় নাবীগণ ওয়াহীর মাধ্যমে অবগত হয়েছেন। তবে অধিকাংশ বিষয়ই অভিজ্ঞতালব্ধ।

ইমাম বাযযার ও ত্বাবারানী (রহিমাহুমাল্লাহ) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ বলেন : সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম যখনই সলাতে দাঁড়াতেন তিনি তাঁর সম্মুখে একটি বৃক্ষ দেখতে পেতেন। তিনি বৃক্ষটিকে বলতেন, তোমার নাম কী? সেটি তার নাম উল্লেখ করলে, আবারো জিজ্ঞেস করতেন। তুমি কী জন্য? সেটি ঔষধি হলে তিনি তা লিখে রাখতেন ও পরে তা রোপণ করতেন।

অত্র অধ্যায়ের সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক মানুষের সুস্থতা ও অসুস্থতা আল্লাহর পক্ষ হতে লিখিত ভাগ্যলিপির অংশ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٥١٤ -[١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৫১৪-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ নাযিল করেননি, যার ঔষধ পয়দা করেননি। (বুখারী)[৪৩৬]

ব্যাখ্যা : উপর্যুক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসীনে কিরাম বিভিন্ন রিওয়ায়াতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী, ইবনু হিব্বান ও হাকিমসহ বিভিন্ন বর্ণনায় হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন রোগ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি এর শিফারও ব্যবস্থা করেছেন। মুসনাদে ইমাম আহমাদ, আল আদাবুল মুফরাদ ও সুনান চতুষ্টয়, তিরমিযী, ইবনু খুযায়মাহ্ সহ মুস্তাদরাকে হাকিম-এ আছে, তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি রোগেরই শিফা বা আরোগ্যের ব্যবস্থা করেছেন, তবে মৃত্যু ব্যতীত। সুনান আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি রোগেরই শিফা বা আরোগ্যের ব্যবস্থা করেছেন। অতএব তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর, তবে হারাম পন্থায় নয়। চিকিৎসা গ্রহণ করার দায়িত্ব বান্দার, এটি ব্যবস্থা অবলম্বনের মতো, তবে আরোগ্য বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

আলোচ্য হাদীসে রোগ-ব্যাধির সমস্যায় চিকিৎসা গ্রহণের বৈধতার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে আরোগ্য সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে সম্পন্ন হয়। এখানে চিকিৎসক ও পথ্যের কোন ক্ষমতা নেই, তবে এগুলো মাধ্যম ও অবলম্বন মাত্র। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, চিকিৎসা গ্রহণ আল্লাহর প্রতি নির্ভরতাকে নাকচ করে দেয় না। আমরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় যেমন খাবার ও পানি গ্রহণ করি, ঠিক রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারটিও ঠিক অনুরূপ। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৬৭৮)

٤٥١٥ -[٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৫১৫-[২] জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ রয়েছে। সুতরাং সঠিক ঔষধ যখন রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুমে রোগী রোগমুক্ত হয়ে যায়। (মুসলিম)[৪৩৭]

ব্যাখ্যা : রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা গ্রহণ মুস্তাহাব। এটাই সহাবা, তাবি'ঈ, মুহাদ্দিসীনে কিরাম, সালাফ-খালাফ তথা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের মানুষের প্রচলিত রীতি হিসেবে সাব্যস্ত। ইমাম ক্বাযী 'ইয়ায-এর মতে,

---

[৪৩৬] সহীহ : বুখারী ৫৬৭৮, নাসায়ী আল কুবরা ৬৮৬৫, ইবনু মাজাহ ৩৪৩৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৭৫, আহমাদ ৩৫৭৮, সহীহুল জামি' ৫৫৫৯, আল জামি'উস্ সগীর ১০৪৯৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪৫১।

[৪৩৭] সহীহ : মুসলিম (২২০৪)-৬৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৬৩, নাসায়ী আল কুবরা ৭৫৫৬, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮২১৯, আল জামি'উস্ সগীর ৯২৯৫, সহীহুল জামি' ৫১৬৪, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৯৫৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০০৪২।

Scanned by CamScanner

এ সকল হাদীসের মাধ্যমে দীন ও দুনিয়াবী জ্ঞানের বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের বৈধতাও এর মাধ্যমে স্বীকৃত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হলো, এ সকল হাদীসের মাধ্যমে কট্টরপন্থী সূফীদের 'আক্বীদাহ্ বাতিল হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। যাদের বিশ্বাস হচ্ছে, তাক্বদীরের প্রতিটি বিষয় আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। অতএব চিকিৎসা গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। 'উলামায়ে কিরাম এ হাদীসটি তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস বাতিল হওয়ার ব্যাপারে উৎকৃষ্ট দলীল হিসেবে প্রমাণ করেছেন।

চিকিৎসা গ্রহণের বিষয়টিও আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত। তবে চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশটি এজন্য যে, স্বয়ং নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংস হতে মুক্ত রাখা আবশ্যক। যেমন সূরাহ্ আল বাক্বারায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৯৫)। চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে, রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া মানেই শরীরের স্বাভাবিক অবস্থার অবনতি হওয়া। আর চিকিৎসার মাধ্যমে তা আবার পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সঠিক খাবার গ্রহণ ও অন্যান্য নিয়ম বিধি মেনে চলার মাধ্যমে সুস্থতার সংরক্ষণ হয় এবং পথ্যের দ্বারা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে চিকিৎসককে অভিজ্ঞ হওয়াটা জরুরী। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধের মূল বিষয়টি নির্ণয় করা চিকিৎসাশাস্ত্রে অতীব জরুরী। এতে ভুল হলে আরোগ্যের জন্য সঠিক পথ্য নির্ণয় করা দুরূহ হয় এবং আরোগ্য বিলম্বিত হয় ও কঠিন হয়ে পড়ে। নাবী ﷺ প্রদর্শিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় শিঙ্গা লাগানো, মধু সেবন করা ও আগুনের ছ্যাঁকা দেয়াকে উত্তম পথ্য হিসেবে নির্ণিত করা হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞদের নিকট এটি একটি অভিনব ও বাস্তবসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি। রোগ-ব্যাধি বিভিন্ন সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন- রক্ত, জণ্ডিস, কৃষ্ণবর্ণ ও শ্লেষ্মা। যখন তা রক্তের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে তখন রক্ত বের করাই উপযুক্ত চিকিৎসা। বাকী অন্যান্য সমস্যা মলের সাথে সংশ্লিষ্ট। নাবী ﷺ মধুর কথা বলেছেন। আর রক্তের সমস্যার সমাধানে হিজামাহ্ বা শিঙ্গা লাগানের নির্দেশনা দিয়েছেন। পরিশেষে গরম ছেঁকা দেয়ার কথাও বলেছেন।

প্রতিটি রোগেরই পথ্য রয়েছে। আলোচ্য হাদীসে রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা গ্রহণের বৈধতার স্বীকৃতি বিবৃত হয়েছে। তবে চিকিৎসার মাধ্যমে নির্ধারিত ভাগ্যলিপি, হায়াত বৃদ্ধি হবে না। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ভাগ্যক্রমে আরোগ্য হবে মাত্র। বিষয়টি সকল মুহাদ্দিসীনে কিরাম, সালাফে সলিহীন ও পরবর্তী যুগের ইমামগণ কর্তৃক স্বীকৃত। তাঁরা আলোচ্য হাদীসের আলোকেই তাঁদের নির্ভরযোগ্য অভিমত পেশ করেছেন।

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল মাযিরী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, আলোচ্য হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। যেখানে ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে মধু সেবনের নির্দেশনা রয়েছে। তবে কেউ কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন : চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, মধু কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, এটি আবার কিভাবে ডায়রিয়ার চিকিৎসায় কার্যকর হতে পারে? তেমনিভাবে জ্বরের ক্ষেত্রে পানি ব্যবহারের কারণে ঠাণ্ডা-গরমের মিশ্রণে শরীরে ক্ষতির আশংকা রয়েছে। সম্মানিত ব্যাখ্যাকার বলেন : যারা এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন, তাদের জ্ঞানের পরিধি সীমিত বলেই তারা এ ধরনের উদ্ভট মতামত পেশ করেছে। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২২০৪-[৬৯])

٤٥١٦ -[٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الشِّفَاءُ فِيْ ثَلَاثٍ: فِيْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهٰى أُمَّتِيْ عَنِ الْكَيِّ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Scanned by CamScanner

৪৫১৬-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন জিনিসের মধ্যে রোগের নিরাময় রয়েছে, শিঙ্গা লাগানো বা মধু পান করা অথবা তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দেয়া। তবে আমি আমার উম্মাতকে দাগ হতে নিষেধ করেছি। (বুখারী)[৪৩৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে যদিও তিনটি পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, কিন্তু এ তিনটি পদ্ধতির মাঝেই চিকিৎসা পদ্ধতি সীমাবদ্ধ নয়। তবে চিকিৎসা পদ্ধতির মৌলিক তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কেননা রোগসমূহ সাধারণত কয়েক প্রকারে সীমাবদ্ধ। রক্ত দূষণ বা রক্ত সমস্যার সমাধানে শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে এর চিকিৎসার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। 'আরবদের নিকট এই চিকিৎসা পদ্ধতিটি ছিল বহুল প্রচলিত। উষ্ণ অঞ্চলসমূহে এ ধরনের চিকিৎসা কার্যকারিতা অধিক হওয়ার কারণেই তারা এতে সর্বাধিক অভ্যস্ত।

জণ্ডিসের চিকিৎসায় যে পথ্যের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তা হলো : লঘুপাক জাতীয় পানীয়। এক্ষেত্রে মধু সর্বোৎকৃষ্ট পথ্য। বৈজ্ঞানিকভাবেও তা পরীক্ষিত। পরবর্তী অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। সর্বশেষে আগুনে সেঁক দেয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করলেও নির্দেশনা দেয়া হয়নি। আগুনে সেঁক দেয়ার বৈধতা বর্ণিত হয়েছে এই শর্তে যে, তা একটি মাধ্যম মাত্র, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই রোগের শিফা নির্ধারিত।

শায়খ আবূ মুহাম্মাদ আবূ জামরাহ্-এর মতে, আগুনের সেঁক দেয়ায় উপকার ও ক্ষতি উভয়বিধ সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সেহেতু এতে ক্ষতির আশংকা বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কুরআনে যেমন মদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, এতে উপকারিতা রয়েছে তবে উপকারের চাইতে ক্ষতির ভাগটি বেশী, তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সাধারণত শরীরের অভ্যন্তরে দুই ধরনের দুরবস্থা বিরাজমান থাকার কারণে রোগের সূত্রপাত হয়। এক, গরমের তাপমাত্রা বেশী অথবা ঠাণ্ডার পরিমাণ বেশী থাকার জন্যই রোগ-ব্যাধির জন্ম হয়। তাই বিপরীতধর্মী পথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে তা দূরীভূত করতে হয়। যেমন হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জ্বর হচ্ছে জাহান্নামের তাপমাত্রার অংশবিশেষ। অতএব একে পানি দ্বারা নিবৃত্ত কর। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা মোতাবেক সহাবায়ে কিরাম পানির মাধ্যমেই জ্বরের চিকিৎসা করতেন। উম্মুল মু'মিনীন আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর জীবনীতে তাই পাওয়া যায়।

চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোকে বুঝা যায় যে, সময়, অবস্থা ও পরিবেশের প্রভাবে অসুস্থতার চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তন হতে পারে। তাছাড়া প্রতিটি মানুষের শারীরিক গঠনের তারতম্যের কারণে পথ্যের কার্যকারিতার ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। সে কারণেই দেখা যায়, একই ঔষধে অভিন্ন রোগে আক্রান্ত সব রোগী সুস্থ হয় না। এজন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত নয়। মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনু সিনা সহ অন্যান্য পণ্ডিতগণও এ অভিমত পেশ করেছেন। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৬৮০)

٤٥١٧ -[٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৪৩৮] সহীহ : বুখারী ৫৬৮০, ইবনু মাজাহ ৩৪৯১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৫৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১২০৭৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০০২৭, শু'আবুল ঈমান ১১৬৪, আল জামি'উস্ সগীর ৬০৪৭, সহীহুল জামি' ৩৭৩৪।

Scanned by CamScanner

৪৫১৭-[৪] জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাবের (খন্দাকের) যুদ্ধে উবাই ইবনু কা'ব -এর শিরারোগে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। তখন রসূলুল্লাহ তাকে (ক্ষত স্থানটিতে) দাগিয়েছেন। (মুসলিম)[৪৩৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে নাবী উবাই ইবনু কা'ব-এর নিকট একজন চিকিৎসককে পাঠালে সে তার একটি শিরা কেটে চিকিৎসা করলেন। ইবনু রসলান বলেন : চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, চিকিৎসক রোগীর অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা নিবেন। হালকা ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে চিকিৎসা সম্ভব হলে গুরুতর ব্যবস্থা এড়িয়ে যাবেন এবং আহার্য দ্রব্যের ঘাটতির কারণে রোগাক্রান্ত হলে পথ্য ব্যতীতই আহার্য দ্রব্যাদি আহারের পরামর্শ দিবেন। পথ্যের প্রয়োজনে অপারেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ যথাযথ নয়। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২২০৭-[৭৪])

٤٥١٨ -[٥] وَعَنْهُ قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِىْ أَكْحَلِهٖ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهٖ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৫১৮-[৫] উক্ত রাবী (জাবির) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনু মু'আয -এর শিরারগে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। তখন নাবী নিজ হাতে উক্ত স্থানটিতে তীরের ফলক দ্বারা দাগিয়েছেন। অতঃপর তাঁর (সা'দ-এর) হাত ফুলে গিয়েছিল, সুতরাং দ্বিতীয়বার তাকে দাগিয়েছেন। (মুসলিম)[৪৪০]

ব্যাখ্যা : আগুনে সেঁক দেয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা : আলোচ্য হাদীসে আগুনে সেঁক দেয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণের বৈধতার বিধান দেয়া হয়েছে। যে সব ক্ষেত্রে আগুনের সেঁকই একমাত্র সমাধান হিসেবে সাব্যস্ত শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সা'দ রক্ত পড়া বন্ধ না হওয়ার কারণে আগুনের সেঁক দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে যে ব্যক্তির আগুনে সেঁক দেয়ার কারণে অন্য সমস্যা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে, সে ব্যক্তি উপরোক্ত পদ্ধতি গ্রহণে বিরত থাকবেন। যেমন 'ইমরান বিন হুসায়ন করেছিলেন। 'আরবদের নিকট ঔষধের অকার্যকারিতায় আগুনের সেঁক দেয়াই একমাত্র সমাধান। ইবনু কুতায়বাহ্ -এর মতে, আগুনে সেঁক দেয়া দুই ধরনের। এক- সুস্থতার জন্য আগুনে সেঁক দেয়া। দুই- আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর রক্ত পড়া বন্ধ না হলে সেক্ষেত্রে আগুনে সেঁক দেয়া।

(শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২২০৮-[৭৫])

٤٥١٩ -[٦] وَعَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلٰى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيْبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৫১৯-[৬] উক্ত রাবী (জাবির) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ উবাই ইবনু কা'ব -এর নিকট একজন চিকিৎসক পাঠালেন, সে তার একটি রগ কেটে পরে তা দাগাল। (মুসলিম)[৪৪১]

---

[৪৩৯] সহীহ : মুসলিম (২২০৭)-৭৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০০৩২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১০/৪০১ পৃঃ, আহমাদ ১৪২৫২, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ২২৮৫, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১০১৮।

[৪৪০] সহীহ : মুসলিম (২২০৮)-৭৫, আহমাদ ১৪৩৪৩, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮২৮৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০০৩৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫১৮৮।

[৪৪১] সহীহ : মুসলিম (২২০৭)-৭৩, শু'আবুল ঈমান ১১৬৩, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৯৫৪, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৬২৯, আহমাদ ১৪৩৭৯, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০৩১, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৪৯৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : চিকিৎসা যে ধরনেরই হোক না কেন তা অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে হওয়া উচিত। এটাই প্রকৃত নিয়ম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٢٠ -[٧] وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: السَّامُ: الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৫২০-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন। তিনি (ﷺ) বলেন : কালোজিরার মধ্যে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর সকল রোগের চিকিৎসা নিহিত আছে। ইবনু শিহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : "সাম" অর্থ মৃত্যু। আর "হাব্বাতুস্ সাওদা" অর্থ শূনীয বা কালোজিরা।

(বুখারী ও মুসলিম)[৪৪২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে কালোজিরার ব্যাপক ব্যবহার সম্পর্কে নাবী ﷺ নির্দেশনা দিয়েছেন। কখনও তা এককভাবে এবং কখনও অন্য কোন খাবার বা পথ্যের সাথে মিশিয়ে তা ব্যবহার করা হয়। কালোজিরার বহুমুখী ব্যবহার আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ঠাণ্ডাজনিত সমস্যায় উষ্ণভাবে ব্যবহার ও উষ্ণতায় বিপরীতভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে তা বেশ উপকারী হিসেবে পরীক্ষিত। ইমাম কিরমানীর মতে, সাধারণভাবে তা সকল রোগের মহৌষধ। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৬৮৮)

চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বলেছেন : কালোজিরা হচ্ছে উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির পথ্য। জ্বর, সর্দি ও কাশিসহ পেটের আর্দ্রতার সমস্যায় এটি বেশ উপকারী। তা গুঁড়া করে গরম পানির সাথে সেবনে প্রস্রাবের সমস্যা দূরীভূত হয়। কালোজিরার গুঁড়া সুতি কাপড়ে নিয়ে শুকলে সর্দি ও ঠাণ্ডা কাশিতে বেশ উপকার হয়। পানির সাথে সামান্য পরিমাণ কালোজিরা খেলে হাঁপানি রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। ভিনেগার (সিরকা)-এর সাথে গরম করে কুলি করলে দাঁতের ব্যথায় বেশ কার্যকর। অন্যান্য হাদীসে নাবী ﷺ কালোজিরাকে সাধারণভাবে মৃত্যু বতীত সকল রোগের পথ্য হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আবূ বাক্‌র ইবনুল 'আরাবীর মতে, চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের নিকট কালোজিরার মাঝে সকল রোগের আরোগ্যের উপাদান রয়েছে। তবে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে ভিন্ন পদ্ধতিতে ভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। শায়খ আবূ মুহাম্মাদ ইবনু আবূ হামযাহ্ বলেছেন : আলোচ্য হাদীসের ব্যাপারে কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন, তবে তা তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত বিষয়। কিন্তু প্রিয় নাবী ﷺ-এর কথাই বাস্তব সত্য। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টি পরীক্ষিত। সমালোচকদের এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। তারা শুধুমাত্র ধারণাপ্রসূত কথাই বলে। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২২০৮-[৭৫])

٤٥٢١ -[٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِسْقِهِ عَسَلًا» فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا». فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ». فَسَقَاهُ فَبَرَأَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৪৪২] সহীহ : বুখারী ৫৬৮৭, ৫৬৮৮; মুসলিম (২২১৫)-৮৮, ইবনু মাজাহ ৩৪৪৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৫৯, ১০৬৯; আল জামি'উস্ সগীর ৭৬৯৬, সহীহুল জামি' ৪২৪৭, আহমাদ ৭৫৫৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫৯১৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১০৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪৯৩।

Scanned by CamScanner

৪৫২১-[৮] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের ডায়রিয়া হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : তাকে মধু পান করাও। সে মধু পান করাল। সে আবার এসে বলল : আমি তাকে মধু পান করিয়েছি, এতে তার ডায়রিয়া আরো বেড়ে গেছে। এভাবে তিনি তাঁকে তিনবার বললেন (অর্থাৎ- ডায়রিয়া ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার কথা জানালো)। অতঃপর সে চতুর্থবার এসে অভিযোগ করল। এবারও তিনি (ﷺ) বললেন : তাকে মধু পান করাও। সে বলল : আমি অবশ্যই তাকে মধু পান করিয়েছি, কিন্তু তার ডায়রিয়া আরো বেড়ে গিয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : আল্লাহ (তাঁর কালামে) যা বলেছেন, তা সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা (অর্থাৎ- পেটে দূষিত কোন কিছু রয়েছে।) অতঃপর আবার তাকে মধু পান করাল এবং সে আরোগ্য লাভ করল।

(বুখারী ও মুসলিম)[৪৪৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে ডায়রিয়া বা পেটের পীড়ায় মধুর ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা এবং উপকারিতার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। কোন বর্ণনায় তিনবার মধু সেবন, আবার অন্য বর্ণনায় চারবারের কথাও বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় আবার রোগের অবস্থা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে নাবী (ﷺ) পেটের পীড়ার অভিযোগকারী ব্যক্তিকে তিনবার মধু ব্যবহার করার নির্দেশনা দেয়ার পর সে আবার এসে একই অভিযোগ পেশ করলে প্রিয়নাবী (ﷺ) পুনরায় তাকে মধু সেবনের নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর সে আরোগ্য লাভ করে। আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কখনও পথ্য সেবনের পর রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে। অতএব এতে শংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

নাস্তিকদের কেউ কেউ এ হাদীসের ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন এই বলে যে, মধু লঘুপাক জাতীয় পানীয়। অতএব ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীকে কিভাবে এটি পথ্য হিসেবে সেবনের পরামর্শ দেয়া হলো? এর উত্তরে মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন : তারা এমন বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে উল্লেখ করেছেন : "তারা সে বিষয়টিকে মিথ্যা বল্তেছে যে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই"– (সূরাহ্ ইউনুস ১০ : ৩৯)।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, বয়স, প্রকৃতি, সময়, খাবার ও পরিবেশভেদে একই রোগের ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। হাদীসে উল্লেখিত ব্যক্তির অবস্থা ছিল যে, কোন ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার দরুন তার ডায়রিয়ার সূচনা হয়েছিল। মধু সেবনের কারণে সেই ভাইরাসগুলো পেটের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং পেটের ক্ষতিকর সকল উপাদানগুলোকে বের করে দেয়। সে কারণেই তার ডায়রিয়ার পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়। পরিশেষে সকল ক্ষতিকর উপাদান নির্গমনের পর তা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। ইমাম খত্ত্বাবী-এর মতে, চিকিৎসা পদ্ধতি দু' ধরনের, একটি হচ্ছে গ্রীক, যা অনুমান নির্ভর। দ্বিতীয়টি হচ্ছে অভিজ্ঞতা নির্ভর। এটি হচ্ছে 'আরব ও হিন্দ দেশীয় পদ্ধতি। নাবী (ﷺ) 'আরবীয় চিকিৎসা পদ্ধতির অনুসরণেই বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করতেন। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৭১৬)

٤٥٢٢ -[٩] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[৪৪৩] সহীহ : বুখারী ৫৭১৬, মুসলিম (২২১৭)-৯১, তিরমিযী ২০৮২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৪৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৬৮৬, আহমাদ ১১১৬২, আবূ ইয়া'লা ১২৬১, মুসতাদরাক হাকিম ৮২২১, 'নাসায়ী'র কুবরা ৭৫৬১।

Scanned by CamScanner

৪৫২২-[৯] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যেসব জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করো, এর মধ্যে শিঙ্গা লাগানো এবং কুস্ত্ব বাহ্‌রী (চন্দন কাঠ) ব্যবহার করা সর্বোত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৪৪]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে শিঙ্গা লাগানোকে একটি উত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বিজ্ঞজনের মতে, হাদীসে উদ্দিষ্ট হচ্ছেন ‘আরব ও হিজায তথা গরম আবহাওয়া অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসীগণ। কেননা তাদের রক্ত হচ্ছে পাতলা। হাদীসটির মাধ্যমে আরো বুঝা যায় যে, বয়স্ক ব্যক্তিগণ উদ্দিষ্ট নন। ইমাম ত্ববারী সহীহ সানাদে ইবনু সীরীন হতে বর্ণনা করেন যে, কোন ব্যক্তি চল্লিশ বছরে উপনীত হলে তিনি আর শিঙ্গা লাগাবেন না। মুসলিম চিকিৎসকগণের মতে, মাসের মাঝামাঝি সময়ে এবং দ্বিতীয় সপ্তাহের পরবর্তী সময়ে (প্রথমার্ধ ও শেষ সময় ব্যতীত) শিঙ্গা লাগানো উপকারী। ইমাম মুওয়াফ্‌ফাক আল-বাগদাদীও একই অভিমত পেশ করেছেন। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৬৯৬)

٤٥٢٣ -[١٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ عَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৫২৩-[১০] উক্ত রাবী (আনাস رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ‘উয্‌রাহ্ রোগের জন্য তোমাদের শিশুদের জিহ্বার তালু দাবিয়ে তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না; বরং তোমরা কুস্ত্ব (চন্দন কাঠ) ব্যবহার করো। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৪৫]

ব্যাখ্যা : ‘উযরাহ্ শিশুদের এক ধরনের গলা ব্যথা রোগ যা রক্ত প্রবাহের কারণে উদ্ভব হয় এবং সে কারণে গলা ব্যথায় শিশুরা কষ্ট পায়। কুস্ত্ব এক ধরনের পথ্য যা গলা ও নাকের মাঝামাঝিতে শিশুদের গলা ব্যথা দূর করতে ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী হাদীসে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٢٤ -[١١] وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهٰذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৫২৪-[১১] উম্মু ক্বায়স رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেন তোমরা শিশু-সন্তানদের তালু দাবিয়ে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ? অবশ্যই তোমরা এ রোগের জন্য (অর্থাৎ- আলজিহ্বা ফুলার জন্য) উদ হিন্দী (আগর কাঠ) ব্যবহার করো। কেননা এতে সাত রকম রোগের নিরাময় নিহিত আছে। তন্মধ্যে একটি হলো পাঁজরের ব্যথা। বাচ্চাদের আলজিহ্বা ফুলার ব্যথা হলে তা ঘষে পানির সাথে মিশিয়ে ফোঁটা ফোঁটা নাকের ভিতরে দেবে। আর পাঁজরের ব্যথা হলে মুখ দিয়ে খাওয়াতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৪৬]

---

[৪৪৪] **সহীহ :** বুখারী ৫৬৯৬, মুসলিম (১৫৭৭)-৬৩, আহমাদ ১২০৪৫, মুসনাদুশ্ শাফি‘ঈ ৯৩০, মা‘রিফাতুস্ সুনান লিল বায়হাক্বী ৫৯৪৯, মুসান্নাফ আবূ শায়বাহ্ ২৩৪৩, মুসনাদে ‘আবদ ইবনু হুমায়দ ১৪০৩, বায়হাক্বী’র কুবরা ২০০০৭।

[৪৪৫] **সহীহ :** বুখারী ৫৬৯৬, মুসলিম (১৫৭৭)-৬৩, ‘নাসায়ী’র কুবরা ৭৫৮২, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ২৭২৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৫৩, ১০৫৪; আল জামি‘উস্ সগীর ৫৬৩৫, সহীহুল জামি‘ ৩৩২৪, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৪৩৮৩।

[৪৪৬] **সহীহ :** বুখারী ৫৭১৩, মুসলিম (২২১৪)-৮৬, আহমাদ ২৬৯৯৭, আবূ দাউদ ৩৮৭৭, ‘নাসায়ী’র কুবরা ৭৫৮৩, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্‌যাক্ব ১৪৮৫, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৩০৫৫, ‘বায়হাক্বী’র কুবরা ১৬১০৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৪৩৬, আল জামি‘উস্ সগীর ৭৪৬৫, সহীহুল জামি‘ ৪০১৮, ইবনু মাজাহ ৩৪৬২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে নাবী ﷺ শিশুদের গলা ব্যথায় ইন্ডিয়ান কাঠ ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়েছেন। মুহাদ্দিসীনে কিরাম বা হাদীস বেত্তাগণ 'উদ হিন্দী ব্যবহারের সুন্দর নিয়ম বলে দিয়েছেন। তা হলো, শিশুদের আলজিহ্বা ফুলে যাওয়ার কারণে 'উযরাহ্ নামক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিত। এক্ষেত্রে আগর কাঠ গুঁড়া করে সামান্য পরিমাণ নাকে দিলে 'উযরাহ্ রোগ নিরাময় হয়। আলোচ্য হাদীসে নাবী ﷺ সাতটি রোগের আরোগ্যের কথা বললেও শুধুমাত্র দু'টি রোগের বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। বাকী পাঁচটি বিষয়ের কেন করেননি, এর কারণ ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেছেন : বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে তৎকালীন যুগে 'আরবদের মাঝে এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বিধায় নাবী ﷺ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ রোগের উল্লেখ করে অবশিষ্ট বিষয়গুলো উল্লেখ করেননি।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কতিপয় মানসিক রোগী নাবী ﷺ-এর এ হাদীসের নির্দেশনায় আপত্তি প্রকাশ করেছেন। ইমাম মাযিরী তাদের এই আপত্তির প্রত্যুত্তরে বলেছেন : আপত্তি পেশকারীদের অজ্ঞতা সুস্পষ্ট। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরাহ্ ইউনুসে উল্লেখ করেছেন, "তারা সে বিষয়টিকে মিথ্যা বলেছে যে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই"– (সূরাহ্ ইউনুস ১০ : ৩৯)।

প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী জালিনূস ও অন্যদের মতে, কুস্ত (কোথ) বুকের ব্যথায় বেশ কার্যকর। প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, এটি প্রয়োজনমত শরীরের বহিরাংশ ও অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয়, নাস্তিক ও আপত্তি পেশকারীদের ধারণা নিরর্থক ও ভিত্তিহীন। নাবী ﷺ অন্যান্য সাতটি রোগের মাঝে দু'টি উল্লেখ করে বাকী পাঁচটি উল্লেখ করেননি। চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষাপূর্বক উক্ত পাঁচটি রোগের বর্ণনা দিয়েছেন। রোগগুলো হচ্ছে, মহিলাদের অনিয়মিত ঋতুস্রাব ও প্রস্রাবের সমস্যা, বীর্যের কার্যকারিতা বাতিল, যৌন সমস্যা, কৃমির সমস্যা। তবে তা মধু সহকারে সেব্য। ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নাবী ﷺ সাতটি রোগের কথা হাদীসে উল্লেখ করেছেন, তবে সাত শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুস্ত-এর ব্যবহার শুধুমাত্র সাতটি রোগের চিকিৎসায় সীমাবদ্ধ নয়। মিরক্বাতুল মাফাতীহ

٤٥٢٥ -[١٢] وَعَنْ عَائِشَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৫২৫-[১২] 'আয়িশাহ্ ও রাফি' ইবনু খদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ হতে। সুতরাং তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাণ্ডা করো। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৪৭]

ব্যাখ্যা : জ্বরের ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার : ইমাম ইবনু ক্বাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) জ্বরে আক্রান্ত রোগীকে পানি ঢালার বিষয়ে দু'টি অভিমত পেশ করেছেন। **এক.** সাধারণ সকল ব্যবহার্য পানি। **দুই.** যমযমের পানি ব্যবহার। এই অভিমত পেশকারীগণ এ প্রসঙ্গে সহীহুল বুখারীতে সংকলিত আবূ জামরাহ্-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৭২৬)

কতিপয় ব্যাখ্যাকার বলেন : জ্বর জাহান্নামের আগুনের উত্তাপবিশেষ। জাহান্নাম অস্বীকারকারীদের জন্য ভীতিপ্রদর্শক হিসেবে এবং উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য সুসংবাদবাহী হিসেবে দুনিয়াতে এটি পাঠানো হয়েছে।

---

[৪৪৭] সহীহ : বুখারী ৩২৬১, ৩২৬৩, ৩২৬৪, ৫৭২৫, ৫৭২৬; মুসলিম (২২০৯)-৭৮, (২২০৯)-৭৮, (২২১০)-৮১৪; আবূ ইয়া'লা ৪৬৩৫, আহমাদ ৪৭১৯, তিরমিযী ২০৭৩, ২০৭৪; ইবনু মাজাহ ৩৪৭১, ৩৭২, ৩৪৭৩; আল জামি'উস্ সগীর ৫৫০২, সহীহুল জামি' ৩১৯১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৬৬৮, 'নাসায়ী'র কুবরা ৭৬০৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৬৬, দারিমী ২৭৬৯, মুসতাদরাক হাকিম ৮২২৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৯৯০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৮১৩।

Scanned by CamScanner

কেননা, উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য তা গুনাহের কাফ্ফারাহ্ স্বরূপ। গ্রীষ্মের উত্তাপ যেমন জাহান্নামের অংশবিশেষ, জ্বরও অনুরূপ। সেজন্যই নাবী ﷺ তা ঠাণ্ডা পানি দ্বারা শীতল করতে বলেছেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, জ্বরের উত্তাপ কমানো কয়েকভাবে হতে পারে, পানি পান, গোসল ও প্রচলিত পন্থায় মাথায় পানি দেয়া। কোন বর্ণনায় আবার যমযমের পানি ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। কতিপয় ব্যাখ্যাকারের মতে, জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য পানি পান সবচেয়ে বেশী উপকারী। কেননা পানি পানের মাধ্যমে শরীরের সর্বত্র তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। ইমাম জাওহারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কেউ কেউ হাদীসটির নির্দেশনা ভুল বুঝার কারণে পানিতে রোগীকে ডুবানোর কথা বলেছেন। তবে ব্যাপারটি তেমন নয়। পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে তাই প্রকৃত নিয়ম।

কোন কোন হাদীসগ্রন্থে জ্বরকে মৃত্যুদূত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) হাসান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জ্বর হচ্ছে মৃত্যুদূত। আর পৃথিবীতে মু'মিনের জন্য তা কারাগার স্বরূপ, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এতে প্রবেশ করান এবং মুক্ত করে দেন, অতএব একে পানি দ্বারা পরিবর্তন করে দাও। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٢٦ -[١٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৫২৬-[১৩] আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারো ওপর বদনযর লাগলে, কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে এবং পাঁজরে খুজলি উঠলে রসূলুল্লাহ ﷺ ঝাড়ফুঁক করতে অনুমতি দিয়েছেন। (মুসলিম)[৪৪৮]

ব্যাখ্যা : ইমাম তূরিবিশ্তী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নিষেধাজ্ঞার পরই সাধারণত অনুমতি আসে। ঝাড়ফুঁকে জাহিলী যুগের অনৈসলামিক ও শির্কী শব্দাবলীর ব্যবহারের শংকায় নাবী ﷺ তা নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীতে তা দূরীভূত হওয়ার কারণে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে ঝাড়ফুঁকের অনুমতি প্রদান করা হয়। বদনযর, বিষাক্ত প্রাণী দংশন ও পাঁজরে খুজলীর কারণে নাবী ﷺ ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি প্রদান করেছেন। শেষোক্ত দু'টি সমস্যায় পথ্য বিদ্যমান থাকলেও বদনযরের কোন পথ্য নেই। তাই এক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁকই একমাত্র সমাধান। বদনযর যেমনিভাবে মানুষের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয় তেমনি জিন্দের বদনযরেও মানুষের ক্ষতি সাধিত হয়। নাবী ﷺ-এর অনুমতি প্রদানের সাথে সাথে ঝাড়ফুঁকের শব্দাবলী ও পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছেন। হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে ঝাড়ফুঁকের শব্দাবলী বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ ক্ষত ও আহত লোকেদের ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে মাটিতে হাত রেখে চিকিৎসা করতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٢٧ -[١٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৫২৭-[১৪] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কারো ওপর) বদনযর লাগলে নাবী ﷺ ঝাড়ফুঁক করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৪৯]

---

[৪৪৮] সহীহ : মুসলিম (২১৯৬)-৫৮, 'নাসায়ী'র কুবরা ৭৫৪১, আহমাদ ১২২৮২, ১২১৯৪; ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৫৩৬, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০৭৫; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১০৪।

[৪৪৯] সহীহ : বুখারী ৫৭৩৮, মুসলিম (২১৯৫)-৫৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১০৩, 'নাসায়ী'র কুবরা ৭৫৩৬, ইবনু মাজাহ ৩৫১২ সহীহাহ্ ২৫২১, আল জামি'উস্ সগীর ৯০১৫, সহীহুল জামি' ৪৮৮৪, আহমাদ ২৪৩৪৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/২৬৫ পৃঃ, মুসতাদরাক হাকিম ৮২৬৭, বায়হাক্বী ২০০৬৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : বদনযর চাই মানুষের হোক অথবা জিন্নের, ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা করা মুস্তাহাব। সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহতে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ আল কুরআনের শেষ তিনটি সূরা পাঠের মাধ্যমে ফুঁ দিয়ে নিজেই ঝাড়ফুঁক করতেন। এ তিনটি সূরার সাথে সূরাহ্ আল কাফিরূনও যোগ করা যায়। মা'মার বলেন, আমি ইমাম যুহরীকে বললাম : কিভাবে ফুঁক দিতে হয়? উত্তরে তিনি বললেন : দুই হাতে ফুঁ দিয়ে তা চেহারা ও শরীরে মুছতে হবে। কতিপয় 'উলামায়ে কিরামের মতে, চোখের বদনযর প্রতিরোধে সূরাহ্ আল ক্বলাম-এর ৫১ আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করা যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٢٨ -[١٥] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ يَعْنِي صُفْرَةً فَقَالَ: «اِسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৫২৮-[১৫] উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ তাঁর (উম্মু সালামাহ্'র) ঘরে একটি মেয়ে দেখতে পেলেন, তার চেহারায় চিহ্ন ছিল (মুখায়ব বদনযরের দরুন হলুদ বর্ণ দেখাচ্ছিল)। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : এর জন্য ঝাড়ফুঁক করো, কেননা তার ওপর নযর লেগেছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫০]

ব্যাখ্যা : (فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ) "কেননা তার প্রতি নযর লেগেছে"। নিহায়াহ্ গ্রন্থে এসেছে যে, অর্থাৎ তাকে বদনযর আক্রান্ত করেছে, সুতরাং তাকে ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা গ্রহণ কর। এর অর্থ হল, তাকে জিন্নের চোখ আক্রান্ত করেছে, এ কথা বলেছেন কোন কোন ব্যাখ্যাকার। এও বলা হয়েছে, জিন্‌দের চোখ তীরের আগার চেয়েও বেশি ধারালো।

'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বদনযর মানুষের অথবা জিন্নের পক্ষ থেকেও হতে পারে।

অত্র হাদীসটিতে ঝাড়ফুঁক করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার কোন কোন হাদীসে ঝাড়ফুঁক করতে নিষেধও করা হয়েছে। যেমন- রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তাদের মধ্য হতে যারা-ঝাড়ফুঁক করবে না...। এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ দুই হাদীসের মধ্যে সমন্বয় করা হয় এভাবে যে, ঐ ঝাড়ফুঁক অপছন্দনীয় যা 'আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় হয়, যা আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীসমূহ ছাড়া হয় এবং তার নাযিলকৃত বাণীবিহীন হয় (আর কুফরী কালাম দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা নিষেধ)। আর এর বিপরীতে কুরআন দ্বারা, আল্লাহর নামসমূহ দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হাদীসে যে ঝাড়ফুঁকের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তা এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٢٩ -[١٦] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرُّقٰى فَجَاءَ اٰلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَأَنْتَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقٰى فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا أَرٰى بِهَا بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৫২৯-[১৬] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মন্তর তথা ঝাড়ফুঁক করা হতে নিষেধ করেছেন। (এ নিষেধের পর) 'আম্‌র ইবনু হায্‌ম-এর বংশের কয়েকজন লোক এসে বলল : হে

---

[৪৫০] সহীহ : বুখারী ৫৭৩৯, মুসলিম (২১৯৭)-৫৯, মুসতাদরাক হাকিম ৭৪৮৬, আল জামি'উস্ সগীর ৯৩৯, সহীহুল জামি' ৯৩৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৪৭, বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০৭০, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৯২৫০।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর রসূল! আমাদের কাছে এমন একটি মন্ত্র আছে, যার দ্বারা আমরা বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক করে থাকি। অথচ আপনি মন্তর পড়া হতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তারা মন্ত্রটি নাবী ﷺ-কে পড়ে শুনাল। তখন তিনি বললেন : আমি তো এটার মধ্যে দোষের কিছু দেখছি না। অতএব, তোমাদের যে কেউ নিজের কোন ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে, সে যেন অবশ্যই তার উপকার করে। (মুসলিম)[৪৫১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি হতে বুঝা যায় যে, যে ঝাড়ফুঁকের মধ্যে কোন কুফ্‌রী কালাম, শির্‌কী শব্দ না থাকে, সে ঝাড়ফুঁক দ্বারা মানুষের চিকিৎসা করা বৈধ। আর যে ঝাড়ফুঁকের শব্দ গুলো বুঝা যায় না, তাতে শির্‌ক থাকার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এ জাতীয় শির্‌কী মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা হারাম। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। পক্ষান্তরে যে মন্ত্র শির্‌কমুক্ত তা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা উত্তম কাজ। কেননা নাবী ﷺ বলেছেন- "তোমাদের যে কেউ নিজের কোন ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে, সে যেন অবশ্যই তার উপকার করে, নিঃসন্দেহে শির্‌কমুক্ত ঝাড়ফুঁক একটি বড় উপকারমূলক কাজ, যা মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে উপকারে আসে।" সুতরাং শির্‌কমুক্ত ঝাড়ফুঁক করে সমাজকে শির্‌কমুক্ত করে সুস্থ সমাজ গঠন করা প্রত্যেক ঝাড়ফুঁককারীর জন্য জরুরী। [সম্পাদক]

٤٥٣٠ -[١٧] وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرْقِيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرٰى فِيْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ: «اَعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقٰى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৫৩০-[১৭] 'আওফ ইবনু মালিক আশজা'ঈ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে আমরা মন্ত্র পড়ে ঝাড়ফুঁক করতাম। সুতরাং (ইসলাম গ্রহণের পর) আমরা জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! এ সমস্ত মন্তর সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তখন তিনি বললেন : আচ্ছা, তোমাদের মন্তরগুলো আমাকে পড়ে শুনাও। (তবে কথা হলো) মন্ত্র দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতে কোন আপত্তি নেই, যদি তার মধ্যে শির্‌কী কিছু না থাকে। (মুসলিম)[৪৫২]

ব্যাখ্যা : (لَا بَأْسَ بِالرُّقٰى مَا لم يكن فِيهِ شرك) "ঝাড়ফুঁক করা দোষের কিছু নয়, যদি তার মধ্যে শির্‌কী কিছু না থাকে"। ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি প্রদান ও নিষেধ করার কারণ হলো এটা। এ হাদীসটির মধ্যে দলীল আছে যে, যে ঝাড়ফুঁকের মাঝে কোন ক্ষতি নেই, শারী'আতের দৃষ্টিতে যে ঝাড়ফুঁক করা নিষেধ না, সে ঝাড়ফুঁক করা জায়িয এবং উত্তম কাজ। যদিও তার শব্দগুলো আল্লাহর নাম ও তাঁর কালাম তথা কুরআনের শব্দ না হয়। তবে শর্ত হলো ঝাড়ফুঁকের শব্দগুলো সুন্দর অর্থবোধক হতে হবে, যা বুঝে আসে। আর যদি তার অর্থ বুঝা না যায় তবে তা শির্‌কমুক্ত হওয়া থেকে নিরাপদ নয়। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৮)

ঝাড়ফুঁক করা মুসলিম সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটি। ধর্মপ্রাণ সকল মুসলিম নর-নারী ঝাড়ফুঁক বিশ্বাস করে, ভক্তি করে। এ সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে এক শ্রেণীর ভণ্ড-প্রতারক ক্বব্‌র-মাজার পূজারীরা। তারা ঝাড়ফুঁকের নামে ভক্তদের কাছ থেকে বহু অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। অথচ সে ঝাড়ফুঁকের

---

[৪৫১] **সহীহ :** মুসলিম (২১৯৯)-৬৩, আহমাদ ১৪৩৮২, মা'রিফাতুস্ সুনান লিল বায়হাক্বী ৫৯৫৪, আল জামি'উস্ সগীর ১০৯৬৩, সহীহুল জামি' ৬০১৬৯, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪২৮৮, বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০৭৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪৮২।

[৪৫২] **সহীহ :** মুসলিম (২২০০)-৬৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৯৪, আবূ দাউদ ৩৮৮৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৬৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩২৫৭, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৪৫১৫, মুসতাদরাক হাকিম ৭৪৮৫, বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০৮১, আস্ সুনানুল সুগরা ৪২৮৯, মা'রিফাতুস্ সুনান লিল বায়হাক্বী ৫৯৫৪, আল জামি'উস্ সগীর ১৯২৮, সহীহুল জামি' ১০৪৮।

Scanned by CamScanner

অনেকাংশে কুফরী, শির্কীতে ভরপুর। সমাজ হতে, রাষ্ট্র হতে শির্ক দূর করতে হলে এ জাতীয় কুফরী, শির্কী ঝাড়ফুঁক দূর করতে হবে। [সম্পাদক]

٤٥٣١ -[١٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعَيْنُ حَقٌّ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৫৩১-[১৮] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : নযর লাগা একটি বাস্তব সত্য। যদি কোন জিনিস তাক্বদীর পরিবর্তন করতে সক্ষম হত, তবে বদনযরই তা করতে পারত। আর যদি তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া পানি চাওয়া হয়, তবে অবশ্যই ধুয়ে দেবে। (মুসলিম)[৪৫৩]

ব্যাখ্যা : (الْعَيْنُ حَقٌّ) অর্থাৎ চোখের প্রভাব সত্য। এখানে চোখের প্রভাব বলতে বদনযর উদ্দেশ্য। বদনযরের মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি সাধিত হয়। বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের অনেক ক্ষতি হয়। বদনযর থেকে বাঁচার জন্য রসূল ﷺ তার দুই নাতি হাসান-হুসায়ন رضي الله عنهما-কে ছোট বেলায় ঝাড়ফুঁক করতেন। [সম্পাদক]

(سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ) অর্থাৎ- “অবশ্যই বদনযর তাক্বদীরকে পরিবর্তন করত”। তবে তাক্বদীর পরিবর্তন হবে না। কারণ মহান আল্লাহ সৃষ্টির পূর্বেই তাক্বদীরকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : চোখের প্রভাব বুঝানোর জন্য হাদীসটিতে মুবালাগাহ্ বা আধিক্যতা বুঝানো হয়েছে। বদনযর তাক্বদীরের কোন পরিবর্তন করতে পারবে না। কেননা আল্লাহর জ্ঞানে তাক্বদীর পূর্ব থেকেই নির্ধারিত, সুতরাং তা পরিবর্তনশীল নয়। মোট কথা যদি কোন জিনিসের ক্ষমতা থাকতো তাক্বদীরকে পরিবর্তন করতে, তবে অবশ্যই বদনযরের সে ক্ষমতা ছিল। যেহেতু তাক্বদীর পরিবর্তন হবে না তাহলে কিভাবে বদনযরে তাকে পরিবর্তন করবে?

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীস থেকে তাক্বদীরের অস্তিত্বের প্রমাণ হয়। এটা কুরআন সুন্নাহর দলীল এবং আহলুস্ সুন্নাহর ইজমা দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এর অর্থ হলো সকল জিনিস মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীর দ্বারা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা‘আলার নির্ধারণের বাইরে কোন কাজ সংঘটিত হয় না। সুতরাং চোখ বা অন্য কোন কিছুর কোন ধরনের ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব চোখ বা অন্য কোন কিছুর কোন ধরনের ক্ষতি বা ভালো-মন্দ তাক্বদীরের নির্ধারিত বিষয়ের উপর সঙ্ঘটিত হয়ে থাকে। অতএব বদনযর থেকে আরোগ্য লাভ করা এবং বদনযরে ক্ষতি হওয়াটাও তাক্বদীরের নির্ধারিত বিষয় অনুযায়ী হয়ে থাকে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৬২)

(وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا) “আর যদি তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার পানি চাওয়া হয়, তবে অবশ্যই ধুয়ে দিবে”। ‘আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, যে ব্যক্তির বদনযর লাগত, তার হাত, পা এবং দেহের নিচের অঙ্গ ধুয়ে যার উপরে নযর লাগিয়েছে তাকে সেই পানি দিয়ে গোসল করাতো, ফলে সে বদনযর থেকে আরোগ্য লাভ করতো। নাবী ﷺ এ কাজটির অনুমোদন দিয়েছেন এবং যার নযর লেগেছে, তাকে নির্দেশ দিয়েছেন সে যেন নিজের অঙ্গ ধুয়ে পানি দেয়াতে সে যেন অস্বীকৃতি না জানায়। এ কাজ করাতে যে বদনযরে আক্রান্ত হয়েছে তার সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। আর বাহ্যিকভাবে এ কাজ (অঙ্গ ধূয়ে পানি দেয়া) ওয়াজিব। কারণ এটি নাবী ﷺ-এর আদেশ। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৬২; মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৪৫৩] সহীহ : মুসলিম (২১৮৮)-৪২, তিরমিযী ২০৬২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৫১, ১২৫২; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১০৭, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪২৯৩, বায়হাক্বী’র কুবরা ২০১০২, ‘নাসায়ী’র কুবরা ৭৬২০, শু‘আবুল ঈমান ১১২২৫, ইবনু মাজাহ ৩৫১০, আল জামি‘উস্ সগীর ৭৫৯৬, সহীহুল জামি‘ ৪১৪৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/১৭ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٥٣٢-[١٩] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَنَتَدَاوٰى؟ قَالَ: «نَعَمْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهٗ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৪৫৩২-[১৯] উসামাহ্ ইবনু শারীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি ঔষধ ব্যবহার করব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : হ্যাঁ। হে আল্লাহর বান্দাগণ! চিকিৎসা করো। কেননা বার্ধক্য রোগ ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার নিরাময় সৃষ্টি করেননি। (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ)[৪৫৪]

ব্যাখ্যা : (أفنتداوى) "আমরা কি ঔষধপত্র ব্যবহার করব?" অর্থাৎ আমরা কোন কিছু বিবেচনা না করে অসুখ হলে ঔষধপত্র ব্যবহার করে আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভর করব কি? এখানে প্রশ্নটা করা হয়েছে তাক্বদীর সমর্থনের জন্য।

(يَا عِبَادَ اللّٰهِ) "হে আল্লাহর বান্দা" এখানে ইঙ্গিত আছে যে, চিকিৎসা ব্যবস্থা তথা ঔষধপত্র ব্যবহার করা আল্লাহর বান্দা হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। প্রতিপালনকারীর জন্য (ব্যবস্থা গ্রহণ করতে) তাওয়াক্কুল বাধা প্রদান করে না। এ কারণেই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- "তুমি আগে তোমার উটটি বাঁধ, অতঃপর তাওয়াক্কুল কর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(تَدَاوَوْا) "তোমরা ঔষধপত্র ব্যবহার কর"। ফাতহুল ওয়াদূদ প্রণেতা বলেন : হাদীসটি হতে বাহ্যিকভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, আদেশটি বৈধতা ও অনুমতির জন্য। আর এটিই হলো সঠিক দাবী। কেননা প্রশ্নটি করা হয়েছিল এটা অকাট্যভাবে বৈধ কিনা তা জানার জন্য। পরবর্তীতে তার দ্রুত জবাব দেয়াটা প্রমাণ করে যে, এটি তিনি বৈধতার জন্য বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ হাদীসটি হতে বুঝেছেন হাদীসটিতে যে নির্দেশ দেয়া হলো তাতে প্রমাণিত হয় মানদূব, অর্থাৎ কাজটি করা চান। তবে এটি সত্য হওয়া থেকে অনেক দূরে। কোন কোন বর্ণনায় যারা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে চিকিৎসা ও ঔষধপত্র ব্যবহার করা ছেড়ে দেয় তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। হ্যাঁ। তবে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন, এ কাজ যে জায়িয তা প্রমাণ করার জন্য। অতএব যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করার জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণের নিয়্যাত করবে এর জন্য তাকে প্রতিদান দেয়া হবে।

(الْهَرَم) "বার্ধক্য"। ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বার্ধক্যকে রোগ বলা হয়। এটা কেবল বার্ধক্যের দুর্বলতা। এটা এমন রোগের মতো নয় যা শরীরে রোগের সৃষ্টি করে। বয়স বৃদ্ধি হওয়ার ফলে অভ্যাসসমূহ পরিবর্তন হয় এবং হাড়সমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে। এটাকে (বার্ধক্যকে) রোগের সাথে তুলনা করার কারণ হলো এটা সেই ক্ষতি ও রোগসমূহ নিয়ে আসে যার ফলে মৃত্যু ও ধ্বংস অনিবার্য হয়।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৫১; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৩৮)

---

[৪৫৪] **সহীহ :** আহ্মাদ ১৮৪৭৭, আবূ দাউদ ৩৮৫৫, ইবনু মাজাহ ৩৪৩৬, তিরমিযী ২০৩৮, ইবনু হিব্বান ৬০৬১, আর জামি'উস্ সগীর ৫২৪১, সহীহুল জামি' ২৯৩০, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুস্ সগীর ৫৫৯, ত্ববারানী ক্বাবীর ৪৮৪।

Scanned by CamScanner

٤٥٣٣ -[٢٠] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৪৫৩৩-[২০] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা তোমাদের রোগীদের পানাহারের জন্য জবরদস্তি করো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে খাওয়ান এবং পান করান। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেছেন : হাদীসটি গরীব।)[৪৫৫]

ব্যাখ্যা : (فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ) "কেননা মহান আল্লাহ তাদেরকে খাওয়ান এবং পান করান"। অর্থাৎ খাবার খাওয়া ও পানি পান করার স্থলাভিষিক্ত যা হয় তিনি তা সরবরাহ করেন এবং ক্ষুধার যন্ত্রণা ও পিপাসার উপর ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দান করেন, খাদ্য ও পানীয় যা পারে না। অনুরূপভাবে শরীরকে সুস্থ রাখা মহান আল্লাহর কাজ এটা খানা-পিনার কাজ নয়।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অর্থাৎ আত্মাকে (রূহকে) হিফাযাত রাখতে ও শরীরকে শক্তিশালী রাখতে খাবার ও পানির যে উপকার মহান আল্লাহ সেটা সরবরাহ করার মাধ্যমে তাদের (রোগীদের) শক্তিকে সংরক্ষণ করেন। যেমনটি হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমি আমার রবের নিকট রাত্রি যাপন করেছি তিনি আমাকে খাদ্য খাওয়াইছেন ও পান করিয়েছেন- আর এ খাবার খাওয়ানো ও আমার খাবার মাঝে অনেক দূরত্ব ছিল- (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাকিম)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٣٤ -[٢١] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৪৫৩৪-[২১] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) আস্'আদ ইবনু যুরারাহ্-এর গায়ে অগ্নি-বাতের দরুন তপ্ত লোহা দিয়ে দাগিয়েছেন। (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন : এ হাদীসটি গরীব)[৪৫৬]

ব্যাখ্যা : এর পরিচয়ে আন্ নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, মুখমণ্ডল ও শরীর লাল হয়ে যাওয়া- (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৫০)। এ রোগ হলে শরীর খুব ব্যথা হয়। ডাক্তারগণ এটাকে আগুন বা অগ্নিবাত বলেন। [সম্পাদক]

অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, কায় বা গরম লোহা দ্বারা দাগ দেয়া বৈধ।

ইমাম শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর "নায়লুল আওত্বার" কিতাবে বলেছেন, 'কায়'-এর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে আবার অনুমতিও দেয়া হয়েছে। সা'দ (রাঃ)-কে অনুমতি দেয়াটা প্রমাণ করে, এ কাজটি জায়িয। আর তা সৎ ব্যক্তির জন্য। যে ব্যক্তি আরোগ্য লাভের জন্য চিকিৎসা স্বরূপ অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করতে সক্ষম না হয়। কিন্তু এ কাজ করা নিষেধ ঐ ব্যক্তির জন্য যে আরোগ্য লাভের জন্য অন্য ঔষধ ব্যবহার করতে সক্ষম। কারণ এতে আগুনের মাধ্যমে কষ্ট দেয়া হয়।

---

[৪৫৫] সহীহ : তিরমিযী ২০৪০, ইবনু মাজাহ ৩৪৪৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭২৭, আল জামি'উস্ সগীর ১৩৩৯৬, সহীহুল জামি' ৭৪৩৯, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৭১, শু'আবুল ঈমান ৯২২৯, মুসতাদরাক কাবীর ১৪২২৪, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০৬৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১০/২২১।

[৪৫৬] সহীহ : তিরমিযী ২০৫০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৮০, আবূ ইয়া'লা ৩৫৮২, শু'আবুল ঈমান ১১৬৩, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৮৫৯, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০৩৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩২৩১।

Scanned by CamScanner

কায় তথা দাগ দেয়ার ব্যাপারে চার ধরনের কথা এসেছে। প্রথমঃ এটা করা নিষেধ, দ্বিতীয়ঃ এটা করা জায়িয। তৃতীয়ঃ এটা ছেড়ে দেয়াকে প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন- সত্তর হাজার লোক যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে, তাদের মধ্যে যারা এ কাজ করে না। চতুর্থতঃ এ কাজ নাবী ﷺ-এর পছন্দ নয়। যেমন- বুখারী মুসলিমের হাদীস- আমি উত্তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দেয়া পছন্দ করি না। সুতরাং তার পছন্দ না হওয়াটা প্রমাণ করে এটা না করাই উত্তম। আর এ কাজ ছেড়ে দেয়াকে প্রশংসা করা প্রমাণ করে এটা ছেড়ে দেয়াই উত্তম। সুতরাং দুই হাদীসের মধ্যে (দাগ দেয়ার ও না দেয়ার ব্যাপারে) কোন দ্বন্দ্ব থাকে না।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৫০)

٤٥٣٥ - [٢٢] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَدَاوٰى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৫৩৫-[২২] যায়দ ইবনু আরক্বাম رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে পাঁজরে ব্যথার চিকিৎসায় কুস্ত্ব বাহ্‌রী (চন্দন কাঠ) ও যায়তূনের তেল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। (তিরমিযী)[৪৫৭]

ব্যাখ্যা : ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) (ذَاتِ الْجَنْبِ) এর অর্থ করেছেন- যক্ষা। ইমাম হাফিয ইবনুল কৃইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ডাক্তারদের নিকট এ রোগটা দুই প্রকার : প্রথমটি হলো আসল আর দ্বিতীয়টি আসল নয়। তিনি আসলটির পাঁচটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। ১. জ্বর, ২. কাশি, ৩. খোঁচা দেয়ার মতো ব্যথা, ৪. আত্মা সংকীর্ণ হওয়া, ৫. নাড়ী-ভূড়িতে ব্যথা হওয়া। এটি ভিতর থেকে পাজরের হাঁড়ের পাশে বের হয় এবং ফুলে যায়, গরম থাকে। এটি ভিতর থেকে খোঁচাতে থাকে। আর যেটি আসল না সেটির ব্যথা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। আর দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত চন্দন কাঠ খুব ভালোভাবে গুঁড়ো করে গরম তেলের সাথে মিশিয়ে খুব যত্ন সহকারে দুর্গন্ধের স্থানে লাগিয়ে দিলে বা মালিশ করে দিলে খুবই উপকার হয়। এছাড়া যায়তূনের তেল শরীরকে শক্তি যোগায় ও হাড় মজবুত করে।

মুসায়হী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কাঠটি হবে শুকনো গরম যা পেটকে অর্থাৎ ডায়রিয়া মুক্ত রাখতে সাহায্য করে, ভিতর থেকে শরীরকে শক্তি জোগায়, দুর্গন্ধকে দূর করে, ছিদ্রগুলোকে খুলে দেয়, যাতুল জান্‌ব- এর জন্য খুবই উপকারী। কেউ কেউ কাঁচা কাঠের ফাযীলাত বর্ণনা করেছেন। উল্লেখিত কাঠটি মগজের জন্য খুবই ভালো। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৭৯)

٤٥٣٦ - [٢٣] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৫৩৬-[২৩] উক্ত রাবী (যায়দ ইবনু আরক্বাম رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পাঁজরে ব্যথার রোগের চিকিৎসায় যায়তূনের তেল এবং ওয়ার্‌স ঘাস ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। (তিরমিযী)[৪৫৮]

---

[৪৫৭] য'ঈফ : তিরমিযী ২০৭৯, আল মুসতাদরাক (হাকিম) ৭৪৪৩, 'নাসায়ী'র কুবরা ৭৫৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৪৬৭, হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "মায়মূন আবূ 'আবদুল্লাহ" নামক একজন বর্ণনাকারী, যিনি য'ঈফ। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ইলা তাখরীজি আহাদীসিল মাসাবীহ ওয়াল মিশকাত ৪/২৭১ পৃঃ, হাঃ ৪৪৬১।

[৪৫৮] য'ঈফ : তিরমিযী ২০৭৮, ইবনু মাজাহ ৩৪৬৭। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "মায়মূন 'আবদ 'আবদুল্লাহ" নামক বর্ণনাকারী, যিনি য'ঈফ। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/২৭১, হাঃ ৪৪৬২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : ভাষাবিদ আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ওয়ারূস ঘাস চাষাবাদ করতে হয়, তা উন্মুক্তভাবে হয় না। এটি 'আরবদেশ ব্যতীত অন্য দেশে পাওয়া যায়– এ কথা আমার জানা নেই। আরব দেশের সর্বত্রই এটি পাওয়া যায় না কেবল ইয়ামানে ছাড়া। এটি গরম ও শুষ্ক এলাকায় ভালো জন্মে। এ ঘাসটি লাল, নরম ও কম আবর্জনাসহ জন্মে। এটি দাগ, চুলকানি ও শরীরের বহির্ভাগে উদিত ফোড়া, পাঁচড়া ও যাবতীয় ফুসকুড়ির জন্য খুবই উপকারী। এটি রং করার জন্য একটি আদর্শ ঘাস। এটা- রস করে পান করলে উজ্জ্বল হওয়ার জন্য উপকার পাওয়া যায়। এ ঘাস রস করার পরিমাণ হলো এক দিরহাম। উপকারের দিক দিয়ে এটি চন্দন কাঠের সমপর্যায়ের। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৩৬)

٤٥٣٧ -[٢٤] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهَا: «بِمَ تَسْتَمْشِيْنَ؟» قَالَتْ: بِالشُّبْرُمِ قَالَ: «حَارٌّ حَارٌّ». قَالَتْ: ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ الشِّفَاءُ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৪৫৩৭-[২৪] আসমা বিনতু 'উমায়স (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা জোলাবের জন্য কি জিনিস ব্যবহার করো? আসমা বললেন : শুব্রুম ব্যবহার করি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তা তো অত্যধিক গরম-ভীষণ গরম। আসমা বলেন, পরে আমি সানা দ্বারা জোলাব নেই। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : যদি মৃত্যু হতে রক্ষার কোন ঔষধ থাকত, তবে সানা-এর মধ্যেই থাকত।

[তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব][৪৫৯]

ব্যাখ্যা : (شُبْرُم) 'শুব্রুম'-এর পরিচয়ে ইমাম জাযারী (রহিমাহুল্লাহ) 'নিহায়াহ্' গ্রন্থে বলেন : শুবরুম একপ্রকারের দানা যা আকারে চানাবুটের মতো যা সিদ্ধ করে ঔষধ হিসেবে তার পানি পান করা হয়।

'সানা-' হলো এক প্রকারের ঘাস যা রস করে সিদ্ধ করে তার পানি পান করতে হয়। পেট নামলে বা ডায়রিয়া হলে এটি খুবই উপকারী। এটি উকুন ও মাথা ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যম। এটি পেশীবহুল হতে ও মাথার চুল গজাতে সহায়তা করে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৮১)

٤٥٣٨ -[٢٥] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৫৩৮-[২৫] আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা রোগ নাযিল করেছেন এবং প্রতিষেধকও। আর প্রত্যেক রোগের ঔষধও নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং তোমরা ঔষধ ব্যবহার করো, কিন্তু হারাম বস্তু দ্বারা ঔষধ সেবন করবে না। (আবূ দাউদ)[৪৬০]

---

[৪৫৯] য'ঈফ : তিরমিযী ২০৮১, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০৬৪।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "উতবাহ্ ইবনু 'আবদুল্লাহ" নামের বর্ণনাকারী যার নাম যুর্'আহ্। ইনি অপরিচিত (মাজহূল), এ সানাদটি আরেকটি দোষ হলো এতে মুন্ক্বতি' আছে, 'উতবাহ্ ইবনু 'আবদুল্লাহ এবং আসমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর মাঝে একজন বর্ণনাকারী আছে, যার নাম উল্লেখ নেই। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/২৭২ পৃঃ, হাঃ/ ৪৪৬৩, ইবনু মাজাহ ৪৫৩৭, য'ঈফুল জামি'উস্ সগীর ৪৮০৭।
[৪৬০] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৩৮৭৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : "হারাম বস্তু দ্বারা ঔষধ সেবন করবে না"।

ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস এবং অপবিত্র ঔষধ ব্যবহার করার নিষিদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হারাম ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা নেয়া যাবে না। কিন্তু এ হাদীসদ্বয়ের সাথে দ্বন্দ্ব বাধে 'উরায়নাহ্ গোত্রের হাদীসের। কেননা নাবী ﷺ এ গোত্রের কিছু লোককে উটের পেশাব পান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে এ দ্বন্দ্বের নিরসন করা যায় তা এভাবে যে, নিষ্প্রয়োজনে বা নিরুপায় অবস্থার সম্মুখীন হতে না হয় তাহলে হারাম বা অপবিত্র ঔষধ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন হারাম হারাম উভয় প্রকার ঔষধ পাওয়া যায় এমন ক্ষেত্রে হারাম বা অপবিত্র ঔষধ ব্যবহার করা যাবে না। আর হারাম বা অপবিত্র ঔষধের বিকল্প না থাকে; তাহলে সে ঔষধ ব্যবহার করা যায়। তবে 'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ সমাধানটিকে না বুঝে দেয়া হয়েছে। তাতে কোন গোপনীয়তা নেই। কেননা বিতর্কিত উটের পেশাব হারাম বা অপবিত্রের সাথে সম্পর্কিত হয়। তবে যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে 'আম, (যেমন- হারাম দ্বারা চিকিৎসা নেয়া) আর খাসের মধ্যে (যেমন- উটের পেশাব দ্বারা ঔষধ ব্যবহার করা)। একত্রিকরণ বা সমাধান করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে। আর তা এভাবে যে, সকল প্রকার হারাম দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা হারাম শুধু উটের পেশাব ব্যতীত।

শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে ইবনু রসলান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : শাফি'ঈ মাযহাবের সঠিক সিদ্ধান্ত হলো নেশাদার দ্রব্য ছাড়া সকল প্রকারের পবিত্রতা দ্বারা ঔষধ গ্রহণ করা জায়িয। এর দলীল হলো বুখারী মুসলিমে বর্ণিত 'উরায়নাহ্‌বাসীদের হাদীস। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ঔষধ হিসেবে উটের পেশাব পান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৬৬)

٤٥٣٩ - [٢٦] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৫৩৯-[২৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ হারাম ও নাপাক জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন। (আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৪৬১]

ব্যাখ্যা : আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) অথবা অন্য একজন সহাবী (রাঃ) খবীস-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অপবিত্র অথবা হারাম অথবা বিষ জাতীয় বস্তু। ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ঔষধের নাপাকি দু'ভাবে হয়ে থাকে, প্রথমটি হলো : নাজাসাত বা অপবিত্রের নাপাকী। তা হলো কোন হারাম বস্তু প্রবেশ করানো। যেমন- মদ ও যে সমস্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় না এমন প্রাণীর গোশত ইত্যাদি। ডাক্তারগণ কখনও কোন কোন রোগের কারণে আপত্তিকর কিছু অপবিত্র যা গ্রহণ করা হারাম সেগুলোকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করার কথা

হাদীসটির প্রথম অংশ (أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ) অংশটুকু সহীহ : অবশিষ্ট অংশ য'ঈফ। য'ঈফ গয়াতুল মারাম ৬, য'ঈফুল জামি'উস্ সগীর ১৫৬৯, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৫৯৬৪, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২০১৭৩, আলবানী পরবর্তীতে এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুন- সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৩৩। প্রথমে আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, (فَتَدَاوُوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحرامٍ) এই অংশটুকু য'ঈফ আর প্রথম অংশটুকু সহীহ : তাখরীজ মিশকাত ৪৫৩৮। পরবর্তীতে আলবানী সম্পূর্ণ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। দেখুন- সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৩৩, তারাজুউল আলবানী হাঃ ২৮৬, পৃঃ ১৮৬।

৪৬১ **সহীহ :** আহমাদ ৮০৪৮, আবূ দাঊদ ৩৮৭০, তিরমিযী ২০৪৫, ইবনু মাজাহ ৩৪৫৯, আল জামি'উস্ সগীর ১২৮৩৪, সহীহুল জামি' ৬৮৭৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৩৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৪২৭, শু'আবুল ঈমান ৫৬২২, আল মুসতাদরাক ৮২৬০, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪৩২৭, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২০১৭।

Scanned by CamScanner

বলেছেন কিন্তু সবগুলোই অপবিত্রতা গ্রহণ করা হারাম তবে হাদীস দ্বারা যেগুলোর অনুমতি আছে, যেমন- নাবী ﷺ 'উরায়নাহ্ ও 'উক্ল গোত্রের কতক লোককে উটের পেশাব পান করার আদেশ দিয়েছিলেন সেটির কথা ভিন্ন। সুন্নাতী পন্থা হলো প্রত্যেকটি জিনিস আপন আপন স্থানে রাখা, একটি আরেকটির সাথে সাংঘর্ষিক না করা। দ্বিতীয় হলো : ঔষধের নাপাকী কখনও খাবার ও স্বাদ আস্বাদন করার দিক থেকে হয়ে থাকে। কোন ঔষধ যদি না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে হালাল ঔষধের অভাবে জীবন রক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে নাপাকী ঔষধ ব্যবহার করা অপছন্দনীয় নয়। মাওয়ারদী ও অন্যান্যরা বলেন, বিষ চার প্রকারের :

১. যা বেশি বা কম খেলে মানুষ মারা যায়। এ জাতীয় বিষ ঔষধ বা অন্য কোন কিছুর জন্য সেবন করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴾ "...আর তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না..."– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৯৫)।

২. যা খুব বেশি পরিমাণ পান করলে মারা যাবে। সুতরাং সেই বেশি পরিমাণ পান করা চিকিৎসার জন্য বা অন্য কোন কারণে যাতে মৃত্যু ঘটে তা হারাম। আর অল্প পান করলে যদি উপকার পাওয়া যায় তবে চিকিৎসার জন্য ঔষধ হিসেবে তা পান করা বৈধ।

৩. যা পান করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ মারা যায়, এরূপ পান করা বৈধ নয়, তবে যদি অল্প পান করলে সাধারণত মানুষ না মরে তবে তা পান করা বৈধ।

৪. বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পান করলে মানুষ মরে না, এরূপ পান করা বৈধ।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড হাঃ ২০৪৫; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৬)

٤٥٤٠ - [٢٧] وَعَنْ سَلْمٰى خَادِمَةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِىْ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعًا فِىْ رَأْسِهٖ إِلَّا قَالَ: «اِحْتَجِمْ» وَلَا وَجَعًا فِىْ رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ: «اِخْتَضِبْهُمَا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৫৪০-[২৭] নাবী ﷺ-এর খাদীমাহ্ (সেবিকা) সালমা رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ মাথা ব্যথার অভিযোগ নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলে তিনি তাকে শিঙ্গা লাগাতে নির্দেশ দিতেন। আর কেউ পায়ের কষ্টের অভিযোগ নিয়ে এলে তাকে তাতে মেহেদী লাগানোর পরামর্শ দিতেন। (আবূ দাউদ)[৪৬২]

ব্যাখ্যা : (وَجَعًا فِىْ رَأْسِهٖ) "তার মাথা ব্যথার" মাথা ব্যথা হয় সাধারণত উচ্চ রক্তচাপের কারণে আর (وَجَعًا فِىْ رِجْلَيْهِ) দুই পা ব্যথার কারণ হলো উত্তাপ বা গরম হয়ে যাওয়ার কারণ।

«اِحْتَجِمْ» ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'তারীখে' উল্লেখ করেছেন যে, মেহেদী দ্বারা প্রলেপ দাও।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসে সাধারণভাবে নারী-পুরুষ সকলকে মেহেদী লাগানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে পুরুষের উচিত হলো শুধু পায়ের মাঝে লাগানো সীমাবদ্ধ রাখা। আঙ্গুলগুলোতে লাগাবে না যাতে মহিলাদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৫৪)

٤٥٤١ - [٢٨] وَعَنْهَا قَالَتْ: مَا كَانَ يَكُوْنُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ قُرْحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ إِلَّا أَمَرَنِىْ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

---

[৪৬২] হাসান সহীহ : আবূ দাউদ ৩৮৫৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২০৫৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৪৬১, আহমাদ ২৭৬১৭, আল মুসতাদরাক ৮২৪৬, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০১০।

Scanned by CamScanner

৪৫৪১-[২৮] উক্ত রাবী (নাবী ﷺ-এর খাদীমাহ্ সালমা رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীরে যখনই কোন আঘাত লাগত অথবা জখম হত, তখন তিনি আমাকে ঐ স্থানে মেহেদী লাগাতে নির্দেশ দিতেন। (তিরমিযী)[৪৬৩]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (قُرْحَةٌ) "ক্বরহাতুন" বলা হয়, তরবারি বা চাকুর আঘাতে যে জখমের সৃষ্টি হয় তাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ﴾ "যদি তোমাদের কোন (তরবারি) আঘাত লেগে থাকে"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৪০)।

আর (نَكْبَةٌ) "নুকবাহ্" বলা হয়, পাথর অথবা কাটা ইত্যাদির আঘাতে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তাকে।

(أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ) "আমি যেন তার উপর মেহেদী লাগিয় দেই" কারণ মেহেদী লাগালে তার শীতলতার কারণে জখমের উত্তাপ হালকা হয়ে যায় এবং রক্তের যন্ত্রণা কমে যায়।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৫৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٤٢ -[٢٩] وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَّتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هٰذِهِ الدِّمَاءِ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوٰى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৫৪২-[২৯] আবূ কাবশাহ্ আল আনমারী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মাথায় এবং দু' বাহুর মধ্যখানে শিঙ্গা লাগাতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি এসব স্থান হতে দূষিত রক্ত বের করে দেয়, তার জন্য অন্য কিছু দ্বারা কোন রোগের ঔষধ না করলেও কোন ক্ষতি হবে না। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৪৬৪]

ব্যাখ্যা : (عَلٰى هَامَّتِهِ) অর্থাৎ তার মাথায়, আরো বলা হয় যে, তার মাথার মাঝখানে। অর্থাৎ বিষের কারণে।

(وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ) "আবার তার দুই কাঁধের মাঝে" এটা হতে পারে তিনি (ﷺ) একবার করেছিলেন অথবা একই সাথে করিয়েছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৫৫)

٤٥٤٣ -[٣٠] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ عَلٰى وَرِكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৫৪৩-[৩০] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একবার নাবী ﷺ-এর নিতম্বে ব্যথা হওয়ায় তিনি সে স্থানে শিঙ্গা লাগিয়েছেন। (আবূ দাউদ)[৪৬৫]

ব্যাখ্যা : (مِنْ وَثْءٍ) হাড় ভাঙ্গা ব্যতীত কোন অঙ্গে ব্যথা পাওয়ার কারণে। এটাও বলা হয় যে, বয়স হওয়ার কারণে হাড় দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে।

ক্বামূস এর মধ্যে وَثْءٍ-এর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এটা এমন ব্যথা যা গোশতের উপর লেগেছে কিন্তু তা হাড় পর্যন্ত পৌঁছায়নি। অথবা হাড়ে ব্যথা হয়েছে কিন্তু ভেঙ্গে যায়নি। অথবা হাড় বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৪৬৩] সহীহ : তিরমিযী ২০৫৪, ইবনু মাজাহ ৩৫০২, আল জামি'উস্ সগীর ৮৯৯১, সহীহুল জামি' ৪৮৬০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২০৫৯।

[৪৬৪] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৮৫৯, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৪, আল জামি'উস্ সগীর ৯০৫৭, সহীহুল জামি' ৪৯২৬, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০১৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯৩৬, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৭২৬।

[৪৬৫] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৮৬৩, ইবনু মাজাহ ৩৪৮৫, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০১৪।

Scanned by CamScanner

٤٥٤٤ -[٣١] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: حَدَّثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهٖ: أَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلٰى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا أَمَرُوهُ: «مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৪৫৪৪-[৩১] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি মালায়িকাহ্'র (ফেরেশ্তাদের) কোন দলের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁরা তাঁকে বলেছেন : আপনি আপনার উম্মাতকে শিঙ্গা লাগাবার আদেশ করবেন।

[তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ; তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব][৪৬৬]

ব্যাখ্যা : (مُرْ) "আদেশ করুন" এর ব্যাখ্যায় মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে আদেশসূচক যে বর্ণনাটি এসেছে তাতে উচ্চস্তরের মালায়িকাহ্'র ঐকমত্যের স্বীকৃতি রয়েছে। আর আদেশটা হচ্ছে মানদূরের জন্য অর্থাৎ করা চলে। আর এ নির্দেশটি উচ্চ স্তর সকল মালায়িকাহ্'র এবং তার প্রতি নাবী ﷺ সম্পর্কে থাকা ও তা বর্ণনা করাতে বিষয়টির গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তবে বাহ্যিকভাবে এটি তাদের জন্য মহান আল্লাহরই নির্দেশ ছিল।

(أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ) জ্ঞানীগণ বলেন, শিঙ্গা লাগানোর হাদীসে বৃদ্ধদেরকে বাদে অন্যদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তাদের শরীরে তাপমাত্রা কমে যায়। ইবনু সীরীন থেকে সহীহ সানাদে ত্ববারী বর্ণনা করেছেনে যে, তিনি বলেন, চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছালে কোন ব্যক্তিকে শিঙ্গা লাগাবে না। ত্ববারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর কারণ হলো তখন থেকে কম তার বয়স এবং দৈহিক শক্তির ঘাটতি আরম্ভ হয়। আর এটা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের শিঙ্গা লাগানোর প্রয়োজন নেই। সুতরাং রক্ত বের করে তার কষ্ট বৃদ্ধি করা উচিত নয়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৫২)

٤٥٤٥ -[٣٢] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ: إِنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِىْ دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৫৪৫-[৩২] 'আবদুর রহমান ইবনু 'উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন এক চিকিৎসক নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, ঔষধের মধ্যে ব্যাঙ ব্যবহার করার হুকুম কী? তখন নাবী ﷺ তাকে ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেন। (আবূ দাউদ)[৪৬৭]

ব্যাখ্যা : (عَنْ قَتْلِهَا) অর্থাৎ তা দিয়ে ঔষধ তৈরি করতে। কারণ তা দ্বারা ঔষধ তৈরি করা নির্ভর করে থাকে হত্যা করার উপর। সুতরাং যখন তা হত্যা করা হারাম, তখন তা দিয়ে ঔষধ তৈরি করাও হারাম। এটি হতে পারে অপবিত্রতার কারণে আর হতে পারে ঘৃণার কারণে।

খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটি প্রমাণ করে যে, ব্যাঙ খাওয়া হারাম। কেননা পানির যেসব প্রাণী খাওয়া বৈধ করা হয়েছে এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর প্রতিটি প্রাণীকে হত্যা না করার পেছনে দু'টি কারণ

[৪৬৬] সহীহ : তিরমিযী ২০৫২, ইবনু মাজাহ ৩৪৭৭, আল জামি'উস্ সগীর ১০৬০৮, সহীহুল জামি' ৫৬৭১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৪৬২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২২৬৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩১৭৬।

[৪৬৭] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৮৭১, ৫২৬৯; নাসায়ী ৪৩৫৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯৯১, মা'রিফাতুস্ সুনান বায়হাক্বী ৫৮২৭, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৯৪৭৭।

Scanned by CamScanner

রয়েছে। হতে পারে তার সম্মানের জন্য হারাম। যেমন- মানুষ অথবা তার গোশতের জন্য হারাম। যেমন- মোটা মাথা, সাধা পেট ও সবুজ পিঠ বিশিষ্ট শিকারী পাখী এবং হুদহুদ পাখী ইত্যাদি। যদিও ব্যাঙ মানুষের মতো হারাম নয়। তবুও অন্যদিক থেকে তা নিষেধ করা হয়েছে। তা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ গোশত খাবার ছাড়া কোন প্রাণীকে যাবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৬৭)

٤٥٤٦ -[٣٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ

৪৫৪৬-[৩৩] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঘাড়ের দু' পার্শ্বের দু' রগে এবং দু' বাহুর মধ্যখানে শিঙ্গা লাগাতেন। (আবূ দাঊদ)[৪৬৮]

আর তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ এ বাক্যগুলো যে তিনি (ﷺ) "তাদের সতের, উনিশ এবং একুশ তারিখে শিঙ্গা লাগাতেন" অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : (فِي الْأَخْدَعَيْنِ) বলা হয় ঘাড়ের দুই পার্শ্বের উভয় রগকে। নিহায়াহ্ কিতাবে এভাবে এসেছে।

"নায়লুল আওত্বার" কিতাবে এসেছে, শব্দের বিশ্লেষণকারীগণ বলেন, (أَخْدَعَيْنِ) "আখদা'আয়ন" বলা হয় ঘাড়ের দুই পার্শ্বের উভয় রগকে যাতে শিঙ্গা লাগানো হয়। আর (كَاهِلِ) 'কাহিল' বলা হয়, যা দুই কাঁধের মাঝে থাকে সেই জায়গাকে। আর তা হলো পিঠের সম্মুখভাগ।

"যাদুল মা'আদ" এর মধ্যে ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (أَخْدَعَيْنِ) তথা ঘাড়ের দুই পার্শ্বের উভয় রগে শিঙ্গা লাগানো মাথা ও তার সাথে সংযুক্ত অঙ্গ, যেমন- মুখ, দাঁত, দুই কান, দুই চোখ এবং নাকের অসুখের জন্য উপকারী। শিঙ্গা তখন লাগাতে হয় যখন রক্ত খুব বেশী হয় অথবা নষ্ট হয়ে যায় অথবা উভয়টি এক সাথে হয়। তিনি আরো বলেন, শিঙ্গা লাগানো হিজাযবাসী ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশের অধিবাসীদের জন্য, কারণ তাদের রক্ত থাকে পাতলা। শরীরের বাহ্যিকভাগ থেকে অত্যন্ত গরমের কারণে তাদের চামড়ার নিচ দিয়ে রক্ত হালকা হয়ে যায়। তাদের শরীরের লোমকূপ প্রশস্ত হয়। সুতরাং তাদের জন্য শিঙ্গা লাগানোর মাঝে ক্ষতি রয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৫৬)

٤٥٤٧ -[٣٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْحِجَامَةَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

৪৫৪৭-[৩৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ চাঁদের সতেরো, উনিশ এবং একুশ তারিখে শিঙ্গা লাগানো পছন্দ করতেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৪৬৯]

---

[৪৬৮] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩৮৬০, তিরমিযী ২০৫১, ইবনু মাজাহ ৩৪৮৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৪৬৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩০৪৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৭৭, আল মু'জামুল কাবীর ১২৫৮৭, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১২৪২৩।

[৪৬৯] **হাসান :** আবূ দাঊদ ৩৮৬১, তিরমিযী ২০৫১, ইবনু মাজাহ ৩৪৮৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬২২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৪৬৫, মা'রিফাতুস্ সুনান ৫৯৫২, 'আবদুর রায্যাক্ব ৪২৮১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩২৩৫, আল আনওয়ার ফী শামায়িলিন্ নাবিয়্যিল মুখতার ১১১৩।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল কাজ বিজ্ঞানসম্মত। তিনি যে কাজ করতেন তার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। তা ছাড়া তিনি মহান আল্লাহর নিকট থেকে ওয়াহীপ্রাপ্ত হয়ে সকল 'আমাল করতেন। যদি এ কাজে ক্ষতি থাকতো তবে মহান আল্লাহ তাকে এ কাজ করতে নিষেধ করতেন। তাছাড়া হাদীসটি হতে বুঝা যায়, মাসের শেষার্ধের প্রথম দিকে শিঙ্গা লাগানো ভালো। কেননা নাবী ﷺ এভাবেই লাগিয়েছেন। [সম্পাদক]

٤٥٤٨ ـ[٣٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدٰى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً لَهُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৫৪৮-[৩৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সতেরো, উনিশ ও একুশ তারিখে শিঙ্গা লাগাবে সে সকল রোগ হতে নিরাময় থাকবে। (আবূ দাউদ)[৪৭০]

ব্যাখ্যা : (مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ) 'উলামায়ে কিরাম বলেন : এতে হিকমাত হলো মাসের প্রথমদিকে রক্ত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মাসের শেষার্ধের প্রথম দিকে শিঙ্গা লাগানো বেশি উপকারী। যেহেতু প্রথম দিকে রক্ত বেশি চলে আর শেষের দিকে কম চলে। সুতরাং শিঙ্গা লাগানোর মোক্ষম সময় হলো মাসের মাঝামাঝি সময়। এ হিকমাতের কথা উল্লেখ করেছেন "ফাতহুল ওয়াদূদ"-এর গ্রন্থকার।

(وَإِحْدٰى وَعِشْرِينَ) অর্থাৎ- এ দিনগুলোর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তিনি মাসের একুশ তারিখে শিঙ্গা লাগাতেন।

(مِنْ كُلِّ دَاءٍ) এটি হলো 'আম বা সাধারণ। তবে এর উদ্দেশ্য হলো খাস বা নির্দিষ্ট। উদ্দেশ্য হলো : রক্তকে নিয়ন্ত্রণ করার কারণে সকল রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করবে। সকল ডাক্তার যে বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছে– এ হাদীসটি তার অনুকূলে। তা হল- মাসের দ্বিতীয়ার্ধকে শিঙ্গা লাগানো তার পূর্বে শিঙ্গা লাগানোর চেয়ে উত্তম। চতুর্থাংশের শেষ ভাগে লাগানো তার পূর্বের চেয়ে উত্তম।

(নায়লুল আওত্বার; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৫৭)

٤٥٤٩ ـ[٣٦] وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرَةَ: أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهٰى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৫৪৯-[৩৬] কাবশাহ্ বিনতু আবূ বাক্রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তাঁর পিতা নিজেই পরিবারের লোকেদেরকে মঙ্গলবারে শিঙ্গা লাগাতে নিষেধ করতেন এবং তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মঙ্গলবার রক্ত চলাচলের দিন এবং সে দিনের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যাতে রক্ত (নির্গত হলে তা) বন্ধ হয় না। (আবূ দাউদ)[৪৭১]

---

[৪৭০] হাসান : আবূ দাউদ ৩৮৬১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬২২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৪৬৫, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪২৮১, 'বায়হাক্বী'র কাবীর ২০০২৮, আল জামি'উস্ সগীর ১০৯১২, সহীহুল জামি' ৫৯৬৮, আল মুসতাদরাক ৭৪৭৫, মা'রিফাতুস্ সুনান লিল বায়হাক্বী ৫৯৫২।

[৪৭১] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৩৮৬২, য'ঈফ আত্ তারহীব ২০২২, বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০২২।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আবদ বাকরাহ্ বাক্কার ইবনু 'আবদুল 'আযীয", যিনি নির্ভরযোগ্য নন। আরও একজন বর্ণনাকারী হলেন কায়সাহ্। যিনি কেবল মাজহূলুল হাল নন বরং মাজহূলুল 'আইন। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ২২৫১ নং হাদীস, ৫/২৭৮ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (يَوْمُ الدَّمِ) অর্থাৎ এমন দিন যাতে শরীরে অধিক রক্তের সঞ্চালন হয়। এটাও বলা হয় যে, তার অর্থ হলো এ দিনটি রক্তের দিন লেখা ছিল। অর্থাৎ আদামের ছেলে তার ভাইকে হত্যা করেছিল।

(سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ) অর্থাৎ সেদিন রক্ত স্থির থাকে না তথা থামে না। এর অর্থ হলো যদি কোন ব্যক্তি ঐ দিনে শিঙ্গা লাগায় তবে রক্ত বন্ধ না হওয়ার কারণে বেশির ভাগে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। মহান আল্লাহই ভালো জানেন। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৫৮; মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٥٠ -[٣٧] وَعَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: وَقَدْ أُسْنِدَ وَلَا يَصِحُّ

৪৫৫০-[৩৭] ইমাম যুহরী (রহিমাহুল্লাহ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বুধ অথবা শনিবারে শিঙ্গা লাগানোর দরুন শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়, সে যেন নিজেকেই ধিক্কার দেয়। [আহমাদ ও আবূ দাউদ; ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসটি কেউ মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা সঠিক নয়।][৪৭২]

ব্যাখ্যা : (فَأَصَابَهُ وَضَحٌ) অর্থাৎ কুষ্ঠরোগ। আর الوضح বলা হয় সকল বস্তুর সাদাকে। সুতরাং وَضَحٌ এর অর্থ শ্বেতকুষ্ঠ রোগ। (فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ) "সে যেন নিজেকে ধিক্কার দেয়" অর্থাৎ সে ব্যক্তি যে নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছে সেজন্য অথবা সে যে তার জ্ঞানের বিপরীত 'আমাল করেছে সে জন্য যেন নিজেকে ধিক্কার দেয়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٥١ -[٣٨] وَعَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ احْتَجَمَ أَوِ اطَّلَى يَوْمَ السَّبْتِ أَوِ الْأَرْبِعَاءِ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فِي الْوَضَحِ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

৪৫৫১-[৩৮] ইমাম যুহরী (রহিমাহুল্লাহ) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কেউ শনিবারে কিংবা বুধবারে শিঙ্গা লাগায় অথবা শরীরের যে কোন অঙ্গে ঔষধ মালিশ করায় এবং তার দরুন শ্বেত-কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়, তবে যেন সে নিজেকেই দোষারোপ করে। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৪৭৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি হতে বুঝা যাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে মাসের ও সপ্তাহের এমন কতিপয় নির্ধারিত সময় রয়েছে যাতে কিছু প্রভাব রয়েছে। এতে আল্লাহ যা চান তা সৃষ্টি করতে পারেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৪৭২] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর কিতাব "আল মারাসীল"-এর মধ্যে হাঃ ৪৫১, য'ঈফাহ্ ১৫২৪; হিদায়াতুর্ রুওয়াহ্ ৪/২৭৭, হাদীসটি সুনান আবূ দাউদে নেই। য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০২৩, আল জামি'উস্ সগীর ১২১২৫, য'ঈফুল জামি' ৫৩৪৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৮১৬।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "সুলায়মান ইবনু আরক্বাম" নামের এক বর্ণনাকারী, যিনি য'ঈফ। ইমাম বায়হাক্বী তাকে য'ঈফ বলেছেন, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯/৩৪০ পৃঃ, হাঃ ২০০২৩। ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) তাকে মাতরূক বলেছেন। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৪/৩২-৩৩ পৃঃ, হাঃ ১৫২৪।

[৪৭৩] **য'ঈফ :** শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩২৩৫, য'ঈফাহ্ ১৬৭২।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে অপরিচিত ব্যক্তির মুরসাল করা হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৬৭২ নং ৪/১৬৮ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

অতএব একজন মুসলিমের উচিত, হাদীসে বর্ণিত দিনগুলোকে স্মরণ রেখে নাবী ﷺ-এর সুন্নাতকে মূল্যায়ন করে সাবধানতা অবলম্বন করা যাতে পরবর্তীতে নিজেকে ধিক্কার না দিতে হয়। [সম্পাদক]

٤٥٥٢ -[٣٩] وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَأَى فِيْ عُنُقِيْ خَيْطًا فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ فَقُلْتُ: خَيْطٌ رُقِيَ لِيْ فِيهِ قَالَتْ: فَأَخَذَهٗ فَقَطَعَهٗ ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمْ آلَ عَبْدِ اللّٰهِ لَأَغْنِيَاءُ عَنِ الشِّرْكِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقٰى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» فَقُلْتُ: لِمَ تَقُولُ هٰكَذَا؟ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِيْ تُقْذَفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلٰى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ فَإِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: إِنَّمَا ذٰلِكِ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخَسُهَا بِيَدِهٖ فَإِذَا رُقِيَ كُفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِيْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৫৫২-[৩৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। (আমার স্বামী) 'আবদুল্লাহ আমার গলায় একখানা তাগা দেখে জিজ্ঞেস করলেন : এটা কী? বললাম : এটা একটি তাগা, আমার জন্য তাতে মন্ত্র পড়া হয়েছে। যায়নাব বলেন : এটা শুনে তিনি তাগাটি টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন : তোমরা 'আবদুল্লাহর পরিবারবর্গ! তোমরা শির্কের মুখাপেক্ষী নও, (এতে কলূষিত হবে কেন?) আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেছেন : ঝাড়ফুঁক, তা'বীয ও জাদুটোনা শির্কী কাজ। (যায়নাব বলেন :) তখন আমি বললাম : আপনি কেন এরূপ কথা বলছেন? একবার আমার চোখে ব্যথা হচ্ছিল, যেন চোখটি বের হয়ে পড়বে। তখন আমি অমুক ইয়াহূদীর কাছে যাওয়া-আসা করতাম। যখন সে ইয়াহূদী তাতে মন্ত্র পড়ল, তখনই তার ব্যথা চলে গেল। এ কথা শুনে 'আবদুল্লাহ বললেন : এটা তো শায়ত্বনেরই কাজ। সে নিজের হাতের দ্বারা তাতে আঘাত করছিল, আর যখন মন্ত্র পড়া হয়, তখন সে বিরত হয়ে যায়। বস্তুতঃ (এ জাতীয় রোগ) তোমার পক্ষে এরূপ বলাই যথেষ্ট ছিল, যেভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "*আযহিবিল বা'সা রব্বান্ না-স, ওয়াশফি আনতাশ্ শা-ফী লা- শাফা-আ ইল্লা- শিফা-উকা শিফা-উন লা- ইউগা-দিরু সাক্বামা-*" (হে মানুষের রব! আপনি বিপদ দূর করে দিন এবং রোগ হতে নিরাময় দান করুন। আপনিই নিরাময়কারী। আপনার নিরাময় প্রদান ব্যতীত আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয়। এমন নিরাময় দান করুন, যেন কোন রোগই অবশিষ্ট না থাকে।)। (আবূ দাঊদ)[৪৭৪]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الرُّقٰى) অর্থাৎ এমন ঝাড়ফুঁক যাতে মূর্তির নাম অথবা শায়ত্বনের নাম অথবা কুফরী কালাম অথবা অন্য কিছু রয়েছে যা শারী'আতে জায়িয নয়। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো এমন মন্ত্র পাঠ করা যার অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝে আসে না। অতএব এ রকম ঝাড়ফুঁক বৈধ নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আর এমন ঝাড়ফুঁক নিষিদ্ধ যা 'আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় হয় এবং তার অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। কখনও তাতে শির্ক ও কুফর যুক্ত হতে পারে। আর যদি তার অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝা যায় আর তাতে মহান আল্লাহর নাম থাকে তবে নিঃসন্দেহে তা মুস্তাহাব বরং তা বারাকাত সমৃদ্ধ। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৭৯)

---

[৪৭৪] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৮৮৩, ইবনু মাজাহ ৩৫৩০, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০৮৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৯০, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫২০৮, আহমাদ ৩৬১৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৩১, গয়াতুল মারাম ২৯৯।

Scanned by CamScanner

(وَالتَّمَائِمَ) হলো এমন সব তা'বীয যা বাচ্চাদের ঝুলানো হয়। কিন্তু তা নির্দিষ্ট করা উচিত যাতে আল্লাহর নাম নেই, তিলাওয়াতকৃত কোন আয়াত নেই এবং শারী'আতসম্মত কোন দু'আও নেই।

এও বলা হয় যে, তা হলো এমন সব পুঁথি 'আরবরা তাদের ধারণায় বদনযর থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের বাচ্চাদের শরীরে ঝুলিয়ে রাখত। তবে ইসলাম এটিকে বাতিল করেছে। অতঃপর তারা এতে প্রশস্ততা নিয়ে আসলো এমনকি তারা প্রত্যেক তা'বীযকে এ تميمة (তামীমাহ্) নামে নামকরণ করল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৭৯)

(التِّوَلَةَ) ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : বলা হয় যে, এটি যাদুর একটি প্রকার। আসমা'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তা হলো এমন বিষয় যার মাধ্যমে মহিলাকে তার স্বামীর নিকট প্রিয় করে দেয়া হয়।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (التِّوَلَةَ) "তিওয়ালাহ্" বলা হয় যাদুর একটি প্রকারকে। অথবা এমন সুতাকে যাতে যাদু পাঠ করে অথবা স্ত্রী স্বামীর নিকট ভালোভাসা সৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে কাগজে যাদু লিখে দেয়া হয়েছে। অথবা কাগজকে যাতে ভালোবাসা বা অন্য কোন কারণে যাদু লিখে দেয়া হয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৭৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(شِرْكٌ) অর্থাৎ এগুলোর প্রত্যেকটি শিরকের দিকে ধাবিত করে। হতে পারে তা প্রকাশ্যভাবে অথবা গোপনভাবে। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটিকে শির্‌ক বলার কারণ হলো জাহিলী যুগে তার যে অভ্যাস ছিল সেটা পুনরায় জেগে উঠার কারণে, যা শির্‌কের সাথে মিশ্রিত ছিল। অথবা এটা ঝুলানোর কারণে হয়ত তা 'আক্বীদার উপর প্রভাব ফেলবে, যা শির্‌কের দিকে ধাবিত করবে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৭৯)

(عَمَلُ الشَّيْطَانِ) "শায়ত্বনের কাজ" অর্থাৎ তোমার দুই চোখে তুমি যে ব্যথা পাচ্ছ তা প্রকৃত ব্যথা নয় বরং তা হলো শায়ত্বনের আঘাত বা গুতা।

(أَنْتَ الشَّافِي) "আপন আরোগ্য দানকারী"। এখান থেকে নেয়া হয়েছে যে, কুরআনুল কারীমে নেই মহান আল্লাহর এমন নাম বলা দু'টা শর্তে জায়িয আছে। প্রথমটি হলো তাতে যেন কোন ধরনের কমতি না বুঝা যায়। তার দ্বিতীয়টি হলো কুরআনুল কারীমে তার মূলভিত্তি থাকতে হবে। এখানে شافي "শাফী" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যার মূলভিত্তি আছে কুরআনে, তা হলো ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ "আর যখন আমি অসুস্থ হই তখন তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন"– (সূরাহ্ আশ্ শু'আরা ২৬ : ৮০)। يَشْفِينِ "ইয়াশ্ফীন" থেকে شافي "শাফী" নেয়া হয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৭৯)

٤٥٥٣ -[٤٠] وَعَن جَابِرٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النُّشْرَةِ فَقَالَ: «هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৫৫৩-[৪০] জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নুশরাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, উত্তর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তা তো শায়ত্বনের কাজ। (আবূ দাউদ)[৪৭৫]

ব্যাখ্যা : নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, 'নুশরাহ্' এক প্রকারের ঝাড়ফুঁক ও চিকিৎসা। জাহিলী যুগে কোন ব্যক্তি জিন্-পরী দ্বারা প্রভাবিত হলে উক্ত বিশেষ ঝাড়ফুঁক দ্বারা তাকে চিকিৎসা করা হত। 'নুশরাহ্' নামকরণের কারণ হলো যে রোগ বিস্তার লাভ করেছিল। তাই এটা দ্বারা দূর করার দরুন একে 'নুশরাহ্' বলা হয়েছিল।

---

[৪৭৫] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৮৬৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭৬০, আহমাদ ১৪১৩৫, আল মুসতাদরাক ৮২৯২, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪২৯২, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২০১০১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৭/১১৬ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নুশরাহ্' এক ধরনের যাদু। 'ফাতহুল ওয়াদূদ' কিতাবে এসেছে, সম্ভবত তা ('নুশরাহ্) ব্যবহৃত হয় শায়ত্বনদের নামে, অথবা এমন ভাষায় যা বোঝা যায় না, আর সে কারণেই একে যাদু বলা হয়। এর দ্বারা রোগ বিস্তার লাভ করার কারণে এবং বালা-মুসীবাত ছড়ানোর কারণে একে 'নুশরাহ্' নামকরণ করা হয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৬৪)

«هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» অর্থাৎ এটা সেই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত যেটা দিয়ে জাহিলী যুগের লোকেরা চিকিৎসা করত এবং তাতে তারা বিশ্বাস রাখত। পক্ষান্তরে যাতে কুরআনুল মাজীদের আয়াতসমূহ বিদ্যমান থাকে, মহান আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ থাকে এবং নাবী ﷺ-এর বিশুদ্ধ দু'আসমূহ থাকে তাতে কোন সমস্যা নেই। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৬৪)

٤٥٥٤ -[٤١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أُبَالِيْ مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِيْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৫৫৪-[৪১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। আমি যা নিয়ে এসেছি সে সম্পর্কে অবহেলা করছি বলে প্রমাণিত হবে, যদি আমি বিষনাশক অমৃত পান করি বা তা'বীয ঝুলাই অথবা স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করি। (আবূ দাঊদ)[৪৭৬]

ব্যাখ্যা : "লুম্'আত" কিতাবে এসেছে, হাদীসটির অর্থ হলো যদি আমি এ কাজগুলো করি তবে আমি সে ব্যক্তির মতো হয়ে যাব যে তার কাজ-কর্ম শারী'আতসম্মত হচ্ছে না অন্য পন্থায় হচ্ছে তা পরোয়া করে না। যে শারী'আত ও অন্য কোন কিছুর মাঝে পার্থক্য করে না।

(التِرياق) যা বিষ প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিষেধক ও মলম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ইবনুল আসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ এটাকে অপছন্দ করার কারণ হলো এতে সাপের গোশত এবং মদ দেয়া হয়। আর তা হারাম ও অপবিত্র। التِرياق এর অনেক প্রকার রয়েছে। অতএব যে ترياق এর মধ্যে এ জাতীয় কিছু দেয়া না হয় তাতে কোন সমস্যা নেই।

এও বলা হয় যে, হাদীসটি মুত্বলাক্ব বা সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এর সকল প্রকার থেকে বিরত থাকা উত্তম।

(أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً) "অথবা আমি তা'বীয ঝুলাই"। এখানে তা'বীয تميمة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাহিলী যুগের তা'বীয ও মন্ত্র। যে প্রকারটি আল্লাহর নাম ও তার কালামসমূহ দ্বারা করা হয় তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

"নিহায়াহ্" গ্রন্থকার বলেন, এটা সেসব পুঁথিকে বুঝিয়েছে যা (জাহিলী যুগে) 'আরবরা তাদের সন্তানদের গলায় ঝুলিয়ে দিত। আর তারা বিশ্বাস করত যে, এটা তাদেরকে বদনযর থেকে রক্ষা করবে। তবে ইসলাম এটাকে বাতিল ঘোষণা করেছে।

হাদীসে এসেছে, «التَّمَائِمُ وَالرُّقَى مِنَ الشِّرْكِ» তা'বীয ও ঝাড়ফুঁক শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত।

«مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ» "যে ব্যক্তি তা'বীয ঝুলাল আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দিবেন না"। তাদের এ কাজগুলো শির্‌কী কাজ এজন্যে যে, তারা মনে করতো যে, এগুলোর দ্বারা লিখিত ফায়সালা পরিবর্তন হয়ে

---

[৪৭৬] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৩৮৬৯, য'ঈফুল জামি'উস্ সগীর ৪৯৭৬, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২০১২২, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪৩০৫। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আবদুর রাহমান ইবনু রাফি' আত্ তানূখী" নামের এক বর্ণনাকারী আছেন, যিনি দ'ঈফ। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/২৭৯ পৃঃ, হাঃ ৪৪৮২; আহমাদ ৭০৮১।

Scanned by CamScanner

যায়। আর তারা এসব বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট আবেদন করতো। অথচ প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে রক্ষাকারী হলেন আল্লাহ।

কেননা এর দ্বারা তারা তাদের নির্ধারিত তাক্বদীরকে দূর করতে চাইতো। যে আল্লাহ কষ্ট দূরকারী তাকে ছাড়া অন্যের নিকটে কষ্ট দূর করার কামনা করত।

'আল্লামাহ্ সিনদী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাহিলী যুগের তা'বীয تميمة। যেমন- পুঁথিসমূহ, হিংস্র প্রাণীর নখ, তাঁর হাড়। তবে যা কুরআন মাজীদ ও মহান আল্লাহর নাম নিয়ে হবে তা এর হুকুমে হবে না। বরং তা জায়িয।

ক্বাযী আবূ বাক্র 'আরাবী (রহিমাহুল্লাহ) শারহুত্ তিরমিযী কিতাবে বলেন, কুরআন ঝুলানো সুন্নাতী পদ্ধতি নয় বরং সুন্নাত হলো কেবল না ঝুলিয়ে পাঠ করা। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৬৫)

ইবনুল মালিক বলেন : অর্থাৎ কবিতা রচনা করা আমার জন্য হারাম, অনুরূপভাবে الترياق পান করা আমার জন্য হারাম, তা'বীয ঝুলানোও আমার জন্য হারাম। তবে উম্মাতের অধিকার আছে। উম্মাতের জন্য তা'বীয ও কবিতা রচনা করা হারাম নয় যদি না তাতে কোন মিথ্যা থাকে, কোন মুসলিমকে হেয় করা না হয়, অথবা তাতে কোন পাপের কিছু না থাকে। অনুরূপভাবে الترياق-ও তাতে যদি শারী'আতে নিষিদ্ধ কিছু না থাকে- যেমন সাপের গোশত, মদ ইত্যাদি তবে তাতেও কোন সমস্যা নেই। মহান আল্লাহই ভালো জানেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٥٥ -[٤٢] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ اكْتَوٰى أَوِ اسْتَرْقٰى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৫৫৫-[৪২] মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি শরীর দাগায় অথবা ঝাড়ফুঁক করায়, সে তাওয়াক্কুল হতে দূরে সরে পড়েছে। (আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৪৭৭]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ মানাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ থেকে বিরত থাকা উত্তম জেনেও যে ব্যক্তি এ কাজ করে সে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল না করে ইচ্ছাকৃতভাবে এ কাজ করে। এটা (তাওয়াক্কুল হতে সরে পড়া) মূলত তার জন্যই। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৫৫)

(مَنِ اكْتَوٰى) অর্থাৎ শরীর দাগানোকে সুস্থ হওয়ার উপকরণ মনে করে বিনা প্রয়োজনে শরীরে দাগ দিবে না। (أَوِ اسْتَرْقٰى) অর্থাৎ অসুখ দূর করার জন্য এমন সব শব্দাবলী ব্যবহার করা যাতে আল্লাহর নাম ও তাঁর কিতাব তথা আল কুরআনের কোন শব্দ, অথবা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ কোন দু'আ থাকে না।

(فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ) অর্থাৎ তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সে সরে যাবে। অথচ মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ "আর মু'মিনদের উচিত আল্লাহর ওপর ভরসা করা।" (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১২২)

---

[৪৭৭] সহীহ : আহমাদ ১৮১৮০, তিরমিযী ২০৫৫, ইবনু মাজাহ ৩৪৮৯, আল জামি'উস্ সগীর ১১০২৬, সহীহুল জামি' ৬০৮১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৪৪, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৬২৮, শু'আবুল ঈমান ১১৬৫, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০২৯।

Scanned by CamScanner

ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (তাওয়াক্কুল হতে সরে পড়া) এটার সম্ভাবনা আছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে বিশ্বাস করে দাগ দেয়া ও ঝাড়ফুঁক আরোগ্য দিতে পারে। আর যে ব্যক্তির বিশ্বাস এরূপ হবে সে শুধু তাওয়াক্কুল থেকে নয়, বরং দীন থেকেই বেরিয়ে যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

শারী'আত সমর্থিত পন্থায় ঝাড়ফুঁক ও বৈধ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা দোষের কিছু নয়, বরং মুস্তাহাব। তবে ঝাড়ফুঁক বা ঔষধের উপর তাওয়াক্কুল করা জায়িয হবে না। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে ঝাড়ফুঁক ও ঔষধ সেবন করতে হবে। পাশাপাশি সুস্থতার জন্য মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও সাওয়াব কামনা করতে হবে। কারণ আরোগ্য দানকারী কেবলমাত্র মহান আল্লাহ। [সম্পাদক]

٤٥٥٦ - [٤٣] وَعَنْ عِيسَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَبِهٖ حُمْرَةٌ فَقُلْتُ: أَلَا تُعَلِّقُ تَمِيمَةً؟ فَقَالَ: نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৫৫৬-[৪৩] 'ঈসা ইবনু হামযাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উকায়ম-এর নিকট গেলাম। দেখি তার শরীরে লাল ফোস্‌কা পড়ে আছে। আমি বললাম : আপনি তা'বীয ব্যবহার করবেন না? উত্তরে তিনি বললেন : "*নাঊযুবিল্লা-হি মিন যা-লিক*" তা হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এটার জন্য কোন কিছু লটকায় তাকে তার প্রতি সোপর্দ করে দেয়া হয়। (আবূ দাঊদ)[৪৭৮]

ব্যাখ্যা : (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ) মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : না'উযুবিল্লাহ বলার কারণ হলো তা'বীয ঝুলানো কাজটি শির্‌কের একটা প্রকার।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তা'বীয ঝুলানোর কথা শুনে তিনি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। এতে বুঝা যায় যে, তিনি তাওয়াক্কুলকারীদের একজন। (যারা কোন চিকিৎসা বা ঝাড়ফুঁক গ্রহণ করেন না)। তবে তা অন্যের জন্য করা বৈধ রয়েছে কুরআন মাজীদের আয়াত এবং হাদীস দ্বারা বর্ণিত দু'আর মাধ্যমে।

(مَنْ تَعَلَّقَ) অর্থ্যাৎ যে ব্যক্তি নিজের থেকে কোন মাদুলী বা তা'বীয এ বিশ্বাসে ঝুলালো এ মনে করে যে, তা তার কোন উপকার করবে। (وُكِلَ إِلَيْهِ) অর্থাৎ ঐ জিনিসের প্রতি তাকে সোপর্দ করা হবে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৭২)

মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) ও অন্য একজন বলেন : যে ব্যক্তি তা'বীয বা এ জাতীয় কোন কিছু বেঁধে এ বিশ্বাস করল যে, আরোগ্য এ থেকেই আসবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে না। তবে আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করবেন না। বরং তার আরোগ্য ঐ জিনিসের প্রতিই সোপর্দ করে দিবেন। তখন তার আর আরোগ্য লাভ হবে না কারণ কোন জিনিস আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও কোন উপকার বা ক্ষতি সাধন করতে পারে না। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) এটাকে সমর্থন করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٥٧ - [٤٤] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

---

[৪৭৮] হাসান : আবূ দাঊদ (পাওয়া যায়নি), তিরমিযী ২০৭২, আহমাদ ১৮৮০৩, আল মুসতাদরাক ৭৫০৩, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০৯৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৪৫৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৪৭৪।

Scanned by CamScanner

৪৫৫৭-[৪৪] ‘ইমরান ইবনু হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বদনযর কিংবা কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের বেলায়ই ঝাড়ফুঁক রয়েছে। (আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[৪৭৯]

ব্যাখ্যা : খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বিষাক্ত প্রাণীর বিষ। বিচ্ছু ও ভিমরুলের হুল ফুটিয়ে দেয়াকে বলে (حُمَةٍ)। এর কারণ হলো এ হুল ফুটানোর সাথে সাথেই বিষ চলে যায় বা ছড়িয়ে পড়ে।

অত্র হাদীসে বলা হলো বদনযর ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের বেলায় ছাড়া ঝাড়ফুঁক করবে না। এ হাদীস দ্বারা এ দুই অবস্থা ছাড়া অন্য অবস্থায় ঝাড়ফুঁক করা জায়িয নেই সেটা বুঝানো হয়নি, কেননা অন্যান্য ব্যথার কারণে নাবী ﷺ তার সহাবীদেরকে বিভিন্ন সময়ে ঝাড়িয়েছেন বা দু‘আ শিখিয়ে দিয়েছেন। আর তাতে তারা আল্লাহর রহমাতে আরোগ্য লাভ করেছিল। (‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৮০)

এ হাদীসটির অর্থ হলো কোন উত্তম ও উপকারী ঝাড়ফুঁক নেই, এ দুই ঝাড়ফুঁকের চেয়ে উত্তম।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٥٨ -[٤٥] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ بُرَيْدَةَ.

৪৫৫৮-[৪৫] আর ইবনু মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুরয়দাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে।[৪৮০]

٤٥٥٩ -[٤٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৫৫৯-[৪৬] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেবল বদনযর লাগা, বিষাক্ত প্রাণী দংশন করা এবং রক্ত ঝরার জন্যই রয়েছে ঝাড়ফুঁক। (আবূ দাঊদ)[৪৮১]

ব্যাখ্যা : (أَوْ دَمٍ) অর্থাৎ নাক দিয়ে পড়া রক্ত। বলা হয়ে থাকে, শুধু এ তিনটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কারণ এ তিনটির ঝাড়ফুঁক বেশি আরোগ্য দেয় এবং মানুষের মাঝে এগুলো বেশি বিস্তার লাভ করেছে।

(‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৮৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٦٠ -[٤٧] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

---

[৪৭৯] সহীহ : আহমাদ ১৯৯০৮, তিরমিযী ২০৫৭, আবূ দাউদ ৩৮৮৪, ইবনু মাজাহ ৩৫১৩, সহীহুল জামি‘ ৭৪৯৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৫৩৭, ইমাম বুখারী মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন ৫৭০৫, ‘ত্ববারানী’র আল মু‘জামুল কাবীর ১৪৯৮৯, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ১৪৪৯, ‘বায়হাক্বী’র কুবরা ২০০২৮।

[৪৮০] সহীহ : ইবনু মাজাহ ৩৫১৩, আবূ দাউদ ৩৮৮৪, তিরমিযী ২০৫৭, মুসলিম ৩৭৪-(২২০), বুখারী ৫৭০৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৩০, সহীহুল জামি‘ ৭৪৯৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৫৩৭, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ ত্বাবারানী ৭৩২, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ১৪৪৯, আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০০২৮।

[৪৮১] য‘ঈফ : আবূ দাউদ ৩৮৮৯, আল জামি‘উস্ সগীর ১৪৪৩৮, য‘ঈফুল জামি‘ ৬২৯১, ‘ত্ববারানী’র আল মু‘জামুল কাবীর ৭৩২।

হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে “শারীক” নামের এক বর্ণনাকারী, ইনি ‘আবদুল্লাহ আল ক্বাযী-এর ছেলে। ইনি একজন য‘ঈফ রাবী। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/২৮০, হাঃ ৪৪৮৫।

Scanned by CamScanner

৪৫৬০-[৪৭] আসমা বিনতু 'উমায়স রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! জা'ফার (তাইয়্যার)-এর সন্তানদের ওপর দ্রুত বদনযর লেগে থাকে। আমি কি তাদের জন্য ঝাড়ফুঁক করাব? তিনি (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ, কেননা যদি কোন জিনিস তাক্বদীরের অগ্রগামী হতে পারত, তবে বদনযরই তার অগ্রগামী হত। (আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৪৮২]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ) মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তার থেকে জা'ফারের সন্তানদের অথবা সে ব্যতীত অন্যের থেকে জা'ফার-এর সন্তানদের। (إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ) অর্থাৎ তাদের চেহারা খুবই সুন্দর হওয়ার কারণে অতি তাড়াতাড়ি বদনযর তাদের ওপর প্রভাব ফেলে। অসৎ উদ্দেশে হিংসা নিয়ে কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তার (যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে) ক্ষতি হয়ে যায়। হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) এ কথা বলেছেন। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৫৯)

(لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ العينُ) "যদি কোন জিনিস তাক্বদীবের অগ্রগামী হতে পারত, তবে বদনযরই তার অগ্রগামী হতো"। এর অর্থ হলো নিশ্চয় এটা একটা বিরাট বিষয়। সুতরাং এটা থেকে মহান রবের তরফ থেকে ঝাড়ফুঁক তলব করা জায়িয। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

আহলুস্ সুন্নাতের মাযহাব হলো এই যে, বদনযরকারীর চোখ ক্ষতি করে ও ধ্বংস করে মহান আল্লাহর কাজের দ্বারা (তার নিজের কোন ক্ষমতা নেই)। মহান আল্লাহ এ রীতি চালু করে রেখেছেন যে, এ ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মুখোমুখি ক্ষতি সাধান করতে পারবে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৫৯)

٤٥٦١ -[٤٨] وَعَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ: «أَلَا تُعَلِّمِينَ هٰذِهٖ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ؟». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৫৬১-[৪৮] শিফা বিনতু 'আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাফ্সাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় রসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে প্রবেশ করে বললেন : তুমি যেভাবে হাফ্সাকে হস্তলিপি শিখিয়েছ, সেভাবে তাকে নামলাহ্ রোগের মন্ত্র শিখাও না কেন? (আবূ দাউদ)[৪৮৩]

ব্যাখ্যা : (رُقْيَةَ النَّمْلَةِ) এটা এমন ফোসকা- যা এক পার্শ্বদেশে অথবা দুই পার্শ্বদেশে হয়। (رُقْيَةَ النَّمْلَةِ) এমন কথা যাকে 'আরবের মহিলারা ব্যবহার করত এবং শ্রোতারা জানত যে, এসব বাক্য কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না ব্যক্তির শানে যে এমন কথা শুনেছে যা কোন উপকার বা ক্ষতি করে না। (رُقْيَةَ النَّمْلَةِ) 'আরব মহিলাদের নিকট পরিচিত ব্যবহৃত শব্দ এভাবে যে, নববধূকে বলা হত, তুমি উদযাপন করবে, মেহেদী লাগাবে ও সুরমা লাগাবে। এ সকল কাজ তারা করত পুরুষের অবাধ্যতা না করেই। সুতরাং নাবী ﷺ এ কথাটি হাফসাকে আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য পেশ করেন। কেননা তিনি তার নিকটে গোপনে প্রবেশ করে যা তিনি দেখেন তা প্রকাশ করেন। ইমাম শাওকানী এ কথা বলেছেন।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৮৩; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৪৮২] সহীহ : আহমাদ ২৭৪৭০, তিরমিযী ২০৫৯, ইবনু মাজাহ ৩৫১০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৫২, সহীহুল জামি' ৯৪১৭, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৫৯১, 'নাসায়ী'র কুবরা ৭৫৩৭, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৯৮৫৯, বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০৭২।

[৪৮৩] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৮৮৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭৮, আর জামি'উস্ সগীর ৪৪১৫, সহীহুল জামি' ২৬৫০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৭৬৮, আহমাদ ২৭০৯৫, নাসায়ী'র কুবরা ৭৫৪৩।

Scanned by CamScanner

٤٥٦٢ -[٤٩] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ فَقَالَ: وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ قَالَ: فَلُبِطَ سَهْلٌ فَأُتِيَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ هَلْ لَكَ فِيْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؟ وَاللّٰهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَقَالَ: «هَلْ تَتَّهِمُونَ لَهُ أَحَدًا؟» فَقَالُوا: نَتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَامِرًا فَتَغَلَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلَا بَرَّكْتَ؟ اغْتَسِلْ لَهُ». فَغَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِيْ قَدَحٍ ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ فَرَاحَ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ. رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَفِيْ رِوَايَتِهِ: قَالَ: «إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ تَوَضَّأْ لَهُ»؟

৪৫৬২-[৪৯] সাহ্‌ল ইবনু হুনায়ফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্র আবূ উমামাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'আমির ইবনু রবী'আহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সাহ্‌ল ইবনু হুনায়ফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে গোসল করতে দেখলেন এবং (তার মসৃণ দেহ দেখে) বলে উঠলেন : আল্লাহর ক্বসম! আজকের মতো আমি কোনদিন দেখিনি এবং পর্দার আড়ালে রক্ষিত (কুমারী মেয়ের) কোন চামড়াও (সাহ্‌ল-এর চামড়ার মতো) এরূপ দেখিনি। বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর (তার মুখ হতে এ শব্দগুলো বের হওয়ায়) সাহ্‌ল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং (এ অবস্থায়) তাঁকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আনা হলো। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি সাহ্‌ল ইবনু হুনায়ফ-এর জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারেন? আল্লাহর ক্বসম! সে তো তার মাথা উঠাতে পারছে না। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি কাউকেও তার সম্পর্কে অভিযুক্ত করো? লোকেরা বলল : আমরা 'আমির ইবনু রবী'আহ্-এর ওপর সন্দেহ করি। বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আমিরকে ডেকে পাঠালেন এবং কঠোর ভাষায় তার নিন্দা করে বললেন : তোমাদের কেউ তার আরেক ভাইকে কেন হত্যা করে? তুমি তার জন্য কল্যাণের দু'আ করলে না কেন? তুমি (তোমার শরীরের কিছু অঙ্গ) সাহ্‌ল-এর জন্য ধুয়ে দাও। তখন 'আমির নিজের মুখমণ্ডল, উভয় হাত কনুই পর্যন্ত, উভয় পা হাঁটু হতে অঙ্গুলির পার্শ্ব এবং ইযারের ভিতরের অঙ্গ ধুয়ে পানিগুলো একটি পাত্রে নিলেন, অতঃপর সে পানি সাহ্‌ল-এর উপর ঢেলে দেয়া হলো। তাতে সাহ্‌ল সুস্থ হয়ে লোকজনের সাথে হেঁটে আসলেন, যেন তাঁর শরীরে কোন কষ্ট ছিল না। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৪৮৪]

আর ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর এক রিওয়ায়াত আছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আমিরকে বললেন : বদনযর একটি সত্য ব্যাপার। সুতরাং তুমি সাহ্‌ল-এর জন্য উযূ করো। 'আমির তার জন্য উযূ করলেন।

ব্যাখ্যা : (بَرَّكْتَ) অর্থাৎ যদি তুমি বলতে بارك الله عليك আল্লাহ তোমাকে বারাকাত দান করুন। তবে বদনযর তাকে প্রভাব ফেলতে পারত না। এটা মহান আল্লাহর ঐ বাণীর মতো- ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ...﴾ "যখন তুমি বাগানে প্রবেশ করলে তখন যদি তুমি বলতে মা-শা-আল্ল-হ (আল্লাহ যা চান) আল্লাহর শক্তি ছাড়া আর কারও শক্তি নেই..."- (সূরাহ্ আল কাহ্‌ফ ১৮ : ৩৯)।

---

[৪৮৪] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩২৪৫, মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৭৪৭, নাসায়ী'র কুবরা ৭৬১৯, ত্বরানী ৫৪৪১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১০৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৫৭২।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ﴿أَلَا بَرَّكْتَ﴾ হলো নির্দিষ্ট তার জন্য অর্থাৎ তুমি যদি তার জন্য বারাকাতের দু'আ করতে।

(وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ) (তার লুঙ্গির ভিতরাংশ) শারহুস্ সুন্নাহ্র মধ্যে এসেছে, লুঙ্গির ভিতর ধোয়া নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ গিয়েছেন লজ্জাস্থান ধোয়ার দিকে। আবার কেউ কেউ গিয়েছেন রান ও নিতম্বের দিকে। আবূ 'উবায়দ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তার লুঙ্গির ভিতরাংশ দ্বারা বুঝানো হয়েছে তার লুঙ্গির পাশে শরীরের ডান দিকের অংশকে, যা তিনি ধৌত করেছিলেন। এ রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে কতিপয় হাদীসের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে।

(فَتَوَضَّأَ لَهُ) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'উলামার নিকট বদনযরকারীর উযূর বর্ণনা এরূপ- তার নিকট এক পেয়ালা পানি নিয়ে আসা হবে, তবে পাত্রটি মাটিতে রাখা হবে না। পাত্র থেকে সে এক চুল্লি পানি নিয়ে কুলি করবে, তারপর সেই পানি ঐ পাত্রে ফেলবে। আবার পানি নিয়ে মুখমণ্ডল ধৌত করবে। অতঃপর বাম হাতে পানি নিয়ে ডান হাত কব্জিসহ ধৌত করবে। অতঃপর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাত কব্জিসহ ধৌত করবে। অতঃপর বাম হাতে নিয়ে ডান কনুই ধৌত করবে, অতঃপর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম কনুই ধৌত করবে আর কনুই ও কব্জির মাঝের জায়গা ধৌত করবে না। তারপর তার ডান পা ধৌত করবে। অতঃপর বাম পা ধৌত করবে। তারপর তার ডান হাঁটু ধৌত করবে, অতঃপর বাম হাঁটু ধৌত করবে পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী। আর এ সকল কাজ করবে পাত্রের মধ্যে। অতঃপর লুঙ্গির ভিতরে ধৌত করবে। যখন এভাবে পরিপূর্ণভাবে কাজ শেষ হবে তখন তার পিছন দিক দিয়ে গিয়ে মাথার উপর ঢেলে দিতে হবে।

মাযূরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : উযূ করার এ আদেশটি ওয়াজিব। তাই বদনযরকারীকে সঠিক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট এ উযূ করতে বাধ্য করা হবে। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কেউ কেউ বলেন, যখন জানা যায় অমুকের বদনযর লাগে তখন তার থেকে দূরে থাকবে। ইমামের উচিত জনতার সমাবেশে যেতে তাকে বাধা দিবে। বাড়ীতে থাকার জন্য তাকে নির্দেশ দিবে। যদি সে লোক দরিদ্র হয় তবে তার জন্য যে পরিমাণ রিযক্ব প্রয়োজন তা তাকে দিবে। আর মানুষের থেকে তার কষ্টকে বন্ধ করে দিবে। তার ক্ষতি পিঁয়াজ রসুন ভক্ষণকারীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর, যা খেয়ে নাবী ﷺ মাসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন, যেন তাতে মুসলিমদের কষ্ট না হয়। আল্লাহই ভালো জানেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٦٣ -[٥٠] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتّٰى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتْ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ سِوَاهُمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৪৫৬৩-[৫০] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জিন্ এবং মানুষের চক্ষু (বদনযর) হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন, মু'আব্বিযাতায়ন (সূরাহ্ আল ফালাক্ব ও সূরাহ্ আন্ নাস) নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর যখন সূরাহ্ দু'টি নাযিল হলো, তখন তিনি ও দু'টি দ্বারা পানাহ চাইতে লাগলেন এবং অন্য কিছু দ্বারা পানাহ চাওয়া পরিত্যাগ করলেন।

[তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ; আর তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।][৪৮৫]

[৪৮৫] সহীহ : তিরমিযী ২০৫৮, ইবনু মাজাহ ৩৫১১, 'নাসায়ী'র কুবরা ৭৮৫৩, আল জামি'উস্ সগীর ৯০৩৩, সহীহুল জামি' ৪৯০২, নাসায়ী ৫৪৯৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ) অর্থাৎ আমি জিন্ ও মানুষের বদনযর থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তারপর যখন সূরাহ্ নাস ও ফালাক্ব নাযিল হলো রসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'টি দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা শুরু করলেন। আর কুরআন ব্যতীত অন্য যিক্‌র দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা ছেড়ে দিলেন এবং অন্যান্য ঝাড়ফুঁকও ছেড়ে দিলেন। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৫৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

জিন্ শায়ত্বন ও বদনযর থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় ও উপকারী মাধ্যম হলো সূরাহ্ ফালাক্ব ও নাস 'আমাল করা। প্রতিনিয়ত এ দু'টি সূরাহ্ 'আমাল করলে উল্লেখিত সমস্যা সমাধান হবে যা বর্ণিত আছে সহীহ হাদীসে। কাজেই উক্ত সূরাহ্ দ্বারা 'আমাল করে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক। [সম্পাদক]

٤٥٦٤ -[٥١] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «هَلْ رُئِيَ فِيكُمُ الْمُغَرِّبُوْنَ؟» قُلْتُ: وَمَا الْمُغَرِّبُوْنَ؟ قَالَ: «الَّذِيْنَ يَشْتَرِكُ فِيهِمُ الْجِنُّ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৫৬৪-[৫১] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তোমাদের মধ্যে কি মুগর্‌রিবূন পরিলক্ষিত হয়? আমি জিজ্ঞেস করলাম : 'মুগর্‌রিবূন' কি? তিনি (ﷺ) বললেন : 'মুগর্‌রিবূন' ঐ সমস্ত লোক, যাদের মধ্যে জিন্ অংশীদার হয়। (আবূ দাঊদ)[৪৮৬]

ব্যাখ্যা : (مُغَرِّبُوْنَ) 'মুগর্‌রিবূন' অর্থ- দূরীভূত (আল্লাহর যিক্‌র হতে)।

«الَّذِيْنَ يَشْتَرِكُ فِيهِمُ الْجِنُّ» অর্থাৎ তাদের বীর্যে অথবা সন্তানাদিতে। এর কারণ হলো, সহবাসের সময় তারা আল্লাহর যিক্‌র ছেড়ে দিয়েছে। ফলে জিন্ শায়ত্বন নিজের দেহটি ঐ ব্যক্তির দেহের সাথে মিশিয়ে দিয়ে তার সাথে সহবাস করে।

মহান আল্লাহর বলেন : ﴿وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ "আর শায়ত্বন সম্পদে ও সন্তানে তাদের অংশীদার হও"– (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ১৭ : ৬৪)। অতএব প্রতিটি মানুষের উচিত যখন সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যেন এ দু'আটি পাঠ করে- «بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا» "আমি আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের থেকে শায়ত্বনকে দূরে রাখো এবং আমাদের যে রিয্‌ক্ব দিবে তা থেকেও শায়ত্বনকে দূরে রেখো"– (সহীহ মুসলিম হাঃ ১১৬-[১৪৩৪])।

সুতরাং যখন এ দু'আটি পাঠ করা ছেড়ে দিবে ও *'বিসমিল্লা-হ'* পাঠ না করবে তখন শায়ত্বন তার সাথে সহবাসে মিলিত হবে। আর তাতে সন্তান আসলে সে সন্তানকে মুগর্‌রিব বলা হবে। কেননা তার সাথে অপরিচিত বংশ প্রবেশ করেছে।

আমাদের সমাজে বহু মানুষ আছে যারা উল্লেখিত দু'আটি মুখস্থ করে পড়ে নেয়। যারা সহবাসের সময় আল্লাহর নামটি পর্যন্ত স্মরণ করেন না। উল্লেখিত হাদীসটি স্মরণ রেখে শারী'আতের নির্দেশিত পন্থায় সহবাস করে ইহকালীন শান্তি ও উপকার এবং পরকালীন মুক্তি কামনা করা প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য। [সম্পাদক]

---

[৪৮৬] য'ঈফ সানাদ : আবূ দাঊদ ৫১০৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩২৪৬, য'ঈফ আবূ দাঊদ ১০৯২।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আদ্ উম্মু হুমায়দ" নামের একজন রাবী। মুনযিরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তার আসল নাম জানা যায় না। দেখুন- জামিউল ফিক্‌হ ৫/১৭৪ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

٤٥٦٥ -[٥٢] وَذُكِرَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ» فِي «بَابِ التَّرَجُّلِ».

৪৫৬৫-[৫২] ইবনু 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত হাদীস- خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ "চিরুনি করা বা চুল আঁচড়ানো" অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٥٦٦ -[٥٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمِعْدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرُوقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ فَإِذَا صَحَّتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصِّحَّةِ وَإِذَا فَسَدَتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالسَّقَمِ».

৪৫৬৬-[৫৩] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাকস্থলী হলো দেহের হাওয (কূপ)। সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো সে হাওযের দিকেই প্রবাহিত হয়। সুতরাং যখন পাকস্থলী ভালো হয়, তখন শিরাগুলোও সারা দেহে স্বাস্থ্যকর উপাদান সরবরাহ করে। আর যখন পাকস্থলী নষ্ট হয়ে যায়, তখন শিরাগুলোও দূষিত উপাদান সরবরাহ করে থাকে।[৪৮৭]

ব্যাখ্যা : (وَإِذَا فَسَدَتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالسقمِ) "আর যখন পাকস্থলী নষ্ট হয়ে যায়, তখন শিরাগুলোও দূষিত উপাদান সরবরাহ করে" অর্থাৎ অসুস্থ হয়ে যায় এবং ব্যথা সৃষ্টি হয়।

ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ পাকস্থলীকে হাওযের সাথে তুলনা করেছেন এবং শরীরকে গাছের সাথে। আর তার দিকে প্রবাহিত শিরাগুলোকে গাছের শিকড়ের সাথে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, যা হাওয থেকে পানি টেনে ডালপালা ও পাতায় নিয়ে যায়। সুতরাং পানি যদি পরিষ্কার স্বচ্ছ হয়, লবণাক্ত না হয় তবে গাছের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। অন্যথায় গাছ শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপই পাকস্থলির সাথে শরীরের সম্পর্ক। এজন্যই মহান আল্লাহ সুনিপুণ স্রষ্টা মানুষের শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন যাতে খাবারগুলো হজম হয়ে যায়। অনুরূপভাবে শিরাগুলোকে কলিজার দিকে ধাবিত করে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে রক্তসমূহ পরিষ্কার করে দিতে পারে এবং সেই পরিষ্কার রক্ত সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারে। খাবার-পানীয় পাকস্থলিতে জমা হয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে সমস্ত শরীরের শিরাগুলোতে শক্তি ছড়িয়ে দেয়। অতএব পাকস্থলিতে যদি ভালো খাবার থাকে তবে সমস্ত শরীর পাকস্থলি থেকে ভালো খাবার সংগ্রহ করতে পারে। আর যদি বেশি খানা-পিনা করার কারণে পাকস্থলি নষ্ট হয়ে যায় তবে পেট খারাপ হয়ে যায়, পাতলা পায়খানা হয় ফলে সমস্ত শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে, আর এটিই হলো মহান সর্বজ্ঞ পরাক্রমশালীর নির্ধারিত রীতি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

অত্র হাদীসটি দ্বারা বাহ্যিকভাবে রসূল ﷺ-এর চিকিৎসার গভীরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে যে, ব্যক্তির কথা, কাজ ও শিষ্টাচার তার খাওয়া-পান করা অনুসারে হয়ে থাকে। যদি হারাম ঢুকে থাকে তবে হারাম বের হবে। যদি হালাল সম্মানিত খাবার ঢুকে তবে তাই বের হবে। খাবার যেন কাজের বীজ। আর কাজ হলো উদ্ভিদের মতো যা খাবে, তাই বের হবে। হালাল খেলে হালাল কথা আর হারাম খেলে হারাম কথা।

---

[৪৮৭] মুনকার : সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৪/১৮৭ পৃঃ, ১৬৯২ নং হাদীসটি মুনকার বা য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "ইয়াহ্ইয়া ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু যহ্হাক আল বাবিলাতী আল হাররানী" নামের রাবী, যিনি য'ঈফ। এছাড়াও ইব্রাহীম ইবনু জুরায়য নামের বর্ণনাকারীও য'ঈফ। 'উকায়লী বলেন : এ হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই। আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৩৪৩, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ৮১৯, শু'আবুল ঈমান ৫৭৯৬।

Scanned by CamScanner

বলা হয়ে থাকে, «كُلُّ إِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ» প্রতিটি পাত্র তাই বের করে, যা তার মধ্যে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন : ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ "তোমরা পবিত্র খাবার খাও এবং সৎ 'আমাল কর"– (সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ৫১)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٦٧-[٥٤] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ أَوْ نَبِيًّا وَغَيْرَهُ» ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى أُصْبُعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

৪৫৬৭-[৫৪] 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক রাতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাত আদায় করছিলেন, এ অবস্থায় তিনি জমিনে তাঁর হাত রাখতেই একটি বিচ্ছু তাঁকে দংশন করল। তৎক্ষণাৎ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুতা দ্বারা বিচ্ছুটিকে মেরে ফেললেন। অতঃপর সলাত শেষ করে বললেন : বিচ্ছুটির ওপর আল্লাহর লা'নাত হোক। সে সলাত আদায়কারী-অনাদায়কারী অথবা বলেছেন : নাবী কিংবা অন্য কাউকেও ছাড়ে না। অতঃপর তিনি কিছু লবণ ও পানি চেয়ে নিলেন এবং তা একটি পাত্রে মিশালেন, অতঃপর অঙ্গুলির দংশিত স্থানে পানি ঢালতে এবং উক্ত স্থান মুছতে লাগলেন এবং মু'আব্বাযাতায়ন (সূরাহ্ ফালাক্ব ও নাস) দ্বারা ঝাড়তে লাগলেন। (বায়হাক্বী হাদীস দু'টি "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।)[৪৮৮]

ব্যাখ্যা : ইমাম জাযারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাতরত অবস্থায় একটা বিচ্ছু তাকে কামড় দিলে সলাত শেষ করে তিনি বললেন, বিচ্ছুটির ওপর আল্লাহর লা'নাত। সে সলাত আদায়কারী বা অন্য কাউকে ছেড়ে দেয় না। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পানি ও লবণ নিয়ে আসতে বললেন, এরপর তিনি তার উপর মাসাহ করেছিলেন আর পড়ছিলেন সূরাহ্ আল ফালাক্ব ও সূরাহ্ আন্ নাস। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাপে কাটা রোগীকে ফাতিহাহ্ সূরাহ্ দ্বারা ঝাড়ফুঁক করতেন। আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে সহীহ হাদীসের লেখকগণ তা বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বৃদ্ধি করেছেন যে, সাতবার। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

আলোচ্য হাদীসটি হতে বুঝা যায়, সলাতরত অবস্থায়ও সাপ-বিচ্ছু তথা বিষাক্ত প্রাণী হত্যা করা যায়। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাতরত অবস্থায় জুতা দিয়ে বিচ্ছুটিকে হত্যা করেন। তাই এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হলে আগে বিষাক্ত প্রাণীকে হত্যা করে নিয়ে পরে সলাত আদায় করতে হবে। [সম্পাদক]

٤٥٦٨-[٥٥] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِيْ أَهْلِيْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ تُمْسِكُهُ فِيْ جُلْجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ فَخَضْخَضَتْهُ لَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ قَالَ: فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حَمْرَاءَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[৪৮৮] সহীহ : শু'আবুল ঈমান ২৫৭৫, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৫৫৩, ইবনু মাজাহ ১২৪৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৪৭, সহীহুল জামি' ৯২২৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৮৮৯, ৭৩২৯, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুস্ সগীর ৮৩০।

Scanned by CamScanner

৪৫৬৮-[৫৫] ‘উসমান ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাওহাব (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা পানির একটি পেয়ালা দিয়ে আমাকে উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)-এর কাছে পাঠালেন। তখন নিয়ম ছিল, যদি কারো ওপর বদনযর লাগত কিংবা অন্য কোন অসুখ হত তখন উম্মু সালামার কাছে একটি পত্র পাঠিয়ে দিত। তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কিছু পশম মুবারক বের করতেন, যা তিনি একটি রৌপ্য কৌটার মধ্যে রাখতেন। অতঃপর তিনি উক্ত পশম মুবারক পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিতেন এবং সে পানিগুলো রোগীকে পান করানো হত। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রূপার সে নলটির মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তাতে (রসূল (ﷺ)-এর) কয়েকটি লাল বর্ণের পশম রয়েছে। (বুখারী)[৪৮৯]

ব্যাখ্যা : (إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ) অর্থাৎ চোখ লাগা বা বদনযরের কারণে অথবা চোখ উঠার (লালবর্ণ আকার ধারণ করার) কারণে।

(فِي الْجُلْجُلِ) ‘জুলজুল’ বলা হয় সেই ছোট ঘণ্টাকে যা চতুস্পদ জন্তুর গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ‘ক্বামূস’ প্রণেতা বলেন, জুলজুল হলো ছোট ঘণ্টা।

(مِنْ فِضَّةٍ) ‘আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কা‘বাহ্ ঘরের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশার্থে যেভাবে রেশমী কাপড়ের গেলাফ ব্যবহার করা হয়, তদ্রূপ রসূল (ﷺ)-এর পশম মুবারককে একটি রৌপ্য কৌটার ভিতরে রাখা হয়েছিল তার সম্মানার্থে। (فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرَاءَ) অর্থাৎ খিযাব করা তথা মেহেদী করা।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৮৯৬)

আলোচ্য হাদীসটি হতে বুঝা গেল, চুলে মেহেদী করা রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে প্রমাণিত সুন্নাত। আমাদের সমাজে বহু লোক আছে যারা সাদা দাড়ি ও চুল মেহেদী করে না বরং ঐ অবস্থায়ই রেখে দেয়। এটি সুন্নাত বিরোধী কাজ। কাজেই সাদা দাড়ি মেহেদী দ্বারা রাঙিয়ে লাল করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জরুরী। [সম্পাদক]

٤٥٦٩ -[٥٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: الْكَمْأَةُ جُدَرِيُّ الْأَرْضِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَخَذْتُ ثَلَاثَةَ أَكْمُؤٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَعَصَرْتُهُنَّ وَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ وَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِي عَمْشَاءَ فَبَرَأَتْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

৪৫৬৯-[৫৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কয়েকজন সহাবী তাঁকে (রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে) বললেন : কাম্আত (ব্যাঙের ছাতা) হলো জমিনের বসন্ত। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : ব্যাঙের ছাতা তো মান্ন সদৃশ। এটার পানি চক্ষু রোগের ঔষধবিশেষ। আর ‘আজওয়াহ্ (খেজুর) জান্নাতী ফল। তা বিষনাশক। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন : আমি তিনটি অথবা পাঁচটি অথবা সাতটি ব্যাঙের ছাতা নিয়ে তার রস নিংড়িয়ে একটি শিশির মধ্যে রাখলাম। অতঃপর আমার এক রাতকানা দাসীর চোখের মধ্যে সে পানি সুরমার সাথে ব্যবহার করলাম। তাতে সে আরোগ্য লাভ করল।

(তিরমিযী; তিনি বলেছেন : এ হাদীসটি হাসান।)[৪৯০]

---

[৪৮৯] সহীহ : বুখারী ৫৮৯৬, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৯/৩১ পৃঃ, ইবনু মাজাহ ৩৬২৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫০০৯, আহমাদ ২৬৫৩৯।

[৪৯০] সহীহ : তিরমিযী ২০৬৮, ইবনু মাজাহ ৩৪৫৩, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৬৯৬, আহমাদ ৮০৫১, আবূ ইয়া‘লা ৬৩৯৮, ‘ত্ববারানী’র আল মু‘জামুল কাবীর ১০৩৭, ‘বায়হাক্বী’র কুবরা ২০০৫২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (جُدَرِيُّ الْأَرْضِ) ক্বমূস গ্রন্থে এসেছে যে, جُدَرِيُّ 'জিম' বর্ণে পেশ অথবা যবর যোগে। শরীরে ক্ষত হওয়াকে বলে। যা ফোসকা পড়ে ও পুঁজ বের হয়।

নিহায়াহ্ গ্রন্থে এসেছে, (الْكَمْأَةُ) এর সাথে সাদৃশ্য করা হয়েছে, আর جُدَرِيُّ হলো এমন গোটা (দানা) যা শিশুর শরীরে প্রকাশ পায়। যেভাবে كَمْأَةُ জমিনের মধ্য থেকে প্রকাশ পায়। ঠিক তেমনিভাবে جُدَرِيُّ চামড়ার মধ্য থেকে প্রকাশ পায়।

(الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ) অর্থাৎ মহান আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি যা অনুগ্রহ করেছেন তার অন্তর্ভুক্ত। এটাও বলা হয় যে, مَنِّ 'মান্ন' এর সাদৃশ্য করা হয়েছে। আর তা হলো, সেই সুমিষ্ট মধু যা আসমান থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছিল। যা খাঁটি ছিল। তাতে কোন অসুখ ছিল না। আর অনুরূপই হলো ছত্রাক كَمْأَةُ তা পান করার ফলে কোন ক্ষতি হবে না। দ্বিতীয়টি বেশি স্পষ্ট, যেমন বর্ণিত হয়েছে- كَمْأَةُ 'কামআহ্' ছত্রাক مَنِّ 'মান্ন'-এর অন্তর্ভুক্ত। আর মান্ন জান্নাত থেকে এসেছে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যখন জাহিলী যুগের লোকেরা তাকে দোষারোপ করত এবং অতিরিক্ত (খারাপ জিনিস) মনে করত যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এ কারণে জমিন ছত্রাক আকারে বাহ্যিকভাবে তাকে প্রতিরোধ করে। তাদের বিশ্বাস যখন এরূপ ছিল তখন নাবী ﷺ তাকে প্রশংসা করলেন অর্থাৎ তা অতিরিক্তের মধ্যে শামিল নয়। বরং তা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং বান্দার প্রতি তার দয়ার চিহ্ন। এটি ক্ষতিকারক কোন কিছু না। বরং এটি মানুষের জন্য আরোগ্য লাভের উপকরণ যেমনটিভাবে আসমান থেকে অবতীর্ণ মান্ন আরোগ্য লাভের উপকরণ।

(وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর শারহু মুসলিমে এসেছে, এটা কেবল তারই পানি। বলা হয়ে থাকে, এ পানির সাথে ঔষধ মিশ্রিত করা হলে সেই পানি। বলা হয়ে থাকে, চোখের উত্তাপ হতে ঠাণ্ডা করার জন্য কেবলমাত্র ছত্রাকের পানি আরোগ্য স্বরূপ। আর যদি অন্য অসুখের জন্য হয় তবে এ পানির সাথে অন্য ঔষধ মিশানো যায়। চোখের অসুখের জন্য কেবল এ পানি ব্যবহার করা উপযোগী এটিই সঠিক কথা। আমিও আমার যুগের একজনকে দেখেছি যার চোখের দৃষ্টি চলে যাওয়ার কারণে সুরমার সাথে এ পানি ব্যবহার করত, ফলে সে আরোগ্য লাভ করত, তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসত। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٧٠ - [٥٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمُ الْبَلَاءِ»

৪৫৭০-[৫৭] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন ভোরে কিছু মধু চেটে খাবে, সে কোন বড় ধরনের বিপদে বা রোগে আক্রান্ত হবে না।[৪৯১]

---

[৪৯১] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ৩৪৫০, য'ঈফাহ্ ৭৬৩, য'ঈফুল জামি' ৫৮৩১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪০৮, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ২৭৭, শু'আবুল ঈমান ৫৯৩০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আবদুল হামিদ" নামের রাবী মাজহূল। আর যুবায়র ইবনু সা'ঈদ আল হাশিমী (لين الحديث) "লাইয়্যিনুল হাদীস"। খুবই দুর্বল এ হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী তাঁর (الموضوعات) "আল মাওযূ'আত" নামক কিতাবে ৩/২১৫ পৃঃ এনেছেন। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ২/১৮৩ পৃঃ, হাঃ ৭৬২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : মধু মানুষের জন্য খুবই উপকারী একটি খাবার। এটি মানব দেহে ঔষধের মতো কাজ করে। এটি পেটের অসুখের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। যেহেতু পেট সুস্থ থাকলে সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে। তাই বলা যায়, মধু পান করলে সমস্ত শরীরও সুস্থ থাকে। মধুর মধ্যে যে আরোগ্য আছে সেটি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই দৃঢ় ঈমান রেখে আরোগ্য লাভের উদ্দেশে মধু পান করলে উপকৃত হওয়া যাবে ইন্শা-আল্ল-হ। [সম্পাদক]

٤٥٧١ - [٥٨] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ: الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ". رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْأَخِيرَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ

৪৫৭১-[৫৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিরাময়কারী দু'টি জিনিসকে তোমরা আঁকড়ে ধরো। তা হলো মধু এবং কুরআন। (ইবনু মাজাহ, আর বায়হাক্বী হাদীস দু'টি শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেন এবং বলেন, এ শেষোক্ত হাদীসটি নাবী ﷺ-এর বাণী নয়, বরং এটা ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত তথা মাওকূফ।)[৪৯২]

ব্যাখ্যা : (عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ) অর্থাৎ একটি হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর অপরটি মানসিক অথবা একটি হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসুখের জন্য আর অপরটি মানসিক রোগের জন্য অথবা শরীর ও দীনের স্বাভাবিক রোগের জন্য।

(الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ) মহান আল্লাহ মধুর গুণাগুণ বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন-

﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ "এতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে"- (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ৬৯)।

আর কুরআন এর বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾ "পথনির্দেশক ও আরোগ্য যা তাদের বক্ষে রয়েছে"- (সূরাহ্ ইউনুস ১০ : ৫৭)।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ) নাবী ﷺ-এর এ বাণী সকল প্রকারকেই শামিল করেছে। নিরাময়ের প্রকার দু'টি : প্রকৃত এবং অপ্রকৃত।

এটা বুঝতে হবে এভাবে যে, তুমি যেমন বল, "কলম দুই জিহ্বার একটি" "মামা দু'বার একজন" আমি বলি, "ঝোল দুই গোশতের একটি" কিন্তু আল কুরআনুল কারীম প্রকাশ্য ও গোপন উভয় প্রকার অসুখ থেকে আরোগ্য দানের মধ্যে শামিল। যেমনটি আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে।

অন্য আয়াতের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, আভ্যন্তরীণ (গুপ্ত) বিষয়ের নিরাময় হলো মূল ও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অতএব তার দ্বারা উপকার লাভ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৪৯২] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ৩৪৫২, য'ঈফাহ্ ১৫১৪, য'ঈফুল জামি' ৩৭৬৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/১৩৩, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩০০১৯।

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আবূ ইসহাক্ব" নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীস এলোমেলো করে ফেলতেন। দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৪/২৩ পৃঃ, হাঃ ১৫১৪।

Scanned by CamScanner

٤٥٧٢ -[٥٩] وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ عَلٰى هَامَتِهٖ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ قَالَ مَعْمَرٌ: فَاحْتَجَمْتُ أَنَا مِنْ غَيْرِ سُمٍّ كَذٰلِكَ فِي يَافُوخِيْ فَذَهَبَ حُسْنُ الْحِفْظِ عَنِّيْ حَتّٰى كُنْتُ أُلَقَّنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ

৪৫৭২-[৫৯] আবূ কাবশাহ্ আল আনমারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বিষমিশ্রিত বকরীর গোশ্‌ত খাওয়ার কারণে নিজের মাথার তালুতে শিঙ্গা লাগান। মা'মার (রাঃ) বলেন, বিষের কোন প্রতিক্রিয়া না থাকা সত্ত্বেও আমি আমার মাথার তালুতে শিঙ্গা লাগালাম। ফলে আমার স্মরণশক্তি লোপ পায়। এমনকি সলাতের মধ্যে আমাকে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ বলে দিতে হত। (রযীন)[৪৯৩]

ব্যাখ্যা : (احْتَجَمَ عَلٰى هَامَتِهٖ) অর্থাৎ তার মাথার মাঝখানে অথবা তালুতে। (مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ) অর্থাৎ তা খাওয়ার এবং বিষের প্রভাবের কারণে, এ বিষক্রিয়ার প্রভাবের কারণে প্রতি বছর তিনি শিঙ্গা লাগাতেন। যে বছর তিনি মারা যান, মরার সময় তিনি (ﷺ) বলেছিলেন, "এখন আমার আবহারী রগটি ছিঁড়ে গেছে" এর কারণে তিনি শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ইয়াহূদী মাহিলা বিষমিশ্রিত বকরীর গোশ্‌ত হাদিয়্যাহ্ দিলে তিনি তার সহাবীদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা *বিসমিল্লা-হ* বলে ভক্ষণ কর, সুতরাং তারা তা খেয়ে ফেলল। অথচ তাদের কারো কোন ক্ষতি হয়নি। এটি হাকিম (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন তার মুসতাদরাকের মধ্যে। তিনি এটি আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর বলেছেন যে, এর সানাদ সহীহ। সিরাজ প্রণেতাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এতে আমার ভাবার বিষয় আছে, যখন প্রসিদ্ধ হাদীস প্রণেতাগণ, জীবনীকারগণ, ইতিহাসবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, কোন সহাবী সেই বিষ-মিশ্রিত বকরীর গোশ্‌ত খাননি কেবল বিশ্‌র ইবনু বারা' ইবনু মা'রূর (রহিমাহুল্লাহ) ব্যতীত। তিনি এক লোকমা খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তখন নাবী (ﷺ) সেই বকবীর গোশ্‌ত ঢেলে দিতে অথবা মাটির নিচে পুঁতে দিতে বলেন। তারা মতভেদ করেছেন যে, নাবী (ﷺ) কি সেই ইয়াহূদী মহিলাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন, না তাকে মাফ করে দেন। সঠিক মত হলো তিনি (ﷺ) তার পক্ষ থেকে তাকে মাফ করে দেন। তবে বিশ্‌র ইবনু বারা' ইবনু মা'রূর (রাঃ) এর হত্যার ক্বিসাস স্বরূপ তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। আর আমি মনে করি এ বর্ণনার মধ্যে কঠিন ভুল অথবা পবিত্র অপছন্দ রয়েছে। মহান আল্লাহই ভালো জানেন। আমি বলছি যদি হাকিম-এর বর্ণনাটি বিশুদ্ধও হয় তবে সম্ভবত তার বর্ণনাটিও বেশি হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

(مِنْ غَيْرِ سُمٍّ كَذٰلِكَ) অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (ﷺ) যে কারণে লাগিয়ে ছিলেন ঐ রকম কারণ ব্যতীত। এটি ছিল রসূল (ﷺ)-এর অতিরিক্ত অনুসরণ করার কারণে। অথবা তিনি ধারণা করেছিলেন যে, মাথার মাঝখানে শিঙ্গা লাগানো কাজটা বিষের কারণে না হলেও উপকারী হবে। তাই আমি শিঙ্গা লাগালাম।

(فِي الصَّلَاةِ) তার বর্ণনা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তার এ সমস্যা সাময়িক কিছুদিনের জন্য ছিল। তারপর তিনি সুস্থ হয়ে যান। সম্ভবত এটা হয়েছিল তার অধিক রক্ত রক্ষণের কারণে। আর তার শিঙ্গা লাগানো যথাযথ কারণে হয়নি। মহান আল্লাহই ভালো জানেন। এছাড়া অনেক হাদীসে বলা হয়েছে যে, শিঙ্গা লাগানো অনেক উপকারী চিকিৎসা। এতে অনেক রোগ হতে আরোগ্য লাভ হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৪৯৩] **সহীহ :** রযীন-এ হাদীসটি পাওয়া যায়নি।

Scanned by CamScanner

٤٥٧٣ -[٦٠] وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا نَافِعُ يَنْبَغُ بِي الدَّمُ فَأْتِنِي بِحَجَّامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًّا وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيًّا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ وَهِيَ تُزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَتُزِيدُ فِي الْحِفْظِ وَتُزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا فَيَوْمَ الْخَمِيسِ عَلَى اسْمِ اللهِ تَعَالَى وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ فَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أُصِيبَ بِهِ أَيُّوبُ فِي الْبَلَاءِ. وَمَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৪৫৭৩-[৬০] নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা আমাকে বললেন : হে নাফি'! আমার শরীরে রক্ত টগবগ করছে, অতএব একজন যুবক শিঙ্গাওয়ালা ডেকে আনো। বালক কিংবা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে এনো না। নাফি' বলেন, অতঃপর ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন : আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, খালি পেটে শিঙ্গা লাগানো শরীরের জন্য খুবই ফলপ্রসূ! তাতে জ্ঞান ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং যে কেউ শিঙ্গা লাগাতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে ভরসা করে বৃহস্পতিবারে শিঙ্গা লাগায়। শুক্র, শনি ও রবিবারে যেন শিঙ্গা না লাগায়।

আবার সোম ও মঙ্গলবারে শিঙ্গা লাগাবে, কিন্তু বুধবারে শিঙ্গা লাগাবে না। কেননা আইয়ূব আলায়হিস সালাম বুধবারেই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আর কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগ বুধবার দিনে অথবা রাত্রেই জন্ম লাভ করে। (ইবনু মাজাহ)[৪১৪]

ব্যাখ্যা : (فِي الدَّمُ) ঝর্ণার ভিতর পানি বেশি হলে যেমন টগবগ করে ঠিক তেমনিভবে রক্তও বেশি হওয়ার কারণে টগবগ করছে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এতে সাদৃশ্যতা রয়েছে, অর্থাৎ আমার শরীরে রক্ত টগবগ করে যেভাবে ঝর্ণার ভিতর পানি টগবগ করে।

(الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ) অর্থাৎ খাওয়ার ও পান করার পূর্বে তথা খালি পেটে শিঙ্গা লাগাবে।

(أَيُّوبُ فِي الْبَلَاءِ) বাহ্যিকভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, আইয়ূব আলায়হিস সালাম-এর রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণ হলো বুধবারে শিঙ্গা লাগানো। আবার মুফাস্সিরগণ অন্যান্য অনেক কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। ঐগুলোর সবটিই হতে পারে অথবা ঐ দিন কতক প্রিয় বান্দার জন্য তিরস্কারের ঘোষণা হয়েছে। যেমন- কতক শত্রুর জন্য শাস্তির সময় ঘোষণা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন- ﴿فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ﴾ "এটাকে শক্তিশালী করে"– (সূরাহ্ আল ক্বামার ৫৪ : ১৯)। মহান আল্লাহর বাণী- (وَمَا يَبْدُو) অর্থাৎ যা প্রকাশ করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٧٤ -[٦١] وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْحِجَامَةُ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ». رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكِرْمَانِيُّ صَاحِبُ أَحْمَدَ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ هَكَذَا فِي الْمُنْتَقٰى.

---

[৪১৪] হাসান : ইবনু মাজাহ ৩৪৭৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৬৬, মুসতাদরাক ৭৪৮১।

Scanned by CamScanner

৪৫৭৪-[৬১] মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন চান্দ্রমাসের সতের তারিখ মঙ্গলবারে শিঙ্গা লাগানো গোটা বৎসরের রোগের জন্য চিকিৎসা।

[ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ)-এর শাগরেদ হার্‌ব ইবনু ইসমা'ঈল আল কিরমানী বলেন : তবে এ হাদীসটির সানাদ নির্ভরযোগ্য নয়। মুনতাক্বা' কিতাবেও অনুরূপভাবে উল্লেখ রয়েছে।][৪৯৫]

ব্যাখ্যা : নিঃসন্দেহে শিঙ্গা লাগানো একটি উপকারী চিকিৎসা। বিশেষ করে বিষ ব্যথার জন্য এটা খুবই উপকারী। পাকস্থলি থেকে সমস্ত শরীরে রক্ত ও শক্তি সঞ্চার করে। রক্তের গতি ঠিক থাকলে দেহও সুস্থ থাকে। তাই রক্তের গতি ঠিক রাখবার জন্য শিঙ্গা লাগানো খুবই উপকারী একটি চিকিৎসা। এতে মানুষের মন-মেজাজ এবং শরীর স্বাভাবিক থাকে। যখনই প্রয়োজনবোধ হয় তখনই লাগানো যায়। তবে কোন চান্দ্রমাসের সতের তারিখ মঙ্গলবারে শিঙ্গার লাগানো গোটা বৎসরের রোগের জন্য চিকিৎসাস্বরূপ। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ঐ বৎসর তাকে কোন রোগ আক্রান্ত করতে পারবে না। আল্লাহই ভালো জানেন। [সম্পাদক]

٤٥٧٥-[٦٢] وَرَوٰى رَزِيْنٌ نَحْوَهٗ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ.

৪৫৭৫-[৬২] আর অবশ্য রযীন অনুরূপ হাদীস আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

(١) بَابُ الْفَأْلِ وَالطِّيَرَةِ

অধ্যায়-১ : শুভ ও অশুভ লক্ষণ

"بَابُ الفَأْلِ والطيرة" "শুভ ও অশুভ লক্ষণ" الفَأْل 'হামযা'র সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি অধিকাংশ সময় 'হামযা' ব্যতীত ব্যবহৃত হয়। নিহায়াহ্ গ্রন্থে এসেছে যে, الفَأْل শব্দটি মাহমূয তথা মাঝে 'হামযা' দিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। যা ভালো ও মন্দ উভয় প্রকার অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর الطيرة শব্দটির 'ত্বোয়া' বর্ণে যের আর 'ইয়া' বর্ণে যবর আবার কখনও 'ইয়া' বর্ণে সাকিন যোগেও আসে। এ শব্দটি শুধু মন্দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আবার কদাচিৎ আনন্দের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। ক্বামূস প্রণেতা বলেন : الفَأْل হলো الطيرة-এর বিপরীত। অসুস্থ ব্যক্তি শুনে হে সালিম, হে ত্বালিব, হে ওয়াজিদ! সে এ ডাক শুনে এটাকে ভালো ও মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতে পারে। আর الطيرة-এর সময় মন্দের ক্ষেত্রে। আমি বলি, 'ক্বামূস' থেকে যে বিষয়টি শিক্ষণীয় তা হলো, الفَأْل ভালোর সাথে খাস বা নির্দিষ্ট। আবার কখনও তা মন্দের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। আর الطيرة শব্দটি কেবলমাত্র মন্দের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। অতএব নির্গত হওয়ার মূলেই শব্দ দু'টি ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়।

---

[৪৯৫] মাওযূ' : 'ত্বারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৬৮৯৩, আল জামি'উস্ সগীর ৬৫০৫, য'ঈফুল জামি' ২৭৬০। হাদীসটি মাওযূ' হওয়ার কারণ, এর সানাদে "সালাম ইবনু সুলায়ম আত্ ত্বীল" নামের বর্ণনাকারী মাতরূক। আরও একজন বর্ণনাকারী "যায়দ আল আম্মি" নামের বর্ণনাকারী হাদীস জাল করত। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৫৫৭৫, ১২/১৫২ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

নিহায়াহ্ গ্রন্থ থেকে আরো বুঝা যায় যে, নির্গত হওয়ার মূলেই الفأل শব্দটি 'আম আর الطيرة শব্দটি খাস। কতক ব্যবহারের একটি অপরটির সমার্থবোধক। হাদীসসমূহ থেকে, বুঝা যায় যে, الفأل থেকে الطيرة শব্দটি 'আম। যেমন নাবী ﷺ-এর কথায় বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, «لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ» কোন কুলক্ষণ বা অশুভ লক্ষণ নেই আর তার উত্তম হলো الفأل বা শুভ লক্ষণ।

'আরবের অধিবাসীদের এ অভ্যাস ছিল যে, তারা যখন কোন কাজের জন্য ভ্রমণের ইচ্ছা করত তখন গাছের উপর থেকে কোন পাখিকে উড়াত, যদি পাখিটি ডানদিকে যেত তখন যাত্রা শুভ বলে মনে করত এবং ভ্রমণের জন্য বের হয়ে যেত। আর যদি পাখিটি বাম দিকে উড়ে যেত তাহলে এ ভ্রমণ বা যাত্রাকে অকল্যাণ বা অশুভ বলে মনে করত এবং যাত্রা থেকে বিরত থাকত।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : الفأل এবং الطيرة-এর মাঝে পার্থক্য বুঝা যায়, আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত একটি মারফূ' হাদীসে «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ" قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: "كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ» রোগে সংক্রামিত হওয়া বলতে কিছুই নেই, কোন কিছুতে অশুভ নেই। তবে اَلْفَأْلُ আমার ভালো লাগে। সহাবীগণ বললেন, الفأل কি জিনিস? তিনি (ﷺ) বললেন, "ভালো কথা"। আমি বলি, এটি কতই না চমৎকার কথা যে, 'আমভাবে الطيرة-কে নিষেধ করা হয় তবে তার দুই প্রকারের এক প্রকারকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হল। (আর এক প্রকার বৈধ) তা হল- ভালো কথা বলা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٥٧٦ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ» قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৫৭৬-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : কোন কিছুকে অশুভ গণ্য করো না। অবশ্য কিছু শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা উত্তম। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : শুভ লক্ষণ কী? তিনি (ﷺ) বললেন : তোমাদের কারো পক্ষে কোন ভালো কথা, যা সে শুনতে পায়। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৯৬]

ব্যাখ্যা : (لَا طِيَرَةَ) জাহিলী যুগের লোকেরা কোন সফরে বা প্রয়োজনে বের হওয়ার পূর্বে পাখি উড়াত। পাখি যদি উড়ে ডান দিক দিয়ে যেত তবে তারা এটাকে বারাকাত মনে করত। তখন তারা তাদের সফরে বা প্রয়োজনে বের হত। আর পাখি যদি উড়ে বাম দিকে যেত সেটাকে তারা অশুভ লক্ষণ মনে করত এবং তাদের সফর বা প্রয়োজন থেকে না বের হয়ে ফিরে আসত। আর এ কাজ তাদেরকে কল্যাণ থেকে অনেক সময় ধরে বিরত রাখত। এ কারণে শারী'আত এটা নিষেধ করেছে এবং তা বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। আর সংবাদ দিয়েছে যে, উপকার বা অপকার করার মতো কোন ক্ষমতাই তার নেই। আর এটাই হলো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী (لَا طِيَرَةَ)-এর অর্থ। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২২২৩)

---

[৪৯৬] সহীহ : বুখারী ৫৭৫৪, ৫৭৫৫; মুসলিম (২২২৩)-১১০, আহমাদ ৭৬১৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১২৪, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৭০৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৫০৩, বায়হাক্বী'র কুবরা ১৬৯৬০, শু'আবুল ঈমান ১১৬৮, আল জামি'উস্ সগীর ১৩৪৮৩, তিরমিযী ১৬১৫, সহীহুল জামি' ৭৫২৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৫৭৬, ইবনু মাজাহ ৩৫৩৭।

Scanned by CamScanner

(خَيْرُهَا الْفَأْلُ) অর্থাৎ ভালো কথা দ্বারা সুন্দর আচরণ বুঝানো হয়েছে। طَيْرٌ 'ত্বয়র' তথা পাখি থেকে এটা গ্রহণ করা হয়নি। সম্ভবত ব্যাখ্যাকার এ প্রশ্নটি দূর করার ইচ্ছা করে বলেছেন অর্থাৎ «الْفَأْلُ خَيْرٌ مِنَ الطِّيَرَةِ» শুভ লক্ষণ (ফাল) অশুভ লক্ষণ থেকে বহু উত্তম। এর অর্থ হলো الْفَأْلُ কল্যাণের সাথে সীমাবদ্ধ। যেমন الطِّيَرَةُ অকল্যাণের সাথে সীমাবদ্ধ। অতএব ধারাবাহিকতা এদিক থেকে যে, মধু সিরকা থেকে অধিক মিষ্টি। শীত গ্রীষ্ম থেকে অধিক ঠাণ্ডা।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (خَيْرُهَا) মুয়ান্নাস যমীরটা الطِّيَرَةِ-এর দিকে ফিরে। আর এখান থেকে জানা যায় যে, তাতে কোন কল্যাণ নেই। এটা মহান আল্লাহর বাণীর মতই- ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾ "সেদিন জান্নাতবাসীগণ থাকবেন উত্তম আবাসস্থলে"– (সূরাহ্ আল ফুরক্বান ২৫ : ২৪)। অথবা এটা তাদের কথার মতই «الصَّيْفُ أَحَرُّ مِنَ الشِّتَاءِ» তথা গ্রীষ্ম শীত থেকে বেশি গরম। এখানে যেমন শীতের মধ্যে কোন গরম নেই ঠিক তেমনি হাদীসের শব্দ «لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ» এখানেও طِيَرَةَ-এর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, বরং কল্যাণ সবটুকুই রয়েছে الْفَأْلُ-এর মধ্যে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ) সেই কথাটি কেউ ভালো মনে করে শুনে। যেমন হারানো জিনিসের মালিক বলল, হে প্রাপ্ত ব্যক্তি। যেমন- ব্যবসায়ী বলর, হে খাবার বিক্রেতা। মুসাফির বলল, হে নিরাপদ ব্যক্তি..... ইত্যাদি।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : الْفَأْلُ-কে অনুমোদন দেয়া ও طِيَرَةَ-কে নিষেধ করার কারণ হলো যখন কোন ব্যক্তি কোন জিনিস দেখে সেটাকে ভালো মনে করল আর তার প্রয়োজন পূরণের জন্য তাকে উৎসাহিত করল। অতএব তার উচিত হলো ঐ কাজটা করে ফেলা। আর এর পরে যদি সে কোন ক্ষতিকর জিনিস দেখল, আর তার প্রয়োজন পূরণে তাকে বিরত রাখল, তাহলে তা গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ হবে না। বরং সে তার পথে বেরিয়ে পড়বে। যদি ওটাকে অশুভ মনে করে যাত্রা বন্ধ করে দেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা الطِّيَرَةُ বলে গণ্য হবে। কারণ সে অশুভ লক্ষণ হিসেবে সেটাকে গণ্য করেছে।

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ "তোমাদেরকে অশুভ লক্ষণ মনে করি" – (সূরাহ্ ইয়াসীন ৩৬ : ১৮)। তিনি আরো বলেন, ﴿طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾ অর্থাৎ "তোমাদের অশুভ লক্ষণ গ্রহণের কারণে"– (সূরাহ্ ইয়াসীন ৩৬ : ১৯)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٧٧–[٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِرَّ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৫৭৭-[২] উক্ত রাবী (হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রোগের সংক্রমণ বলতে কিছুই নেই, কোন কিছুতে অশুভ নেই। প্যাঁচার মধ্যে কু-লক্ষণ নেই এবং সফর মাসেও কোন অশুভ নেই। তবে কুষ্ঠরোগী হতে পলায়ন করো, যেমন- তুমি বাঘ হতে পালিয়ে থাকো। (বুখারী)[৪৯৭]

ব্যাখ্যা : (لَا عَدْوٰى) 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : الْعَدْوٰى বলা হয়, একজনের রোগ অন্যজনের দিকে অনুপ্রবেশ করাকে। ডাক্তারদেরও এ বিশ্বাস যে, সাত প্রকারের রোগ একজন থেকে

---

[৪৯৭] সহীহ : বুখারী ৫৭০৭, আল জামি'উস্ সগীর ১৩৪৮৭, সহীহুল জামি' ৭৫৬০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৮২, ৭৮৩; আহমাদ ৯৭২২, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৪৫৪৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৫০৮।

Scanned by CamScanner

অন্যজনের মাঝে অনুপ্রবেশ করে। তা হলো اَلْجُذَامُ (কুষ্ঠ রোগ), اَلْجَرَبُ (খুজলী), اَلْجُدَرِيُّ (মহামারী, বসন্ত), اَلْحَصْبَةُ (প্লেগ, মহামারী), اَلْبَخْرُ (জ্বর), اَلرَّمَدُ (চোখ উঠা)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

শেষাংশে বলা হয়েছে, (وفر من الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ) "আর তুমি পলায়ন কর কুষ্ঠ রোগ হতে, যেমন তুমি বাঘ হতে পলায়ন করে থাক"।

অন্য এক বর্ণনায় মা 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, «لا عدوى إذا رايت المجذوم ففِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ» ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ বলতে কিছু নেই তবে তুমি যখন কুষ্ঠরোগী দেখবে তখন তুমি পালায়ন কর, যেমন তুমি বাঘ হতে পলায়ন কর। সহীহ মুসলিমে এসেছে, সাক্বীফ গোত্রে এক কুষ্ঠ ব্যক্তি রোগী ছিল, তার কাছে রসূলুল্লাহ (ﷺ) লোক পাঠিয়ে বললেন, আমরা তোমার বায়'আত নিয়েছি, সুতরাং তুমি ফিরে যাও। নাবী (ﷺ) কুষ্ঠরোগীর সাথে বসে খেয়েছেন আর বলেছেন, আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করছি এবং তার ওপরই ভরসা করছি। 'উমার (রাঃ) ও সহাবীদের একদল কুষ্ঠরোগীর সাথে খাওয়া যায় এমন মত পোষণ করেছেন এবং তারা মনে করেন যে, কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকার নির্দেশ মানসূখ হয়ে গেছে। তবে সঠিক কথা হলো এটি রহিত হয়নি। বরং উচিত হলো উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকার ও পলায়ন করার হাদীস হলো মুস্তাহাব ও সতর্কতামূলক। আর তার সাথে বসে খাওয়ার হাদীস হলো জায়িযের প্রমাণ।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন : (لَا عَدْوٰى) কোন ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ নেই। তিনি (ﷺ) প্রশ্নের জবাবে আরো বলেন, فمن أعدى الأول؟ অর্থাৎ তবে প্রথমজনকে কে রোগ অনুপ্রবেশ করাল? এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে, সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ নেই তবে রসূল (ﷺ)-এর বাণী (وفر من الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ) থেকে বুঝা যাচ্ছে সংক্রামক রোগ আছে, এ দুই হাদীসের সমন্বয় করা হয়েছে কয়েকভাবে-

প্রথমটি হলো : একজনের রোগ অন্যজনের শরীরে অনুপ্রবেশ করাকে একেবারে নিষেধ করা হয়েছে। আর কুষ্ঠরোগী থেকে পলায়ন করার নির্দেশ সাধারণত কুষ্ঠরোগীর ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য। কেননা একজন সুস্থ শরীর সম্পন্ন ব্যক্তি যখন এ বিপদ দেখে তখন সে এটাকে বড় করে দেখে এবং তার আফসোস্ বৃদ্ধি পায়। যেমন- হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, «لا تديموا النظر إلى المجذومين» তোমরা সর্বদা কুষ্ঠরোগীর দিকে নযর দিবে না। সম্ভবত এখানে এ অর্থই নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়টি হলো : ভিন্ন দু'টি অবস্থার ক্ষেত্রে হ্যাঁ-বোধক ও না-বোধক সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন- এসেছে (لَا عَدْوٰى)-এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যার দৃঢ় বিশ্বাস ও সঠিক তাওয়াক্কুল রয়েছে। যেমন- ব্যক্তি নিজ থেকে عَدْوٰى-এর বিশ্বাসকে প্রতিহত করতে পারে। যেমনিভাবে সে ঐ কুলক্ষণকে প্রতিহত করতে সক্ষম যা সকল মানুষের অন্তরে জাগ্রত হয়। তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস তাতে প্রভাবিত হয় না। এটি তার স্বভাবগত প্রকৃতির শক্তির মতো যা ঐ সকল বিষয়কে প্রতিহত করে। সুতরাং তা বাতিল করেছে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সম্ভবত জাবির (রাঃ)-এর হাদীসটি ব্যবহৃত হয়েছে- তা হলো, একই পাত্রে কুষ্ঠরোগীর সাথে খাওয়া-দাওয়া করা এবং এ জাতীয় কাজ করা, আর হাদীসে বর্ণিত «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ» এটি মূলত দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তির জন্য। যার সেই পরিমাণ তাওয়াক্কুল নেই যা দিয়ে সে عَدْوٰى-এর বিশ্বাসকে প্রতিহত করতে পারে। অতএব এটি দিয়ে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে عَدْوٰى-এর দরজাকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যাতে করে হ্যাঁ-বোধকের জন্য সরাসরি কারণ হয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

তৃতীয়টি হলো : কর্মপদ্ধতি সমূহ– ক্বাযী আবূ বাক্‌র বাক্বিল্লানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : جذام তথা কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রে عَدْوٰى তথা একজনের রোগ অন্যজনের শরীরে অনুপ্রবেশ করা প্রমাণিত। যেমন- সাধারণভাবে عَدْوٰى-কে নিষেধ করা হতে খাস বা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বলেন, সুতরাং তার কথার অর্থ হলো (لَا عَدْوٰى) অর্থাৎ একজনের রোগ অন্যজনের শরীরে অনুপ্রবেশ করতে পারে না তবে কুষ্ঠরোগ, শ্বেতরোগ এবং পাঁচড়া রোগ ব্যতীত।

চতুর্থটি হলো : কুষ্ঠরোগী থেকে পলায়ন করার নির্দেশ عَدْوٰى-এর দৃষ্টিকোণ থেকে না বরং অভ্যাসগত দিক থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা হলো রোগ এক শরীর থেকে অন্য শরীরে পোশাক, একত্রে মিলিত হওয়া এবং ঘ্রাণ নেয়া থেকে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে অত্যধিক মিলিত হওয়ার ফলে অনেক রোগ অসুস্থ ব্যক্তির শরীর থেকে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে অনুপ্রবেশ করে। এটি ইবনু কুতায়বাহ্-এর পদ্ধতি। তিনি বলেন, কুষ্ঠরোগীর বেজায় গন্ধ থেকে যারা তার সাথে দীর্ঘ সময় উঠা-বসা করে, কথা-বার্তা বলে এবং তার সাথে ঘুমায় সে ব্যক্তিও আক্রান্ত হয়। অনুরূপভাবে পুরুষের থেকে অনেক মহিলা আক্রান্ত হয়, আবার এর বিপরীতও হয় এবং তার সন্তানও আক্রান্ত হয়। আর এ কারণেই ডাক্তারগণ مَجْذُوم থেকে দূরে থাকতে বলেন : এটি عَدْوٰى-এর কারণে না বরং গন্ধ প্রভাব ফেলে যে কারণে। এ কারণে নাবী ﷺ-ও বলেছেন «لا يورد ممرض على مصح» অসুস্থ ব্যক্তি কোন সুস্থ ব্যক্তির নিকট গমন করবে না।

পঞ্চমটি হলো : عَدْوٰى-কে নিষেধ করার উদ্দেশ্য হলো কোন জিনিস নিজের থেকে অন্যকে সংক্রামিত করতে পারে না, এ ক্ষমতা তার নেই। যেমনটি বিশ্বাস করত জাহিলী যুগের লোকেরা। তাদের বিশ্বাস ছিল, রোগ নিজ থেকে অন্যের দেহে অনুপ্রবেশ করার ক্ষমতা রাখে। তারা আল্লাহর সাথে রোগকে সম্পর্কিত করত না। নাবী ﷺ তাদের সেই বিশ্বাস বাতিল ঘোষণা করেন। এ কারণে তিনি مَجْذُوم তথা কুষ্ঠরোগীর সাথে বসে খেয়েছেন এটা দেখানোর জন্য যে আল্লাহই অসুস্থ করেন আবার তিনিই আরোগ্য দান করেন। তিনি কুষ্ঠরোগীর নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন তাদেরকে এটা বর্ণনা করার জন্য যে, এটা একটা উপকরণ, যা কারও ওপর প্রভাব খাটাতে পারে। নিষেধটা প্রমাণ করে যে, উপকরণ সত্য। আর তার করাটা প্রমাণ করে যে, তা সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ যাকে চান সুস্থ রাখেন আর যাকে চান তার ওপর উপকরণ প্রভাব ফেলে।

ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ)-এর কথা বর্ণনা করার পর ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কুষ্ঠরোগ ও ধবল রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ বিশ্বাস করেন যে, এটি স্বামী-স্ত্রীকে বেশি সংক্রমিক করে (একজনের থেকে অন্যজনের শরীরে অনুপ্রবেশ করে)।

এটা এমন রোগ যা সহবাস করতে বাধা দেয়। একজনের শরীরে এটা হলে সহবাসের কারণে অন্যজনের ও আক্রমণ করে। কোন স্ত্রী এ রোগে আক্রান্ত হলে তার সাথে সহবাস করলে তার স্বামীও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কোন পিতা-মাতা যদি কুষ্ঠ বা ধবল রোগে আক্রান্ত থাকে তবে তাদের সন্তানরা খুবই কম ভালো থাকে। যদিও তারা ভালো থাকে তবে তাদের বংশধরগণের মধ্যে কেউ আক্রান্ত হবে।

ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নাবী ﷺ বলেছেন, (لَا عَدْوٰى) এটি ছিল মূলত জাহিলী যুগে তাদের বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে। তারা কাজটাকে গায়রুল্লার দিকে সম্পৃক্ত করত। অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে অসুস্থ ব্যক্তির সাথে মিলিত হওয়ার কারণে আক্রান্ত করেন। এ কারণেই হাদীসে এসেছে, নাবী ﷺ বলেন : «لا يورد ممرض على مصح» «فر من المجذوم فرارك من الأسد»। প্লেগ (মহামারির) ক্ষেত্রে এসেছে, «من سمع به بأرض فلا يقدم عليه» যে ব্যক্তি কোন স্থানে ঐ রোগের খবর পাবে যে, তারা তাতে আক্রান্ত

Scanned by CamScanner

সেভাবে গমন করবে না। আর এসবই আল্লাহর নির্ধারিত তাক্বদীর অনুযায়ী। দুই হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ইবনুস্ সলাহ্-ও এই মতের অনুসরণ করেছেন। আর তার পরবর্তীগণ ও তার পূর্বের এক দলও। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৭০৭)

«وَلَا هَامَةَ» এটি এক প্রকার পাখি যাকে মানুষ অশুভ মনে করে। এটি একটি বড় পাখি। দিনের বেলায় তার চোখ দুর্বল থাকে। এ পাখি রাতের বেলায় উড়ে বেড়ায় এবং ভালো দেখে। ধ্বংস স্তূপে এ পাখি থাকে। তাকে পেঁচা বা পেচকও বলা হয়।

জাহিলী যুগে 'আরবদের এ বিশ্বাস ছিল যে, মৃতের হাড্ডি পঁচে গলে তা থেকে هَامَةَ বা প্যাঁচার জন্ম হত। আর সে তখন কবর থেকে বেরিয়ে পড়ত এবং ঘোরাঘুরি করত। আর পরিবারের খবর নেয়ার জন্য আসত। এও বলা হয়, জাহিলী যুগে এটিও বিশ্বাস ছিল যে, নিহত ব্যক্তির আত্মা থেকে هَامَةَ বা একটি পাখি জন্ম নেয়, যে বলতে থাকে, আমাকে পানি পান করাও, আমাকে পানি পান করাও। আর যখন তার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়, তখন সে উড়ে যায়। ফলে নাবী ﷺ এ বিশ্বাসকে বাতিল ঘোষণা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সুনানে বর্ণিত, বাকিয়্যাহ্ বলেন : আমি মুহাম্মাদ ইবনু রশীদ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রসূলের কথা «لَا هَامَةَ» সম্পর্কে। অতঃপর তিনি বলেন, জাহিলী যুগে তাঁরা বলত, কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পর তাকে দাফন করা হলে তার ক্ববর থেকে একটি هَامَةَ বা প্যাঁচা বের হয়।

'আরবরা এটাকে অশুভ বলেন : জাহিলী যুগে এটি কারো আঙ্গিনায় পতিত হলে সে ব্যক্তি তার নিজের অথবা পরিবারের কারো মৃত্যু সংবাদ মনে করত। এটি হলো মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ)-এর তাফসীর। আর তাদের দ্বিতীয় কথা হলো 'আরবরা এটাকে মৃত্যুর হাড় মনে করত। বলা হতো যে, তার আত্মা বের হলে প্যাঁচা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এটিই হলো অধিকাংশ 'উলামার মত এবং এটিই প্রসিদ্ধ মত। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

«وَلَا صَفَرَ» ব্যাখ্যাকার বলেন : জাহিলী যুগে 'আরবদের 'আক্বীদাহ্ ছিল এই যে, এটি হলো পেটের একটি সাপ অথবা কীট যা ক্ষুধার সময় মানুষকে দংশন করতে থাকে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সুনান গ্রন্থে বলেন, বাক্বিয়্যাহ্ বলেন : আমি মুহাম্মাদ ইবনু রশীদকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সফর মাস আগমনকে তারা (জাহিলী যুগের 'আরবরা) কুলক্ষণ মনে করত। তাই নাবী ﷺ বলেন, «لَا صَفَرَ»। তিনি বলেন, আমি কাউকে বলতে শুনেছি যে, এটি হলো পেটের ব্যথা, যেটাকে তারা অন্যের শরীরে অনুপ্রবেশ করে বলে বিশ্বাস করত।

ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম মালিক (রহিমাহুমাল্লাহ) বলেন : জাহিলী যুগে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য সফর মাসকে হালাল করত আবার হারামও করত। সেজন্য নাবী ﷺ বলেন, «لَا صَفَرَ»।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বলা হয়ে থাকে যে, 'আরবদের বিশ্বাস ছিল পেটের ভিতর এক ধরনের প্রাণী হত, ফলে ক্ষুধার সময় দারুণ যন্ত্রণা করত, এমনকি ঐ ব্যক্তিকে মেরে ফেলত। আর তাদের বিশ্বাস ছিল এই যে, পাঁচড়া থেকে সংক্রামক ছড়িয়ে পড়ে। এ তাফসীরটি সহীহ।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : «لَا صَفَرَ» বলতে তাদের ভুল ধারণাসমূহ যেমন এ মাসে বেশি বেশি বিপর্যয় ও বিপদ হয়, সম্ভবত তা খণ্ডন করা হয়েছে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

Scanned by CamScanner

٤٥٧٨ - [٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدْوٰى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ». فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ لَكَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৫৭৮-[৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রোগে সংক্রামিত কিছু নেই। প্যাঁচার মধ্যে কুলক্ষণের কিছু নেই এবং সফর মাসেও অশুভ নেই। তখন এক বেদুঈন বলে উঠল : হে আল্লাহর রসূল! তাহলে উটের এ দশা কেন হয় যে উটের পাল ময়দানের হরিণের মতো বিচরণ করে, এমতাবস্থায় তাদের সাথে চর্ম রোগাক্রান্ত একটি উট এসে মিশে তাদেরকেও চর্মরোগী বানিয়ে দিলো। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আচ্ছা, তাহলে প্রথম উটটির চর্মরোগ কোথা হতে এসেছিল? (বুখারী)[৪৯৮]

ব্যাখ্যা : (وَلَا صفر) সফর মাসকে কেন্দ্র করে তাদের বিশ্বাসকে নাকোচ করা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস ছিল এই যে, এটি পেটের এমন এক রোগ যা সংক্রামিত করে। অথবা পেটের এক প্রকার সাপ যা মানুষকে সংক্রামিত করে। অথবা এটি দ্বারা সফর মাসকে বুঝাত, তবে তাদের বিশ্বাস ছিল সফর মাসে কুলক্ষণ আগমন করে। অথবা এটি ক্ষুধার কারণে পেটের মধ্যের একটি রোগ। অথবা এটি এমন পানির সমাবেশ যেখান থেকে পানি চাওয়া হয়।

(كَأَنَّهَا الظباء) অর্থাৎ অসুখ থেকে নিরাপদ, সবল এবং কর্মচঞ্চলতার দিক থেকে সে যেন হরিণের মতো। এটা বলার কারণ হলো যখন সে মাটিতে থাকে তখন মাঝে মাঝে সেখান থেকে কিছু অংশ সাথে নিয়ে উঠে। (اَلْبَعِير الأجرب) যে উটের শরীরে পাঁচড়া অথবা চুলকানি থাকে। (‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯০৭)

«فَمَن أعدى الأول» অর্থাৎ যদি তার পাঁচড়া রোগটি সংক্রামকের কারণে হয়ে থাকে তবে প্রথমটিকে কে সংক্রামিত করেছে? এর অর্থ হলো তবে কে তার সাথে পাঁচড়া রোগটি যুক্ত করে ছিল? প্রথম ও শেষ সকলকে মহান আল্লাহর দিকে তথা তাঁর ফায়সালার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

‘আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তবে এ রোগটি কে নিয়ে আসলো? বাহ্যিকভাবে বলা যায় যে, প্রথমটিকে কিসে সংক্রামিত করল? যেন সে জবাবে বলে, আল্লাহ তা‘আলা। অর্থাৎ মহান আল্লাহই সংক্রামিত করেন অন্য কেউ সংক্রামিত করতে পারে না। তিনি সমস্যার কারণে সংক্রামকের উল্লেখ করেছেন। যেমন তার কথা, «كَمَا تَدِينُ تُدَانُ» যেমন কর্ম তেমন ফল অর্থাৎ- ঐ সমস্যা কে দিয়েছেন? (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٧٩ - [٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدْوٰى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৫৭৯-[৪] উক্ত রাবী (হুরায়রাহ্ রাঃ হতে) বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রোগের সংক্রামক বলতে কিছুই নেই। প্যাঁচার মধ্যে কুলক্ষণের কিছুই নেই। তারকার (উদয় বা অস্ত যাওয়ার) দরুন বৃষ্টি হওয়া ভিত্তিহীন এবং সফর মাসে অশুভ নেই। (মুসলিম)[৪৯৯]

---

৪৯৮ সহীহ : বুখারী ৫৭৭০, মুসলিম (২২২০)-১০১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১১৬, ‘নাসায়ী’র কুবরা ৭৫৯১, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্‌যাক্ব ১৯৫০৭, আহমাদ ৭৬২০, ‘বায়হাক্বী’র কুবরা ১৪৬২২, আবূ দাউদ ৩৯১১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৮২, ৯৭১, আল জামি‘উস্ সগীর ৭৬৭৯, সহীহুল জামি‘ ৪২৬০, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/২৫০, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ৪৬১৪, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১৫৯৯।

৪৯৯ সহীহ : মুসলিম (২২২০)-১০৬, আবূ ইয়া‘লা ৬৫০৮, আবূ দাউদ ৩৯১২, তাখরীজুস্ সুন্নাহ্ ২৭৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৩৩, আহমাদ ৯১৬৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (وَلَا نَوْءَ) অর্থাৎ বিশেষ কোন তারকার উদয় হওয়া আর তার বিপরীতে কোন তারকার অস্ত যাওয়া। এর একটি তারকা পূর্বদিগন্তে থাকে আর অপরটি থাকে পশ্চিম দিগন্তে। জাহিলী যুগের লোকেদের বিশ্বাস ছিল, বিশেষ কোন তারকা উদিত হলে বৃষ্টি হবে এবং বৃষ্টি হওয়ার নিশ্চয়তা ঐ তারকার সাথেই সংযুক্ত। সুতরাং নাবী ﷺ নাকোচ করেছেন।

ব্যাখ্যাকার বলেন : সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার সাথে সাথে চাঁদের কক্ষপথ থেকে একটি তারকা পড়ে যাওয়াকে اَلنَّوْءَ বলা হয়। আর তা হচ্ছে, আঠাশ (২৮) টি তারকা। সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার সাথে সাথে পশ্চিম দিগন্ত থেকে একটি করে তারকা পড়ে যায়। আর একই সময়ে পূর্ব দিগন্ত তার পরিবর্তে অন্য একটি তারকা উদয় হয়।

'নিহায়াহ্' গ্রন্থে আছে, اَلنَّوْءَ বলা হয় চাদের পরিভ্রমণের কক্ষপথকে। 'আরবদের 'আক্বীদাহ্ ছিল, প্রতিটি نَوْءَ তথা বৃষ্টির পূর্বলক্ষণ প্রদর্শনকারী তারকা বৃষ্টি দিবে এবং তার সাথেই তারা বৃষ্টি হওয়ার গ্যারান্টি সংযুক্ত করতো। তারা বলত «مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا» অর্থাৎ আমরা অমুক তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি পেয়েছি।

نَوْءَ হিংসেবে তাদের নামকরণের কারণ হলো পশ্চিম দিগন্তে যখন কোন তারকা ডুবে গেল তখনই পূর্ব দিগন্তে অন্য একটি তারকা উদিত হল। আবার বলা হয়ে থাকে, نَوْءَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ডুবে যাওয়া এটি বিপরীতভাবে হবে।

আবূ 'উবায়দ বলেন : نَوْءَ যে ডুবে যাওয়া এটি তিনি এ জায়গায় ব্যতীত আর শোনেননি। نَوْءَ-এর ব্যাপারে নাবী ﷺ কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। এর কারণ হলো আরবরা বৃষ্টি হওয়াকে نَوْءَ-এর সাথে সম্পৃক্ত করত। আর যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস রাখে যে, বৃষ্টি আল্লাহর কাজের একটি তথা আল্লাহর নির্দেশেই দূর হয়ে থাকে। আর তার কথার দ্বারা এ উদ্দেশ্য নেয় যে, «مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا» অর্থাৎ অমুক সময়ে আমরা বৃষ্টি লাভ করব। আর তা হলো তা অমুক তারকার সময়কালে। তাহলে সেটি বৈধ হবে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ নিয়ম চালু করে দিয়েছেন যে, এই এই সময়ে বৃষ্টি আসবে। এটি 'আল্লামাহ্ ত্বীবী উল্লেখ করেছেন।

আর বাহ্যিকভাবে বুঝা যাচ্ছে نَوْءَ-কে স্বাভাবিকভাবে নিষেধ করার কারণ হলো তাদের ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ্। কারণ এ ব্যাপারে এমন কিছু বর্ণিত হয়নি যা প্রমাণ করে এটি জায়িযও আছে। মোটকথা এ হাদীসটির অর্থ হবে এরূপ, তোমরা বলবে না, «مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا» বরং তোমরা বলবে, «مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ تَعَالٰى» আমরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহের মাধ্যমে বৃষ্টি পেয়েছি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٨٠ - [٥] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا عَدْوٰى وَلَا صَفَرَ وَلَا غُوْلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৫৮০-[৫] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, রোগে ছোঁয়াচে লাগা, সফর মাস অশুভ হওয়া বা ভূত-প্রেতের ধারণার কোন অস্তিত্ব নেই। (মুসলিম)[৫০০]

ব্যাখ্যা : (وَلَا غُوْلَ) জামহূর 'উলামা বলেন : 'আরবদের বিশ্বাস ছিল যে, এক শ্রেণীর জিন্-শায়ত্বন মাঠে ময়দানে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে কোন পথিকের উপর সওয়ার হয় (ভর করে), ফলে সে পথহারা অবস্থায় এদিক-সেদিক ঘুরতে থাকে। অবশেষে তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে। নাবী ﷺ এ ধারণাটিকে বাতিল বলেছেন। অন্যরা বলেছেন, হাদীসে কিন্তু এদের অস্তিত্বের অস্বীকার করা হয়নি। এ হাদীসে কেবল 'আরবদের ভ্রান্ত ধারণা জিন্-শায়ত্বন বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে এ ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

---

[৫০০] সহীহ : মুসলিম (২২২২)-১০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১২৮, আহমাদ ১৫১০৩।

Scanned by CamScanner

কেননা হাদীসে এসেছে, «إِذَا تَغَوَّلَتِ الْغِيلَانُ فَبَادِرُوا بِالْأَذَانِ» অর্থাৎ যখন তোমাকে ভূত-প্রেত রাস্তাচ্যুত করে দেয় তাহলে তুমি আযানের প্রতি অগ্রসর হও। অর্থাৎ আযান দিতে থাকে। যাতে তার ক্ষতি হতে মুক্তি লাভ করতে পার। এ হাদীস থেকে তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

(শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২২২২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٨١ - [٦] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৫৮১-[৬] ‘আম্‌র ইবনু শারীদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সাক্বীফ দলের মধ্যে একজন কুষ্ঠরোগী ছিল। তখন নাবী ﷺ তার কাছে লোক পাঠিয়ে এ সংবাদ জানিয়ে দিলেন যে, আমি অবশ্যই তোমার বায়‘আত নিয়েছি (বায়‘আত করার প্রয়োজন নেই)। সুতরাং তুমি চলে যাও।

(মুসলিম)[৫০১]

ব্যাখ্যা : সহীহুল বুখারীতে অন্য একটি হাদীসে এসেছে, «وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ» তুমি কুষ্ঠরোগী থেকে পলায়ন কর যেভাবে তুমি বাঘ থেকে পালাও। «لاعدوى» “কোন সংক্রামক রোগ নেই” অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এটি «لايورد مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» এর বিপরীত নয়।

ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কুষ্ঠরোগীর ঘটনায় বিভিন্ন আসার (সহাবীগণের বর্ণনা) এসেছে। আর উল্লেখিত হাদীস দু'টি প্রমাণিত হয়েছে। আর জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ কুষ্ঠ রোগীর সাথে খেয়েছেন। আর তাকে বলেছিলেন, তুমিও খাও আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রেখে এবং তারই ওপর তাওয়াক্কুল কর।

মা ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : আমার মুক্ত দাসী আমার সাথে আমার প্লেটে খেত আমার পাত্রে পান করত এবং আমার বিছানায় ঘুমাত।

ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য সালাফ বলেন, কুষ্ঠরোগীর সাথে খাওয়া যায়। আর তারা মনে করেন তাকে এড়িয়ে চলার নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। সহীহ কথা হলো, সেটি অধিকাংশের বক্তব্য আর তা হলো এটি রহিত হয়ে যায়নি। বরং উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় দরকার। কুষ্ঠরোগী থেকে পালানোর নির্দেশ ও তার থেকে দূরে থাকার নির্দেশ সতর্কতামূলক মুস্তাহাব এটা ওয়াজিব নয়। আর তার সাথে খাওরা এটি জায়িয বর্ণনা করার জন্য। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন : কতক ‘উলামা বলেন, এ হাদীসটি এবং এ জাতীয় আরো হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, যদি কোন মহিলার স্বামীর কুষ্ঠরোগ হয় তবে তার বিবাহ ঠিক রাখা না রাখার ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা আছে। ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তারা বলেছেন, তাকে মাসজিদে যেতে বাধা দেয়া হবে এবং মানুষের সাথে মিশতেও বাধা দেয়া হবে। মোট কথা বেশি লোকের সমাবেশে তারা অপছন্দ করে তবে তার যোগদান ঠিক নয়। আর জুমু‘আর সলাতের জন্য মাসজিদে যেতে তাকে নিষেধ করা যাবে না।

(শারহুন্ নাবাবী ১৪, হাঃ ২২৩১)

---

[৫০১] **সহীহ :** মুসলিম (২২৩১)-১২৬, নাসায়ী ৪১৮২, ইবনু মাজাহ ৩৪৫৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৯৬৮, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬৪০৬, আহমাদ ১৯৪৭৪, শু‘আবুল ঈমান ১৩৫৭, ‘নাসায়ী’র কুবরা ৮৭১৫, ‘বায়হাক্বী’র কুবরা ১৪৬৩৩, আস্ সুনানুস্ সুগরা ২৬৩২।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٥٨٢ -[٧] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ وَكَانَ يُحِبُّ الِاسْمَ الْحَسَنَ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

৪৫৮২-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ শুভ লক্ষণ গ্রহণ করতেন। আর কোন কিছু হতে অশুভ ধারণা গ্রহণ করতেন না এবং তিনি ভালো নামকে পছন্দ করতেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৫০২]

ব্যাখ্যা : (يَتَفَاءَلُ) অর্থাৎ তিনি শুভ লক্ষণ অনুসন্ধান করতেন এবং তার অনুসরণ করতেন।

(وَكَانَ يُحِبُّ الِاسْمَ الْحَسَنَ) অর্থাৎ তার দ্বারা তিনি শুভ লক্ষণ গ্রহণ করতেন। এখান থেকে বুঝা যায় যে, তিনি (ﷺ) খারাপ নাম অপছন্দ করতেন এবং তাকে অশুভ লক্ষণ মনে করতেন। এটি তার ঐ 'আম কথার মতো নয় যে, (وَلَا يَتَطَيَّرُ) আর তিনি অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করতেন না। তবে হ্যাঁ তিনি খারাপ নামকে পরিবর্তন করে দিয়ে সুন্দর নাম রেখে দিতেন। যেমন বহু নামের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٨٣ -[٨] وَعَنْ قَطَنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ وَالطِّيَرَةُ مِنَ الْجِبْتِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৫৮৩-[৮] ক্বত্বান ইবনু ক্ববীসাহ্ رضي الله عنه তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ বলেছেন : (ভাগ্যের ভালো-মন্দ নির্ণয়ের জন্য) পাখি উড়ানো বা ঢিল ছোঁড়া বা কোন কিছুতে অশুভ লক্ষণ মান্য করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। (আবূ দাউদ)[৫০৩]

ব্যাখ্যা : (الْعِيَافَةُ) 'আইন' বর্ণে যের যোগে। (الْعِيَافَةُ) বলা হয়, কোন পাখিকে উড়িয়ে দেয়া, শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা ও তার নামের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা গ্রহণ করাকে। যেমন, শকুনের কারণে শাস্তির লক্ষণ মনে করা, কাকের কারণে নির্বাসনের লক্ষণ মনে করা এবং হুদহুদের কারণে হিদায়াতের লক্ষণ মনে করা। (الطِّيَرَةُ) ও উভয়টির মধ্যে পার্থক্য হলো (الطِّيَرَةُ)-এর ক্ষেত্রে কেবল পাখির দ্বারাই অশুভ লক্ষণ মনে করা হয়। আর (الْعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ)-এর ক্ষেত্রে শুধু পাখি নয়, বরং বিভিন্ন প্রাণী ও অন্যান্য জিনিসের মাধ্যমেও অশুভ লক্ষণ গণনা করা হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫০২] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩২৫৪, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১১১৩০, আল জামি'উস্ সগীর ৯০৩৫, সহীহুল জামি' ৪৯০৪, আহমাদ ২৩২৮।

[৫০৩] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৩৯০৭, গয়াতুল মারাম ৩০১, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৭৯৪, আল জামি'উস্ সগীর ৮৩৩৬, য'ঈফুল জামি' ৩৯০০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৫০২, আহমাদ ১৫৯১৫, ইবনু হিব্বান ৬১৩১, 'নাসায়ী'র কুবরা ১১১০৮, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৫৩৩০, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৬৯৫৭।

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, হাদীসটির সানাদে "হাইয়্যান আবুল আ'লা" নামক বর্ণনাকারীকে নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তার নাম হাইয়্যান। কেউ বলেন, হায়্যান আবুল আ'লা; কেউ বলেন, হাইয়্যান ইবনু 'উমায়র; অন্যরা বলেন, হিব্বান ইবনু মুখারিক্ব– এত উলটপালট হওয়ায় বুঝা যাচ্ছে রাবী সংরক্ষিত নয়। এটিই প্রমাণ করে হাদীসটি য'ঈফ, বিস্তারিত দেখুন- গয়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদীসিল হালাল ওয়াল হারাম ৩০১ নং, ১৮৩-১৮৪ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

ইবনুল 'আসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (الْعِيَافَةُ) পাখি উড়ানো, তার নাম দ্বারা তার শব্দ দ্বারা এবং তার অতিক্রম করার দ্বারা শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা। আর এটি 'আরবদের অভ্যাসে প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হতো। এতে তাদের কবিতায় বেশি দেখা যেত। বানূ আসাদ দলের লোকেরা (الْعِيَافَةُ)-কে এভাবেই বর্ণনা করত।

(الطَّرْقُ) 'ত্ব' বর্ণে যবর ও 'র' বর্ণে সাকিন যোগে। তা হলো সেই কংকর নিক্ষেপ যা মহিলারা করে থাকে। বলা হয়, তা হলো বালুর অংশ। নিহায়াহ্ গ্রন্থে এভাবেই এসেছে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯০৩)

٤٥٨٤ -[٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ» قَالَهُ ثَلَاثًا وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلٰكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

وَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ: «وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلٰكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ». هٰذَا عِنْدِي قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ

৪৫৮৪-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা শির্‌কী কাজ। এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। আর আমাদের মধ্যে কেউ নেই যার মনে অশুভ লক্ষণের ব্যাপারে উদ্রেক না হয়; কিন্তু আল্লাহর ওপরে পূর্ণ তাওয়াক্কুল বা ভরসা করলে তিনি তা দূরীভূত করে দেন। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)[৫০৪]

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি শুনেছি, ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : সুলায়মান ইবনু হারব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসের শেষাংশটি এটা আমার মতে ইবনু মাস্‌'উদ-এর নিজস্ব কথা।

ব্যাখ্যা : «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ» অর্থাৎ শির্‌ক হয় তাদের বিশ্বাসের কারণে, তাদের বিশ্বাস হলো নিশ্চয় অশুভ লক্ষণ তাদের জন্য উপকার নিয়ে আসে অথবা তাদের থেকে ক্ষতিকে দূরীভূত করে। এটাকে যখন তারা আবশ্যক ভেবে কাজ করে তখন এ ক্ষেত্রে তারা যেন আল্লাহর সাথে শারীক স্থাপন করে ফেলে। আর এটাকে গুপ্ত শির্‌ক বলে। আর যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছু স্বতন্ত্রভাবে উপকার নিয়ে আসতে পারে অথবা ক্ষতি সাধন করতে পারে তবে সে অবশ্যই প্রকাশ্য শির্‌ক করল।

ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটাকে কেবল শির্‌ক হিসেবেই নামকরণ করা হয়েছে। কেননা তারা অপছন্দনীয় বিষয় সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে অশুভ লক্ষণের বস্তুটিকে প্রভাবিতকরণ মনে করত। আর সঠিকভাবে কারণগুলো বিবেচনা করলে গোপন শির্‌ক হয়। সুতরাং এর সাথে যদি মূর্খতা ও খারাপ 'আক্বীদাহ্‌যুক্ত হয় তবে কেমন হবে?

(إِلَّا) অর্থাৎ অশুভ লক্ষণের দিক থেকে কিছু না কিছু ক্ষতি তার হয়। এর কারণ হলো আত্মা তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এখানে মুসতাসনাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে, কারণ তা উচ্চারণ করা অপছন্দনীয়।

'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অর্থাৎ অশুভ লক্ষণের দিক থেকে তার সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার কারণে। তিনি তার এ কথাকে পূর্ণ করাকে অপছন্দনীয় মনে করেছেন। এর কারণ হলো অপছন্দনীয়

[৫০৪] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৯১০, ইবনু মাজাহ ৩৫৩৮, তিরমিযী ১৬৭৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪৩০, গয়াতুল মারাম ৩০৩, আল জামি'উস্ সগীর ৭৪০৭, সহীহুল জামি' ৩৯৬০, আবূ ইয়া'লা ৫২১৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১২২, শু'আবুল ঈমান ১১৬৭, আল মুসতাদরাক ৪৩, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৬৯৫৯।

Scanned by CamScanner

অবস্থা তার সাথে সংযুক্ত হচ্ছে। আর কথা বলার আদবের মধ্যে এটিও এক প্রকার যে, কথা বলার সময় খারাপ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে উচ্চারণ না করে শেষ করা, যেন সেটি নিজের জন্যও খারাপের দৃষ্টান্ত না হয়। ‘আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর অর্থ হলো যার (অন্তরে) অশুভ লক্ষণ এসে পড়ে। আর এ বিষয়ে তার অন্তরে অপছন্দ অগ্রবর্তী হয়েছে। কিন্তু কথাকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য তা বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং শ্রোতার বুঝের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

(وَمَا مِنَّا) থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত নাবী ﷺ-এর কথা নয়, এটা ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ (রাঃ)-এর কথা। আর এটিই সঠিক কথা। শায়খ ইয্যুদ্দীন ইবনু ‘আবদুস্ সালাম (রাঃ) বলেন, (الطيرة والتطير) এর মধ্যে পার্থক্য হলো التطير বলা হয় অন্তরে খারাপ ধারণা পোষণ করাকে। আর الطيرة বলা হয় খারাপ ধারণার উপর ভিত্তি করে কোন কাজ করাকে।

(بِالتَّوَكُّلِ) অর্থাৎ তার ওপর নির্ভর করার কারণে এবং মহান আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ত করার কারণে। মোটকথা হলো কুমন্ত্রণা থেকে শিক্ষার কিছু নেই। যখনই অসর্তকতা চলে আসে, সাথে সাথেই ফিরে আসা আবশ্যক। (‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯০৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৬১৪)

٤٥٨٥ -[١٠] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ: «كُلْ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৪৫৮৫-[১০] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ এক কুষ্ঠরোগীর হাত ধরে তাকে নিজের খাদ্যপাত্রে খাওয়ায় শারীক করে নিলেন, অতঃপর বললেন, তুমি খাও আল্লাহ তা‘আলার ওপরে পূর্ণ ভরসা এবং তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল সহকারে। (ইবনু মাজাহ)[৫০৫]

ব্যাখ্যা : (أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ) আরদাবীলী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ অথবা ‘উমার (রাঃ) যে কুষ্ঠরোগীর হাত ধরে প্লেটে বসান এবং এক সাথে খাবার খান তার নাম মু‘আয়ক্বীব ইবনু আবূ ফাত্বিমাহ্ আদ্ দাওসী।

(فِي الْقَصْعَةِ) এখানে দুই দিক থেকে তাওয়াক্কুলের চূড়ান্ত পর্যায় রয়েছে। প্রথমটি হলো তার হাত ধরা। আর দ্বিতীয় হলো তার সাথে খাওয়া।

আবূ যার (রাঃ) থেকে ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, তুমি কোন অসুস্থ ব্যক্তির সাথে খাবার খাও তোমার রবের প্রতি বিনয়ী ও ঈমান সহকারে।

(كُلْ ثِقَةً بِاللّٰهِ) অর্থাৎ তুমি আমার সাথে খাও, আমি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখেছি। অর্থাৎ তার প্রতি আমি নির্ভর করেছি এবং তার প্রতি সকল বিষয় সোপর্দ করেছি।

ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ কুষ্ঠরোগীর হাত ধরলেন এবং তাকে প্লেটে বসিয়ে তার সাথে খেলেন, এটা ঐ ব্যক্তির অধিকার যে অপছন্দীয় বিষয়ের ক্ষেত্রেও ধৈর্য ধরতে পারে এবং নিজের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে পারে।

---

[৫০৫] য‘ঈফ : আবূ দাউদ ৩৯২৫, য‘ঈফাহ্ ১১৪৪, য‘ঈফ আল জামি‘উস্ সগীর ৪১৯৫, য‘ঈফ তিরমিযী ৩০৭/১৮৯৩, য‘ঈফ ইবনু মাজাহ ৭৭৬/৩৫৪২।
হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে “মুফাযযাল ইবনু ফুযালাহ্” নামের বর্ণনাকারী যিনি য‘ঈফ। দেখুন- আল ইলালুল মুতানাহিয়্যাহ্ ইবনুল জাওযী ৮৬৯ পৃঃ, য‘ঈফাহ্ ১১৪৪।

Scanned by CamScanner

আর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা «وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ» "তুমি কুষ্ঠরোগী হতে পলায়ন কর যেমনিভাবে তুমি বাঘ থেকে পলায়ন কর"। আর নাবী ﷺ বানী সাক্বীফ গোত্রের কুষ্ঠরোগীকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন, এতে অধিকার আছে সেই ব্যক্তির জন্য যে অপছন্দনীয় বিষয়ের উপর অক্ষম এবং ধৈর্য ধরতে পারে না। শারী'আতের দৃষ্টিকোণে এটিও জায়িয রয়েছে। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কুষ্ঠরোগীর ঘটনায় নাবী ﷺ থেকে বিভিন্ন আসার (সহাবীগণের বর্ণনা) এসেছে। এ থেকে দু'টি হাদীস প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ» এ হাদীসটি এবং «الْمَجْذُومِ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ» "সাক্বীফ গোত্রের কুষ্ঠরোগী"। আর জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ কুষ্ঠরোগীর সাথে বসে খেয়েছেন আর তাকে বলেছেন, তুমি খাও আল্লাহর ওপরে পূর্ণ ভরসা এবং তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল সহকারে। মা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমাদের একটি কুষ্ঠরোগী দাসী ছিল। সে আমার প্লেটে খেত, আমার গ্লাসে পানি পান করত এবং আমার বিছানায় ঘুমাত। নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য সালাফগণ কুষ্ঠরোগীর সাথে খাওয়া যায় মর্মে মত পোষণ করেছেন। আর তারা মনে করেন যে, তার থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়ার হাদীস রহিত হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো সেই কথা যা অধিকাংশের বক্তব্য। তারা বলেন, এটা রহিত হয়নি। বরং উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। তার থেকে দূরে থাকার নির্দেশ হলো মুস্তাহাব। এটা সতর্কতামূলক তবে ওয়াজিব নয়। আর তার সাথে বসে খাওয়ার বিষয়টি হলো তা জায়িযের দলীল। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯২০; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮১৭)

٤٥٨٦ ـ[١١] وَعَنْ سعدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا هَامَةَ وَلَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَإِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِيْ شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৫৮৬-[১১] সা'দ ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্যাঁচার মধ্যে কুলক্ষণের কিছুই নেই। রোগের মধ্যে সংক্রামক বলতে কিছুই নেই এবং কোন কিছুর মধ্যে অশুভ লক্ষণ নেই। তবে হ্যাঁ, যদি কোন কিছুতে অকল্যাণ থাকে তবে ঘর, ঘোড়া এবং নারীর মধ্যে থাকবে। (আবূ দাঊদ)[৫০৬]

ব্যাখ্যা : (وَإِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ) অর্থাৎ কুলক্ষণ যদি সঠিক হত, অথবা ঘটত, অথবা পাওয়া যেত। এখানে (وَإِنْ تَكُنِ) ইস্তিসনা-এর জায়গায় বা ভূমিকায় এসেছে। অর্থাৎ কোন কিছুতে অকল্যাণ নেই কেবল এ তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যতীত। এখানে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, এ তিনটিতে বেশি ক্ষেত্রে অকল্যাণ হয়। তবে যেসব হাদীসে কুলক্ষণকে নাকোচ করা হয়েছে এ হাদীস তার বিরোধী নয়। মিরক্বাতুল মাফাতীহে এভাবেই এসেছে। এ তিনটি জীবনের অনিবার্য উপকরণের সাথেও নানা ধরনের বিপদাপদ লেগে থাকে, তবুও কেউ অশুভ লক্ষণের ধারণায় এগুলোকে বর্জন করে না। এজন্য তিনি (ﷺ) বলেছেন, যদি তোমাদের করো বাড়ি থাকে আর সে তাতে বসবাস করা অপছন্দ করে অথবা ঘোড়া থাকে সে তাতে আরোহণ করা অপছন্দ করে তবে যেন সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে অন্য চলে যায়, তার স্ত্রীকে ত্বলাক্ব দিয়ে দেয় এবং তার ঘোড়াটি বিক্রি করে দেয়। এও বলা হয় যে, বাড়ীর অকল্যাণ হলো তার সংকীর্ণতা এবং খারাপ প্রতিবেশী। আর স্ত্রীর অকল্যাণ হলো সন্তান জন্ম না হওয়া। আর ঘোড়ার অকল্যাণ হলো তার উপর চড়তে না দেয়া।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯১৬-৩৯১৭)

---

[৫০৬] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩৯২১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৮৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১২৭, আবূ ইয়া'লা ৭৯৮, আহমাদ ১৫৫৪, আল জামি'উস্ সগীর ১৩৫২০, সহীহুল জামি' ৭৫৬২।

Scanned by CamScanner

٤٥٨٧ ـ[١٢] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ يَا نَجِيحُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৫৮৭-[১২] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে। নাবী ﷺ যখন কোন প্রয়োজনে ঘর হতে রওয়ানা হতেন, তখন কারো মুখে '*ইয়া- রা-শিদ*' (হে সঠিক পথের অনুসারী।), '*ইয়া- নাজীহ*' (হে সফলতা লাভকারী!) বা এ জাতীয় কোন শব্দ শুনা পছন্দ করতেন। (তিরমিযী)[৫০৭]

ব্যাখ্যা : (يَا رَاشِدُ) "সরল পথের পথিক"। (يَا نَجِيحُ) অর্থাৎ যার প্রয়োজন পূর্ণ হয়েছে তথা সফলতা লাভকারী।

যেহেতু হাদীসে বর্ণিত শব্দ বা নাম দু'টি সুন্দর অর্থবোধক, সেহেতু নাবী ﷺ একে ভালোবাসতেন। কারণ তিনি ভালো নাম ভালোবাসতেন এবং খারাপ নাম পরিবর্তন করে দিতেন। আরো একটি কারণ হলো উল্লেখিত নাম দু'টির মধ্যে সুসংবাদ আছে। আর নাবী ﷺ সুসংবাদ দিতে বলেছেন,

«بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» "তোমরা সুসংবাদ দাও, দুঃসংবাদ দিও না এবং তোমরা সহজ কর, কঠিন করিও না"– (মুত্তাফাকুন 'আলায়হি)। [সম্পাদক]

٤٥٨٨ ـ[١٣] وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ فَإِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرُئِيَ بِشْرُ ذٰلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذٰلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنِ اسْمِهَا فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهِ وَرُئِيَ بِشْرُ ذٰلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذٰلِكَ فِي وَجْهِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৫৮৮-[১৩] বুরয়দাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ কোন কিছুতে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করতেন না। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি যখন কোথাও কোন কর্মচারী পাঠাতে ইচ্ছা করতেন, তখন তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। যদি তার নাম ভালো হত তাতে তিনি খুশি হতেন এবং খুশির রেখা তাঁর চেহারায় ফুটে উঠত। আর যদি তাঁর নাম মন্দ হত, তখন তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ পেত। যখন তিনি কোন লোকালয়ে প্রবেশ করতেন, তখন তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। যদি তার নাগ তার পছন্দমতো হত, আনন্দিত হতেন এবং খুশির ভাব তাঁর চেহারায় ফুটে উঠত। কিন্তু যদি তার নাম অপছন্দনীয় হত, তার ভাবও তাঁর চেহারায় পরিলক্ষিত হত। (আবূ দাউদ)[৫০৮]

ব্যাখ্যা : (كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ) অর্থাৎ তিনি কোন জিনিসকে কুলক্ষণ মনে করেন না, মানুষ সাধারণত যাকে কুলক্ষণ মনে করে।

(فَإِذَا بَعَثَ عَامِلًا) অর্থাৎ কোন স্থানে কোন শ্রমিককে পাঠানোর ইচ্ছা করেন।

(فِي وَجْهِهِ) তার নামের দ্বারা অশুভ লক্ষণ মনে করে নয়, বরং শুভ লক্ষণ আনয়ন করার জন্য। তিনি সেই খারাপ নাম পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রেখে দিতেন।

---

[৫০৭] সহীহ : তিরমিযী ১৬১৬, আল জামি'উস্ সগীর ৯১০৯৬, সহীহুল জামি' ৪৯৭৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪১৮১, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুস্ সগীর ৫৪৯।

[৫০৮] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৯২০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৬২, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৬৯৬৩, শু'আবুল ঈমান ১১৭০।

Scanned by CamScanner

ইমাম বায্‌যার এবং 'ত্ববারানী'র "আওসাত্ব" কিতাবে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন তোমরা কোন ব্যক্তির কাছে কাউকে প্রেরণ করবে তখন সুন্দর চেহারার কাউকে এবং সুন্দর নামের কাউকে প্রেরণ করবে।

ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সুন্নাত হলো কোন ব্যক্তি তার ছেলের ও তার খাদেমের জন্য সুন্দর নাম চয়ন করবে। কেননা অপছন্দনীয় নাম কখনও তার তাক্বদীরের সাথে মিলে যায়। যেমন- কোন ব্যক্তি তার ছেলের নাম রাখল খসারাহ (ক্ষতিগ্রস্ত)। অতঃপর তার জীবনে আল্লাহর বিধান অনুপাতে কখনও ক্ষতি হয়ে গেল। ফলে কতিপয় লোক এরূপ বিশ্বাস রাখবে যে, এটি হয়েছে তার নামের কারণে। সুতরাং লোকেরা তাকে কুলক্ষণ মনে করে তাদের বসার ও মিলিত হওয়ার স্থান থেকে তাকে সরিয়ে দিবে।

"শার্‌হুস্ সুন্নাহ্" কিতাবে আছে, মানুষের জন্য অবশ্যই কর্তব্য হলো সে তার সন্তান ও তার খাদেমদের জন্য সুন্দর নাম চয়ন করবে। কেননা অপছন্দনীয় নাম কখনও তাক্বদীরের সাথে মিলে যায়।

সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন যে, 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ) এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেন, তোমার নাম কী? সে বলল, জায্‌রাহ্। তিনি বললেন, তোমার পিতার নাম কী? সে বলল, ইবনু শিহাব। তিনি বলনেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ? সে জবাব দিল, "হারাকাহ্"-তে। তিনি বললেন, তোমার বাড়ী কোথায়? সে বলল, হাররাতুন্ নার। তিনি বললেন, এটা কোথায়? সে বলল, 'লাযা' এলাকায়। 'উমার (রাঃ) বললেন, তুমি তোমার পরিবারের কাছে গিয়ে দেখবে তারা পুড়ে গেছে। 'উমার (রাঃ) যেমন বলেছিলেন ঠিক ঘটেছিলও তাই।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সঠিক দিক থেকে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহিলী যুগে তারা তাদের সন্তানদের নাম রাখত খারাপ নামে। যেমন কুকুর, বাঘ, সিংহ। আর তাদের দাসদের নাম রাখত রাশিদ (সঠিক পথের অনুসারী), নাজীহ (সফলতা লাভকারী) ইত্যাদি। তাদের বক্তব্য ছিল এরূপ যে, আমাদের সন্তানেরা আমাদের শত্রু। আর আমাদের খাদেমগণ আমাদের নিজেদের জন্য।
('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯১৫)

٤٥٨٩ -[١٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِيْ دَارٍ كَثُرَ فِيهَا عَدَدُنَا وَأَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا إِلٰى دَارٍ قَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَأَمْوَالُنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ذَرُوْهَا ذَمِيْمَةً». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৫৮৯-[১৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে বলল : হে আল্লাহর রসূল! (প্রথমে) আমরা এমন একখানা ঘরে বসবাস করছিলাম, যেখানে আমাদের সংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধি পেল। পরে আমরা সে ঘর পরিত্যাগ করে এমন এক ঘরে এসে উঠলাম, যেখানে আমাদের সংখ্যা ও সম্পদ হ্রাস পেল। তখন নাবী ﷺ বললেন : তোমরা এ ঘর পরিত্যাগ করো। কেননা এটা ভালো নয়।
(আবূ দাঊদ)[৫০৯]

ব্যাখ্যা : « ذَرُوْهَا ذَمِيْمَةً » অর্থাৎ এটা ভালো না হওয়ার কারণে তোমরা তা পরিত্যাগ কর। ইবনুল 'আসীর এ কথা বলেছেন। এর অর্থ হলো এটি পরিবর্তন করার মাধ্যমে তোমরা এটি ছেড়ে দাও। কারণ এটি ভালো না। এটির পরিবেশ-বাতাস তোমাদের অনুকূলে না। আরদাবালী তাঁর "আযহার" কিতাবে বলেছেন, তোমরা এটা ছেড়ে দাও এবং এটি পরিবর্তন করে তোমাদের যে মন্দ ধারণা আছে যে, এ বাড়ীতে বিপদ নাযিল হয় সেটি খাঁটি করে নাও।

---

[৫০৯] **হাসান :** আবূ দাঊদ ৩৯২৪, আল আদাবুল মুফরাদ ৯১৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৯০, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৬৯৬৯।

Scanned by CamScanner

ইমাম খত্ত্বাবী ও ইবনু 'আসীর (রহিমাহুমাল্লাহ) বলেন : তাদেরকে বাড়ী পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন এজন্য যে, তাদের অন্তরে অপছন্দ সৃষ্টি হয়েছে এ বাড়ীতে থাকার কারণে তাদের বিপদ হচ্ছে, এ চিন্তাকে বাতিল করার জন্য। যখন তারা তাদের এ বাড়ী পরিবর্তন করবে তখন তাদের ধারণা দূর হয়ে যাবে। আর যে সন্দেহে তারা চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিল তা দূর হয়ে যাবে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯১৯; মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٩٠ ـ[١٥] وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدَنَا أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا أَبْيَنُ وَهِيَ أَرْضُ رِيفِنَا وَمِيرَتِنَا وَإِنَّ وَبَاءَهَا شَدِيدٌ. فَقَالَ: «دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৫৯০-[১৫] ইয়াহ্ইয়া ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু বাহীর (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এমন এক লোক বর্ণনা করেছেন, যিনি ফারওয়াহ্ ইবনু মুসায়ক-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কাছে আব্ইয়ান নামে একটা জমিন আছে, যেখানে আমরা (ব্যবসায়িক প্রয়োজনে) কৃষিদ্রব্য ও খাদ্যপণ্য ইত্যাদি আমদানি-রফতানি করে থাকি, তবে সেখানে অসুখ-বিসুখ খুব একটা লেগেই থাকে। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : তুমি ঐ স্থানটি ছেড়ে দাও। কেননা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস করা নিজেকে স্বেচ্ছায় ধ্বংস করার শামিল। (আবূ দাউদ)[৫১০]

ব্যাখ্যা : (أَبْيَنُ) এটি 'হামযা' বর্ণে যবর ও 'বা' বর্ণে সাকিন যোগে البيان মাসদার থেকে اسْمُ تَفْضِيلٍ-এর সিগাহ। এটি মূলত একজন ব্যক্তির নাম ছিল। যার দিকে عدن ('আদ্ন)-কে সংযুক্ত করা হয়। বলা হয়, 'আদ্নু আব্ইয়ান। "নিহায়াহ্" গ্রন্থে বলা হয়েছে, এটি أُحمد-এর ওজনে ইয়ামানের দিকে সমুদ্রের পাশের একটি গ্রাম। এও বলা হয় যে, 'আদ্ন-এর একটি শহরে নাম।

(هِيَ أَرْضُ رِيفِنَا) ইবনুল 'আসীর বলেন : এটা প্রত্যেক এমন জমিকে বলা হয়, যাতে চাষাবাদ ও খেজুর গাছ থাকে।

(مِيرَتِنَا) অর্থাৎ এক শহর থেকে অন্য শহরে আমাদের খাবার আমদানী-রফতানী করার জায়গা। (وَإِنَّ وَبَاءَهَا) অর্থাৎ যেখানে রোগ- ব্যাধি অধিক হয়।

(دَعْهَا عَنْكَ) অর্থাৎ তুমি সেখানে প্রবেশ করা বন্ধ করে দাও। কারণ এ জায়গা যে দেশে মহামারি হয়েছে সেখানকার মতো।

(فَإِنَّ من الْقَرَف التَّلف) এর অর্থ হলো সেখানে রোগ-ব্যাধি বেশি থাকে তথা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবনের ক্ষতি হয়। অতএব যে জায়গায় রোগ-ব্যাধি বেশি থাকে সেখানে গমন করা উচিত নয়।

ইমাম খত্ত্বাবী ও ইবনুল 'আসীর (রহিমাহুমাল্লাহ) বলেন : এটি কুলক্ষণ ও সংক্রামক হিসেবে বলা হয়নি, বরং এটি বলা হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে। কারণ সুস্থ শরীরের জন্য সুন্দর আবহাওয়া প্রয়োজন। আর অসুন্দর বা দূষিত আবহাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকর ও শরীরকে অসুস্থ করে ফেলে। এটি

---

[৫১০] সানাদ য'ঈফ : আবূ দাউদ ৩৯২৩, বায়হাক্বী'র কুবরা ২০০৬৬, শু'আবুল ঈমান ১৩৬৫, আহমাদ ১৫৭৪২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০১৬২।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "ফারওয়া" থেকে এক ব্যক্তি শুনেছেন, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি শুনেছেন তার পরিচয় জানা যায় না। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৭২০।

Scanned by CamScanner

হলো ডাক্তারদের পরামর্শ। আর এ সকল বিষয়ই মহান আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছায় হয়ে থাকে। আর আল্লাহর শক্তি ছাড়া অন্য কারো কোন (উপকার বা ক্ষতি করার) শক্তি নেই।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯১৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٥٩١ -[١٦] عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ". رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৫৯১-[১৬] 'উরওয়াহ্ ইবনু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মুখে অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : নেক ফাল (কল্যাণ) গ্রহণ করাই উত্তম। কোন মুসলিমকে অশুভ লক্ষণ তার উদ্দেশ্য হতে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। তবে হ্যাঁ, যদি তোমাদের কেউ মন্দ কিছু দেখতে পায়, তবে এ দু'আ পাঠ করবে– *"আল্ল-হুম্মা লা- ইয়া'তী বিল হাসানা-তি ইল্লা- আনতা"* অর্থাৎ- হে আল্লাহ! ভালো কাজ আপনার দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং মন্দ আপনিই দূর করেন। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আমাদের কোন শক্তি-সামর্থ্য নেই। (আবূ দাঊদ মুরসাল হিসেবে)[৫১১]

ব্যাখ্যা : (أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ) "নিহায়াহ্" গ্রন্থে আছে, الْفَأْلُ এর মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয়টি আছে। কিন্তু الطِّيَرَةُ-এর মাঝে কেবলমাত্র খারাপই আছে। তবে কদাচিৎ তা ভালো এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। বলা হয় যে, আমি অমুক বস্তুর দ্বারা فَأْلُ তথা কল্যাণ লাভ করেছি। আমার কাছে প্রিয় হলো فَأْلُ তথা শুভ লক্ষণ। কেননা মানুষ যখন মহান আল্লাহর উপকারের আশা রাখে এবং দুর্বল অথবা সবলের কারণে তার নিকটই ফিরে আসে, তারা কল্যাণের উপর থাকে। আশা করার ক্ষেত্রে যদি তারা ভুলও করে, তবে নিঃসন্দেহে আশা করাটা তাদের জন্য কল্যাণকর। অপরদিকে যদি আল্লাহ থেকে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ছিন্ন করে ফেলে, তবে তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে।

আর الطِّيَرَةُ বলা হয়, যাতে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা থাকে এবং রোগ-ব্যাধি থাকে।

আর শুভ লক্ষণ গ্রহণ করার অর্থ হলো যেমন- কোন অসুস্থ ব্যক্তি। অথবা কোন ব্যক্তি হারানো জিনিস খুঁজছে এমন সময় কেউ বলছে, হে প্রাপ্ত ব্যক্তি! তখন তার ধারণা জন্মে যে, নিশ্চয় সে তার অসুখ হতে ভালো হয়ে যাবে এবং সে ব্যক্তি তার হারানো জিনিস ফিরে পাবে।

(لَا تَرُدُّ مُسْلِمًا) "কোন মুসলিমকে অশু লক্ষণ তার উদ্দেশ্য হতে ফিরিয়ে রাখতে পারে না"। এর অর্থ হলো الطِّيَرَةُ-এর মধ্যে ভালো হলো, যেটি فَأْلُ "শুভ লক্ষণ" এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। এছাড়া মুসলিমকে

---

[৫১১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩৯১৯, আল জামি'উস্ সগীর ২৮১৩, য'ঈফুল জামি' ৮৮৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ১৯৫১২, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৯৫৪১, শু'আবুল ঈমান ১১৬৭, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৬৯৬২।

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "হাবীব ইবনু আবী সাবিত" নামের একজন বর্ণনাকারী। যিনি খুব বেশী তাদলীস করেন (মুদাল্লিস রাবী)। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৬১৯।

Scanned by CamScanner

কোন অশুভ লক্ষণ তার প্রয়োজনীয় যাত্রা থেকে বাধা দিতে পারে না। আর এটি মুসলিমের কাজও না যে, সে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করবে। বরং তার কাজ হলো, সে সকল বিষয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার কাজে যাত্রা শুরু করবে।

(لَا حَوْلَ) অর্থাৎ মন্দকে প্রতিহত করার। (وَلَا قُوَّةَ) অর্থাৎ কল্যাণ অর্জন করার। (কারো শক্তি নেই কেবল আল্লাহ ছাড়া)। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯১৪; মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

(٢) بَابُ الْكَهَانَةِ

অধ্যায়-২ : জ্যোতিষীর গণনা

الكهانة (জ্যোতিষীর গণনা)। كهانة এর 'কাফ' বর্ণে যবর ও যের যোগে। كهانة দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো মানুষের গোপন বিষয় যা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে, সে সম্পর্কে সংবাদ দেয়া। জাহিলী যুগে 'আরবদের মধ্যে এ كهانة প্রচলিত ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দাবী করত যে, তার অনুগত জিন্ আছে, সে বিভিন্ন সংবাদ তাকে এনে দেয়। আর বর্ণিত আছে যে, শায়ত্বনেরা কথা চুরি করে এতে জ্যোতিষীদের (كهانة) কাছে বলে দিত। আর তাতে তারা প্রয়োজনমত বৃদ্ধি করত। আর তাদের মধ্যে কাফিররা তা গ্রহণ করত। কিন্তু রসূল ﷺ-কে যখন প্রেরণ করা হলো তখন আকাশমণ্ডলীতে পাহারা নিযুক্ত করা হলো এবং كهانة তথা জ্যোতিষীদের বাতিল করা হল।

আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলত যে, সে কথাবার্তা, কাজকর্ম এবং অবস্থাসমূহ দেখে কিছু অনুমান করে বিভিন্ন জিনিস জানতে পারে। আর এ প্রকারটিকে নির্দিষ্ট (খাস) করা হয়েছে ঐ জ্যোতিষীর জন্য, যে দাবী করে চুরি যাওয়া বস্তু এবং হারিয়ে যাওয়া বস্তু কোথায় আছে তা সে বলে দিতে পারে।

(মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٥٩٢ -[١] عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ قَالَ: «فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ» قَالَ: قُلْتُ: كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ: «ذٰلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِيْ نَفْسِهِ فَلَا يصدَّنَّكم». قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৫৯২-[১] মু'আবিয়াহ্ ইবনু হাকাম رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! আমরা জাহিলিয়্যাতের যুগের অন্যান্য কাজের মধ্যে জ্যোতিষীর কাছেও যেতাম। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : তোমরা আর কখনো গণকদের কাছে যাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : আমরা (কোন কাজের জন্য) অশুভ লক্ষণ মেনে থাকি। তিনি (ﷺ) বললেন : এটা এমন একটি ব্যাপার যে,

Scanned by CamScanner

(অনিচ্ছাকৃতভাবেই) তোমাদের কারো মনে তার উদ্রেক হয়ে থাকে, তবে তা যেন তোমাদেরকে বিরত না রাখে। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : আমাদের কেউ রেখা টেনে (ভাগ্য পরীক্ষার কাজ করে) থাকে। তিনি বললেন : কোন একজন নাবী (আল্লাহর হুকুমে) রেখা টানার কাজ করতেন, সুতরাং যার রেখা টানা সে নাবীর রেখার সাথে মিলে যায় তা জায়িয আছে। (মুসলিম)[৫১২]

ব্যাখ্যা : (كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ) অর্থাৎ আমরা তাদের নিকট এসে তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইতাম।

«فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ» অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে যে বিষয়ে সংবাদ দেয় তা তোমরা সত্য বলে বিশ্বাস করবে না।

(كُنَّا نَتَطَيَّرُ) অর্থাৎ আমরা পাখি বা এ জাতীয় অন্য কিছুর মাধ্যমে শুভ লক্ষণ-অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করি।

(ذٰلِكَ شَيْءٌ) অর্থাৎ মানুষ হওয়ার কারণে জাগ্রত ধারণা হতে (এটা হয়ে থাকে)। (يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِه) অর্থাৎ এতে কোন প্রভাব বা ক্ষতি নেই।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা দলীলসহ অশুভ লক্ষণকে নিষেধ করেছে। এটা «لَا تَطَيَّرُوا» "তোমরা অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করো না" কথা হতে বেশি পরিপূর্ণ। যেমন তিনি বলেন, «فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ» "তোমরা জ্যোতিষীর কাছে আসবে না"। অর্থাৎ তোমরা অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করবে না। কেননা অশুভ লক্ষণের কোন আকার অস্তিত্ব নেই, বরং মানুষের অন্তরে তা পাওয়া যায়। এটা মানুষ তার অন্তরে কল্পনা করে থাকে তাতে কোন ক্ষতি থাকে না।

(فَلَا يصدنّكم) অর্থাৎ অশুভ লক্ষণ যেন তোমাদেরকে তোমাদের যাত্রা হতে বিরত না রাখে। আর তোমরা যে উদ্দেশ্য করে রওয়ানা হয়েছ তাতে ক্ষতি হওয়ার ভয়ে যেন বিরত না থাক। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা দ্বারা মূলত বোঝানো হয়েছে, আমি যেন তোমাকে সেখানে না দেখি। এখানে সে অন্তরে যা অনুভব করে তার জন্য যাত্রা বন্ধ করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। এটা বাস্তবিকভাবে যাদের মনে এরূপ উদ্রেক হবে তাদেরকে সম্বোধন করে নিষেধ করা হয়েছে।

(كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ) বলা হয়ে থাকে যে, আল্লাহর নাবী দান্ইয়াল 'আলায়হিস সালাম অথবা ইদরীস 'আলায়হিস সালাম 'ইল্‌মে ইলাহী অথবা 'ইল্‌মে লাদুন্নী দ্বারা এ কাজ করতেন।

(فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ) মোটকথা হলো, বর্তমানে এ কাজ করা হারাম। কারণ এর আসল শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯০৫)

ইমাম ইবনু 'আসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রেখা টানা বলতে অনুমানকারী যে রেখা টানে তাকে বুঝানো হয়েছে এটা এমন জ্ঞান, যা মানুষ ছেড়ে দিয়েছে, সমস্যায় পতিত ব্যক্তি আন্দাজকারীর কাছে এসে তাকে একটা উপহার দিত। তারপর সে তাকে বলত, বস, আমি তোমার জন্য রেখা টানবো। আর অনুমানকারীর সামনে তার একটা ছেলে থাকত, যার সাথে ফলক থাকত। তারপর তারা একটা নরম জায়গায় আসত। এসে চাকা দিয়ে অনেক রেখা চানতো, যেন রেখাগুলো সংখ্যায় আসে।

---

[৫১২] সহীহ : মুসলিম (৫৩৭)-১২১, আহমাদ ১৫৬৬৩, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৪৭৭৬, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৫৬৬০, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৯০৪, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ৩৪৭৯, নাসায়ী ১২১৮, ইরওয়া ৩৯০, আল জামি'উস্ সগীর ৮৫৯০, সহীহুল জামি' ৪৪৬২, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৮৫৯, 'নাসায়ী'র কুবরা ১১৪১, 'ত্বাবারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৬৩০৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ২২৪৭।

Scanned by CamScanner

এরপর আবার দু'টা দু'টা করে রেখা মুছতে মুছতে ফিরে আসতো আর তার ছেলেটি শুভ লক্ষণের জন্য বলত, হে বৎস! দেখো এর বর্ণনা আনন্দিত করবে, যদি দু'টি দাগ বাকী থাকত, তবে তা সফলতার চিহ্ন। আর একটি বাকী থাকলে খারাপ চিহ্ন। হারবী বলেন, তারা তিনটি রেখা টানতো। অতঃপর তার উপর যব বা আঁঠি নিক্ষেপ করতো। আর বলত, অমুক অমুক হবে। এটা ছিল জ্যোতিষীদের একটি গণনার প্রকার।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯০৫)

٤٥٩٣ - [٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৫৯৩-[২] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু লোক রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জ্যোতিষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন : তারা কিছুই নয়। তারা বলল : হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তারা কোন কোন সময় এমন কথা বলে, যা সত্য ও সঠিক হয়ে থাকে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ঐ কথাটি সত্য যা জিন্ শায়ত্বন (উর্ধ্বজগৎ হতে) ত্বরিত শুনে নেয়। অতঃপর মোরগের করকরানোর মতো শব্দ করে তার বন্ধুর কানে তা পৌঁছিয়ে দেয়। এরপর সে গণক ঐ একটি সত্য কথার সাথে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রকাশ করতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫১৩]

ব্যাখ্যা : (لَيْسُوا بِشَيْءٍ) অর্থাৎ নির্ভর করার মতো। অতএব তোমরা তাদের সংবাদের উপর নির্ভর করো না এবং তাদের সংবাদকে বিশ্বাস করো না।

(تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ) অর্থাৎ বাস্তব বিষয় এবং প্রতিষ্ঠিত সত্য যা তারা সেসব মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাদের) থেকে চুরি করে শুনে যারা ওয়াহীর মাধ্যমে সত্য খবর পেয়েছে অথবা তাদের জন্য লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত খবর থেকে উন্মোচিত করা হয়েছিল সেখান থেকে নিয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা জিন্‌দের থেকে শুনেছে অর্থাৎ জিন্‌দের চুরি করা সত্য সংবাদ তারা শুনেছে। আর বাস্তবিক অর্থে এর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। তারা শুনেছে জিন্‌দের থেকে আর জিনেরা চুরি করে শুনেছে মালায়িকাহ্'র কাছ থেকে। যেমনটি প্রমাণ করে তাঁর কথা (يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ) অর্থাৎ খুবই দ্রুত মালায়িকাহ্'র থেকে তারা তা চুরি করে নিয়ে আসে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)।

(فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ) ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) ও অন্য একজন বলেন : জিন্ তার জ্যোতিষী বন্ধুর কাছে কথাবার্তা বলে দেয়। ফলে শায়ত্বনেরা তা শুনে ফেলে যেমনিভাবে মুরগী তার কৃত আওয়াজ দিয়ে তাদের বন্ধুদেরকে জাগিয়ে দেয় ফলে তারা তার ডাকে সাড়া দেয়। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২২২৮)

(فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كذبة) এটি বেশি পরিপূর্ণ তারা একশ'বার মিথ্যা বলে এ কথার চেয়ে। কেননা সে একটি মিথ্যা কথা বার বার বলার কারণে সত্যবাদী হয় এভাবে একশ'বার হয়। যদিও অর্থে একশ'বার নেয়া হয় তবে যথেষ্ট হবে। অথবা বলা হয়, একশ' মিথ্যা। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫১৩] সহীহ : বুখারী ৬২১৩৭, ৭৫৬১; মুসলিম (২২২৮)-১২৩, আহমাদ ২৪৫৭০, বায়হাক্বী'র কুবরা ১৬৯৫৩, আল আদাবুল মুফরাদ ৮৮২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৬৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৩৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০৩৪৭।

Scanned by CamScanner

٤٥٩٤ -[٣] وَعَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتُوْحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৫৯৪-[৩] উক্ত রাবী (‘আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি— মালায়িকাহ্’র (ফেরেশ্‌তাগণের) একদল মেঘের দেশে (অর্থাৎ- পৃথিবী হতে নিকটতম আকাশমণ্ডলীতে) নেমে আসেন এবং আসমানে যার ফায়সালা হয়েছে পরস্পর তার আলোচনা করেন, সে সময় জিন্-শায়ত্বন কান লাগিয়ে রাখে। আর যখনই সে কোন কথা শুনতে পায়, তখনই তা গণকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং তারা নিজেদের পক্ষ হতে শত শত মিথ্যা তার সাথে মিলিয়ে প্রকাশ করতে থাকে (যার দরুন সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটে)। (বুখারী)[৫১৪]

ব্যাখ্যা : (وَهُوَ السَّحَابُ) ‘আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সম্ভবত এটা বর্ণনাকারীর কথা (عَنَانِ)-এর ব্যাখ্যা হবে। আর سحاب হলো سماء এর মাজায। যেমন سماء এর মাজায سحاب। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ “আর আমরা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছি”– (সূরাহ্ আল মু’মিনূন ২৩ : ১৮)। মালায়িকাহ্ আসমানে অবতরণ করেন।

এখানে উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার আসমান, কারণ মালায়িকাহ্ থেকে জিনদের শ্রবণ করাটা মেঘমালার বেশি নিকটবর্তী হয়। আর এটিই বেশি ঠিক। আর এটি তার কথাকে নিষেধ করে না। আর তার মূল হলো মহান আল্লাহ প্রতিদিন দুনিয়ার ব্যাপারে যে নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আসমানে তা মালায়িকাহ্ শোনেন। অতঃপর তাদের কতক কতকের সাথে আলোচনা করেন। সে সময় শায়ত্বন চুরি করে শুনে জ্যোতিষীদের কাছে পৌঁছে দেয়।

আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) ইবনু মাস্‌‘ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন মহান আল্লাহ ওয়াহীর মাধ্যমে কথা বলেন, তখন আসমানবাসী শিকলের মতো সারিবদ্ধভাবে সেটা শোনেন। এভাবে তারা আলোচনায় রত থাকেন জিবরীল ‘আলায়হিস্ সালাম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত। যখন জিবরীল ‘আলায়হিস্ সালাম আগমন করেন তখন তাদের অন্তর কেঁপে উঠে। আর তারা বলতে থাকেন, হে জিবরীল! তোমাদের রব কী বলেছেন? তিনি বলেন, সত্য। (আবূ দাউদ ৪৭৩৮ : সহীহ)

(مِائَةَ كَذْبَةٍ) অর্থাৎ “তার নিজের পক্ষ থেকে” এর অর্থ হলো কোন সংবাদ সত্য হওয়ার ফলে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে মিথ্যা কথা বলে প্রচার করে। সেজন্য নাবী ﷺ তার দ্বারা উপকৃত হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, «إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ» “তারা কিছুই না”। এটি মিথ্যাবাদীদের সাক্ষ্য দেয়ার মতো এমন, যে মিথ্যুক কখনও সত্য কথাও বলে। মহান আল্লাহ ভালো জানেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٩٥ -[٤] وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৫১৪] সহীহ : বুখারী ৩২১০, আল জামি‘উস্ সগীর ৩৭১৮, সহীহুল জামি‘ ১৯৫৫, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬৮১, তিরমিযী ৩২২৪।

Scanned by CamScanner

৪৫৯৫-[৪] হাফ্সাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং (তার কথা সত্য ভেবে) তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের সলাত ক্ববূল হয় না। (মুসলিম)[৫১৫]

ব্যাখ্যা : (مَنْ أَتَى عَرَّافًا) "র" বর্ণে তাশদীদ যোগে। এটা عارف এর মুবালাগাহ্। জাওহারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : عراف হলো জ্যোতিষী এবং চিকিৎসক। পশ্চিমারা তাকে জ্যোতির্বিদ বলে। আর সেটাই হলো হাদীসের উদ্দেশ্য যা কতিপয় ব্যাখ্যাকার উল্লেখ করেছেন।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : জ্যোতিষীর যত প্রকার আছে তন্মোধ্যে عراف-ও একটি।

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) ও অন্য একজন বলেন : عراف বলা হয়, যে চুরি হয়ে যাওয়া জিনিসের স্থান এবং হারানো জিনিসের স্থান ইত্যাদি চিহ্নিত করে দেয়।

(فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ) অর্থাৎ সত্য বলে বিশ্বাস করার জন্য যদি তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করে। তবে কেউ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য তাকে জিজ্ঞেস করলে এর বিপরীত হবে। তথা এ হুকুম তার জন্য প্রযোজ্য নয়। মোটকথা যে অন্য কোন প্রয়োজনে তার কাছে আসে সে তার থেকে সতর্ক থাকবে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

(لم تقبل صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) তার সলাত ক্ববূল না হওয়ার অর্থ হলো, তাতে তার কোন সাওয়াব হবে না। যদিও তার থেকে ফার্‌য আদায় হয়ে যাবে। তবে উক্ত সলাত পুনরায় তাকে আর আদায় করতে হবে না। এ সলাতের দৃষ্টান্ত হলো ছিনতাইকৃত জমিতে সলাত আদায় করার মতো, যাতে তার ফার্‌য আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু তাতে সওয়াব হবে না। আমাদের প্রসিদ্ধ সাথীরা অনুরূপই বলেছেন। তারা বলেছেন, ফার্‌য সলাত এবং অন্যান্য ফার্‌য 'ইবাদাত, যদি পরিপূর্ণভাবে আদায় করা হয় তবে সেখান থেকে দু'টি অর্জিত হয়। প্রথমটি হলো, ফার্‌যটি পালন হয়ে গেল। আর দ্বিতীয়টি হলো, সাওয়াব অর্জিত হলো।

ছিনতাইকৃত জমিতে ফার্‌য কাজ সম্পন্ন করলে প্রথমটি তথা ফার্‌য আদায় হয়ে যায় তবে দ্বিতীয়টি তথা সাওয়াব হয় না। এ ব্যাখ্যাটি অবশ্যই এ হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা সকল 'উলামা এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি عراف বা গণকের কাছে আসলো তাকে চল্লিশ দিনের সলাত পুনরায় আদায় করা লাগবে না। সুতরাং তার ব্যাখ্যা ওয়াজিব হয়ে গেল। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

(শার্‌হুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২৩৩০; মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٩٦ - [٥] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৫১৫] সহীহ : মুসলিম (২২৩০)-১২৫, আল জামি'উস্ সগীর ১০৮৮৪, সহীহুল জামি' ৫৯৪০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৪৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯১৮, আহমাদ ১৬৬৩৮, আবূ ইয়া'লা ৫৪০৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯১৭২, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ৯৮৬২।

Scanned by CamScanner

৪৫৯৬-[৫] যায়দ ইবনু খালিদ আল জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ায় রসূলুল্লাহ (ﷺ) রাত্রের বৃষ্টির পর ভোরে আমাদের ফাজ্‌রের সলাত আদায় করালেন। সলাত শেষ করে তিনি (ﷺ) লোকেদের (মুক্তাদীদের) দিকে ফিরে বললেন : তোমরা কি জানো, তোমাদের রব কি বলেছেন? তারা বলল : আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি (ﷺ) বললেন, রব্ বলেছেন : আমার বান্দাগণ আজ এমন অবস্থায় ভোর করেছে যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং কেউ কেউ আমাকে অস্বীকারকারী। যে বলেছে, আল্লাহর রহমাত ও করুণায় আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং তারকা বা নক্ষত্রে অস্বীকারকারী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে আমার সাথে কুফ্‌রী করেছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫১৬]

ব্যাখ্যা : (عَلٰى أَثَرِ سَمَاءٍ) অর্থাৎ বৃষ্টির পরে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে আসমান অর্থ বৃষ্টি।

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ‘আরবরা বৃষ্টিকে سَمَاءٍ বা আসমান বলেন, কেননা বৃষ্টি আসমান থেকেই বর্ষিত হয়।

(مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا) অর্থাৎ একটি তারকা ডুবে যাওয়া এবং অন্যটি উদিত হওয়ার কারণে।

ইবনুল ‘আসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : একে نَوْءٍ নামে নামকরণ করা হয়েছে, কেননা পশ্চিমে একটি ডুবে যায় আর পূর্বে একটি উদিত হয়।

আবূ ‘উবায়দ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি এ জায়গায় ব্যতীত نَوْءٍ-এর ব্যাপারে ডুবে যাওয়ার কথা শুনিনি। নাবী (ﷺ) نَوْءٍ-এর ব্যাপারে কঠোর হয়েছেন, কারণ ‘আরবরা বৃষ্টি হওয়া না হওয়াকে তার সাথে সম্পৃক্ত করত। আর যারা বৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করত তারা বলত যে, (مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا) অর্থাৎ অমুক সময়ে আমরা বৃষ্টি পাব। আর এর লক্ষণ হলো এই। এটা জায়িয রয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ বিধান জারী করেছেন যে, এই এই সময়ে বৃষ্টি হবে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কুফরীর ব্যাপারে তারা মতানৈক্য করেছেন, যারা বলে (مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا) “অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি পেয়েছি”। তারা দু’ভাবে বিভক্ত হয়েছেন। তাদের একদল বলেন, এটি মহান আল্লাহর সাথে কুফ্‌রী। এটি ঈমানকে হরণ করে নেয়। এর দু’টি দিক আছে, প্রথমটি হলো যে মনে করে নক্ষত্র বৃষ্টি দিতে পারে। তার কুফ্‌রীর ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই। এটি ইমাম শাফি‘ঈ (রহিমাহুল্লাহ) ও জামহূরদের মত।

আর দ্বিতীয় হলো আর যে এ বিশ্বাস রাখে যে, এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার অনুগ্রহে আসে। আর نَوْءٍ হলো তার একটা চিহ্ন। আর বৃষ্টি নামার একটি ধারণা মাত্র। তবে সে কুফ্‌রীর মধ্যে পড়বে না। যেন সে এরূপ কথা বলল যে, «مُطِرْنَا فِي وَقْتِ كَذَا» আমরা অমুক সময়ে বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি। বাহ্যিকভাবে এটিও মাকরূহ। এটি একটি অস্পষ্ট বাক্য যা ঈমান ও কুফ্‌রের মাঝামাঝি। এরূপ ব্যক্তির সম্পর্কে খারাপ ধারণা

---

[৫১৬] সহীহ : বুখারী ৮৪৬, মুসলিম (৭১)-১২৫, নাসায়ী ১৫২৫, ইরওয়া ৬৮১, আবূ দাউদ ৩৯০৬, আল জামি‘উস্ সগীর ১২৯৮৪, সহীহুল জামি‘ ৭০২৮, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৭০১, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৫৬৩, মা‘রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ২০৮১, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্‌যাক্ব ২১০০৩, মুসনাদুশ্ শাফি‘ঈ ৩৫৮, আহমাদ ১৭০৬১, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৮৮, ‘নাসায়ী’র কুবরা ১৮৩৩, ‘ত্ববারানী’র আল মু‘জামুল কাবীর ৫০৬৫, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ৬১৮৬, ‘বায়হাক্বী’র কুবরা ৬৬৮০।

Scanned by CamScanner

জন্মে। আর এটি হলো জাহিলিয়্যাতের চিহ্ন। আর তাদের দ্বিতীয় দলের কথা হলো, মহান আল্লাহর নি'আমাত অস্বীকার করা হয়। এর কারণ হলো নক্ষত্রের দিকে বৃষ্টিকে সম্পর্কিত করা। অন্য একটি বর্ণনা এ ব্যাখ্যাটিকে শক্তিশালী করে, তা হলো «أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرًا وَكَافِرًا» কতিপয় মানুষ সকাল করে শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে করতে ও কুফরী করতে করতে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে- «مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ بِهَا كَافِرِينَ» আর আমি আমার বান্দাদের ওপর যে নি'আমাত দিয়েছি তা পেয়ে একদল সকাল করে কাফির অবস্থায়।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯০২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٩٧ -[٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِّنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يُنْزِلُ اللهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ: بِكَوْكَبِ كَذَا وَكَذَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৫৯৭-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখনই আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে কোন বারাকাত নাযিল করেন, তখন তার দ্বারা একদল লোক কাফিরে পরিণত হয়। বৃষ্টি তো আল্লাহ তা'আলাই বর্ষণ করে থাকেন; অথচ একশ্রেণীর লোক বলে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবেই বৃষ্টি হয়েছে। (মুসলিম)[৫১৭]

ব্যাখ্যা : (مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ) অর্থাৎ বৃষ্টি অথবা অন্য কোন নি'আমাত। (إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا) অর্থাৎ এ নি'আমাত পাওয়ার কারণে (একদল মানুষ)। (كَافِرِينَ) অস্বীকার করে অথবা কুফরী করে বসে। (بِكَوْكَبِ كَذَا وَكَذَا) অর্থাৎ এটি অমুক তারকা উদিত হওয়ার কারণে অথবা অমুক তারকা ডুবে যাওয়ার কারণে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

বৃষ্টি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি অনুগ্রহ হতে পানি পান করান। কারও ক্ষমতা নেই যে, সে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারে। তাই অনর্থক বিশ্বাস করে ঈমান নষ্ট করা বোকামী বৈ কী। [সম্পাদক]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٥٩٨ -[٧] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৫৯৮-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কিছু শিখল, সে যেন জাদুর কিছু অংশ হাসিল করল। সুতরাং সে যত বেশি জ্যোতির্বিদ্যা শিখল ততবেশি জাদুবিদ্যাই অর্জন করল। (আহমাদ, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৫১৮]

---

[৫১৭] সহীহ : মুসলিম (৭২)-১২৬, আহমাদ ৯৪৬৩, আল জামিউ সগীর ১০৪৯৮, সহীহুল জামি' ৫৫৬১।

[৫১৮] সহীহ : আহমাদ ২৮৪০, আবূ দাউদ ৩৯০৫, ইবনু মাজাহ ৩৭২৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৯৩, আল জামি'উস্ সগীর ১১০১৯, সহীহুল জামি' ৬০৭৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৫১, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৬৪৬, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৬৯৫৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (مَنِ اقْتَبَسَ) অর্থাৎ যে ব্যক্তি গ্রহণ করল, অর্জন করল, শিক্ষা লাভ করল। (عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ) অর্থাৎ তার শিক্ষা ভাণ্ডার হতে কিছু শিক্ষা অথবা তার জ্ঞান ভাণ্ডার হতে কোন মাস্‌আলাহ্।

(مَا زَادَ) অর্থাৎ সে যত বেশি জ্যোতির্বিদ্যা অর্জন করবে, তার জাদুর শাখা-প্রশাখা তত বেশি বিস্তার লাভ করবে। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) এ কথা বলেন।

'আল্লামাহ্ সিন্দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অর্থাৎ জ্যোতিবির্দ্যা যত বৃদ্ধি পাবে, জাদুও তত বৃদ্ধি পাবে।

এটাও বলা হয়ে থাকে যে, এটি বর্ণনাকারীর কথারও সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ খুব বেশি খারাবী বর্ণনা করেছেন।

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : জ্যোতির্বিদ্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা থেকে বুঝা যায় যে, জ্যোতির্বিদগণ দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জন করে, আর এমন নতুন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে যা এখনও ঘটেনি। যেমন- বৃষ্টি আসার জ্ঞান, মূল্য পরিবর্তন হওয়ার জ্ঞান। তবে তার দ্বারা যদি সে সলাতের সময় ক্বিবলার দিক জানে, তবে নিষেধের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

"শারহুস্ সুন্নাহ্" গ্রন্থে এসেছে, জ্যোতির্বিদ্যাকে নাকচ করা হয়েছে। এর কারণ হলো, জ্যোতির্বিদগণ এমন নতুন ঘটনা জানে বলে দাবী করে যা এখনো ঘটেনি। কখনো ভবিষ্যৎ ঘটনা জানার দাবী করে। যেমন- ঝড় কখন হবে তারা তা বলে দেয়, বৃষ্টির পানি আসার সংবাদ দেয়, বরফ পড়ার সংবাদ দেয়, গরম ও শীত আসার সংবাদ দেয় এবং মূল্য পরিবর্তনের ও সংবাদ দেয় ইত্যাদি। আর তারা বিশ্বাস করে যে, নক্ষত্র চলাচলের, তা একত্রিত ও আলাদা হওয়ার জ্ঞান থাকার কারণে তা বলতে পারে। এটি এমন একটা জ্ঞান যা মহান আল্লাহ নিজের জন্য রেখে দিয়েছেন। তিনি ছাড়া কেউ তা জানে না।

মহান আল্লাহ বলেন : ﴿إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾ "ক্বিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটেই আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন"– (সূরাহ্ লুক্বমান ৩১ : ৩৪)। জ্যোর্তিবিদ্যার মাধ্যমে অস্ত যাওয়ার জ্ঞান, ক্বিবলার জ্ঞান অর্জন করলে তা নিষেধের আওতায় পড়বে না। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ "তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্রসমূহের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা জল-স্থলের অন্ধকারে সেগুলো দ্বারা রাস্তা নির্ণয় করতে পারো" – (সূরাহ্ আল আন্‌'আম ৬ : ৯৭)। মহান আল্লাহ আরো বলেন : ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ﴾ "আর তারা নক্ষত্র দ্বারা পথ চলে থাকে"– (সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ১৬)। মহান আল্লাহ উল্লেখিত আয়াতে যে সংবাদ দিলেন তা হলো, নক্ষত্রসমূহ সময় ও রাস্তা চেনার মাধ্যম। আর যদি সেগুলো না থাকত তবে মানুষ ক্বিবলার দিক ঠিক করতে পারত না।

'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, তোমরা জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা কর, যে বিদ্যা দ্বারা তোমরা ক্বিবলাহ্ ও পথ চিনতে পারবে, অতঃপর তোমরা থেমে যাও (শিক্ষা বন্ধ করে দাও)।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯০৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٥٩٩ ‐ [٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ أَتٰى كَاهِنًا فَصَدَّقَهٗ بِمَا يَقُوْلُ أَوْ أَتٰى امْرَأَتَهٗ حَائِضًا أَوْ أَتٰى امْرَأَتَهٗ من دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৪৫৯৯-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষের কাছে যায় এবং সে যা কিছু বলে তা বিশ্বাস করে অথবা যে ব্যক্তি ঋতুমতী অবস্থায় নিজের স্ত্রীর

Scanned by CamScanner

সাথে সঙ্গম করে কিংবা যে ব্যক্তি স্ত্রীর পিছন দ্বার দিয়ে সহবাস করে, সে ঐ জিনিস হতে সম্পর্কহীন হয়ে গেল, যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। (আহমাদ ও আবূ দাউদ)[৫১৯]

ব্যাখ্যা : লিসান-এর মধ্যে এসেছে, যে দুনিয়াতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংবাদ বলে দেয় এবং গোপন বিষয় জানার দাবী করে তাকে كاهن (জ্যোতিষী) বলে। জাহিলী যুগে ‘আরবে জ্যোতিষী পাওয়া যেত।

আর যে দাবী করে যে, তাকে জিনে সংবাদ দিয়ে যায়। যে বিশ্বাস করে যে, সে কতিপয় কারণ থেকে অনেক কিছু বলে দিতে পারে, সে (তার কাছে আগমনকারীর) কাজ, তার অবস্থা দেখে অনেক কিছু বলে দিতে পারে। আর এ শ্রেণীকে বলে عراف বা গণক। যে দাবী করে হারানোর জিনিস কোথায় আছে, চুরি হয়ে যাওয়া জিনিস কোথায় আছে তা বলে দিতে পারে।

‘আল্লামাহ্ আযহারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নাবী ﷺ-এর আগমনের পূর্বে আরবে كهانة জ্যোতির্বিদ ছিল। যখন আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে নাবী করে পাঠালেন, আর আসমান উল্কাপিণ্ড দ্বারা পাহারা নিযুক্ত করেন, আর জিন্-শায়ত্বনদেরকে সংবাদ চুরি করে জ্যোতির্বিদদের কাছে পৌছাতে নিষেধ করেন, তখন জ্যোতির্বিদ্যা বাতিল হয়ে গেল। আর মহান আল্লাহ সেই কুরআনের মাধ্যমে জ্যোতির্বিদ্যাকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন যা দিয়ে তিনি হাক্ব ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করেছেন। আর তার নাবী ﷺ-কে ওয়াহীর মাধ্যমে যা ইচ্ছা গায়বের কোন জ্ঞান জানিয়ে দিলেন যা আয়ত্ব করতে জানতে জ্যোতির্বিদগণ ব্যর্থ হল। সুতরাং প্রশংসা ও অনুগ্রহে বর্তমানে জ্যোতির্বিদ্যা নেই। আল কুরআন তার অভাব পূরণ করে দিয়েছে (তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে)।

ইবনুল ‘আসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (مَنْ أَتَى كَاهِنًا) অর্থাৎ জ্যোতিষী, গণক এবং জ্যোতির্বিদ যে কারো কাছে আসুক না কেন। (أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ) অর্থাৎ সহবাস করতে। (مِن دُبُرِهَا) অর্থাৎ হায়য অবস্থায় হোক বা পবিত্র অবস্থায় হোক। (فَقَدْ بَرِئَ) অর্থাৎ কুফ্রী করল। এটি ধমক ও শাস্তির ভয় দেখানোর জন্য।

(‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৯০০; মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٦٠٠ -[٩] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلٰى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: لِلَّذِىْ قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ فَسَمِعَهَا مُسْتَرِقُوا السَّمعِ ومُسْتَرِقُوا السَّمْعِ هٰكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ «وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ» فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلٰى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلٰى مَنْ تَحْتَهُ حَتّٰى يُلْقِيَهَا عَلٰى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ. فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا

[৫১৯] সহীহ : আহমাদ ৯৫৩৬, আবূ দাউদ ৩৯০৪, ইবনু মাজাহ ৬৩৯, আল জামি‘উস্ সগীর ১০৮৮৬, সহীহুল জামি‘ ৫৯৪২, বায়হাক্বী’র কুবরা ১৪৫০৪, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ৬৬৭০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৬৫০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৪৪।

Scanned by CamScanner

أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৬০০-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলীতে যখন কোন ফায়সালা করেন, তখন সে নির্দেশে মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাদের পাখাসমূহ নাড়াতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলার সে নির্দেশটির আওয়াজ সে শিকলের শব্দের মতো যা কোন একটি সমতল পাথরের উপরে টেনে নেয়া হলে শোনা যায়। অতঃপর যখন মালায়িকাহ্ অন্তর হতে সে ভীতি দূর হয়ে যায়, তখন সাধারণ মালাক (ফেরেশ্‌তা) আল্লাহর নিকটতম মালাক-কে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের রব্ কি নির্দেশ দিয়েছেন? তাঁরা বলেন, আমাদের প্রভু যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ সঠিকই বলেছেন। (এবং সে নির্দেশটি কি তা জানিয়ে দেন,) এরপর বলেন, আল্লাহ তা'আলা হলেন সুমহান ও মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহর নাবী আরো বলেছেন : আল্লাহর ফায়সালাকৃত বিধান সম্পর্কে ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে যেসব আলোচনা হয়, জিন্-শায়ত্বনেরা চোরা পথে একজন আরেকজনের উপরে দাঁড়িয়ে শোনার চেষ্টা করে। বর্ণনাকারী সুফ্ইয়ান নিজের হাতের অঙ্গুলিগুলো ফাঁক করে শায়ত্বনরা কিভাবে একজন আরেকজন হতে কিছুটা ফাঁক করে কিভাবে একজন আরেকজন হতে কাছাকাছি দাঁড়ায় তা অনুশীলন করে দেখিয়েছেন। অতঃপর যে শায়ত্বন প্রথমে নিকট হতে শুনতে পায় সে তা তার নিচের শায়ত্বনকে বলে দেয় এবং সে তার নিচের জনকে, এভাবে কথাটি জাদুকর ও গণকের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। অনেক সময় এমন হয় যে, ঐ কথাটি পৌঁছার পূর্বেই আগুনের ফুলকি তাদের ওপর নিক্ষেপ করা হয় (ফলে আর তা গণকদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না)। আবার কখনো তারকা নিক্ষেপ হওয়ার পূর্বেই তা তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। অতঃপর তারা ঊর্ধ্বজগতে শুনা সে (সত্য) কথাটির সাথে (নিজেদের মনগড়া) শত শত মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে মানুষের কাছে বলে। আর যখন তাকে বলা হয় যে, অমুক দিন তুমি আমাদেরকে এই এই কথা বলেছিলে, (তা তো মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।) তখন ঐ একটি কথা দ্বারা তার সত্যতা প্রমাণ করা হয়, যা ঊর্ধ্বজগৎ হতে শ্রুত হয়েছিল। (বুখারী)[৫২০]

ব্যাখ্যা : (إِذَا قَضَى اللّٰهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ) ইমাম ত্ববারানী (রহিমাহুল্লাহ) নাওআস ইবনু সাম্'আন (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) থেকে মারফূ' সূত্রে একটি হাদীস উল্লেখ করছেন, "মহান আল্লাহ" যখন ওয়াহীর মাধ্যমে কথা বলেন তখন আসমান আল্লাহর ভয়ে প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে থাকে। আসমানবাসীগণ (ফেরেশতাগণ) শুনে বেহুশ হয়ে সাজদায় লুটিয়ে পড়েন। অতঃপর সর্বপ্রথম জিবরীল (আলায়হিস সালাম) মাথা উঁচু করলে মহান আল্লাহ যা ইচ্ছা ওয়াহী থেকে তার সাথে কথা বলেন। অবশেষে তা মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাগণের) ওপর শেষ করেন। যখনই তিনি কোন আসমান অতিক্রম করেন তখন তাঁর অধিবাসীগণ তাকে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের রব কী বলেছেন? তিনি বলেন, তিনি সত্য কথাই বলেছেন। অতঃপর যেখানে আদেশ করেন সেখানে এসে তা শেষ হয়ে যায়।

(سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ) এটা ওয়াহীর সূচনালগ্নে তার কথার মতো «صلصلة كصلصلة الجرس» আর তা হলো, ওয়াহীর কারণে মালায়িকাহ্'র শব্দ। ইবনু মারদুওয়াইহি ইবনু মাস্'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যখন আল্লাহ কোন ওয়াহী দ্বারা কথা বলেন তখন আসমানবাসী তা সমতল ভূমিতে শিকলের আওয়াজের ন্যায় একটা আওয়াজ শুনতে পায়। অতঃপর তারা ভীত হয়ে পড়ে আর তারা মনে করে, এটা ক্বিয়ামাতের নির্দেশ। তিনি পাঠ করেন «حتى إذا فزع» "এমনকি ভীতি দূর হয়ে যায়"।

---

[৫২০] সহীহ : বুখারী ৪৭০১, ইবনু মাজাহ ১৯৪, আল জামি'উস্ সগীর ৭৩৬, সহীহুল জামি' ৭৩৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬, তিরমিযী ৩২২৩।

Scanned by CamScanner

এ হাদীসটি মূলত ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) ও অন্য একজন বর্ণনা করেছেন। লেখক এটাকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সিল্‌সিলাহ্ বলা হয়, লোহার শব্দ যখন তা নড়াচড়া করে এবং একটি অন্যটির মাঝে প্রবেশ করে। এ বর্ণনাটি 'সোয়াদ' বর্ণ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। তবে উভয় স্থানে শব্দ দু'টি একই অর্থে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ওয়াহীর সূচনালগ্নে যে ঘণ্টা বাজার মতো শব্দ হতো এবং সমতল ভূমির উপর লোহার শব্দ উভয় আওয়াজ একই রকম।

(ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮০০; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৩২২৩)

٤٦٠١ -[١٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّهُمْ بَيْنَا جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رُمِيَ بِنَجْمٍ وَاسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هٰذَا؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَإِنَّهَا لَا يُرْمٰى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ إِذَا قَضٰى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هٰذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِي يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَا قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتّٰى يَبْلُغَ هٰذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَيَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلٰى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ فَمَا جَاؤُوا بِهٖ عَلٰى وَجْهِهٖ فَهُوَ حَقٌّ وَلٰكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৬০১-[১০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর জনৈক আনসারী সহাবী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, এক রাতে তাঁরা (সহাবীরা) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসেছিলেন। তখন হঠাৎ একটি তারকা (আকাশ হতে) ছুটল এবং তাতে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা এভাবে তারকা ছোটাকে জাহিলিয়্যাতের যুগে তোমরা কি বলতে? তাঁরা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক অবগত। তবে আমরা বলতাম : আজ কোন একজন বড় লোকের জন্ম হয়েছে অথবা কোন একজন বড় লোকের মৃত্যু ঘটেছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুর দরুন তারকা নিক্ষিপ্ত হয় না। প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমাদের রব, যাঁর নাম অতীব বারাকাতময়, যখন কোন নির্দেশ দেন তখন সর্বপ্রথম আল্লাহর 'আর্‌শ বহনকারী মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) তাসবীহ পাঠ করেন। অতঃপর তাঁদের নিকটবর্তী আসমানের মালায়িকাহ্ তাসবীহ পাঠ করেন, এভাবে তাসবীহ পাঠ করার সিলসিলাহ্ পর্যায়ক্রমে দুনিয়ার আকাশে অবস্থানরত মালায়িকাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর 'আর্‌শ বহনকারী মালায়িকাহ্'র নিকটবর্তী মালায়িকাহ্ 'আর্‌শ বহনকারীদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের রব্ কি বলেছেন? তখন তারা আল্লাহ যা বলেছেন তা তাদেরকে বলে দেন এবং সাথে সাথে পরস্পরের জানা-জানির মধ্যে দুনিয়ার আকাশে অবস্থানরত মালায়িকাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং চোরাপথে খবর সংগ্রহকারী জিন্‌-শায়ত্বন ত্বরিত গতিতে সে খবরটি সংগ্রহ করে এবং তাদের বন্ধুদের কাছে

Scanned by CamScanner

পৌঁছে দেয়। সুতরাং যে সমস্ত কথা তারা অবিকল বর্ণনা করে, এটা সঠিক ও সত্য। কিন্তু গণক ও জাদুকররা তার সাথে আরো অনেক (মিথ্যা) মিশিয়ে প্রকাশ করতে থাকে। (মুসলিম)[৫২১]

ব্যাখ্যা : «مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِمِثْلِ هٰذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ» এখানে রসূলুল্লাহ ﷺ জানার জন্য প্রশ্ন করেননি। কারণ তিনি তার উত্তর জানতেন। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল, তারা জাহিলী যুগে যে বিশ্বাস করত তার আলোকে উত্তর দিবে। অতঃপর তিনি তা তাদের থেকে দূর করে দিবেন এবং তার মূলকে সমূলে উৎখাত করবেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৩২২৪)

আলোচ্য হাদীসটি হতে বুঝা গেল যে, নক্ষত্র নিক্ষেপের সাথে কোন মহান ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যুর সম্পর্ক থাকার ধারণা সঠিক নয়। বরং চোর শায়ত্বনদের বিতাড়িত করার জন্যই আসমান থেকে আগুনের ফুলকি নিক্ষেপ করা হয়। [সম্পাদক]

٤٦٠٢ -[١١] وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذِهِ النُّجُوْمَ لِثَلَاثٍ جَعَلَهَا زِيْنَةً لِلسَّمَاءِ وَرُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدٰى بِهَا فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيْهَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيْبَهٗ وَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْلَمُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا وَفِيْ رِوَايَةِ رَزِيْنٍ: «وَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِيْهِ وَمَا لَا عِلْمَ لَهٗ بِهٖ وَمَا عَجَزَ عَنْ عِلْمِهِ الْأَنْبِيَاء وَالْمَلَائِكَةُ».

৪৬০২-[১১] ক্বতাদাহ্ রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা এসব নক্ষত্র তিন উদ্দেশে সৃষ্টি করেছেন। ১. আকাশের শোভা বৃদ্ধি, ২. জিন্-শায়ত্বনদের বিতাড়িত করা এবং ৩. পথভোলা পথিকের দিক নির্ণয়। আর যে কেউ এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশে বর্ণনা করে, সে মারাত্মক ভুল করে এবং নিজের ভাগ বরবাদ করে। আর এমন অসাধ্য সাধনের পিছনে পড়ে, যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই।

(বুখারী; ইমাম বুখারী তা'লীক্ব অর্থাৎ- সানাদবিহীন অবস্থায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)[৫২২]

আর ইমাম রযীন বর্ণনা করেছেন যে, এমন একটি কাজের পিছনে কষ্ট করল যা তার কোন উপকারে আসবে না এবং সে বিষয়ে তার সামান্যতম জ্ঞানও নেই। যার তথ্য জানতে আল্লাহর নাবীগণ ও মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাকুল) অক্ষম রয়েছেন।

ব্যাখ্যা : (جَعَلَهَا زِيْنَةً لِلسَّمَاءِ وَرُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ) অর্থাৎ মহান আল্লাহ বলেন : ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ﴾ "আর আমরা দুনিয়ার আসমানকে বাতিসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং শায়ত্বনকে তাড়ানোর জন্য নিক্ষেপযোগ্য করেছি।" (সূরাহ্ আল মুলক ৬৭ : ৫)

(وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدٰى بِهَا) মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ﴾ "আর চিহ্নসমূহ যেন তারা নক্ষত্র দ্বারাও পথ পায়।" (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ১৬)

(فَمَن تَأَوَّلَ فِيْهَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ) অর্থাৎ যে ব্যক্তি নক্ষত্রের উল্লেখিত উপকার ছাড়া অন্য কোন উপকারের কথা উল্লেখ করে (أَخْطَأَ) অর্থাৎ যেন সে ঝোপে কুড়াল মারে।

---

[৫২১] **সহীহ :** মুসলিম (২২২৯)-১২৪, আবূ ইয়া'লা ৭১৮২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১২৯, 'নাসায়ী'র কুবরা ১১২৭২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/১৪৩, বায়হাক্বী'র কুবরা ১৬৯৫৪, আহমাদ ১৮৮২, তিরমিযী ৩২২৪।

[৫২২] **সহীহ :** বুখারী ৮/২৪৬ পৃঃ, তা'লীক্ব সহকারে।

Scanned by CamScanner

(وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ) অর্থাৎ তার জীবনের তথা বয়সের অংশ। আর তা হলো, ইহকালে-পরকালে তার উপকার করবে ও সাহায্য করবে।

(وَتَكَلَّفَ مَالَا يَعْلَمُ) অর্থাৎ এমন বিষয় যে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই। কেননা আসমানের সংবাদ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ব্যতীত জানা যায় না। চোর-জিন্‌দের নিকট থেকে জ্যোতির্বিদ কিছু সংবাদ শোনে। সে যখন সেটা প্রচার করতে থাকে তখন কতক জ্ঞানী ব্যক্তি তাকে বলে, জমিনে যা হয় তুমি তো সে সব জানো না, তবে আসমানে খবর জানার দাবী তুমি কিভাবে করো?

(تكلف مالا يعنيه) অর্থাৎ ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো, সে অনর্থক বিষয়কে পরিহার করবে।

(ومالا عِلْمَ لَهُ بِهِ) এখানে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান নেই বোঝানো হয়েছে। আংশিক বুঝানো হয়নি। যেমনটি জ্যোতির্বিদগণ মনে করেছে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) এ কথা বলেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٦٠٣-[١٢] وَعَنِ الرَّبِيعِ مِثْلُهُ وَزَادَ: وَاللهِ مَا جَعَلَ اللهُ فِي نَجْمٍ حَيَاةَ أَحَدٍ وَلَا رِزْقَهُ وَلَا مَوْتَهُ وَإِنَّمَا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَيَتَعَلَّلُونَ بِالنُّجُومِ.

৪৬০৩-[১২] বর্ণনাকারী রবী' হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। অবশ্য তিনি অতিরিক্ত এটাও বলেছেন : আল্লাহর ক্বসম! আল্লাহ তা'আলা নক্ষত্রের মধ্যে না কারো হায়াত নির্ধারণ করে রেখেছেন, না কারো রিয্‌ক আর না কারো মৃত্যু। বস্তুতঃ এ সমস্ত লোকেরা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে এবং নক্ষত্রসমূহকে কোন বস্তুর হওয়া না হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করে।[৫২৩]

ব্যাখ্যা : (وَاللهِ مَا جَعَلَ اللهُ فِي نَجْمٍ حَيَاةَ أَحَدٍ) অর্থাৎ তার জন্ম অথবা তার বেশি সময় ধরে বেঁচে থাকা।

(وَلَا رِزْقَهُ) অর্থাৎ তার সম্পদও না আবার তার প্রতিপত্তিও না।

(عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَيَتَعَلَّلُونَ بِالنُّجُومِ) অর্থাৎ তারা কোন নক্ষত্র উদয় হওয়াকে কোন জিনিস হওয়া না হওয়ার কারণ মনে করত, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা এর অর্থ হলো, তাদের মিথ্যাকে নক্ষত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত করার কথা গোপন রাখত।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : জেনে রাখ যে, শায়খ আবুল ক্বাসিম 'আবদুল করিম ইবনু সাওয়াজিন আল কুশায়রী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাব "মাফাতিহুল হুজাজ ফী ইবত্বালি মাযহাবিল মুনায্‌যামীন" তাদের কথাগুলো উল্লেখ করেছেন। তাদের কথার মধ্যে ঐ ব্যক্তির কথা সবচেয়ে নিকটতম যে বলে, এ জমিন-আসমান সবকিছু আল্লাহ আপন শক্তি ও পছন্দমত তৈরি করেছেন। তিনি নিয়ম করেছেন যে, নক্ষত্রগুলো আকাশে জ্বলে থাকবে, কোন পথে চলবে, কার সাথে মিলিত হবে। যেমনিভাবে তিনি নিয়ম করেছেন যে, সহবাসের পর সন্তান জন্ম লাভ করবে, খাওয়ার পরে পরিতৃপ্তি আসবে। এ রকম নির্ধারণ করা জায়িয আছে, তবে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। সহবাসের পর সন্তান হবে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, মহান আল্লাহর তৈরি করা বিধান। তবে অকাট্য এটা বলা যাবে না যে, সন্তান হবেই হবে। এটা বলা জায়িয নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫২৩] সহীহ : আল আক্বীদ আল ইসলামিয়্যাহ্ ২/১৪৭৩ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

٤٦٠٤ -[١٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اقْتَبَسَ بَابًا مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ لِغَيْرِ مَا ذَكَرَ اللهُ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ الْمُنَجِّمُ كَاهِنٌ وَالْكَاهِنُ سَاحِرٌ وَالسَّاحِرُ كَافِرٌ». رَوَاهُ رَزِيْنٌ

৪৬০৪-[১৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি নক্ষত্র বিদ্যা বিষয়ে আল্লাহর বাতলানো উদ্দেশ্য ব্যতীত কিছু শিক্ষাও গ্রহণ করেছে, সে বস্তুতঃ জাদুবিদ্যার এক অংশ হাসিল করেছে। আর জ্যোতিষী প্রকৃতপক্ষে গণক, আর গণক জাদুকর। আর জাদুকর কাফির। (রযীন)[৫২৪]

ব্যাখ্যা : (مَنِ اقْتَبَسَ بَابًا مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ) অর্থাৎ এর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে কোন এক প্রকার জ্ঞান শিখলো।

(لِغَيْرِ مَا ذَكَرَ اللهُ) আর তা হলো পূর্বে উল্লেখকৃত তিনটি বিষয়, যার কোনটি ফিস্‌ক্ব, কোনটি কুফ্‌র যা আমরা পূর্বে লিপিবদ্ধ করেছি।

(الْمُنَجِّمُ كَاهِنٌ والكاهنُ ساحرٌ) এর কারণ হলো, সে কথার মাধ্যমে মানুষকে যাদু করে।

(والساحرُ كافرٌ) কুফ্‌রী করার কারণে অথবা (আল্লাহর মতকে) গোপন করার কারণে। অর্থাৎ অনুরূপভাবে গণক (কাফির) আর জ্যোতির্বিদও অনুরূপ কাফির। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٦٠٥ -[١٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَوْ أَمْسَكَ اللهُ الْقَطْرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ لَأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ يَقُولُونَ: سُقِينَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৪৬০৫-[১৪] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য পাঁচ বৎসর বৃষ্টি বন্ধ করে রাখেন এবং তারপর তা বর্ষণ করেন, তবুও মানুষের একদল এই বলে আল্লাহকে অস্বীকার করবে যে, 'মিজদাহ' নক্ষত্র কক্ষস্থানে পৌছার ফলেই আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। (নাসায়ী)[৫২৫]

ব্যাখ্যা : (لَوْ أَمْسَكَ اللهُ الْقَطْرَ) অর্থাৎ যদি আল্লাহ বৃষ্টি বন্ধ করে রাখেন।

(عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর দ্বারা সীমা বোঝানো হয়নি, বরং সময়ের দীর্ঘতা বুঝানো হয়েছে। কারণ এর মধ্যে দূরত্ব রয়েছে। এর কারণ হলো পাঁচ সংখ্যাটি বেশির ক্ষেত্রে স্বীকৃত নয়।

---

[৫২৪] **সহীহ :** আল ইসতিযকার (৩৭৯৪২)-(৯৫৬), আত্ ত্বিব্বু লি আবী দাউদ (৪/১৫), 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৬৯৫৫, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১১১১, শু'আবুল ঈমান ৫১৯৭, আহমাদ ২০০০, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৬৪, আবূ দাউদ ৩৮০৫, ইবনু মাজাহ ৩৭২৬, সহীহুল জামি' ৬০৭৪, আল জামি'উস্ সগীর ১০১৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৫১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৯৩।

[৫২৫] **য'ঈফ :** নাসায়ী ১৫২৬ , য'ঈফাহ্ ১৭২১, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৪৭৯৮, 'নাসায়ী'র কুবরা ১৮৩৬, দারিমী ২/৩১৪, ইবনু হিব্বান ৬০৬।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আত্তাব ইবনু হুনায়ন" নামের বর্ণনাকারী রয়েছে। য'ঈফাহ্ ১৭২১৯।

Scanned by CamScanner

(لَأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ) তারা হলো জ্যোতির্বিদ এবং যারা তাদেরকে বিশ্বাসকারী।

(بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ্) বলেন : এটি এক প্রকার নক্ষত্রের নাম। এটাও বলা হয় যে, তা হলো তিনটি নক্ষত্র তেপায়ার মতো যা মিজদাহের সাথে সাদৃশ্য রাখে, যার তিনটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আছে। এটি 'আরবদের নিকটে বৃষ্টি আসার একটি লক্ষণ হিসেবে পরিচিত ছিল। এর অর্থ এরূপ তাদেরকে বলা হত যে, এ নক্ষত্রটি এই পাঁচ বছর যাবৎ কোথায় ছিল? এটি কি প্রতি বছর উদিত হয়, না হয় না? প্রতি বছর কী তার প্রভাব আছে, না কোন কোন বছর প্রভাব আছে? এ কথার দ্বারা নিশ্চিতভাবে তাদের বাতিল কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

Scanned by CamScanner

(٢٤) كِتَابُ الرُّؤْيَا

পর্ব-২৪ : স্বপ্ন

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : স্বপ্নের মূলতত্ত্ব হচ্ছে এই যে, আল্লাহ ঘুমন্ত ব্যক্তির অন্তরে 'ইল্‌মসমূহ এবং দৃষ্টিজ্ঞান সৃষ্টি করেন যেমন জাগ্রত অবস্থায় করে থাকেন। আর ঘুমন্ত ব্যক্তির মধ্যে এ ধরনের 'ইল্‌মসমূহের সৃষ্টি হচ্ছে অন্যান্য বিষয়াদির নিদর্শন, যা ভবিষ্যতে হবে। আর এটা কখনো স্পষ্ট হবে। আবার কখনো হবে ইঙ্গিতাকারে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٦٠٦ -[١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ» قَالُوْا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৬০৬-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : নুবুওয়াতের কোন চিহ্ন এখন আর অবশিষ্ট নেই। তবে শুধু সুসংবাদ বহনকারী রয়ে গেছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, সুসংবাদ বহনকারী কী? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : ভালো স্বপ্ন। (বুখারী)[৫২৬]

ব্যাখ্যা : এ মর্মে আল্লাহ তা'আলার বাণী : (তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে) সূরাহ্ ইউনুস আয়াত ৬৪ অত্র আয়াতে সুসংবাদ দ্বারা সত্য স্বপ্নকে বুঝানো হয়েছে।

এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত, আমার পরে সুসংবাদ অবশিষ্ট থাকবে না তবে সত্য স্বপ্ন থাকবে। হুযায়ফাহ্ ইবনু উসায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' সানাদে বর্ণিত নুবুওয়াত শেষ হয়ে যাবে সুসংবাদ অবশিষ্ট থাকবে। (ফাতহুল বারী ১২ খণ্ড, হাঃ ৬৯৯০)

জেনে রাখা ভালো যে, স্বপ্ন তিন প্রকার। সত্য স্বপ্ন, শায়ত্বনের ওয়াস্‌ওয়াসা ও মনের কল্পনা। তবে ভালো ও সত্য স্বপ্ন দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে সুসংবাদ প্রদান করেন।

٤٦٠٧ -[٢] وَزَادَ مَالِكٌ بِرِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: «يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تُرٰى لَهٗ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৫২৬] সহীহ : বুখারী ৬৯৯০, আল জামি'উস্ সগীর ৯৩২৯, সহীহুল জামি' ৫১৯৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪৭৩, তিরমিযী ২২৭৫, নাসায়ী ১০৪৫, ইবনু মাজাহ ৩৮৯৯, আবূ দাউদ ৫০১৭, ৮৭৬; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৫১৪, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৮৫০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২৮৩৯, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩০৪৫৬, আহমাদ ২৪৯৭৭, আবূ ইয়া'লা ২৩৮৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৫৪৮, ইবনু হিব্বান ৬০৪৮, দারিমী ১৩২৫।

Scanned by CamScanner

৪৬০৭-[২] ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) ‘আত্বা ইবনু ইয়াসার (রহিমাহুল্লাহ) হতে আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন : ঐ ভালো স্বপ্নটি কোন মুসলিম নিজের জন্য দেখে থাকে অথবা অন্য কেউ তার জন্য দেখে।

(বুখারী ও মুসলিম)[৫২৭]

ব্যাখ্যা : (يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تُرٰى لَهٗ) ভালো স্বপ্নটি কোন মুসলিম নিজের জন্য দেখে থাকে অথবা কেউ তার জন্য দেখে। অর্থাৎ কোন মুসলিম তার নিজের জন্য কোন সত্য স্বপ্ন দেখে অথবা অপর কোন মুসলিমের জন্য স্বপ্ন দেখবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٦٠٨ - [٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬০৮-[৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : উত্তম স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। (বুখারী ও মুসলিম)[৫২৮]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের রিওয়ায়াত সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। তার মাঝে অধিক নির্ভরযোগ্য মত হলো যা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ। অন্য একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, ৭০ ভাগের এক ভাগ। ইবনু ‘আবদুল বার (রহিমাহুল্লাহ)-এর নিকটে ২৬ ভাগের এক ভাগ। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর নিকট চব্বিশ ভাগের একভাগ। এ সমস্ত রিওয়ায়াতগুলো বিরল। যা কম বা অল্প করে বর্ণিত হয়েছে। আর উদ্দেশ্য হলো এই যে, নুবুওয়াতের অনেকভাগ রয়েছে তা অবশিষ্ট থাকবে তবে তার কিছু ভাগ হচ্ছে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে সুসংবাদ।

আর ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগের ব্যাখ্যাটি এভাবে করেছেন যে, রসূল (ﷺ)-এর পরিপূর্ণ নুবুওয়াতের সময় ছিল তেইশ বছর এর মাঝে ছয় মাস পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা স্বপ্নের মাধ্যমে রসূল (ﷺ)-এর নিকটে ওয়াহী করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বপ্নকে নুবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ বলা হয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফতীহ)

ক্বাযী আবূ বাক্‌র ইবনুল ‘আরাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : সৎ মুসলিমের স্বপ্ন নুবুওয়াতের অংশ। আর ফাসিক্বের স্বপ্নকে নবূয়াতের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

ক্বাযী আবূ বাক্‌র ইবনুল ‘আরাবী (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেছেন : স্বপ্ন নুবুওয়াতের অংশ। এর বাস্তবতা শুধু মালাক (ফেরেশতা), অথবা নাবীগণ জানেন।

মুলহিব (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : মানুষ তিন স্তরে বিভক্ত। যথা : ১. নাবীগণ। তাদের স্বপ্ন সত্য। তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। ২. সৎ লোকগণ। তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। ৩. সাধারণ লোকগণ তাদের ভালো-মন্দ উভয় ধরনের স্বপ্ন হয়। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৯৮৩)

---

[৫২৭] **সহীহ :** বুখারী ৬৯৯০, মুসলিম (৪৭৯)-২০৭, শু‘আবুল ঈমান ৪৭৫৩, আহমাদ ২৭৫৫৬, নাসায়ী ১০৪৫, তিরমিযী ২২৭৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭৮৬, আবূ দাউদ ৮৭৬, মালিক ৩৫১৯, ইবনু খুযায়মাহ্ ৫৪৮, ইবনু হিব্বান ৮৯৬, ‘নাসায়ী’র কুবরা ৭০৭।

[৫২৮] **সহীহ :** বুখারী ৬৯৮৩, ৬৯৮৭, ৬৯৮৮, ৬৯৮৯, ৬৯৯৪; মুসলিম (২২৬৪)-৭, (২২৬৩)-৮, আবূ ইয়া‘লা ৩২৩৭, আহমাদ ৭১৮৩, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩০৪৬০, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্‌যাক্ব ২০৩৫৫, মা‘রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৬৩৭৩, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৫১১, আবূ দাউদ ৫০১৮, সহীহ আল জামি‘উস্ সগীর ৩৪৫৭, ইবনু মাজাহ ৩৮৯৩, তিরমিযী ২২৭১।

Scanned by CamScanner

٤٦٠٩ -[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬০৯-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ ؓ হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে সত্যই আমাকে দেখবে। কারণ শায়ত্বন আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৫২৯]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ধরনের মত বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়, স্বপ্ন দেখা রসূল ﷺ-এর যুগের সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা সব সময়ের জন্য। সুতরাং যে ব্যক্তি তাকে দুনিয়াতে স্বপ্নে দেখবে সে সত্য সত্যই তাকে দেখবে এবং পরকালে তার সাথে সাক্ষাত লাভ করবে। কারণ শায়ত্বন তার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। বলা হয় : যে ব্যক্তি সংবাদ দিবে যে, নাবী ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেছে তার স্বপ্ন সত্য এবং হাক্ব তা খারাপ স্বপ্ন নয়।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, এ বিষয়ে মতভেদ সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর ইবনু বাকিল্লানী বলেছেন : এর অর্থ হলো নিশ্চয় তার স্বপ্ন সত্য এবং খারাপ স্বপ্ন নয়। যেমন কেউ রসূল ﷺ-কে বার্ধক্য অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছে। আবার কেউ কেউ যুবক অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٦١٠ -[٥] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬১০-[৫] আবূ ক্বতাদাহ্ ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে সত্যই দেখেছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৩০]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে 'উলামাগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বপ্নে রসূল ﷺ-কে দেখবে তা সত্যই। চাই সে ব্যক্তি স্বপ্নটি রসূল ﷺ-এর যৌবনে উপনীত অবস্থায় দেখুক বা বৃদ্ধ বয়সে উপনীত অবস্থায় দেখুক। যদি তার স্বপ্ন দেখা এমন হয় যে, রসূল ﷺ-এর মাথার চুল যতগুলো সাদা হয়েছিল স্বপ্নের মাঝে তাও দেখেছে তাহলেও তাঁর স্বপ্ন সত্যই। স্বপ্ন দেখলে তা সত্যই হবে। এতে মিথ্যার সম্ভাবনা নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা হলো অনেক 'উলামা বলেছেন : রসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখলে তার গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। কেননা কোন জুব্বা, টুপি, পাগড়ী পরা লোকের আকৃতি ধরে শায়ত্বন ধোঁকা দিতে পারে এবং নাবী বলে দাবি করতে পারে– তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

٤٦١١ -[٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «من رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৫২৯] সহীহ : বুখারী ১১০, ৬১৯৭; মুসলিম (২১৬৬)-১০, তিরমিযী ২২৭৬, ইবনু মাজাহ ৩৯০০, আল জামি'উস্ সগীর ১১২০২, সহীহুল জামি' ৬২৫৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭২৯, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩০৪৭১, আহমাদ ৯৩২৪, আবূ ইয়া'লা ৫২৫০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৫২, 'নাসায়ী'র কুবরা ৭৬২৯, দারিমী ২১৩৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/২৪৬, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১১৫২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯৫৪, আল মুসতাদরাক ৮১৮৬।

[৫৩০] সহীহ : বুখারী ৬৯৯৬, ৬৯৯৭; মুসলিম (২২৬৭)-১১, আল জামি'উস্ সগীর ১১১৯৮, সহীহুল জামি' ৬২৫৩, দারিমী ২১৪০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৫১, আহমাদ ৭৫৫৩।

Scanned by CamScanner

৪৬১১-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে অচিরেই জাগ্রত অবস্থায়ও আমাকে দেখবে। আর শায়ত্বন আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৩১]

ব্যাখ্যা : "যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে অচিরেই জাগ্রত অবস্থায়ও আমাকে দেখবে" উল্লেখিত উক্তির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তা দুনিয়াতে হতে পারে অথবা আখিরাতে হতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এখানে তিনটি যে কোন একটি উদ্দেশ্য হবে, (এক) এ কথাটির দ্বারা রসূল (সাঃ)-এর যুগের মানুষদের বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ হলো : যে ব্যক্তি রসূল (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখে এবং সে হিজরত করেনি, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হিজরতের তাওফীক্ব দান করবেন এবং রসূল (সাঃ)-কে জাগ্রত অবস্থার দেখবে। (দুই) নিশ্চয় যে ব্যক্তি রসূল (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখবে তা সত্য স্বপ্নে দেখবে জাগ্রত অবস্থার ন্যায়। সে আখিরাতেও দেখবে সমস্ত উম্মাতের মাঝে। (তিন) যে ব্যক্তি রসূল (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখবে যেন আখিরাতেও বিশেষত্বের সাথে দেখবে। আর সে ব্যক্তি বিশেষ শাফা'আতের উপযুক্ত হবে। "শায়ত্বন আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না" এ মর্মে বুখারী, মুসলিম, ইবনু মাজাহসহ অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার সারমর্ম হলো যে, শায়ত্বনের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয় রসূল (সাঃ)-এর আকৃতি ধারণ করা। (শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হাঃ ২২৬৬/১০)

٤٦١٢ -[٧] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتْفُلْ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬১২-[৭] আবূ ক্বতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে, আর খারাপ স্বপ্ন শায়ত্বনের পক্ষ হতে। কাজেই তোমাদের যে কেউ ভালো স্বপ্ন দেখে, সে যেন তা শুধু এমন ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করে যাকে সে ভালোবাসে। আর যদি কেউ এমন স্বপ্ন দেখে, যা তার নিকট অপছন্দনীয়, তাহলে সে যেন তার ক্ষতি এবং শায়ত্বনের অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চায় এবং (বামদিকে) তিনবার থুথু ফেলে। আর স্বপ্নটি যেন কারো নিকট প্রকাশ না করে, তাতে তার আর কোন ক্ষতি হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৩২]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের মাঝে স্বপ্নের প্রকারসমূহের মধ্যে হতে দুই প্রকারকে উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তম স্বপ্ন এবং খারাপ স্বপ্ন। উত্তম স্বপ্ন দেখলে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে– এ মর্মে মহান আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করেন : "আপনার পালনকর্তার নি'আমাতের কথা প্রকাশ করুন"– (সূরাহ্ আয্ যুহা- ৯৩ : ১১)। আর

---

[৫৩১] সহীহ : বুখারী ৬৯৯৩, মুসলিম (২২৬৬)-১১, ইবনু মাজাহ ৩৯০৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০০৪, আবূ দাউদ ৫০২৩, সহীহুল জামি' ৬২৫৫, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৭৭৩৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৫৩, আহমাদ ৩৭৯৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬০৮।

[৫৩২] সহীহ : বুখারী ৭০৪৪, ৭০৪৫; মুসলিম (২২৬১)-১, (২২৬১)-৪; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৫১৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৫৯৯, আহমাদ ২২৬৪৪, আবূ ইয়া'লা ১৩৬৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৫৯, শু'আবুল ইমান ৪৭৫৯, 'নাসায়ী'র কুবরা ৭৬২৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২১৪৬, দারিমী ২১৪১, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০৩৫৩, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩০৪৯৩, তিরমিযী ২২৭৭, ইবনু মাজাহ ৩৯০৯, আবূ দাউদ ৫০২১।

Scanned by CamScanner

খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয় হলো ধৈর্য ধারণ করা এবং কারো নিকটে প্রকাশ না করা– এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী : "আপনি সবর করবেন। আপনার সব্‌র আল্লাহর জন্য ব্যতীত নয়"– (সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ১২৭)। ইয়া'কূব আলায়হিস সালাম যখন ইউসুফ আলায়হিস সালাম-কে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, দুঃখের মাঝে পতিত হয়েছিল ঐ সময়ের কথা বর্ণনা করেন, "তিনি ইয়া'কূব আলায়হিস সালাম বললেন : আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি"– (সূরাহ্ ইউসুফ ১২ : ৮৬)।

ক্বাযী আবূ বাক্‌র ইবনুল 'আরাবী বর্ণনা করেছেন, উত্তম স্বপ্ন দেখলে যাদের নিকট বর্ণনা করা যাবে–

(ক) জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটে : তিনি স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা করবেন যা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, অথবা নাসীহত করবে বা পরামর্শ দিবে যার দ্বারা তার উপকার হবে।

(খ) বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট : তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানেন, তিনি জানাবেন যা তার ওপর সংঘটিত হবে অথবা চুপ থাকবেন।

(গ) প্রিয় ব্যক্তির নিকট : তিনি যদি ভালো কিছু জানেন তাহলে বলবেন। আর যদি ঐ সম্পর্কে অজানা বা সন্দেহ পোষণ করে থাকেন তাহলে চুপ থাকবেন। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৯৮৪)

٤٦١٣ -[٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৬১৩-[৮] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা সে খারাপ মনে করে, তখন সে যেন নিজের বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে। আর আল্লাহর কাছে তিনবার শায়ত্বন হতে পানাহ চায় এবং স্বপ্ন দেখার সময় যে পাঁজরে শায়িত ছিল, সে যেন পাঁজর পরিবর্তন করে নেয়। (মুসলিম)[৫৩৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস এবং পূর্বের হাদীসের মানে স্বপ্নের আদব বর্ণনা করা হয়েছে। ভালো স্বপ্নের আদবগুলো হলো আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা, সুসংবাদ গ্রহণ করা, জ্ঞানী ব্যক্তি বা নিকটতম ব্যক্তির নিকট তা বর্ণনা করা। আর খারাপ স্বপ্নের বৈশিষ্ট্য হলো : আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া শায়ত্বনের অনিষ্টতা হতে পানাহ চাওয়া, বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলা, ঘুমের মাঝে পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোয়া, কারো কাছে তা প্রকাশ না করা, দুই রাক্'আত সলাত আদায় করা।

ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : তিনবার থুথু ফেলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ শায়ত্বনকে তাড়ানোর যে উপস্থিত হয়ে অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখায় এবং তাকে তুচ্ছ করা। এগুলো বাস্তবায়ন করলে মানুষ শায়ত্বনের অনিষ্ট হতে দূরে থাকবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২২৭৭)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : থুথু ফেলার বিষয়টি সম্পর্কে, থুথু নিক্ষেপ করার দ্বারা ঐ শায়ত্বনকে তাড়ানো যে মানুষের নিকট খারাপ স্বপ্ন উপস্থাপনা করে এবং তাকে অপমান, লাঞ্ছনা করা এবং তার কাজকে ঘৃণা করা। আর বাম পার্শ্বকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ কারণে যে, এ স্থান থেকে নোংরা, অপছন্দনীয় কাজ সংঘটিত হয়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫৩৩] সহীহ : মুসলিম (২২৬১)-২, (২২৬২)-৫; ইবনু মাজাহ ৩৮০৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৩১১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৫৯৭, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩০৪৯৪, আহমাদ ১৪৮২২, নাসায়ী'র কুবরা ১০৭৪৭, শু'আবুল ঈমান ৪৭৬১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৬০, আবূ ইয়া'লা ২২৬৩, আল জামি'উস্ সগীর ৫৫২, সহীহুল জামি' ৫৫১।

Scanned by CamScanner

٤٦١٤ -[٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ يَكَدْ يَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: وَأَنَا أَقُولُ: الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرٰى مِنَ اللهِ فَمَنْ رَأٰى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلٰى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ الْغُلَّ فِي النَّوْمِ وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ وَيُقَالُ: الْقَيْدُ ثُبَاتٌ فِي الدِّينِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬১৪-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যামানা নিকটবর্তী হলে মু'মিনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আর মু'মিনদের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। বস্তুতঃ যে জিনিস নুবুওয়াতের অংশ হয়, তা কখনো মিথ্যা হতে পারে না।

মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি এ কথা বলি যে, স্বপ্ন তিন প্রকার হয়ে থাকে। প্রথমতঃ মনের খেয়াল বা কল্পনা। দ্বিতীয়তঃ শায়ত্বনের পক্ষ হতে ভীতি প্রদর্শন। আর তৃতীয়তঃ আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ প্রদান। অতএব কেউ কোন অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে তা অন্যের নিকট যেন না বলে এবং তখনই উঠে যেন সলাত আদায় করে। ইবনু সীরীন (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন : নাবী ﷺ স্বপ্নে (গলদেশে) শৃঙ্খল পরা অবস্থা দেখাকে অপছন্দ করতেন। অবশ্য (পায়ে) শিকল পরা অবস্থায় দেখাকে পছন্দ করতেন। আর বলা হয় যে, শিকল পরার অর্থ হলো, দীনের উপর অবিচল থাকা। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৩৪]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে “যামানার নিকটবর্তী” হওয়ার দ্বারা হাদীস বিশারদদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) “মায়ালি মুত্ তানযিল”-এর মাঝে দু'টি কথা উল্লেখ করেছেন : (ক) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাত-দিনের সমান হওয়া উদ্দেশ্য। এ সময় যেহেতু মানুষের মেজাজ সঠিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ থাকে এবং সময়ের স্বপ্নের মাঝে সংমিশ্রণ হয় না। এ সময়ের স্বপ্ন ন্যায়সঙ্গত হয়। এ জন্য স্বপ্ন মিথ্যা হয় না (খ) যামানা নিকটবর্তী হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : সময় শেষ হওয়া যখন ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার নিকটবর্তী হবে।

হাফিয ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : প্রথম মতের উপর মু'মিনদের সীমাবদ্ধতা হওয়া দূরবর্তী বিষয়। কেননা এ সময়ে মানুষের অভ্যাস সঠিক বা ন্যায় ইনসাফের উপর বিশেষত থাকে তা নির্দিষ্ট না। ইবনু বাত্ত্বল দৃঢ়ভাবে প্রথম মতটি সঠিক বলেছেন। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৭০১৭)

ফায়িক গ্রন্থকার : যামানা নিকটবর্তী হওয়ার তিনটি কথা বলেছেন, (এক) শেষ যামানা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ক্বিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়া। দীর্ঘ সময়, কম, খাটো হওয়া। (দুই) রাত ও দিনের মাঝের সময় সমান হওয়া। (তিন) নাবী ﷺ-এর বাণী সময় নিকটবর্তী হবে এমনকি বছর হবে মাসের ন্যায়। আর মাস হবে এক জুমু'আহ্ হতে আরেক জুমু'আহ্ (সপ্তাহের) ন্যায়। আর সপ্তাহ হবে দিনের ন্যায়। দিন ঘণ্টার সমান মনে হবে। তারা বলেছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইমাম মাহদীর সময়ের আবির্ভাব হওয়া।

মিরক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থকারের মতে : এর উদ্দেশ্য হলো দাজ্জাল এবং ইয়া'জূজ ও মা'জূজ-এর আগমনের সময়।

---

[৫৩৪] সহীহ : বুখারী ৭০১৭, মুসলিম (২২৬৩)-৬, আল মুসতাদরাক ৮১৭৪, দারিমী ২১৬০, 'নাসায়ী'র কুবরা ৭৬৫৪, শু'আবুল ঈমান ৪৭৬২, আহমাদ ৭৬৪২, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩০৫১২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ২০৩৫২, মা'রিফাতুস্ সুনান লিল বায়হাক্বী ৬৩৭৩, সহীহুল জামি' ৩৫৩৩, তিরমিযী ২২৭০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৯, ১২০, ১৩৪১।

Scanned by CamScanner

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) المفهم গ্রন্থে বলেছেন, এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অধিক অবগত রয়েছেন। তবে কিছু সময় বাকী থাকবে 'ঈসা ইবনু মারইয়াম আলায়হিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করার পর। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৭০১৭)

٤٦١٥ -[١٠] قَالَ الْبُخَارِيُّ: رَوَاهُ قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهُشَيْمٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ يُونُسُ: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقَيْدِ.

وَقَالَ مُسْلِمٌ: لَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ؟ وَفِي رِوَايَةٍ نَحْوُهُ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: «وَأَكْرَهُ الْغُلَّ...» إِلَى تَمَامِ الْكَلَامِ

৪৬১৫-[১০] ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীসটি ক্বতাদাহ্, ইউনুস, হুশায়ম এবং আবূ হিলাল ইবনু সীরীন-এর মাধ্যমে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন এবং ইউনুস বলেন : আমার দৃঢ় বিশ্বাস "পায়ে বেড়ি পরা" স্বপ্ন দেখার কথাটি নাবী ﷺ হতে বর্ণিত।

ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি জানি না ঐ বাক্যটি হাদীসের অংশ নাকি ইবনু সীরীন-এর নিজস্ব অভিমত।

অন্য এক রিওয়ায়াতেও অনুরূপ মন্তব্য উল্লেখ রয়েছে। আর স্বপ্নে "গলদেশে শৃঙ্খল পরা দেখা আমি পছন্দ করি না" হতে শেষ পর্যন্ত হাদীসের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

٤٦١٦ -[١١] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ قَالَ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: «إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৬১৬-[১১] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তার কথা শুনে নাবী ﷺ হাসলেন এবং বললেন : শায়ত্বন যখন তোমাদের কারো সাথে ঘুমের মধ্যে তামাশা করে, তখন তা কোন মানুষের কাছে বর্ণনা করা উচিত নয়। (মুসলিম)[৫৩৫]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, খারাপ স্বপ্ন বা এমন স্বপ্ন যার মাঝে শায়ত্বনের প্রভাব রয়েছে তা মানুষের বলা উচিত নয়।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এ ধরনের স্বপ্নের মাঝে সম্ভাবনা রয়েছে যে, তা খারাপ স্বপ্ন হবে অথবা তাতে শায়ত্বনের পক্ষ হতে এমন বিবাদে লাগিয়ে দেয়া হয় যা অপছন্দনীয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীগণ বলেছেন, তাদের গ্রন্থসমূহের মাঝে : মাথাকাটা অর্থ নি'আমাত ছিনিয়ে নেয়া, সমাজ হতে, বিচ্ছিন্ন হওয়া নেতৃত্ব চলে যাওয়া, মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হওয়া সকল ক্ষেত্রে, দাসের স্বাধীন হওয়া, অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থ হওয়া, ঋণী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ হওয়া। আর যে ব্যক্তি হাজ্জ করেনি তার হাজ্জ করা ভীতু ব্যক্তির নিরাপদ হওয়া। আল্লাহ তা'আলা অধিক ভালো জানেন। (শারহুন্ নাবাবী ২২৬৮/১৪)

---

[৫৩৫] সহীহ : মুসলিম (২২৬৮)-১৬, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩০৪৭৩, আল জামি'উস্ সগীর ৭৯০, সহীহুল জামি' ৭৮, ইবনু মাজাহ ৩৯১২ আবূ ইয়া'লা ২২৭৪।

Scanned by CamScanner

٤٦١٧ - [١٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ فَأُوتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوَّلْتُ أَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৬১৭-[১২] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে যেভাবে স্বপ্ন দেখে একরাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি আমার সহাবীগণ সমবেত 'উক্ববাহ্ ইবনু রাফি' রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গৃহে উপবিষ্ট। তখন আমাদের সম্মুখে কিছু তাজা পাকা খেজুর উপস্থিত করা হলো। যাকে রুত্বাব ইবনু ত্বাব বলা হয়। অতএব আমি এটার এ তা'বীর করেছি যে, দুনিয়াতে আমাদেরও মর্যাদা বুলন্দ করা হবে এবং পরকাল হবে সুখময়; আর আমাদের ধর্ম হবে সর্বোত্তম। (মুসলিম)[৫৩৬]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসের মাঝে 'উক্ববাহ্ ইবনু রাফি' সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে একজন গ্রাম্য অনারব লোক ছিল। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে, সে মাদীনাহ্বাসী ছিল। 'ক্বামূস' গ্রন্থকার বলেছেন যে, মাদীনাহ্ শহরটি সুন্দর ছিল। আর রিফা'আহ্ দ্বারা মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন"– (সূরাহ্ আল মুজাদালাহ্ ৫৮ : ১১)। আর 'আক্বিবাহ্ দ্বারা পরকালীন কল্যাণ বুঝানো হয়েছে, এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারই পুরস্কার উত্তম এবং তারই প্রদত্ত প্রতিদান শ্রেষ্ঠ"– (সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ৪৪)। আল্লাহর বাণী, "শেষ কল্যাণ মুত্তাক্বীদের জন্যই রয়েছে"– (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১২৮)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

বিঃ দ্রঃ ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে জাহিলী যুগে মাদীনার নাম ছিল ইয়াস্রিব তায়বাহ্, ইসলামী যুগে আল্লাহ তা'আলা নাম দিয়েছেন মাদীনাহ্ এবং রসূল ﷺ নাম রেখেছেন ত্বাবা এবং তায়বাহ্।

٤٦١٨ - [١٣] وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهْلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هٰذِهِ: أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬১৮-[১৩] আবূ মূসা আল আশ্'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি মাক্কাহ্ হতে এমন এক ভূ-খণ্ডের দিকে হিজরত করছি যেখানে খেজুর গাছ রয়েছে। আমার ধারণা হলো, এটার দ্বারা ইয়ামান বা হিজরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরে প্রকাশ পেল, তা মাদীনাহ্ মুনাওয়ারা, যার নাম ইয়াসরিব। আমি স্বপ্নে এটাও দেখতে পেলাম যে, আমি তলোয়ার নাড়াচ্ছি। এমন সময় তার মধ্যখান ভেঙ্গে গেল। আর তার তা'বীর "উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের ওপর নেমে আসা বিপর্যয়" দ্বারা প্রকাশ পেল। অতঃপর আমি পুনরায় তলোয়ার নাড়া দিলাম, তখন দেখলাম, তা পূর্বাপেক্ষা আরো উত্তম হয়ে

---

[৫৩৬] সহীহ : মুসলিম (২২৭০)-১৮, আবূ দাউদ ৫০২৫, সহীহুল জামি' ৩৪৭৫, ইবনু শায়বাহ্ ৩০৪৮৮, আহমাদ ১৩২১৯, আবূ ইয়া'লা ৩৫২৮, 'নাসায়ী'র কুবরা ৭৬৪৪, আল জামি'উস্ সগীর ৫৭৮৮, সহীহুল জামি' ৩৪৭৫।

Scanned by CamScanner

গেছে। আর তা'বীর যা আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী সময়ে দান করেছেন (মাক্কাহ্) বিজয় এবং মুসলিমদের সম্মিলিত শক্তি। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৩৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের মাঝে আলোচনা করা হয়েছে যে, মাদীনাকে ইয়াস্‌রিব বলা বৈধ না অবৈধ? ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : জাহিলী যুগে ইয়াস্‌রিব নাম ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মাদীনাহ্ নামে নামকরণ করেছেন। আর রসূল ﷺ নাম দিয়েছেন ত্বায়বাহ্ ও ত্বাবা। হাদীসে ইয়াস্‌রিব নামে নামকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা 'ইয়াস্‌রিব' শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশৃঙ্খলা। বলা হয় : সম্ভাবনা রয়েছে এই নাম ছিল নিষেধ হওয়ার পূর্বে। আর এটা বর্ণনা করার জন্য বলা জায়িয। নিষেধটি হলো মাকরূহ তানযীহি এবং উত্তমের বিপরীত।

মুসনাদ আহমাদ-এর মাঝে হাদীস বর্ণিত হয়েছে (মারফূ' সূত্রে) বারা' ইবনু 'আযিব রাঃ হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি মাদীনাকে ইয়াস্‌রিব নামে উচ্চারণ করবে সে যেন আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তা হচ্ছে ত্বাবা, তা হচ্ছে ত্বাবা। (মুসনাদে আহমাদ ৪/২৮৫)

মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেছেন : অধিক গুরুত্বের সাথে নিষেধ করা হয়েছে যে, মুনাফিক্ব ও ইয়াহূদীদের কবিতাগুলোকে বর্জন করার জন্য। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন ইয়াসরিব নামে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী : "ইয়াস্‌রিববাসী, এটা টিকবার মতো জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চলো"– (সূরাহ্ আল আহযা-ব ৩৩ : ১৩)।

হাদীসে তরবারির ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইমাম গাযালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : কলম তরবারির ন্যায়, কলমের দ্বারা দীন ও দুনিয়ার সাহায্য নেয়া সম্ভব। অনুরূপভাবে তরবারি দ্বারা মু'মিন এবং কাফিরকে হত্যা করা যায়। [মিরক্বাতুল মাফাতীহ]

٤٦١٩ -[١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي كَفِّيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَيَّ فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا مُسَيْلَمَةُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَالْعَنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ» لَمْ أَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) وَذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنِ التِّرْمِذِيِّ

৪৬১৯-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, (স্বপ্নে) পৃথিবীর ধনভাণ্ডার আমার সামনে উপস্থিত করা হলো। আর আমার হাতে দু'টি সোনার বালা রাখা হলো যাতে আমি বড়ই অস্বস্তিকর বোধ করলাম। এমতাবস্থায় আমাকে ওয়াহীর মাধ্যমে জানানো হলো যেন আমি বালা দু'টিতে ফুঁক মারি। সুতরাং আমি ফুঁক দিলাম, সাথে সাথে উভয়টি উড়ে গেল। আমি দু'টি বালার তা'বীর করেছি দু'জন মিথ্যাবাদী দ্বারা, যে দু'জনের মাঝখানে আমি রয়েছি। তাদের একজন সন্'আবাসী আর অপরজন ইয়ামামাবাসী। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৩৮]

---

[৫৩৭] সহীহ : বুখারী ৭০৩৫, মুসলিম (২২৭২)-২০, ইবনু মাজাহ ৩৮২১, সহীহুল জামি' ৩৪৭২, আল জামি'উস্ সগীর ৫৭৮৫, আবূ ইয়া'লা ৭২৯৮, 'নাসায়ী'র কুবরা ৭৬৫০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২৭৫, দারিমী ২১৫৮।

[৫৩৮] সহীহ : বুখারী ৪৩৭৫, ৭০৩৭; মুসলিম (২২৭৪)-২২, আহমাদ ৮২৪৯, বায়হাক্বী ১৭১৭১, আল জামি'উস্ সগীর ৫১৬৯, সহীহুল জামি' ২৮৫৮, তিরমিযী ২২৯২।

Scanned by CamScanner

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এদের একজন মুসায়লামাহ্, সে ইয়ামামার অধিবাসী। অপরজন হলো (আসওয়াদ) আনাসী, সে হলো সন্‘আ-এর অধিবাসী। মিশকাত গ্রন্থকার বলেন : এ হাদীস বুখারী ও মুসলিমে আমি পাইনি। তবে জামি‘উল উসূলের প্রণেতা এটা তিরমিযী হতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি : "একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, (স্বপ্নে) পৃথিবীর ধনভাণ্ডার আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হলো" অর্থাৎ আমার সামনে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবি উপস্থিত করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন, আমার সামনে গচ্ছিত সম্পদের প্রকারসমূহ উপস্থাপনা করা হয়েছে। হাদীস হতে জানা যায়, নাবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় দু'জন ভণ্ড ও মিথ্যা নুবুওয়াতের দাবি করেছিল। একজন হলো ইয়ামামাহ্ শহরের মুসায়লামাহ্ কায্যাব। আর দ্বিতীয়জন হলো সন্‌আ' অধিবাসীর আসওয়াদ আল আনাসী, যাকে আবূ বাক্‌র رضي الله عنه-এর খিলাফাতকালে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٦٢٠ -[١٥] وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: رَأَيْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِيْ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: «ذٰلِكَ عَمَلُهٗ يُجْرٰى لَهٗ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৬২০-[১৫] আনসারী মহিলা উম্মুল ‘আলা رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে ‘উসমান ইবনু মায্‘উন رضي الله عنه-এর জন্য একটি প্রবহমান পানির ঝরণা দেখতে পেলাম এবং এ ঘটনা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বললাম। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : তা তার ‘আমাল। তা তার জন্য (ক্বিয়ামাত পর্যন্ত) জারি থাকবে। (বুখারী)[৫৩৯]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী মহিলাটি ছিলেন তাকে জন্মাদানকারিণী মা। তার মা যখন অসুস্থ হয়েছিলেন, তাকে দেখার জন্য রসূল ﷺ গিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় মহিলাটি রসূল ﷺ-কে তার স্বপ্নের কথা বলেছিলেন। ‘উসমান ইবনু মায্‘উন ছিলেন দুইবার হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত সহাবী। তিনি বাদ্‌র যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। মাদীনায় হিজরত করা সহাবীদের মাঝে প্রথম ব্যক্তি। তার মৃত্যুর পর নাবী ﷺ তার কপালে চুমা খেয়েছিলেন। তার ‘আমাল ক্বিয়ামাত পর্যন্ত জারি থাকবে। কেননা তিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তার ‘আমাল ক্বিয়ামাত পর্যন্ত জারি থাকবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٦٢١ -[١٦] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلّٰى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَقَالَ: «مَنْ رَأٰى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟» قَالَ: فَإِنْ رَأٰى أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُوْلُ: مَا شَاءَ اللّٰهُ فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ: «هَلْ رَأٰى مِنْكُمْ أَحَدٌ رُؤْيَا؟» قُلْنَا: لَا قَالَ: "لٰكِنِّيْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِيْ فَأَخَذَا بِيَدَيَّ فَأَخْرَجَانِيْ إِلٰى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهٖ كَلُّوْبٌ مِنْ حَدِيْدٍ يُدْخِلُهٗ فِيْ شِدْقِهٖ فَيَشُقُّهٗ حَتّٰى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْاٰخَرِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهٗ هٰذَا فَيَعُوْدُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهٗ. قُلْتُ: مَا هٰذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى أَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلٰى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلٰى رَأْسِهٖ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ يَشْدَخُ بِهَا رَأْسَهٗ

[৫৩৯] সহীহ : বুখারী ৭০০৪, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্যাক্ব ২০৪২২, ‘বায়হাক্বী'র কুবরা ৭৪৪১।

Scanned by CamScanner

فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلٰى هٰذَا حَتّٰى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى أَتَيْنَا إِلٰى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا ارْتَفَعَتِ ارْتَفَعُوا حَتّٰى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى أَتَيْنَا عَلٰى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلٰى وَسْطِ النَّهَرِ وَعَلٰى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِيْ فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمٰى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِيْ فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمٰى فِيْ فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هٰذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى انْتَهَيْنَا إِلٰى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِيْ أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَا بِيَ الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِيْ دَارًا أَوْسَطَ الشَّجَرَةِ لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ثُمَّ أَخْرَجَانِيْ مِنْهَا فَصَعِدَا بِيَ الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِيْ دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ مِنْهَا فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ فَقُلْتُ لَهُمَا: إِنَّكُمَا قَدْ طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِيْ عَمَّا رَأَيْتُ قَالَا: نَعَمْ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيْ رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتّٰى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ مَا تَرٰى إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا وَالشَّيْخُ الَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِيْ أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذِيْ يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَالدَّارُ الْأُولٰى الَّتِيْ دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهٰذَا مِيكَائِيلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَإِذَا فَوْقِيْ مِثْلُ السَّحَابِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَا: ذٰلِكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ: دَعَانِيْ أَدْخُلْ مَنْزِلِيْ قَالَا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَذَكَرَ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِيْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَدِينَةِ فِيْ» بَابِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ".

৪৬২১-[১৬] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিল তিনি ফাজ্‌রের্য় সলাত শেষে প্রায়ই আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? রাবী বলেন, আমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে তাঁর নিকট বলত। আর তিনি (ﷺ) আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তার তা'বীর করতেন। যথারীতি একদিন সকালে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের কেউ (আজ রাতে) কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? আমরা জিজ্ঞেস করলাম : না। তখন তিনি (ﷺ)

Scanned by CamScanner

বললেন : কিন্তু আমি দেখেছি, আজ রাতে দু' ব্যক্তি আমার নিকট এলো এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে (সম্ভবত তা শাম বা সিরিয়া) নিয়ে গেল। দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি হাতে দাঁড়ানো। সে তা ঐ উপবিষ্ট ব্যক্তির গালের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে তা দ্বারা চিরে গর্দানের পিছন পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। অতঃপর তার দ্বিতীয় গালের সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করার মাঝে প্রথম গালটি ভালো হয়ে যায়। আবার সে পুনরায় তাই করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এটা কী? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সম্মুখের দিকে চললাম। এ পর্যায়ে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে পৌছলাম, যে ঘাড়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আর অপর এক ব্যক্তি একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে ঐ পাথরের আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে (মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে) তা গড়িয়ে দূরে চলে যায়। তখন সে লোকটি পুনরায় পাথরটি তুলে আনতে যায় সে ফিরে আসার পূর্বেই ঐ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায় এবং পুনরায় সে তা দ্বারা তাকে আঘাত করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম। সেখানে একটি গর্তের নিকট এসে পৌঁছলাম যা তন্দুরের মতো ছিল। এটার উপরিঅংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত। তার তলদেশে আগুন জ্বলছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠছে, তখন তার ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসছে এবং গর্ত হতে বাইরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। আর যখন অগ্নিশিখা কিছু স্তিমিত হচ্ছে তখন তারাও পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে কিছুসংখ্যক উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এটা কী? তারা উভয়ে বলল : সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্তের নহরের নিকট পৌছলাম। দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে একজন লোক দণ্ডায়মান। আর তার সম্মুখে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। নহরের ভিতরের লোকটি যখন তা হতে বের হওয়ার উদ্দেশে কিনারার দিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছে, তখন তীরে দাঁড়ানো লোকটি ঐ লোকটির মুখ লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করছে এবং সে লোকটিকে ঐ স্থানে ফিরিয়ে দিচ্ছে যেখানে সে ছিল। মোটকথা, লোকটি যখনই বাইরে আসার চেষ্টা করে, তখনই তার মুখের উপর পাথর মেরে সে যেখানে ছিল পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এটা কী? সঙ্গীদ্বয় বললেন : সামনে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শ্যামল সুশোভিত একটি বাগানে পৌছলাম। বাগানে ছিল একটি বিরাট বৃক্ষ। ঐ বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যক বালক। ঐ বৃক্ষটির সন্নিকটে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সম্মুখে রয়েছে আগুন, যাকে সে প্রজ্বলিত করছে। এরপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে ঐ বৃক্ষের উপরে আরোহণ করাল এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজির মাঝখানে এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করাল যেমন সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তার মধ্যে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অনন্তর তারা উভয়ে আমাকে সে ঘর হতে বের করে বৃক্ষের আরো উপরে চড়াল এবং এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করাল যা প্রথমটি হতে আরো সুন্দর ও উত্তম। এতেও দেখলাম, কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক। অনন্তর আমি সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা উভয়েই তো আমাকে আজ সারা রাতে অনেক কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। এখন বলুন, আমি যা কিছু দেখেছি তার তাৎপর্য কী? তারা উভয়ে বলল : হ্যাঁ, (তা বলছি)। ঐ যে এক ব্যক্তিকে দেখেছেন সাঁড়াশি দ্বারা যার গাল চেরা হচ্ছিল, সে মিথ্যাবাদী, সে মিথ্যা বলত এবং তার নিকট হতে মিথ্যা রটানো হত। এমনকি তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। অতএব তার সাথে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা

Scanned by CamScanner

হতে থাকবে, যা করতে আপনি দেখেছেন। আর যে ব্যক্তির মস্তকে পাথর মেরে ঘায়েল করতে দেখেছেন, সে ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে কুরআন হতে গাফিল হয়ে রাত্রে ঘুমাত এবং দিনেও তার নির্দেশ মোতাবেক 'আমাল করত না। সুতরাং তার সাথে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত ঐ আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর (আগুনের) তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন তারা হলো যিনাকার (নারী-পুরুষ)। ঐ ব্যক্তি যাকে (রক্তের) নহরে দেখেছেন, সে হলো সুদখোর। ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যাকে একটি বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখেছেন, তিনি হলেন : ইব্রা-হীম আলায়হিস সালাম। তাঁর চতুষ্পার্শ্বের শিশুরা হলো মানুষের সন্তান-সন্ততি। আর যে লোকটিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করতে দেখেছেন তা শাহীদদের ঘর। আর আমি হলাম জিবরীল আলায়হিস সালাম এবং ইনি হলেন মীকাঈল আলায়হিস সালাম। এবার আপনি মাথাটি উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথাটি তুলে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘের মতো কোন একটি জিনিস রয়েছে। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, একের পর এক স্তবকবিশিষ্ট সাদা মেঘের মতো কোন জিনিস দেখলাম। তাঁরা বললেন : তা আপনারই বাসস্থান। আমি বললাম : আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তাঁরা বললেন : এখনো আপনার হায়াত বাকি আছে, যা আপনি এখনো পূর্ণ করেননি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনি আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করবেন। (বুখারী)[৫৪০]

আর "মাদীনায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর স্বপ্ন" এ বিষয়ে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদীসটি "হারামুল মাদীনাহ্" অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল প্রতিদিন ফাজ্‌রের সলাতের পর সহাবীদের সংবাদ নেয়া। বিশেষভাবে তাদের স্বপ্নের বিষয়ে খবর শুনতেন। অতঃপর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভালো-মন্দ উভয়টি দেখেছেন আল্লাহ তা'আলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে জিবরীল আলায়হিস সালাম এবং মীকাঈল আলায়হিস সালাম-এর সাথে মিথ্যাকথা বলার শাস্তি, যিনা করার শাস্তি ও সুদ খাওয়ার শাস্তি দেখিয়েছেন। কারণ শেষ যামানায় এগুলো অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পারে। এজন্য যে, মানুষ যেন এগুলো থেকে দূরে থাকে। আবার জান্নাতের অবস্থাও দেখিয়েছেন যাতে করে মানুষ আগ্রহের সাথে জান্নাতে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٦٢٢ -[١٧] عَنْ أَبِىْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَهِىَ عَلٰى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ». وَأَحْسِبُهٗ قَالَ: «لَا تُحَدِّثْ إِلَّا حَبِيْبًا أَوْ لَبِيْبًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَفِىْ رِوَايَةِ أَبِىْ دَاوُدَ قَالَ: «الرُّؤْيَا عَلٰى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعْبَرْ فَإِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ». وَأَحْسِبُهٗ قَالَ: «وَلَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلٰى وَادٍّ أَوْ ذِىْ رَأْىٍ»

৪৬২২-[১৭] আবূ রযীন আল 'উক্বায়লী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মু'মিনের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর স্বপ্ন অন্যকে বলার পূর্ব পর্যন্ত উড়ন্ত পাখির

---

[৫৪০] সহীহ : তিরমিযী ৭০৪৮, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১০৭৭৬, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ৬৮৪৫।

Scanned by CamScanner

পায়ের মধ্যে ঝুলতে থাকে। আর যখনই তা কারো নিকট বর্ণনা করা হয়, তখন তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, নাবী ﷺ এটাও বলেছেন যে, কোন বন্ধু অথবা জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে স্বপ্নের কথাটি প্রকাশ করো না। (তিরমিযী)[৫৪১]

আর আবূ দাঊদ-এর রিওয়ায়াতের মধ্যে আছে, নাবী ﷺ বলেছেন : স্বপ্নের তা'বীর না দেয়া পর্যন্ত পাখির পায়ে ঝুলতে থাকে। আর যখনই তার তা'বীর করা হয়, তখন তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, নাবী ﷺ এ কথাও বলেছেন যে, কোন বন্ধু অথবা কোন জ্ঞানী ব্যতীত অন্য কারো কাছে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করো না।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে, মু'মিনের স্বপ্ন নুবুওয়াতে ছেচল্লিশভাগের একভাগ। এ সম্পর্কে কিছু আসার হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তবে ইসলামের প্রথমদিকে নাবী ﷺ যে ছয় মাস স্বপ্ন দেখেছিলেন তা নুবুওয়াতের ছেচল্লিশভাগের এক-ভাগের মাঝে অন্তর্ভুক্ত।

"স্বপ্নে পাখির পায়ের মধ্যে ঝুলতে থাকা" এর দ্বারা উদ্দেশ্য ভালো ও মন্দ উভয়টি হতে পারে। সুতরাং স্বপ্নের ব্যাখ্যা যাই দেয়া হবে তাই ঘটবে। ফলে যে কোন মানুষের নিকট স্বপ্নের কথা বলা উচিত না। স্বপ্নের কথা বলবে 'আলিম, সৎলোকেদের নিকট। (মিরক্বাতুল মাফাহীহ)

٤٦٢٣ -[١٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَرَقَةَ. فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: إِنَّهُ كَانَ قَدْ صَدَّقَكَ وَلٰكِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أُرِيتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذٰلِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৪৬২৩-[১৮] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওয়ারাক্বাহ্ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো। খদীজাহ্ رضي الله عنها তা নাবী ﷺ-এর সম্মুখে বলেছিলেন, ওয়ারাক্বাহ্ তো আপনাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আপনার নুবুওয়াত প্রকাশের পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওয়ারাক্বাকে স্বপ্নে আমাকে দেখানো হয়েছে, তার গায়ে সাদা কাপড় রয়েছে। যদি সে জাহান্নামী হত তাহলে তার গায়ে অন্য ধরনের কাপড় হত। (আহমাদ ও তিরমিযী)[৫৪২]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসের মাঝে ওয়ারাক্বাহ্ ইবনু নাওফাল ইবনু আসাদ আল কুরায়শী ছিলেন খদীজাহ্ رضي الله عنها-এর চাচাতো ভাই। তিনি জাহিলী ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তিনি পূর্বের আসমানী গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেছেন। তিনি একজন বৃদ্ধ লোক ও অন্ধ ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে রসূল হিসেবে বিশ্বাস করেছিলেন। এজন্য খদীজাহ্ رضي الله عنها রসূল ﷺ-এর নিকট নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রশ্ন করেছিল, সে জান্নাতে যাবে কি? রসূল ﷺ স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যার দ্বারা বুঝা যায় যে, সে জান্নাতী। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২২৮৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫৪১] **সহীহ :** তিরমিযী ২২৭৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২০, আহমাদ ১৬১৯৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৪৯, 'ত্বারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৫৭৯১, আবূ দাঊদ ৫০২০, ইবনু মাজাহ ৩৯১৪, আল মুসতাদরাক ৮১৭৫, দারিমী ২১৪৮, সহীহুল জামি' ৫৭৬৯।

[৫৪২] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২২৮৮, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৭৯২, আহমাদ ২৪৩৬৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৯৭১৯। হাদীটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "উসমান ইবনু 'আবদুর রহমান" হাদীস বিশারদদের নিকট শক্তিশালী নয়, য'ঈফ। দেখুন- তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/৪৬৮ পৃঃ, হাঃ ২২৮৮; আল মুসতাদরাক ৮১৮৭।

Scanned by CamScanner

٤٦٢٤ - [١٩] وَعَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهٖ أَبِىْ خُزَيْمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَنَّهٗ رَأٰى فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّهٗ سَجَدَ عَلٰى جَبْهَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهٗ فَاضْطَجَعَ لَهٗ وَقَالَ: «صَدِّقْ رُؤْيَاكَ» فَسَجَدَ عَلٰى جَبْهَتِهٖ. رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ

وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ أَبِىْ بَكْرَةَ: كَأَنَّ مِيْزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فِىْ بَابِ «مَنَاقِبِ أَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا»

৪৬২৪-[১৯] ইবনু খুযায়মাহ্ ইবনু সাবিত তাঁর চাচা আবূ খুযায়মাহ্ হতে বর্ণনা করেন যে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যেভাবে স্বপ্ন দেখে, তিনি অনুরূপ স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি নাবী ﷺ-এর কপালে সাজদাহ্ করছেন। তাঁকে স্বপ্নের কথাটি বর্ণনা করা হলে, তিনি (ﷺ) বললেন : তুমি তোমার স্বপ্নটিকে বাস্তবায়ন করো, এ বলে তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি রসূল ﷺ-এর কপালে সাজদাহ্ করলেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৫৮৩]

এ প্রসঙ্গে আবূ বাক্রাহ্ বর্ণিত হাদীস, "যেন আসমান হতে একটি পাল্লা অবতীর্ণ হয়েছে" আবূ বাক্র ও 'উমার-এর মানাকিবে বর্ণিত হবে।

ব্যাখ্যা : মির্ক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেছেন, খুযায়মাহ্ ইবনু সাবিত উপাধি ছিল আবূ আম্মারা আল আনসারী আল আওযী তিনি বাদ্‌র যুদ্ধ এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সিফ্‌ফীন যুদ্ধে 'আলী-এর সাথে ছিলেন। যখন 'আম্মার ইবনু ইয়াসির-কে হত্যা করা হয়। তিনি তার তরবারি কোষমুক্ত করে লড়াই করতে থাকেন এমনকি তিনি নিহত (শাহীদ) হন।

মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : যখন স্বপ্নে কেউ ভালো কিছু দেখে তার উপর 'আমাল করা মুস্তাহাব। যদি ঐ সপ্নটি ভালো বা আনুগত্য করার মতো হয়। যেমন কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেছে যে, সে সলাত আদায় করে, সওম পালন করে, তার সম্পদ হতে সদাক্বাহ্ করে বা এ ধরনের ভালো কোন কিছু স্বপ্নে দেখে। অত্র হাদীসে আবূ খুযায়মাহ্ ভালো একটি স্বপ্ন দেখেছিল আর রসূল ﷺ তা পালন করার সুযোগ করে দিলেন। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এ ধরনের ভালো স্বপ্ন পালন করা। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٦٢٥ - [٢٠] عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ لِأَصْحَابِهٖ: «هَلْ رَأٰى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟» فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُصَّ وَإِنَّهٗ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ: "إِنَّهٗ أَتَانِى اللَّيْلَةَ

---

[৫৮৩] সানাদ খুবই দুর্বল : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩২৮৫, 'নাসায়ী'র কুবরা ৭৬৩০, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ : শু'আয়ব আরনাউত্ব ২১৯৩৫।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আমির ইবনু সলিহ আয্ যুবায়রী" নামের একজন য'ঈফ রাবী। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৩০৭ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِيْ وَإِنَّهُمَا قَالَا لِيْ: انْطَلِقْ وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا". وَذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِيْ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ بِطُولِهِ وَفِيهِ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَهِيَ قَوْلُهُ: "فَأَتَيْنَا عَلٰى رَوْضَةٍ مُعْتِمَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرٰى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰذَا مَا هٰؤُلَاءِ؟" قَالَ: "قَالَا لِيَ: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلٰى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ". قَالَ: "قَالَا لِيَ: ارْقَ فِيهَا". قَالَ: «فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلٰى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ». قَالَ: "قَالَا لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِيْ ذٰلِكَ النَّهَرِ" قَالَ: «وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِيْ أَحْسَنِ صُورَةٍ» وَذَكَرَ فِيْ تَفْسِيرِ هٰذِهِ الزِّيَادَةِ: «وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ» قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ قَدْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৬২৫-[২০] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ফাজ্‌রের সলাতের পরে) অধিকাংশ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? যে ব্যক্তি কোন স্বপ্ন দেখত আল্লাহ তা'আলা তাওফীক্ব দিলে তা রসূল ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করত। একদিন সকালে তিনি (ﷺ) আমাদেরকে বললেন : আজ রাতে দু'জন আগন্তুক (স্বপ্নের মধ্যে) আমার কাছে এসেছিল। তারা আমাকে উঠাল এবং বলল, আমাদের সঙ্গে চলুন। আমি তাদের সঙ্গে চললাম। অতঃপর প্রথম অধ্যায়ে যে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার অনুরূপ বিস্তারিত ঘটনাটি তিনি বর্ণনা করেছেন।

অবশ্য হাদীসে এমন কিছু কথা বর্ধিত আছে, যা পূর্বে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। আর তা হলো, সম্মুখে আমরা একটি ঘন সন্নিবিষ্ট বাগানে এসে উপনীত হলাম। বাগানটি বসন্তের হরেক রকম ফুলে সুশোভিত ছিল। হঠাৎ বাগানের মধ্যস্থলে আমার দৃষ্টি এমন এক ব্যক্তির উপরে পড়ল, যিনি এত দীর্ঘকায় ছিলেন যে, উপরের দিকে তাঁর মাথা দেখা আমার জন্য কষ্টকর ছিল। তার চতুষ্পার্শ্বে এত বিপুল সংখ্যক শিশু ছিল, যাদেরকে আমি কখনো দেখিনি। আমি সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম : এ লোকটি কে? আর এরাই বা কারা? কিন্তু তারা আমাকে বললেন : সামনে চলুন। সুতরাং আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে বিরাট একটি বাগানে এসে উপনীত হলাম। এরূপ বড় ও সুন্দর বাগান এর পূর্বে আর আমি কখনো দেখিনি। রসূল ﷺ বলেন, তারা আমাকে বললেন : বাগানের বৃক্ষে আরোহণ করুন। আমরা তাতে আরোহণ করলে এমন একটি শহর আমাদের নজরে পড়ল যা সোনা ও রূপার ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। আমরা ঐ শহরের দরজায় পৌঁছলাম,

Scanned by CamScanner

দরজা খুলতে বললে আমাদের জন্য দরজা খোলা হলো। তার ভিতরে প্রবেশ করে আমরা কতিপয় লোকের সাক্ষাৎ পেলাম। তাদের শরীরের অর্ধেক ছিল যেসব রূপ তুমি দেখেছ তার চেয়ে সৌন্দর্যপূর্ণ। আর অর্ধেক ছিল তোমার দেখা রূপের মধ্যে অত্যধিক বিশ্রী। রসূল ﷺ বলেন : আমার সঙ্গী দু'জন ঐ সমস্ত লোকেদের উদ্দেশে বলল : যাও, তোমরা এ ঝরণায় নেমে পড়ো। তথায় প্রস্থের দিকে প্রবহমান একটি ঝরণা ছিল। তার পানি ছিল একেবারে সাদা। তারা গিয়ে তাতে নামলো। অতঃপর নহরের পানিতে ডুব দিয়ে তারা আমাদের কাছে ফিরে এলো। দেখা গেল, তাদের কদাকৃতি দূর হয়ে গিয়েছে। এক্ষণে তারা খুব সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে গেছে। হাদীসটির বর্ধিত এ কথাগুলোর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, বাগানে যে দীর্ঘাকৃতির লোকটিকে দেখেছিলেন, তিনি ছিলেন ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম।

আর তাঁর চারপাশের যে বালকগুলো ছিল তারা এ সমস্ত শিশু যারা দীনে ফিত্বরাতের (ইসলামের) উপর মৃত্যুবরণ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মুসলিমদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! আর মুশরিকদের সন্তান? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তারাও সেখানে। আর ঐ সমস্ত লোক যাদের শরীরের অর্ধেক অংশ সুন্দর ছিল আর বাকি অংশ ছিল কদাকার, তারা সে সমস্ত লোক, যারা ভালোর সাথে মন্দ কাজও মিশিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন। (বুখারী)[৫৪৪]

٤٦٢٦ـ[٢١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مِنْ أَفْرَى الْفِرٰى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৬২৬-[২১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অপবাদ হলো, কারো নিজ চক্ষুদ্বয়কে এমন জিনিস দেখানো, যা তারা দেখেনি। (বুখারী)[৫৪৫]

ব্যাখ্যা : ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : নিকৃষ্টতম অপবাদ হলো কারো নিকট এমন স্বপ্নের কথা বলা যা সে স্বপ্নে দেখেনি। কেননা স্বপ্ন হলো নুবুওয়াতের একাংশ। সুতরাং জাগ্রত অবস্থায় মিথ্যা বলা অপেক্ষা ঘুমন্ত সময়ের মিথ্যা জঘন্যতম অপরাধ। কেননা মানুষ ঘুমন্ত অবস্থার স্বপ্নের কথা বিশ্বাস করবে। তাতে যাচাই-বাছাই করার কোন উপায় নেই।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : "নিকৃষ্ট অপবাদ" হলো কোন লোক তার দু' চোখ দ্বারা দেখেনি তা বর্ণনা করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৭০৪৩)

٤٦٢٧ـ[٢٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৪৬২৭-[২২] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : ভোর রাত্রের স্বপ্ন সবচেয়ে সত্য। (তিরমিযী ও দারিমী)[৫৪৬]

---

[৫৪৪] সহীহ : বুখারী ৭০৪৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৫৭৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৫, আহমাদ ২০০৯৪, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩০৪৮৬।

[৫৪৫] সহীহ : বুখারী ৭০৪৩, আহমাদ ৫৭১১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩০৬৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩১, শু'আবুল ঈমান ৪৭৭১, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৭৬৩৭, আল জামি'উস্ সগীর ৩৯৭৪, সহীহুল জামি' ২২১১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের মাধ্যমের জানা যায় ভোর রাতের স্বপ্ন অধিক সত্য হয়। কেননা এ সময়ে আল্লাহ তা'আলা সর্বনিম্নের আকাশে নেমে আসেন। বান্দার ওপর আল্লাহর রহমাত ক্ষমা অবতীর্ণ হয়। আর এ সময়ে বিশেষভাবে ফাজ্‌রের সলাতে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতামণ্ডলী) নাযিল হয়। শায়ত্বন মানুষকে কুমন্ত্রণা দিতে পারে না। তাই এ সময়ের স্বপ্ন অধিক সত্য হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫৪৬] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২২৭৪, য'ঈফাহ্ ১৭৩২, দারিমী ২১৪৬, য'ঈফুল জামি'উস্ সগীর ৮৮৭, শু'আবুল ঈমান ৪৭৬৮, আবূ ইয়া'লা ১৩৫৭, আহমাদ ১১৬৫০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "দাররাজ" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। দেখুন- য'ঈফাহ্ ৪/২১৮ পৃঃ, হাঃ ১৭৩২।

Scanned by CamScanner

(٢٥) كِتَابُ الْآدَابِ

পর্ব-২৫ : শিষ্টাচার

প্রশংসনীয় কাজ ও কথাকে আদাব (আদব) বলা হয়। ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : চারিত্রিক মহৎ গুণাবলী লাভ করাকে আদব বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, সৎকর্মের সাথে থাকা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার নাম আদাব। কেউ কেউ বলেন, বড়দের সম্মান করা ও ছোটদের সাথে সদয় আচরণ করাকে আদব বলে।

এটাও বলা হয় যে, أدب শব্দটি مأدبة থেকে গৃহীত। আর তা হলো খাবারের প্রতি আহ্বান করা, এটা এজন্য নাম হয়েছে যে, সাধারণত খাদ্যের প্রতি ডাকাই হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(١) بَابُ السَّلَامِ

অধ্যায়-১ : সালাম

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٦٢٨ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ عَلٰى صُورَتِهٖ طُولُهٗ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهٗ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى أُولٰئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَذَهَبَ فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ" قَالَ: «فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ». قَالَ: «فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهٗ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهٗ حَتَّى الْآنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬২৮-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আদাম (আলায়হিস্ সালাম)-কে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সৃষ্টি করে বলেন, যাও এবং অবস্থানরত মালায়িকাহ্'র (ফেরেশ্তাদের) ঐ দলটিকে সালাম করো। আর তাঁরা তোমার সালামের উত্তরে কি বলে তা শ্রবণ করো। তাঁরা যে উত্তর দেবে তা তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের উত্তর। অতঃপর আদাম (আলায়হিস্ সালাম) গিয়ে তাঁদের উদ্দেশে বললেন : "*আস্সালা-মু 'আলায়কুম*"। অতঃপর মালায়িকাহ্ উত্তর দিলেন, "*আস্সালা-মু 'আলায়কা ওয়া রহমাতুল্ল-হ*"। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তাঁরা (ফেরেশ্তাগণ) "*ওয়া রহ্মাতুল্ল-হ*" অংশটি বৃদ্ধি করেছেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : যে ব্যক্তিই

Scanned by CamScanner

জান্নাতে প্রবেশ করবে সে আদাম আলায়হিস সালাম-এর আকৃতিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সে উচ্চতায় হবে ষাট হাত। তখন হতে আজ পর্যন্ত সৃষ্টিকুলের উচ্চতা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে আসছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৪৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত 'তাঁর' সর্বনাম এর প্রত্যাবর্তনস্থল কোন্ দিকে? এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, এর প্রত্যাবর্তনস্থল হলো "আদাম" অর্থাৎ আল্লাহ আদাম আলায়হিস সালাম-কে সৃষ্টি করেছেন যে আকৃতিতে যা ছিল পৃথিবীতে অবতরণ অথবা মৃত্যু পর্যন্ত। এটা তাদের সংশয়কে দূর করার জন্য যারা মনে করে যে, আদাম আলায়হিস সালাম জান্নাতে অন্যরূপে ছিলেন অথবা তিনি বরাবর প্রথম সৃষ্টির মতো ছিলেন। তার বেড়ে উঠায় কোন পরিবর্তন হয়নি যেটা তাঁর সন্তান এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় পরিবর্তিত হয়।

কেউ বলেন, দাহরিয়্যাহ্ (যুগবাদীদের) খণ্ডন করার জন্য। আর তা হলো মানুষ শুক্র থেকে সৃষ্টি হয়, আর মানব শুক্র মানুষ থেকে উৎপন্ন হয় এর কোন প্রথম নেই। অতএব প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রথম থেকে এভাবে সৃষ্টি।

কেউ বলেন, এটা প্রকৃতিবাদীদের খণ্ডন করার জন্য যারা বিশ্বাস করে যে, অবশ্যই মানুষ প্রকৃতির প্রভাবে জন্মে থাকে।

কেউ বলেন, এটা ক্বদারিয়্যাহ্‌দেরকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য যারা 'আক্বীদাহ্ পোষণ করে যে, মানুষ নিজেই সৃষ্টি হয়েছে।

কেউ বলেছেন, হাদীসটির পটভূমির আলোকে এর প্রত্যাবর্তনস্থল হবে আদাম । কারণ এর পূর্বে এক ঘটনা উহ্য আছে যা হলো জনৈক লোক তার গোলামকে মুখমণ্ডলের উপর প্রহার করলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করলেন এবং এ হাদীসটি বললেন।

কেউ কেউ বলেছেন, এর সর্বনাম প্রত্যাবর্তন করবে আল্লাহর দিকে। তারা দলীল হিসেবে অন্য একটি হাদীস عَلٰى صُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ উল্লেখ করেন যা মুনকার ও য'ঈফ। আর এখানে صُوْرَةِ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো الصِّفَةُ। তথা গুণাবলী। তখন তার অর্থ হবে, নিশ্চয় আল্লাহ আদামকে তাঁর জ্ঞান, জীবন, শ্রবণ, দর্শন ও অন্যান্য গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

ইবনু 'আবদুল বার ইজমার দাবী করে বলেন, সালামের সূচনা করা সুন্নাত ও সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। এটা আমাদের প্রসিদ্ধ মত। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর থেকে বর্ণনা করে বলেন, সালাম দেয়া সুন্নাত অথবা ফার্‌যে কিফায়াহ্। যদি দলের পক্ষে কেউ একজন সালাম প্রদান করেন তাহলে যথেষ্ট হবে। তিনি ইজমার উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলেন : তাঁর ফার্‌যে কিফায়াহ্ বলার অর্থ হলো এটা সুন্নাত। আর সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করা বা পুনর্জীবিত করা হচ্ছে ফার্‌যে কিফায়াহ্।

'আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, সালামের জবাব দেয়া ফার্‌যে কিফায়াহ্।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, সালামের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা আমাদের উম্মাতে মুহাম্মাদীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। যা অন্যান্য উম্মাতের সময় ছিল না। যার ইঙ্গিত আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অমীয় বাণী থেকে প্রাপ্ত হই। যেমন প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আদাবুল মুফরাদে' ও

---

[৫৪৭] **সহীহ :** বুখারী ৩৩২৬, ৬২২৭; মুসলিম (২৮৪১)-২৮, আহমাদ ৮১৭১, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৭৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৬২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ১৯৪৩৫, শু'আবুল ঈমান ৮৮৬৯, আল জামি'উস্ সগীর ৫৫৪৫, সহীহুল জামি' ৩২৩৩।

Scanned by CamScanner

ইবনু মাজাহতে রয়েছে। যাকে ইমাম ইবনু খুযায়মাহ্ সহীহ বলেছেন, আমাদের মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত, ইয়াহূদীরা তোমাদের 'সালাম' ও 'আমীন'-এর ব্যাপারে যত হিংসা করে আর কোন কিছুতেই এরূপ তোমাদের ওপর হিংসা করে না।

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসে বললেন : আমি হলাম প্রথম ব্যক্তি যাকে ইসলামী শুভেচ্ছায় অভিবাদন জানানো হয়েছে। এরপর বললেন, وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ অর্থাৎ তোমার ওপরেও আল্লাহর শান্তি ও রহমাত বর্ষিত হোক। (মুসলিম)

ইমাম ত্ববারানী ও বায়হাক্বী আবূ উমামাহ্ কর্তৃক মারফূ' হাদীস উল্লেখ করে বলেন : আল্লাহ সালামকে আমাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের মাধ্যম ও আমাদের যিম্মীদের নিরাপত্তা প্রদান স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন।

আবূ দাউদে 'ইমরান ইবনু হুসায়ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আমরা জাহিলী যুগে অভিবাদন জানানোর সময় বলতাম أَنْعِمْ بِكَ عَيْنًا তোমার চক্ষু শীতল হোক। أَنْعِمْ صَبَاحًا সকাল শুভ হোক। অতঃপর যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটল তখন আমরা এসব বলাতে নিষিদ্ধ হলাম।

ইবনু আবূ হাতিম বলেন : তারা জাহিলী যুগে حُيِّيتَ مَسَاءً আমি সন্ধ্যায় তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করলাম। حُيِّيتَ صَبَاحًا সকালে দীর্ঘজীবন কামনা করলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এটাকে পরিবর্তন করে সালামের প্রবর্তন করলেন।

এ হাদীসে সালামের জবাবে প্রদানকারীর চাইতে কিছু বৃদ্ধিসহ বলার ইঙ্গিত রয়েছে। এটা সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব। কারণ এ ব্যাপারে এর সাক্ষ্য কুরআনে পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ "তখন তোমরা এর চাইতে উত্তমভাবে অভিবাদন বা সালাম জানাও অথবা তার মতো ফিরিয়ে দাও"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৮৬)। অতএব সালাম প্রদানকারী যদি وَرَحْمَةُ اللهِ পর্যন্ত বলে তবে জবাব দানকারীর وَبَرَكَاتُهُ বৃদ্ধি করা মুস্তাহাব। আবার কেউ যদি وَبَرَكَاتُهُ পর্যন্ত বলে তাহলে তার জবাবে কিছু বৃদ্ধি করা যাবে কিনা? অথবা প্রদানকারীর وَبَرَكَاتُهُ-এর চাইতে কিছু বেশি বলতে পারে কিনা? এর উত্তরে ইমাম মালিক তাঁর মুওয়াত্ত্বা গ্রন্থে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বলেন, وَبَرَكَاتُهُ পর্যন্তই সালামের শেষ। ইমাম বায়হাক্বী তাঁর "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে বলেন : জনৈক ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে বলল, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ। তখন তিনি বললেন, وَبَرَكَاتُهُ পর্যন্ত বললে তোমার জন্য যথেষ্ট হতো, এর শেষ وَبَرَكَاتُهُ পর্যন্ত। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সালাম হলো وَبَرَكَاتُهُ পর্যন্ত। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে ইবনু 'উমার-এর মতে বৃদ্ধি করা জায়িয। যেমন ইমাম মালিক তাঁর মুওয়াত্ত্বা গ্রন্থে বলেন, ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সালামের জবাবে বৃদ্ধি করে وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَاتُ বলেন।

ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদে বলেন, সালিম বলেন : ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জবাবে বৃদ্ধি করতেন। আমি একদিন এসে বললাম السَّلَامُ عَلَيْكُمْ, এর উত্তরে তিনি বললেন السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ। পরে আরেকদিন এসে وَبَرَكَاتُهُ পর্যন্ত বললাম, তখন এর উত্তরে তিনি বৃদ্ধি করে وَطِيبُ صَلَوَاتِهِ বলেন। যায়দ ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক বর্ণনায় বলেন, ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট চিঠি লিখতে গিয়ে বললেন, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَطِيبُ صلواته।

ইবনু দাক্বীক্বিল 'ঈদ বলেন : এ রীতি আল্লাহর বাণী فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا থেকে গৃহীত। অতএব যখন প্রথমে সালাম দানকারী ব্যক্তি وَبَرَكَاتُهُ পর্যন্ত বলবে তখন এর উত্তরে বৃদ্ধি করা জায়িয।

Scanned by CamScanner

وَبَرَكَاتُهُ এরপর বর্ধিত শব্দাবলীর ফাযীলাত সংক্রান্ত যে সব হাদীস আছে এবং যেসব হাদীস রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পাওয়া যায় তার প্রায় সবই য'ঈফ। এসব য'ঈফ হাদীসের ক্ষেত্রে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : যখন এ দুর্বল হাদীসগুলো একত্রিত হয় তখন তা শক্তিশালী হয়। যার ফলে وَبَرَكَاتُهُ এর পরে বর্ধিত শব্দগুলো ব্যবহারের বৈধতা পাওয়া যায়। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬২২৭)

٤٦٢٩ - [٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬২৯-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, ইসলামে কোন্ 'আমালটি উত্তম? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অপরকে খাবার খাওয়াবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৪৮]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দেয়াতে আল্লাহর জন্য 'আমালকে খালেস করা হয় এবং বিনয় ব্যবহার করা হয়। তিনি আরো বলেন, সালামের বিস্তার সাধন এ উম্মাতের একটি বৈশিষ্ট্য।

ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর উপকারিতা হলো যদি কেউ অপরিচিত ব্যক্তিকে সালাম না দেয় তাহলে তার ধারণা হবে যে, সে তার অপরিচিত ব্যক্তি। এতে সে একাকীত্ব অনুভব করবে। তিনি বলেন, কাউকে কাফির বলে চিনতে না পারা পর্যন্ত সতর্কতার স্বার্থে সালাম দেয়া বৈধ।

ইবনু বাত্তল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্বক সালাম প্রদান করার মাধ্যমে কোমল আচরণ করা হয়। যাতে সকল মুসলিম ভাই ভাই হয়ে যায়। কেউ কারো নিকট থেকে একাকীত্ববোধ না করে। তিনি বলেন, সালামকে শুধুমাত্র পরিচিত মুসলিমের সাথে খাস করে অপরিচিত ব্যক্তিকে সালাম না দেয়াটা পরস্পরের বিচ্ছিন্নতার মতো। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬২৩৬)

'আওনুল মা'বূদ-এর রচয়িতা আবূ দাঊদ-এর ভাষ্যকার বলেন : সালামকে পরিচিত ব্যক্তির সাথে খাস করা ক্বিয়ামাতের আলামাতসমূহের একটি। যেমন ত্বহাবীসহ অন্যরা ইবনু মাস্'ঊদ رضي الله عنه থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ السَّلَامَ لِلْمَعْرِفَةِ "শুধুমাত্র পরিচিত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া ক্বিয়ামাতের নিদর্শনাবলীর অন্যতম"। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৮৫)

٤٦٣٠ - [٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ «لَمْ أَجِدْهُ» فِي الصَّحِيحَيْنِ «وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلٰكِنْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ» الْجَامِعِ" بِرِوَايَةِ النَّسَائِيِّ

৪৬৩০-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একজন মু'মিনের ওপর অপর মু'মিনের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যথা- ১. যখন কোন মু'মিনের রোগ-ব্যাধি হয়, তখন

---

[৫৪৮] সহীহ : বুখারী ১২, ২৮; মুসলিম (৩৯)-৬৩, আহমাদ ৬৫৮১, নাসায়ী ৫০০০, ইবনু মাজাহ ৩২৫৩, আবূ দাউদ ৫১৯৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৯৪৪, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৭৭৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫০৫, 'নাসায়ী'র কুবরা ১১৭৩১, শু'আবুল ঈমান ৩৩৫৯।

Scanned by CamScanner

তার সেবা-শুশ্রূষা করা, ২. কেউ মৃত্যুবরণ করলে, তার জানাযাহ্ ও দাফন-কাফনে উপস্থিত হওয়া, ৩. কেউ দা'ওয়াত করলে তা গ্রহণ করা অথবা কারো ডাকে সাড়া দেয়া, ৪. সাক্ষাতে সালাম প্রদান করা, ৫. হাঁচি দিলে জবাব দেয়া এবং ৬. উপস্থিত-অনুপস্থিত সকল অবস্থায় মু'মিনের কল্যাণ কামনা করা।

মাসাবীহ গ্রন্থকার বলেন : আমি এ হাদীসটি সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে পাইনি এবং হুমায়দীর কিতাবেও পাইনি। তবে জামি'উল উসূলের গ্রন্থকার নাসায়ী'র বর্ণনা সূত্রে এটা বর্ণনা করেছেন।[৫৪৯]

ব্যাখ্যা : (يَنْصَحُ لَهُ) এর অর্থ সে মু'মিনের কল্যাণ কামনা করবে বা তাকে সুপথ প্রদর্শন করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

সহীহ মুসলিম-এর ভাষ্যকার বলেন : তাকে সদুপদেশ দান করবে, সৎ পরামর্শ দিবে। তাকে প্রতারিত করবে না। তাকে অবিরত সদুপদেশ দান করবে। (শারহুন্ নাবাবী হাঃ ২১৬২)

٤٦٣١ -[٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتّٰى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৬৩১-[৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দেব, যার উপর 'আমাল করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। (তা হলো) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে। (মুসলিম)[৫৫০]

ব্যাখ্যা : (وَلَا تُؤْمِنُوا حَتّٰى تَحَابُّوا) এর মর্মার্থ, পারস্পরিক ভালোবাসা ছাড়া তোমাদের ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করবে না এবং মু'মিন হিসেবে তোমাদের অবস্থান সঠিক হবে না।

হাদীসের বাহ্যিক অর্থ হলো, ঈমান থাকা অবস্থায় কেউ মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদিও তার ঈমান পরিপূর্ণ না হয়। তবে শায়খ আবূ 'আম্‌র (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, পারস্পরিক ভালোবাসা ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না। পরিপূর্ণ মু'মিন ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'আম্মার ইবনু ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি বস্তু সঞ্চয় করে, সে যেন ঈমান সঞ্চয় করল। ১. নিজে ন্যায় বিচার করা, ২. পৃথিবীবাসীকে সালাম প্রদান করা। ৩. মাল খরচ করা।

সালাম প্রদান ঐক্য সংহতির প্রধান উপায় ও ভালোবাসা অর্জনের মূল। সালামের বিস্তারের মাধ্যমে মুসলিমদের একে অপরের সাথে হৃদ্যতা গড়ে উঠে। আর অন্য ধর্মাবলম্বী থেকে তাদেরকে পার্থক্যকারী চিহ্নের প্রকাশ সাধন হয়। এর দ্বারা আত্মচর্চা, ইসলামের বাণীকে উন্নীতকরণ, মুসলিমদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার এর মাধ্যমে মুসলিমদেরকে সম্মান প্রদান ও তাদের প্রতি বিনয়ী হওয়া নিশ্চিত হয়। উপরন্তু

---

[৫৪৯] সহীহ : নাসায়ী ১৯৩৮, তিরমিযী ২৭৩৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৩২, আল জামি'উস্ সগীর ৯৩১৯, সহীহুল জামি' ৫১৮৮, আহমাদ ৮২৭১, শু'আবুল ঈমান ৮৭৫৩, 'নাসায়ী'র কুবরা ২০৬৫, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ৭১৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯৩৪১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৫৭।

[৫৫০] সহীহ : মুসলিম (৫৪)-৯৩, আহমাদ ৯০৮৫, আল জামি'উস্ সগীর ১৩০৩৭, সহীহুল জামি' ৭০৮১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৬৯৪, তিরমিযী ২৬৮৮, ইবনু মাজাহ ৩৬৯২, আবূ দাউদ ৫১৯৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৪৪০, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৭৪৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৩৬, শু'আবুল ঈমান ৬৬১৩, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২১৫৯৫, আল মুসতাদরাক ৭৩১০।

Scanned by CamScanner

মুসলিমগণ রসূলের সুন্নাত জীবিত রাখে। আবার এর আরেকটি সূক্ষ্ম রহস্য হলো সালাম বিস্তারের ফলে মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা, হিংসা-বিদ্বেষ বিদ্যমান ঝগড়া-ফাসাদ বিদূরিত হয়। কেননা তার সালাম একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হয়ে থাকে। এখানে সে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না। ফলে সে তার সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদের খাস করে না।

মুওয়াত্ত্বা সহীহ সানাদে বর্ণিত হয়েছে, একদিন তুফায়ল ইবনু উবাই ইবনু কা'ব রাঃ সকালে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ-এর সাথে বাজারে গেলেন। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা, মিসকীন, এমনকি প্রত্যেককে সালাম দিচ্ছেন। আমি বললাম, আপনি বাজারে কি করছেন? আপনি তো বাজারে কিছু কেনা-বেচার জন্য আগত হচ্ছেন না, কোন পণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন না? আসুন আমাদের সাথে বসুন আমরা কথা বলি। তখন তিনি আমাকে বললেন, আমরা সালাম দেয়ার জন্য সকালে এসেছি। আমাদের সাথে যাদের সাক্ষাত হচ্ছে তাদেরকে সালাম দিচ্ছি।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৮৪; শারহুন্ নাবাবী ২য় খণ্ড, হাঃ ৯৩)

٤٦٣٢ -[٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬৩২-[৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আরোহী ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলা ব্যক্তিকে সালাম দেবে এবং পদব্রজে গমনকারী উপবিষ্টমান ব্যক্তিকে সালাম দেবে এবং অল্পসংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫১]

ব্যাখ্যা : ন্যূনতম সালাম হলো "*আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম*"। যদি মুসলিম ব্যক্তি একজন হয় তাহলে এর স্বল্পতর সালাম হলো "*আস্‌সালা-মু 'আলায়কা*"। তবে "*আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম*" বলা উত্তম। কারণ সালাম যেন তাকে ও দু' মালাক (ফেরেশতা)-কে শামিল করে। এর চাইতে অধিকপূর্ণ সালাম হলো এর সাথে "*ওয়া রহমাতুল্ল-হি ওয়া বারাকা-তুহ*" বৃদ্ধি করা।

ছোটরা বড়দেরকে, গমনকারী উপবিষ্টদেরকে, আরোহী হেঁটে চলা ব্যক্তিকে, কম সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দেয়া মুস্তাহাব। তবে এর বিপরীত করলেও জায়িয আছে। রবং যে আগে সালাম দিবে সে অহঙ্কারমুক্ত বলে গণ্য হবে।

হাফিয ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল বারীতে বলেন : 'আলিমগণ শারী'আতে সালাম প্রদানকারীদের ব্যাপারে হিকমাত নিয়ে আলোচনা করেন। যেমন- ইবনু বাত্ত্বল মুহাল্লাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : বড়দের হাক্ব থাকার দরুন ছোটরা তাদেরকে সালাম প্রদান করবে। কারণ সে বড়কে সম্মান করবে ও নমনীয় হবে। কম সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোকেকেদেকে সালাম প্রদান করবে। কারণ তাদের হাক্ব অধিক বড়। বাড়িওয়ালাদের নিকট প্রবেশকারী অনুমতি চাওয়ার জন্য সালাম প্রদান করবে। আরোহী সালাম প্রদান করবে যাতে সে আরোহণ করার কারণে গর্ববোধ না করে। ফলে সে বিনয়তা প্রদর্শন

[৫৫১] **সহীহ :** বুখারী ৬২৩২, ৬২৩৩; মুসলিম (২১৬০)-১, আহমাদ ১০৬২৪, তিরমিযী ২৭০৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৪৫, আবূ দাউদ ৫১৯৯, সহীহুল জামি' ৮০৮৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭০৪, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৭৬৯, মালিক ৩৫২৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ১৯৪৪৩, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৮৬৯, শু'আবুল ঈ'মান ৮৮৬২, দারিমী ২৬৩৪, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৯১৮৯।

Scanned by CamScanner

করতে পারে। ইবনুল 'আরাবী বলেন : হাদীসের মর্মার্থ হলো, অবশ্যই যার ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে, সে এমন শ্রেণীর যে, সে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ওপরে প্রাধান্য পায়।

মাযূরী বলেন : আরোহী ব্যক্তি সালাম প্রদান করবে। কারণ পায়ে হেঁটে চলা ব্যক্তির ওপরে তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সেজন্য পদাচারী ব্যক্তির পরিবর্তে আরোহী ব্যক্তি গর্ব থেকে সতর্ক থাকার উদ্দেশে সালাম প্রদান করবে। যাতে সে দু'টি ফাযীলাতের অধিকারী হতে পারে। আর পদব্রজে গমনকারী সালাম প্রদান করবে। এতে উপবিষ্ট ব্যক্তি তার অনিষ্টতার আশংকা করে না। বিশেষতঃ আরোহী ব্যক্তি সালাম দিলে সে নিরাপদ হয়ে যায় এবং সে তাকে ভালোবাসে। উপরন্তু গমনকারীদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় তাদেরকে সালাম দেয়া বসে থাকা ব্যক্তিদের নিকট কঠিন। সেহেতু তাদের ওপর থেকে সালাম প্রদানের হুকুম রহিত হয়ে যায়। কিন্তু গমনকারীদের নিকট তা কঠিন নয়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭০৩)

٤٦٣٣ -[٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৬৩৩-[৬] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ছোট বা কম বয়সী বয়োজ্যেষ্ঠকে, পদব্রজে অতিক্রমকারী বসা ব্যক্তিকে ও কম সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দেবে। (বুখারী)[৫৫২]

ব্যাখ্যা : মাওয়ারদী বলেন : যদি কোন ব্যক্তি কোন মাজলিসে প্রবেশ করে। আর যদি দলটি ছোট হয় যা এক সালামে শামিল করে তাহলে তাই যথেষ্ট হবে। আর যদি সালাম বৃদ্ধি করে কাউকে বিশেষভাবে সালাম দেয়, তাহলে কোন দোষ নেই। আর তাদের পক্ষ থেকে একজন উত্তর দিলে যথেষ্ট হবে। আর যদি বেশি লোকে উত্তর দেয় তবে এতেও কোন দোষ নেই।

আর যখন মাজলিস বড় হবে ও লোক সংখ্যা বেশি হয় ফলে সবার নিকটে সালাম পৌছবে না, এক্ষেত্রে তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে প্রবেশের পূর্বে প্রথমে সালাম দিলে যারা শুনেছে তাদের নিকটে সালামের সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। শ্রবণকারীরা সালামের জবাব দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। তবে যারা সালাম শুনতে পায়নি তাদেরকে পুনরায় সালাম দেয়ায় কোন ক্ষতি নেই। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬২৩১)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ ভদ্রতা বজায় থাকবে রাস্তায় পরস্পরে দু'জনের সাক্ষাৎকালে। অতএব যখন সে কোন বসা ব্যক্তির নিকটে আগমন করবে তখন সে সালাম প্রদান করবে। চাই সেই আগমনকারী ছোট হোক বা বড়, কম সংখ্যক হোক বা বেশি সংখ্যক। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭০৪)

٤٦٣٤ -[٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬৩৪-[৭] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ একদল বালকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং তাদের সালাম দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৩]

---

[৫৫২] সহীহ : বুখারী ৬২৩১, ৬২৩৪; তিরামিযী ২৭০৪, আবূ দাঊদ ৫১৯৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৪৯, সহীহ আল জামি'উস্ সগীর ৮০৯০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৭৬৮, শু'আবুল ঈমান ৮৮৬৪, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৯১৮৮, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৫১৯৯, দারিমী ২৬৩৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯৭, আবূ ইয়া'লা ৬২৩৪, আহমাদ ৮১৬২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৪৪৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসে বালেগ তরুণদেরকে সালাম দেয়া যে মুস্তাহাব তা সাব্যস্ত হয়েছে। পরস্পরের নমনীয়তা জাগ্রত, সব মানুষকে সালাম প্রদান এবং বিশ্ববাসীর প্রতি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহানুভবতা ও স্নেহপরায়ণতার ইঙ্গিত এতে বিদ্যমান। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৬৯৬)

হুসায়মী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : পাপমুক্ত হতে হলে ফিৎনামুক্ত হতে হবে। অতএব যে নিরাপদ থাকার ব্যাপারে আস্থাবান হয় সে সালাম প্রদান করবে। নতুবা চুপ থাকায় অধিক নিরাপদ।

ইবনু বাত্তল (রহিমাহুল্লাহ) মুহাল্লাব থেকে বর্ণনা করে বলেন : পুরুষ কর্তৃক মহিলাদের সালাম দেয়া ও মহিলা কর্তৃক পুরুষদের সালাম দেয়া জায়িয, যখন ফিৎনা থেকে মুক্ত হয়।

মালিকী মাযহাবীরা অজুহাতের পথ বন্ধ করার স্বার্থে যুবতী ও বৃদ্ধাদের মাঝে পার্থক্য করেছেন। তবে রবী'আহ্ একেবারে নিষেধ করেছেন।

কুফাবাসীগণ বলেন : মহিলা কর্তৃক পুরুষদের সালাম দেয়া শারী'আতে ঠিক নয়। কারণ তাদেরকে আযান, ইক্বামাত, উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তারা মাহরামদের মাঝে সালাম লেন-দেনকে জায়িয বলেছেন। ফাতহুল বারীতে এমনিভাবে এসেছে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৯৫)

٤٦٣٥ -[٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارٰى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِيْ طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلٰى أَضْيَقِهٖ».

৪৬৩৫-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানকে প্রথমে সালাম দেবে না। তোমাদের কেউ যদি পথে কোন ইয়াহূদী বা খ্রিষ্টানের সাক্ষাৎ পাও, তবে রাস্তাকে এতটা সংকীর্ণ করে রাখবে, যাতে সে রাস্তার একপাশ দিয়ে অতিক্রম করতে বাধ্য হয়। (মুসলিম)[৫৫৪]

ব্যাখ্যা : মুসলিম কর্তৃক ইয়াহূদী ও নাসারাদের সালাম প্রদান করা তাদেরকে সম্মান করার শামিল। অথচ এটা মুসলিমদের জন্য জায়িয নয়।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তাদেরকে সালাম দেয়া হারাম।

ইমাম তৃীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : পছন্দনীয় মত হলো বিদ্'আতীরা সালাম পাওয়ার হাক্বদার নয়। যদি অপরিচিত কোন ব্যক্তিকে সালাম দেয়ার পর জানা যায় যে, সে যিম্মী অথবা বিদ্'আতী, তাহলে তার প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ বলবে, আমি সালাম ফিরিয়ে নিলাম। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৯৬)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমার সাথীরা বলেন, যিম্মীদেরকে রাস্তার মধ্যভাগ ছাড়া যাবে না। বরং যখন মুসলিমনগণ পথ চলবে তখন তারা যিম্মীদেরকে সংকীর্ণের দিকে যেতে বাধ্য করবে। তবে রাস্তা যানজটমুক্ত হলে এতে কোন দোষ নেই। তারা এ কথাও বলেন যে, সংকোচন এমন হওয়া উচিত যাতে সে গর্তে পড়ে না যায় এবং কোন দেয়ালে বাধাপ্রাপ্ত না হয়। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ৫১৬৭)

---

[৫৫৩] সহীহ : বুখারী ৬২৪৭, মুসলিম (২১৬৮)-১৪, আবূ দাউদ ৫২০২, তিরমিযী ২৬৯৬, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৮০০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৭৮, আবূ ইয়া'লা ৩৩৬৬, 'নাসায়ী'র কুবরা ১০১৬৩, দারিমী ২৬৩৬।

[৫৫৪] সহীহ : মুসলিম (২১৬৭)-১৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৪১১, সহীহুল জামি' ১৩১৬০, আল জামি'উস্ সগীর ১৩১৬০, ইরওয়া ১২৭১, সহীহ্ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭২৫, শু'আবুল ঈমান ৮৯০৩, তিরমিযী ১৬০২।

Scanned by CamScanner

٤٦٣٦ -[٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: اَلسَّامُ عَلَيْكَ. فَقُلْ: وَعَلَيْكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬৩৬-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন ইয়াহূদীরা তোমাদেরকে সালাম দেয়, তখন তারা "*আস্‌সামু 'আলায়কা*" (অর্থাৎ- শীঘ্রই তোমার মৃত্যু ঘটুক) বলে, তখন তোমরাও জবাবে বলবে "*ওয়া 'আলায়কা*" (অর্থাৎ- তোমারও মৃত্যু হোক)।

(বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৫]

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবের সালামের জবাবে কি বলা যায়, এ নিয়ে 'আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। এ নানা মতের কারণ হলো বিভিন্ন রকম রিওয়ায়াত। এসব রিওয়ায়াতের কোন্‌টি অগ্রাধিকারযোগ্য?

ইবনু 'আবদুল বার واو বিহীন বলেছেন। কেননা এটা অংশীদার করার ফায়েদা দেয়।

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) রচিত معالم السنن গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে রিওয়ায়াতে عليكم রয়েছে অর্থাৎ واو নেই সেটা উত্তম যাতে واو আছে সেই রিওয়ায়াত থেকে। ইবনু 'উয়াইনাহ্ বলেন : وعليكم বর্ণনাটি عليكم বর্ণনার চাইতে অধিক সঠিক। আর এভাবে তাদের কথাকে হুবহু তাদের নিকটে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তখন এর অর্থ হবে তোমরা যা বলেছ সেটাই তোমাদের ওপর ফিরিয়ে দিলাম।

আবার ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থে সাধারণ 'আলিমদের এমন বর্ণনা উল্লেখ করেন যাতে واو যোগে عليكم রয়েছে। তিনি এ ব্যাপারে বলেন, অবশ্য واو হরফটি حرف عطف যা দু'টি বস্তুকে একত্রিত করে। এরূপ বাক্যে واو টি পূর্বের বাক্যকে আরো সুদৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করে ও অন্য আরো কিছু যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন তুমি যখন বলবে زيد كاتب যায়দ লেখক। তখন সম্বোধিত ব্যক্তি বলবে وشاعر وفقيه। এ ধরনের বাক্যের অর্থের চাহিদা হলো যায়দ তো লেখক আবার কবি ও ফাক্বীহও বটে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : عليكم এর সাথে واو যুক্ত করা বা না করা উভয়ই সঠিক ও জায়িয। واو যোগে وعليكم অধিক উৎকৃষ্ট। এতে কোন সমস্যা নেই। অসংখ্য বর্ণনা এ ব্যাপারে অধিকাংশ 'আলিম থেকে পাওয়া যায়। এর অর্থে দু'টি তাৎপর্য রয়েছে।

১. তারা বলে, عليكم الموت তোমাদের মৃত্যু হোক। এর উত্তরে বলবে وعليكم ايضا অর্থাৎ তোমরা ও আমরা সবাই সমান। আমরা সবাই মরব।

২. واو টি استئناف পুনরারম্ভ এর অর্থে ব্যবহার হবে। এটা عطف সংযুক্ত বা تشريك অংশীদার করা এর অর্থে নয়। এটা মূলত এ রকম ছিল وعليكم ما تستحقون من الذم তোমরা যেই তিরস্কারের হাক্বদার তা তোমাদের ওপর আপতিত হোক। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬২৫৭)

'আওনুল মা'বূদ গ্রন্থকার বলেন : এর অর্থ হলো أَنَّا لَسْنَا نَمُوت دُونَكُمْ بَلْ نَحْنُ نَمُوت وَأَنْتُمْ أَيْضًا تَمُوتُونَ আমরা তোমরা ব্যতীত মরব না বরং আমরাও মরব তোমরাও মরবে, এতে শারীক করার অর্থ স্পষ্ট। সুতরাং واو যুক্ত করাতে কোন অসিদ্ধতা নেই। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে যে, অনেক ইমাম واو সহ বর্ণনা করেছেন। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৯৭)

---

[৫৫৫] সহীহ : বুখারী ৬২৫৭, মুসলিম (২১৬৬)-১২, আহমাদ ৪৬৫৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২২৪২, আল জামি'উস্ সগীর ৬০৮, সহীহুল জামি' ৬০৬, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৮৪২।

Scanned by CamScanner

٤٦٣٧ -[١٠] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكتابِ فَقولُوا: وَعَلَيْكُم". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬৩৭-[১০] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন তোমাদেরকে আহলে কিতাব (অর্থাৎ- ইয়াহূদী ও নাসারাগণ) সালাম দেয়, তখন তোমরাও বলবে "*ওয়া আলায়কুম*" (অর্থাৎ- তোমাদের ওপরও)। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৬]

ব্যাখ্যা : ইয়াহূদী নাসারাদের প্রথমে সালাম দেয়া হারাম।

ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'আলক্বামাহ্ ও নাখ'ঈ (রহিমাহুমাল্লাহ) জায়িয বলেছেন। আওযা'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা এজন্য যে, যদি তুমি তাদেরকে সালাম দাও তবে সৎ ব্যক্তিরা সালাম দিবে। আর যদি তাদেরকে পরিহার কর তবে ভালো ব্যক্তিরা পরিহার করবে।

মুসলিম ও অমুসলিম কাফির মিশ্রিত মাজলিসে সালাম দেয়া জায়িয। তবে এক্ষেত্রে শুধু মুসলিমদের উদ্দেশে সালাম প্রদান করবে। যেমন পরবর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলিম ও মুশরিক মিশ্রিত মাজলিসে সালাম দিয়েছেন। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২১৬৪)

٤٦٣٨ -[١١] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اِسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ» قُلْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ». وَفِي رِوَايَةٍ: «عَلَيْكُمْ» وَلَمْ يُذْكَرِ الْوَاوُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ. قَالَتْ: إِنَّ الْيَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: السَّام عَلَيْكَ. قَالَ: «وَعَلَيْكُمْ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عليكِ بِالرِّفْقِ وإِيَّاكِ وَالْعَنَفَ وَالْفُحْشَ». قَالَت: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِيْ فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ». وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ. قَالَ: «لَا تَكُونِيْ فَاحِشَةً فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ».

৪৬৩৮-[১১] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদীদের একটি দল নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি চাইল এবং বলল : "*আস্‌সামু 'আলায়কুম*" অর্থাৎ- "তোমাদের মৃত্যু হোক"। আমি তাদের উত্তরে বললাম : "বরং তোমাদের মৃত্যু হোক" এবং "অভিসম্পাতও হোক"। (এ কথা শুনে) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : হে 'আয়িশাহ্! আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কোমল, তিনি সকল কাজে কোমলতাকে পছন্দ করেন।

[৫৫৬] সহীহ : বুখারী ৬২৫৮, ৬৯২৬; মুসলিম (২১৬৩)-৬, শু'আবুল ঈমান ৯১০২, আবূ ইয়া'লা ২৯১৬, আহমাদ ১১৯৪৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২২৪২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭২৬, আবূ দাউদ ৫২০৬, তিরমিযী ১৬৬৯, ইবনু মাজাহ ৩৬৯৭।

Scanned by CamScanner

তখন আমি ('আয়িশাহ্) বললাম : আপনি কি শুনেননি, তারা কি বলেছে? তিনি (ﷺ) বললেন : আমি তো তাদের জবাবে "*ওয়া 'আলায়কুম*" বলে দিয়েছি। অপর এক রিওয়ায়াতে শুধু عَلَيْكُمْ. রয়েছে, وَاوْ অক্ষরটি উল্লেখ করা হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৭]

বুখারী'র আরেক বর্ণনায় আছে, 'আয়িশাহ্ সিদ্দীক্বা (রাঃ) বলেন : একদল ইয়াহূদী নাবী (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল : "*আস্সামু 'আলায়কা*" (তোমার মৃত্যু হোক)। তিনি (ﷺ) বললেন : "*ওয়া 'আলায়কুম*" (তোমাদেরও মৃত্যু হোক)। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন : "তোমাদের মৃত্যু হোক, আল্লাহর অভিসম্পাত হোক, আল্লাহর গযব তোমাদের ওপর পতিত হোক।" রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : হে 'আয়িশাহ্! থামো, তোমার কোমল হওয়া উচিত, কঠোরতা পরিহার করো, অশ্লীল ভাষা হতে বেঁচে থাকো। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন : আপনি কি শুনেননি, তারা কি বলল? তিনি (ﷺ) বললেন : তুমি কি শুননি, আমি কি জবাব দিয়েছি? আমি তাদের কথাকে তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছি। তাদের ব্যাপারে আমার দু'আ ক্ববূল হবে, আমার জন্য তাদের দু'আ ক্ববূল হবে না

মুসলিম-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : হে 'আয়িশাহ্! তুমি অযথা অশ্লীল কথা বলো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা অশালীনতা ও অশ্লীলতা পছন্দ করেন না।

ব্যাখ্যা : (الرِّفْقُ) শব্দের অর্থ لين الجانب তথা কোমল বা সদয় আচরণ করা। এটা العنف তথা কঠোর আচরণ এর বিপরীত। الفحش এর অর্থ মন্দ কথা বা কাজ। কেউ সীমালঙ্ঘনকে الفحش বলেছেন।

এ হাদীসটি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মহৎ চরিত্র ও পূর্ণ ধৈর্যশীলতার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। এতে মহানুভবতা, সদয় আচরণ, সহিষ্ণুতা, কঠোরতা অবলম্বনের প্রয়োজন ব্যতিরেকে মানুষের সাথে কোমল আচরণের প্রতি উৎসাহ প্রদানের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট বিদ্যমান। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২১৬৫)

এ হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় যে, যখন কোন যালিম কারো প্রতি বদ্দু'আ করে, তখন তার প্রার্থনা ক্ববূল করা হয় না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ "কাফিরদের আহ্বান ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়"– (সূরাহ্ আর্ রা'দ ১৩ : ১৪)। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬৪০১)

٤٦٣٩ -[١٢] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬৩৯-[১২] উসামাহ্ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) এক সমবেত জনতার নিকট দিয়ে গমন করলেন, যাদের মধ্যে রয়েছে মুসলিম, মুশরিক তথা পৌত্তলিক ও ইয়াহূদী। তিনি (ﷺ) তাদেরকে সালাম দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৮]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মুসলিম ও কাফির মিশ্রিত মাজলিসের পাশ দিয়ে গমন করার সুন্নাত হলো ব্যাপকার্থক শব্দের দ্বারা সালাম প্রদান করে মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্য করা।

---

[৫৫৭] সহীহ : বুখারী ৬৯২৭, মুসলিম (২১৬৫)-১০, তিরমিযী ২৭০১, 'নাসায়ী'র কুবরা ১০২১৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭২১, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩২৯, আল জামি'উস্ সগীর ১৩৮৯৩, সহীহুল জামি' ৭৯৩৩, আহমাদ ৯৫৬৯।

[৫৫৮] সহীহ : বুখারী ৬২৫৪, মুসলিম (১৭৯৮)-১১৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৮১, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৪৬৩, আহমাদ ২১৮১৫, শু'আবুল ঈমান ৮৯১৬, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ৭০৭৬, আল আদাবুল মুফরাদ ১১০৮, তিরমিযী ২৭০২।

Scanned by CamScanner

ইবনুল 'আরাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অনুরূপভাবে সুন্নাতের অনুসারী ও বিদ্‌'আতী, ন্যায়পরায়ণ ও পাপী এবং বন্ধু ও শত্রু মিশ্রিত মাজলিসে সালাম দেয়া বৈধ।

কতিপয় লোক ইয়াহূদী নাসারাদের সালাম প্রদান করা যাবে বলে মত পেশ করেন। তারা এর দলীল হিসেবে কুরআনে বর্ণিত ইব্‌রাহীম 'আলায়হিস সালাম-এর পিতা সম্পর্কে উক্তিটি এবং ইমাম ত্বীবী কর্তৃক ইবনু 'উয়াইনাহ্-এর হাদীসটি উল্লেখ করেন। যেহেতু ইব্‌রাহীম 'আলায়হিস সালাম তার পিতাকে বলেন, "*সালা-মুন 'আলায়কা*"। অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেন, ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ...﴾ "দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, আর তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের ক'রে দেয়নি..."– (সূরাহ্ আল মুমতাহিনাহ্ ৬০ : ৮)।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) এ ধরনের আয়াতের এবং ইবরাহীম 'আলায়হিস সালাম-এর উক্তির জবাব দিয়ে বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার সাথে সন্ধি করা বা তার থেকে দূরে থাকতে চাওয়া। আসলে এটা সম্ভাষণের জন্য ছিল না। কোন সালাফে সলিহীন এক্ষেত্রে স্পষ্টরূপে বলেছেন যে, ﴿وقل سلام فسوف تعلمون﴾ আয়াতটি যুদ্ধের আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।

ইমাম ত্বাবারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু ও উসামাহ্ ইবনু যায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসের মাঝে বৈপরীত্য নেই। কারণ, আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসটি 'আম এবং উসামার হাদীসটি খাস। এটি বন্ধুত্ব, প্রতিবেশী ও প্রতিদান দেয়ার মতো প্রয়োজন ছাড়া সালাম দেয়ার বিষয়টির কারণে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস থেকে খাস হয়েছে। এখানে সালাম দেয়া নিষেধ বলতে শারী'আতসম্মত সালাম দেয়া নিষেধ উদ্দেশ্য। অতএব যদি কেউ এমন শব্দ প্রয়োগ করে সালাম দেয় যাতে অমুসলিমরা বের হয়ে যায়, তাহলে সেটা জায়িয। যেমন কেউ বলল, اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ "আমাদের ও আল্লাহর সকল পুণ্যবান বান্দার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক" এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করা জায়িয। যেমনিভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হিরাক্বিল ও তার মতো অন্যদেরকে যখন চিঠি লিখতেন তখন বলতেন, اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى অর্থাৎ- যে হিদায়াতের (ইসলামের) অনুসারী তার ওপরে সালাম।

'আবদুর রায্‌যাক্ব থেকে ক্বাতাদাহ্ বলেন : যখন তুমি আহলে কিতাবদের বাড়ীতে প্রবেশ করবে তখন اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى বলে সালাম দিবে।

আবূ মালিক-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যখন তুমি মুশরিকদের সালাম দিবে তখন বলবে, اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ তাহলে তারা ভাববে তুমি তাদেরকে সালাম দিয়েছ অথচ তুমি তাদের নিকট থেকে সালাম ফিরিয়ে নিয়েছ। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬২৫৪)

٤٦٤٠ - [١٣] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذٰى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Scanned by CamScanner

৪৬৪০-[১৩] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : তোমরা রাস্তার উপর বসা হতে বিরত থাকো। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের রাস্তায় বসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ, আমরা তথায় বসে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সমাধা করি। তিনি (ﷺ) বললেন : যদি তোমরা তথায় বসতে বাধ্যই হও, তবে রাস্তার হাক্ব আদায় করবে। সহাবীগণ (পুনঃ) জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! রাস্তার হাক্ব কি? তিনি (ﷺ) বললেন : চক্ষু বন্ধ রাখা, কাউকে কষ্ট না দেয়া, সালামের জবাব দেয়া, ভালো কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৯]

ব্যাখ্যা : কাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসে সহাবীদের প্রতি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ ওয়াজিব ছিল না। মূলতঃ এটা ছিল উৎসাহ প্রদানমূলক বা উত্তমতার নিরিখে। যদি সহাবীগণ এটাকে ওয়াজিব মনে করতেন তাহলে তারা পুনর্বার এটাকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে পেশ করতেন না।

যারা মনে করেন এটা ওয়াজিব নির্দেশ ছিল না তারা এ হাদীসকে কখনো দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন।

রাস্তার হাক্ব সম্পর্কে একাধিক রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে, এসব হাদীস থেকে হাফিয ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) চিন্তা ভাবনা করে ১৪টি আদবের ইঙ্গিত প্রদান করেন। সম্মানিত ভাষ্যকার এ চৌদ্দটি আদবকে একত্রিত করে তিনটি চরণে উল্লেখ করেন যা নিম্নে প্রদত্ত হলো,

আমি রাস্তায় বসতে চাওয়া ব্যক্তির জন্য সৃষ্টির সেরা মানুষের (মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর) নিকট থেকে আদাবসমূহ একত্রিত করেছি :

১. সালাম বিস্তার কর, সুন্দর কথা বল, হাঁচিদাতা ও সালাম প্রদানকারীর উপযুক্ত জবাব দাও,

২. বোঝা বহনকারী ও মাযলূমকে সাহায্য কর, দুঃখির সাহায্যে পাশে দাঁড়াও, পথিক ও দিশেহারাকে পথের দিশা দাও,

৩. সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজ থেকে বাধা দান কর, কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও, দৃষ্টি অবনমিত রাখ, আমাদের প্রভু (আল্লাহর) বেশি বেশি যিক্‌র কর।

রাস্তায় বসা নিষেধ হওয়ার কতগুলো তাৎপর্য রয়েছে। যেমন যুবতী মহিলার ফিৎনার আশংকা, তাদের প্রতি নযর পড়ার ভয়। কারণ প্রয়োজনে রাস্তায় মহিলার গমন করা নিষেধ নয়। আল্লাহ ও মুসলিমদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়াদি এসে পড়া যা বাড়ীতে থাকা অবস্থায় আবশ্যক নয়। যা একাই করা দরকার তা রাস্তায় একাই সম্পাদন করার সুযোগ পায় না। মন্দ কোন কিছু চোখে পড়া ও সৎকর্ম বাধাগ্রস্ত হওয়া। এসব ক্ষেত্রে আদেশ করা ও নিষেধ করা মুসলিমের ওয়াজিব দায়িত্ব। যদি সে এগুলো পরিহার করে তাহলে সে অপরাধী হবে। অনুরূপভাবে সে তার নিকটে গমনকারী ও সালাম প্রদানকারীর মুখোমুখি হয়। কখনো এদের সংখ্যা এত বেশি হয় যে, তাদের জবাব দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে। অথচ তার জবাব দেয়া ওয়াজিব। ফলে সে পাপী হয়ে যায়। আর মানুষকে ফিৎনা ও সাধ্যাতিরিক্ত কোন কিছুর সম্মুখীন না হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে কারণ ঐসব বিষয়ের নিষ্পত্তিকল্পে শারী'আত প্রণেতা মানুষদেরকে রাস্তায় না বসতে সচেতন করেছেন। এর পরেও সহাবীরা যখন তাদের প্রয়োজন, যেমন- তাদের পারস্পারিক খোঁজ-খবর নেয়া, দীন সম্পর্কে

---

[৫৫৯] সহীহ : বুখারী ২৪৬৫, ৬২২৯; মুসলিম (২১২১)-১১৪, (২১৬১)-৩; আহমাদ ১১৩০৯, আবূ দাউদ ৪৮১৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৪২১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৭৫, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৮৮১, মা'রিফাতুস্ সুনান বায়হাক্বী ৪২৪৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৯৫, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৭৯৩৯, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৩৮৯৬।

Scanned by CamScanner

আলোচনা, বৈষয়িক কল্যাণকর কর্মকাণ্ড, ভালো জিনিসের ব্যাপারে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আত্মিক প্রশান্তির কথা রসূলের সামনে তুলে ধরলেন তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে উপরোক্ত সমস্যা দূরীকরণে সুনির্দেশনা দান করলেন।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসে মুসলিমদের পারস্পরিক সদাচরণের জাগরণ ফুটে উঠেছে। অবশ্য রাস্তায় উপবিষ্ট ব্যক্তির পাশ দিয়ে অসংখ্য মানুষ গমনাগমন করে। আবার কখনো তারা তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ ও পথঘাট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে থাকে। এ সময় তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলা আবশ্যক। সে যেন তাদের সাথে রূঢ় আচরণ না করে, সামগ্রিকভাবে এটাই হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো।

ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : গমনকারী থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর অর্থ হলো এমনভাবে না বসা যাতে রাস্তা সংকুচিত হয়ে যায়। অথবা বাড়ীর দরজায় না বসা যাতে লোক কষ্ট পায় অথবা তার পরিবার-পরিজন বা যেটা গোপনীয় কিছু যা এর দ্বারা উন্মোচিত হয়ে যায়।

(ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬২২৯)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর মধ্যে গীবাত, কুধারণা, গমনকারীরদের হেয় মনে করা থেকে বিরত থাকা এর অন্তর্ভুক্ত। তেমনিভাবে যখন রাস্তায় এমন লোক বসে থাকে যাদেরকে পথিক ভয় পায় এবং বিকল্প পথ না পেয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২১২১)

٤٦٤١ -[١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ هٰكَذَا

৪৬৪১-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ হতে উপরিউক্ত ঘটনায় আরো বর্ণনা করেন যে, তিনি (ﷺ) বলেন : (পথহারাকে) পথপ্রদর্শন করা। [ইমাম আবূ দাঊদ (রহিমাহুল্লাহ) আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে এ অংশটুকু উল্লেখ করেছেন।][৫৬০]

ব্যাখ্যা : (وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ) "আর পথিককে পথ দেখানো"। এটা هداية الضال "বিভ্রান্ত বা বিপথগামীকে পথের দিশা দেয়া" থেকে অধিকতর ব্যাপক অর্থসম্পন্ন। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮০৮)

٤٦٤٢ -[١٥] وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هٰكَذَا وَلَمْ أَجِدْهُمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ».

৪৬৪২-[১৫] 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি উপরিউক্ত ঘটনায় নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এটাও বলেছেন– "এবং মাযলূমের ফরিয়াদে সাড়া দান করবে এবং পথহারাকে পথপ্রদর্শন করবে"।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসের পর এভাবেই বর্ণনা করেন। গ্রন্থকার বলেন : আমি এ দু'টি হাদীস বুখারী ও মুসলিমে পাইনি।[৫৬১]

---

[৫৬০] হাসান সহীহ : আবূ দাঊদ ৪৮১৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৪২১, মা'রিফতুস্ সুনান বায়হাক্বী ৪২৪৪, আবূ ইয়া'লা ৬৬০৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৯৬, আল আদাবুল মুফরাদ ১৮৯।

[৫৬১] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪৯১৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৪২১, মা'রিফাতুস্ সুনান বায়হাক্বী ৪২৪৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : تُغِيثُوا শব্দটি الاغاثة মাসদার থেকে গৃহীত। এর অর্থ الاغاثة সাহায্য বা সহায়তা দান করা। ملهوف অর্থ নিরুপায় মাযলূম, যে দুঃখ করে ফরিয়াদ করে।

(تَهْدُوا الضَّالَّ) এর অর্থ ترشدوه الى الطريق 'তোমরা তাকে পথ নির্দেশ করবে'।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮০৯)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٦٤٣ -[١٦] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৪৬৪৩-[১৬] 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : একজন মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের ছয়টি কল্যাণকর অধিকার রয়েছে। ১. কোন মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম দেবে, ২. তাকে কোন মুসলিম ডাকলে (দা'ওয়াত করলে) তার ডাকে সাড়া দেবে, ৩. কোন মুসলিমের হাঁচি এলে হাঁচির জবাব দেবে, ৪. কোন মুসলিম অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে। ৫. কোন মুসলিম মৃত্যুবরণ করলে তাঁর জানাযায় অনুগমন করবে এবং ৬. প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সে জিনিসই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (তিরমিযী ও দারিমী)[৫৬২]

ব্যাখ্যা : (لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ) অর্থাৎ এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের ছয়টি কল্যাণকর অধিকার রয়েছে। আর তা হলো যে কথা বা কাজ যাতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন। (يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ) অর্থাৎ যে কেউ আমন্ত্রণ করলে অথবা প্রয়োজনে ডাকলে সাড়া দিবে। يُشَمِّتُهُ এর অর্থ (আলহাম্‌দুলিল্লা-হ বললে) সে তার জন্য يرحمك الله বলে দু'আ করবে। হাঁচির জবাব দেয়ার হুকুমের ক্ষেত্রে 'আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন হাফিয ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাঁচির জবাব দেয়া ওয়াজিব। কারণ, আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস রয়েছে, فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ।

ইবনু আবূ জামরাহ্ বলেন : একদল 'আলিম এটাকে ফার্‌যে 'আইন বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এ মতটিকে তাঁর সুনানের মধ্যে জোর দিয়ে বলেছেন। আরেকদল বিদ্বান এটাকে ফার্‌যে কিফায়াহ্ বলেছেন। অতএব যখন কেউ এর জবাব দেয় তখন তা সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে। জামহূর হাম্বালী, হানাফী ও আবুল ওয়ালীদ ইবনু রুশ্‌দ প্রমুখ এরূপ মত পেশ করেন। মালিকীদের একদল ও 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব মুস্তাহাব বলেছেন। এ ধরনের মত শাফি'ঈ মতাবলম্বীদেরও। হাফিয

---

[৫৬২] য'ঈফ : তিরমিযী ২৭৩৬, ইবনু মাজাহ ১৪৩৩, দারিমী ২৬৩৩, য'ঈফুল জামি' ৪৭৫১, আল জামি'উস্ সগীর ১০২২২, আবূ ইয়া'লা ৪৩৫।

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, সানাদে "হারিস আল আ'ওয়ার" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৩১৩ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

(রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সহীহ হাদীস দ্বারা জবাব দেয়া কিফায়াহ্। ওয়াজিব প্রমাণিত হলেও দ্বিতীয় মতটি দলীলের দিক থেকে অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ হাঁচির জবাবদান যদিও 'আমভাবে বর্ণিত হয়েছে তবুও এর দ্বারা সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে।

ইবনুল কুইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) "যাদুল মা'আদ" গ্রন্থে হাঁচির জবাব সম্পর্কে একাধিক হাদীস নিয়ে এসেছেন তন্মধ্যে প্রথমে বুখারী কর্তৃক বর্ণিত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর «إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَحَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهٗ أَنْ يُشَمِّتَهٗ» হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, হাঁচিদাতা ব্যক্তির *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ* শ্রবণকারী প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির হাঁচির জবাব দেয়া ফার্‌যে 'আইন। সবার তরফ থেকে একজনের হাঁচির জবাব দেয়া যথেষ্ট হবে না। তিনি আরো বলেন, এটা 'আলিমদের একটি মত, যাকে ইবনু যায়দ ও ইবনুল 'আরাবী মালিকী পছন্দ করেন। তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযীর ভাষ্যকার ইবনুল কুইয়িম (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতটিকে গ্রহণ করেন। (তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭৩৬)

٤٦٤٤ -[١٧] وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَشْرٌ». ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ. فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: «عِشْرُونَ». ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: «ثَلَاثُونَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৪৬৪৪-[১৭] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে বলল : "*আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম*"। তখন নাবী ﷺ তার সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর লোকটি বসল। তখন নাবী ﷺ বললেন : এ লোকটির জন্য দশ নেকি লেখা হলো। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল : "*আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্ল-হ*"। রসূলুল্লাহ ﷺ সালামের জবাব দিলেন। লোকটি বসল। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ লোকটির জন্য বিশ নেকি লেখা হলো। অতঃপর আরো এক ব্যক্তি এসে বলল : "*আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্ল-হি ওয়া বারাকা-তুহ*"। রসূলুল্লাহ ﷺ তার সালামের জবাব দিলেন। লোকটি বসার পর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ লোকটির জন্য ত্রিশ নেকি লেখা হলো। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[৫৬৩]

ব্যাখ্যা : প্রতিটি শব্দে দশটি করে নেকী রয়েছে। সালামের জবাব সালাম প্রদানকারীর চাইতে উত্তমভাবে দিতে হয়। হাফিয ইবনু হাজার 'আসক্বালানী স্বীয় 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলেন : যদি সালামদাতা "*ওয়া রহমাতুল্ল-হ*" পর্যন্ত বলে তবে উত্তরদাতা বৃদ্ধি করে "*ওয়া বারাকা-তুহ*" পর্যন্ত বলা মুস্তাহাব।

এক্ষণে সালাম প্রদানকারী যদি "*ওয়া বারাকা-তুহ*" পর্যন্ত বলে তাহলে সালামের জবাবদাতা কিছু বৃদ্ধি করতে পারবে কিনা? অথবা সালামদাতা যদি "*ওয়া বারাকা-তুহ*" থেকে বৃদ্ধি করে বলে তাহলে সেটা শারী'আতসম্মত হবে কিনা? ইমাম মালিক স্বীয় মুওয়াত্ত্বা গ্রন্থে বলেন : সালামের শেষ হলো "*ওয়া বারাকা-তুহ*" পর্যন্ত। ইমাম বায়হাক্বী তাঁর "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে একটি রিওয়ায়াত নিয়ে এসেছেন, যেখানে তিনি

---

[৫৬৩] **সহীহ :** তিরমিযী ২৬৮৯, আবূ দাউদ ৫১৯৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭১১, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ১৯৪৫২, আহমাদ ১৯৯৪৮, 'নাসায়ী'র কুবরা ১০১৬৯, দারিমী ২৬৪০, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৪৬৯৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৯৪৮।

Scanned by CamScanner

বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর নিকটে এসে বলেন : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته। তখন ইবনু 'উমার (রাঃ) বললেন : "*ওয়া বারাকা-তুহ*" পর্যন্তই যথেষ্ট। কারণ এর শেষ হলো "*ওয়া বারাকা-তুহ*"। অন্য এক বর্ণনায় 'উমার (রাঃ) বলেন সালামের শেষ হলো "*ওয়া বারাকা-তুহ*" পর্যন্ত। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য এবং উত্তম রাবীর অন্তর্ভুক্ত। (ফাতহুল বারী ১১/৬)

তবে মুওয়াত্ত্বায় বর্ণিত আরেকটি বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর সালামের জবাবে والغاديات والرائحات বৃদ্ধি করাতে, কিছু বেশি করার বৈধতার প্রমাণ মিলে। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আদাবুল মুফরাদে একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন, তাতে ইবনু 'উমার সালামের জবাবে বৃদ্ধি করতেন যেমন ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর মুক্ত দাস বলেন, আমি তার নিকটে একদিন এসে সালাম দিলে এর জবাবে তিনি বৃদ্ধি করে وطيب صلواته বলেন।

ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে একটি হাদীস য'ঈফ সানাদে বর্ণনা করেন। সেখানে যায়দ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) বলেন, যখন নাবী (সাঃ) আমাদেরকে সালাম দিতেন তখন আমরা বলতাম, وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته। উল্লেখ্য "*ওয়া বারাকা-তুহ*" এর পরে বৃদ্ধি করার হাদীসগুলো সবই য'ঈফ।

ইমাম 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এসব দুর্বল হাদীসগুলো যখন একত্রিত করা হয় তখন তা শক্তিশালী হয়। ফলে "*ওয়া বারাকা-তুহ*"-এর পরে বৃদ্ধি করার বৈধতা পাওয়া যায়।

(ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৬৮৯)

٤٦٤٥ -[١٨] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ ثُمَّ أَتٰى اٰخَرُ فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ وَمَغْفِرَتُهٗ فَقَالَ: «أَرْبَعُونَ» وَقَالَ: «هٰكَذَا تَكُوْنُ الْفَضَائِلُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৬৪৫-[১৮] মু'আয ইবনু আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাঃ) হতে উপরিউক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি নিম্নোক্ত বাক্যগুলো বর্ধিত করেন, অতঃপর আরো এক ব্যক্তি এসে বলল : "*আস্সালা-মু 'আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ ওয়া মাগ্ফিরাতুহ*"। তখন তিনি (সাঃ) বললেন : এ ব্যক্তির জন্য চল্লিশ নেকি লেখা হলো। তিনি (সাঃ) আরো বললেন : এভাবে সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। (আবূ দাউদ)[৫৬৪]

ব্যাখ্যা : «أَرْبَعُونَ» :فَقَالَ অর্থাৎ তার জন্য চল্লিশ নেকী রয়েছে। প্রত্যেক শব্দে দশ নেকী। «هٰكَذَا تكون الْفَضَائِلُ» এর অর্থ হলো সালামদাতা যতই শব্দ বৃদ্ধি করে ততই নেকী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৮৭)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : জেনে রাখা উচিত যে, শ্রেষ্ঠ সালাম হলো السلام عليكم ورحمة الله وبركاته বলা। একজন লোক হলেও এভাবে সালাম দিতে হবে। আর জবাবদাতা বলবে وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته। ন্যূনতম সালাম হলো السلام عليكم যদি বলে السلام عليك অথবা سلام عليك তবুও হয়ে যাবে। আর ন্যূনতম সালামের জবাব হলো وعليك السلام অথবা وعليكم السلام। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫৬৪] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫১৯৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৬২১।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আবদ মারহুম 'আবদুর রহমান ইবনু মায়মূন" এবং "সাহ্ল ইবনু মু'আয" নামের দু'জন বর্ণনাকারীর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। দেখুন- 'আওনুল মা'বূদ ১৪/৭০ পৃঃ, হাঃ ৫১৯৬।

Scanned by CamScanner

٤٦٤٦ -[١٩] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَأَ السَّلَامِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৪৬৪৬-[১৯] আবূ উমামাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট অগ্রগণ্য সে ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম দেয়। (আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৫৬৫]

ব্যাখ্যা : «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَأَ السَّلَامِ» এর মর্মার্থ প্রসঙ্গে ইমাম তূীবী বলেন, পরস্পরে সাক্ষাতকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দিবে সেই আল্লাহর রহমাতের সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবেন। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৮৮; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৬৯৪)

٤٦٤٧ -[٢٠] وَعَنْ جَرِيرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلٰى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

৪৬৪৭-[২০] জারীর (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। একদিন নাবী একদল মহিলার নিকট দিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন। (আহমাদ)[৫৬৬]

ব্যাখ্যা : (فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মাওলানা সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ 'আবদুল আওয়াল গজনাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অপরিচিত নারীকে সালাম দেয়া অথবা সালামের জবাব দেয়া বৈধ। যে কাজ শারী'আতের অনুকূলে হয় তাতে কোন ফিতনার আশংকা নেই। সহাবীগণ সর্বদা উম্মুল মু'মিনীনদের সালাম দিতেন। আর তারাও সালামের জবাব দিতেন। এমনকি জিবরীল আলায়হিস সালাম স্বয়ং উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্-কে সালাম পাঠিয়েছেন।

(মিশকাতুল মাসাবীহ- বোম্বায় ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা)

٤٦٤٨ -[٢١] وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ» مَرْفُوعًا. وَرَوٰى أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ: وَرَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ شَيْخُ أَبِيْ دَاوُدَ

৪৬৪৮-[২১] 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন একদল লোক যেতে থাকে এবং তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বা দলকে সালাম দেয়, তবে এ সালাম গোটা দলের পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে। এমনিভাবে কোন মাজলিস হতে কোন এক ব্যক্তি যদি সালামের জবাব দেয়, তবে তার এ জবাবই গোটা মাজলিসের পক্ষ হতে যথেষ্ট। (ইমাম বায়হাক্বী এ বর্ণনাকে "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে নাবী-এর উক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আবূ দাউদ বলেন : হাসান ইবনু 'আলী এ হাদীসটিকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং হাসান ইবনু 'আলী ইমাম আবূ দাউদ-এর উস্তায।)[৫৬৭]

---

[৫৬৫] সহীহ : তিরমিযী ২৬৯৪, আবূ দাউদ ৫১৯৭, আল জামি'উস্ সগীর ৩৭৭৪, সহীহুল জামি' ২০১১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭০৩, শু'আবুল ঈমান ৮৭৮৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৩০৪, শু'আবুল ঈমান ৮৭৮৭।

[৫৬৬] হাসান : আহমাদ ১৯১৫৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১৩৯, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৭৮৯, আবূ ইয়া'লা ৭৫০৬, দারিমী ২৬৩৭, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ২৪২৪।

[৫৬৭] সহীহ : আবূ দাউদ ৫২১০, ইরওয়া ৭৭৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৪৮, ১৪১২; সহীহুল জামি' ৮০২৩, আবূ ইয়া'লা ৪৪১, শু'আবুল ঈমান ৮৯২২, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৮৪০৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সালাম দেয়া সুন্নাত ও মুস্তাহাব ওয়াজিব নয়। এটা সুন্নাতে কিফায়াহ্। সে কারণে একটা দলের তরফ থেকে একজন সালাম দিলে যথেষ্ট হবে। আর যদি প্রত্যেকেই সালাম দেয় তাহলে সেটা হবে সর্বোত্তম। তেমনিভাবে সালামের জবাব দেয়া সর্বসম্মতিক্রমে ফার্যে কিফায়াহ্। তবে সবাই যদি সালামের জবাব দেয় তাহলে সেটা হবে সর্বাধিক উত্তম।

(عَنِ الْجُلُوسِ) এখানে উপবিষ্ট বলতে যাদেরকে সালাম দেয়া হয় তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা যে অবস্থায় থাক না কেন। এখানে অধিকাংশ অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে جلوس শব্দের সাথে খাস করা হয়েছে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ একত্রিত হলে বসে থাকে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫২০১)

٤٦٤٩ -[٢٢] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارٰى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارٰى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

৪৬৪৯-[২২] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহিমাহুমুল্লাহ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য করো না। কেননা ইয়াহূদীরা অঙ্গুলির ইশারায় সালাম দেয়, আর খ্রিষ্টানরা হাতের তালু দ্বারা সালাম করে। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, এ হাদীসের সানাদ দুর্বল।][৫৬৮]

ব্যাখ্যা : (لَيْسَ مِنَّا) এর অর্থ আমাদের তরীকার অনুসারী নয় এবং আমাদের অনুসরণের প্রতি যত্নবান নয়। কাজেই তোমরা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে কোনরূপ সাদৃশ্যতা অবলম্বন করো না। বিশেষভাবে এ দুই ক্ষেত্রে। কারণ হয়ত তারা সালাম দেয়ার সময় অথবা সালামের জবাবে অথবা উভয় ক্ষেত্রে হাত মুড়িয়ে বেঁধে ইশারা করে থাকত সালাম উচ্চারণ না করেই।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর হাদীস থাকতে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)-এর হাদীসকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। আসমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর হাদীসে রয়েছে, একদিন নাবী ﷺ মাসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করছিলেন, তখন একদল নারী সেথায় বসে ছিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ হাত নাড়িয়ে সালাম প্রদান করলেন। (তিরমিযী হাঃ ২৬৯৭)

এ হাদীসে এটা সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি হাতের ইশারা ও সালাম উচ্চারণ উভয়টি করেছেন। আবার আবূ দাঊদ-এর বর্ণনায় আসমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর হাদীসে রয়েছে, فسلم علينا অর্থাৎ তিনি আমাদেরকে সালাম দিলেন। অতএব এটা আরো স্পষ্ট হয়ে গেল। বস্তুত যে ব্যক্তি শার'ঈ পদ্ধতিতে ভালোভাবে সালাম প্রদান করতে সক্ষম তার জন্য ইশারায় সালাম দেয়া নিষিদ্ধ। এছাড়া যে ব্যক্তি ব্যস্ততার কারণে সালামের জবাব উচ্চারণ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয় যেমন সলাতরত ব্যক্তি দূরবর্তী ব্যক্তি এবং বোবা ব্যক্তির সালামের জবাব দেয়া অনুরূপভাবে বধির ব্যক্তিকে ইশারায় সালাম দেয়াও জায়িয। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৬৯৫)

---

[৫৬৮] হাসান : তিরমিযী ২৬৯৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১৯৪, আল জামি'উস্ সগীর ৯৫৬৫, সহীহুল জামি' ৫৪৩৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৩৮০, ইরওয়া ১২৭০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭২৩।

Scanned by CamScanner

٤٦٥٠ -[٢٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৬৫০-[২৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ নিজের কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে, সে যেন প্রথমে সালাম দেয়। আর যদি তাদের উভয়ের মধ্যখানে বৃক্ষ, দেয়াল বা পাথরের আড়াল পড়ে যায়, অতঃপর পুনরায় সাক্ষাৎ হয়, তবে যেন দ্বিতীয়বার সালাম দেয়। (আবূ দাউদ)[৫৬৯]

ব্যাখ্যা : (أَوْ حَجَرٌ) অর্থাৎ বড় পাথর। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসে সালাম বিস্তারের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আর অবস্থান বা ক্ষেত্র পরিবর্তন হলেও প্রত্যেক গমন ও প্রস্থানকারীদেরকে বারবার সালাম প্রদানের প্রতি উদ্ধুদ্ব করা হয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৯১)

٤٦٥١ -[٢٤] وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلٰى أَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوْا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ» مُرْسَلًا

৪৬৫১-[২৪] ক্বতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন গৃহবাসীকে সালাম দেবে। আর যখন ঘর থেকে বের হবে, তখন গৃহবাসীকে সালাম দিয়ে বিদায় গ্রহণ করবে। (ইমাম বায়হাক্বী "শু'আবুল ঈমানে" মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন)[৫৭০]

ব্যাখ্যা : 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যদি বাড়ীতে কেউ না থাকে, তাহলে اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ বলে সালাম দেয়া মুস্তাহাব। যাতে সেখানে যে মালাকের (ফেরেশতার) গোপন সংবাদ রয়েছে তাদের প্রতি সালাম পৌঁছে যায়। উল্লেখ্য যে, এখানে إيداع এর অর্থ হলো توديع যা وداع থেকে গৃহীত। অর্থাৎ সালাম দিয়ে যাত্রা করা। কোন কোন হানাফীর মতে বিদায়ী সালামের জবাব দেয়া মুস্তাহাব। কারণ এটা দু'আ এবং বিদায়, যেমনটি 'আলী ক্বারী বলেন।

শায়খ "লাম্'আত" গ্রন্থে বলেন : اودعوا শব্দটি إيداع থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ তোমরা গৃহবাসীদের নিকটে সালামকে গচ্ছিত সম্পদ হিসেবে রাখ। অর্থাৎ তোমরা যখন বের হওয়ার সময় গৃহবাসীদেরকে সালাম দিবে তখন যেন তা তাদের নিকটে সালামের কল্যাণ ও বারাকাতকে গচ্ছিত সম্পদ হিসেবে রাখে। আর সেটাকে ভবিষ্যতে মানুষ যেমন কোন সম্পদ নিজ লোকের নিকট রেখে পুনরায় নিয়ে নেয়, তোমরা তাদের নিকট থেকে গচ্ছিত সম্পদরূপে গ্রহণ করবে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ- বোম্বায় ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা)

٤٦٥٢ -[٢٥] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلٰى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلٰى أَهْلِ بَيْتِكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৫৬৯] সহীহ : আবূ দাউদ ৫২৩০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৮৬, সহীহুল জামি' ৭৮৯, আবূ ইয়া'লা ৬৩৫০, শু'আবুল ঈমান ৮৮৫৬, আল আদাবুল মুফরাদ ১০১০।

[৫৭০] হাসান : শু'আবুল ঈমান ৮৮৪৫, সহীহুল জামি' ৫২৬, আল জামি'উস্ সগীর ৫২৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৪৫০।

Scanned by CamScanner

৪৬৫২-[২৫] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : হে বৎস! যখন তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ করো, তখন সালাম দেবে। তোমার সালাম তোমার ও তোমার ঘরের বাসিন্দাদের জন্য বারাকাতের কারণ হবে। (তিরমিযী)[৫৭১]

ব্যাখ্যা : (يَكُونُ بَرَكَةً) এটা جملة مستأنفة অর্থাৎ কারণযুক্ত শুরু বাক্য। এটা আসলে ছিল فانه يكون অর্থাৎ সালাম হলো বারাকাত বৃদ্ধি এবং অধিক কল্যাণ ও দয়া বৃদ্ধির কারণ।

(তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৬৯৮)

٤٦٥٣ -[٢٦] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ

৪৬৫৩-[২৬] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কথাবার্তা বলার পূর্বেই সালাম দিতে হবে। [তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি মুনকার।][৫৭২]

ব্যাখ্যা : সুন্নাত হলো কথা বলার পূর্বে সালাম দিয়ে শুরু করা। কারণ সালাম দ্বারা আরম্ভ করা নিরাপত্তা ও সুলক্ষণের ইঙ্গিত বাহক। এর দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়। আবার আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা আরম্ভ হওয়ার বারাকাত হাসিল করা হয়।

ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা শুভেচ্ছা। যা শুরুতে করা হয়। সুতরাং কথা দ্বারা আরম্ভ করলে তা বাদ পড়ে যায়। যেমন তাহিয়্যাতুল মাসজিদ যাকে বসার পূর্বে আদায় করতে হয়।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৬৯৯)

٤٦٥٤ -[٢٧] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَقُولُ: أَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْنًا وَأَنْعِمْ صَبَاحًا. فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ نُهِينَا عَنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৬৫৪-[২৭] ‘ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাহিলিয়্যাতের যুগে সাক্ষাতের সময় বলতাম : أَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْنًا (আল্লাহ তোমার চক্ষু শীতল করুন), أَنْعِمْ صَبَاحًا (প্রত্যুষেই তুমি কল্যাণের অধিকারী হও)। অতঃপর যখন ইসলামের আগমন ঘটলো, তখন আমাদেরকে এটা বলতে নিষেধ করা হলো। (আবূ দাঊদ)[৫৭৩]

ব্যাখ্যা : আবূ দাঊদ-এর ভাষ্যকার ফাতহুল ওয়াদূদে বলেন : এটা নিষিদ্ধ হওয়ার ভিত্তি হলো সেটা জাহিলী যুগের অভিবাদন বা শুভেচ্ছা। তবে জাহিলিয়্যাতের যুগে انعم الله بك عينا বাক্যটি প্রসিদ্ধ ছিল। অতঃপর জাহিলী অবস্থার যখন পরিবর্তন হলো তখন জাহিলী শুভেচ্ছার বিধানও অবশিষ্ট থাকল না।

(‘আওনুল মা‘বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫২১৮)

---

[৫৭১] **য‘ঈফ :** তিরমিযী ২৬৯৮, য‘ঈফুল জামি‘ ৬৩৮৯, আল জামি‘উস্ সগীর ১৪৫২৬। হাদীসটিকে আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) প্রথমে য‘ঈফ বলেন, য‘ঈফুল জামি‘ ৬৩৮৯। অতঃপর তিনি পরবর্তীতে সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৬০৮ নং হাদীসে অত্র হাদীসকে হাসান বলেছেন। দেখুন- তারাজু‘আতুল আলবানী ২৫৯ নং।

[৫৭২] **হাসান :** তিরমিযী ২৬৯৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮১৬, আবূ ইয়া‘লা ২০৫৯।

[৫৭৩] **য‘ঈফ :** আবূ দাঊদ ৫২২৭, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্যাক্ব ১৯৪৩৭, শু‘আবুল ঈমান ৮৮৯৩। হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে ইনক্বিতা‘ (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে। তাহলে ক্বতাদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) ‘ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শুনেননি। দেখুন- ‘আওনুল মা‘বূদ ১৪/৯৪ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

٤٦٥٥ -[٢٨] وَعَن غَالب قَالَ: إِنَّا لَجُلُوسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ: بَعَثَنِيْ أَبِيْ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اِئْتِهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَبِيْ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ. فَقَالَ: عَلَيْكَ وَعَلٰى أَبِيْكَ السَّلَامُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ:

৪৬৫৫-[২৮] গালিব (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা হাসান বাসরী-এর দরজায় বসেছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি এসে বলল : আমার পিতা আমার পিতামহ হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, (আমার পিতামহ বললেন :) আমার পিতা একবার আমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠালেন এবং বললেন : তুমি নাবী ﷺ-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে আমার সালাম পৌঁছাবে। আমার পিতামহ বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস্ করলাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তখন তিনি (ﷺ) জবাবে বললেন : عَلَيْكَ وَعَلٰى أَبِيْكَ السَّلَامُ. "তোমার এবং তোমার পিতার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক"। (আবূ দাউদ)[৫৭৪]

ব্যাখ্যা : আবূ দাউদ-এর ভাষ্যকার ফাতহুল ওয়াদূদে বলেন, এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সালামের বাহককেও জবাব দেয়া যায়। আবার 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, শুধুমাত্র সালাম প্রেরণকারীকে সালামের জবাব দিয়েছেন। যেমন হাদীসে এসেছে, «ان النبي ﷺ قال لها ان جبريل يقرأ عليك السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله» নাবী ﷺ 'আয়িশাহ্-কে বললেন, জিবরীল আলায়হিস সালাম তোমাকে সালাম দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, وعليه السلام ورحمة الله। (আবূ দাউদ হাঃ ৫২২৩)

এক্ষণে দুই হাদীসের সমাধানে বলা যায়, সালামের বাহক ও প্রেরণকারীকে উত্তর দেয়া মুস্তাহাব। আর শুধুমাত্র প্রেরণককে সালামের উত্তর দেয়া জায়িয। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫২২২)

٤٦٥٦ -[٢٩] وَعَن أَبِي الْعَلَاءِ بن الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ الْعَلَاءَ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ عَامِلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৬৫৬-[২৯] আবুল 'আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। 'আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্মচারী ছিলেন। যখন তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে চিঠি লিখতেন, তখন নিজের নাম দিয়ে আরম্ভ করতেন। (আবূ দাউদ)[৫৭৫]

ব্যাখ্যা : 'আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহরায়নে নিযুক্ত কর্মচারী ছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফা আবূ বাক্‌র ও 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাকে আমৃত্যু উক্ত পদে ১৪ বছর যাবৎ বহাল রাখেন।

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, লেখকের নিজের নাম দ্বারা কোন চিঠি লেখা আরম্ভ করা সুন্নাত। যার প্রমাণ সরাসরি রসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক হিরাক্বিল বাদশাহর নিকটে প্রদত্ত চিঠি থেকে পাওয়া যায়। তাতে লিখা ছিল «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل .....الخ»।

---

[৫৭৪] হাসান : আবূ দাউদ ৫২৩১, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৬৯১, শু'আবুল ঈমান ৮৯২০, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৩৪৩০।

[৫৭৫] সানাদ য'ঈফ : আবূ দাউদ ৫১৩৪, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২০৯২৫।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "ইবনুল 'আলা" যার অজ্ঞতার কারণে হাদীসটি য'ঈফ। দেখুন- হিদায়াতুর রুওয়াত ৪/৩১৭ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

হাফিয ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফাতহুল বারীতে' এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন : এতে প্রমাণ হয় যে, নিজের পক্ষ থেকে চিঠি লেখা আরম্ভ করা সুন্নাত। এটা জামহূর মুহাদ্দিসের মত, এমনকি নুহাস (রহিমাহুল্লাহ) এ ব্যাপারে সহাবীদের ইজমার দাবী করেন। তবে সঠিক হলো এর বিপরীত। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১২৫)

٤٦٥٧ - [٣٠] وَعَنْ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتَرِّ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ

৪৬৫৭-[৩০] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ অন্য কাউকে চিঠি লেখে, তখন তাতে যেন (লেখা শেষে) মাটি লাগিয়ে দেয়। কেননা এটা উদ্দেশ্য পূরণে অধিকতর সফলকারী। [তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি মুনকার][৫৭৬]

ব্যাখ্যা : মাজমা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা রাখার জন্য চিঠিকে মাটিতে ফেলা হয়। অথবা মাটি লাগানো হয়।

ইমাম মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : লেখক যেন অধিক নমনীয়তার সাথে সম্বোধন করে। আর মাটিময় করার অর্থ হলো সম্বোধনে অধিক নমনীয়তা প্রদর্শন করা।

কেউ কেউ বলেন : মাটি লাগানোর উদ্দেশ্য হলো লিখনী মুছে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য। ভেজা কালিকে শুকিয়ে নেয়া। নিঃসন্দেহে লিখনী স্বঅবস্থায় বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন পূরণে অব্যর্থ ব্যবস্থা। আর সেটা মিটে যাওয়া উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। তিরমিযীর ভাষ্যকার বলেন : মাটিযুক্ত করার নির্ভরযোগ্য অর্থ হলো সেটাকে শুকিয়ে নেয়া।

(فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ) অর্থাৎ এটা উদ্দেশ্য পূরণে সর্বাধিক নিকটতম ও সহজ উপায়।
(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭১৩)

তবে যেহেতু হাদীসটি য'ঈফ তথা মুনকার, সেহেতু এর উপর 'আমাল করা বৈধ নয়। [সম্পাদক]

٤٦٥٨ -[٣١] عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "ضَعِ الْقَلَمَ عَلٰى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمَآلِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِيْ إِسْنَادِهٖ ضَعْفٌ

৪৬৫৮-[৩১] যায়দ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমাতে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর সম্মুখে একজন কাতিব (লেখক) ছিল। আমি তাঁকে লেখকের উদ্দেশে বলতে শুনেছি, "কলমটি কানের উপর রাখো। কেননা এরূপ করলে প্রয়োজনীয় কথা বা উদ্দেশ্য স্মরণ হয়"। [তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এ হাদীসটি গরীব ও সানাদ দুর্বল।][৫৭৭]

---

[৫৭৬] **য'ঈফ** : তিরমিযী ২৭১৩, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৭৩৮, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৬৭৪।
হাদীসটির য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "হামযা নাসিবী" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) তাকে মাতরূক ও হাদীস জাল করার অভিযোগ অভিযুক্ত করে করেছেন। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৭৩৮, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৩১৮ পৃঃ।

[৫৭৭] মাওযূ' : তিরমিযী ২৭১৪, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৮৬৫, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৩৫৮৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : এখানে 'লেখক' বলতে রূপক লেখক উদ্দেশ্য। যিনি তার কথাকে রচনা করতে বিলম্ব হলে তখন তিনি তার কলমকে কানে রাখবেন। কারণ এটা লেখকের উদ্দিষ্ট কথা স্মরণ করতে অধিক দ্রুত মাধ্যম। হাতে কলম থাকলে লেখক অল্প চিন্তা করেই তার কথাকে লিখতে উৎসাহী হবে। ফলে তার কথাগুলো সুন্দর গোছালো হবে না। আবার কলমকে মাটিতে রেখে দিলে এটা যেন লেখা থেকে অবসর গ্রহণের মতো। এতে তার এ চিন্তা না করে বসে থাকবে। ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর অর্থ হলো প্রয়োজনে কানের উপরে কলম রাখা স্মরণের অধিক নিকটবর্তী এবং তা অর্জনের জন্য সর্বাধিক সহজ স্থান। যেটা অন্য স্থানে রাখলে এরূপ হয় না। কারণ কখনো কখনো তার নিকটে সেটা বিনা কষ্টে দ্রুত লাভ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭১৪)

٤٦٥٩ -[٣٢] وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِنَّهٗ أَمَرَنِيْ أَنْ أَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُوْدَ وَقَالَ: «إِنِّيْ مَا آمَنُ يَهُوْدَ عَلٰى كِتَابٍ». قَالَ: فَمَا مَرَّ بِيْ نِصْفُ شَهْرٍ حَتّٰى تَعَلَّمْتُ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلٰى يَهُوْدَ كَتَبْتُ وَإِذَا كَتَبُوْا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهٗ كِتَابَهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৬৫৯-[৩২] উক্ত রাবী (যায়দ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আদেশ করলেন যেন আমি সুর্‌ইয়ানিয়্যাহ্ ভাষা শিক্ষা করি। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি (ﷺ) আমাকে আদেশ করলেন, যেন আমি ইয়াহূদীদের পত্রলিখন পদ্ধতি শিক্ষা করি। তিনি (ﷺ) আরো বলেন যে, পত্রালাপ সংক্রান্ত ব্যাপারে ইয়াহূদীদের দিক থেকে আমার সন্তুষ্টি আসে না। যায়দ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : অর্ধ মাসের মধ্যে আমি (সুর্‌ইয়ানিয়্যাহ্ ভাষা) শিখে ফেললাম। অতঃপর তিনি (ﷺ) যখনই কোন ইয়াহূদীকে চিঠি লিখতেন, তা আমি লিখতাম। আর কোন ইয়াহূদী যখন তাঁর কাছে চিঠি পাঠাত, তাদের চিঠি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে আমিই পাঠ করতাম। (তিরমিযী)[৫৭৮]

ব্যাখ্যা : ক্বারী (রহিমাহুমাল্লাহ) বলেন : সতর্কতার স্বার্থে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইসলামী শারী'আতে যা হারাম তা শিক্ষা গ্রহণ করার বৈধতার দলীল এ হাদীসে বিদ্যমান।

অনুরূপভাবে ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুমাল্লাহ) উক্ত মত পেশ করেন। কারণ শারী'আয় ভাষা শিক্ষা করা হারাম বলে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। যেমন সুর্‌ইয়ানিয়্যাহ্, হিব্রু, হিন্দী, তুর্কী, ফার্সী প্রভৃতি ভাষা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمِنْ آيَاتِهٖ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ﴾ অর্থাৎ "তার নিদর্শনাবলীর অন্যতম হলো আকাশমণ্ডলী ও জমিন সৃষ্টি এবং বিভিন্ন ভাষা।" (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ২২)

বরং সমস্ত ভাষাই বৈধ। তবে হ্যাঁ যেগুলো অনর্থক-বেকার সেগুলো পূর্ণ জ্ঞানী লোকেদের নিকটে নিন্দনীয়, কিন্তু যেগুলোর উপকার রয়েছে সেগুলো শিক্ষা করা মুস্তাহাব। যেমনটি আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায়।

'আবদুর রহমান ইবনু আবূ যিনাদ-এর বর্ণনায় আছে, «أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهٗ كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَابِ يَهُوْد», আর আ'মাশ-এর বর্ণনায় রয়েছে «أَنْ أَتَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةَ»। হাফিয ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সম্ভবত সাবিত-এর ঘটনাটি খারিজার ঘটনার সাথে যুক্ত। কারণ, যে ব্যক্তি ইয়াহূদী লেখ্যরীতি সম্পর্কে

হাদীসটি মাওযূ' হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আমবাসাহ্ ইবনু 'আবদুর রাহমান আল উমাবী" নামের বর্ণনাকারী, যে হাদীস জাল করত এবং "মুহাম্মাদ" নামের বর্ণনাকারীও য'ঈফ। দেখুন- য'ঈফাহ্ ৮৬১।

[৫৭৮] হাসান সহীহ : তিরমিযী ২৭১৫, 'ত্বাবারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ৪৭২৪।

Scanned by CamScanner

অবগত হতে চাইবে তাকে তাদের ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা জরুরী। আর তাদের ভাষা সুর্ইয়ানিয়্যাহ্ কিন্তু প্রসিদ্ধ আছে তাদের ভাষা হলো হিব্রু। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যায়, হয়ত বর্ণনাকারী যায়দ প্রয়োজনের তাকীদে উভয় ভাষা শিক্ষা লাভ করেছিলেন। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭১৫)

٤٦٦٠ -[٣٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৬৬০-[৩৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কোন মাজলিসে পৌঁছে, সে যেন সালাম করে। অতঃপর যদি বসার প্রয়োজন হয়, তবে বসে পড়বে। অতঃপর যখন প্রস্থানের উদ্দেশে দাঁড়ালে সালাম দেবে। কেননা প্রথমবারের সালাম দ্বিতীয়বারের সালামের চেয়ে উত্তম নয় (অর্থাৎ- উভয় সালামই মর্যাদার দিক দিয়ে সমান)। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৫৭৯]

ব্যাখ্যা : ইমাম তুীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : উপস্থিত হওয়ার সময়ে প্রথম সালাম যেন তার অনিষ্ট হতে নিরাপত্তার ঘোষণাস্বরূপ এবং বিদায়কালীন সালাম হলো অনুপস্থিত থেকে তার কোন ক্ষতি থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা। তিনি আরো বলেন, অনুপস্থিতির নিরাপত্তার চাইতে উপস্থিতির সময় যে সালাম দেয়া হয় তা অধিক উপযুক্ত নয়। বরং পরেরটি বেশি উপযুক্ত। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীস প্রমাণ করে যে, প্রস্থানের সময় যখন কোন দলকে সালাম দিবে তখন তার সালামের জবাব দেয়া দলের ওপর ওয়াজিব।

ক্বাযী হুসায়ন ও আবূ সা'ঈদ মুতাওয়াল্লী (রহিমাহুমাল্লাহ) বলেন : প্রস্থানের সময়ে কোন মানুষের সালাম দেয়ার যে প্রথাটি চালু রয়েছে, সেটা হচ্ছে দু'আ। এর জবাব দেয়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। কারণ অভিবাদন সাক্ষাতের সময় হয়ে থাকে। প্রস্থানের সময় হয় না। তবে এ মতের বিরোধিতা করেন ইমাম শাশী। তিনি বলেন, সাক্ষাতের সময় যেমন সালাম দেয়া সুন্নাত, প্রস্থানের সময়েও সালাম দেয়া তেমনি সুন্নাত। সাক্ষাতের সময় যেমন সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব তেমনিভাবে প্রস্থানের সময় জবাব দেয়াও ওয়াজিব। এটাই হলো বিশুদ্ধ মত। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭০৬)

٤٦٦١ -[٣٤] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا خَيْرَ فِي جُلُوسٍ فِي الطُّرُقَاتِ إِلَّا لِمَنْ هَدَى السَّبِيلَ وَرَدَّ التَّحِيَّةَ وَغَضَّ الْبَصَرَ وَأَعَانَ عَلَى الْحُمُولَةِ» رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ». وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي جُرَيٍّ فِي «بَابِ فَضْلِ الصَّدَقَةِ»

৪৬৬১-[৩৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : রাস্তার উপর বসা ভালো নয়। তবে হ্যাঁ, সে ব্যক্তির জন্য ভালো, যে রাস্তা দেখিয়ে দেয়, সালামের জবাব দেয়, চক্ষু

---

[৫৭৯] হাসান সহীহ : তিরমিযী ২৭০৬, আবূ দাউদ ৫২০৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৮৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭০৭, আহমাদ ৯৬৬৪, 'নাসায়ী'র কুবরা ১০১৭৪, আল আদাবুল মুফরাদ ৯৮৬, 'ত্বাবারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ২০২, 'ত্বাবারানী'র আল মু'জামুস্ সগীর ১০৪৬।

Scanned by CamScanner

অবনত রাখে এবং বোঝা বহনকারীকে সাহায্য করে। (শারহুস্ সুন্নাহ্, এ বিষয়ে আবূ জুরাই-এর বর্ণিত হাদীস সদাক্বার মাহাত্ম্য অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।)[৫৮০]

ব্যাখ্যা : প্রথমত রাস্তায় বসা ঠিক নয়। যদি কোন প্রয়োজনে বসতে হয় তবে রাস্তার হাক্ব আদায় করতে হয়। যেমন- কাটা, বিষযুক্ত প্রাণী ইত্যাদি রাস্তা থেকে সরানো। রাস্তায় কোন গর্ত থাকলে তা পূর্ণ করা অথবা আশেপাশে কোন বাধা বিপত্তি থাকা যাতে কোন মুসলিম অন্ধকারে পড়ে যায় এমন কিছুকে দূরীভূত করা। অন্য হাদীসে রাস্তায় না বসতে অস্বীকার করলে রসূলুল্লাহ ﷺ সহাবীগণকে রাস্তার হাক্ব দিতে বললেন। তারা বলল, রাস্তার হাক্ব কী? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, সালামের জবাব দিবে, নিষিদ্ধ বস্তু ও মহিলাদের থেকে দৃষ্টি অবনমিত রাখবে, পিঠে, প্রাণীর উপরে অথবা মাথায় বা অনুরূপভাবে বোঝা বহনকারীকে বোঝার কিছু অংশ বহন করে অথবা পুরো বোঝাকে বহন করে সাহায্য করবে। এটা তার প্রতি সহানুভূতি বা অনুগ্রহ করার শামিল। ভালো কাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ কাজ থেকে বাধা দেয়াও রাস্তার হাক্ব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٦٦٢a ـ[٣٥] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ بِإِذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ اللّٰهُ يَا آدَمُ اذْهَبْ إِلٰى أُولٰئِكَ الْمَلَائِكَةِ إِلٰى مَلَأٍ مِنْهُمْ جُلُوسٍ فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. قَالُوا: عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلٰى رَبِّهِ فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ لَهُ اللّٰهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ؟ فَقَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّيْ وَكِلْتَا يَدَىْ رَبِّيْ يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ فَقَالَ: أَىْ رَبِّ مَا هٰؤُلَاءِ؟ قَالَ: هٰؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَؤُهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَئِهِمْ قَالَ: يَا رَبِّ مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا ابْنُكَ دَاوُدُ وَقَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ: يَا رَبِّ زِدْ فِيْ عُمْرِهِ. قَالَ: ذٰلِكَ الَّذِىْ كَتَبْتُ لَهُ. قَالَ: أَىْ رَبِّ فَإِنِّيْ قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِىْ سِتِّينَ سَنَةً. قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ. قَالَ: ثُمَّ سَكَنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجَّلْتَ قَدْ كَتَبَ لِيْ أَلْفَ سَنَةٍ. قَالَ: بَلٰى وَلٰكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِىَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ" قَالَ: «فَمَنْ يَوْمَئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৫৮০] সানাদ য'ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৩৩৯, আবূ দাউদ ৪৮১৬।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "ইয়াহ্ইয়া ইবনু 'উবায়দুল্লাহ আল কুরাশী" নামের বর্ণনাকারী মাতরূকুল হাদীস। তাহযীবুল কামাল, রাবী নং ৪৮৪৪২।

Scanned by CamScanner

৪৬৬২-[৩৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন আল্লাহ তা'আলা আদাম আলায়হিস্ সালাম-কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর মধ্যে প্রাণ দান করলেন, তখন আদাম আলায়হিস্ সালাম হাঁচি দিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে তাঁর প্রশংসা করে "*আল্‌হাম্‌দুলিল্লা-হ*" বললেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন : হে আদাম! আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন। এখন তুমি ঐ উপবেশনকার মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাদের) কাছে যাও, যাঁরা বসে আছে। আর তাঁদেরকে বলো "*আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম*" (তোমাদের প্রতি আল্লাহ শান্তি বর্ষণ করুন)। তিনি গিয়ে বললেন : "*আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম*"। মালায়িকাহ্ জবাবে বললেন : "*আলায়কাস্ সালা-মু ওয়া রহ্‌মাতুল্ল-হ*" (তোমার প্রতি আল্লাহর শান্তি ও রহমাত বর্ষিত হোক)। অতঃপর তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট ফিরে আসলেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন : এটাই তোমার এবং তোমার সন্তানদের পারস্পরিক অভিবাদন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজের দু'হাত দেখিয়ে বললেন : তুমি এ দু'টির যে কোন একটি পছন্দ করো। তখন তাঁর উভয় হাত মুষ্টিবদ্ধ ছিল। আদাম আলায়হিস্ সালাম বললেন : হে প্রভু! আমি তোমার ডান হাতকে পছন্দ করলাম। আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই ডান হাত এবং কল্যাণকর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাত খুলতেই দেখা গেল, তাতে আদাম আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তানগণ রয়েছে। তখন আদাম আলায়হিস্ সালাম বললেন : হে আমার প্রতিপালক! এরা কারা? আল্লাহ তা'আলা বললেন : এরা তোমার সন্তান। তখন দেখা গেল, প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ুষ্কাল তাঁর দু'চোখের মাঝে অর্থাৎ- কপালে লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে উজ্জ্বলতর এক ব্যক্তি রয়েছে। আদাম আলায়হিস্ সালাম জিজ্ঞেস করলেন : হে প্রভু! এ ব্যক্তি কে? আল্লাহ তা'আলা বললেন : এ ব্যক্তি তোমার অন্যতম সন্তান "দাঊদ"। তাঁর আয়ু আমি চল্লিশ বছর লিখেছি। আদাম আলায়হিস্ সালাম বললেন : "হে প্রভু! তাঁর আয়ু বাড়িয়ে দিন"। আল্লাহ তা'আলা বললেন : আমি তো তাঁর এতটুকু আয়ুষ্কাল লিখে রেখেছি। আদাম আলায়হিস্ সালাম জিজ্ঞেস করলেন : হে রব্! আমি আমার আয়ু হতে ষাট বছর দান করলাম। আল্লাহ তা'আলা বললেন : "ঠিক আছে, তুমি আর তোমার সন্তান দাঊদ জানে" অর্থাৎ- এটা তোমার ব্যাপার। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অতঃপর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী আদাম আলায়হিস্ সালাম জান্নাতে বসবাস করেন। অতঃপর তাঁকে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হলো। আদাম আলায়হিস্ সালাম নিজের বয়সের বছরগুলো গণনা করতে লাগলেন, (যখন তাঁর আয়ুষ্কাল নয়শ' চল্লিশ বছর শেষ হয়ে গেল) তখন তাঁর কাছে মৃত্যুর মালাক (ফেরেশ্‌তা আযরাঈল আলায়হিস্ সালাম) আসলেন। আদাম আলায়হিস্ সালাম তাঁকে বললেন : তুমি তো আগে এসেছ, আমার জন্য এক হাজার বছর আয়ুষ্কাল লেখা রয়েছে। মৃত্যুর মালাক বললেন, জ্বি-হ্যাঁ, কিন্তু আপনি আপনার সন্তান দাঊদ আলায়হিস্ সালাম-কে ষাট বছর আয়ু দান করেছেন। তখন আদাম আলায়হিস্ সালাম অস্বীকার করলেন। এ কারণে তাঁর সন্তানগণও অস্বীকার করে থাকেন এবং আদাম আলায়হিস্ সালাম ভুলে গেছেন, তাই তাঁর সন্তানগণও ভুলে যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সেদিন হতে লিখে রাখতে এবং সাক্ষী রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (তিরমিযী)[৫৮১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তা'আলার দু'টো হাত রয়েছে। আর এ দু'টি সিফাত হলো আল্লাহ তা'আলার সত্তার সিফাত বা গুণাবলীর অন্যতম। আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকারকারী জাহ্‌মিয়্যাহ্ ও মু'আত্তিলাহ্ এবং মুশাব্বিহগণ বলেন, এ দু'টো অঙ্গ নয়। যারা বলে দুই হাতের অর্থ হলো কুদরত তাদের মত খণ্ডন হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, 'আলিমগণ এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কুদরত একটি হয়। এর দ্বিবচন হওয়া সঠিক নয়। যাদের নিকটে আল্লাহর সিফাতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তাদের নিকটে

---

[৫৮১] হাসান সহীহ : তিরমিযী ৩৩৬৮, আবূ ইয়া'লা ৬৬৫৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৬৭, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২১০২৫।

Scanned by CamScanner

তার সিফাত বিদ্যমান থাকে। আর যারা তার সিফাতকে অস্বীকার করে তাদের নিকটে তার কুদরতও থাকে না। দুই হাত থেকে উদ্দেশ্য যে, কুদরত নয় এটার প্রমাণ আরেকটি ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে বললেন, আমি যাকে নিজ দুই হাত দ্বারা তৈরি করেছি তাকে সাজদাহ্ করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? এখান থেকে যেমন একটি বিষয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যা সাজদাকে ওয়াজিব করে। আর তা হলো নিজ হাতে বানানো। অতএব যদি এখানে দুই হাত থেকে উদ্দেশ্য কুদরত হতো তাহলে শায়ত্বন বলত যে, আমার ওপরে আদামের কিসের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে? আমি এবং সে (আদাম) দু'জনই তো কুদরত দ্বারা তৈরি হয়েছি। (মিশকাতুল মাসাবীহ- বোম্বায় ছাপা, উর্দূ তরজমা, ৪র্থ খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা)

ক্বারী (রহিমাহুমাল্লাহ) বলেন : সালাফদের আল্লাহর গুণাবলীর উপমা দানকে অস্বীকার করা ও তা মেনে নিয়ে পবিত্রতা সাব্যস্ত করা তাওহীদের জন্য অধিকতর নিরাপদ।

"তুহফা" গ্রন্থকার বলেন : এটাই বিশুদ্ধতম পন্থা। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সব মানুষের নূর থাকবে। তবে তাদের নূর হবে ভিন্ন ভিন্ন।

(وَقَدْ كَتَبْتُ لَهٗ عُمْرَهٗ) অর্থাৎ আমি তাকে আমার বয়স থেকে দিলাম। এর আসল অর্থ হলো বয়স বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর নিকটে আবেদন করা। কারণ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত এটা কেউ করতে পারে না। এ হাদীসে ষাট বছর প্রদানের কথা উল্লেখ থাকলেও অন্য বর্ণনায় চল্লিশ বছর দেয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। ভিন্ন এ হাদীসের সমাধানে কোন হাদীস বিশারদ বলেন যে, প্রথমে তিনি চল্লিশ বছর দিতে চেয়েছিলেন। পরে আরো বিশ বছর দিয়ে ষাট বছর হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা মূসা আলায়হিস্ সালাম-কে প্রথমে ত্রিশ দিনের ওয়া'দা দিয়ে আবার চল্লিশ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৪২)

অথবা এটা বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে সন্দেহ হয়ে গেছে। তাই তিনি একবার চল্লিশ বছর বলেছেন এবং অন্যবার ষাট বছর বলেছেন। অথবা কখনো চল্লিশ বছরকে আসল বয়স এবং ষাট বছরকে দান বলেছেন। অথবা কখনো ষাট বছরকে আসল বয়স এবং চল্লিশ বছরকে দান বলেছেন। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

এর উত্তরে আল্লাহর হ্যাঁ-সূচক জবাব দানের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. البراءة অর্থাৎ তার আবেদনকে খারিজ করে দেয়া। দুই. الاجابة অর্থাৎ তার আবেদনকে গ্রহণ করা।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৩৩৬৮)

٤٦٦٣ - [٣٦] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِىُّ

৪৬৬৩-[৩৬] আসমা বিনতু ইয়াযীদ রাযিয়াল্লাহু আন্হা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মহিলাদের এক সমাবেশের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং আমাদেরকে সালাম করলেন।

(আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৫৮২]

ব্যাখ্যা : হুসায়মী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : দূরে থাকায় ফিতনামুক্তি, অতএব যে নিজের ওপরে নিরাপত্তার আস্থা রাখবে সে সালাম দিবে। অন্যথায় চুপ থাকায় নিরাপদ। ইবনু বাত্ত্বল বলেন : যখন ফিতনাহ্ থেকে নিরাপদ থাকবে তখন পুরুষকে মহিলাদের এবং মহিলাদেরকে পুরুষদের সালাম দেয়া জায়িয।

---

[৫৮২] সহীহ : আবূ দাউদ ৫২০৪, ইবনু মাজাহ ৩৭০১, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৭৮০, আহমাদ ২৭৫৬১, শু'আবুল ঈমান ৮৯০০, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৯৯০৯।

Scanned by CamScanner

মালিকীরা এর পথকে বন্ধ করার জন্য যুবতী ও বৃদ্ধাদের মাঝে পার্থক্য করেছেন।

কুফীরা বলেন : মহিলাদের জন্য পুরুষদের সালাম দেয়া নিষেধ। কারণ তারা আযান, ইক্বামাত ও উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষিদ্ধ। তবে মাহরামগণ-মাহরামদেরকে সালাম দিতে পারবে। যেমনটি ফাতহুল বারীতে উল্লেখ হয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৯৫)

٤٦٦٤ - [٣٧] وَعَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهٗ كَانَ يَأْتِي ابْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو مَعَهٗ إِلَى السُّوقِ. قَالَ فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَلٰى سَقَّاطٍ وَلَا عَلٰى صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلَا مِسْكِينٍ وَلَا أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ. قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِيْ إِلَى السُّوقِ فَقُلْتُ لَهٗ: وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ وَلَا تَسُوْمُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِيْ مَجَالِسِ السُّوقِ فَاجْلِسْ بِنَا هٰهُنَا نَتَحَدَّثُ. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطْنٍ قَالَ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ إِنَّمَا نَغْدُوْ مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ نُسَلِّمُ عَلٰى مَنْ لَقِيْنَاهُ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»

৪৬৬৪-[৩৭] তুফায়ল ইবনু উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি (তুফায়ল) ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর কাছে যাতায়াত করতেন এবং তাঁর সাথে সকাল বেলা বাজারে যেতেন। তিনি বললেন : যখন আমরা সকাল বেলা বাজারে যেতাম, তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখনই কোন সাধারণ দোকানদার, বিক্রেতা, মিসকীন এবং অন্য কোন মানুষের নিকট দিয়ে গমন করতেন, তখন তাদেরকে সালাম করতেন। বর্ণনাকারী তুফায়ল বলেন, আমার পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী একদিন আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি আমাকে সাথে করে বাজারের দিকে যেতে শুরু করলেন। আমি তাঁকে বললাম : আপনি কেনা-বেচার জন্য কোথাও দাঁড়ান না, কোন জিনিসের দাম জিজ্ঞেস করেন না, কোন সওদা করেন না, আর বাজারের কোন মাজলিসেও বসেন না। সুতরাং আপনি আমার সাথে এখানে বসুন, আমরা হাদীস আলোচনা করি। তিনি (তুফায়ল) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা আমাকে বললেন : হে প্রকাণ্ড পেটওয়ালা! [তুফায়লের পেট তুলনামূলক কিছুটা বড় ছিল] আমরা সকালবেলা শুধু সালাম করতে যাই। আমরা যাকেই সাক্ষাতে পাই, তাকেই সালাম করি। (মালিক ও বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমানে)[৫৮৩]

ব্যাখ্যা : (لَا تَجْلِسُ فِيْ مَجَالِسِ السُّوقِ) অর্থাৎ আপনি পবিত্র থাকার জন্য এবং বাজারে আগত ব্যক্তিদেরকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য বাজারে বসেন না।

(فَاجْلِسْ بِنَا هٰهُنَا نَتَحَدَّثُ) এর মর্মার্থ হলো আমরা তোমার নিকট থেকে হাদীস শুনব। অথবা আমাদের কেউ কারো সাথে দীনী আলোচনা করবে বা দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কথা বলবে।

(نُسَلِّمُ عَلٰى مَنْ لَقِيْنَاهُ) সাক্ষাত হয়ে থাকে দুই পক্ষের মাধ্যমে, এখানে সালাম হলো 'আম, অর্থাৎ সালাম দেয়া ও জবাব দেয়া। কারণ উভয় পক্ষের জন্য পূর্ণ সাওয়াব রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٦٦٥ - [٣٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتٰى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لِفُلَانٍ فِيْ حَائِطِيْ عَذْقٌ وَأَنَّهٗ آذَانِيْ مَكَانُ عَذْقِهٖ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْ بِعْنِيْ عَذْقَكَ» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَبْ لِيْ». قَالَ: لَا. قَالَ: «فَبِعْنِيْهِ بِعَذْقٍ فِي

---

[৫৮৩] সহীহ : মালিক ৩৫৩৩, শু'আবুল ঈমান ৮৭৯০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৭৭৪।

Scanned by CamScanner

الْجَنَّةِ» ؟ فَقَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا رَأَيْتُ الَّذِىْ هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ إِلَّا الَّذِىْ يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِىْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৪৬৬৫-[৩৮] জাবির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন : (হে আল্লাহর রসূল!) আমার বাগানে অমুক ব্যক্তির একটি খেজুর গাছ আছে। তার এ খেজুর গাছ আমাকে কষ্ট দেয়। নাবী ﷺ ঐ ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন : তুমি তোমার খেজুর গাছটি আমার কাছে বিক্রয় করো। লোকটি বলল : না। তিনি (ﷺ) বললেন : তবে আমাকে দান করো। লোকটি বলল : না। তিনি (ﷺ) আবারো বললেন : জান্নাতের একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে ওটা আমার নিকট বিক্রয় করো। লোকটি এবারও বলল : না। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমার তুলনায় অধিক কৃপণ আর কাউকে দেখিনি। কিন্তু হ্যাঁ, যে ব্যক্তি সালাম করতে কৃপণতা করে।

(আহমাদ ও বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমানে")[৫৮৪]

ব্যাখ্যা : (أَنَّهُ آذَانِىْ) অর্থাৎ- সে সময়ে অসময়ে আসে, এর কারণে আমাদের কষ্ট দেয়। «فَهَبْ لِىْ» অর্থাৎ যদি তুমি আমার নিকট বিক্রি করতে লজ্জাবোধ কর, তাহলে এভাবে দান করে দাও যাতে আমি বাগানওয়ালাকে দান করে দেই।

(مَا رَأَيْتُ الَّذِىْ هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ) এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি সালামের জবাব দেয় না সে তোমার চাইতে অধিক কৃপণ। কারণ সে অল্প কাজের দ্বারা অধিক সাওয়াব অর্জন করে না। বিদ্বানগণ বলেন, এখানে রসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে সুপারিশ হিসেবে আবেদন করেছেন, নির্দেশ হিসেবে নয়। এ ছাড়া সে কিভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশকে উপেক্ষা করল? ঐ ব্যক্তি মুসলিম ছিল বলে বুঝা যায়। এর প্রমাণ এই যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি জান্নাতী গাছের বিনিময়ে গাছটি দিয়ে দাও। অবশ্য লোকটি খুব শক্ত মনের ছিল। (মিশকাতুল মাসাবীহ- বোম্বায় ছাপা, উর্দূ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ৪র্থ খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা)

٤٦٦٦ -[٣٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِىءٌ مِنَ الْكِبْرِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৪৬৬৬-[৩৯] 'আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : প্রথমে সালাম প্রদানকারী অহংকার হতে মুক্ত।

[ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।][৫৮৫]

ব্যাখ্যা : (بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ) সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি অহংকারমূলক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫৮৪] হাসান : আহমাদ ১৪৫১৭, কিন্তু মুসনাদে আহমাদের তাহক্বীকে শু'আয়ব আরনাউত্ব বলেন, (مَا رَأَيْتُ الَّذِىْ هُوَ أَبْخَلُ ...مِنْكَ) থেকে বাকী অংশটুকু ছাড়া হাদীসটি হাসান লিগয়রিহী। দেখুন- মুসনাদে আহমাদ- ১৪৫৫৭ : তাহক্বীক্- শু'আয়ব আরনাউত্ব। 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১২২৩১, আল মুসতাদরাক ২১৯৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭১৬।

[৫৮৫] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৮৭৮৬, য'ঈফুল জামি' ২৩৬৫।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আবূ ইসহাক্ব" নামক বর্ণনাকারীর নাম "আস্ সাবীয়ী", যিনি একজন মুদাল্লিস রাবী। এখানে তিনি "আন্" দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৭৫১।

Scanned by CamScanner

(٢) بَابُ الْإِسْتِئْذَانِ

অধ্যায়-২ : অনুমতি প্রার্থনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٦٦٧ -[١] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَتَانَا أَبُو مُوسٰى قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ. فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا؟ فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلٰى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ». فَقَالَ عُمَرُ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلٰى عُمَرَ فَشَهِدْتُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬৬৭-[১] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমাদের কাছে আবূ মূসা আল আশ্‘আরী এসে বললেন : ‘উমার আমার কাছে জনৈক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি যথারীতি তাঁর দরজায় উপস্থিত হলাম এবং তিনবার সালাম দিলাম; কিন্তু আমার সালামের উত্তর দেয়া হলো না বিধায় আমি ফিরে গেলাম। অতঃপর (অন্যত্র) ‘উমার আমাকে বললেন : আমাদের কাছে আসতে তোমাকে কিসে বারণ করল? আমি বললাম, আমি এসেছিলাম এবং আপনার দরজায় তিনবার সালাম করেছিলাম, কিন্তু আপনাদের কেউই আমার সালামের জবাব দেননি। তখন আমি ফিরে গেলাম। কেননা রসূলুল্লাহ আমাকে বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করে, আর অনুমতি না মেলে, তবে সে যেন ফিরে আসে। ‘উমার এটা শুনে বললেন : এ ব্যাপারে তোমাকে অবশ্যই প্রমাণ পেশ করতে হবে। আবূ সা'ঈদ আল খুদরী বলেন : তখন আমি আবূ মূসা আল আশ্‘আরী-এর সাথে ‘উমার -এর নিকট গেলাম এবং সাক্ষ্য দিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৮৬]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মাতের দলীলের আলোকে বিদ্বানগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, অনুমতি নেয়া শারী‘আতসিদ্ধ। সুন্নাত হলো সালাম দেয়া। অনুমতি চাইবে তিনবার। অতএব সালাম ও অনুমতি। উভয়টি করার কুরআনে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

সালাম আগে দিবে না অনুমতি আগে চাইবে– এ নিয়ে ‘আলিমগণ মতভেদ করেছেন। তবে হাদীসে যা রয়েছে সেটা সঠিক। যার দরুন বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ বলেছেন, আগে সালাম দিবে। তারপর অনুমতি চাইবে। যেমন সে বলবে, “*আস্‌সালা-মু ‘আলায়কুম*” আমি কি প্রবেশ করতে পারি? কারণ প্রথমে সালাম দেয়ার ব্যাপারে দু'টি সহীহ হাদীস রয়েছে।

---

[৫৮৬] সহীহ : বুখারী ৬২৪৫, মুসলিম (২১৫৩)-৩৩, আবূ দাঊদ ৫১৮০, আবূ ইয়া'লা ৯৮১, আহমাদ ১৯৬১১, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৮১৬।

Scanned by CamScanner

২য় মতে আগে অনুমতি চাইবে। অতঃপর সালাম দিবে।

৩য় মতে, মাওয়ারদী বলেন : যদি অনুমতি প্রার্থনাকারীর চোখ প্রবেশ করার পূর্বে বাড়ীর লোকের ওপর পড়ে যায় সেক্ষেত্রে আগে সালাম দিবে। নতুবা আগে অনুমতি চাইবে। তিনবারের বেশি অনুমতি চাওয়া যাবে কিনা? এ নিয়ে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। এক মতে, তিনবারের অধিক অনুমতি চাওয়া যাবে না। এরপরে ফিরে আসতে হবে। যেমনটি হাদীসের দাবী। আরেক মতে, যদি সে মনে করে যে, অনুমতিদাতা শুনছে কিন্তু অনুমতি দেয় না তখন সে প্রয়োজনে এর সংখ্যা বাড়াতে পারে। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২১৩৫)

তিনবার সালাম দেয়া বা অনুমতি চাওয়ার তত্ত্ব সম্পর্কে ইবনু আবী শায়বাহ্, 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব থেকে বর্ণনা করে বলেন, প্রথমটি হচ্ছে জানানোর জন্য এবং দ্বিতীয়টি হলো চিন্তা করার জন্য আর ৩য়টি হলো সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। হয় সে অনুমতি দিবে অথবা প্রত্যাখ্যান করবে। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬২৪৫)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যারা দাবী করে যে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না তারা এ হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে এবং দাবী করে যে, 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু আবূ মূসার হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ হওয়ার কারণে গ্রহণ করেননি। এটা বাতিল মত। অথচ যারা এ হাদীসকে দলীলের উপযুক্ত মনে করে এবং তার প্রতি 'আমাল করে তারা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। আর এর দলীল স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশিদীন, সমস্ত সহাবী ও পরবর্তী অসংখ্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে পাওয়া যায়। 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু আবূ মূসাকে প্রমাণ পেশ করতে বললেন এটা তার কথাকে রদ করার জন্য নয়। বরং 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বিদ্‘আতী, মিথ্যুক ও মুনাফিক্বদের মতো লোকেদের রসূলের ব্যাপারে এমন কথা যা তিনি বলেননি এবং কারো স্বার্থে রসূলের নামে মিথ্যা হাদীস বানানোর অপচেষ্টাকে শংকাবোধ করেছেন। এহেন শংকাবোধের রাস্তাকে বন্ধ করার জন্য আবূ মূসা ব্যতীত অন্যদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। কারণ 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু আবূ মূসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর ব্যাপারে এরূপ ধারণার ঊর্ধ্বে রয়েছেন যে, তিনি রসূলের নামে এমন কথা বলবেন যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেননি আসলে তিনি এভাবে অন্যদেরকে এ থেকে নিষেধ করেছেন। কারণ যখন অন্যরা আবূ মূসার এ ব্যাপারটি দেখবে অথবা জানতে পারবে তখন যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে এবং হাদীস বানিয়ে বলে তারা আবূ মূসার মতো ভয় করবে। ফলে তারা হাদীস তৈরি করা এবং নিশ্চিত বিশ্বাস ছাড়াই হাদীসের প্রতি ঝুঁকে পড়া থেকে বিরত থাকবে।

এখান থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, খবরে ওয়াহিদ হওয়ার কারণে 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু আবূ মূসাকে প্রত্যাখ্যান করেননি। আসলে তিনি এ হাদীসের উপর 'আমাল করার জন্য অন্য ব্যক্তির সমর্থন কামনা করেছেন। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, দু'জনের খবরকেও খবরে ওয়াহিদ ধরা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে না পৌঁছে। আবূ মূসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর ব্যাপারে উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর যে দুর্বল ধারণা ছিল না– এ ব্যাপারে একাধিক দলীল রয়েছে। যেমন ইমাম মুসলিম আবূ মূসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর বিষয়ে বর্ণনা করেন। উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, হে ইবনুল খত্ত্বাব! আপনি রসূলের কোন সহাবীকে শাস্তি দিবেন না। তখন 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, *সুব্‌হা-নাল্ল-হ!* আমি কিছু শুনেছি যেটার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়াকে ভালো মনে করেছি।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৬৯০)

মুওয়াত্ত্বায় রয়েছে, 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু আবূ মূসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বললেন, মনে রেখ হে আবূ মূসা! আমি তোমাকে অভিযুক্ত করছি না। বরং আমি শংকা করছি যে, মানুষ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নামে বানোয়াট কথা বলবে।

(ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬২৪৫)

Scanned by CamScanner

আবূ মূসা -এর নিকট থেকে ‘উমার -এর প্রমাণ চাওয়া সম্পর্কে বুখারীর ভাষ্যকার ইমাম কিরমানী বলেন : এতে বেখেয়াল বা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ‘উমার তার নিকট থেকে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। খবরে ওয়াহিদ হওয়ার কারণে গ্রহণ করেননি, এটা ঠিক নয়। এর দলীল এই যে, ‘উমার শুধু হাম্বাল ইবনু মালিক থেকে ভ্রূণ হত্যার জরিমানা দাসমুক্ত করা সংক্রান্ত খবরে ওয়াহিদকে গ্রহণ করেছেন। এরূপ আরো প্রমাণ আছে যে, ‘উমার খবরে ওয়াহিদকে গ্রহণ করেছেন, যেমন- ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ -এর নিকট থেকে জিয্ইয়াহ্ সংক্রান্ত খবরে ওয়াহিদও গ্রহণ করেছেন। কিরমানী আরো বলেন : এ হাদীসে এটাও স্পষ্ট বুঝা গেল যে, জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটে এমন কোন জ্ঞান অজানা থেকে যায় যা তার চাইতে কম জ্ঞানী লোকের নিকট জানা থাকে। (‘আওনুল মা‘বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৭১)

٤٦٦٨ -[٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِىْ حَتّٰى أَنْهَاكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৬৬৮-[২] ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘ঊদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী আমাকে বললেন : তোমাকে অনুমতি দেয়া হলো, তুমি আমার দরজার পর্দা উঠিয়ে চলে আসবে এবং আমার গোপন কথাবার্তা শুনতে থাকবে, যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে নিষেধ করি। (মুসলিম)[৫৮৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে প্রবেশের সময় অনুমতির জন্য কোন সংকেত ব্যবহার করার প্রমাণ রয়েছে। অতএব যখন আমীর বিচারক বা অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ সাধারণ মানুষের জন্য কিংবা বিশেষ কোন ব্যক্তি বা দলের জন্য প্রবেশের লক্ষ্যে অনুমতি হিসেবে দরজা থেকে পর্দা উঠানো বা অনুরূপ অন্য কোন আলামাত বা সংকেতকে নির্ধারণ করে তখন অনুমতি না নিয়েই সংকেত দেখে প্রবেশ করা জায়িয। তদ্রূপ যখন কোন ব্যক্তি তার কোন চাকর, আমলা, বড় সন্তান-সন্ততি বা অন্যান্য সদস্যদের জন্য দরজায় পর্দা ঝুলানো বা অনুরূপ কোন সংকেত নির্ধারণ করে তখন অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করা নিষেধ। আবার যখন পর্দা উঠিয়ে নিবে তখন প্রবেশ করা সিদ্ধ হবে। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২১৬৯)

٤٦٦٩ -[٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِىْ دَيْنٍ كَانَ عَلٰى أَبِىْ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ: «مَنْ ذَا؟» فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: «أَنَا أَنَا». كَأَنَّهٗ كَرِهَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬৬৯-[৩] জাবির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার গৃহীত ঋণের লেনদেনের ব্যাপারে একদিন আমি নাবী -এর কাছে এলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি () জিজ্ঞেস করলেন : কে? আমি বললাম : আমি। তখন তিনি () বললেন : আমি, আমি (তথা পরিচয় কি?)। সম্ভবতঃ তিনি এরূপ বলাকে অপছন্দ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৮৮]

---

[৫৮৭] সহীহ : মুসলিম (২১৬৯)-১৬, ইবনু মাজাহ ১৩৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৪২৭, ‘ত্বারানী’র কাবীর ৩৬৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭০৬৮, আবূ ইয়া‘লা ৫৩৫৬, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩২২২৫, ‘নাসায়ী’র কুবরা ৮২৬১, আহমাদ ৩৬৮৪।

[৫৮৮] সহীহ : বুখারী ৬২৫০, মুসলিম (২১৫৫)-৩৮, আহমাদ ১৪১৮৫, তিরমিযী ২৭১১, আবূ দাঊদ ৫১৮৭, ইবনু মাজাহ ৩৭০৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৮৩২, মা‘রিফাতুস্ সুনান লিল বায়হাক্বী ৪০০১, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৮৩১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮০৮, শু‘আবুল ঈমান ৮৮২৯, ‘নাসায়ী’র কুবরা ১০১৬০, দারিমী ৬৩০, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ২২৬৬, ‘বায়হাক্বী’র কুবরা ১৮১২৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : মুহাল্লাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : انا। 'আমি' এখানে অপছন্দ হওয়ার কারণ হলো, এতে স্পষ্ট পরিচয় ফুটে উঠে না। তবে যদি অনুমতিদাতা অনুমতি প্রার্থীকে চিনতে পারে এবং অন্য কারো সাথে তালগোল পাকিয়ে না যায় তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টি হয়েই থাকে।

মাওয়ারদী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা অপছন্দ করার কারণ হলো, সে প্রশ্নের দাবী অনুযায়ী জবাব দেয়নি। কারণ যখন সে দরজায় নক করল তখন তো বুঝা গেল যে, এখানে একজন করাঘাতকারী আছে। অতঃপর যখন সে "আমি" বলে জানান দিতে চাইল যে দরজায় নককারী এখানে, এতে কিন্তু দরজায় আওয়াজ করাতে যতটুকু জানা গিয়েছিল তার চাইতে বেশি কিছু জানতে পারা যায়নি। সঙ্গত কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ অপছন্দ করেছেন।

খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : انا। আমি কথাটি উপযুক্ত জবাব নয় এবং যে উদ্দেশে এটার ব্যবহার হয়েছে তা অর্জন হয়নি। এভাবে বলা উপযুক্ত জবাব ছিল যে, انا جابر। "আমি জাবির"। যাতে প্রত্যাশিত দাবী অনুযায়ী স্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ পেত। যেমন ইমাম বুখারী "আদাবুল মুফরাদ" বুরয়দাহ্-এর হাদীসে বর্ণনা করেন, একদিন নাবী ﷺ মাসজিদে এসেছেন আর আবূ মূসা (রাঃ) (কুরআন) পড়ছিলেন, তখন আমি আসলাম। অতঃপর তিনি বললেন, এটা কে? আমি বললাম যে, আমি বুরয়দাহ্। অনুরূপ উম্মু হানী একদিন রসূলের দরবারে এসে বললেন, আমি উম্মু হানী। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যখন কেউ তার উপনাম ছাড়া পরিচয় বলতে পারে না তখন এভাবে স্বীয় নাম বলা অপছন্দের কিছু নয়। অতএব যখন কারো "আমি শায়খ অমুক" "আমি অমুক ক্বারী" বা "আমি ক্বাযী অমুক" বলা ছাড়া পার্থক্য করতে না পারে তখন এরূপ বলাতে কোন দোষ নেই।

ইবনু জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : انا। 'আমি' বলা অপছন্দ হওয়ার কারণ হলো 'আমি' বলাতে গর্বের গন্ধ পাওয়া যায়। যেন 'আমি' বলা ব্যক্তি বুঝাতে চাচ্ছে যে, আমি এমন ব্যক্তি যার নাম ও বংশ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এর বিপরীত মত পোষণ করেন মুগলাত্বয় (مغلطاي)। তিনি বলেন, এ ধরনের মন্তব্য জাবির-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। যদি জাবির (রাঃ) এরূপই হতেন তাহলে তিনি এটা ছেড়ে দেয়ার জন্য শিক্ষা না দিয়ে এতে অভ্যস্ত থাকতেন।

ইবনুল 'আরাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : জাবির হাদীসে দরজায় করাঘাত করার প্রমাণ রয়েছে। আদাবুল মুফরাদে রয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজায় নখ দ্বারা আঘাত করা হতো। তবে এটা বলা যায় যে, নখ দ্বারা দরজায় আঘাত করা হলো উন্নত আদব। দরজার নিকটে থাকা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এরূপ নখ দ্বারা করাঘাত করা ভালো। আর যদি সে দরজা থেকে এমন দূরে অবস্থান করে যে, নখ দ্বারা আওয়াজ দিলে তার কাছে আওয়াজ পৌঁছে না তখন প্রয়োজনমত অন্য কিছু দ্বারা আঘাত করা মুস্তাহাব। সুহায়লী বলেন : নাবী ﷺ-এর দরজায় কড়া না থাকায় সহাবীগণ নখ দ্বারা আঘাত করতেন। তারা এভাবে করাঘাত করতেন তার সম্মান, মর্যাদা ও আদবের প্রেক্ষিতে। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ২৬৫০)

٤٦٧٠ -[٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ لَبَنًا فِيْ قَدَحٍ. فَقَالَ: «أَبَا هِرٍّ الْحَقْ بِأَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ» فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوْا فَاسْتَأْذَنُوْا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Scanned by CamScanner

৪৬৭০-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -এর সাথে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি () ঘরে এক পেয়ালা দুধ পেলেন। তখন আমাকে বললেন : হে আবূ হুরায়রাহ্! আহলে সুফ্ফার নিকটে যাও এবং আমার কাছে তাঁদেরকে ডেকে আনো। আমি তখন তাঁদের নিকট এসে তাঁদেরকে ডাকলাম। তাঁরা তিনি ()-এর কাছে এলেন এবং অনুমতি প্রার্থনা করলেন। মহানাবী তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন, অতঃপর তাঁরা প্রবেশ করলেন। (বুখারী)[৫৮৯]

ব্যাখ্যা : এখান থেকে বুঝা গেল, যাকে খাওয়ার জন্য আহ্বান করা হয় তার জন্য সেই ডাক অনুমতির জন্য যথেষ্ট নয়। বরং নতুনভাবে অনুমতি চাইবে। তবে এটা আরেকটি হাদীসের বিপরীত। যেমন অপর হাদীসে রয়েছে «رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ»। আরেক রিওয়ায়াতে আছে, «إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَهُوَ إِذْنُهُ» অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে দূত মারফত ডাকা হলে সেটা তার জন্য অনুমতি। সে কারণ এর দ্বারা নিশ্চিত হুকুম সাব্যস্ত হয় না। এ দুই বিপরীতমুখী হাদীসের সমাধানে মুহাদ্দিসগণ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যেমন মুহাল্লাব বলেন : যদি ডাকা এবং আসার মধ্যে সময় দীর্ঘ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে নতুনভাবে অনুমতির দরকার। অনুরূপভাবে যদি কারো নিকটে স্বাভাবিকভাবে অনুমতির প্রয়োজনের মতো হয় তবে তখন আবার অনুমতি নিতে হবে। এছাড়া পুনরায় অনুমতির দরকার নেই।

ইবনু তীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হয়তো প্রথম হাদীসটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার নিকটে অনুমতি নেয়ার মতো কেউ নেই। আর ২য়টি এর বিপরীত। তিনি আরো বলেন, সর্বদা অনুমতি নেয়াই সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন। এ দু' হাদীসের সমন্বয়ে ইমাম ত্বহাবী বলেন : যদি আহূত ব্যক্তির সাথে দূত থাকে তার অনুমতি নিতে হবে না। শুধু সাক্ষাতের সালাম যথেষ্ট হবে। আর যদি দূত বিলম্ব করে অর্থাৎ সাথে না থাকে তাহলে অনুমতির প্রয়োজন আছে। কারণ আলোচ্য হাদীসে فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا। শব্দ ব্যবহার করা তো প্রমাণ হয় যে, আবূ হুরায়রাহ্ তাদের সাথে ছিলেন না। অন্যথায় তিনি অবশ্যই فَأَقْبَلْنَا এভাবে বলতেন। বিধায় তারা পুনরায় অনুমতি চেয়েছেন। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬২৪৬)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٦٧١ -[٥] عَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَ بِلَبَنٍ أَوْ جِدَايَةٍ وَضَغَابِيسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِأَعْلَى الْوَادِيْ قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "اِرْجِعْ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৪৬৭১-[৫] কালাদাহ্ ইবনু হাম্বাল হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফ্ওয়ান ইবনু উমাইয়াহ্ আমার মাধ্যমে নাবী -এর কাছে দুধ অথবা হরিণের একটি বাচ্চা এবং একটি শসা পাঠালেন। তখন নাবী মাক্কার উঁচু উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। কালাদাহ্ বলেন, আমি রসূল -এর কাছে এমনিতেই ঢুকে পড়লাম, সালাম প্রদান করলাম না এবং অনুমতিও নিলাম না। তখন নাবী আমাকে বললেন : তুমি ফিরে

[৫৮৯] সহীহ : বুখারী ৬২৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩০৩, ইরওয়া ১৯৮৫, আল মুসতাদরাক ৪২৯১, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৩৭৭, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ৪৫১১।

Scanned by CamScanner

যাও (প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করো)। অতঃপর বলো : *“আস্‌সালা-মু ‘আলায়কুম”*, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৫৯০]

ব্যাখ্যা : এতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, সালামের সাথে অনুমতি প্রার্থনা যোগ করা এবং প্রথমে সালাম দেয়া সুন্নাত। (‘আওনুল মা‘বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৬৮)

٤٦٧٢ - [٦] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَإِنَّ ذٰلِكَ لَهُ إِذْنٌ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: «رَسُوْلُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ».

৪৬৭২-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যদি কাউকে ডাকা হয়, আর সে ব্যক্তি সংবাদ বাহকের সাথে চলে আসে, তবে তার সাথে আসাই তার জন্য অনুমতি।' (আবূ দাউদ)[৫৯১]

আবূ দাউদ-এর অপর বর্ণনায় আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন লোকের কাছে লোক পাঠানোই তার অনুমতি।

ব্যাখ্যা : ফাতহুল ওয়াদূদে বলা হয়েছে, যখন দূতের সাথে আসবে তখন অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ যদি সাবধানতাবশতঃ অনুমতি চায় তাহলে সেটা উত্তম। বিশেষ করে যখন বাড়ি শুধু পুরুষদের না হয়। সঙ্গত কারণে আল্লাহর রসূল ﷺ আহলে সুফফাদেরকে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-কে দিয়ে ডাকতে পাঠালেন। তারা এসে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলেন। (‘আওনুল মা‘বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৮০)

٤٦٧٣ - [٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ تِلْقَاءِ وَجْهِهٖ وَلٰكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ فَيَقُوْلُ: «اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ» وَذٰلِكَ أَنَّ الدُّوْرَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا سُتُوْرٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

وَذَكَرَ حَدِيْثَ أَنَسٍ قَالَ: «اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ» فِيْ «بَابِ الضِّيَافَةِ».

৪৬৭৩-[৭] ‘আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন বাড়িতে যেতেন, তখন ঘরের দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না; বরং দরজার ডানদিকে বা বামদিকে দাঁড়াতেন এবং অনুমতি গ্রহণের উদ্দেশে *“আস্‌সালা-মু ‘আলায়কুম”*, *“আস্‌সালা-মু ‘আলায়কুম”* বলতেন। আর এটা সে সময়ের কথা যখন দরজার সামনে পর্দা ঝুলানো থাকত না। (আবূ দাউদ)[৫৯২]

আর নিমন্ত্রণ অধ্যায়ে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, নাবী ﷺ বলেছেন : *“আস্‌সালা-মু ‘আলায়কুম ওয়া রহ্‌মাতুল্ল-হ”*।

---

[৫৯০] **সহীহ :** তিরমিযী ২৭১০, আবূ দাউদ ৫১৭৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮১৮, শু‘আবুল ঈমান ৮৮০৯, ‘নাসায়ী’র কুবরা ৬৭৩৫, ‘ত্ববারানী’র আল মু‘জামুল কাবীর ১৫৭৫২, ‘বায়হাক্বী’র কুবরা ১৮১২১, আল আদাবুল মুফরাদ ১০৮১।

[৫৯১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫১৮৯, ইরওয়া ১৯৫৫, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৮২৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮১১, শু‘আবুল ঈমান ৮৮৩০, ‘বায়হাক্বী’র কুবরা ১৮১২৭, আহমাদ ১০৮৯৪, ‘ত্ববারানী’র আল মু‘জামুল কাবীর ১১২৮, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ৬৬৩০।

[৫৯২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫১৮৬, শু‘আবুল ঈমান ৮৮২২, ‘বায়হাক্বী’র কুবরা ১৮১১৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : বাড়িতে দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার কারণে দরজা বরাবর সামনে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ। তাই দরজার ডান বা বাম পাশে সরে দাঁড়াতে হবে। তিনি দু'বার সালাম দিয়েছেন বাড়িওয়ালাকে শুনানোর জন্য এবং অনুমতি নিশ্চিত করার জন্য। তিনি সালাম ডাবল দেয়ার দ্বারা অধিক সংখ্যক উদ্দেশ্য নিয়েছেন। দুই বারে সীমাবদ্ধ করেননি। কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনবার বলার অভ্যাস ছিল।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৭৭)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٦٧٤ -[٨] عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ عَلٰى أُمِّيْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّيْ مَعَهَا فِي الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا» فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّيْ خَادِمُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا». رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا

৪৬৭৪-[৮] 'আত্বা ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, আমি নিজের মায়ের কাছে যেতে কি অনুমতি চাইব? তিনি (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ। লোকটি জিজ্ঞেস করল, আমি এবং আমার মা একসাথে একই ঘরে বসবাস করি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন তাঁর কাছে যাবে, তখন অনুমতি নিয়ে যাবে। তখন লোকটি বলল, আমি মায়ের পরিচর্যাকারী (খিদমাতে থাকি)। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অনুমতি নিয়ে তাঁর কাছে যাবে। তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে পছন্দ করো? লোকটি বলল : না। তিনি (ﷺ) বললেন : অতএব অনুমতি নিয়ে তাঁর কাছে যাও। [ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।][৫৯৩]

ব্যাখ্যা : ক্বাযী আবূ মুহাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অনুমতি নেয়া ওয়াজিব। তিনবার অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত প্রবেশ নিষেধ। এর দলীল সূরাহ্ আন্ নূর-এর ২৭ নং আয়াত। ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তিনবার অনুমতি নেয়ার হুকুম সাব্যস্ত হয় আল্লাহর বাণী ﴿حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوا﴾ "তোমরা অনুমতি ব্যতীত (প্রবেশ করো না)" শব্দ থেকে।

শায়খ আবুল ক্বাসিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তিনের বেশি অনুমতি চাওয়া উচিত নয়। তবে এতেও যদি শুনতে পেয়েছে বলে বুঝা না যায় তখন তিনবারের বেশি অনুমতি নিতে কোন দোষ নেই।

পুরুষেরা তার মায়ের নিকটে, মাহরাম ও যাদের লজ্জাস্থানের উপর নযর দেয়া দৃষ্টি সর্বদা হারাম তাদের নিকটে অনুমতি চাইতে হবে। সে কারণে মায়ের নিকট অনুমতি চাওয়া সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তি নিজেকে মায়ের খাদেম বললেও তাকে মায়ের নিকটে অনুমতি নিতে বলেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি (ﷺ) বলেন, তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে চাও? কারণ সে যখন বিনা অনুমতিতে হঠাৎ এসে পড়বে তখন সে তার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে পারে, যা তার জন্য হালাল নয়। কিন্তু হ্যাঁ, স্ত্রীর নিকটে

---

[৫৯৩] হাসান : মালিক ৩৫৩৮, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ১৭৬০৩, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৮১৪, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৩৯৪২।

Scanned by CamScanner

এবং দাসী যাদের লজ্জাস্থানের উপর নযর দেয়া হালাল তাদের নিকটে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে। (মুওয়াত্ত্বা ৯ম খণ্ড, হাঃ ১৭৩৯)

٤٦٧٥-[٩] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ لِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِيْ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৪৬৭৫-[৯] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট রাত ও দিনের বেলা সর্বদাই যাওয়ার অনুমতি ছিল। আমি তাঁর নিকট রাতের বেলা গমন করলে তিনি আমাকে অনুমতি দেয়ার জন্য গলা খেকড় দিতেন। (নাসায়ী)[৫৯৪]

ব্যাখ্যা : অপর বর্ণনায় রয়েছে, আমি যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে আসতাম, তখন তিনি (ﷺ) সলাত আদায় করতেন। আর এমতাবস্থায় তিনি গলা খেকড় দিতেন। এখান থেকে বুঝা যায়, প্রয়োজনে সলাতের মধ্যে গলা খেকড় দেয়া যায়। যারা বলেন যে, গলা খেকড় দিলে সলাত নষ্ট হয়ে যায় তারা এ হাদীস সম্পর্কে বেখবর। (মিশকাতুল মাসাবীহ- বোম্বায় ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা)

٤٦٧٦-[١٠] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

৪৬৭৬-[১০] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম না করবে, তাকে তোমরা অনুমতি দেবে না। [ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেন।][৫৯৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অনুমতি নেয়ার পূর্বে সালাম দেয়া আবশ্যক। এ অধ্যায় থেকে এটাও জানা গেল যে কারো বাড়িতে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা নিষেধ এবং এটা জরুরী বিষয়। এ রীতি মত, আদর্শ, জ্ঞানী ও সভ্য মু'মিনের। কিন্তু জাহিল, মূর্খ ও অসভ্য লোকেরা অন্য ডাক দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে এবং অপমান লাঞ্ছনা-গঞ্জনার স্বীকার হয়। যারা বাড়িতে সবসময় যাওয়া আসা করে তাদেরও তিন সময়ে অনুমতি নেয়া উচিত। একবার ফাজ্‌রের সলাতের পূর্বে, একবার দুপুরের পরে যখন মানুষেরা বিশ্রাম নিবে। আর একবার 'ইশা সলাতের পরে যেমন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এ বিধান এজন্য যে, মানুষ কখনো নিজের স্থানে বিবস্ত্র হয়ে থাকতে পারে অথবা স্ত্রী কিংবা দাসীদের সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত থাকতে পারে। (মিশকাতুল মাসাবীহ- বোম্বায় ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা)

---

[৫৯৪] **য'ঈফ :** নাসায়ী ১২১২, ইবনু মাজাহ ৩৭০৮, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৬৭৬, 'নাসায়ী'র কুবরা ৮৫০২। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "মুগীরাহ" নামের বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত কিন্তু মুদাল্লিস এবং সে "*আন*" দ্বারা হাদীসটি বর্ণনা করেছে।

[৫৯৫] **সহীহ :** শু'আবুল ঈমান ৮৮১৬, আবূ ইয়া'লা ১৮০৯, য'ঈফাহ্ ১৭৩৬ নং হাদীসের আলোচনা দ্রঃ।

Scanned by CamScanner

(٣) بَابُ الْمُصَافَحَةِ وَالْمُعَانَقَةِ

অধ্যায়-৩ : করমর্দন ও আলিঙ্গন

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٦٧٧-[١] عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِيْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৬৭৭-[১] ক্বতাদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস রাঃ-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীদের মধ্যে কি করমর্দনের রীতি প্রচলিত ছিল? তিনি বললেন : হ্যাঁ। (বুখারী)[৫৯৬]

ব্যাখ্যা : মুসাফাহ্ বলা হয়, «بِهَا الْإِفْضَاءُ بِصَفْحَةِ الْيَدِ إِلَى صَفْحَةِ الْيَدِ» হাতের তালুর সাথে হাতের তালু মিলানো। এ সংজ্ঞা প্রথম ব্যক্ত করেছেন ইয়ামানবাসীরা।

ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সংক্ষিপ্ত নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলেন, التصفح বলা হয়, تصفيق কে। আর তা হলো হাতের তালুর সাথে হাতের তালু মারা। এ থেকে مصافحة এর উৎপত্তি। তিনি মুসাফাহার সংজ্ঞায় বলেন, «هِيَ إِلْصَاقُ صفحة صَفْحِ الْكَفِّ بِالْكَفِّ» এটি মুফাতালাহ্ বাবের শব্দ, অর্থাৎ হাতের তালুর সাথে হাতের তালু মিলানো। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সাক্ষাতের সময় মুসাফাহ্ করা মুস্তাহাব। তবে 'আস্‌রের পর এবং ফাজ্‌রের পর মানুষের যে মুসাফাহ্ প্রচলন আছে শারী'আতে এমন কোন নিয়ম-নীতি নেই। তবে এভাবে মুসাফাহ্ দোষ নেই। কারণ মুসাফাহার মূল হলো সুন্নাত। তবে কোন সময় বেশি মুসাফাহ্ করা বা সব সময়ে অধিক মুসাফাহ্ করা শারী'আহ্ বহির্ভূত কাজ নয়।

হাফিয ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলেন : কোন বিদগ্ধ ব্যক্তির জন্য কোন সময়কে নির্দিষ্ট করাকে মাকরূহ বলেছেন। আবার কেউ বলেন, এমন দলীল শারী'আতে নেই। 'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সে কারণে আমাদের কোন 'আলিম এ ধরনের 'আমালকে মাকরূহ এবং নিন্দনীয় বিদ্'আত বলেন।

তুহফাতুল আহ্ওয়াযী গ্রন্থকার হাফিয ও ক্বারীর মতকে সমর্থন করেন। 'আবদুস্ সালাম তাঁর القواعد গ্রন্থে বলেন, মুসাফাহার জন্য কোন সময়কে নির্দিষ্ট করা মুবাহ-বিদ্'আত। অনুরূপভাবে ক্বারী 'আল্লামাহ্ বাশীরুদ্দীন ক্বান্নুজী দুই ঈদের পরে মুসাফাহ্ ও মু'আনাকা করাকে بدعة مذمومة বা নিন্দনীয় বিদ্'আত বলেছেন। তবে 'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) বিদ্'আতের ভাগকরণকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭২৯)

---

[৫৯৬] সহীহ : বুখারী ৬২৬৩, তিরমিযী ২৭২৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭২২, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৩৯৫২।

Scanned by CamScanner

٤٦٧٨ -[٢] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ. فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِيْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: «أَثَمَّ لُكَعُ» فِيْ «بَابِ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ» إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى وَذَكَرَ حَدِيثَ أُمِّ هَانِئٍ فِيْ «بَابِ الْأَمَانِ» اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ.

৪৬৭৮-[২] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজ দৌহিত্র) হাসান ইবনু 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে চুম্বন করলেন, তখন তাঁর কাছে আক্বরা' ইবনু হাবিস রাযিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত ছিলেন। আক্বরা' রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন : আমার দশ দশটি সন্তান আছে, আমি তাদের কাউকে চুম্বন করিনি। এতদশ্রবণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে তাকালেন। অতঃপর বললেন : "যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে না, তার ওপর অনুগ্রহ করা হয় না"। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৯৭]

গ্রন্থকার বলেন : আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত «أَثَمَّ لُكَعُ» বাক্য বিশিষ্ট হাদীসটি ইন্‌শা-আল্ল-হ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ অধ্যায়ে অতি সত্বর উল্লেখ করব এবং উক্ত বিষয়বস্তুর উপর উম্মু হানী রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বর্ণিত হাদীসটি «اَلْأَمَانُ» অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا) হয়ত বা তিনি নিজেকে বড় মনে করে অথবা তুচ্ছতাহেতু কাউকে চুম্বন করতেন না। আক্বরা' রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথার প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীতে যা বুঝা যায় তা হলো সন্তান, স্ত্রী মাহরাম বা অন্যান্য ব্যক্তিকে চুম্বন দেয়া যায়। তবে হ্যাঁ যেন এটা দয়া স্নেহবশতঃ হয়। কিন্তু উত্তেজনা এবং উপভোগবশতঃ না হয়। অনুরূপ বিধান আলিঙ্গন বা কোলাকুলি ও ঘ্রাণ নেয়ার ক্ষেত্রে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৯৯৭)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) কোন ব্যক্তির তার ছোট সন্তানকে চুম্বন করাকে ওয়াজিব বলেছেন। অনুরূপভাবে অন্যদেরকে স্নেহ, দয়া ও আত্মীয়তার মুহাব্বাত স্বরূপ চুম্বন করা সুন্নাত। ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : চুম্বন ওয়াজিব হওয়ার জন্য স্পষ্ট হাদীসের স্মরণাপন্ন হতে হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٦٧٩ -[٣] عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا».

---

[৫৯৭] সহীহ : বুখারী ৫৯৯৭, মুসলিম (২৩১৮)-৬৫, আবূ দাউদ ৫২১৮, তিরমিযী ১৯১১, আবূ ইয়া'লা ৫৮৯২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫৯৪, 'ত্বারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১১৪৯।

Scanned by CamScanner

৪৬৭৯-[৩] বারা' ইবনু 'আযিব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী বলেছেন : যখন দু'জন মুসলিম একত্র হয়, অতঃপর পরস্পর করমর্দন করে, তখন তারা পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। (আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৫৯৮]

আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি ( ) বলেছেন : যখন দু'জন মুসলিম মিলিত হয়ে পরস্পর করমর্দন করে, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন তাদের উভয়কেই ক্ষমা করে দেয়া হয়।

ব্যাখ্যা : (قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا) অর্থাৎ মুসাফাহার পর স্বশরীরে পৃথক হওয়ার পূর্বে গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। অপর বর্ণনায় রয়েছে, তাদের গুনাহ গাছের পাতার ন্যায় ঝরে যায়।

উল্লেখ্য এক হাতে মুসাফাহ্ করা সুন্নাত। অর্থাৎ সাক্ষাতের সময় হোক বা কেনা-বেচার সময় হোক দুই জনের দুই হাত দ্বারা মুসাফাহ্ করা সুন্নাত। হানাফী, শাফি'ঈ ও হাম্বালী 'আলিমগণ এ ব্যাখ্যা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। ফাক্বীহ শায়খ মুহাম্মাদ আমীন ওরফে ইবনু আবিদীন স্বীয় «رد المختار على الله المختار» নামক গ্রন্থে বলেন : উত্তম হলো ডান হাতে মুসাফাহ্ করা। কারণ ভালো কাজে ডান পক্ষই অবলম্বন করা শ্রেয়। সে কারণ "বাহরুল আমীন" গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হাজরে আসওয়াদ হলো আল্লাহর ডান পক্ষ। এর দ্বারা আল্লাহ তার বান্দার সাথে মুসাফাহ্ করেন। আর মুসাফাহ্ ডানই হয়। শায়খ জিয়াউদ্দীন হানাফী নকশবন্দী তাঁর শারাহ «لوامع العقول» নামক গ্রন্থে বলেন, শারী'আতে সুন্নাত পালনের আদাব হলো, উভয় পক্ষের ডান হাতকে নিযুক্ত করা। সুতরাং সেটা বাম হাতের দ্বারা বাম হাতের অথবা ডান হাতে বাম হাতে সমাধা করলে হবে না। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) ডান হাতে মুসাফাহ্ করাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন।

শায়খুল আলম রব্বানী সায়্যিদ 'আবদুল কাদির জিলানী তাঁর "গুনিয়াতুত্ তালিবীন" গ্রন্থে বলেন : যে সব কাজ ডান হাত দ্বারা করতে হয় এবং যা বাম হাত দ্বারা সম্পাদিত করতে হয় তা পৃথক। ডান হাত দ্বারা কতক কাজ করা মুস্তাহাব। যেমন- খাওয়া, পান করা, মুসাফাহ্ করা এবং উযূ করা, জুতা ও কাপড় ডান দিক থেকে শুরু করা। সাক্ষাতের সময় বা বায়'আতের সময় হোক মুসাফাহ্ উভয়ের ডান হাত দ্বারা করা সুন্নাত।

১ম দলীল : ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেন, হাসসান ইবনু নূহ বলেন : আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু বুসরকে বলতে দেখেছি, তিনি বলেন, তোমরা আমার এ হাতকে দেখছ, আর আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আমার হাতের তালুকে রসূলুল্লাহ -এর হাতের তালুর উপর রেখেছি– (সানাদ সহীহ)। অন্য বর্ণনায় আছে, তোমরা আমার এ হাতকে দেখছ যে, আমি এর দ্বারা রসূলুল্লাহ -এর সাথে মুসাফাহ্ করেছি– (সানাদ মুত্তাসিল)।

আর উমামাহ্-এর হাদীসে রয়েছে, «تَمَامُ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ وَالْمُصَافَحَةُ بِالْيُمْنٰى» ডান হাতে মুসাফাহ্ করার মাধ্যমে সালাম পরিপূর্ণতা লাভ করে।

২য় দলীল : ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ মুসলিমে 'আম্‌র ইবনুল 'আস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নাবী -এর নিকট এসে বললাম, আপনি ডান হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার নিকটে বায়'আত করব।

---

[৫৯৮] সহীহ : আবূ দাউদ ৫২১২, তিরমিযী ২৭২৭, ইবনু মাজাহ ৩৭০৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫২৫, ৫২৬; সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭১৮, আহমাদ ১৮৬৯৯, 'বায়হাক্বী'র কুবরা আবূ দাউদ-এর এ রিওয়ায়াতটি «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غفر لهما» য'ঈফ। দেখুন- য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৬২৩।

Scanned by CamScanner

মুসনাদে আহমাদে সহীহ্ সানাদে বর্ণিত। আবূ গাদিয়া বলেন : আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে বায়‘আত করেছি। আবূ সা‘ঈদ বলেন : আমি তাকে বললাম, ডান হাত দ্বারা? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। মুসনাদে আহমাদে আনাস ইবনু মালিক-এর হাদীসে রয়েছে, আনাস বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে সাধ্যমত শুনার ও পালন করার জন্য আমার এ হাত অর্থাৎ ডান হাত দিয়ে বায়‘আত করেছি।

তুহফাতুল আহ্ওয়াযী গ্রন্থকার বলেন : যদি তুমি বল ‘আমূর ইবনুল ‘আস, আবূ গাদিয়া, আনাস ইবনু মালিক ও জারীর-এর হাদীস থেকে প্রমাণ হলো, বায়‘আতের সময় ডান হাত দ্বারা মুসাফাহ্ করা সুন্নাত, সাক্ষাতের সময় নয়। তবে এর উত্তরে আমি বলব, এসব হাদীস দ্বারা যেমন বায়‘আতের সময় ডান হাত দ্বারা মুসাফাহ্ সুন্নাত প্রমাণ হয় তেমনিভাবে সাক্ষাতের সময় ডান হাতে মুসাফাহ্ সুন্নাতও প্রমাণ হয়। কারণ বায়‘আতের মুসাফাহ্ ও সাক্ষাতের মুসাফাহ্ বাস্তবে এক ও অভিন্ন। এ দুয়ের মাঝে বাস্তবিক পার্থক্যের কোন দলীল নেই।

৩য় দলীল : মুসাফাহ্ হলো, «هِيَ إِلْصَاقُ صَفْحِ الْكَفِّ بِصَفْحِ الْكَفِّ» অর্থাৎ হাতের তালুর সাথে হাতের তালু মিলানো। অতএব মাসনূন মুসাফাহ্ হয়, উভয় পক্ষের এক হাতের দ্বারা হবে অথবা উভয়ের দুই হাত দ্বারা হবে। উভয় অবস্থা ধরে নেয়া যাক, এবার প্রথম অবস্থা তো হাদীসে স্পষ্ট। আর দ্বিতীয় অবস্থাতে ডান হাতের তালুর সাথে ডান হাতের তালু মিলানো এবং বাম হাতের তালুর সাথে বাম হাতের তালু মিলানো। অথচ আমাদেরকে শারী‘আত একটি মুসাফাহ্ করার নির্দেশ দিয়েছে দুই মুসাফাহ্ করার জন্য নয়। আর যদি উভয়ের ডান হাতের তালুর সাথে ডান হাতের তালু মিলানো এবং বাম হাতের তালুর সাথে ডান হাতের পিঠ মিলানো হয়, তাহলে ডান হাতের তালুর সাথে ডান হাতের তালু মিলানোকে মুসাফাহ্ বলা গেল। কিন্তু বাম হাতের তালুর সাথে ডান হাতের পিঠ মিলানোর কোন অর্থই হয় না। কারণ এ অবস্থাটি মুসাফাহার বাস্তবতার বাহিরে।

এক্ষণে ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ-এর হাদীস, «عَلَّمَنِي النَّبِيُّ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ» – (বুখারী ও মুসলিম)। এখানে এটা মুসাফাহার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। বরং এটা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব ও মনোনিবেশ করার জন্য হাত ধরেছেন। যেমন এ ব্যাপারে ‘আল্লামাহ্ ফাযিল লাক্ষ্ণৌবী তাঁর এক ফাতাওয়ার হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

«لَيْسَ ظَاهِرٌ أَنَّ است كه مُصَافَحَةٌ مُتَوَارَثَةٌ كه بِوَقْتِ تَلَاقِي مَسْنُونٍ است نبوده بلكه طريقه تعليميه بوده كه أكابر بِوَقْتِ اهتمام تعليم جيزي از هر دو دست يا يكدست دست اصاغر كرفته تعليم ميسازند»

যার মর্মার্থ হলো, সহীহুল বুখারীতে ইবনু মাস্‘উদ-এর যে হাদীসটা রয়েছে তা সাক্ষাতের সময়ে মাসনূন মুসাফাহ্ সম্পর্কে নয়। বরং এটা শিক্ষা দানের সময়ে গুরুত্ব দেয়ার জন্য হাত ধরা সম্পর্কে। যেমন বড়রা ছোটদের শিক্ষা দানের সময়ে করে থাকে। তারা ছোটদের এক অথবা দুই হাত ধরেন। আবার হানাফী ফাক্বীহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, আল্লাহর নাবীর দুই হাতের মাঝে ইবনু মাস্‘উদ-এর হাত ছিল তাশাহ্হুদ শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য। শিক্ষাদানের সময় হাত ধরা সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। যেমন মুসনাদে আহমাদে আছে, আবূ ক্বতাদাহ্ ও আবূ দাহ্মাহ্ বলেন : আমরা এক বেদুঈন লোকের নিকটে আসলাম। বেদুঈন লোকটি বলল, আল্লাহর রসূল ﷺ আমার হাত ধরে এমন কিছু শিক্ষা দিলেন যা আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

Scanned by CamScanner

তিরমিযীতে রয়েছে, শিক্ল ইবনু হামীদ (রাঃ) বলেন : আমি রসূলের খেদমতে এসে বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমাকে আশ্রয় প্রার্থনার উপায় অর্থাৎ تعوذ শিক্ষা দিন, যাতে আমি আশ্রয় চাইতে পারি। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার হাতের তালু ধরলেন এবং বললেন, তুমি বল «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي... الْحَدِيثُ» "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই শুনার অনিষ্ট হতে..."হাদীস। তিরমিযীর অপর বর্ণনায় রয়েছে, আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : কে এমন আছ, যে এ বাক্যগুলো শিখবে এবং 'আমাল করবে? আমি বললাম, আমি, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর পাঁচটি গুণে দিলেন এবং বললেন, «اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ» তুমি হারাম থেকে বেঁচে থাক তাহলে তুমি সর্বোত্তম বান্দায় পরিণত হবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭২৭)

٤٦٨٠ -[٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৬৮০-[৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্য হতে কেউ যদি তাঁর কোন মুসলিম ভাইয়ের কিংবা কোন বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে, তবে কি সে (তাঁর সম্মানার্থে) মাথা নত করবে? তিনি (ﷺ) বললেন : না। লোকটি বলল : তবে কি সে আলিঙ্গন করবে এবং তাকে চুম্বন করবে? তিনি (ﷺ) বললেন : না। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, তাহলে কি তার হাত ধরবে এবং পরস্পর করমর্দন করবে? তিনি (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ। (তিরমিযী)[৫৯৯]

ব্যাখ্যা : (قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟) হলো عطف تفسير অথবা যেটা নির্দিষ্টতা বা অধিক পূর্ণাঙ্গ।

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : দ্বিতীয়টি নির্দিষ্ট কারণ হাত ধরা ও মুসাফাহ্ করাকে 'আরবী ক্বায়দার ভাষায় عام خاص مطلق বলে। অর্থাৎ ব্যাপকভাবে বলার পর নির্দিষ্টভাবে বলা। অর্থাৎ হাত ধরা বলতে মুসাফাহ্ করা। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭২৮)

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, আলিঙ্গন করা অনুরূপ সালাম দেয়ার সময় নত হওয়া মাকরূহ এবং সুন্নাত পরিপন্থী। কিন্তু সফর থেকে আগমনের সময় কোলাকুলি করা সুন্নাত। কারণ নাবী (ﷺ) যায়দ ইবনু হারিসাহ্ এবং জা'ফার ইবনু আবূ ত্বালিব যখন হাবাশাহ্ থেকে ফিরে আসলেন তখন তাদের সাথে আলিঙ্গন করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সফর ছাড়াও কোলাকুলি করা যায়। যদি ফিত্নার আশংকা না থাকে এবং দু'টি কাপড় পরিধান করে থাকে। কিন্তু যদি শুধু লুঙ্গি পরে থাকে তাহলে কোলাকুলি করা মাকরূহ স্ত্রী ব্যতীত।

(মিশকাতুল মাসাবীহ- বোম্বায় ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, ২৬-২৭ পৃষ্ঠা)

٤٦٨١ -[٥] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ فَيَسْأَلَهُ: كَيْفَ هُوَ؟ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ

---

[৫৯৯] হাসান : তিরমিযী ২৭২৮, ইবনু মাজাহ ৩৭০২, আহমাদ ১৩০৪৪।

Scanned by CamScanner

৪৬৮১-[৫] আবূ উমামাহ্ ؓ হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখাশুনা পূর্ণতা হয় যখন তোমাদের কেউ রোগীর কপালে বা হাতে নিজের হাত রাখে এবং তার কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করে। তোমাদের সালামের পরিপূর্ণতা হলো, সালামের পর পরস্পর করমর্দন করা।

[আহমাদ ও তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।][৬০০]

ব্যাখ্যা : ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ দুইয়ের অতিরিক্ত নেই। যদি বেশি করা হয় তবে তা কষ্টকর হবে। আসলে তিনি এর দ্বারা মধ্যমপন্থার কথা বলেছেন। এর অর্থ এ নয় যে, এর চাইতে কম বেশি করা যাবে না।

ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর অতিরিক্ত হলে কঠিন হয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিম্নমানের পূর্ণতা। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭৩২)

অন্য হাদীসে রয়েছে, যখন তোমরা রোগীকে দেখতে যাবে তখন তাকে বেঁচে থাকায় খুশি রাখ। অর্থাৎ এরূপ বল যে, এখনো তুমি অনেক দিন বেঁচে থাকবে, রোগ খুব কঠিন নয় ভালো হয়ে যাবে ইন্‌শা-আল্ল-হ। এরূপ বলাতে তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না কিন্তু রোগীর এমন খুশি হয়। রোগীর এ খুশি থাকলে সুস্থ হয়ে যাওয়ার আশা করা যায়। (মিশকাতুল মাসাবীহ- বোম্বায় ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

٤٦٨٢ -[٦] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهٗ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُهٗ عُرْيَانًا قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ فَاعْتَنَقَهٗ وَقَبَّلَهٗ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৬৮২-[৬] ‘আয়িশাহ্ ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়দ ইবনু হারিসাহ্ মাদীনায় আগমন করলেন। এ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে ছিলেন। যায়দ ইবনু হারিসাহ্ ؓ এসে ঘরের দরজায় আওয়াজ করলেন, তখনই রসূলুল্লাহ ﷺ খালি গায়ে চাদর টানতে টানতে তাঁর কাছে গেলেন। (‘আয়িশাহ্ ؓ বলেন :) আল্লাহর ক্বসম! আমি তাঁকে এর পূর্বে বা পরে কখনো খালি গায়ে দেখিনি। রসূল ﷺ তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে চুম্বন করলেন। (তিরমিযী)[৬০১]

ব্যাখ্যা : মিরক্বাতুল মাফাতীহে বলা হয়েছে, এর দ্বারা ‘আয়িশাহ্ ؓ এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাভী থেকে চাদর পড়ে যাওয়ায় নাভীর উপরের দিক অনাবৃত ছিল। যদি প্রশ্ন করা হয় কিভাবে ‘আয়িশাহ্ ؓ ক্বস্‌ম খেয়ে বললেন যে, আমি এর পূর্বে ও পরে কখনো বিবস্ত্র দেখিনি? অথচ তিনি (ﷺ) দীর্ঘদিন তার সাথে এক চাদরে মিলিত হয়েছেন এবং সাহচর্যে থেকেছেন তবে এর উত্তরে বলা যায় যে, হয়ত বা তিনি এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, তিনি (ﷺ) আর কোন লোকের সাথে এভাবে অনাবৃত

---

[৬০০] য‘ঈফ : তিরমিযী ২৭৩১, য‘ঈফাহ্ ১২৮৮, য‘ঈফ আল জামি‘উস্ সগীর ৫২৯৭, আহমাদ ২২২৯০, শু‘আবুল ঈমান ৯২০৪।
হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আলী ইবনু ইয়াযীদ" একজন য‘ঈফ রাবী। দেখুন- সিলসিলাতুয্ য‘ঈফাহ ১২৮৮।

[৬০১] য‘ঈফ : তিরমিযী ২৭৩২।
হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব" নামের বর্ণনাকারী একজন প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী। যে "আন" দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন। দেখুন- রিয়াযুস্ সলিহীন হাঃ ৮৯৬।

Scanned by CamScanner

হয়ে মুখোমুখি হননি এবং কোলাকুলি করেননি। আসলে তিনি অবস্থার চাহিদা মোতাবেক কথাকে সংক্ষেপ করেছেন। হাদীসে সফর থেকে আগমনকারী ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা সঠিকভাবে প্রমাণিত।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭৩২)

٤٦٨٣ -[٧] وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلٰى سَرِيرٍ فَالْتَزَمَنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৬৮৩-[৭] আইয়ূব ইবনু বুশায়র (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি ‘আনাযাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন আমি একদিন আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা যখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে, তখন কি তিনি তোমাদের সাথে করমর্দন করতেন? আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : আমি যখনই তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছি, তখনই তিনি আমার সাথে করমর্দন করেছেন। একদিন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ডেকে পাঠালেন, তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না। যখনই বাড়িতে এলাম, আমাকে সংবাদ দেয়া হলো। আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি একটি খাটের উপর বসা ছিলেন। তিনি আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন। আর এ আলিঙ্গন ছিল অতি উত্তম, অতি উত্তম। (আবূ দাউদ)[৬০২]

ব্যাখ্যা : (عَلٰى سَرِيرٍ) ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কখনো খাট سرير বলতে রাজত্ব ও নি‘আমাতকে বুঝানো হয়। এখানে سرير বা খাট বলতে নুবুওয়াতের রাজত্ব ও এর নি‘আমাত উদ্দেশ্য। কেউ বলেন, এ খাট ছিল খেজুর কাঠের যা মাদীনাবাসী এবং মিসরের লোকেরা ঘুমানোর জন্য এবং পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তৈরি করে থাকে। (فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ) অর্থাৎ এ আলিঙ্গন ছিল মুসাফাহার চাইতে মনোতৃপ্তি এবং হাতের জন্য অধিক আরামদায়ক। (‘আওনুল মা‘বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫২০৫)

ফিতনার ভয় না থাকলে সফর ছাড়াও কোলাকুলি বৈধতার জন্য কেউ এ হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে এর উত্তরে বলা যায় যে, আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সফর থেকে এসেছিলেন, তার স্পষ্ট প্রমাণ হলো যে, তিনি বলেছেন «لم اكن في اهلي» অর্থাৎ আমি আমার পরিবারের নিকট ছিলাম না।

(মিশকাতুল মাসাবীহ- বোম্বায় ছাপা, ৪থ খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা)

٤٦٨٤ -[٨] وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ جِئْتُهُ: «مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৬৮৪-[৮] ‘ইকরিমাহ্ ইবনু আবূ জাহল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হই, তিনি আমাকে দেখেই বললেন : হিজরতকারী আরোহীর প্রতি মুবারকবাদ। (তিরমিযী)[৬০৩]

---

[৬০২] য‘ঈফ : আবূ দাউদ ৫২১৪, য‘ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৬৩০, আহমাদ ২১৪৭৬, ‘বায়হাক্বী’র কুবরা ১৩৯৫৬, শু‘আবুল ঈমান ৮৯৫৯।
হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে “আনাযাহ্” গোত্রের একজন অপরিচিত লোক আছে যার পরিচয় জানা যায় না। তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৪৩৪ পৃঃ।

[৬০৩] য‘ঈফ : তিরমিযী ২৭৩৫, আল মুসতাদরাক ৫০৫৯, ‘ত্ববারানী’র আল মু‘জামুল কাবীর ১৪৪২৮, শু‘আবুল ঈমান ৮৮৮৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : ‘আসকারী বর্ণনা করেন সায়ফ ইবনু যীইয়াযান সর্বপ্রথম (مَرْحَبًا) শব্দটি ব্যবহার করেন। এ হাদীসে আগমনকারী ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার দলীল রয়েছে। রসূলের নিকট থেকে এরূপ ঘটনার নযীর বারবার হয়েছে। (بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ) এখানে মুহাজির বলতে আল্লাহ ও তার রসূলের পথে হিজরতকারী অথবা দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামের দিকে হিজরত করা বুঝানো হয়েছে। এখানে আরেকটি বিষয় জানা গেল যে, নাবী ﷺ-এর বাণী «لا هجرة بعد الفتح» মাক্কাহ্ বিজয়ের পর থেকে কোন হিজরত নেই, কারণ এটা এখন দারুল ইসলাম। এর বিধান মাক্কাহ্ বিজয়ের পূর্বের হিজরতের বিধানের বিপরীত। কারণ তখন হিজরত ওয়াজিব, বরং শর্ত ছিল। আর দারুল কুফ্‌র থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করার আবশ্যকতা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত থাকবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭৩৫)

٤٦٨٥-[٩] وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مُزَاحٌ - بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ فَقَالَ: أَصْبِرْنِي. قَالَ: «أَصْطَبِرْ». قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَمِيصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৬৮৫-[৯] উসায়দ ইবনু হুযায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নামক আনসার গোত্রীয় ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদিন তিনি নিজের সম্প্রদায়ের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন এবং এর মধ্যে হাসি-তামাশা হচ্ছিল। তিনি নিজের কথাবার্তায় জনতাকে হাসাচ্ছিলেন। এমন সময় নাবী ﷺ একটি লাকড়ি দ্বারা তাঁর পাঁজরে খোঁচা দিলেন। তখন উসায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : আপনি আমাকে খোঁচা দিয়েছেন, এখন আমাকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ দিন। তিনি (ﷺ) বললেন : প্রতিশোধ গ্রহণ করো। উসায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : আপনার শরীর জামা দ্বারা আবৃত, অথচ আমার গায়ে জামা ছিল না। তখন নাবী ﷺ নিজের জামা তুলে ধরলেন। তখন উসায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল ﷺ-কে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর পাঁজরে চুমু দিতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন : হে আল্লাহর রসূল! এটাই আমি চেয়েছিলাম। (আবূ দাঊদ)[৬০৪]

ব্যাখ্যা : رجل মাসাবীহ গ্রন্থে رجل যের যোগে বলা হয়েছে। তখন এর অর্থ হলো রসিক ব্যক্তি ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী ব্যক্তি হচ্ছে একজনই সেটা হলো বর্ণনাকারী উসায়দ ইবনু হুযায়র। আর "جامع الاصول" গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মাতান ভিন্নভাবে এসেছে। যেমন, «عن ابن حضير قال ان رجلا من الانصار كان فيه مزاح فبينما هو يحدث القوم لضحكهم» এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, রসিক ব্যক্তি অন্যজন ছিল। তার ঘটনা উসায়দ বর্ণনা করেছে এভাবে যে, সে রসিক লোক ছিল এবং মানুষকে হাসাত। নাবী ﷺ-ও তার সাথে রসিকতা করতেন। খত্ত্বাবী নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলেন : নাবী ﷺ এক ব্যক্তিকে গাছের ভাঙ্গা ডাল দ্বারা খোঁচা দিয়ে রসিকতা করেন। তখন সে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আমাকে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দিন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ গায়ের কাপড় উঠালে সে তার কোমরের পাশে কটিদেশে চুম্বন করে। এ থেকে বুঝা গেল, শারী‘আহ্ পরিপন্থী যদি না হয় তাহলে রসিকতা করা বা শোনা যায়।

(‘আওনুল মা‘বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫২১৫; মিশকাতুল মাসাবীহ- বোম্বায় ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা)

হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "মূসা ইবনু মাস্‘ঊদ" নামের বর্ণনাকারী য‘ঈফ। দেখুন- তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৮/৫ পৃঃ।

[৬০৪] সহীহ : আবূ দাঊদ ৫২২৪, ‘ত্ববারানী’র আল মু‘জামুল কাবীর ৫৫৪, ‘বায়হাক্বী’র কুবরা ১৩৯৭০।

Scanned by CamScanner

٤٦٨٦ -[١٠] وَعَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ» مُرْسَلًا وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ «الْمَصَابِيحِ» وَفِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ» عَنِ الْبَيَاضِيِّ مُتَّصِلًا

৪৬৮৬-[১০] শা'বী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ যখন জা'ফার ইবনু আবূ ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর দু' চোখের মধ্যখানে (কপালে) চুম্বন করলেন। (আবূ দাউদ)

আর ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর "شُعَبُ الْإِيْمَانِ" গ্রন্থে হাদীসটি مُرْسَلْ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর "مَصَابِيْح" গ্রন্থের কোন কোন কপিতে এবং "شَرْحُ السُّنَّةِ" গ্রন্থে ইমাম বায়াযী হতে مُتَّصِلْ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।)[৬০৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস এবং পরের হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সফর থেকে ফেরার সময় কোলাকুলি করা বৈধ। 'আলিমগণ এসব হাদীসকে সামনে রেখে জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিদের হাতে চুম্বন করাকে সঠিক বলেছেন। কিন্তু "در المختار" গ্রন্থে সাক্ষাতের সময় স্বীয় সাথীদের হাত চুম্বন করাকে সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ বলেছেন। অনুরূপভাবে 'আলিম বা নেতাদের সামনে ভূমি চুম্বন করাকে হারাম আখ্যা দিয়েছেন। যে এরূপ করবে এবং এতে সন্তুষ্ট হবে উভয়ে পাপী হবে। এটা তো মূর্তিপূজা সদৃশ। আর যদি 'ইবাদাত বা সম্মানের উদ্দেশে করে তাহলে সে কাফির হবে। কিন্তু অভিবাদনের উদ্দেশে করলে সে কাফির হবে না তবে কাবীরাহ্ গুনাহ হবে।

"ملتقط" গ্রন্থে বলা হয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশে নত হওয়া হারাম। "مبانية" গ্রন্থে রয়েছে, যখন কোন সম্মানী ব্যক্তি আসবে তখন তার সম্মানের উদ্দেশে দাঁড়ানো জায়িয বরং মানদূব।

(মিশকাতুল মাসাবীহ- বোম্বায় ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা)

٤٦٨٧ -[١١] وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ فِيْ قِصَّةِ رُجُوعِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَتَلَقَّانِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاعْتَنَقَنِيْ ثُمَّ قَالَ: "مَا أَدْرِيْ: أَنَا بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَفْرَحُ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ؟". وَوَافَقَ ذٰلِكَ فَتْحَ خَيْبَرَ. رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ".

৪৬৮৭-[১১] জা'ফার ইবনু আবূ ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাবাশাহ্ হতে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, আমরা হাবাশাহ্ হতে রওয়ানা করে মাদীনায় এসে পৌঁছলাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন : আমি বলতে পারছি না খায়বার বিজয় আমার কাছে বেশি আনন্দের, না জা'ফার-এর ফিরে আসাটা বেশি আনন্দের! জা'ফার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঘটনাক্রমে সেদিনই এসেছিলেন, যেদিন খায়বার বিজয় হয়েছিল। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৬০৬]

---

[৬০৫] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৫২২০, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৭২৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৩২৭।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আজলাহ্" নামক বর্ণনাকারী, যিনি য'ঈফ। তাহযীবুল কামাল, রাবী নং ২৭৮৯।

[৬০৬] য'ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৩২৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৪৬০

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (قَالَ: "مَا أَدْرِي: أَنَا بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَفْرَحُ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ؟") এর অর্থ হলো, আমার খুশির কারণ একাধিক। সুতরাং আমি বুঝতে পারছি না, এ দিকে লক্ষ্য করব না ঐ দিকে লক্ষ্য করব। কারণ প্রত্যেকটিই খুশির জন্য স্বনির্ভর কারণ ছিল। খুশির কারণগুলো একটির সাথে আরেকটি যুক্ত হয় না। তৃীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা আসলে পূর্ণতার সাথে অপূর্ণতাকে মিলিত করার উপযুক্ত সাদৃশ্যদানের একটি রীতিমাত্র। সে কারণে তিনি (ﷺ) খায়বার বিজয়ের তুলনায় জা'ফার-এর আগমনকে অপূর্ণরূপে প্রকাশ করেছেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٦٨٨ -[١٢] وَعَنْ زَارِعٍ وَكَانَ فِيْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلَهٗ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৬৮৮-[১২] যারি' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। যিনি 'আবদুল ক্বায়স প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমরা মাদীনায় আগমন করলাম তখন আমরা তাড়াহুড়া করে সওয়ারী হতে অবতরণ করলাম এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ও পা চুম্বন করলাম। (আবূ দাউদ)[৬০৭]

ব্যাখ্যা : হাফিয আবূ বাক্‌র ইস্পাহানী মাক্বরী (রহিমাহুল্লাহ) হাতে চুম্বন করা জায়িযের ব্যাপারে একটি খণ্ড রচনা করেন। সেখানে তিনি ইবনু 'উমার, ইবনু 'আব্বাস, জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ, বুরয়দাহ্ ইবনু হাসিব, সফওয়ান ইবনু 'আসসাল, বুরয়দাহ্ আল 'আবদী, যারি' ইবনু 'আমির 'আবদী প্রমুখদের হাদীস উলেখ করেন। তিনি সেখানে আরো সহাবী ও তাবি'ঈদের সহীহ আসার তুলে ধরেছেন।

কেউ কেউ বলেন, মালিক (রহিমাহুল্লাহ) উপরোক্ত মতকে এবং এ বিষয়ের হাদীস মানেননি। তবে অন্যরা এটাকে জায়িয বলেছেন।

আবহুরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মূলত ইমাম মালিক তাকে অপছন্দ করেছেন যখন চুম্বন অহংকারবশতঃ ও সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হয়। অতএব যখন তা গোপনাঙ্গ ব্যতীত কারো হাত, মুখমণ্ডল বা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ চুম্বন করা, তার 'ইল্‌ম, দীন, মর্যাদার কারণে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য হয়ে থাকে তখন জায়িয। আল্লাহর রসূলের হাতে চুম্বন করা আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের সহায়ক। আর যা কোন পার্থিব উদ্দেশে অথবা কোন নেতার উদ্দেশে বা অনুরূপ কোন অহংকারবশতঃ হয়ে থাকে তবে তা নাজায়িয।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫২১৪)

٤٦٨٩ -[١٣] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا. وَفِيْ رِوَايَةٍ حَدِيثًا وَكَلَامًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فَاطِمَةَ كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِيْ مَجْلِسِهٖ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهٖ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِيْ مَجْلِسِهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "মুজালিদ ইবনু সা'ঈদ" নামের বর্ণনাকারী শক্তিশালী নয়। অন্য একটি বর্ণনায় শা'বী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে দু'জন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী "মুজালিদ ইবনু সা'ঈদ"-এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। দেখুন- আর্ রওযুন্ নাযীর ৯৩৪, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪৩৩১ পৃঃ।

[৬০৭] হাসান সহীহ : আবূ দাউদ ৫২২৫, আল আদাবুল মুফরাদ ৯৭৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৯৭১, শু'আবুল ঈমান ৮৯৬৬, ইবনু মাজাহ ৪১৮৮।

Scanned by CamScanner

৪৬৮৯-[১৩] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্র ও কাঠামো-অবয়বে; (অপর এক রিওয়ায়াতে আছে) আলাপ-আলোচনায় ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা ছাড়া অন্য কাউকে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সদৃশ পাইনি। ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসতেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে যেতেন এবং ফাত্বিমার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চুম্বন করতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। অনুরূপভাবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে যেতেন, ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা উঠে দাঁড়াতেন, তাঁর হাত ধরতেন, হাতে চুম্বন করতেন এবং নিজের বসার স্থানে তাঁকে বসাতেন। (আবূ দাউদ)[৬০৮]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) অন্যের উদ্দেশে বিতর্কিত দাঁড়ানোর বৈধতার জন্য এ হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এর উত্তরে ইবনুল হাজ্জ বলেন : নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাত্বিমার সম্মানার্থে তাকে স্বীয় স্থানে বসানোর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। এটা সেই বিতর্কিত ক্বিয়াম ছিল না। অবশ্য যতটুকু জানা যায় সেটা হলো তাদের বাড়ী সংকীর্ণ হওয়ায় এবং পর্যাপ্ত বিছানা না থাকার কারণে তাকে বসাতে গিয়ে দাঁড়ানো এবং এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার ছিল।

অন্যের উদ্দেশে দাঁড়ানোর অপর হাদীস হলো সা'দ ইবনু মু'আয-এর হাদীস যা সম্মানের উদ্দেশে ছিল না। বরং তা তাকে গাধার পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করার জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহাবীদেরকে দাঁড়াতে বলেছিলেন।

আর এর প্রমাণ হলো মুসনাদে আহমাদে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস তথা «قُومُوا إِلٰى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ» তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়িয়ে তাকে নামিয়ে দাও।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫২০৮)

٤٦٩٠ - [١٤] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَهَا حُمّٰى فَأَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟ وَقَبَّلَ خَدَّهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৬৯০-[১৪] বারা' রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন (কোন যুদ্ধ হতে) প্রথম মাদীনায় আসেন, তখন আমি তাঁর সাথে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। আমি দেখলাম, তাঁর কন্যা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা শুয়ে আছেন। তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : হে বৎস! তুমি কেমন আছ? এবং তাঁর গালে চুম্বন করলেন। (আবূ দাউদ)[৬০৯]

ব্যাখ্যা : ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অনুগ্রহ, ভালোবাসা, অথবা সুন্নাত রক্ষার লক্ষ্যে তিনি তাকে গালে চুম্বন করেছেন। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫২১৩)

٤٦٩١ - [١٥] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ وَإِنَّهُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللّٰهِ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»

---

[৬০৮] সহীহ : আবূ দাউদ ৫২১৭, তিরমিযী ৪১৪৩, আল আদাবুল মুফরাদ ৯৭১, আল মুসতাদরাক ৪৭৫৩, শু'আবুল ঈমান ৮৯২৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৫৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৯৬২।

[৬০৯] সহীহ : আবূ দাউদ ৫২২২, বুখারী ৩৯১৮, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৮৮১৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৯৬৬।

Scanned by CamScanner

৪৬৯১-[১৫] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ)-এর কাছে একটি শিশুকে আনা হলো, তিনি তাকে চুম্বন করে বললেন : এরাই কার্পণ্যের হেতু, ভীরুতার কারণ। আর এরাই আল্লাহর সুগন্ধিতুল্য একটি অন্যতম নি'আমাত। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৬১০]

ব্যাখ্যা : সন্তান-সন্ততি কৃপণতা ও ভীরুতার কারণ। কেননা তারা পিতা-মাতাকে কৃপণ বানিয়ে দেয়। ফলে তারা তাদের জন্য ধন-সম্পদে কৃপণ হয়ে পড়ে। ফলে সে কিছু দেয় না। ভীরুতার কারণ, তারা এজন্যে যুদ্ধে যেতে ভয় পায় যে, যুদ্ধে সে মারা গেলে তার সন্তানরা মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে। এ হাদীস থেকে সন্তানের প্রতি পিতামাতার পূর্ণ ভালোবাসা ও অত্যধিক হৃদ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি অধিকাংশ মানুষ ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে তাদের জন্য উপকারী একনিষ্ঠ শারী'আতের নির্দেশিত বিষয়সমূহ ও সন্তোষজনক প্রশংসনীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ডের উপরে সন্তানদের প্রতি ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

(لَمِنْ رَيْحَانِ اللهِ) অর্থাৎ আল্লাহর রিয্‌ক্ব। কারণ রিয্‌ক্বের মাধ্যমে তার উন্নতি ঘটে। অথবা رَيحان দ্বারা এমন কিছু হতে পারে যার ঘ্রাণ নেয়া হয়। কারণ ঘ্রাণ নেয়া হয় এমন বস্তুকে رَيحان বলা হয়। তখন এর অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এর দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং তাদেরকে দান করেছেন। কারণ তাদের ঘ্রাণ নেয়া হয় এবং চুম্বন করা হয়। সুতরাং যেন তারা আল্লাহ সৃষ্ট ঘ্রাণ সমষ্টির অংশ। ভাষ্যকার বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রিয্‌ক্ব অথবা সুঘ্রাণ। এর দ্বারা আল্লাহ মানুষের অন্তরকে আনন্দিত করেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٦٩٢ -[١٦] عَنْ يَعْلَى قَالَ: إِنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اسْتَبَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ: «إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৪৬৯২-[১৬] ইয়া'লা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হাসান ও হুসায়ন (রাঃ) দৌড়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলেন। আর তিনি দু'জনকেই নিজের সাথে জড়িয়ে ধরে বললেন : "সন্তানই কৃপণতা ও ভীরুতার কারণ"। (আহমাদ)[৬১১]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বাক্যের বাচনভঙ্গি মোতাবেক এখানে مَبْخَلَةٌ ও مَبْخَلَةٌ উল্লেখ করার অর্থ হলো ভালোবাসা যা প্রশংসনীয়। কিন্তু এর পূর্বের হাদীসের বাচনভঙ্গি ছিল এর বিপরীত। 'ইবাদাত বন্দেগীর ক্ষেত্রে যাদের নিকটে আল্লাহর ভালোবাসার উর্ধ্বে পূর্ণতা নেই তাদের জন্য এ দু'টো এখানে উল্লেখ করাতে পূর্ণ স্বভাবজাত ভালোবাসা ও স্বাভাবিক আন্তরিকতা স্পষ্ট বুঝা যায়।

কেননা আল্লাহ হলেন আসল প্রিয়জন। তিনি ব্যতীত অন্যগুলো বাড়তি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬১০] য'ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ্ লিল বাগাবী ৩৪৪৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "ইবনু লাহী'আহ্" নামের বর্ণনাকারী সায়্যিউল হিফ্য বা খারাপ স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

[৬১১] হাসান সহীহ : আহমাদ ১৭৫৬২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৭৭১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩৮৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৫২৩, মুসনাদ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৮০৬, সহীহুল জামি' ১৯৮৯।

Scanned by CamScanner

٤٦٩٣ -[١٧] وَعَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ» رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا

৪৬৯৩-[১৭] 'আত্বা আল খুরাসানী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা পরস্পর করমর্দন করো, এতে অন্তরের হিংসা ও বিদ্বেষ অন্তর্হিত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে উপঢৌকন বিনিময় করো, এতে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায় এবং শক্রুতা দূরীভূত হয়।

[ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন][৬১২]

ব্যাখ্যা : (الشَّحْنَاءُ) شين বর্ণে 'যবর' যোগে। এর অর্থ অন্তরভর্তি শক্রুতা। তিরমিযীতে রয়েছে, তোমরা পরস্পরে হাদিয়্যাহ্ (উপঢৌকন) আদান-প্রদান কর। তাহলে অন্তরের বিদ্বেষ দূরীভূত হবে। কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীর বকরীর খুর প্রদান করাকে তুচ্ছজ্ঞান না করে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তোমরা পরস্পরের খাদ্য হাদিয়্যাহ্ লেন-দেন করো। কারণ এতে তোমাদের রিয্‌ক্ব প্রশস্ত হয়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٦٩٤ -[١٨] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ إِلَّا سَقَطَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৪৬৯৪-[১৮] বারা' ইবনু 'আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের পূর্বে চার রাক্‌'আত সলাত আদায় করল, সে যেন এ চার রাক্‌'আত ক্বদ্‌রের রাতে আদায় করল। আর দু'জন মুসলিম যখন করমর্দন করে, তখন তাদের মধ্যে কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না, মাফ করে দেয়া হয়। (বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ইমানে" বর্ণনা করেছেন)[৬১৩]

ব্যাখ্যা : এখানে গুনাহ বলতে সাধারণ গুনাহ উদ্দেশ্য। কিন্তু ত্বীবী বলেন : এখানে গুনাহ থেকে উদ্দেশ্য হলো বিদ্বেষ ও শক্রুতা যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ- বোম্বায় ছাপা, ৪র্থ খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠা)

---

[৬১২] য'ঈফ : মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৬৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো, এর সানাদে "আত্বা" নামের এক বর্ণনাকারী আছে। হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সে বিশ্বস্ত, তবে অনেক ভুল করত, মুরসাল করত এবং তাদলীস করত (মুদাল্লিস)। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৩৩৪ পৃঃ, ইরওয়াউল গালীল ৬/৪৪, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৭৬৬, য'ঈফুল জামি' ৬১৮৭।

[৬১৩] হাসান লিগয়রিহী : শু'আবুল ঈমান ৮৯৫৫।
হাদীসটি সম্পর্কে আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি হাদীসটির সানাদ সম্পর্কে অবহিত হতে পারিনি, তবে বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে হাদীসটি জাল। হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৩৩৪। আমরা হাদীসটির তাহক্বীক্ব পেয়েছি "জাওয়ামি'উল কালিম" নামক সফ্‌টওয়্যার থেকে।

Scanned by CamScanner

(٤) بَابُ الْقِيَامِ

অধ্যায়-৪ : দণ্ডায়মান হওয়া

اَلْقِيَام এর পরিচিতি : اَلْقِيَام শব্দটি বাবে نَصَرَ এর মাসদার শাব্দিক অর্থ : দণ্ডায়মান হওয়া, দাঁড়ানো।

পারিভাষিক অর্থ : কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো তথা ঐ সম্মানিত ব্যক্তি যতক্ষণ বসে থাকবে, ততক্ষণ ঐ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকাকে ক্বিয়াম বলা হয়।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٦٩٥ -[١] عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلٰى حُكْمِ سَعْدٍ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِلْأَنْصَارِ: «قُومُوا إِلٰى سَيِّدِكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَمَضَى الْحَدِيثُ بِطُولِهٖ فِيْ «بَابِ حِكَمِ الْإِسْرَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬৯৫-[১] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানূ কুরায়যাহ্ সম্প্রদায় যখন সা'দ (রাঃ)-এর ঘোষিত রায় মেনে নেয়ার শর্তে দুর্গ হতে অবতরণ করল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সা'দকে ডেকে পাঠালেন। তিনি নাবী (সাঃ)-এর নিকটবর্তী ছিলেন। সা'দ যখন গাধার পিঠে আরোহণ করে মাসজিদে নাববীর নিকটবর্তী হলেন, তখন নাবী (সাঃ) আনসারগণকে বললেন : তোমরা তোমাদের নেতার সাহায্যের জন্য দাঁড়িয়ে যাও। (বুখারী ও মুসলিম)[৬১৪]

এ হাদীসের বিস্তারিত বর্ণনা «بَابِ حِكَمِ الْإِسْرَاءِ»- "মি'রাজের ঘটনাবলী অধ্যায়ে" হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (عَلٰى حُكْمِ سَعْدٍ) যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো এই যে, মাদীনার ইয়াহূদী গোত্র বানূ "কুরায়যার সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। শর্ত ছিল তারা মুসলিমদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করবে না। অথচ ৫ম হিজরীতে সংঘটিত খন্দাক যুদ্ধে প্রায় প্রকাশ্যেই তারা মাক্কার কাফিরদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করে, ফলে যুদ্ধের পর মহানাবী (সাঃ) স্ব-সৈন্যে বানূ কুরায়যাকে অবরোধ করেন। উপায়ন্তর না দেখে বানূ কুরায়যার লোকেরা আবূ লুবাবাকে ডাকল। আবূ

---

[৬১৪] **সহীহ :** বুখারী ৪১২১, মুসলিম ৬৪-(১৭৬৮), আবূ দাউদ ৫২১৫, 'নাসায়ী'র কুবরা ৮২২২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৬৪৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫১৮৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/১৭১, শু'আবুল ঈমান ৮৯২৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭০২৮, আহমাদ ১১১৬৮, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৩৮৩০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬৭, সহীহুল জামি' ৪৪২৭।

Scanned by CamScanner

লুবাবাহ্ তাদের শাস্তি স্বরূপ হত্যার ইঙ্গিত দিলেন। পরিশেষে তারা তাদের গোত্রীয় মুসলিম সহাবী সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফায়সালা মেনে নিতে রাজি হয়।

ফলে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু নারী ও শিশুকে ব্যতীত সকলকে হত্যার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সা'দ তাঁর রবের ইচ্ছামত নির্দেশ প্রদান করেছে।

(فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ) দ্বারা উদ্দেশ্য : বলা হয় মাসজিদ দ্বারা বুঝানো হয়েছে ঐ স্থানকে রসূল ﷺ বানূ কুরায়যার অবস্থানকালে যে স্থানটিকে সলাত আদায় করার জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। পরবর্তীতে মানুষেরা সেখানে একটি মাসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এটা দ্বারা মাদীনার মাসজিদে নাবাবী উদ্দেশ্য নয়।

কিন্তু ইবনু ইসহাক্ব (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এটা দ্বারা উদ্দেশ্য মাসজিদে মাদীনাহ্। রসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বানূ কুরায়যায় নিকট পাঠিয়ে ছিলেন তাদের বিচার-ফায়সালা করার জন্য। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য মাসজিদে নাবাবীতে তাবু তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে একজন মহিলা তাঁর আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের সেবা করতেন।

«فلما خرج إلى بني قريظة» এটা দ্বারা উদ্দেশ্য নিশ্চয় সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু মাসজিদে মাদীনায় ছিলেন।
(ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১২১)

ক্বিয়ামের প্রকারভেদ ও হুকুমসমূহ :

* কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো। যেমন : পিতামাতা, নেতৃস্থানীয় লোকেদের সম্মানার্থে দাঁড়ানো– এটা জায়িয।

* শুভেচ্ছা জ্ঞাপন বা অভ্যর্থনা জ্ঞাপনার্থে দাঁড়ানো জায়িয।

* কাউকে সহযোগিতা করার জন্য দাঁড়ানো– এটা জায়িয ও পুণ্যের কাজ।

* অহংকারী ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো– এটা হারাম।

* ক্ববর যিয়ারতের জন্য দাঁড়ানো– এটা জায়িয।

* মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দাঁড়ানো– এটা বিদ্‘আত।

(قُومُوا إِلٰى سَيِّدِكُم) বলা হয় : কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো, এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় দাঁড়ানো অপছন্দনীয় নয়। কারো জন্য দাঁড়ানো মুস্তাহাব।

বলা হয় : তোমাদের নেতাকে গাধা হতে নামানোর জন্য দাঁড়াও। কেননা যখন খন্দাক যুদ্ধে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর হাতের রগ কাটা গিয়েছিল। তাই তার গাধা থেকে নামার জন্য যেন কষ্ট না হয় সে জন্য নাবী ﷺ বলেছিলেন তোমরা নেতার জন্য দাঁড়াও।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য দাঁড়ানো মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে নিষেধ সম্পর্কে স্পষ্ট হাদীস নেই। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْقِيَام শব্দের صلة যখন إلى আসে তখন সাহায্য-সহযোগিতা অর্থ হয়।

٤٦٩٦ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Scanned by CamScanner

৪৬৯৬-[২] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : কেউ কোন ব্যক্তিকে তার বসার স্থান হতে উঠিয়ে অতঃপর নিজেই সে স্থানে বসে পড়ে, এরূপ করবে না; বরং তোমরা স্থানটিকে প্রশস্ত করে নেবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৬১৫]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বসার আদব শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। ইবনু বাত্তলসহ আরো অনেকে বলেছেন, এটা নাবী (ﷺ)-এর মাজলিসের জন্য নির্দিষ্ট। জামহূর 'উলামা বলেছেন : আলোচ্য বাক্যে "مجلس" দ্বারা সবার জন্য উন্মুক্ত বসার স্থানকে বুঝানো হয়েছে। যেমন মাসজিদ আলোচনা সভা পাঠকক্ষ। সুতরাং জুমু'আর দিন হলেও সলাত কিংবা অন্য অবস্থায় বসা থাকলেও তাকে উঠে নিজে বসা নাজায়িয। কেউ নিজের ইচ্ছায় উঠে পড়লে জায়িয হবে। তবে বিশেষ কোন ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকলে সেখানে বসবে না। যদি কেউ সে স্থানে বসে তাহলে তাকে উঠিয়ে দেয়া বৈধ হবে। মানুষদেরকে বসার সুযোগ করে দেয়ার মর্মে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন : "হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদের বলা হয়, মাজলিসের স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন। যখন বলা হয় উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো"– (সূরাহ্ আল মুজা-দালাহ্ ৫৮ : ১১)।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭৪৯; ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬২৬৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٦٩٧ -[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৬৯৭-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যদি কেউ নিজের স্থান হতে উঠে অন্যত্র চলে যায়, অতঃপর পুনরায় ফিরে আসে, তবে সে-ই ঐ স্থানের অগ্রাধিকারী। (মুসলিম)[৬১৬]

ব্যাখ্যা : কোন স্থানে বসার পর সে স্থান হতে উঠলে পুনরায় সে স্থানে বসার বিধান : ইবনু মালিক বলেন, যে ব্যক্তি বসার স্থান ত্যাগ করে উযূ, থুথু ফেলা বা অন্য কোন সাধারণ প্রয়োজনে উঠে বাইরে যায় এবং পুনরায় ফিরে আসার ইচ্ছা রাখে, এমতাবস্থায় সে যদি সেখানে কিছু রেখে যায় অথবা না রেখে যায় সেই স্থানে বসতে পারবে এবং সে ব্যক্তি তার পূর্বের স্থানে বসার অধিক হাক্বদার। তার স্থানে কোন লোকের বসা উচিত নয়। কেউ বসলে পূর্বের ব্যক্তি ফিরে আসলে তার জন্য আসন ছেড়ে দিতে হবে। ছেড়ে দেয়ার বিধান হলো মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

কেউ কেউ বলেছেন, যদি সে বসার স্থানে কোন কিছু না রেখে যায় তাহলে তার পূর্বের বসার হুকুম বাতিল হয়ে যায়। তবে দারস প্রদান, শিক্ষক বা উচ্চমর্যাদা বা কোন ব্যক্তি যদি তার স্থান হতে উঠে যায়। তিনি ফিরে আসলে তাকে তার স্থান ফেরত দিতে হবে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭৫১; শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২১৭৯)

---

[৬১৫] **সহীহ :** বুখারী ৬২৬৯, মুসলিম ২৭-(২১৭৭), আস্ সুনানুস্ সুগরা ২২৯১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১০৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৭১০, আহমাদ ৪৬৫৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২২৮, সহীহুল জামি' ৭৭৭০।

[৬১৬] **সহীহ :** মুসলিম ৩১-(২১৭৯), আল আদাবুল মুফরাদ ১১৩৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২১৮৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৭৮১৫, সুনানুদ্ দারিমী ২৬৫৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৮, মুসনাদে আহমাদ ৭৫৬৮, মুসনাদুশ্ শাফিঈ ২৯৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৭৯২, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১৮১৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৭২, সহীহুল জামি' ৭২২, আবূ দাউদ ৪৮৫৩।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٦٩٨ -[٤] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهٖ لِذٰلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৪৬৯৮-[৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহাবায়ে কিরামের নিকট রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। কিন্তু তবুও তাদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আগমন করতে দেখতেন তার সম্মানার্থে তাঁরা দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এটা পছন্দ করেন না। [তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।][৬১৭]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সহাবীগণের নিকট রসূল ﷺ ইহজগতে অধিক, মর্যাদাবান, প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। সহাবীগণ তাদের পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন রসূল ﷺ-কে। তারপরও তারা রসূল ﷺ-এর সম্মানের জন্য দাঁড়াতেন না। কেননা শারী'আতে এটা নিষেধ। দু'টি হাদীসের মাঝে تعارض বা দ্বন্দ্ব হয়েছে। নিম্নে দ্বন্দ্বের বর্ণনা করা হলো : আনাস (রাঃ)-এর হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সহাবায়ি কিরামগণ রসূল ﷺ-এর আগমনে তাঁর প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়াতেন না। পক্ষান্তরে আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, রসূল ﷺ আনসারদেরকে সা'দ (রাঃ)-এর জন্য দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে হাদীসদ্বয়ে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

নিম্নে তার সমাধান প্রদান করা হলো : যদিও হাদীস দু'টিতে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে উভয় হাদীসের মাঝে কোন দ্বন্দ্ব নেই। আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বানূ কুরায়যাকে উদ্দেশ্য করে সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)-এর জন্য যে দাঁড়ানোর আদেশ রসূল ﷺ দিয়েছিলেন তাঁর কারণ ছিল সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) তখন আহত অবস্থায় গাধার পিঠে আরোহিত অবস্থায় পৌঁছেছিলেন তখন তাকে সাহায্য করার জন্য এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়ানোর আদেশ ছিল না, সেজন্য রসূল ﷺ (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكم) বলেছেন। আর আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে সহাবীগণ রসূল ﷺ-কে সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়ানো হতে নিষেধ করেছেন। এর অর্থ হলো সহাবীগণ 'আরবের রেওয়াজ ও নিয়ম অনুযায়ী অবনত মস্তকে অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়ের সাথে মূর্তির মতো দাঁড়াতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাই রসূল ﷺ এ নিয়মে দাঁড়াতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ফলে সহাবীগণ সে নিয়মে দাঁড়ানো বর্জন করেছেন।
(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭৫৪)

٤٦٩٩ -[٥] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّهٗ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

---

[৬১৭] সহীহ : তিরমিযী ২৭৫৪, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৩৪৬ নং হাদীসের আলোচনা দ্রঃ, আল আদাবুল মুফরাদ ৯৪৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩৭৮৪, আহমাদ ১২৩৭০, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৫৮৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫৮।

Scanned by CamScanner

৪৬৯৯-[৫] মু'আবিয়াহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যার মনের অভিলাষ এই যে, মানুষ তার সম্মুখে মূর্তির মতো দণ্ডায়মান থাকুক, সে যেন জাহান্নামকে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নেয়। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৬১৮]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি কারো সেবা করার জন্য দাঁড়ায়, সম্মান করার জন্য নয়। তাহলে তা জায়িয তাতে কোন সমস্যা হবে না। যেমনিভাবে প্রমাণিত হয়েছে সা'দ ইবনু মু'আয -এর হাদীসের মাধ্যমে। হাদীসের মাঝে তার স্থান জাহান্নাম হবে তা ধমকস্বরূপ বলা হয়েছে অহংকারী ব্যক্তিদের জন্য। বলা হয় : সা'দ ইবনু মু'আয হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, গভর্নর, ন্যায়বিচারক, শিক্ষকের জন্য দাঁড়ানো মুস্তাহাব তা মাকরূহ নয়। ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এই দাঁড়ানো হবে ভালো কাজে, সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদান করার জন্য। যেমনিভাবে দাঁড়ানো হয়েছিল সা'দ ইবনু মু'আয এবং কা'ব ইবনু মালিক-এর ক্ষেত্রে। শারহুস্ সুন্নাহ্য় বর্ণিত রয়েছে : আবূ মিজলায বর্ণনা করেন যে, মু'আবিয়াহ্ বের হলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ও 'আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়র বসা ছিল। ইবনু 'আমির দাঁড়ালেন এবং ইবনু জুবায়র বসা ছিল। অতঃপর মু'আবিয়াহ্ বলেন : নিশ্চয় রসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সম্মানার্থে লোকেদেরকে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আনন্দ পায় সে যেন জাহান্নামে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নেয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٠٠-[٦] وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئًا عَلٰى عَصًا فَقُمْنَا فَقَالَ: «لَا تَقُوْمُوْا كَمَا يَقُوْمُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৭০০-[৬] আবূ উমামাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের নিকট আগমন করলেন। আমরা তাঁর সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হলাম। তখন রসূলুল্লাহ বললেন : অনারব লোকেরা একে অপরের সম্মানার্থে যেভাবে দাঁড়ায়, তোমরা সেভাবে দাঁড়াবে না। (আবূ দাউদ)[৬১৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। প্রথমত হাদীসটি দুর্বল। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা কারো জন্য দাঁড়ানো যাবে তা প্রমাণিত হয় না। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : কারো সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়ানো নিষেধ। ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) হাদীস বর্ণনা করেছেন, জাবির বর্ণনা করেন, যখন তারা সলাত আদায় করে তার পিছনে বসেছিল। অতঃপর তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন, কিছুক্ষণ পূর্বে তোমরা তা করেছিলে যা পারস্য ও রোমের লোকেরা করে থাকে তারা দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাদের নেতাগণ বসে থাকে তোমরা এরূপ করো না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬১৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫২২৯, তিরমিযী ২৭৫৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬১৭৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৫৮২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪২০৮, শু'আবুল ঈমান ৮১৬০, আহমাদ ১৬৯১৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭১৭।

[৬১৯] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫২৩০, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৬।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো, এর সানাদে "আবূ মারযূক" নামের বর্ণনাকারী দুর্বল রাবী। দেখুন- সিলসিলাতুয় য'ঈফাহ্ ৩৪৬ নং হাদীসের আলোচনা। য'ঈফুল জামি' ৬২৫২, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৫৮১, মুসনাদে আহমাদ ২২১৮১, শু'আবুল ঈমান ৮৯৩৭, য'ঈফ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৬২২।

Scanned by CamScanner

অনারবরা একে অপরের সম্মানার্থে দাঁড়ায় তোমরা এমনভাবে দাঁড়াবে না। এভাবে সেবাদাসের ভঙ্গিতে দাঁড়ানোকে নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ হলো : ১. প্রচলিত প্রথা দূরীকরণ : সেবাদাসের মতো দাঁড়িয়ে থাকা ইসলামের শিক্ষা বিরোধী। মানুষ কেবল আল্লাহর সামনে মাথা নত করতে পারে আর কোথাও নয়। ২. আত্ম-অহংকারের মূলোৎপাটন : অহংকারের অধিকার একমাত্র আল্লাহর। কিন্তু তৎকালে ক্ষমতাশীল লোকেরা অন্যদের নিকট থেকে সেবাদাসের ভূমিকা আশা করত। তাদের এ অহংকার দূর করার জন্য এ বিধান জারী করা হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না"- (সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ২৩)। [সম্পাদক]

٤٧٠١ - [٧] وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ فِيْ شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهٗ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهٖ فَأَبٰى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهٗ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهٗ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৭০১-[৭] সা'ঈদ ইবনু আবুল হাসান (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্‌রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক মামলায় সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আগমন করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে স্থান দেয়ার জন্য বৈঠক হতে উঠে দাঁড়াল। তিনি তার স্থানে বসতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটা নিষেধ করেছেন। আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির কাপড় দ্বারা হাত মুছতে নিষেধ করেছেন, যাকে সে কাপড় পরিধান করায়নি। (আবূ দাঊদ)[৬২০]

ব্যাখ্যা : হাদীসের অংশ (قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ذَا) দ্বারা উদ্দেশ্য : ذَا শব্দটি ব্যবহার করে যা বুঝতে চেয়েছেন তা কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হতে পারে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

১. ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, কোন ব্যক্তি নিজ বসার স্থান ত্যাগ করার পর অন্য লোককে সেখানে বসাবে। ২. মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : নিজে বসার উদ্দেশে কোন ব্যক্তিকে বসার স্থান হতে উঠিয়ে দেয়া। স্বেচ্ছায় যে কোন ব্যক্তি নিজের স্থান ছেড়ে অন্যকে বসতে দিলে শারী'আত তা জায়িয বলেছে।

অন্যের কাপড়ে হাত মোছার বিধান : ক. ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : যখন হাতে খাদ্য লেগে যাবে তখন বিনা অনুমতিতে অন্যের কাপড় রুমাল, লুঙ্গি কোনটি ব্যবহার করা জায়িয নেই। খ. মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : অপরিচিত বা অন্যের কাপড়ে হাত মোছা নিষেধ। তবে দাস-দাসী, ছেলে বা যাকে কাপড় পরিধান করাচ্ছে তাঁর কাপড়ে হাত মোছা জায়িয। কাপড়ওয়ালা সন্তুষ্ট থাকলে যে কোন ব্যক্তির কাপড়ে হাত মোছা জায়িয। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হা ৪৮১৯)

٤٧٠٢ - [٨] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ جَلَسْنَا حَوْلَهٗ فَأَرَادَ الرُّجُوْعَ نَزَعَ نَعْلَهٗ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُوْنُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذٰلِكَ أَصْحَابُهٗ فَيَثْبُتُوْنَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

---

[৬২০] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৪৮২৭, য'ঈফুল জামি' ৬০২৫, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ২৬৯২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১১১।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো, এর সানাদে "মাওলা 'আলী বুরদাহ্" নামে একজন বর্ণনাকারী আছে। যার উপনাম হলো আবূ 'আবদুল্লাহ সে একজন মাজহূল বা অপরিচিত রাবী। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৩৩৭ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

৪৭০২-[৮] আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বসতেন, আমরাও তাঁর চতুষ্পার্শ্বে বসে যেতাম। তাঁর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি উঠে যেতেন এবং পুনরায় ফিরে আসতে ইচ্ছা করতেন, তখন নিজের জুতা বা পরিধেয় কোন বস্ত্র রেখে যেতেন। এতে তাঁর সহাবীগণ তাঁর প্রত্যাগমনের কথা বুঝতেন এবং নিজ নিজ স্থানে বসে থাকতেন। (আবূ দাউদ)[৬২১]

ব্যাখ্যা : সহাবীগণ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে, ডানে এবং বামে বসতেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, মাজলিসে বসা নিষিদ্ধ।

(قوله فَأَرَادَ الرُّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَهُ) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি হালকা, ছোট কোন প্রয়োজনে মাজলিস ত্যাগ করতেন এবং আবার ফিরে আসার ইচ্ছা করতেন তাহলে মাজলিসে জুতা পাগড়ী বা অন্য কিছু নিজ স্থানে রেখে যেতেন।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : সম্ভবত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খালি পায়ে হেঁটে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে যেতেন। দূরবর্তী কোথাও গেলে খালি পায়ে হেঁটে যেতেন না। জুতা পরে যেতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٠٣ -[٩] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৭০৩-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কোন ব্যক্তির জন্য অপর দু' ব্যক্তির মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করা (মাঝখানে বসে) বৈধ নয়। তবে হ্যাঁ, যদি উভয়ের অনুমতি থাকে, তবে বসতে পারে। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৬২২]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস এবং পরবর্তী হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, দু'জন ব্যক্তির মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করা ও তাদের মাঝে বসা কোন ব্যক্তির জন্য জায়িয নয়। কেননা তাদের মাঝে গভীরতম বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা থাকতে পারে। এমতাবস্থায় ভিন্ন তাহলে তাদের কষ্ট হতে পারে। তবে তারা অনুমতি দিলে বসা জায়িয হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٠٤ -[١٠] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَجْلِسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৭০৪-[১০] 'আম্র ইবনু শু'আয়ব (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দু' ব্যক্তির মাঝখানে বসো না, যতক্ষণ না তাদের অনুমতি লাভ করো। (আবূ দাউদ)[৬২৩]

---

[৬২১] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৮৫৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২১৮৬।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো, এর সানাদে "কা'ব" নামের বর্ণনাকারী মাজহূল বা অপরিচিত। আর তাম্মাম ইবনু নুজায়র নামের বর্ণনাকারী (واه) একেবারেই দুর্বল। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৫৭৬৭, হিদায়াতুর রওয়াত ৪৩৩৭ পৃঃ।

[৬২২] হাসান্ সহীহ : তিরমিযী ২৯১২, আবূ দাউদ ৪৮৪৫, সহীহুল জামি' ৭৬৫৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৭১, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৮৭৫, মুসনাদে আহমাদ ৬৯৯৯।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٧٠٥ - [١١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتّٰى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهٖ

৪৭০৫-[১১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে বসে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। তিনি (ﷺ) যখন দাঁড়াতেন, আমরাও দণ্ডায়মান হতাম। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁকে নিজের কোন স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতে দেখতাম, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দণ্ডায়মান থাকতাম।[৬২৪]

ব্যাখ্যা : (فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : প্রায়ই রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে মাসজিদে বসে আলোচনা করতেন। আলোচনার শেষে তিনি (ﷺ) যখন গৃহে ফেরার উদ্দেশে উঠে দাঁড়াতেন তখন আমরাও উঠে দাঁড়িয়ে থাকতাম। এ জন্য যে, আমাদের কারো প্রতি রসূল ﷺ-এর প্রয়োজন পড়তে পারে। সুতরাং আমরা ও অতি তাড়াতাড়ি যেন তার আদেশ পালন করতে পারি। অথবা তিনি (ﷺ) পুনরায় মাজলিসে ফিরে আসতে পারেন এজন্যই আমরা মাজলিস ত্যাগ করতাম না। রসূল ﷺ-এর আগমনে বা ফিরে যাওয়ার সম্মানের জন্য আমরা তা করতাম না। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٠٦ - [١٢] وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ فَتَزَحْزَحَ لَهٗ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ لِلْمُسْلِمِ لَحَقًّا إِذَا رَآهُ أَخُوهُ أَنْ يَتَزَحْزَحَ لَهٗ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৪৭০৬-[১২] ওয়াসিলাহ্ ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলো। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ একটু সরে আগন্তুকের জন্য জায়গা করে দিলেন। লোকটি বলল : হে আল্লাহর রসূল! বেশ প্রশস্ত জায়গা রয়েছে। নাবী ﷺ বললেন : একজন মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য যে, যখন সে তার কোন মুসলিম ভাইকে আসতে দেখবে, তখন কিছুটা নড়াচড়া করে তার জন্য জায়গা করে দেবে।

[উল্লিখিত হাদীসদ্বয় ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।][৬২৫]

---

[৬২৩] হাসান : আবূ দাউদ ৪৮৪৪, সহীহুল জামি' ৬৮২১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫৫৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৭১।

[৬২৪] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী ৮৯৩০, আবূ দাউদ ৪৭৭৫, নাসায়ী ৪৭৭৬, য'ঈফ সুনানুন্ নাসায়ী ৩২৯।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো, এর সানাদে "মুহাম্মাদ ইবনু হিলাল" নামের এক বর্ণনাকারী আছে, যে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছে। তার পিতার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : আমি তাকে চিনি না। হিলাল নামের বর্ণনাকারী অপরিচিত। দেখুন- 'আওনুল মা'বূদ ১৩/৯৩ পৃঃ।

[৬২৫] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী ৮৯৩৩, য'ঈফুল জামি' ১৯৬৭।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো, এর সানাদে আছে "মুজালিদ ইবনু ফারকুদ" নামের একজন বর্ণনাকারী, তার ব্যাপারে ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর "আল মুগনী" কিতাবে বলেন : আল ফিরয়াবী নামের বর্ণনাকারী তার থেকে অনেক

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভাষ্য (أَنْ يَتَزَحْزَحَ لَهُ) বর্ণটির অর্থ হলো সে যেন তার ভাইয়ের বসার সুবিধার্থে নড়ে চড়ে বসে। অর্থাৎ কোন মাজলিসে কিংবা কোন আলোচনা সভায় জায়গা সংকীর্ণ হলে চেপে বসে অন্যদেরকে বসার সুযোগ করে দেয়া। কারণ দীনী আলোচনা শোনার অধিকার সকলের সমান। কাজেই অপর মু'মিন ভাইকে বসার সুযোগ ঈমানের দাবী রাখে।

ইমাম তূীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : মুস্তাহাব হলো প্রবেশকারীকে সম্মান করা এবং তার বসার সুযোগ করে দেয়া। সহীহ্ মুসলিমে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তোমরা মানুষদেরকে বসাও তাদের মর্যাদা অনুযায়ী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٥) بَابُ الْجُلُوْسِ وَالنَّوْمِ وَالْمَشْيِ

অধ্যায়-৫ : বসা, ঘুমানো ও চলাফেরা করা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٧٠٧-[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৭০৭-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে পবিত্র কা'বাহ্ গৃহের চত্বরে দেখলাম যে, তিনি নিজের দু' হাত উভয় পায়ের গোছা (হাঁটু খাড়া করে) পরিবেষ্টন করেছিলেন। (বুখারী)[৬২৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে (فِنَاءُ الْكَعْبَةِ) দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা নিয়ে মুহাদ্দিসগণের নিকট মতবিরোধ রয়েছে। তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. ফাতহুল বারীর প্রণেতা ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : কা'বার সামনে দিককে বুঝানো হয়েছে। ২. মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কা'বার সম্মুখস্থ প্রশস্ত স্থান। ৩. মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতার মতে, কা'বার সামনে প্রশস্ত আঙ্গিনাকে বুঝানো হয়েছে। ৪. কারো কারো মতে কা'বার চারদিকে প্রশস্ত স্থানকে বুঝানো হয়েছে।

(مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ) দ্বারা উদ্দেশ্য : ইহতিবা বলা হয়, দু' হাঁটু উপরে তুলে, উরুকে পেটের সাথে মিলিয়ে দু' হাত দিয়ে নলা জড়িয়ে ধরে নিতম্বের ওপর বসা। রসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা এভাবে বসতেন না। এ হাদীস দ্বারা ইহতিবা বৈধতা প্রমাণিত হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছে। আরেকজন বর্ণনাকারীর নাম 'আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনু আয্ যহ্হাক আল হিমসী। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। মুহাদ্দিসগণ তাকে ত্যাগ করেছেন। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৪/১২১৬ পৃঃ, হাঃ ৭১১৭।

[৬২৬] সহীহ : বুখারী ৬২৭২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮২৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯৪১৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১২৫।

Scanned by CamScanner

٤٧٠٨ -[٢] وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدٰى قَدَمَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৭০৮-[২] 'আব্বাদ ইবনু তামীম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর চাচা হতে বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাসজিদের মধ্যে চিৎ হয়ে এক পা অপর পায়ের উপর রেখে শায়িত অবস্থায় দেখেছি। (বুখারী ও মুসলিম)[৬২৭]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ চিৎ হয়ে শুয়ে এক পা অপর পায়ের উপর রেখে শায়িত ছিলেন। এর অর্থ হলো পা লম্বা করে এক পা অপর পায়ের মধ্যে প্রবেশ করা অবস্থায় অথবা একটির উপর অপরটি সোজাসুজিভাবে স্থাপন করে শুয়েছেন। এভাবে শয়ন করলে সতর খুলে যায় না। সুতরাং এরূপ শয়ন করা নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু পা খাড়া করে একটিকে অপরটির উপরে রাখা দ্বারা যেহেতু সতর খুলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে, তাই তা নিষিদ্ধ। এভাবে শয়ন করা হলে : ১. পায়ের উপর পা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে সতর খুলে যেতে পারে। ২. এতে বুকে পিঠে ব্যথা হতে পারে। ৩. এরূপ শয়ন দেখতে ভদ্রতার পরিপন্থী। এ সমস্ত কারণে রসূল ﷺ চিৎ হয়ে পায়ের ওপর পা রেখে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٠٩ -[٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلٰى ظَهْرِهٖ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭০৯-[৩] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যক্তিকে চিৎ হয়ে শুয়ে এক পা খাড়া করে অপর পা তার উপরে রাখতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)[৬২৮]

ব্যাখ্যা : দু'টি হাদীসের মাঝে দ্বন্দ্ব ও সমাধান : জাবির رضي الله عنه-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চিৎ হয়ে এক পায়ের উপর অপর পা তুলে শয়ন করা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে 'আব্বাদ ইবনু তামীম رضي الله عنه হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে এরূপ শয়ন করেছেন। সুতরাং বাহ্যিকভাবে উভয় হাদীসে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। মুহাদ্দিসগণ যেভাবে সমাধান দিয়েছেন তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো : ক. ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : সম্ভাবনা রয়েছে নাবী ﷺ এভাবে চিৎ হয়ে শয়ন করা পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, যা হারাম বুঝায় না। বরং সাবধানতার জন্য রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। খ. ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : সম্ভবত রসূল ﷺ প্রয়োজনে এভাবে শয়ন করেছিলেন, তার ক্লান্তি দূর করা ক্ষণিকের জন্য 'আব্বাদ ইবনু তামীম رضي الله عنه যেভাবে দেখেছিলেন, সেভাবে শুয়েছিলেন। গ. ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, জাবির رضي الله عنه-এর হাদীস 'আব্বাদ ইবনু তামীম رضي الله عنه-এর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। ঘ. তাছাড়া আব্বাদ رضي الله عنه-এর হাদীসটি ফে'লী ও জাবির رضي الله عنه-এর হাদীসটি ক্বওলী– এ ধরনের হাদীসদ্বয়ের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে ক্বওলী হাদীসকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ঙ. 'আব্বাদ رضي الله عنه-এর হাদীসটি হা-বোধক, আর জাবির رضي الله عنه-এর হাদীসটি না-বোধক, এরূপ ক্ষেত্রে না-বোধক হাদীস প্রাধান্য লাভ করে থাকে, চ. রসূল ﷺ এক

---

[৬২৭] সহীহ : বুখারী ৪৭৫, মুসলিম ৭৫-(২১০০), আবূ দাউদ ৪৮৬৬, তিরমিযী ২৭৬৫, আহমাদ ১৬৪৪৯, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ২৭৭২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৩৩৪, আল আদাবুল মুফরাদ ১১৮৫, শু'আবুল ঈমান ৪৭১৫।

[৬২৮] সহীহ : মুসলিম ৭২-(২০৯৯) সহীহাহ্ ১২৫৫, তিরমিযী ২৭৬৭ আবূ দাউদ ৪৮৬৫, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ২৭৭২, আহমাদ ১৪৭৭০, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ২২৬০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫৫৩, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯৭৫১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৩৩৩।

Scanned by CamScanner

পা খাড়া করে তার উপর অপর পা রেখে শয়ন করেননি। হয়তো বা শয়ন করে থাকলেও সাথে সাথে উভয় পা সোজা করেছেন। বর্ণনাকারী যে অবস্থায় দেখেছেন তাই বর্ণনা করেছেন।

মন্তব্য : কাজেই বুঝা গেল চিৎ হয়ে শয়ন করলে সাবধান থাকা চাই। এটা হারাম নয় বরং উত্তম। সুতরাং হাদীস দু'টিতে কোন দ্বন্দ্ব নেই। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ৪০৯৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৪৭০৮ ও ৪৭০৯)

٤٧١٠-[٤] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭১০-[৪] উক্ত রাবী (জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ কখনো এমনভাবে চিৎ হয়ে শয়ন করবে না যে, এক পা খাড়া করে অপর পা তার উপর থাকে। (মুসলিম)[৬২৯]

ব্যাখ্যা : চিৎ হয়ে শোয়া বলতে বুঝায় পিঠ নিচে রেখে বুক উপরের দিকে দিয়ে শয়ন করাকে চিৎ হয়ে শয়ন করা বুঝায়। এটা আবার দু' ধরনের হতে পারে। ক. দুই পা সোজাভাবে বিছিয়ে এক পায়ের উপর অপর পা রাখা। এ অবস্থায় সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বিধায় এভাবে শয়ন করা জায়িয। খ. চিৎ হয়ে শয়ন করে এক পায়ের হাঁটু খাড়া করে অপর পা তার উপর রাখা এভাবে শয়ন করা সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি বিধায় এরূপ শয়ন করা নিষিদ্ধ। (মিনহাতুল মুসলিম ৭০/২০৯৯)

٤٧١١-[٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ وَقَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৭১১-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদিন জনৈক ব্যক্তি নকশা করা দু'টি চাদর গায়ে দিয়ে প্রবল অহমিকার সাথে চলছিল এবং এ অবস্থায় তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করছিল। ফলে এ ব্যক্তিকে জমিনে ধসিয়ে দেয়া হলো, আর এ অবস্থায় সে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত মাটির গভীরে বিলীন হতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৩০]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী (بَيْنَمَا رَجُلٌ) শব্দের অর্থ জনৈক ব্যক্তি। এ জনৈক ব্যক্তি দ্বারা কাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা নিয়ে 'আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : উল্লেখিত ব্যক্তি দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদীর কোন এক ব্যক্তি উদ্দেশ্য হওয়া অসম্ভব নয়। কেউ কেউ বলেন, এ ব্যক্তি ছিল মূসা 'আলায়হিস্ সালাম-এর সময়কালের কারূন। সে প্রবল অহংকার করে চলত। আল্লাহ তা'আলা তার অহংকার চূর্ণ করেছিলেন, কারূন-এর ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম।" (সূরাহ্ আল ক্বাসাস ২৮ : ৮১)

হাদীসের শিক্ষা : এ হাদীস ও কুরআনের আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, অহংকার অহমিকা ও আত্মগৌরব ইত্যাদির পরিণাম ধ্বংস। সুতরাং সকলকে এটা হতে বাঁচতে হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬২৯] সহীহ : মুসলিম ৭৪-(২০৯৯), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৫৫।

[৬৩০] সহীহ : বুখারী ৫৭৮৯, মুসলিম ৪৯-(২০৮৮), সুনানুদ্ দারিমী ৪৩৭, শু'আবুল ঈমান ৬১২৩, আহমাদ ৮১৭৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৭২০, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/৩৮৯ পৃঃ, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৮৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬৩৩৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫০৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯১৪, সহীহুল জামি' ৫১৮৬।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٧١٢ -[٦] عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ عَلٰى يَسَارِهٖ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৭১২-[৬] জাবির ইবনু সামুরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর বামপার্শ্বে বালিশে ভর দিয়ে বসতে দেখেছি। (তিরমিযী)[৬৩১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ কখনো বামপার্শ্বে ভর দিয়ে বসতেন। এভাবে বসা জায়িয করার জন্য রসূল ﷺ বামপার্শ্বে বালিশে ভর দিয়ে দেখিয়েছেন। ইবনু মুলক বলেছেন : বামপার্শ্বে ভর দিয়ে বসা মানদূব। ফাতহুল বারীর প্রণেতা ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : বাম-ডান পার্শ্বে এভাবে হেলান দিয়ে বসা মুস্তাহাব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧١٣ -[٧] وَعَنْ أَبِىْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِى الْمَسْجِدِ احْتَبٰى بِيَدَيْهِ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ

৪৭১৩-[৭] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাসজিদে বসতেন, তখন ইহতিবা করে (হাঁটুদ্বয় খাড়া করে নিতম্ব জমিনে ঠেকিয়ে দু' হাত দ্বারা দু' পায়ের গোড়ালিকে জড়িয়ে ধরে) বসতেন। (রযীন)[৬৩২]

٤٧١٤ -[٨] وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ. قَالَتْ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَخَشِّعَ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৭১৪-[৮] ক্বয়লাহ্ বিনতু মাখরামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাসজিদে কুরফুসা অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছি। তিনি আরো বললেন : আমি যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুনয়-বিনয়ের চরম অবস্থায় দেখলাম, তখন ভয়-ভীতিতে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। (আবূ দাউদ)[৬৩৩]

---

[৬৩১] সহীহ : তিরমিযী ২৭৭০, আবূ দাউদ ৪১৪৩, মুসনাদে আহমাদ ২০৯৭৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০১৬।

[৬৩২] সহীহ লিগয়রিহী : সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮২৭, সহীহুল জামি' ৪৭০২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১২৭, তবে এ হাদীসের গ্রন্থগুলোতে الْمَسْجِدِ কথাটি উল্লেখ নেই। বায়হাক্বীতে فى مجلس কথাটি উল্লেখ আছে। আবূ দাউদ ৪৮৪৬, তিরমিযী ১২১ (শামায়িল) এ হাদীসটির ব্যাপারে আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসটির সানাদ একেবারেই বাজে বা নষ্ট, তবে হাদীসটি সহীহ। কারণ একাধিক সহাবী কর্তৃক হাদীসটি ভিন্ন ভিন্ন কায়দায় বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি সহীহাহ্-এর মধ্যে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে ৮২৭ নং হাদীসে।

[৬৩৩] হাসান : আবূ দাউদ ৪৮৪৭, তিরমিযী ২৯৭৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৯০২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১২৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০৫২৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১২৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলো সলাত শেষ করে হোক বা অন্য কোন প্রয়োজনে হোক মাসজিদে বসার পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ১. কুরফুসা পদ্ধতিতে বসা অর্থাৎ দু' হাঁটু খাড়া করে পেটের সাথে মিলিয়ে দু' হাত দ্বারা দু' পায়ের নলা জড়িয়ে ধরে নিতম্ব মাটিতে রেখে বসা। ২. ইহতিবা অবস্থায় বসা ৩. তারাব্বু তথা হাঁটু খাড়া রেখে মাথা হাঁটুর মধ্যে ঝুকিয়ে নিতম্বের উপর বসা, ৪. সলাতের তাশাহ্হুদের মতো বসা। মাসজিদে বসার বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও রসূল ﷺ অধিকাংশ সময় তাশাহ্হুদে বসার মতো বসতেন। কেননা এতে বিনয়ী হওয়ার ভাব প্রকাশ পায়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧١٥ -[٩] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنَاءَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৭১৫-[৯] জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ফাজ্‌রের সলাত আদায় করে সূর্য ভালোভাবে উদয় না হওয়া পর্যন্ত নিজের স্থানেই চারজানু হয়ে বসে থাকতেন। (আবূ দাউদ)[৬৩৪]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূল ﷺ ফাজ্‌রের সলাত আদায় করে সলাতের স্থানেই বসে থাকতেন, কতটুকু পরিমাণ সময় বসে থাকতেন– এ নিয়ে 'উলামার মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, প্রকাশ্যভাবে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। আবার কেউ বলেছেন, পরিপূর্ণভাবে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : প্রথমটি সঠিক। তখন এ বাক্যটির মর্মার্থ হলো, রসূল ﷺ ফাজ্‌রের সলাত আদায় করার পর সলাতের স্থানেই বসে দু'আ, তিলাওয়াত ও সহাবীদের সাথে দীনের কথা বলতে থাকতেন। ভালোভাবে সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর ইশরাকের সলাত আদায় করে মাসজিদ হতে বের হতেন। 'আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : রসূল ﷺ তারাব্বু বসার মতো বসেছিলেন সূর্য পরিষ্কারভাবে না উঠা পর্যন্ত সূর্য উদিত হওয়ার পর সূর্য হতে হলুদ রং দূর হয়ে গেলে রসূল ﷺ তাঁর জায়গা হতে উঠে যেতেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧١٦ -[١٠] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৪৭১৬-[১০] আবূ ক্বতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ রাতে কোথাও যখন আরাম করতেন, তখন ডান পাঁজরে ভর দিয়ে ঘুমাতেন। আর যখন ভোর সংলগ্ন সময়ে কোথাও অবস্থান করতেন, তখন বাহু খাড়া করে হাতের তালুর উপর মাথা রেখে বিশ্রাম করতেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৬৩৫]

ব্যাখ্যা : বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য মুসাফিরের শেষ রাতে অবস্থান করা, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়মনীতি ছিল। সফরের সময় কোথাও বিশ্রাম কিংবা ঘুমানোর জন্য অবস্থান করলে তখন দেখতেন রাত কি পরিমাণ আছে। যদি ভোর হতে দেরী থাকত, তখন তিনি ডান পাজরে কাত হয়ে ঘুমাতেন। মূলত এ পাজরে ঘুমানো ছিল সবসময়ের অভ্যাস। আর যদি ভোর হতে দেরী না থাকত, তখন হাতের কনুইকে মাটিতে ঠেস দিয়ে

---

[৬৩৪] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৮৫০, তিরমিযী ৫৯০, মুসনাদে আহমাদ ২০৯৬৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮৫২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯৫৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৪৭১।

[৬৩৫] **সহীহ :** শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৩৫৯, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৩৯৬, মুসলিম ৩১৩-(৬৮৩), তাহক্বীক মুসনাদে আহমাদ ২২৬৮৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৬৪৩।

Scanned by CamScanner

হাতের তালুর উপর মাথা রেখে ঘুমাতেন। মূলত এ অবস্থায় ঘুমালে যথাসময়ে জাগ্রত হওয়া যায়। ফলে ফজরের সলাত ক্বাযা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কেননা পাজরে ঘুমালে গভীর নিদ্রায় ডুবে থাকার আশংকা কম থাকে। এজন্য ডান পাজরে শোয়াই সুন্নাহ্। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧١٧ - [١١] وَعَنْ بَعْضِ آلِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوًا مِمَّا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৭১৭-[১১] উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)-এর বংশধরদের কতিপয় ব্যক্তি হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিছানা এরূপ কাপড়ের ছিল, যেরূপ কাপড়ে তাঁকে ক্ববরে রাখা হয়েছিল, আর মাসজিদ তাঁর শিয়রের কাছেই ছিল। (আবূ দাউদ)[৬৩৬]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, রসূল (ﷺ)-এর জীবন যাপন ছিল সাধারণ। তিনি (ﷺ) কখনো বিলাসীভাবে জীবন যাপন করা পছন্দ করতেন না। তিনি (ﷺ) কখনো এমন পোশাক পরিধান করতেন না যার মাধ্যমে মনের মাঝে অহংকার সৃষ্টি হয়। তিনি (ﷺ) সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করে জীবন যাপন করতেন। যেরূপ সাধারণ পোশাকে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧١٨ - [١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلٰى بَطْنِهِ فَقَالَ: «إِنَّ هٰذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللّٰهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৭১৮-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন, এভাবে শয়ন করা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। (তিরমিযী)[৬৩৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের অর্থ হলো পেটের উপর ভর দিয়ে উপুড় হয়ে শয়ন করা। রসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শয়ন করে ও গভীর ঘুমে মগ্ন থাকার কারণে তাকে সম্বোধন করে বললেন, এ ধরনের শয়ন আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। ইসলামী শারী'আতে উপড় হয়ে শয়ন করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ। ১. উপুড় হয়ে শয়ন করা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। যেমন রসূল (ﷺ) হাদীস বলেছেন, এভাবে উপুড় হয়ে শয়ন করাতে আল্লাহ রাগান্বিত হন। ২. উপুড় হয়ে শোয়া জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নিশ্চয় জাহান্নামীরা এভাবে শয়ন করে। ৩. উপুড় হয়ে শয়ন করলে নাকে-মুখে রক্ত এসে মৃত্যু হতে পারে। ৪. এটা শায়ত্বন ও তার অনুসরীদের শোয়া। ৫. বুক ও মুখমণ্ডল শরীরের মধ্যে মর্যাদাসম্পন্ন অঙ্গ। তাই সাজদাহ্ ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় তা নিম্নমুখী করা উচিত নয়। এজন্য রসূল (ﷺ) উপুড় হয়ে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬৩৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫০৪৪।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, তবে ত্রুটিযুক্ত। এটা আমার নিকট ত্রুটিযুক্ত। হাদীসটি উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)-এর পরিবারের কতিপয় ব্যক্তি থেকে আবূ ক্বিলাবাহ্ বর্ণনা করেছেন। এই কতিপয় ব্যক্তি যদি সহাবী হয় তবে তার থেকে তার শ্রবণ তিনি উল্লেখ করেননি। তাদেরকে তার তাদলীস সুপরিচিত। আর যদি সে তাদের থেকে না শুনে তবে সে একজন মুরসাল বর্ণনাকারী। আর এটাই আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৩৪২ পৃঃ।

[৬৩৭] **হাসান সহীহ :** তিরমিযী ২৭৬৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫৪৯, মুসনাদে আহমাদ ৮০৪১, সহীহুল জামি' ২২৭০, সহীহ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৭৯, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬৭৯।

Scanned by CamScanner

٤٧١٩ -[١٣] وَعَنْ يَعِيشَ بْنِ طِخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ مِنَ السَّحَرِ عَلٰى بَطْنِيْ إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِيْ بِرِجْلِهٖ فَقَالَ: «هٰذِهٖ ضِجْعَةٌ يَبْغَضُهَا اللّٰهُ» فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৭১৯-[১৩] ইয়া'ঈশ ইবনু ত্বিখ্‌ফাহ্ ইবনু ক্বায়স আল-গিফারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ত্বিখ্‌ফাহ্ ইবনু ক্বায়স আল-গিফারী) আসহাবে সুফ্‌ফাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একদিন বুকের ব্যথার কারণে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর পা দ্বারা নাড়া দিয়ে আমাকে বললেন : এরূপ শয়নে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। তখন আমি তাকিয়ে দেখলাম, তিনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ। (আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ)[৬৩৮]

ব্যাখ্যা : আহলে সুফফার পরিচয়, বলা হয় যে সকল গরিব সহাবী মাসজিদে নাবাবীর বারান্দায় অবস্থান করতেন তাদেরকে আহলে সুফফাহ্ বলে। তারা জ্ঞান অর্জনের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিল। দুনিয়ার প্রতি তাদের আসক্তি ছিল না। রসূল ﷺ-এর নিকট হাদিয়্যাহ্ স্বরূপ যা আসতো তারা তাই আহার করত। এরা সংখ্যায় ৭০ বা তার কিছু বেশি।

(يحركني برجله) ইসলামী শারী'আতের সংস্কৃতির প্রবর্তক রসূলুল্লাহ ﷺ কেন শায়িত লোকটিকে পা দিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। এরূপ করার রহস্য হলো :

ক. ত্বিখফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অসুস্থ। একদিন তার ভীষণ বুক ব্যথা হয়। ফলে তিনি মাসজিদে নাবাবীতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন। কারণ উপুড় হয়ে শয়ন করলে বুকে পেটে চাপ পড়লে কিছুটা আরামবোধ হয়। কিন্তু এরূপ শয়ন আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না, তাই রসূল ﷺ তাকে পা দিয়ে নাড়া দিলেন এবং উপুড় হয়ে না শোয়ার জন্য সতর্ক করলেন। এ মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

খ. জাহিলী যুগে 'আরবদের ধারণা ছিল কোন ব্যক্তিকে জিন্-ভূত আসর করলে অথবা মৃগী রোগে আক্রান্ত হলে তাকে পা দিয়ে নাড়া দিলে সে ভালো হয়ে যেত। সম্ভবত নাবী ﷺ এ কারণেই তাকে পা দিয়ে নাড়া দিয়েছিলেন।

গ. হয়তো বা রসূল ﷺ হাঁটতে গিয়ে তার শরীরে পা লেগে গিয়েছিল।(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٢٠ -[١٤] وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ بَاتَ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ: حِجَارٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ».

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. وَفِيْ مَعَالِمِ السُّنَنِ «لِلْخَطَّابِيِّ» حِجًى.

৪৭২০-[১৪] 'আলী ইবনু শায়বান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে ঘরের ছাদে ঘুমাবে, আর তার উপর কোন আড়াল থাকবে না। অন্য এক বর্ণনায় আছে, যার উপর

---

[৬৩৮] সহীহ : আবূ দাঊদ ৫০৪০, ইবনু মাজাহ ৩৭২৩, 'নাসায়ী'র কুবরা ৬৬১৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৮০, আল আহাদীস আল মুখতারাহ্ লিয্ যিয়া আল মাক্বদিসী ১৪৬, আল আদাবুল মুফরাদ ১১৮৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৮১৫৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৩৭৪ পৃঃ, শু'আবুল ঈমান ৪৭২১, মুসনাদে আহমাদ ১৫৫৪৩, সহীহুল জামি' ৪০৩৫।

Scanned by CamScanner

কোন পাথর অর্থাৎ- পাথরের প্রাচীর থাকবে না, তার উপর আল্লাহ তা'আলার কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না। কেননা সে নিজেই নিজেকে বিপদে নিক্ষেপ করেছে। (আবূ দাউদ)[৬৩৯]

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর مَعَالِمُ السُّنَنِ গ্রন্থে حِجَابٌ বা حِجَارٌ-এর স্থলে حِجًى উল্লিখিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : (فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ) আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের নিরাপত্তা ও হিফাযাতের দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু বান্দা যদি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় তখন আল্লাহ তা'আলা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যান। এ উক্তির মাধ্যমে রসূল ﷺ বুঝিয়েছেন যে, যে স্থানে অসুবিধা বা মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন স্থানে তোমরা শয়ন করা থেকে বিরত থাকবে। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : যে ব্যক্তি এরূপ ঘরের ছাদে ঘুমাবে আর তার উপর কোন আড়াল থাকবে না, সে যেন নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিল নিজের জানের নিরাপত্তাকে দূরে নিক্ষেপ করল। এ অবস্থায় নিচে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তা আত্মহত্যারই নামান্তর। অথচ এটা হারাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٢١ -[١٥] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلٰى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُوْرٍ عَلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৭২১-[১৫] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যক্তিকে এমন ছাদের উপর শয়ন করতে নিষেধ করেছেন, যেখানে পর্দার অন্তরাল না থাকে। (তিরমিযী)[৬৪০]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ ﷺ ছাদের উপর শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। চাই তা রাতে হোক বা দিনে হোক যে সমস্ত ছাদের বেষ্টন বা দেয়াল নেই। ছাদ হতে নিচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সতর্কতার জন্য সে সকল ছাদে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ সর্বদা মুসলিমগণ নিজের জানের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৭২১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٢٢ -[١٦] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: مَلْعُوْنٌ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ قَعَدَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৪৭২২-[১৬] হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখেই অভিশপ্ত হয়েছে, যে ব্যক্তি হালক্বার (পরিধির) মাঝখানে গিয়ে বসে। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৬৪১]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : (وَسْطَ الْحَلْقَةِ) দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এর দ্বারা দু'টির মধ্যে যে কোন একটি হতে পারে।

---

[৬৩৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫০৪১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮২৮, সহীহুল জামি' ৬১১৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৭৬, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৯১২, শু'আবুল ঈমান ৪৭২৭।

[৬৪০] **সহীহ :** তিরমিযী ২৮৫৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮২৬, সহীহুল জামি' ৬৮৪৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৭৭।

[৬৪১] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৭৫৩, য'ঈফাহ্ ৬৩৮, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৪৬৯৪, য'ঈফ আবূ দাউদ ১০২৮/৪৮২৬। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর সানাদটি য'ঈফ, তার দু'টি কারণ, এক- শারীক। তিনি হলেন "ইবনু 'আবদুল্লাহ আল ক্বাযী", ইনি য'ঈফ রাবী। দুই- আবূ মিজলায ও হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাঝে ইনক্বিতা' বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ২/৯৭ পৃঃ, হাঃ ৬৩৮।

Scanned by CamScanner

ক. মানুষ যে স্থানে বৃত্তাকারে বসে আলোচনা করতে থাকে এমন মাজলিসের মধ্যস্থলে বসা, মাজলিসের ফাঁকা স্থানে না বসা।

খ. উক্ত পরিধির মাঝে এমনভাবে বসা যে, তার কারণে একে অপরের মুখ দেখতে পায় না। উভয় প্রকার বসাই দূষণীয় এবং আদাবে মাজলিসের পরিপন্থী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٢٣ -[١٧] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৭২৩-[১৭] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উত্তম মাজলিস তাই যা প্রশস্ত জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। (আবূ দাউদ)[৬৪২]

٤٧٢٤ -[١٨] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ جُلُوسٌ فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৭২৪-[১৮] জাবির ইবনু সামুরাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সহাবায়ে কিরাম বসেছিলেন। (এ সময়) রসূলুল্লাহ ﷺ এসে বললেন : কি হলো? তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখছি! (আবূ দাউদ)[৬৪৩]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী (مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟) কি হলো তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসে থাকতে দেখছি। এর দ্বারা রসূল ﷺ উদ্দেশ্য করেছেন তোমরা এভাবে পৃথক পৃথক হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বসবে না। বরং তোমরা সুন্দরভাবে সারিবদ্ধ হয়ে বসবে। অথবা গোলাকার হয়ে বসবে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খল বৈঠক হবে সর্বোত্তম বৈঠক। দলবদ্ধ হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

(সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১০৩)

বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে বসা কাফিরদের বসার সাথে সাদৃশ্য রাখে। এই মর্মে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন : "অতএব, কাফিরদের কি হলো যে, তারা আপনার দিকে ছুটে আসছে ডান ও বাম দিক থেকে দলে দলে।" (সূরাহ্ আল মা'আরিজ ৭০ : ৩৬-৩৭)

সুফ্ইয়ান (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, গোলাকার হয়ে বসা উত্তম। এলোমেলোভাবে বসার কারণে পরস্পরে মনোমালিন্য হতে পারে। যা ইসলামে অত্যন্ত ঘৃণিত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٢٥ -[١٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[৬৪২] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৮২০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৩০, সহীহুল জামি' ৩২৮৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৭৪, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৮৭০, আল মুসতাদরাক ৭৭০৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৩৬, শু'আবুল ঈমান ৮২৪০, মুসনাদে আহমাদ ১১১৫৩।

[৬৪৩] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৮২৩, মুসলিম ১১৯ (৪৩০), আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১১৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্বাবারানী ১৭৯৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৬৫৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭৪৮২, মুসনাদে আহামদ ২০৮৭৪, সহীহুল জামি' ৫৬৬৬।

Scanned by CamScanner

৪৭২৫-[১৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন ছায়ায় বসে, পরে তার উপর হতে ছায়া চলে যায় এবং এ অবস্থায় তার শরীরের কিছু অংশ রোদে এবং কিছু অংশ ছায়ায় থাকে, তবে সে যেন সেখান থেকে উঠে চলে যায়। (আবূ দাউদ)[৬৪৪]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় ডাক্তারগণ গবেষণা করে বের করেছেন, শরীরে কিছু অংশ রোদে আর কিছু অংশ ছায়ায় থাকলে, মানুষের দেহে ও মেজাজে যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে। এতে কুষ্ঠরোগ, চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। এছাড়া মানসিক দিক দিয়ে মেজাজ খিটখিটে ও চঞ্চল হয়ে পড়ে, ফলে কোন ভালো কাজের উদ্যম থাকে না তাই এরূপ স্থানে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٢٦ -[٢٠] وَفِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ» عَنْهُ. قَالَ: «وَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ فَلْيَقُمْ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ». هٰكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ مَوْقُوفًا

৪৭২৬-[২০] শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে উক্ত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন ছায়ায় বসে অতঃপর তার উপর হতে ছায়া চলে যায়, তবে সে যেন উঠে চলে যায়। কেননা এটা (কিছু অংশ ছায়ায় আর কিছু অংশ রোদে) শায়ত্বনের বসার স্থান। মা'মার এ হাদীসটি মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৬৪৫]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সা.)-এর উক্তি (فَلْيَقُمْ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ) রৌদ্র ছায়ায় বসা থেকে সে যেন উঠে যায়। কেননা এটা শায়ত্বনের মাজলিস, এর ব্যাখ্যা হলো :

ক. মূলত এরূপ রৌদ্র ছায়ায় মিলন মোহনায় শায়ত্বন আসর জমায়। তাই এখানে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। খ. এরূপ স্থানে বসতে শায়ত্বন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ শায়ত্বন মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। গ. রৌদ্র ছায়ায় বসলে মানুষের শরীরে প্রাকৃতিক প্রভাব পড়বে যাতে তার মারাত্মক ব্যাধি হতে পারে। ঘ. এরূপ স্থানে বসলে দেহে দু'টি রং বা বর্ণের প্রতিফলন ঘটে যা কেবল শায়ত্বনের স্বভাব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٢٧ -[٢١] وَعَنْ أَبِيْ أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ النِّسَاءِ: «اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تُحْقِقْنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ». فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصَقُ بِالْجِدَارِ حَتّٰى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৪৭২৭-[২১] আবূ উসায়দ আল আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ (সা.) মাসজিদ হতে বের হচ্ছিলেন, এ সময় রাস্তায় পুরুষগণ মহিলাদের সাথে মিশে চলছিল। এমতাবস্থায় তিনি শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) মহিলাদের উদ্দেশে বললেন : তোমরা পুরুষদের পেছনে চলো। রাস্তার মধ্যখান দিয়ে চলা তোমাদের জন্য সমীচীন নয়। এ কথা শুনে মহিলারা প্রাচীর ঘেঁষে চলতে লাগল। এতে কখনো কখনো তাদের কাপড় প্রাচীরের সাথে আটকে যাচ্ছিল। (আবূ দাউদ ও বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমানে)[৬৪৬]

---

[৬৪৪] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৮২১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৩৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৮৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১৩২।

[৬৪৫] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৩৩৫।

[৬৪৬] হাসান : আবূ দাউদ ৫২৭২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৫৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৯২৩, শু'আবুল ঈমান ৭৮২২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, ইসলামী শারী'আত অনুমতি দিয়েছে যে, মহিলারাও মাসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করতে পারবে। সর্বাবস্থায়ই নারী-পুরুষ মিলেমিশে রাস্তায় চলাফেরা করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। মহিলাগণ পর্দা করে চলাফেরা করবে। পুরুষগণ আগে যাবে মহিলারা তাদের পিছনে, রাস্তার একপাশ দিয়ে যাবে। এতে তাদের মান-সম্মান রক্ষা পাবে, কখনো রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলবে না। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় নারীগণ রাস্তার একপাশ দিয়ে হিজাবসহ শালীনতার সাথে চলবে। তাহলে সমাজে তাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। অন্যথায় তারা হবে ঘৃণিত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٢٨ -[٢٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى أَنْ يَمْشِيَ يَعْنِي الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৭২৮-[২২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন ব্যক্তিকে দু'জন মহিলার মাঝখানে হাঁটতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ)[৬৪৭]

٤٧٢٩ -[٢٣] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

وَذُكِرَ حَدِيْثَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فِيْ «بَابِ الْقِيَامِ» وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ عَلِيٍّ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْ «بَابِ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَصِفَاتِهٖ» إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

৪৭২৯-[২৩] জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হতাম, তখন শেষের দিকের খালি জায়গায় বসে পড়তাম। (আবূ দাউদ)[৬৪৮]

(গ্রন্থকার বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসদ্বয় بَابِ الْقِيَامِ-এ বর্ণিত হয়েছে এবং أَسْمَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَصِفَاتِهٖ অধ্যায়ে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীস ইন্‌শা-আল্ল-হ বর্ণনা করব।)

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে বসার আদব, শিষ্টাচার প্রমাণিত হয় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী (جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي) এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. আমরা মাজলিসের সে স্থানে বসতাম, যেখানে সম্মুখ হতে লোকেদের বসা শেষ হয়েছে। **২.** আমরা মাজলিসের প্রান্তসীমায় বসতাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬৪৭] মাওযূ' : আবূ দাউদ ৫২৭৩, য'ঈফাহ্ ৩৭৫।
হাদীসটি মাওযূ' হওয়ার কারণ হলো, এর সানাদে আছে "দাউদ ইবনু আবূ সালিহ আল মাদানী" নামের বর্ণনাকারী। ইবনু হিব্বান বলেন : সে হাদীস জাল করত। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৩৭৫, শু'আবুল ঈমান ৫৪৪৬, য'ঈফুল জামি' ১৪১৯২।

[৬৪৮] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৮২৫, তিরমিযী ২৭২৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৩০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৭০, মুসনাদে আহমাদ ২০৮৫৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭৪৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৩৩, আল আদাবুল মুফরাদ ১১৪১, শু'আবুল ঈমান ৮২৪২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৯/৩৩ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٧٣٠ -[٢٤] عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: مَرَّ بِيْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ هٰكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِى الْيُسْرٰى خَلْفَ ظَهْرِىْ وَاتَّكَأْتُ عَلٰى أَلْيَةِ يَدِىْ. قَالَ: «أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৭৩০-[২৪] 'আম্‌র ইবনু শারীদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট দিয়ে গমন করলেন। তখন আমি এভাবে বসেছিলাম যে, আমার বাম হাত আমার পিঠের উপর ছিল এবং ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ার মাংসের উপরে আমি ভর করেছিলাম। তিনি (ﷺ) আমাকে এ অবস্থায় দেখে বললেন : তুমি কি এমনভাবে বসছ যেভাবে আল্লাহর অভিশপ্ত ব্যক্তিরা বসে? (আবূ দাউদ)[৬৪৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, এক হাতকে পিছনে রেখে অপর হাতের উপর ভর করে বসা অপছন্দনীয়। তেমনিভাবে উভয় হাত পিছনে রেখে তার উপর ভর করে বসাও অপছন্দ। কেননা এভাবে অহংকারীরা বসে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : হাদীসে (الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) দ্বারা ইয়াহূদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। 'আদী ইবনু হাতিম বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেছেন, ইয়াহূদীরা অভিশপ্ত নাসারাগণ পথভ্রষ্ট। (তিরমিযী হাঃ ২৯৫৪)

ইয়াহূদীদের কথা উল্লেখ করার জন্য দু'টি হিকমাত রয়েছে। যথা :

ক. আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে ইয়াহূদীদের অবাধ্যতার কারণে তাদের ওপর অসন্তুষ্ট তেমনিভাবে উল্লেখিত নিয়মে বসার প্রতিও অসন্তুষ্ট। খ. এটার মাধ্যমে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসলিম জাতি এমন এক জাতি যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নি'আমাত নাযিল করেছেন। সুতরাং তাদের পক্ষে এমন এক জাতির অনুকরণ করা উচিত নয় যাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে। আর মুসলিমগণের উচিত এভাবে বসা থেকে বিরত থাকা। কেননা আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং ইয়াহূদীদের অনুকরণ করা হতে নিষেধ করেছেন। তাদের অনুসরণ করলে তাদের মতো গজব নাযিল হবে মুসলিমদের প্রতি। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٣١ -[٢٥] وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: مَرَّ بِي النَّبِيُّ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلٰى بَطْنِيْ فَرَكَضَنِيْ بِرِجْلِهٖ وَقَالَ: «يَا جُنْدُبُ إِنَّمَا هِيَ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৪৭৩১-[২৫] আবূ যার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উপুড় হয়ে শুয়েছিলাম। এ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি স্বীয় পা দ্বারা আমাকে ঠোকা দিয়ে বললেন : হে জুনদুব! (আবূ যার رضي الله عنه-এর নাম) শোয়ার এ পদ্ধতি জাহান্নামবাসীদের পদ্ধতি। (ইবনু মাজাহ)[৬৫০]

---

[৬৪৯] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৮৪৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪২১৮, আহমাদ ১৯৪৫৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৭৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১৩১।

[৬৫০] সহীহ : ইবনু মাজাহ ৩৭২৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৮১৪৮, মুসনাদে আহমাদ ২৩৬১৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (إِنَّمَا هِيَ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ) উপুড় হয়ে শোয়া জাহান্নামবাসীদের শোয়ার পদ্ধতি। তিনি এ বক্তব্যের মাধ্যমে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, কাফির ও পাপাচারী লোকেরা এভাবে শয়ন করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٦) بَابُ الْعُطَاسِ وَالتَّثَاؤُبِ

অধ্যায়-৬ : হাঁচি দেয়া এবং হাই তোলা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٧٣٢ -[١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّٰهَ كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهٗ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللّٰهُ. فَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاؤَبُ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهٗ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ".

৪৭৩২-[১] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা হাঁচিকে পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয় এবং *"আলহাম্‌দুলিল্লা-হ"* বলে আল্লাহর প্রশংসা করে, তখন এমন প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি *"ইয়ার্‌হামুকাল্ল-হ"* বলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যে হাঁচিদাতার *"আলহাম্‌দুলিল্লা-হ"* শুনতে পায়। আর হাই তোলা শায়ত্বনের কাজ। অতএব তোমাদের কারো যখন হাই আসে, তখন যথাসম্ভব তা প্রতিরোধ করা উচিত। কারণ যখন কোন ব্যক্তি হাই তোলে, তখন শায়ত্বন তা দেখে হাসতে থাকে। (বুখারী)[৬৫১]

মুসলিম-এর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তোমাদের কেউ যখন হাই তোলার সময় 'হা' করে, তখন শায়ত্বন তা দেখে হাসতে থাকে।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি (إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ) অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা হাঁচিকে ভালোবাসেন আর হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। এর কারণ হচ্ছে : হাঁচির দ্বারা অনেক উপকার রয়েছে। যথা : ১. হাঁচি দ্বারা মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয়তা ও ক্লেশ দূর হয়। ২. মন সতেজ ও তরতাজা হয়। ৩. মস্তিষ্ক হতে ময়লা বের হয়ে আসে। ৪. অনুভূতি শক্তি প্রখর হয়। ৫. মানুষের মনের অলসতা কেটে প্রফুল্লতা ফিরে আসে। ৬. এটা আল্লাহর বিশেষ এক নি'আমাত। ৭. এর ফলে 'ইবাদাতে, কাজে-কর্মে, উৎসাহ ও

[৬৫১] সহীহ : বুখারী ৩২৮৯, ৬২২৬; মুসলিমে নাই, আবূ দাউদ ৫০২৮, তিরমিযী ২৭৪৭, 'নাসায়ী'র কুবরা ১০০৪৩।

Scanned by CamScanner

অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। কাজে হাঁচি আসাতে আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। এজন্য আল্লাহ তা'আলা হাঁচিকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তাআলা হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। এরূপ অপছন্দের কিছু কারণ রয়েছে নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো :

১. হাই তোলা শায়ত্বনের কাজ। ২. হাই সাধারণত চরম ক্লান্তি ও অলস্যের নিদর্শন। ৩. এটা 'ইবাদাতে ও কাজ-কর্মে সর্বদা বিঘ্ন ঘটায়। ৪. হাই মস্তিষ্কে জড়তা সৃষ্টি করে এবং অনুভূতি ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে ব্যক্তি অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। ৫. হাই তোলার সাথে সাথে শরীর নিস্তেজ হয়ে আসে। ফলে প্রয়োজনীয় কর্তব্য ও আবশ্যকীয় কাজ রেখেই মানুষ কখনো কখনো ঘুমিয়ে পড়ে এবং তা দেখে শায়ত্বন খুশি হয়। এ সকল কারণেই আল্লাহ তা'আলা হাই তোলাকে অপছন্দ করেন।

হাঁচির জবাব : কেউ কেউ বলেছেন, হাঁচির জবাবে *'আলহাম্‌দুলিল্লা-হ'* বললে তার জবাবে *'ইয়ারহামুকাল্ল-হ'* বলা ফার্‌যে 'আইন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ফার্‌যে কিফায়াহ্ এই মত অধিকাংশ 'আলিমগণ পোষণ করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : হাঁচির জবাব দেয়া সুন্নাত।

হাদীসের অংশ (ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ) এর বিশ্লেষণ : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হাই তোলার কারণে শায়ত্বন হাসে। কেননা, উদরপূর্তিজনিত শারীরিক ক্লান্তি হতেই হাইয়ের উৎপত্তি। আর হাই 'ইবাদাত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যা শায়ত্বনের একান্ত কামনা। সুতরাং কেউ হাই তুললে শায়ত্বন অত্যন্ত খুশি হয়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, যখন তোমাদের কারো হাই আসে সে তার হাত মুখে রাখবে কেননা শায়ত্বন তার মুখের ভিতর প্রবেশ করে। (আল জামি'উস্ সগীর ১/৩৮, হাঃ ৫১৬)

আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় সে যেন হাতের তালু চেহারায় রাখে এবং আওয়াজ হালকা, আস্তে করে। (হাকিম ৪/২৬৪, বায়হাক্বী)

٤٧٣٣ -[٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَقُلْ لَهٗ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهٗ يَرْحَمُكَ اللهُ. فَإِذَا قَالَ لَهٗ يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৭৩৩-[২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারো হাঁচি আসে, তখন সে যেন *"আলহাম্‌দুলিল্লা-হ"* বলে এবং তার কোন মুসলিম ভাই অথবা বন্ধু তার উত্তরে *"ইয়ার্‌হামুকাল্ল-হ"* বলে। আর যখন হাঁচিদাতার উত্তরে শ্রোতা ব্যক্তি *"ইয়ার্‌হামুকাল্ল-হ"* বলে, তখন হাঁচিদাতা ঐ ব্যক্তির উত্তরের উত্তরে *"ইয়াহ্‌দীকুমুল্ল-হু ওয়া ইউস্‌লিহু বা-লাকুম"* অর্থাৎ- "আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং তোমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা কল্যাণময় করুন" বলবে। (বুখারী)[৬৫২]

---

[৬৫২] **সহীহ :** বুখারী ৬২২৪, আবূ দাউদ ৫০৩৩, তিরমিযী ২৭৩৯, দারিমী ২৬৫৯, 'নাসায়ী'র কুবরা ১০০৪১, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১১৫২, আল আদাবুল মুফরাদ ৯২৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৫২০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৩৬৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/১৬৩, মুসনাদে আহমাদ ৯৭২, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ১১১, ইরওয়াউল গালীল ৩/২৪৪ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

٤٧٣٤ -[٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَمَّتَّ هٰذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِي قَالَ: «إِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللهَ وَلَمْ تَحْمَدِ اللهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৭৩৪-[৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু' ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর কাছে হাঁচি দিলো। তখন তিনি (ﷺ) এক ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন, অপর ব্যক্তির জবাব দিলেন না। লোকটি বলল : হে আল্লাহর রসূল! আপনি এ ব্যক্তির জবাব দিলেন; কিন্তু আমার জবাব দিলেন না। রসূল (ﷺ) বললেন : এ ব্যক্তি "*আলহাম্‌দুলিল্লা-হ*" বলেছিল, আর তুমি "*আলহাম্‌দুলিল্লা-হ*" বলনি। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৫৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস হতে জানা যায় যে, হাঁচি আসলে হাঁচিদাতার "*আলহাম্‌দুলিল্লা-হ*" বলতে হবে। এর হিকমাত হলো, হাঁচি আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নি'আমাত। কেননা হাঁচি দ্বারা মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয়তা দূরীভূত হয় এবং শারীরিক জড়তা কেটে যায়। ফলে কাজ কর্মে ও 'ইবাদাতে উৎসাহ, আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং মনে প্রফুল্লতা আসে। তাই আল্লাহর নি'আমাতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হাঁচিদাতাকে "*আলহাম্‌দুলিল্লা-হ*" বলতে হয়।

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী : "*ইয়াহদীকুমুল্ল-হু ওয়া ইউস্‌লিহু বা-লাকুম*" বলার গুরুত্ব : হাঁচিদাতা '*আলহামদুলিল্লা-হ*' বলার পর শ্রোতা যখন "*ইয়ার্‌হামুকাল্ল-হ*" বলে দু'আ করল তখন হাঁচি প্রদানকারীর কর্তব্য হলো তার চেয়ে আরো উত্তম দু'আর মাধ্যমে শ্রোতার কল্যাণ কামনা করবে আর মানুষের সবচেয়ে বড় কল্যাণ হলো হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া। কেননা হিদায়াতই পরকালীন মুক্তির একমাত্র পথ। হাঁচিদাতার জবাব দেয়া প্রসঙ্গে 'উলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, "*ইয়াহদীকুমুল্ল-হু ওয়া ইউস্‌লিহু বা-লাকুম*"। আবার কেউ বলেছেন, "*ইয়াগফিরুল্ল-হু লানা- ওয়ালাকুম*"।

ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক (রহিমাহুমাল্লাহ) বলেছেন : হাঁচির জবাব দেয়া ফার্‌যে কিফায়াহ্। কেউ কেউ বলেছেন সুন্নাহ, ওয়াজিব নয়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٣٥ -[٤] وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৩৫-[৪] আবূ মূসা আল আশ্‌'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যদি হাঁচি দেয় এবং আল্লাহর প্রশংসা করে, তবে তোমরা তার জবাবে "*ইয়ার্‌হামুকাল্ল-হ*" বলবে। আর যদি সে আল্লাহর প্রশংসা না করে, তবে তোমরা "*ইয়ার্‌হামুকাল্ল-হ*" বলে জবাব দেবে না। (মুসলিম)[৬৫৪]

---

[৬৫৩] সহীহ : বুখারী ৬২২১, মুসলিম ৫৩-(২৯৯১), তিরমিযী ২৭৪২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০০, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪০৬০, শু'আবুল ঈমান ৯৩২৯, আবূ দাউদ ৫০৩৯, ইবনু মাজাহ ৩৭১৩, দারিমী ২৬৬০, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১০০৫০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৫৮০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৯৫১, আল আদাবুল মুফরাদ ৯৩১, আহমাদ ৮৩৪৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ১৯৬৭৮, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/৩৪।

[৬৫৪] সহীহ : মুসলিম ৫৪-(২৯৯২), আহমাদ ১৯৬৯৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩০৯৪, আল আদাবুল মুফরাদ ৯৪১, আল মুসতাদরাক ৭৬৯০, শু'আবুল ঈমান ৯৩৩০, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৯৭৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি হাঁচি প্রদান করে *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ* বলে তা যদি কেউ শ্রবণ করে তাহলে তার জবাবে *ইয়ার্‌হামুকাল্ল-হ* বলবে, অন্যথায় যদি সে *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ* না বলে তাহলে তাকে *ইয়ার্‌হামুকাল্ল-হ* বলতে হবে না। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٣٦ -[٥] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: «يَرْحَمُكَ اللّٰهُ» ثُمَّ عَطَسَ أُخْرٰى فَقَالَ: «الرَّجُلُ مَزْكُومٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِى الثَّالِثَةِ: «إِنَّهُ مَزْكُومٌ».

৪৭৩৬-[৫] সালামাহ্ ইবনুল আকওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকটে হাঁচি দিলো, তখন তিনি (ﷺ) তার জবাবে "*ইয়ার্‌হামুকাল্ল-হ*" বললেন। অতঃপর লোকটি দ্বিতীয়বার হাঁচি দিলো। তিনি (ﷺ) বললেন : লোকটি কফ-সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছে। (মুসলিম)[৬৫৫]

তিরমিযী'র এক বর্ণনায় আছে, লোকটির তৃতীয়বার হাঁচির সময় রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : লোকটি কফ-সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীগণের উক্তি রয়েছে। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাঁচিদাতা যদি "*আলহামদুলিল্লা-হ*" বলে তবুও সে দু'আ পাওয়ার দাবিদার। মাকহূল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : একদিন আমি আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। এ সময়ে মাসজিদের এক পাশে কোন এক ব্যক্তি হাঁচি দিল। তখন 'উমার (রাঃ) বলেন, "*ইয়ার্‌হামুকাল্ল-হ*" আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি অনুগ্রহ দান করুক। কেননা তুমি আল্লাহর প্রশংসা করেছ। ইমাম শা'বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি দেয়ালের পিছন থেকে হাঁচি দিয়ে "*আলহামদুলিল্লা-হ*" বলে আর তুমি তা শুনতে পাও তবে তুমি "*ইয়ার্‌হামুকাল্ল-হ*" বলবে। ইবরাহীম নাখ'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : তুমি যদি হাঁচি দিয়ে "*আলহামদুলিল্লা-হ*" বল। কিন্তু তোমার কাছে অন্য কেউ না থাকে তখন তুমি বলবে "*ইয়াগফিরুল্ল-হু লানা-ওয়ালাকুম*"। তোমার হাঁচির জবাবে মালাক (ফেরেশতা) "*ইয়ার্‌হামুকাল্ল-হ*" বলেছেন, কারণ মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) সব সময় মানুষের সাথে আছেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٣٧ -[٦] وَعَنْ أَبِىْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهٖ عَلٰى فَمِهٖ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৩৭-[৬] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারো হাই আসে, সে যেন নিজের হাত মুখের উপর রাখে। কেননা শায়ত্বন মুখে প্রবেশ করে। (মুসলিম)[৬৫৬]

---

[৬৫৫] সহীহ : মুসলিম ৫৫-(২৯৯৩), আবূ দাঊদ ৫০৩৭, দারিমী ২৬৬১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬১০৯, শু'আবুল ঈমান ৯৩৫৭, 'নাসায়ী'র কুবরা ১০০৫১, তিরমিযী ২৭৪৩, ইবনু মাজাহ ৩৭১৪, সহীহুল জামি' ৮০৯৪, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৯৩৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৯৮১।

[৬৫৬] সহীহ : মুসলিম ৫৭-(২৯৯৫), আবূ দাঊদ ৫০২৬, সহীহুল জামি' ৪২৬, ৪২৭, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৭৩১, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১১৩৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৩৩২৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে উল্লেখিত একটি বাক্য (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يدخل) এর উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, শায়ত্বন প্রকৃতভাবেই মানুষের মুখে প্রবেশ করে। কেননা শায়ত্বন আল্লাহ তা'আলার নিকট অনুমিত নিয়েছে যে, আদাম সন্তানের শিরা উপশিরায় চলাচলের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٧٣٨ -[٧] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطّٰى وَجْهَهٗ بِيَدِهٖ أَوْ ثَوْبِهٖ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهٗ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৪৭৩৮-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর যখন হাঁচি আসত, তখন তিনি নিজের হাত বা কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে ফেলতেন এবং হাঁচির শব্দকে নিচু রাখতেন।

(তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৬৫৭]

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী : (غَطّٰى وَجْهَهٗ بِيَدِهٖ أَوْ ثَوْبِهٖ) এর মর্মার্থ হলো, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন হাঁচি দিতেন তখন স্বীয় হাত কিংবা কাপড় দ্বারা চেহারা আবৃত করে রাখতেন। এটা এজন্য যে, একদিকে মাজলিসের আদব রক্ষিত হয় এবং অন্যদিকে হাঁচি দেয়ার সময় মানুষের চেহারা এমন অস্বাভাবিক হয়ে যায় যা অপরের কাছে খারাপ লাগতে পারে। তাই মানুষের দৃষ্টি আড়াল করার জন্য চেহারা ঢেকে নেয়া হয়। আবার মুখে যদি হাত বা কাপড় না দেয়া হয়, তবে মুখের থুথু, কফ, নাকের ভিতরের ময়লা অন্যের শরীরে কিংবা নিজের শরীরে পড়েও জামা-কাপড় অপরিষ্কার হতে পারে। আবার হাঁচির আওয়াজ বড় হলেও অপরের বিরক্তির কারণ হতে পারে, তাই মুখে হাত বা কাপড় দিতে হয়।

(غَضَّ بِهَا صَوْتَهٗ) এর মর্মার্থ হলো : রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন হাঁচি দিতেন, তখন তিনি হাঁচির আওয়াজকে যদি সংযত না করা হয় তবে এটা মাজলিসের লোকের মধ্যে আতঙ্কের কারণ হতে পারে। বলা বাহুল্য যে, উক্ত কারণেই রসূল (ﷺ) হাঁচির সময় আওয়াজকে সংযত রাখতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٣٩ -[٨] وَعَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلِ الَّذِيْ يَرُدُّ عَلَيْهِ: يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلْيَقُلْ هُوَ: يَهْدِيْكُمُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৪৭৩৯-[৮] আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যখন তোমাদের কারো হাঁচি আসে, সে যেন বলে, *"আল-হামদু লিল্লাহি 'আলা- কুল্লি হা-ল"* অর্থাৎ- সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রশংসা।

৭৯৮১, মুসনাদে আহমাদ ১১৩৪১, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১১৬২, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৯১৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৩৬০, শু'আবুল ঈমান ৯৩৬৮, দারিমী ১৩৮২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৭২০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৭৬২৯।

[৬৫৭] হাসান সহীহ : তিরমিযী ২৭৪৫, আবূ দাউদ ৫০২৯, সহীহুল জামি' ৪৭৫৫, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৬৩৬২, শু'আবুল ঈমান ৯৩৫৪, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/৩৪৬ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

আর যে ব্যক্তি তার উত্তর দেবে সে যেন বলে, "*ইয়ার্‌হামুকাল্ল-হ*" অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন! এরপর তার উত্তরে পুনরায় হাঁচিদাতা বলবে, "*ইয়াহ্ দীকুমুল্ল-হু ওয়া ইউসলিহু বা-লাকুম*" অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করুন এবং তোমার অবস্থা ভালো করুন! (তিরমিযী ও দারিমী)[৬৫৮]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি (وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ) উল্লেখিত বাক্যোংশ بَال শব্দটি ৩টি অর্থে ব্যবহার হতে পারে।

১. কলব বা অন্তর অর্থে হতে পারে। ২. স্বচ্ছল জীবন যাপন হতে পারে। ৩. স্থান বা অবস্থা, অত্র হাদীসে তৃতীয় অর্থে ব্যবহার হওয়া অধিক প্রযোজ্য। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : হাঁচিদাতা "*আলহাম্‌দুলিল্লা-হ*" এর চেয়ে বেশি করে শব্দ যোগ করে বলতে পারে। যেমন- (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ) "*আল-হামদু লিল্লাহি 'আলা- কুল্লি হা-ল*"। শ্রোতাগণ বলবেন يرحمك الله "*ইয়ারহামুকাল্ল-হ*" অথবা يرحكم الله "*ইয়ারহাকুমুল্ল-হ*"। এগুলো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٤٠ -[٩] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ فَيَقُولُ: «يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৭৪০-[৯] আবূ মূসা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদীগণ নাবী ﷺ-এর নিকটে ইচ্ছা করে এ উদ্দেশে হাঁচি দিত, রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের হাঁচির জবাবে "*ইয়াহদীকুমুল্ল-হু ওয়া ইউস্‌লিহু বা-লাকুম*" অর্থাৎ- "আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হিদায়াত করুন" এবং তোমাদের অবস্থা ভালো করুন" বলেন।
(তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৬৫৯]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক ইয়াহূদী উপস্থিত হয়ে তারা ইচ্ছা করে হাঁচি দিত। এজন্য যে, তারা আশা করত যেন রসূল ﷺ তাদের জন্য রহমাতের দু'আ করেন। রসূল ﷺ তাদের হাঁচির জবাবে দু'আ করেছেন "*ইয়াহদীকুমুল্ল-হু ওয়া ইউস্‌লিহু বা-লাকুম*" (আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হিদায়াত দান করুক ও তোমাদের অবস্থা ভালো করুক)। তাদের জন্য এরূপ দু'আ এজন্য করেছেন যাতে তারা কুফরী ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শ হতে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তাদের জন্য (يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ) "*ইয়ার্‌হামুকুমুল্ল-হ*" বলেননি, কেননা রহমাত শুধু মু'মিনদের জন্য নির্দিষ্ট। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : সম্ভবত তারা সত্য জেনে ছিল কিন্তু তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করা হতে বাধা প্রদান করেছিল তাদের অন্ধ অনুসরণ এবং তাদের নেতৃত্বের ভালোবাসা। সম্ভবত তাঁরা নাবী ﷺ-এর কাছে আশা করেছিল যেন রসূল ﷺ তাদের জন্য রহমত রহম করার জন্য দু'আ করেন। নাবী ﷺ তাদের জন্য রহম করার জন্য দু'আ করেনি বরং হিদায়াতের জন্যই দু'আ করেছেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٤١ -[١٠] وَعَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ: وَعَلَيْكَ وَعَلٰى أُمِّكَ. فَكَأَنَّ الرَّجُلَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْ إِلَّا

---

[৬৫৮] সহীহ : তিরমিযী ২৭৪১, দারিমী ২৬৫৯, ইবনু মাজাহ ৩৭১৫, আবূ দাউদ ৫০৩৩, সহীহুল জামি'উস্ সগীর, ৬৮৮, ইরওয়াউল গালীল ৩/২৪৪, আহমাদ ৮৬৩১, বুখারী ৬২২৪।

[৬৫৯] সহীহ : তিরমিযী ২৭৩৯, আবূ দাউদ ৫০৩৮, আল মুসতাদরাক ৭৬৯৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৭২৩, মুসনাদে আহমাদ ১৯৫৮৬, শু'আবুল ঈমান ৯৩৫১।

Scanned by CamScanner

مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ: يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلْيَقُلْ: يَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৭৪১-[১০] হিলাল ইবনু ইয়াসাফ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা সালিম ইবনু 'উবায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে ছিলাম। জনতার মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি হাঁচি দিলো এবং (*'আলহাম্‌দুলিল্লা-হ'*র পরিবর্তে) *"আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম"* বলল (এ ধারণায় যে, হয়তো বা এটাও জায়িয আছে)। তখন সালিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার জবাবে বললেন : "তোমার ওপর এবং তোমার মায়ের ওপর সালাম।" লোকটি এতে মনে ব্যথা পেল। তখন সালিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : আমি তো এটা আমার পক্ষ হতে বলিনি; বরং এটা নাবী (ﷺ) তখন বলেছিলেন, যখন এক ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে হাঁচি দিলো এবং বলল : *"আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম"*, তখন নাবী (ﷺ) বললেন : "তোমার ওপর এবং তোমার মায়ের উপর সালাম।" যখন তোমাদের কারো হাঁচি আসে, সে যেন *"আলহাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন"* বলে এবং যে তার জবাব দেয়, সে যেন *"ইয়ার্‌হামুকাল্ল-হ"* বলে এবং হাঁচিদাতা যেন তার জবাবে *"ইয়াগ্‌ফিরুল্ল-হু লী ওয়া লাকুম"* (অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ও আমাকে ক্ষমা করুন) বলে। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৬৬০]

ব্যাখ্যা : (وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ) এর মর্মার্থ : কোন এক ব্যক্তি হাঁচির সময় *"আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম"* বললে সালিম ইবনু 'উবায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার জবাবে বললেন, *"ওয়া 'আলায়কা ওয়া 'আলা- উম্মিকা"* অর্থাৎ তোমার ওপর ও তোমার মায়ের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এ কথাটি আপাতদৃষ্টিতে তিরস্কারমূলক হলেও তা প্রকৃতপক্ষে সালিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উক্তি ছিল না। ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : সম্ভাবনা রয়েছে সালিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) *'আলহাম্‌দুলিল্লা-হ'*-এর পরিবর্তে *"আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম"* বলেছেন। আরো সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে ভুল করে *'আলহাম্‌দুলিল্লা-হ'*-এর পরিবর্তে *"আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম"* বলেছেন।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : হাঁচিদাতা যখন *'আলহাম্‌দুলিল্লা-হ'* ছাড়া অন্য কোন শব্দ দিয়ে বলবে তখন সে তার জবাব পাওয়ার উপযুক্ত নয়। কোন ব্যক্তি যদি হাঁচির সময় *'আলহাম্‌দুলিল্লা-হ'* বা *"আলহাম্‌দুলিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন"* বলে। তখন তার উত্তরে *"ইয়ার্‌হামুকাল্ল-হ"* বলবে।

অতঃপর হাঁচিদাতা তার উত্তরে পুনরায় *"ইয়াহদীকুমুল্ল-হু ওয়া ইউস্‌লিহু বা-লাকুম"* বা *"ইয়াগ্‌ফিরুল্ল-হু লী ওয়া লাকুম"* বলবে। এছাড়া *"আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম"* অথবা অন্য কোন বাক্য ব্যবহার করা উচিত নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٤٢ -[١١] وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «شَمِّتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَشَمِّتْهُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

---

[৬৬০] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৭৪০, আবূ দাউদ ৫০৩১।

এ হাদীসটি য'ঈফ হওয়া সম্পর্কে আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর সানাদে ইনক্বিত্বা' বা বিচ্ছিন্নতা আছে। আর তা হলো, হাকিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হিলাল ইবনু ইয়াসাফ এবং সালিম-কে পাননি। এ কারণেই হাদীসটি য'ঈফ অথবা হিলাল ইবনু ইয়াসাফ এবং সালিম-এর মাঝে দু'জন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ নেই। তাদের দু' জনের অপরিচিতির কারণে হাদীসটি য'ঈফ। বিস্তারিত দেখুন- ইরওয়াউল গালীল ৩/২৪৬-২৪৭ পৃঃ। সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৯৯, শু'আবুল ঈমান ৯৩৪২, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১০০৫৩, আল মুসতাদরাক ৭৬৯৮।

Scanned by CamScanner

৪৭৪২-[১১] 'উবায়দ ইবনু রিফা'আহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব তিনবার (পর্যন্ত) দাও। তারপরে যদি আরো হাঁচি দেয়, তবে তোমার ইচ্ছা; জবাব দেবে অথবা দেবে না।

[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী। আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি গরীব।][৬৬১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের মাধ্যমে মুসলিমদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে এক বৈঠকে যদি কোন ব্যক্তি একাধিকবার হাঁচি দেয় তাহলে শ্রোতার করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে হাঁচির জবাব দেয়া ওয়াজিব যা প্রত্যেক মুসলিমের পালন করা আবশ্যক। কিন্তু এ ব্যাপারে সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে। রসূল (সাঃ) বলেছেন : তোমরা মুসলিম ভাইয়ের তিনবার হাঁচির জবাব দাও। তবে একই ব্যক্তি একই বৈঠকে যদি তিনবারের বেশি হাঁচি দেয়, তখন জবাব দেয়া শ্রোতার ইচ্ছাধীন হয়ে যায়। শ্রোতা ইচ্ছা করলে জবাব দিতেও পারে আবার জবাব নাও দিতে পারে। তবে তিনবারের বেশি হাঁচি হলে জবাব দেয়া মুস্তাহাব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٤٣ -[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

৪৭৪৩-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি তোমার মুসলিম ভাইয়ের হাঁচির জবাব তিনবার পর্যন্ত দাও। এর চেয়ে যদি বেশি হাঁচি দেয়, তবে মনে করতে হবে যে, এটা তার সর্দি-কফের ব্যাধি। (আবূ দাঊদ)[৬৬২]

রাবী বলেন : আমি যতটুকু জানি যে, আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) এ হাদীসটি নাবী (সাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٧٤٤ -[١٣] عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ وَلَيْسَ هٰكَذَا. عَلَّمَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَقُولَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৪৭৪৪-[১৩] নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর পাশে হাঁচি দিলো এবং বলল, "*আলহাম্‌দুলিল্লা-হ ওয়াস্‌সালা-মু 'আলা রসূলিল্লা-হ*" (অর্থাৎ- সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার এবং সালাম রসূল (সাঃ)-এর ওপর)। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) বললেন

[৬৬১] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৫০৩৬, তিরমিযী ২৭৪৪।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "ইয়াযীদ ইবনু 'আবদুর রাহমান" যিনি আবূ ইয়াযীদ আদ্ দালানী নামে পরিচিত। ইনি একজন য'ঈফ বর্ণনাকারী। দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৪৮৩০, য'ঈফুল জামি' ৬৪২৯।

[৬৬২] হাসান মাওকূফ ও মারফূ' : আবূ দাঊদ ৫০৩৪, সহীহুল জামি' ৩৭১৫, শু'আবুল ঈমান ৯৩৫৮। বিঃ দ্রঃ হাদীসটি মারফূ' হওয়াটাই প্রাধান্য পেয়েছে। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ইলা তাখরীজি আহাদীসিল মাসাবীহি ওয়াল মিশকাত ৪/৩৫১ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

: আমি বলছি– "*আলহাম্‌দুলিল্লা-হ ওয়াস্‌সালা-মু 'আলা রসূলিল্লা-হ*"; পদ্ধতি নয়। রসূল ﷺ আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, (যদি আমাদের কারো হাঁচি আসে) যেন আমরা বলি, "*আলহাম্‌দুলিল্লা-হি 'আলা কুল্লি হাল*" অর্থাৎ- সর্বাবস্থায় প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। (ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব।)[৬৬৩]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما-এর পাশে জনৈক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বলল, "*আলহাম্‌দুলিল্লা-হ ওয়াস্‌সালা-মু 'আলা রসূলিল্লা-হ*"। মিরক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থের প্রণেতা বলেছেন : সম্ভাবনা রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তিটি এই শারী'আতের বিধান সম্পর্কে মুস্তাহাব মনে করে ছিল। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما বলেছেন, আমি হাঁচি দিয়ে "*আলহাম্‌দুলিল্লা-হ ওয়াস্‌সালা-মু 'আলা রসূলিল্লা-হ*" বলি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা রসূল ﷺ-এর শিক্ষার পরিপন্থী। কেননা রসূল ﷺ হতে যেমন বর্ণিত হয়েছে তার থেকে কম-বেশি, যোজন-বিয়োজন না করে হুবহু সেভাবে বলা উত্তম। হাঁচি দেয়ার সময় হাঁচিদাতার আরাম অনুভব হোক কিংবা দুঃখ-বেদনা অনুভব হোক সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা আদায় করতে হবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা হাঁচিকে পছন্দ করেন যে, বান্দা সুখে থাক বা দুঃখের মাঝে থাক সর্বদা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٧) بَابُ الضِّحْكِ

অধ্যায়-৭ : হাসি

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٧٤٥ -[١] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتّٰى أَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهٖ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৭৪৫-[১] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে এমনভাবে অট্টহাসি দিতে দেখিনি যে, তাঁর জিহ্বামূল দেখা গেছে; বরং তিনি কেবল মুচকি হাসতেন। (বুখারী)[৬৬৪]

ব্যাখ্যা : উচ্চশব্দে, স্বশব্দে হাসা ও কাউকে উপহাস করা ঠিক না। কারণ নাবী ﷺ-এর এ অভ্যাস ছিল না। এ অভ্যাস কাফিরদের ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসি ছাড়া স্বশব্দে হাসতেন না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٤٦ -[٢] وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ: مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِيْ إِلَّا تَبَسَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৬৬৩] হাসান : তিরমিযী ২৭৩৮, ইরওয়াউল গালীল ৩/২৪৫, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ-এর ৭১৮ নং হাদীসের টীকা দ্রঃ।

[৬৬৪] সহীহ : বুখারী ৬০৯২, মুসলিম ৪-(২১২৩) মুসনাদে আহমাদ ২৪৩৬৯, আবূ দাউদ ৫০৯৮, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ১৮৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩০৯।

Scanned by CamScanner

৪৭৪৬-[২] জারীর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হতে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কোন অবস্থাতেই তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করেননি। যখনই তিনি আমাকে দেখতেন, মুচকি হাসতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৬৫]

ব্যাখ্যা : (ضحك) শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুচকি হাসা, এ কথাটুকু রয়েছে তিরমিযী হাদীস গ্রন্থে, আর এটা নাবী ﷺ-এর পরিপূর্ণ উত্তম চরিত্র। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে এ হাদীস উল্লেখ করেন এবং সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে রয়েছে। [সম্পাদক]

٤٧٤٧ -[٣] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيهِ الصُّبْحَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِىْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ: يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ.

৪৭৪৭-[৩] জাবির ইবনু সামুরাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যে স্থানে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করতেন সূর্য পূর্ণরূপে উদয় না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্থান হতে উঠতেন না। সূর্য উদয় হলে উঠে দাঁড়াতেন। আর ইত্যবসরে কথাবার্তা বলতেন এবং জাহিলিয়্যাত যুগের কাজ-কারবারের আলোচনা করে সহাবায়ে কিরাম হাসতেন এবং রসূল ﷺ-ও মুচকি হাসতেন। (মুসলিম)[৬৬৬]

তিরমিযী'র এক বর্ণনায় আছে যে, সহাবায়ে কিরাম কবিতা আবৃত্তিও করতেন।

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ সময় ফাজ্‌রের সলাতের পর যিক্‌র করা মুস্তাহাব। রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের বসার স্থানে সার্বক্ষণিক থাকতেন যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সমস্যা না হত।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সালাফগণ এই সুন্নাতের উপর সর্বদা 'আমাল করতেন। তারা সংক্ষিপ্ত করতেন এ ব্যাপারে যিক্‌র ও দু'আর উপর। এমনকি সূর্য উদয় হত।

ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থে এবং ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সুনানে তুহফাতুল আহ্ওয়াযীতে রয়েছে, জাবির ইবনু সামুরাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সাথে এক শতকের অধিকবার বসেছি, অতঃপর সহাবীরা কবিতা পাঠ করতেন এবং তারা উল্লেখ করতেন, জাহিলিয়্যাতের অনেক বিষয় এবং তিনি (ﷺ) তখন চুপ থাকতেন এবং অনেক সময় তাদের সঙ্গে মুচকি হাসতেন।

শিক্ষণীয় : আমরা ফাজ্‌রের সলাত আদায় করার পর হতে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত যিক্‌রে ও দু'আতে লিপ্ত থাকব এবং পরে সম্ভব হলে সূর্য উঠার পর দুই রাক্‘আত ইশরাকের সলাত আদায় করব। [সম্পাদক]

---

[৬৬৫] সহীহ : বুখারী ৩০৩৫, ৬০৮৯; মুসলিম ১৩৫-(২৪৭৫), তিরমিযী ৩৮২১, ইবনু মাজাহ ১৫৯, মুসনাদে আহমাদ ১৯১৭৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭২০০, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্বারানী ২৩৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ২১৭৫।

[৬৬৬] সহীহ : মুসলিম ২৮৬-(৬৭০), ৬৯-(২৩২২); তিরমিযী ২৮৫০, আবূ দাঊদ ১২৯৪, মুসনাদে আহমাদ ২০৮৪৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৯০০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৭২০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৩২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪৩৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৮১।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٧٤٨ - [٤] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৭৪৮-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু হারিস ইবনু জাযআ (রাঃ) বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেয়ে বেশি মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি। (তিরমিযী)[৬৬৭]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٧٤٩ - [٥] عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَضْحَكُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ. وَقَالَ بِلَالُ بْنُ سَعْدٍ: أَدْرَكْتُهُمْ يَشْتَدُّونَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ كَانُوا رُهْبَانًا. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

৪৭৪৯-[৫] ক্বাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহাবীগণ কি হাসতেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তবে তাঁদের অন্তরে পাহাড়ের চেয়েও অধিক বড় ঈমান ছিল। বিলাল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন : আমি সহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-কে তীরের লক্ষ্যস্থলের মধ্যে দৌড়াতে দেখেছি, এমতাবস্থায়ও তাঁরা একে অপরকে দেখে হাসতে থাকতেন। আর যখন রাত হত, তখন তাঁরা আল্লাহর প্রতি অধিক ভীত হতেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৬৬৮]

ব্যাখ্যা : তারা হাসতে সীমালঙ্ঘন করত না এবং অন্য কিছুর মাঝেও দীনের গণ্ডির মাঝে থাকতেন। বেশি হাসার কারণে অন্তর মরে যাবে এমন হাসতেন না। বেশি হাসার জন্য তাদের অন্তর প্রকম্পিত হত। যেমন এসেছে অধিক হাসা অন্তরকে মেরে ফেলে। হাসার অর্থ উপহাস আর কাউকেও উপহাস করা বৈধ নয়।

ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তারা হাসতেন কিন্তু সীমালঙ্ঘন করতেন না। যার ফলে তাদের অন্তরসমূহকে মেরে ফেলবে বেশি হাসার ফলে, তাদের ঈমান কেঁপে উঠতো। যেমন হাদীসে এসেছে, নিশ্চয় বেশি হাসা অন্তরসমূহকে মেরে ফেলে, মৃত করে দেয়। তাই আল্লাহ সূরাহ্ মুত্বাফ্‌ফিফীনের আয়াত উল্লেখ করে এটাই জানাতে চান যে, "নিশ্চয় পাপীরা মু'মিনদেরকে উদ্দেশ্য করে হাসত"– (সূরাহ্ আল মুত্বাফ্‌ফিফীন ৮৩ : ২৯) আর এটা ঠিক নয়, অনুচিত কাজ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ) [সম্পাদক]

---

[৬৬৭] সহীহ : তিরমিযী ৩৬৪১, মুসনাদে আহমাদ ১৭৭১৩, শু'আবুল ঈমান ৮০৪৭।

[৬৬৮] হাসান : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৩৫১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬৭৩১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল নাসায়ী ১১৮৫৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/২২৪ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

(٨) بَابُ الْأَسَامِيْ

অধ্যায়-৮ : নাম রাখা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٧٥٠ -[١] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هٰذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكْنُوْا بِكُنْيَتِيْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৭৫০-[১] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ বাজারে গেলেন। এক ব্যক্তি "হে আবুল ক্বাসিম!" বলে ডাক দিলো। তখন নাবী ﷺ তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। লোকটি বলল, আমি ঐ ব্যক্তিকে ডেকেছি। তখন নাবী ﷺ বললেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখতে পার; কিন্তু আমার উপনামে উপনাম রেখ না। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৬৯]

ব্যাখ্যা : ত্ববারানীর বর্ণনায় রয়েছে, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত (وَلَا تَكْنُوْا بِكُنْيَتِيْ) অর্থাৎ আমার উপনামে নামকরণ করো না। কেননা উপনাম সম্মানার্থে হয়ে থাকে। শুধু নাম সম্মানের বিপরীত, অতঃপর তিনি তাদেরকে এটা হতে নিষেধ করেন। যাতে করে সন্দেহে পতিত না হয় যখন কতিপয় মানুষকে আহ্বান করা হয়। অতঃপর ঘোষণা দেয়া হয়, নিশ্চয় 'আরবদের 'আলিমগণ বলেন, নাম হয়ত প্রশংসার ঘোষণা দিবে অথবা বদনামের তার নাম মুহাম্মাদ ﷺ উপনাম আবুল ক্বাসিম ও তার لقب উপাধি রসূলুল্লাহ ﷺ।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপনামে বা মূল নামে কখন রাখা যাবে বা যাবে না– এ প্রসঙ্গে নিম্নে ইমামদের মতভেদ উল্লেখ করা হলো।

১. ইমাম শাফি'ঈ ও আহলে যাহির-এর অভিমত হলো : নিশ্চয় আবুল ক্বাসিম নামে কারও নামকরণ করা কখনও বৈধ হবে না। চাই সেই নাম মুহাম্মাদ বা আহমাদ হোক বা না হোক। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত মুসলিমের বাহ্যিক হাদীস থেকে উপলব্ধি করা যায়– এ মতটি।

২. এই নিষেধ রহিত হয়ে গেছে। এ আদেশ প্রথম দিকে ছিল। এ অর্থই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রহিত হয়েছে। জামহূর 'উলামা বলেছেন, অতঃপর প্রত্যেকের জন্য আবুল ক্বাসিম নামে নামকরণ করা বর্তমানে বৈধ। সেটা তার নাম মুহাম্মাদ এবং আহমাদ বা অন্য কিছু হোক এতে অসুবিধা নেই। এ মতটি ইমাম মালিক-এর। ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ মতটি অধিকাংশ সালাফ ও মিসরের ফাক্বীহগণেরও অধিকাংশ 'আলিমগণের এবং প্রসিদ্ধ রয়েছে এক জামা'আত আবুল ক্বাসিম উপনামে নাম রেখেছে। এর পরেও বর্তমান পর্যন্ত।

৩. ইবনু জারীর-এর মত নিশ্চয় এটা রহিত হয়নি। শুধু নিষেধ ছিল পবিত্রকরণে ও আদাবের (শিষ্টাচারিতার) জন্য, হারাম করার জন্য নয়।

---

[৬৬৯] সহীহ : বুখারী ২১২০, ২১২১; মুসলিম (১/২১৩১), তিরমিযী ২৮৪১, আবূ দাউদ ৪৯৬৫, ইবনু মাজাহ ৩৭৩৫, সহীহ আল জামি'উস সগীর ২৯৪৮-২৯৪৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৭৪৩, মা'আরিফাতুস্ সুনাল ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৯০৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৮৬৭, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৯২৬।

Scanned by CamScanner

৪. নিশ্চয় নিষেধ আবুল ক্বাসিম উপনামে ডাকা থেকে। নির্দিষ্ট ঐ ব্যক্তির জন্য যার নাম মুহাম্মাদ অথবা আহমাদ এবং ক্ষতি নেই অসুবিধা নেই শুধু উপনামে ঐ ব্যক্তির জন্য যে এই দুই নামের মধ্যে থেকে কোন একটি নামে নাম রাখে না। এটা সালাফের এক জামা'আতের উক্তি। এ প্রসঙ্গে মারফূ' হাদীস জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে।

৫. নিশ্চয় সাধারণভাবে আবুল ক্বাসিম উপনামে ডাকা থেকে নিষেধ করা হয় এবং ক্বাসিম নাম রাখা থেকে নিষেধ করা হয়। যাতে উপনামে ডাকা হবে না তার আব্বাকে আবুল ক্বাসিম নামে অথচ মারওয়ান ইবনু হাকাম তার ছেলের নাম পরিবর্তন করে 'আবদুল মালিক রাখলেন। যখন তার কাছে পৌঁছল এ হাদীস তখন তার ছেলের নাম রাখলেন 'আবদুল মালিক। তার ছেলের নাম প্রথমে রেখেছিলেন ক্বাসিম এবং কতিপয় আনসার সহাবীরা এরূপ করেছেন।

৬. সাধারণত মুহাম্মাদ নাম রাখা নিষেধ করা হয়। চাই তার উপনাম হোক্ বা আসল নাম হোক– এ প্রসঙ্গে হাদীস এসেছে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে «تُسَمُّوْنَ أَوْلَادَكُمْ مُحَمَّدًا ثُمَّ تَلْعَنُوْنَهُمْ» অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সন্তানদের নাম রাখ মুহাম্মাদ, অতঃপর তোমরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত কর লা'নাত কর। 'উমার চিঠি লিখেন কুফাবাসীর প্রতি, তোমরা নাবীর নামে কারও নাম রাখিও না। মাদানীহ্-এর এক জামা'আতকে আদেশ করেন তাদের সন্তানদের মুহাম্মাদ নাম পরিবর্তন করার জন্য। এক জামা'আত উল্লেখ করেন তার জন্য নিশ্চয় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন এ ব্যাপারে এবং এর মাধ্যমে তিনি নাম রাখেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে ত্যাগ করেন। ক্বাযী বলেন : অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ নিশ্চয় 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ কাজটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামের সম্মান করার জন্য করেন।

শিক্ষা : কুরআন ও সহীহ হাদীস বিরোধী কোন নাম হলে সেই নাম পরিবর্তন করা উচিত। যেরূপ সহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় কোন অবস্থায় ঠিক না। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে বা উপনামে বা উপাধিতে নাম রাখা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২১৩১/১) [সম্পাদক]

٤٧٥١ -[٢] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «سَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৭৫১-[২] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমার নামে নাম রাখতে পার; কিন্তু আমার নামে নাম রেখ না। কেননা আমাকে বণ্টনকারী নিয়োগ করা হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে থাকি। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৭০]

ব্যাখ্যা : জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে নাম রাখা আদেশ পাওয়া যায় উপনামে নাম রাখা নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সম্মান করার জন্য। যাকে আহ্বান করা হয়, উপনামের কারণে সে কষ্ট পায়। এটা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অধিকারে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইয্যত করা। এর মধ্যে কাউকেও অংশীদার না করা। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ "রসূলের ডাককে তোমরা তোমাদের একের প্রতি অন্যের ডাকের মতো গণ্য করো না"– (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৬৩)। আল্লাহ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। আল্লাহ

[৬৭০] সহীহ : বুখারী ৩১১৪, মুসলিম ৪-(২১৩৩), আল মুসতাদরাক ৭৭৩৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৯২৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৯২৭, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬৪৭, সহীহুল জামি' ৩৬৪২।

Scanned by CamScanner

তা'আলা 'ক্বাসিম' অর্থাৎ বন্টনকারী বানিয়েছেন সবার মাঝে। جامع (জামি')-এর বর্ণনায় রয়েছে, আমি প্রেরিত হয়েছি, ক্বাসিম হিসেবে আমি বন্টনকারী 'ইল্ম' গনীমাত এরূপ আরো অনেক কিছু। শুভ সংবাদ নেক বান্দার জন্য। মানতের বস্তু খারাপ ব্যক্তির জন্য। মূলকথা হলো রসূলুল্লাহ ﷺ শুধু তার সন্তানদের জন্য 'আবুল ক্বাসিম' নন বরং তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সর্বকালের জন্য 'ক্বাসিম'।

'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! যদি আপনার মৃত্যুর পর আমার সন্তান হয় আমি কি তার নাম মুহাম্মাদ এবং আপনার উপনামে নাম রাখতে পারব? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হ্যাঁ। এ মত ইমাম মালিক-এর। ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : এ মত অধিকাংশ সালাফের ও মিসরের ফাক্বীহগণের।

আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, «أن النبي ﷺ نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته» অর্থাৎ নিশ্চয় নাবী ﷺ নিষেধ করেছেন তার নাম ও উপনামে একত্র করা হতে। একই ব্যক্তির মাঝে ।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮৪২)

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর রসূলুল্লাহ উপাধি কোন অবস্থায় কারো জন্য বৈধ নয়। মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাদের) নামে কারো নাম রাখা নিষেধ।

'আবদুল্লাহ ইবনু জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমে নিষেধ রয়েছে, হাদীসটি নিম্নে বর্ণিত হলো,

عن عبد الله بن جرار "سموا بأسماء الانبياء ولاتسموا بأسماء الملائكة". (متفق عليه)

নামের প্রসঙ্গে শাফি'ঈ ও আহলুয্ যাহির সতর্কতা অবলম্বনে যা বলেছেন আবুল ক্বাসিম উপনামে কারো নাম রাখা কখনও বৈধ নয়, সঠিক কথা হলো তার নামে রাখা বৈধ, তাঁর উপনামে ডাকা তার থেকে নিষেধ। তার বেঁচে থাকা অবস্থায় কঠিনভাবে নিষেধ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ) [সম্পাদক]

٤٧٥٢ -[٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৫২-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম নাম 'আবদুল্লাহ এবং 'আবদুর রহমান।

(মুসলিম)[৬৭১]

ব্যাখ্যা : ব্যাখ্যায় বলা হয়, নাবী আলায়হিস্ সালাম-গণের নামের পরে, ইসফাতের দালীলের মাধ্যমে জানা যায়। 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহমান অতি প্রিয় আল্লাহ তা'আলার নিকট। অতঃপর প্রমাণ করে এই দুই নামের উপরে যে, এ দুই নাম মুহাম্মাদের নাম হতে অধিক প্রিয় নয়, অতঃপর উভয় নামই সমান মর্যাদার অবস্থানে। অথবা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নাম। উক্ত দুই নাম হতে অতি প্রিয় সাধারণভাবে অথবা কোন দিক থেকে। মিরক্বাত লেখক বলেন : এ বিষয়ে আল্লাহ অধিক ভালো অবগত রয়েছেন। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮৩৩)

«عن عبد الله بن عمر عن النبي قال أحب الاسماء عبد الله وعبد الرحمن»

অর্থাৎ ইবনু 'উমার নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহর কাছে 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহমান নাম অতি প্রিয়।

---

[৬৭১] সহীহ : মুসলিম ৩৯-(৫৭০৯), তিরমিযী ২৮৩৩, আবূ দাউদ ৪৯৪৯, ইবনু মাজাহ ৩৭২৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৯৭৬, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬২৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৪০, ইরওয়াউল গালীল ৪/৪০৬ পৃঃ, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৯১১, মুসনাদে আহমাদ ৬১২২।

Scanned by CamScanner

শিক্ষা : আল্লাহ তা'আলার নামের সঙ্গে কারো নাম রাখতে হলে আল্লাহর নামের পূর্বে عبد শব্দ যুক্ত করে اضافت এর পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে হবে তা না করলে বৈধ হবে না। বরং শির্ক হবে। যেমন- 'আবদুল মালিক ও 'আবদুর রহীম ইত্যাদি।

অন্যথায় বৈধ হবে না। যেমন 'আবদুন্ নাবী ও 'আবদুল হারিস ইত্যাদি এ জাতীয় নাম রাখা শারী'আতে বৈধ নয়। আর 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহমান নাম আমরা বেশী রাখব। [সম্পাদক]

٤٧٥٣ -[٤] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ لَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: «لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا».

৪৭৫৩-[৪] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তুমি কখনো তোমাদের "গোলাম" (সন্তান)-এর নাম 'ইয়াসার', 'রবাহ', 'নাজীহ' ও 'আফলাহ' রেখ না। কেননা যখন তুমি তার নাম ধরে ডাকবে, আর সে উপস্থিত থাকবে না, তখন কেউ বলবে "নেই"। (মুসলিম)[৬৭২]

মুসলিম-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তুমি তোমার গোলামের নাম 'রবাহ', 'ইয়াসার', 'আফলাহ' কিংবা নাফি' নাম রেখ না।

ব্যাখ্যা : আমাদের সন্তানের নাম نجيح، افلح، نافع، يسار، رباح (নাজীহ, আফলাহ, নাফি', ইয়াসার, রবাহ) ইত্যাদি ও এ জাতীয় অর্থবোধক নাম রাখা থেকে বিরত থাকব। ইমাম নাবাবী মুসলিমের শার্হ বলেছেন, আমাদের সঙ্গীরা এ জাতীয় নাম রাখা অপছন্দ করেন। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ) [সম্পাদক]

٤٧٥٤ -[٥] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْهٰى عَنْ أَنْ يُسَمّٰى بِيَعْلٰى وَبِبَرَكَةَ وَبِأَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذٰلِكَ. ثُمَّ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ثُمَّ قُبِضَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৫৪-[৫] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইচ্ছা করলেন যে, তিনি লোকেদেরকে ইয়া'লা, বারাকাহ্, আফলাহ, ইয়াসার, নাফি' এবং অনুরূপ নাম রাখতে নিষেধ করবেন। তারপর দেখলাম, তিনি ইচ্ছা পোষণ করার পর নিশ্চুপ থাকলেন। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তিকাল হলো, অথচ তিনি এরূপ নাম রাখতে নিষেধ করেননি। (মুসলিম)[৬৭৩]

ব্যাখ্যা : জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে نافع، يسار، افلح، بركة، يعلى (নাফি', ইয়াসার, আফলাহ, বারাকাহ্, ইয়া'লা-) এ জাতীয় আরো নাম এবং সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেন চারটি নাম افلح، يسار، نافع، رباح (রবাহ, নাফি', ইয়াসার, আফলাহ) এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে ইমাম ত্ববারানী হাসান সানাদে বর্ণনা করেন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) وليد، حرب، يسار،

[৬৭২] সহীহ : মুসলিম ১১-(২১৩৬), আহমাদ ২০২৪৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৩৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৬৫২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৭৮৮, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬৮৯৭, ইরওয়াউল গালীল ৪/৪০৭ পৃঃ, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৯৭৮, আবূ দাউদ ৪৯৫৮, তিরমিযী ২৮৩৬, ইবনু মাজাহ ৩৭৩০।

[৬৭৩] সহীহ : মুসলিম ১৩-(২১৩৮), আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৭৮৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬৪২ সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১৪৩।

Scanned by CamScanner

نجيح، افلح، ابوالحكم، الحكم، امرأة (ওয়ালীয, হার্ব, ইয়াসার, নাজীহ, আফলাহ, আবুল হাকাম, আল হাকাম, আমরিআহ্/আমরাআহ্) এবং ইমাম ত্বারানী (রহিমাহুল্লাহ) বুরয়দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত كلب ، كليب কাল্ব ও কুলায়ব নাম রাখতে নিষেধ করেছেন।

শিক্ষা : আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উল্লেখিত নিষেধকৃত নাম রাখা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকার তাওফীক্ব দান করুন এবং বিরত থাকা আমাদের সকলের উচিত যেহেতু হাদীসে নিষেধ রয়েছে।

(শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ১৩-[২১৩৮]; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮৩৫) [সম্পাদক]

٤٧٥٥ -[٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ لَا مَلِكَ إِلَّا لِلّٰهِ»

৪৭৫৫-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার সমীপে সবচেয়ে খারাপ নাম ঐ ব্যক্তির হবে, যাকে «مَلِكَ الْأَمْلَاكِ» অর্থাৎ- "রাজাধিরাজ" বলা হবে। (বুখারী)[৬৭৪]

মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে অভিশপ্ত ও কলুষিত সে-ই হবে, যার নাম "শাহানশাহ" বা "রাজাধিরাজ" রাখা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ "রাজাধিরাজ" নন।

ব্যাখ্যা : বিখ্যাত সহাবী আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, বুখারীতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন নিকটতম নাম হবে ঐ ব্যক্তির যে নাম রাখে مالك الأملاك "রাজাধিরাজ"। ফাতহুল বারীতে কিছু শব্দের পরিবর্তে একই রূপ বর্ণনা করা হয়। সুফ্ইয়ান বলেন, এ শব্দের ব্যাখ্যা شاهان شاه। মুসলিম, আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী একই রূপ উল্লেখ করেন। حاكم الحكام قاضي القضاة অথবা "বিচারকদের বিচারক নাম রাখার ব্যাপারে 'আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।" (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ [২১৪৩]-২০)

ملك الأملاك অনেক ঘৃণিত নাম আল্লাহ তা'আলার নিকট। ইবনু আবী শায়বাহ্ তার রিওয়ায়াতে কিছু বৃদ্ধি করেছেন, যেমন বলেন لا مالك الا الله عزوجل আর "باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك" এই শিরোনাম থেকে আমরা বুঝতে পারি এ জাতীয় নাম হারাম পর্যায়ের।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি জিজ্ঞেস করেছি, আবূ 'আম্র-কে ঘৃণিত নামের প্রসঙ্গে তিনি বলেন এগুলো নাম অনেক নিকৃষ্ট। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, «اغيظ رجل على الله يوم القيامة واخبثه واغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك» অর্থাৎ ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহর নিকট অধিক অপছন্দনীয় ও লাঞ্ছিত হবে ঐ ব্যক্তি যার নাম যে "মালিকুল আমলাক" ও "মালিকুল মুলুক" নামে শিরোনাম যুক্ত হবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮৩৭; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৫৩)

---

[৬৭৪] **সহীহ :** বুখারী ৬২০৫, মুসলিম ২১-(২১৪৩), সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬৩২, মুসনাদে আহমাদ ৮১৭৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯১৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৯৭৯, সহীহুল জামি' ১০৮১।

Scanned by CamScanner

শিক্ষা : এ উল্লেখিত এসব নামে শিরোনাম যুক্ত হওয়া হারাম, এগুলো আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। যেমন আর রহমান ও আল কুদ্দূস ইত্যাদি। আরো রয়েছে জাহাঙ্গীর, আলমগীর, শাহজাহান, শাহানশাহ ইত্যাদি।

٤٧٥٦ -[٧] وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سلَمَةَ قَالَتْ: سُمِّيتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ سَمُّوهَا زَيْنَبَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৫৬-[৭] যায়নাব বিনতু আবূ সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নাম "বার্‌রাহ্" রাখা হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা নিজেদের পবিত্রতা নিজেরাই প্রকাশ করো না। তোমাদের মধ্যে কে পুণ্যবান, তা আল্লাহ তা'আলাই বেশি জানেন। তাঁর নাম যায়নাব রাখো। (মুসলিম)[৬৭৫]

ব্যাখ্যা : যায়নাব (রাঃ) বলেন, আমার নাম ছিল বার্‌রাহ্ (পুণ্যবতীর কাছ থেকে উত্থিত হয়েছে)। অতঃপর আমার নাম রসূলুল্লাহ ﷺ যায়নাব রাখলেন। (শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ১৯-[২১৪২])

٤٧٥٧ -[٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৫৭-[৮] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবি "জুওয়াইরিয়াহ্"-এর নাম ছিল "বার্‌রাহ্"। তিনি (ﷺ) তাঁর নাম পরিবর্তন করে "জুওয়াইরিয়াহ্" রেখেছিলেন। এজন্য যে, কেউ বলবে, আপনি "বার্‌রাহ্" কথাটি তিনি খারাপ মনে করতেন। (মুসলিম)[৬৭৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মধ্যে برة নাম পরিবর্তন করে زينب (যায়নাব) রাখতে বলেন, কেননা কে ভালো বা মন্দ আল্লাহ অধিক ভালো অবগত রয়েছেন। মুসলিমের অন্য বর্ণনায় برة নামকে রসূলুল্লাহ ﷺ جويرية (জুওয়াইরিয়াহ্) নামে পরিবর্তন করেন। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৯২; শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২১৪২/১৯)

٤٧٥٨ -[٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِنْتًا كَانَتْ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمِيلَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৫৮-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রাঃ)-এর কন্যাকে 'আসিয়াহ্ বলা হত। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখলেন "জামীলাহ্"। (মুসলিম)[৬৭৭]

ব্যাখ্যা : 'উমার (রাঃ)-এর মেয়ের নাম ছিল عاصية ('আসিয়াহ্) অর্থাৎ অমান্যকারী। রসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন جميلة (জামীলাহ্) অর্থাৎ সুন্দরী। শারহু মুসলিমে রয়েছে, ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অপছন্দনীয় কুশ্রী নাম পরিবর্তন করা মুস্তাহাব, যে রকম اسامى مكروهة অপছন্দ নামসমূহ পরিবর্তন করে ভালো নাম রাখা শারী'আতসম্মত মত।
(শারহুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২১৩৯/১৫; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮৩৮; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৪৪)

---

[৬৭৫] সহীহ : মুসলিম ১৯-(২১৪২), আবূ দাউদ ৪৯৫৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১০, সহীহুল জামি' ৭২৯৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৯৮৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০১৭১।

[৬৭৬] সহীহ : মুসলিম ১৬-(২১৪০), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১১, আল মুসতাদরাক ৬৭৮৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৮৯৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৯৮১।

[৬৭৭] সহীহ : মুসলিম ১৫-(২১৩৯), ইবনু মাজাহ ৩১৩৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৮৯৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৯৮১।

Scanned by CamScanner

٤٧٥٩ -[١٠] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ فَقَالَ: «وَمَا اسْمُهُ؟» قَالَ: فُلَانٌ: «لَا لٰكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৭৫৯-[১০] সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনযির ইবনু আবূ উসায়দ যখন ভূমিষ্ঠ হলো, তখন তাঁকে নাবী (ﷺ)-এর কাছে আনা হলো। তিনি (ﷺ) তাঁকে নিজের রানের উপর রাখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : তাঁর নাম কী? উত্তরদাতা বলল : "অমুক"। তিনি (ﷺ) বললেন : "না"; বরং তাঁর নাম "মুনযির"। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৭৮]

ব্যাখ্যা : সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাঃ) অর্থাৎ সা'দ আস্ সা'ইদী আল আনসারী, সাহ্ল-এর নাম ছিল حزن (হুয্ন), অর্থাৎ- দুঃখিত, ব্যথিত, বিষণ্ন হওয়া। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার নাম রাখলেন سهل (সাহ্ল), তার থেকে তার ছেলে عباس ('আব্বাস) ও الزهرى (যুহরী)। আর ابو حازم (আবূ হাযিম) বর্ণনা করেন আল মুনযির ইবনু আবূ উসায়দ (রাঃ) তাকে الساعدى (সা'দী)-ও বলা হয়। তাকে নাবী (ﷺ)-এর নিকট আনা হলে তার জন্মের পর তাকে নাবী (ﷺ)-এর রানের উপর রাখা হয়। নাবী (ﷺ)-এর কাছে শিশুকে যে উপস্থিত করেছেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তার নাম কি? তিনি বললেন, উমুক। নাবী (ﷺ) বলেন, না। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : তোমরা যে নাম এ শিশুটির রেখেছ তাতে আমি সন্তুষ্ট নই। বরং আমি সন্তুষ্ট হব তার নাম হবে المنذر (মুনযির)। সম্ভবত নাবী (ﷺ) ভালো মনে করে এরূপ করেছেন। ফাতহুল বারী ও শার্হুন্ নাবাবীসহ সব শার্হ্তে শাব্দিক কিছু পার্থক্যসহ সব হাদীসগুলো একইরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৯১; শার্হুন্ নাবাবী ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২১৪৯/২৯)

٤٧٦٠ -[١١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ. وَلٰكِنْ لِيَقُلْ: غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي. وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّي وَلٰكِنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِي". وَفِي رِوَايَةٍ: "لِيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ".

وَفِي رِوَايَةٍ: "لَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৬০-[১১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কেউ নিজের দাস-দাসীকে "আমার বান্দা", "আমার বাঁদী" ইত্যাদি যেন না বলে। কেননা তোমরা সকল পুরুষই আল্লাহ তা'আলার বান্দা, আর সকল মহিলাই আল্লাহ তা'আলার বাঁদি; বরং সে যেন বলে, "আমার চাকর", "আমার চাকরাণী", "আমার ছেলে", "আমার মেয়ে"। আর গোলামও নিজের মুনীবকে প্রভু বলবে না; বরং সে বলবে, "আমার সর্দার"।

অপর এক বর্ণনায় আছে, সে যেন "আমার সর্দার" ও "আমার মনিব" বলে। আরেক বর্ণনায় আছে যে, দাস তার মালিককে যেন "আমার প্রভু" না বলে। কারণ তোমাদের সকলের প্রভুই আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন। (মুসলিম)[৬৭৯]

---

[৬৭৮] সহীহ : বুখারী ৬১৯১, মুসলিম ২৯-(২১৪৯), তিরমিযী ২৩৮, ইবনু মাজাহ ২৭৫, ২৭৬; সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬৩১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৫৬৬১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৭৯২।

[৬৭৯] সহীহ : মুসলিম ১৪-(২২৪৯), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮০৩, মুসনাদে আহমাদ ৮১৯৭, আবূ দাউদ ৪৯৭৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৮৬৯, শু'আবুল ঈমান ৮৬১২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১০/১৭৯ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : কতিপয় শব্দের মাধ্যমে মুনীব বা দাস কেউ কাউকে ডাকতে পারবে না– এ প্রসঙ্গে নিম্নে আলোচনা উল্লেখ করা হলো–

১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন : তোমাদের কেউ বলবে না তুমি খাওয়াও তোমার রবকে। উযূ করিয়ে দাও তোমার রবকে এবং তার বলা উচিত আমার নেতা, আমার বন্ধু। আর তোমাদের কেউ বলবে না আমার দাস আমার দাসী এবং তার বলা উচিত আমার যুবক এবং আমার যুবতী এবং আমার ছেলে। আরবী হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হলো,

عن ابي هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقل احدكم اطعم ربك وضيئ ربك وليقل سيدى مولاى ولا احدكم عبدى امتى وليقل فتاى وفتاتى غلامى.

২. আবূ দাঊদ, নাসায়ী, আহমাদ এবং মুসান্নিফ (রহিমাহুমুল্লাহ) ‘আল আদাবুল মুফরাদ’-এর মধ্যে বর্ণনা করেন ‘আবদুল্লাহ ইবনু আশ্ শিখখীর-এর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন السيد শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা‘আলাকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন হারফে নিদার দ্বারা নির্দিষ্ট করে আহ্বান করাকে অপছন্দ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন : কোন ব্যক্তির বলা يا سيدى এরূপ বলা অপছন্দ অর্থাৎ ঠিক হবে না।

৩. মুসান্নিফ (রহিমাহুল্লাহ) আল আদাবুল মুফরাদে বৃদ্ধি করেছেন এবং ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) ‘আলা ইবনু ‘আবদুর রহমান তিনি তার আব্বা থেকে তার আব্বা আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন, "كلكم عبيد الله وكل نسائكم اماء الله" অর্থাৎ- তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দাসমূহ বা দাসসমূহ এবং তোমাদের সকল মহিলারা আল্লাহর বান্দীসমূহ বা দাসীসমূহ।

৪. ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নিষেধাজ্ঞার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বড়ত্ব ও অহংকার প্রকাশ করার জন্য বৈধ হবে না। আর যদি শুধু পরিস্থিতির জন্য রাখে তা হলো শিথিলতা রয়েছে। والله أعلم

৫. শার্‌হু মুসলিমে শাব্দিক কিছু একই রূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

৬. ‘আওনুল মা‘বূদে আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা হলো :

«لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِىْ وَلَا أَمَتِىْ وَلَا يَقُلِ الْمَمْلُوكُ رَبِّىْ وَرَبَّتِىْ وَلٰكِنْ لِيَقُلِ الْمَالِكُ فَتَاىَ وَفَتَاتِىْ وَالْمَمْلُوكُ سَيِّدِىْ وَسَيِّدَتِىْ فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوكُونَ وَالرَّبُّ اللّٰهُ تَعَالٰى»

অর্থাৎ আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ বলবে না আমার বান্দা, আমার দাসী এবং দাস; তার মুনীবকে বলবে না আমার রব (প্রভু)। আর ‘রব্’ শব্দকে তা দ্বারা স্ত্রী লিঙ্গ বানিয়ে বলবে না আমার রববাতী স্ত্রী প্রভু নামে সম্বোধন করবে না। কর্তার বলা উচিত আমার যুবক এবং যুবতী এবং দাসের বলা উচিত আমার নেতা ও আমার নেত্রী। অতঃপর অবশ্যই তোমরা সবাই আল্লাহর দাসসমূহ আর প্রকৃত প্রভু আল্লাহ তা‘আলা। অতএব ‘রব্’ শব্দ আল্লাহ তা‘আলার জন্যই প্রযোজ্য অন্য কারোর জন্য নয়। আর ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) দু‘আ করার সময় سيد শব্দের মাধ্যমে দু‘আ করা তিনি অপছন্দ করেন। سيد শব্দ আল্লাহর নাম হিসেবে কুরআন এবং মুতাওয়াতির হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ‘রব্’ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা‘আলাকে বুঝানো হয়েছে। মুনযিরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : ইমাম নাসায়ী এটা সংকলন করেন।

Scanned by CamScanner

শিক্ষা : হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করে বুঝা যায়, যে সমস্ত নাম আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য, তা অন্য কারোর জন্য প্রয়োগ না করা। আর যে সমস্ত শব্দ বা নাম এর ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে ঐ নাম বা শব্দ অন্যের নামের (সৃষ্টি জীবের) জন্য ব্যবহার ও সম্বোধন না করা। যেমন ربة، رب، سيد، امة، عبد، مولى ইত্যাদি। যা আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা দরকার তা আল্লাহ তা'আলার জন্য আর যা অন্যের জন্য ব্যবহার করা যায় তা অন্যের জন্য এটা ছাড়া বিপরীত থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে তা না হলে পাপী হতে হবে এবং শির্‌ক হয়ে যাবে।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৫২; শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হাঃ ২২৪৯/১৫; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৬৭)

٤٧٦١ -[١٢] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تَقُولُوا: الْكَرْمُ فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৬১-[১২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : (আঙ্গুর গাছকে) তোমরা "কারম" বলো না। কারণ كَرْم (কার্‌ম) বলা হয় মু'মিনের অন্তঃকরণকে। (মুসলিম)[৬৮০]

ব্যাখ্যা : ফাতহুল বারীতে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَيَقُوْلُوْنَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ»

অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তারা বলেন, اَلْكَرْمُ (আল কার্‌ম) আর "আল কার্‌ম" অর্থ মু'মিনের অন্তর। যুহরী বর্ণনা করেন, আবূ সালামাহ্ হতে এই শব্দের মাধ্যমে لا تسموا العنب كرما অর্থ তোমরা আঙ্গুরকে كرم নামকরণ করো না।

আর ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) همام এর পদ্ধতি থেকে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা করা হাদীস উল্লেখ করেন, لا يقل احدكم للعنب الكرم অর্থাৎ তোমাদের কেহ আঙ্গুরকে الكرم বলবে না। কেননা الكرم শব্দ দ্বারা একজন মুসলিম ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। سفيان এর বর্ণিত হাদীস,

«قال رسول الله ﷺ: لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن»

অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা كرم বলো না, কেননা কার্‌ম হলো মু'মিনের অন্তর। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি ويقولون الكرم এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারা বলে কার্‌ম আঙ্গুরের গাছ। আর ত্বারানী ও বাযযার (রহিমাহুমাল্লাহ) সামুরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস মারফূ' হিসেবে সংকলন করেন,

«إن اسم الرجل المؤمن في الكتب الكرم من أجل ما أكرمه الله على الخليقة، وإنكم تدعون الحائط من العنب الكرم»

অর্থাৎ- নিশ্চয় মু'মিনের নাম গ্রন্থসমূহে রয়েছে كرم এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টিজীবের উপর সম্মানিত করেছেন। নিশ্চয় তোমরা আঙ্গুরের বাগানকে كرم কার্‌ম বলে আহ্বান করো।

খত্ত্বাবী এ আলোচনার সারাংশ বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় নিষেধের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মদের হারামের গুরুত্ব দেয়া তার নাম মিটিয়ে ফেলার দ্বারা এবং কেননা এ নাম অবশিষ্ট রাখার মাধ্যমে তাকে প্রতিষ্ঠা করার শামিল। কারণ জাহিলী যুগে একে যে পান করত সে সম্মানী হয়ে যায় এটা মনে ও ধারণা করত, অতঃপর এর নামকরণ كرم কারাম করা হতে নিষেধ করা হয়েছে এবং বলেছেন,

---

[৬৮০] **সহীহ :** মুসলিম ৭-(২২৪৭), সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৩৩, সহীহুল জামি' ৮১৪৫, মুসনাদুল হুমায়দী ১০৯৯, মুসনাদুল বায্‌যার ৭৬৭৮, মুসনাদে আহমাদ ৭২৫৭।

Scanned by CamScanner

(إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ) অর্থাৎ নিশ্চয় কারম মু'মিনের হৃদয়, অন্তর। কারণ এর ভিতর রয়েছে ঈমানের আলো ইসলামের হিদায়াত সৎপথ প্রদর্শন।

ইবনুল বাত্তল ইবনুল 'আরাবী হতে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় তারা আঙ্গুর কারম كرم নামে নামকরণ করত, কেননা মদ আঙ্গুর থেকে তৈরি করা হত আর তাদের ভ্রান্ত ধারণা মদ দানশীল হওয়ার, উদার হওয়ার উপর উৎসাহ প্রদান করে এবং উত্তম চরিত্রের আদেশ দেয়। (আসলে এ কথাগুলো ঠিক নয়, ভ্রান্ত।) শারহু মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) ও 'আওনুল মা'বূদে নিষেধ রয়েছে।

শিক্ষা : আমরা কখনও কোন ব্যক্তির নাম كرم (কারম) রাখব না এবং এ নামে আহ্বান করব না। বরং كرم কোন ব্যক্তির নাম রাখা যায়।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৮৩; শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হাঃ ২২৪৭/৭; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৬৬)

٤٧٦٢ -[١٣] وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: "لَا تَقُولُوا: الْكَرْمُ وَلٰكِنْ قُولُوا: الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ".

৪৭৬২-[১৩] মুসলিম-এর উপর বর্ণনায় ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র হতে বর্ণিত। তিনি (সাঃ) বলেছেন : তোমরা আঙ্গুরকে কারম বলো না; বরং عِنَبٌ ('ইনাব) ও حَبَلَةٌ (হাবালাহ্) বলো।[৬৮১]

ব্যাখ্যা : 'আলক্বামাহ্ ইবনু ওয়ায়িল তার পিতা থেকে বর্ণিত হাদীস নিষেধ রয়েছে।

«لَا تَقُولُوا الْكَرْمُ وَلٰكِنْ قُولُوا الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ»

অর্থাৎ নিশ্চয় নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমরা 'কারম' বলো না। বরং তোমরা আঙ্গুর বা আঙ্গুরের গাছ বলো। আর এটাই আসল কথা। (শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হাঃ ২২৪৮/১২)

٤٧٦٣ -[١٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ وَلَا تَقُولُوا: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৭৬৩-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা আঙ্গুরের নাম "কারম" (كَرْم) রাখবে না এবং যুগের হতাশা ও নৈরাজ্যজনক শব্দ উচ্চারণ করো না। কেননা আল্লাহই যুগ। অর্থাৎ- যুগ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। (বুখারী)[৬৮২]

ব্যাখ্যা : বুখারীতে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের প্রথম দিকে আঙ্গুরকে كرم বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এর পরে (يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ) অর্থাৎ যুগের নিরাশ বলে সম্বোধন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ যুগের কোন দোষ নেই। যুগ পরিবর্তন করেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজেই। এজন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : (فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدهرُ) অর্থাৎ অতঃপর নিশ্চয় আল্লাহ নিজেই যুগ। যুগের ভালো ও মন্দ কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই যদি আল্লাহ তা'আলা না করেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা যুগের সৃষ্টিকর্তা। তিনি যুগকে পরিবর্তন, রূপান্তর, পরিবর্ধন করেন। যুগের মধ্যে কারও পরিবর্তন করার ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া। আর

---

[৬৮১] সহীহ : মুসলিম ৪১-(৬০১০), দারিমী ২১১৪, শু'আবুল ঈমান ৫২১৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৩১, সহীহুল জামি' ৭৪০৪।

[৬৮২] সহীহ : বুখারী ৬১৮২, সহীহুল জামি' ৭৩৩০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮০৩, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬১৪।

Scanned by CamScanner

যুগ আল্লাহ তা'আলার হুকুমে নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ও বশীভূত, অনুগত। জামি'উস্ সগীরে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন।

শার্হ্ মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,

«يسب بن آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدَيَّ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ»

অর্থাৎ- আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : ইবনু আদাম (আদাম সন্তান) যুগকে গালি দেয়, অথচ আমিই যুগ আমারই হাতে রাত ও দিন অর্থাৎ আমার হুকুমের অধীনে রাত-দিন।

আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত অন্য হাদীসে রয়েছে শাব্দিক কিছু পরিবর্তন সহকারে,

«يؤذيني بن آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ والنهار»

অর্থাৎ আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : আদাম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, সে যুগকে গালি দেয়। আর অথচ আমিই যুগ, আমি রাত ও দিবসকে পরিবর্তন করি। শার্হ্ মুসলিমে আরো রয়েছে শাব্দিক কিছু পরিবর্তন সহকারে, «تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ»

অর্থাৎ তোমরা যুগকে গালি দিও না, কেননা আল্লাহ তা'আলা তিনিই যুগ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে, «ولا تقولوا يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر»

অর্থাৎ তোমাদের কেউ বলবে না 'হে যুগের নিরাশ!' কেননা আল্লাহ তা'আলাই যুগ। এটা ছাড়া ফাতহুল বারীতেও একই রূপ নিষেধ রয়েছে।

(শার্হুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হাঃ ২২৬৪/৪; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৮২)

শিক্ষা : বিভিন্ন হাদীসের পর্যালোচনা থেকে বুঝা গেল যে, হে যুগের নিরাশ! যুগের বঞ্চিত বলা যাবে না এবং যুগ ও কালকে গালি দেয়া যাবে না। সম্পূর্ণ নিষেধ।

٤٧٦٤ -[١٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَسُبَّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৬৪-[১৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন যুগকে গালি না দেয় (দোষারোপ না করে)। কারণ যুগের বিবর্তন আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। (মুসলিম)[৬৮৩]

ব্যাখ্যা : আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ».

---

[৬৮৩] সহীহ : মুসলিম ৬-(২২৪৭), আহমাদ ৭৪৮২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮০৩, সহীহুল জামি' ৭৭১০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭২৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৩৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/২৫৮, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১১৪৮৭, মুসনাদে আহমাদ ৭৬৮২, মুসনাদে আবী ইবনু হুমায়দ ১৯৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০৯৩৬, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ২১২০।

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অবশ্যই তোমাদের কেউ যুগকে গালি দিবে না, কেননা আল্লাহ তিনিই যুগ এবং তোমাদের কেউ অঙ্গুরকে কার্‌ম বলবে না, কেননা الكرم। দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একজন মুসলিম ব্যক্তি। এটা ছাড়া বিভিন্ন হাদীসে যুগকে গালি দেয়া এবং আঙ্গুরকে الكرم। বলা নিষেধ করা হয়েছে, অতঃপর আমরা এরূপ করব না এবং বলব না। (শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হাঃ ২২৪৭/৬)

٤٧٦٥ -[١٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِيْ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِيْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: «يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ» فِيْ «بَابِ الْإِيْمَانِ»

৪৭৬৫-[১৬] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন কখনো এ কথা না বলে যে, আমার আত্মা কলুষিত হয়েছে; বরং বলবে, আমার আত্মা কষ্ট বা ব্যথা পাচ্ছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮৪]

এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه বর্ণিত হাদীস "ঈমান" অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : ফাতহুল বারীতে রয়েছে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বর্ণিত হাদীসে এবং আবূ উমামাহ্ ইবনু সাহ্ল তিনি তার পিতা হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي تَابَعَهُ عُقَيْلٌ.

অর্থাৎ আবূ উমামাহ্ ইবনু সাহ্ল তার পিতা হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ অবশ্যই বলবে না আমার আত্মা-মন দুষ্ট, অনিষ্টকর, মন্দ হয়েছে এবং কিন্তু তার বলা উচিত আমার মন-আত্মা আকৃষ্ট, আকর্ষিত হয়েছে। এ হাদীসের অনুসরণ করেছে 'উক্বায়ল।

শিক্ষা : আত্মা-মন অনিষ্টকর বা মন্দ হয়েছে না বলে, আকৃষ্ট বা আকর্ষিত, ঝুঁকে পড়েছে বলা উচিত। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৭৯)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٧٦٦ -[١٧] عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهٗ لَمَّا وَفَدَ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَعَ قَوْمِهٖ سَمِعَهُمْ يُكَنُّوْنَهٗ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ فَلِمَ تُكَنّٰى أَبَا الْحَكَمِ؟» قَالَ: إِنَّ قَوْمِيْ إِذَا اخْتَلَفُوْا فِيْ شَيْءٍ أَتَوْنِيْ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيْقَيْنِ بِحُكْمِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا

[৬৮৪] সহীহ : বুখারী ৬১৭৯, মুসলিম ১৬-(২২৫০), আবূ দাউদ ৪৯৭৮, সহীহুল জামি' ৭৭৫৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬২৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০৯৯২, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬৫০৪, মুসনাদে আহমাদ ২৫৭৪৮, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫৮৫৪।

Scanned by CamScanner

أَحْسَنَ هٰذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟» قَالَ: لِيْ شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ قَالَ: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟» قَالَ قُلْتُ: شُرَيْحٌ. قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ". رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪৭৬৬-[১৭] শুরাইহ ইবনু হানী (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, যখন তিনি তাঁর গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি (ﷺ) শুনলেন যে, তাঁর গোত্র তাঁকে "আবুল হাকাম" (أَبُو الْحَكَمِ) উপনামে ডাকছে। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং বললেন : আল্লাহ তা'আলাই "হাকাম" এবং হুকুম তো তাঁরই ইখতিয়ারাধীন। তুমি কেন "আবুল হাকাম" উপনাম গ্রহণ করেছ। তিনি জবাবে বললেন : আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেদের যখন কোন ব্যাপারে মতানৈক্য হয়, তখন তারা নিঃসন্দেহে আমার কাছে আসে এবং আমি তাদের মাঝে এমনভাবে ফায়সালা করি যে, তারা উভয় দলই সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং আমার আদেশকে শিরোধার্য করে মেনে নেয়। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ কাজ খুব ভালো কাজ। তোমার কয়টি সন্তান আছে? জবাবে তিনি (হানী) বললেন : আমার তিনটি ছেলে আছে- ১. শুরাইহ, ২. মুসলিম, ৩. 'আবদুল্লাহ। তিনি (ﷺ) বললেন : এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে? তিনি বললেন : "শুরাইহ"। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : ঠিক আছে, তোমার উপনাম আবূ শুরাইহ।

(আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[৬৮৫]

ব্যাখ্যা : 'আওনুল মা'বূদে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,

عن ابيه عن ابيه هانئ انه لما وفد إلى رسول الله ﷺ مع قومه سمعهم يكنونه بابي الحكم فدعاه رسول الله ﷺ فقال "ان الله هو الحكم واليه الحكم فلم تكنى ابا الحكم" فقال ان قومى اذا اختلفوا فى شيئ اتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين فقال رسول الله ﷺ "ماحسن هذا فمالك من الولد" قا لي شريح ومسلم وعبد الله قال ومن اكبرهم قلت شريح قال فأنت ابو شريح"

অর্থাৎ- তার পিতা হানি হতে বর্ণিত, তিনি যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার সম্প্রদায়ের লোকেদের সঙ্গে আসলেন, তিনি তাদেরকে তাকে 'আবুল হাকাম' উপনামে আহ্বান করতে শ্রবণ করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকলেন, আর তিনি (ﷺ) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই হলেন الحكم (হাকাম) আর তার নিকটেই ফায়সালা الحكم (হাকাম), অতঃপর কেন? তোমাকে ابو الحكم (আবুল হাকাম) উপনামে ডাকা হয়। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয় আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন কোন বিষয়ে মতভেদ করেন। তখন তারা আমার কাছে আগমন করেন। অতঃপর আমি তাদের মাঝে সমাধান ও ফায়সালা প্রদান করি। অতঃপর উভয় দলের লোকেরা সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা কতই না সুন্দর! তোমার কি সন্তান রয়েছে? তখন তিনি বললেন আমার সন্তান রয়েছে শুরাইহ, মুসলিম ও 'আবদুল্লাহ নামে (তিনজন)। তিনি (ﷺ) বললেন, তাহলে তাদের মধ্যে বড় কে? আমি বললাম, শুরাইহ। তিনি (ﷺ) বললেন, অতএব তুমি আবূ শুরাইহ। নাসায়ীতেও কিছু শাব্দিক পরিবর্তনসহ হাদীস রয়েছে।

শিক্ষা : 'আবুল হাকাম' কারো নাম রাখা যাবে না এবং বড় সন্তানের নামের সঙ্গে উপনাম হওয়াটা উচিত। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৪৭; শারহুন্ নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৫৪০২)

---

[৬৮৫] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৯৫৫, নাসায়ী ৫৩৮৭, ইরওয়া ২৬১৫, সহীহুল জামি' ১৮৪৫, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬২৭, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৫৯৪০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৯১৬, আল মুসতাদরাক ৬২, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ২১০১৫।

Scanned by CamScanner

٤٧٦٧ -[١٨] وَعَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ: لَقِيتُ عُمَرَ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ. قَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «الْأَجْدَعُ شيطانٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৭৬৭-[১৮] মাসরূক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে'? আমি বললাম, আমি আজদা'-এর পুত্র মাসরূক। 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : শায়ত্বনের এক নাম আজদা'। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৬৮৬]

ব্যাখ্যা : 'আওনুল মা'বূদের মধ্যে মাসরূক্ব বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,

عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ. فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: "الْأَجْدَعُ: شَيْطَانٌ".

অর্থাৎ- মাসরূক্ব (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। অতঃপর তিনি বলেছেন। তুমি কে? আমি বললাম : مسروق بن الاجدع (মাসরূক্ব ইবনুল আজদা')। অতঃপর 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, الاجدع (আল আজদা') : শায়ত্বন, অর্থাৎ শায়ত্বনসমূহের একটি শায়ত্বনের নাম।

শিক্ষা : الاجدع (আল আজদা') কারও নাম না রাখা, যেহেতু শায়ত্বনের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য হয়।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৪৯)

٤٧٦٨ -[١٩] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَائَكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৭৬৮-[১৯] আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের উত্তম নাম রাখবে। (আহমাদ ও আবূ দাউদ)[৬৮৭]

ব্যাখ্যা : 'আওনুল মা'বূদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ যাকারিয়্যা তিনি আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের

---

[৬৮৬] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ৪৯৫৭, ইবনু মাজাহ ৩৭৩১, য'ঈফুল জামি' ২২৭১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৯০২, মুসনাদুল বায্যার ৩১৯, মুসনাদে আহমাদ ২১১।
হাদীস য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "মুজালিদ ইবনু সা'ঈদ" নামের একজন য'ঈফ বর্ণনাকারী আছে। তার ব্যাপারে ইমাম বুখারী বলেন : আমি তার হাদীস লিখি না, আমি তার হাদীস লিখি না, আমি তার হাদীসে সময় ব্যয় করি না। অন্যবার বলেন, সে মিথ্যুক। ইমাম যাহাবী বলেন : সে একজন য'ঈফ বর্ণনাকারী। ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন সহ অনেকে তাকে য'ঈফ বলেছেন। বিস্তারিত দেখুন- তাহযীবুল কামাল, রাবী নং ৫৭৮০।

[৬৮৭] **য'ঈফ** : আহমাদ ২১৬৯৩, আবূ দাউদ ৪৯৪৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১২২৭, য'ঈফুল জামি' ২০৩৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮১৮, শু'আবুল ঈমান ৮৬৩৩, সুনানুদ্ দারিমী ২৬৯৪, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/১৫২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৭৮৬।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে উল্লেখিত "আবদুল্লাহ ইবনু আবূ যাকারিয়্যা আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু" থেকে হাদীসটি শোনেননি, কাজেই সানাদে বিচ্ছিন্নতা হওয়ার কারণে হাদীসটি য'ঈফ। দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৫৪৬০।

Scanned by CamScanner

দিন তোমাদের আহ্বান করা হবে তোমাদের নামে এবং তোমাদের পিতাদের নামে। অতএব তোমরা তোমাদের সুন্দর ও উত্তম নাম রাখ।

ত্ববারানীর বর্ণনায় রয়েছে,

فِىْ غَيْرِهٖ أَوْ يُقَالُ تُدْعٰى طَائِفَةٌ بِأَسْمَاءِ الْاٰبَاءِ وَطَائِفَةٌ بِأَسْمَاءِ الْأُمَّهَاتِ (فَأَحْسِنُوْا أَسْمَاءَكُمْ) أَىْ أَسْمَاءَ أَوْلَادِكُمْ وَأَقَارِبِكُمْ وَخَدَمِكُمْ.

অর্থাৎ একদলকে আহ্বান করা হবে পিতাদের নামে এক দলকে মাতাদের নামে। অতএব তোমরা তোমাদের (সন্তানদের, আত্মীয়দের, চাকর-চাকরাণীদের) সুন্দর ও উত্তম নাম রাখ।

শিক্ষা : আমাদের সবার উচিত কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের সমর্থিত উত্তম ও সুন্দর নামগুলো রাখা। যে নামগুলো রাখতে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো নাম না রাখা। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৪০) [সম্পাদক]

٤٧٦٩ -[٢٠] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اسْمِهٖ وَكُنْيَتِهٖ وَيُسَمّٰى مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৪৭৬৯-[২০] আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী তাঁর নাম ও উপনাম একই ব্যক্তির মধ্যে একত্র করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ- "মুহাম্মাদ" নাম রেখে তাঁরই উপনাম "আবুল ক্বাসিম" রাখতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী)[৬৮৮]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ -এর নাম এবং উপনাম একত্রে রাখতে নাবী নিষেধ করেছেন। কারও জন্য একত্র রাখা বৈধ নয়। আর জাবির হতে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যখন তোমরা আমার নাম রাখবে তখন তোমরা আমার উপনাম রাখবে না। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮৪১)

٤٧٧٠ -[٢١] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمَّيْتُمْ بِاسْمِىْ فَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَفِىْ رِوَايَةِ أَبِىْ دَاوُدَ قَالَ: «مَنْ تَسَمّٰى بِاسْمِىْ فَلَا يَكْتَنِ بِكُنْيَتِىْ وَمَنْ تَكَنّٰى بِكُنْيَتِىْ فَلَا يَتَسَمَّ بِاسْمِىْ».

৪৭৭০-[২১] জাবির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী বলেছেন : যখন তোমরা আমার নামে নাম রাখবে, তখন আমার উপনামে উপনাম রাখবে না। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৬৮৯]

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি গরীব। আবূ দাউদ-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার নামে নাম রাখবে, সে আমার উপনামে উপনাম রাখবে না। আর যে ব্যক্তি আমার উপনামে উপনাম রাখবে, সে আমার নামে নাম রাখবে না।

---

[৬৮৮] হাসান সহীহ : তিরমিযী ২৮৪১, সহীহুল জামি' ৬৮২৪, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬৫২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮১৫।

[৬৮৯] সহীহ : তিরমিযী ২৮৪২, ইবনু মাজাহ ৩৭৩৬, আবূ দাউদ ৪৯৬৬, সহীহুল জামি' ৪৩২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯৪৬, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আমার লিল বায়হাক্বী ৫৯১৩, মুসনাদুল বায্যার ৮২৪৭, আহমাদ ৮১০৯, শু'আবুল ঈমান ৮৬৩৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৮০৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : 'আওনুল মা'বূদের মধ্যে আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِيْ.

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা আমার নামে নামকরণ করতে পার এবং আমার উপনামে ডাকিও না। এ প্রসঙ্গে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বুখারী ও মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে শাব্দিক কিছু পরিবর্তন সহকারে নিষেধ করা হয়েছে।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৫৭)

তুহফাতুল আহ্ওয়াযীতে রয়েছে, জাবির বর্ণিত হাদীসে এরূপ, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«إذا سميتم بِيْ فَلَا تَكَنَّوْا بِيْ»

অর্থাৎ- যখন তোমরা আমার নামে নামকরণ করবে বা নাম রাখবে তখন তোমরা আমার উপনামে নামকরণ করবে না বা উপনামে ডাকবে না।

* উপনাম ও মূল নাম একত্রকরণ বৈধ হওয়ার দলীল এবং এটা কোন সময় বৈধ- এ ব্যাপারে আলোচনা উল্লেখ করা হলো,

عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله قلت يا رسول الله ان ولد لى من بعدك ولد اسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم.

অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! যদি আমার সন্তান হয় আপনার (মৃত্যুর পর) আমি কি তার নাম রাখতে পারি আপনার নামে এবং আমি কি আপনার উপনামে তার নাম রাখতে পারি বা তাকে আপনার উপনামে ডাকতে পারি? তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, (উপনামে নাম রাখতে পার বা ডাকতে পার)।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮৪২)

শিক্ষা : নিষেধাজ্ঞা সীমাবদ্ধ তার বেঁচে থাকা অবস্থায়, অতঃপর বৈধ হবে উভয়ের মাঝে একত্র করা তার মৃত্যুর পর- এ মত ব্যক্ত করেন ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)। অধিকাংশ 'উলামার মত যেমন নাবাবীর আলোচনায় রয়েছে এবং ইমাম শাফি'ঈ ও আহলুয্ যাহির বলেন, এ প্রসঙ্গে আবুল ক্বাসিম কারো জন্য কখনও জায়িয নেই চাই তার নাম মুহাম্মাদ অথবা আহমাদ অথবা না হোক। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বাহ্যিক হাদীসের দৃষ্টিতে যা অধ্যায়ের মধ্যে রয়েছে।

٤٧٧١ -[٢٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذُكِرَ لِيْ أَنَّكَ تَكْرَهُ ذٰلِكَ. فَقَالَ: «مَا الَّذِيْ أَحَلَّ اسْمِيْ وَحَرَّمَ كُنْيَتِيْ؟ أَوْ مَا الَّذِيْ حَرَّمَ كُنْيَتِيْ وَأَحَلَّ اسْمِيْ؟». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: غَرِيبٌ

৪৭৭১-[২২] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈকা মহিলা বলল : হে আল্লাহর রসূল! আমার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। আমি তার নাম "মুহাম্মাদ" এবং তার কুনিয়াত "আবুল ক্বাসিম" রেখেছি। অতঃপর আমার কাছে এ কথা ব্যক্ত করা হলো যে, আপনি এ নাম রাখা পছন্দ করেন না। রসূলুল্লাহ

Scanned by CamScanner

ﷺ বললেন : কিসে আমার নাম হালাল করল, আর আমার কুনিয়াত হারাম করল? অথবা কিসে আমার উপনাম হারাম করল, আর নাম হালাল করল?

[আবূ দাউদ; আর ইমাম মুহয়িউইস্ সুন্নাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি গরীব][৬৯০]

ব্যাখ্যা : 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বর্ণিত হাদীসে এবং আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার নামে নাম রাখো আমার উপনামে নাম রেখ না।

عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله انى قد ولدت غلاما فسميته محمدا و كنيته ابا القاسم فذكر لى انك تكره ذلك فقال "ما الذى احل اسمى وحرم كنيتى" أو "ما الذى حرم كنيتى واحل اسمى"

অর্থাৎ- 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন, অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি একজন ছেলে জন্ম দিয়েছি, অতঃপর তার নাম রেখেছি মুহাম্মাদ এবং তার উপনাম রেখেছি আবুল ক্বাসিম। অতঃপর আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে আপনি তা অপছন্দ করেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, কিসে আমার নাম হালাল করেছে এবং কিসে আমার উপনাম হারাম করেছে অথবা কিসে আমার উপনাম হারাম করেছে এবং কিসে আমার নাম হালাল করেছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৬০)

তুহফাতুল আহ্ওয়াযীতে রয়েছে 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব رضي الله عنه হতে বর্ণিত হাদীস,

عن علي ابن أبي طالب انه قال يا رسول الله ﷺ ارأيت ان ولدلى بعدك ولد اسمه محمد أو اكنيه بكنيتك؟ قال نعم قال فكانت رخصة لي.

অর্থাৎ 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব رضي الله عنه বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আপনার অভিমত কি? যদি আপনার (মৃত্যুর) পর আমার একটি ছেলে সন্তান হয় তাহলে কি তার নাম মুহাম্মাদ রাখতে পারব? আর আপনার উপনামে তাকে ডাকতে পারব বা আপনার উপনাম রাখতে পারব? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ (পারবে)। রাবী বলেন, আমার জন্য অনুমতি পাওয়া গেল। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮৪৩)

٤٧٧٢ -[٢٣] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৭৭২-[২৩] মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনার ইন্তিকালের পর আমার কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে কি আমি আপনার নামে নাম ও আপনার উপনামে উপনাম রাখব? তিনি (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ। (আবূ দাউদ)[৬৯১]

---

[৬৯০] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৯৬৮, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১০৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৮০৯।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "মুহাম্মাদ ইবনু 'ইমরান আল হাজাবী" নামের বর্ণনাকারী মুনকারুল হাদীস। এজন্য হাদীসটি য'ঈফ। বিস্তারিত দেখুন- আর্ রওযুন্ নাযীর ৮০৮ নং হিদায়াতুর রুওয়াতি ইলা তাখরীজি আহাদীসিল মাসাবীহি ওয়াল মিশকাত ৪/৩৬২ পৃঃ।

[৬৯১] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৯৬৭, তিরমিযী ৩০১২/ ২৮৪৩, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬৫১, মুসনাদে আহমাদ ৭৩০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৮০৭, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৯১৪, আল মুসতাদরাক ৭৭৩৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯৪৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : তুহফাতুল আহ্ওয়াযীতে রয়েছে ‘আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে ‘আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্য অনুমতি ছিল। অতঃপর জায়িয রয়েছে। একত্র করা সন্দেহ দূর হয়ে গেল। এ আলোচনা বহুবার হয়েছে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮৪৩)

٤٧٧٣ -[٢٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَنَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَقْلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِيهَا.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ. وَفِي «الْمَصَابِيحِ» صَحَّحَهُ

৪৭৭৩-[২৪] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক প্রকার শাক তুলতাম, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ শাকের নামানুসারে আমার উপনাম রাখলেন। (তিরমিযী)[৬৯২]

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি এ বর্ণনা সূত্র ছাড়া অন্য কোন বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হয়নি। আর মাসাবীহ্ গ্রন্থকার এ হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

٤٧٧٤ -[٢٥] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُغَيِّرُ الِاسْمَ الْقَبِيحَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৭৭৪-[২৫] ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুৎসিত নাম পরিবর্তন করে রাখতেন। (তিরমিযী)[৬৯৩]

٤٧٧٥ -[٢٦] وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمِّهِ أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: «بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৭৭৫-[২৬] বাশীর ইবনু মায়মূন (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর চাচা উসামাহ্ ইবনু আখদারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট একদল লোক এলো। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, তাকে “আসরাম” (গাছ কর্তনকারী বা কাঠুরিয়া) বলা হত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? লোকটি বলল : “আসরাম”। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : না; বরং তুমি “যুর‘আহ্”। (আবূ দাঊদ)[৬৯৪]

---

[৬৯২] **য‘ঈফ** : তিরমিযী ৩৮৩০, আহমাদ ১৩৭৩৭, মুসনাদুল বায্যার ৬৪৭৩, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৬৫৫, মুসনাদু আবূ ইয়া‘লা ৪০৫৭।
হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে “জাবির আল জু‘ফী” নামের বর্ণনাকারী; এ বর্ণনাকারী মাতরূক। এ হাদীসটির অন্য একটি সানাদ আছে যেটি এর চেয়ে ভালো। আর সেই সানাদে একজন বর্ণনাকারী আছে যার নাম “শারীক ইবনু ‘আবদুল্লাহ আল ক্বাযী”। সে একজন য‘ঈফ রাবী। দেখুন- আলবানী (রহিমাহুল্লাহ)-এর তাহক্বীকৃকৃত হিদায়াতুর রুওয়াত ইলা তাখরীজি আহাদীসিল মাসাবীহি ওয়াল মিশকাত ৪/৩৬০ পৃঃ।

[৬৯৩] **সহীহ** : তিরমিযী ২৮৩৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২০৭, ২০৮; সহীহুল জামি‘ ৪৯৯৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৯৮০, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৮৯৬।

[৬৯৪] **সহীহ** : আবূ দাঊদ ৪৯৫৪, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৫২৪, আল আহাদীসিল মুখতারাহ্ লিযিয়া আল মাক্বদিসী ১৩০৬, আল মুসতাদরাক ৭৭২৯।

Scanned by CamScanner

٤٧٧٦ -[٢٧] وَقَالَ: وَغَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ اسْمَ الْعَاصِ وَعَزِيزٍ وَعَتَلَةَ وَشَيْطَانٍ وَالْحَكَمِ وَغُرَابٍ وَحُبَابٍ وَشِهَابٍ وَقَالَ: تَرَكْتُ أَسَانِيدَهَا لِلِاخْتِصَارِ.

৪৭৭৬-[২৭] ইমাম আবূ দাঊদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী ﷺ 'আস, 'আযীয, 'আতালাহ্, শায়ত্বন, হাকাম, গুরাব, হাবাব ও শিহাব ইত্যাদি নামগুলো পরিবর্তন করে রেখেছেন। তিনি আরো বলেন, আমি সংক্ষিপ্ত করার জন্য এর বর্ণনাসূত্র পরিত্যাগ করেছি।[৬৯৫]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ অপছন্দনীয় নাম পরিবর্তন করেছেন যেমন এক বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তির নাম ছিল اسود (আসওয়াদ) অর্থ কালো। রসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম রাখলেন بيض। (আবইয়ায) যার অর্থ সাদা। যা বর্ণনা করেন ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ)।

এছাড়া আবূ দাঊদ-এর বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তির নাম ছিল اصرم (আস্‌রম), রসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন زرعة (যুর্'আহ্) আর صرم অর্থ কর্তন করা। নাবী ﷺ العاص ('আস) এর নাম عزيز ('আযীয) ও عتلة، شيطان، الحكم، غراب، حباب، شهاب (শিহাব, হিবাব, গরাব, আল হাকাম, শায়ত্বন, 'আতালাহ্) নামগুলো পরিবর্তন করেন, এটা ছাড়া অনেক নাম পরিবর্তন করেছেন যা বিভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে।

আর তুহফাতুল আহ্ওয়াযীতে বর্ণিত হাদীসেও পরিবর্তনের কথা রয়েছে।

নাবী ﷺ অপছন্দনীয় নাম পরিবর্তন করতেন। 'আওনুল মা'বূদে পরিবর্তনের কথা উল্লেখ রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٧٧ -[٢٨] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لِأَبِي مَسْعُودٍ: مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي (زَعَمُوا)؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

وَقَالَ: إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ حُذَيْفَةُ.

৪৭৭৭-[২৮] আবূ মাস্'ঊদ আল আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আবূ 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে অথবা আবূ 'আবদুল্লাহ (রাঃ) আবূ মাস্'ঊদ আল আনসারী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি «زَعَمُوْا» শব্দটি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে কী বলতে শুনেছ? তিনি বললেন : আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, «زَعَمُوْا» শব্দটি মানুষের নিকৃষ্ট বাহন (অর্থাৎ- এ শব্দটির ব্যবহার খারাপ)। (আবূ দাঊদ)[৬৯৬]

ইমাম আবূ দাঊদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আবূ 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হুযায়ফাহ্ (রাঃ)-এর উপনাম।

---

[৬৯৫] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪৯৫৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১৪ আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৭৯৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৯৮৩।

[৬৯৬] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪৯৭২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৬৬, সহীহুল জামি' ২৮৪৬, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৫৯০, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৭৯১, মুসনাদে আহমাদ ১৭০৭৫, শু'আবুল ঈমান ৫২২৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬৯৮।

Scanned by CamScanner

٤٧٧٨ - [٢٩] وَعَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلٰكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৭৭৮-[২৯] হুযায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা এরূপ বলো না, "যা কিছু আল্লাহ চান এবং অমুক ব্যক্তি চায়"; বরং তোমরা বলবে, "যা কিছু আল্লাহ চান" অতঃপর "অমুক ব্যক্তি চায়"। (আহমাদ ও আবূ দাউদ)[৬৯৭]

ব্যাখ্যা : অপছন্দনীয় নাম পরিবর্তন করা উচিত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلَانٌ) "যা কিছু আল্লাহ চান এবং অমুক ব্যক্তি চায়" বলা যাবে না, এটাতে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও ব্যক্তির ক্ষমতা একই রূপ হয়ে যায়। আর এটা শির্কের পর্যায়ে পড়ে যায়। তাই এরূপ বলা যাবে না বরং ماشاء الله এর পরে واو হরফে আত্বফ রয়েছে তার পরিবর্তে ثم হরফে আত্বফ ব্যবহার করতে হবে। এটার ফলে মাখলূক্ব ও খালিক-এর মাঝে দূরত্ব ও পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়, এটার মাধ্যমে বিলম্ব বুঝা যায়। আল্লাহ তা'আলা ও অন্যের মাঝে সাদৃশ্যপূর্ণ শির্ক হতে মুক্ত থাকা যায়। তাই নাবী (ﷺ) (مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلَانٌ) বলার পরিবর্তে (مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلَانٌ) বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটাই সঠিক অন্যথায় শির্ক হবে। ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ অনুরূপ বর্ণনা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সূরাহ্ আত্ তাকভীর-এ ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ...﴾ অর্থাৎ তোমরা চাইলে হবে না কোন কিছু, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা না চাইবেন"– (সূরাহ্ আদ্ দাহ্‌র/ইনসান ৭৬ : ৩০)। [সম্পাদক]

٤٧٧٩ - [٣٠] وَفِيْ رِوَايَةٍ مُنْقَطِعًا قَالَ: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُولُوا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهُ». رَوَاهُ فِيْ "شَرْحِ السُّنَّةِ".

৪৭৭৯-[৩০] অপর এক বর্ণনায় مُنْقَطِعٌ হিসেবে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যা কিছু আল্লাহ তা'আলা ও মুহাম্মাদ (ﷺ) চান" বলবে না; বরং শুধু এতটুকু বলবে, "যা কিছু একমাত্র আল্লাহ তা'আলা চান"। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৬৯৮]

ব্যাখ্যা : (مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ) আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে واو আত্বফ দ্বারা বর্ণনা করা যাবে না বরং ثم হরফে আত্বফ 'আল্লাহ' শব্দের পরে উল্লেখ করতে হবে তাহলে শির্ক হবে না অথবা 'আল্লাহ' শব্দের পরে وحده শব্দ উল্লেখ করতে হবে তাহলেও শির্ক হতে মুক্ত থাকা যাবে। যেমন (مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ) বলা যাবে না বরং বলতে হবে مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهُ অথবা বলা যাবে (مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ)। যদি কেউ বলে (مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ) তা শির্কে জালী হবে অর্থাৎ স্পষ্ট শির্ক হবে। এ বর্ণনাটি শারহুস্ সুন্নাহ্-এর মধ্যে রয়েছে। অন্য রিওয়ায়াত অনুযায়ী ماشاء الله ثم شاء فلان বলা যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ) [সম্পাদক]

---

[৬৯৭] সহীহ : আহমাদ ২৩৩৪৭, আবূ দাউদ ৪৯৮০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৩৭, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৯৫৭২, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১০৮২১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬০২০।

[৬৯৮] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৮৮৯১, ইবনু মাজাহ ২১১৪, দারিমী ২৬৯৯, আল আহাদীসুল মুখতারাহ্ ১৫৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৮১৩৭, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১০৮২০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭২৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৩৫৫, মুসনাদে আহমাদ ২০৬৯৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৮১৩, মা'আরিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১৭৭৭৬।

Scanned by CamScanner

শিক্ষা : ماشاء الله وشاء فلان এবং مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ বললে শিরক হবে এবং ماشاء الله ثم شاء فلان أو محمد বললে শিরক হবে না।

٤٧٨٠ -[٣١] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৭৮০-[৩১] উক্ত রাবী (হুযায়ফাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা কোন মুনাফিক্বকে নেতা বলবে না। কেননা সে যখনই তোমাদের নেতা হয় বা তোমরা তাকে নেতা বলবে, তখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করলে। (আবূ দাউদ)[৬৯৯]

ব্যাখ্যা : হুযায়ফাহ্ রাঃ বর্ণিত হাদীসে মুনাফিক্বকে سيد (সাইয়িদ) বলতে নিষেধ করা হয়েছে যে হাদীসটি হাদীস গ্রন্থ আবূ দাউদে রয়েছে। এ হাদীসে মুনাফিক্বকে سيد বলা যাবে না তাহলে বুঝা যায় مؤمن (মু'মিন)-কে সাইয়িদ বলা যাবে। আর এটা বিরোধী নয় যা বর্ণনা করেছে আহমাদ ও হাকিম 'আবদুল্লাহ ইবনু শিখখীর হতে মারফূ' হিসেবে। السيد দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকেই বুঝানো হয়েছে। যা মুসনাদ আহমাদে রয়েছে। আর যদি কেউ মুনাফিক্বকে سيد বলে তাহলে সে যেন আল্লাহ তা'আলাকে রাগান্বিত করল আর যে আল্লাহ তা'আলাকে রাগান্বিত করল সে যেন বড় পাপ করল। আর এ হাদীসের ভাষ্য দ্বারা মুনাফিক্বকে سيد বলা যাবে না। বললে আল্লাহ তা'আলাকে রাগান্বিত করা হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ) [সম্পাদক]

শিক্ষা ও মূলকথা : المولى ও السيد (আল মাওলা ও আস্ সাইয়িদ) উভয় শব্দটি আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রকৃত পক্ষে প্রযোজ্য, অন্যের জন্য রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। না করাটাই অনেক ভালো ও সঠিক। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন। পরিচিতির জন্য অনেকে ব্যবহার করে থাকে জায়িয মনে করে। والله أعلم (আল্লাহ অধিক ভালো জানেন।)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٧٨١ -[٣٢] عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: اسْمِي حَزْنٌ قَالَ: «بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৭৮১-[৩২] 'আবদুল হামীদ ইবনু জুবায়র ইবনু শায়বাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রহিমাহুল্লাহ)-এর কাছে বসেছিলাম। তিনি আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করলেন যে, তাঁর দাদা "হায্ন" (حَزْن) নাবী ﷺ-এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি (ﷺ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার নাম কী? তিনি জবাবে বললেন : আমার নাম "হায্ন"। তিনি (ﷺ) বললেন :

---

[৬৯৯] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৯৭৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৭০, সহীহ আল জামি'উস সগীর ৭৪০৫, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৫৮৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯২৩।

Scanned by CamScanner

আমি তোমার নাম "সাহ্‌ল" (سَهْل) রাখলাম। তিনি বললেন : আমি আমার নাম পরিবর্তন করতে চাই না। কেননা এ নাম আমার পিতা রেখেছেন। ইবনু মুসাইয়াব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারপর হতে (এ নামের দরুন) আমাদের পরিবার দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করছে। (বুখারী)[৭০০]

ব্যাখ্যা : ফাতহুল বারীতে রয়েছে,

«عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ»

'আবদুল হামিদ ইবনু জুবায়র ইবনু শায়বাহ্ বলেছেন, আমি বসেছিলাম সা'ঈদ ইবনু আল মুসাইয়্যাব-এর নিকটে, অতঃপর তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তার দাদা হায্‌ন (حزن) নাবী ﷺ-এর নিকট আগমন করেন, তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার নাম কি? তিনি বললেন, আমার নাম হায্‌ন حزن (দুঃখ, কষ্ট, বেদনা...)। তিনি (ﷺ) তখন বললেন, বরং তুমি سهل (সাহ্‌ল)। রাবী বলেন, আমি আমার নাম পরিবর্তন করতে সক্ষম নই, যে নাম রেখেছেন আমার আব্বা। তখন ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেন, এরপর থেকে আমাদের মাঝে আল হায্‌নাহ্ الحزونة চিন্তা ঝামেলা অবস্থান করে, চলতে থাকে।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৯৩)

শিক্ষা : এ হাদীস থেকে বুঝা যায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ ও সুন্নাতকে অনুসরণ করার জন্য অপছন্দনীয় নাম পরিবর্তন করা ও তার আদেশের আনুগত্য করা। এটাতে কল্যাণ অবশ্যই রয়েছে। কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ যা অবগত আছেন আমরা তা অবগত নই। অতএব আমরা জানতে পারলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ও আদেশ না পালন করলে অশান্তি আসতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হিফাযাত করেন। যা সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে অবশ্যই নাম পরিবর্তন করব যা বিভিন্ন রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে।

٤٧٨٢ -[٣٣] وَعَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «تَسَمَّوْا أَسْمَاءَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৭৮২-[৩৩] আবূ ওয়াহ্‌ব আল জুশামী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা নাবীদের নামে নিজেদের নাম রাখবে। আল্লাহ তা'আলার নিকট নামসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'আবদুল্লাহ এবং 'আবদুর রহমান। আর (অর্থ ও প্রকৃতির দিক দিয়ে) বেশি সত্য নাম হলো– "হারিস" (কর্ষণকারী) ও "হাম্মাম" (ইচ্ছা পোষণকারী) ও এবং সবচেয়ে মন্দ নাম হলো, "হার্‌ব" (লড়াই) ও "মুর্‌রাহ্" (তিক্ততা ও দুঃখ)। (আবূ দাউদ)[৭০১]

---

[৭০০] সহীহ : বুখারী ৬১৯৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৭৯৩, আল আদাবুল মুফরাদ ৮৪১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বরানী ১৭২০৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮২২, মুসনাদে আহমাদ ২৩৬৭৩, মুসান্নাফে 'আবদুর রায্‌যাক্ব ১৯৮৫১, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬৪৯, আবূ দাউদ ৪৯৫৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১৪।

[৭০১] (تَسَمُّوْا أَسْمَاءَ الْأَنْبِيَاءِ) এ অংশটুকু ব্যতীত হাদীসটি সহীহ : আবূ দাউদ ৪৯৫০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯০৪, ১০৪০; সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৯৭৭।

বিঃ দ্রঃ এ হাদীসটিকে আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) প্রথমে য'ঈফ বলেছিলেন, য'ঈফুল জামি' ২৪৩৫, ইরওয়া ১১৭৪, আল কালিমুত্ব ত্বইয়িব ২১৭ নং। অতঃপর তিনি তার (য'ঈফ) মতটি থেকে ফিরে এসে সহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯০৪, ১০৪০; আল কালিমুত্ব ত্বইয়িব ২১৮ নং, দারুল মা'আরিফ ও তার ভূমিকায় ৫ নং পৃষ্ঠা দ্রঃ। দেখুন- তারাজু'আতুল 'আল্লামাহ্ আল আলবানী ফিত্ তাসহীহ ১/৬ পৃঃ, হাঃ ৪৩।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ নাবী আলায়হিস্ সালাম-গণের নামে নাম রাখার অনুমোদন দিয়েছেন এবং বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম ও প্রিয় নাম আল্লাহর নিকট 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহমান এবং অধিক সত্য নাম হারিস ও হাম্মান, আর নিকৃষ্ট নাম হার্‌ব ও মুর্‌রাহ্।

নাসায়ীর এক বর্ণনায় রয়েছে, মুনযিরী বলেন : "وَكَانَ ﷺ يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ وَالِاسْمَ الْحَسَنَ" নাবী ﷺ সুন্দর (فَأْل) (ফাল)-কে সুন্দর ও উত্তম নামকে ভালোবাসেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

শিক্ষা : রসূলুল্লাহ ﷺ নাবী আলায়হিস্ সালাম-গণের নাম রাখার অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহমান অতি প্রিয় নাম। আর উত্তম ও সুন্দর নাম হলে ভালো এবং নিকৃষ্ট নাম অপছন্দ করেন। আর পরিবর্তন করেন এবং পরিবর্তন করতে অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। [সম্পাদক]

(٩) بَابُ الْبَيَانِ وَالشِّعْرِ

অধ্যায়-৯ : বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তি

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٧٨٣ -[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৭৮৩-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন লোক পূর্বদিক থেকে এসে (বিশুদ্ধ ও সুচারুরূপে) বক্তৃতা উপস্থাপন করল। লোকেরা তাদের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : নিশ্চয় কোন কোন বক্তৃতা যাদুকরী হয়। (বুখারী)[৭০২]

ব্যাখ্যা : (رَجُلَانِ) দু'জন বক্তির নামা হলো যিবরিক্বান ইবনু বাদ্‌র এবং 'আম্‌র ইবনু আহতাম। তারা উভয়ে তামীম গোত্রের ছিলেন। নবম হিজরীতে বানী তামীম প্রতিনিধি দলের সাথে নাবী ﷺ-এর কাছে মাদীনাতে আগমন করেছিলেন।

(الْمَشْرِقِ) বানী তামীম গোত্রের বসবাস ছিল ইরাকের দিকে। আর ইরাক মাদীনার পূর্বে অবস্থিত। তাই বলা হয়েছে পূর্ব দিক থেকে আগমন করেন। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৭৬৭)

(إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا) "নিশ্চয় বক্তব্যে যাদু আছে" এটা বলার উদ্দেশ্য নিয়ে মুহাদ্দিসগণ মতানৈক্য করেছেন। 'শারহুস্ সুন্নাহ্' গ্রন্থকার বলেন : কতিপয় মুহাদ্দিস মনে করেন, এটা নিন্দা করে বলা হয়েছে।

---

[৭০২] সহীহ : বুখারী ৫১৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৯৫, আবূ দাউদ ৫০০৭, সহীহুল জামি'উস সগীর ২২১৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৪১৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/২২৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব৭৬৭১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৯৮৮৩।

Scanned by CamScanner

কেননা বক্তব্যে বানোয়াট, মনগড়া কথা কিছু বক্তা এমনভাবে উপস্থাপন করে যে মানুষ তা বিশ্বাস করে ফেলে। তাছাড়া যাদু বৈধ কোন বিষয় নয়। সাধারণত নিন্দার জন্যই অবৈধ বিষয়ের সাথে তুলনা করা হয়

কেউ কেউ মনে করেন, এ বক্তব্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

উভয়ের মাঝে সমন্বয়, সত্য বিষয়কে সুন্দরভাবে উপস্থাপন প্রশংসনীয় আর বাতিল বিষয়কে বক্তব্যে আকর্ষণীয় করে বর্ণনা করা নিন্দনীয়। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৭৬৭)

(البيان বিশুদ্ধ ও সুন্দর শব্দ দ্বারা মনের ভাব প্রকাশকে البيان বলে। الشعر অন্তর্মিলযুক্ত কথা যাতে সূক্ষ্ম জ্ঞান নিহিত থাকে তাকে الشعر বলে।)

٤٧٨٤ -[٢] وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৭৮৪-[২] উবাই ইবনু কা'ব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : কোন কোন কবিতা কৌশল কেবলই। (বুখারী)[৭০৩]

ব্যাখ্যা : কবিতায় (حِكْمَةً) আছে এর অর্থ হলো কবিতায় বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুন্দর কথাগুলো প্রজ্ঞাময় হিকমাহ্-এর একটি দিক হলো এটা মানুষকে মূর্খতা থেকে মুক্ত করে। আর কবিতায় যদি হিকমাহ্পূর্ণ কথা থাকে তাহলে তা কবির জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং মানুষ উপকৃত হয়। যেমন : উপদেশ সম্বলিত কবিতাসমূহ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৪৫; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮৪৪)

٤٧٨٥ -[٣] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ». قَالَهَا ثَلَاثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৮৫-[৩] ইবনু মাস্'উদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : কথায় অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে। তিনি এ বাক্যটি তিনবার বলেছেন। (মুসলিম)[৭০৪]

ব্যাখ্যা : (الْمُتَنَطِّعُونَ) চরমপন্থী অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়িকারী এবং কথায় ও কাজে সীমালঙ্ঘনকারী।

* কথার সীমালঙ্ঘন হলো অনর্থক কথাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা।

* কাজের সীমালঙ্ঘন হলো দীন গর্হিত কোন কাজকে সুন্দরভাবে উদযাপন করা।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৬৭০/৭)

٤٧٨٦ -[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৭০৩] **সহীহ** : বুখারী ৬১৪৫, আবূ দাউদ ৫০১০, সহীহুল জামি' ২২১৯, তিরমিযী ২৮৪৪, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬৬৩, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ২৯৯৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০৪৯৯, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬০০৫, মুসানাদুশ্ শাফি'ঈ ১৬৮৬, মুসনাদুল বায্যার ৪৪৭০, মুসনাদে আহমাদ ২১১৫৪, দারিমী ২৭০৪, ইবনু মাজাহ ৩৭৫৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮২২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৪৮১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৪৪৭।

[৭০৪] **সহীহ** : মুসলিম ৭-(২৬৭০), আবূ দাউদ ৪৬০৮, সহীহুল জামি' ৭০৩৯, মুসনাদুল বায্যার ১৮৭৮, মুসনাদু ইবনু আবূ শায়বাহ্ ১৯৮, আহমাদ ৩৬৫৫, মুসনাদু আবূ ইয়া'লা ৫২৪২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০২১৭।

Scanned by CamScanner

৪৭৮৬-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : সবচেয়ে সত্য কথা যা কোন একজন কবি বলেছেন, তা হচ্ছে লাবীদ-এর উক্তি– «أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلُ» অর্থাৎ- "জেনে রাখ! আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সবকিছুই বাতিল ও ধ্বংস হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৭০৫]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা সর্বাধিক বিশুদ্ধ কথা এ কারণে যে, তা নীচের আয়াতের কথার সাথে মিলে গেছে,

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْإِكْرَامِ ۝﴾

"পৃথিবী পৃষ্ঠে যা আছে সবই ধ্বংসশীল, কিন্তু চিরস্থায়ী তোমার প্রতিপালকের চেহারা (সত্তা)- যিনি মহীয়ান, গরীয়ান"– (সূরাহ্ আর্ রহমা-ন ৫৫ : ২৬-২৭)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

এ ধরনের কবিতা অর্থাৎ যেগুলোর অর্থ কুরআনের আয়াতের সাথে মিলে যায় সেগুলো প্রশংসনীয়।

কবি লাবীদ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন কবিতা রচনা ছেড়ে দেন এবং বলতেন, আমার জন্য কুরআনই যথেষ্ঠ। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮৪৯)

٤٧٨٧ -[٥] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «هِيهِ» فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا. فَقَالَ: «هِيهِ» ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ: «هِيهِ» ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৮৭-[৫] 'আম্‌র ইবনু আশ্ শারীদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। একদিন আমি রসূলুল্লাহ -এর পিছনে আরোহণ করলাম। রসূল আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, উমাইয়াহ্ ইবনু আবী সাল্ত-এর কোন কবিতা কি তোমার মুখস্থ আছে? আমি বললাম : জ্বী হ্যাঁ। তিনি () বললেন : সেটা শুনাও! তখন আমি সেটার একটি পংক্তি আবৃত্তি করলাম। তখন তিনি () বললেন : আরো শুনাও। অতঃপর আমি আরো একটি পংক্তি আবৃত্তি করলাম। এবারও তিনি () বললেন : আরো শুনাও। এভাবে আমি রসূলুল্লাহ -কে (উমাইয়াহ্ ইবনু আবী সাল্ত-এর) একশ' পংক্তি আবৃত্তি করে শুনালাম। (মুসলিম)[৭০৬]

ব্যাখ্যা : নাবী উমাইয়াহ্-এর কবিতা পছন্দ করতেন এবং এমন কবিতা রচনায় উৎসাহিত করতেন। কেননা তাতে আল্লাহর একত্ববাদ ও পরকাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। অতএব যে সমস্ত কবিতার বিষয়বস্তু ভালো সেগুলো আবৃত্তি ও শ্রবণ করা বৈধ। (শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হাঃ ২২৫৬/২)

٤٧٨٨ -[٦] وَعَنْ جُنْدُبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ أُصْبُعُهُ فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلَّا أُصْبُعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ مَا لَقِيتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৭০৫] সহীহ : বুখারী ৩৮৪১, ৬১৪৭; মুসলিম ৩-(২২৫৬) তিরমিযী ২৮৫৯, ইবনু মাজাহ ৩৭৫৭, সহীহুল জামি' ১০১৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬০১৬, আহমাদ ৯৭৩৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬০১৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৮৪।

[৭০৬] সহীহ : মুসলিম ৪১-(২২৫৫), সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬১৭, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬০১০, মুসনাদুল হুমায়দী ৮০৯, মুসনাদে আহমাদ ১৯৪৬৭, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১০৮৩৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৫৫৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭০৮৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৮২, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৬১৫৮।

Scanned by CamScanner

৪৭৮৮-[৬] জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত ছিলেন। তাঁর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে অঙ্গুলিকে লক্ষ্য করে কবিতা আবৃত্তি করলেন : هَلْ أَنْتِ إِلَّا أُصْبُعٌ دَمِيْتِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ। অর্থাৎ- হে অঙ্গুলি! তুমি একটি অঙ্গুলি ছাড়া আর কিছুই নও। তুমি রক্তাক্ত হয়েছ ঠিকই, তবে যা কিছু হয়েছে আল্লাহর পথে হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৭০৭]

ব্যাখ্যা : ‘আল্লামাহ্ কিরমানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ঘটনাটি উহুদ যুদ্ধের।

* সহীহ মুসলিম-এর এক বর্ণনায় আছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক গর্তে ছিলেন তখন ঘটনাটি ঘটে।

* আর বুখারী-এর এক বর্ণনা আছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাঁটছিলেন তখন পাথর লেগে আঙ্গুল কেটে যায়।

* মতগুলোর সমন্বয়ে মিরক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুদ্ধে ছিলেন এবং সলাতের জন্য হেঁটে যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে ঘটনাটি ঘটে। আর মুসলিম-এর বর্ণনা নিয়ে ‘আল্লামাহ্ ক্বাযী ‘ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটার পড়তে ভুল আছে। غاز এর স্থানে বারী غار পড়েছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٨٩ - [٧] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: «اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ» وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانَ: «أَجِبْ عَنِّيْ اَللّٰهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৭৮৯-[৭] বারা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরায়যার দিন (যেদিন ইয়াহূদী কুরায়যাহ্ গোত্রকে অবরোধ করেছিলেন) হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন : তুমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপাত্মক কবিতা আবৃত্তি করো! জিবরীল (আলায়হিস সালাম) তোমার সাথে আছেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাস্‌সান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতেন : তুমি আমার পক্ষ হতে কাফিরদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জবাব দাও। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাস্‌সান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্য দু'আ করতেন : হে আল্লাহ! তুমি رُوْحُ الْقُدُسِ তথা জিবরীল-এর দ্বারা হাস্‌সানকে সাহায্য করো। (বুখারী ও মুসলিম)[৭০৮]

ব্যাখ্যা : (يَوْمَ قُرَيْظَةَ) বানী কুরায়যাহ্ মাদীনার এক পার্শ্বে অবস্থানকারী ইয়াহূদী সম্প্রদায় ছিল। তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখার সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাস্‌সান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এ কথা বলেছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٩٠ - [٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اهْجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهٗ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقِ النَّبْلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৭০৭] **সহীহ :** বুখারী ২৮০২, ৬১৪৬; মুসলিম ১১২-(১৭৯৬), তিরমিযী ৩৩৪৫, সহীহুল জামি' ৭০২৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৪০৩১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬০৭১, মুসনাদুল হুমায়দী ৭৭৬, মুসনাদে আহমাদ ১৮৮০৭, সুনানুল আবূ ইয়া'লা ১৫৩৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৭৭, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১০৩৯৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪৭৮৯, বুখারী ৪৫৩, ৬১৫২; মুসলিম ১৫২-(২৪৮৫), নাসায়ী ৭১৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৩৩, সহীহুল জামি' ২৫২২, মুসনাদে আহমাদ ২১৯৩৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬০১৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১৩০৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৬৫৩, ৭১৪৮; সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৭৯৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৫০৭।

[৭০৮] **সহীহ :** বুখারী ৪১২৩, ৪১২৪; মুসলিম ১৫১-(২৪৮৫), নাসায়ী ৭১৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৩৩, আহমাদ ৭৩৩২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ২৩৫০৯, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫৮৮৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১৬৩৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭১৪৮, সুনানুল নাসায়ী আল কুবরা ৭৯৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬২৮৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৫২৩।

Scanned by CamScanner

৪৭৯০-[৮] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ যুদ্ধ চলাকালে নিজের পক্ষের কবিদেরকে বলেছেন : তোমরা কুরায়শদের প্রতি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপমূলক কবিতা আবৃত্তি করো। কেননা এটা তাদের জন্য তীরের আঘাতের তুলনায় কঠোরতর। (মুসলিম)[৭০৯]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে কাফিরদের নিয়ে ব্যঙ্গ-কবিতা রচনার বৈধতা পাওয়া যায়। তবে প্রথমেই কাফিরদের ব্যঙ্গ করা এবং গালাগালি করা উচিত নয়। কারণ তারাও প্রত্যুত্তরে ইসলামকে ও মুসলিমদের গালিগালাজ করবে। এজন্যই আল্লাহ্ বলেন :

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

"(হে মু'মিনগণ!) আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তারা ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, কেননা তারা তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহকে গালি দেবে....."- (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১০৮)। (শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৪৯০/১৫৭)

٤٧٩١ -[٩] وَعَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لِحَسَّانَ: «إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ». سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفٰى وَاشْتَفٰى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৯১-[৯] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ সিদ্দীক্বা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কবি হাস্সান-কে লক্ষ্য করে আমি রসূলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল-এর পক্ষ থেকে মুশরিকদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মোকাবিলা করতে থাকবে, ততক্ষণ রূহুল কুদ্স (জিবরীল আলায়হিস্ সালাম) তোমাকে সাহায্য করতে থাকবেন। 'আয়িশাহ্ সিদ্দীক্বা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ-কে এটাও বলতে শুনেছি, হাস্সান কাফিরদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতা পাঠ করেছে। এতে সে মুসলিমদেরকে শান্তি ও পরিতৃপ্তি দান করেছে এবং নিজেও পরিতৃপ্তি লাভ করেছে। (মুসলিম)[৭১০]

٤٧٩٢ -[١٠] وَعَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتّٰى اغْبَرَّ بَطْنُهٗ يَقُوْلُ: وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْأُوْلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهٗ: «أَبَيْنَا أَبَيْنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৭৯২-[১০] বারা' হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ খন্দাকের যুদ্ধে নিজেও মাটি কেটে সরাচ্ছিলেন। এমনকি তাঁর পেট মুবারাক ধূলোয় মলিন হয়েছিল। তিনি () বলছিলেন : আল্লাহর ক্বসম, যদি আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়াত না হত, তবে আমরা নিশ্চয় হিদায়াত পেতাম না, আমরা সদাক্বাহ্ দিতাম না এবং সলাতও আদায় কতাম না। সুতরাং হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করো। আমরা

---

[৭০৯] সহীহ : মুসলিম ৩৪-(৬৫৫০), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৮০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৫০৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬৩, সহীহুল জামি' ৪২৮৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬৩৬।

[৭১০] সহীহ : মুসলিম ১৫৭-(২৪৯০), আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৫০৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬৩৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭১৪৭, সহীহুল জামি' ৩৭৪৯।

Scanned by CamScanner

যখন শত্রুর মুখোমুখি হই, আমাদের অবস্থানে আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখো। অতঃপর তিনি (ﷺ) এ কবিতার চরণটি আবৃত্তি করলেন : إِنَّ الأُولى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا। অর্থাৎ- "প্রথমোক্ত দল (কাফিররা) আমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে। যখন তারা আমাদেরকে বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করে, তখন আমরা একে অস্বীকার করি।" তিনি (ﷺ) উচ্চৈঃস্বরে পংক্তিগুলো আবৃত্তি করতেন এবং أَبَيْنَا (আমরা অস্বীকার করি) أَبَيْنَا (আমরা অস্বীকার করি) কথাটি বেশি জোরে উচ্চারণ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৭১১]

٤٧٩٣ -[١١] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ وَهُمْ يَقُولُونَ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُجِيبُهُمْ: اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৭৯৩-[১১] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাবের যুদ্ধে মুহাজির ও আনসারগণ পরিখা খনন ও মাটি সরাতে লাগল, আর বলতে লাগল– আমরা ঐ লোক, যারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর হাতে জিহাদের জন্য বায়'আত করেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জীবিত থাকি।" তিনি (ﷺ) তাঁদের জবাবে বললেন : "হে আল্লাহ! পরকালের জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করো।" (বুখারী ও মুসলিম)[৭১২]

ব্যাখ্যা : (اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ) এর মাধ্যমে নাবী ﷺ আখিরাতী জীবনের স্থায়িত্ব বুঝিয়েছেন। যে ব্যাপারে একাধিক কুরআনের আয়াত পাওয়া যায়।

আল্লাহ বলেন : ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقٰى﴾

"অথচ আখিরাতই অধিক উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।" (সূরাহ্ আল আ'লা- ৮৭ : ১৭)

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هُوَ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ أَيْ: مَا يَقْرِيهِمْ وَيَكْفِيهِمْ بِحَيْثُ لَا يُشْعِرُهُمْ بِالْجَهْدِ وَلَا يُرْهِقُهُمُ الْفَاقَةُ وَلَا تُذِلُّهُمُ الْمَسْأَلَةُ وَالْحَاجَةُ. وَلَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا فُضُولٌ يُخْرِجُ إِلَى التَّرَفُّهِ وَالتَّبَسُّطِ فِي الدُّنْيَا وَالرُّكُونِ إِلَيْهَا.

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আখিরাত (দুনিয়াবী) আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আখিরাতমুখী তাদেরকে সীমিত করে দেয় যাতে তাদের কষ্টানুভব হয় না। আর হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না এবং কোন প্রয়োজন বা চাওয়া তাদেরকে লাঞ্ছিত করে না। আর এটা তাদের জন্য অতিরিক্ত হবে না। এটা দুনিয়াতে তাদেরকে প্রশস্ততা দিবে এবং পরকালমুখী করবে।

---

[৭১১] সহীহ : বুখারী ৪১০৪, ২৮৩৭,৩০৩৪, ৪১০৪; মুসলিম ১২৫-(১৮০৩), মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৬৮১, সুনানুদ্ দারিমী ২৪৫৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/১৩৩।

[৭১২] সহীহ : বুখারী ২৮৩৪, ২৯৬১; মুসলিম ১২৭-(১৮০৫), ১৩০-(১৮০৫); তিরমিযী ৩৮৫৬, ইবনু মাজাহ ৭৪২, আবূ দাউদ ৪৭৭, ৪৭৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩১৯৮, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬০৭২, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৩১৯, আহমাদ ১৩৬৪৬, ১৩৯৫৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭৫১৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৩২৮, ৭২৫৯; সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৮৩১৬, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/৮৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৫৮১৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৬৭২, ১৩৭০৪।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ কথা বলার মাধ্যমে নাবী ﷺ বুঝাতে চেয়েছেন যে, সহাবীরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যে ওয়া'দা করেছেন তা যদি পূর্ণ করেন তাহলে তাদেরকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিদান দান করবেন যা একমাত্র আখিরাতে পাবে। কেননা আখিরাত হলো চিরস্থায়ী।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٩٤ -[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৭৯৪-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির পেটকে পুঁজ দ্বারা পরিপূর্ণ করা, যা পেটকে নষ্ট করে দেয়, তা কবিতা দ্বারা ভর্তি করা অপেক্ষা উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)[৭১৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসটির উদ্দেশ্য হলো কাব্য চর্চায় বেশি মনোনিবেশ করাটা কুরআন শিক্ষা ও শারী'আতের জ্ঞান শিক্ষা থেকে বিরত রাখে। এ জন্য নাবী ﷺ বেশি কাব্য চর্চার নিন্দা করেছেন।

'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর দ্বারা শুধু ঐ সমস্ত কবিতা উদ্দেশ্য যেগুলোতে নাবী ﷺ-এর নিন্দা করা হয়েছে। তবে অনেকেই এ মতকে গ্রহণ করেননি বরং বলেছেন, এর দ্বারা সকল কবিতা চর্চায় বেশি মনোনিবেশ করার বিষয়টি নিষেধ করা হয়েছে।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৫৫; শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হাঃ ২২৫৭/৭)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٧٩٥ -[١٣] عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحَ النَّبْلِ» رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

وَفِي «الِاسْتِيعَابِ» لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَرَى فِي الشِّعْرِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ».

৪৭৯৫-[১৩] কা'ব ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ তা'আলা কবিতা সম্পর্কে যা অবতীর্ণ করার অবতীর্ণ করেছেন। তখন নাবী ﷺ বললেন : মু'মিন ব্যক্তি তাঁর তরবারি ও রসনা দ্বারা জিহাদ করে। সেই সত্তার কৃসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা কবিতা দ্বারা কাফিরদেরকে এমনভাবে আঘাত করছ, যেভাবে তীর দ্বারা আঘাত করা হয়। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৭১৪]

---

[৭১৩] সহীহ : বুখারী ৬১৫৫, মুসলিম ৮-(২২৫৮), মা'আরিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৬১৬৮, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬০৮৬, মুসনাদে আহমাদ ১৫০৭, ১৫৬৯; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বরানী ৬০০৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৪৭৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬৭৫, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪৬৯৪।

[৭১৪] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৪০৯, আহমাদ ১৫৭৮৫, ২৭১৭৪; সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৭০৭, ৫৭৮৬; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বরানী ১৫৫০১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬৩৮, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪৬৯০।

Scanned by CamScanner

كِتَابُ الْاِسْتِيْعَابِ (ইসতী'আব কিতাব)-এ ইবনু 'আবদুল বার (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! কবিতা রচনা ও আবৃত্তি সম্পর্কে আপনি কী আদেশ করেন? তখন রসূল ﷺ বললেন : মু'মিন তাঁর তরবারি এবং মুখের বাক্য উভয় দ্বারা যুদ্ধ করে।

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ) এ কথার দ্বারা কা'ব رضي الله عنه কবিতার নিন্দা করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা কবিদের নিন্দা করে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন,

﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ অর্থাৎ "পথভ্রষ্টরাই কবিদের অনুসরণ করে।" (সূরাহ্ আশ্ শু'আরা ২৬ : ২২৪)

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নাবী ﷺ-এর উত্তরের মূল কথা হলো সাধারণত কাব্য চর্চা নিন্দার নয় কিন্তু যদি কাব্য চর্চাটা পথভ্রষ্ট করে দেয় তাহলে তা নিন্দনীয়। আর মু'মিন কাফিরদের পরাজিত করার জন্যই কাব্য চর্চা করে থাকে। এটাও এক ধরনের জিহাদ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٧٩٦ -[١٤] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৭৯৬-[১৪] আবূ উমামাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : লজ্জা ও রসনা সংযত রাখা ঈমানের দু'টো শাখা। পক্ষান্তরে অশ্লীল ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা মুনাফিক্বীর দু'টো শাখা। (তিরমিযী)[৭১৫]

ব্যাখ্যা : (الْعِيُّ) অল্প কথা বলা। এখানে উদ্দেশ্য হলো অশ্লীল গদ্য-পদ্য থেকে দূরে থাকা।

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) (الْعِيُّ)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অনর্থক বিষয় বা পাপে পতিত হওয়ার আশংকায় কম কথা বলা।

(الْبَذَاءُ) অশ্লীল কথা যা শালীনতার বিপরীত।

(الْبَيَانُ) বেশি বাগ্মিতা দিয়ে কথা বলা যেটা মানুষ সাধারণভাবে বুঝতে পারে না এবং যার একাধিক উদ্দেশ্য হয়। যেমনটা মুনাফিক্বরা করত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.....﴾

"মানুষের মধ্যে এমন আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কিত যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে..."- (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২০৪)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০২৭)

٤٧٩٧ -[١٥] وَعَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّيْ مَسَاوِيكُمْ أَخْلَاقًا الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ».

৪৭৯৭-[১৫] আবূ সা'লাবাহ্ আল খুশানী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়তম ও আমার সবচেয়ে নিকটতম সেই ব্যক্তি হবে, যে

---

[৭১৫] সহীহ : তিরমিযী ২০২৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৬২৯, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩০৪২৮, মুসনাদে আহমাদ ২২৩১২, আল মুসতাদরাক ১৭, ১৭০; শু'আবুল ঈমান ৭৭০৬, সহীহুল জামি' ৩২০১।

Scanned by CamScanner

তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে চরিত্রবান। আর আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ও সবচেয়ে দূরতম সে ব্যক্তি হবে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে চরিত্রহীন, বেশি কথা বলে, অসতর্কভাবে যা-তা বলে এবং কথাবার্তায় নিজেকে বড় বলে প্রকাশ করে। (বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)[৭১৬]

٤٧٩٨ -[١٦] وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ عَنْ جَابِرٍ وَفِي رِوَايَتِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: «الْمُتَكَبِّرُونَ».

৪৭৯৮-[১৬] ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) জাবির (রাঃ) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, লোকেরা জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রসূল! আমরা তো «اَلثَّرْثَارُوْنَ» এবং «اَلْمُتَشَدِّقُوْنَ»-এর অর্থ বুঝলাম; কিন্তু «اَلْمُتَفَيْهِقُوْنَ» কারা? তিনি (ﷺ) বললেন : অহংকারীরা।[৭১৭]

ব্যাখ্যা : (اَلثَّرْثَارُوْنَ) অনর্থক ও অন্যায়মূলক বিষয়ে বেশি কথা যারা বলে তাদের ثرثارون বলা হয়।

(اَلْمُتَشَدِّقُوْنَ) সংযত ও সতর্ক না হয়ে যারা কথা বলে।

(اَلْمُتَفَيْهِقُوْنَ) অহংকারবশত যারা কথা বলে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০১৮)

٤٧٩٩ -[١٧] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ بِأَلْسِنَتِهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ

৪৭৯৯-[১৭] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাত ঐ সময় পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা নিজেদের রসনার সাহায্যে এমনভাবে ভক্ষণ করবে, যেভাবে গাভী তার রসনার সাহায্যে ভক্ষণ করে থাকে।

(আহমাদ)[৭১৮]

ব্যাখ্যা : তারা তাদের জিহ্বাকে খাবারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে অর্থাৎ তারা হালাল হারাম বাছাই করবে না যেমন গাভী তার জিহ্বাকে হালাল হারাম বাছাই করা ছাড়া খাবারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٠٠ -[١٨] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا يَتَخَلَّلُ الْبَاقِرَةُ بِلِسَانِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৪৮০০-[১৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষের মাঝে ভাষা-অলঙ্কারবিদকে ঘৃণা করেন, যে বাকশৈলী ও বাক-নিপুণতা

[৭১৬] সহীহ : শু'আবুল ঈমান ৪৯৬৯, আহমাদ ১৭৭৩২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৬৬২, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩২০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০২৭২।

[৭১৭] সহীহ : তিরমিযী ২০১৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৯১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৬৬৩।

[৭১৮] সহীহ : আহমাদ ১৫৯৭, সহীহুল জামি' ৩৬৭০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪১৯, মুসনাদুল বায্যার ১১৯৩।

Scanned by CamScanner

প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজের জিহ্বাকে এমনভাবে নাড়াচাড়া করে, যেভাবে গাভী নিজের জিহ্বা নাড়াচাড়া করে। [তিরমিযী ও আবূ দাঊদ; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এ হাদীসটির গরীব।][৭১৯]

ব্যাখ্যা : ঐ সমস্ত বাগ্মী যারা অসংযতভাবে কথা বলে এবং কথাকে প্যাঁচায় যেমনভাবে গাভী জিহ্বা দ্বারা তার খাবার প্যাঁচায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮৫৩)

٤٨٠١ -[١٩] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِقَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ النَّارِ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৪৮০১-[১৯] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : মি'রাজের রাতে আমার গমন এমন একদল লোকের নিকট দিয়ে হলো, যাদের জিহ্বা আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিবরীল (আলায়হিস্ সালাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরীল! এরা কারা? জিবরীল (আলায়হিস্ সালাম) বললেন : এরা আপনার উম্মাতের মধ্যে ধর্মোপদেশদাতাগণ, যারা এমন কথা বলত, যার উপর তারা নিজেরা 'আমাল করত না। [তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি গরীব।][৭২০]

٤٨٠٢ -[٢٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ لِيَسْبِيَ بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ أَوِ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৮০২-[২০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন কিছু কথা শিক্ষা করে, যাতে পুরুষদের বা লোকেদের অন্তরকে আকৃষ্ট এবং সম্মোহিত করা যায়, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন তার নাফ্‌ল ও ফারয ('ইবাদাত) কোনটাই কবূল করবেন না। (আবূ দাঊদ)[৭২১]

ব্যাখ্যা : صرفا তাওবাহ্ অথবা নাফ্‌ল 'ইবাদাত।

عدلا মুক্তিপণ অথবা ফারয 'ইবাদাত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৯৮)

٤٨٠٣ -[٢١] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ. فَقَالَ عَمْرٌو: لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[৭১৯] সহীহ : তিরমিযী ২৮৫৩, আবূ দাঊদ ৫০০৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৭৮, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬৭৬ নং হাদীসে টীকা দ্রঃ মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬২৯৭, শু'আবুল ঈমান ৪৯৭২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯০৩০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৮৯০, সহীহুল জামি' ১৮৭৫।

[৭২০] হাসান : তিরমিযী (পাওয়া যায়নি)। হিদায়াতুর রুওয়াত 4/৩৭০ পৃঃ, আহমাদ ১২৮৭৯, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩৯৯২, শু'আবুল ঈমান ৪৯৬৬, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৩৮৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৮৩২।

[৭২১] য'ঈফ , আবূ দাঊদ ৫০০৬, য'ঈফুল জামি' ৫৫২৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৮৭, শু'আবুল ঈমান ৪৯৭৪। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "যহ্‌হাক ইবনু শুরাহবীল" নামের একজন বর্ণনাকারী। ইনি একজন মিসরী। ইবনু ইউনুস তাকে মিসরীয়দের ইতিহাস নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী ও ইবনু আবী হাকিম (রহিমাহুল্লাহ)-ও তার আলোচনা করেছেন কিন্তু তারা কোন সহাবী থেকে তার হাদীস বর্ণনার কথা উল্লেখ করেননি। তার বর্ণনা কেবলামাত্র তাবি'ঈদের থেকে আর অত্র হাদীসটি তিনি আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, এ কারণেই হাদীসটি মুনক্বতি' হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে গেছে। দেখুন- 'আওনুল মা'বূদ ১৩/২৩৮ পৃঃ, হাঃ ৫০০৬।

Scanned by CamScanner

৪৮০৩-[২১] 'আম্‌র ইবনুল 'আস হতে বর্ণিত। একদিন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে খুব দীর্ঘ বক্তব্য দিলেন। তখন 'আম্‌র বললেন : যদি সে তার বক্তৃতা সংক্ষেপ করত, তবে খুব ভালো হত। আমি রসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : আমি দেখেছি অথবা আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেন আমি বক্তব্য সংক্ষেপ করি। কেননা সংক্ষেপ করাই উত্তম। (আবূ দাউদ)[৭২২]

ব্যাখ্যা : বক্তব্যের নিয়ম খুব বেশিও না আবার কমও না বরং প্রয়োজন অনুপাতে মধ্যম ধরনের বক্তব্য দিতে হবে। এটা নাবী -এর নিয়ম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫০০০)

٤٨٠٤-[٢٢] وَعَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৮০৪-[২২] সখ্‌র ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরয়দাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি (বুরয়দাহ্) বলেন : আমি রসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি, তিনি () বলেছেন : কোন কোন বক্তৃতা যাদুবিশেষ (অর্থাৎ- যাদুর মতো সম্মোহনী শক্তি থাকে), কোন কোন বিদ্যা মূর্খতার নামান্তর, কোন কোন বাক্য কৌশলের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কোন কোন কথা জীবনের জন্য দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (আবূ দাউদ)[৭২৩]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا) এর উদ্দেশ্য :

* অনর্থক কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা যাতে কোন উপকার নেই। এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের চেয়ে অজ্ঞতা উত্তম। যেমন : জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি।

* আল্লামা আযহারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'ইল্‌ম অনুপাতে 'আমাল না করা। আর 'আমাল পরিত্যাগ করাটা জ্ঞানের অজ্ঞতা।

* কতিপয় বিদ্বান না জানা বিষয়ে জানার ভান করবে। এটাই জ্ঞানের অজ্ঞতা।

(إِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا) এর উদ্দেশ্য :

* বক্তার কিছু কথা কখনো কখনো তার বিপদের কারণ হয়।

* অস্থানে ও অপাত্রে কোন কথা বলা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫০০৪)

---

[৭২২] সানাদ হাসান : আবূ দাউদ ৫০০৮, শু'আবুল ঈমান ৪৯৭৫, হিদায়াতুর্ রুওয়ায়াত ৪/৩৭১ পৃঃ।

[৭২৩] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৫০১২, য'ঈফুল জামি' ১৯৯১।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আবূ জা'ফার আন্ নাহবী 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবিত" নামের বর্ণনাকারী মাজহূল। ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী এবং ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) তাকে মাজহূল বলেছেন। জাওয়ামিউল কালিম। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/২৭১ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٨٠٥ -[٢٣] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَوْ يُنَافِحُ. وَيَقُولُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَافَحَ أَوْ فَاخَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৮০৫-[২৩] ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রাঃ)-এর জন্য মাসজিদে মিম্বার স্থাপন করতেন। হাস্‌সান (রাঃ) তার উপর দণ্ডায়মান হতেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে গর্বের কবিতা আবৃত্তি করতেন অথবা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে বিদ্রূপাত্মক কবিতা পাঠ করতেন। আর রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : আল্লাহ তা‘আলা “রূহুল কুদ্‌স” অর্থাৎ- জিব্‌রীল ‘আলায়হিস্ সালাম-এর দ্বারা হাস্‌সানকে সাহায্য করছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে ভর্ৎসনার প্রতিউত্তর দিতে থাকে বা সত্য গৌরব প্রকাশ করতে থাকে। (বুখারী)[৭২৪]

٤٨٠٦ -[٢٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ حَادٍ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ». قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৮০৬-[২৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর একজন উষ্ট্র চালক গায়ক ছিল। তাঁকে “আন্‌জাশাহ্” বলা হত। তাঁর স্বর ছিল খুবই মধুর। একদিন নাবী ﷺ তাঁকে বললেন : হে আন্‌জাশাহ্! উটকে ধীরে ধীরে চালাও, কাঁচের পাত্রগুলোকে ভেঙ্গো না। ক্বতাদাহ্ (রাঃ) বলেন : “আয়না” বলতে তিনি (ﷺ) দুর্বল-নাজুক মহিলাদের বুঝিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৭২৫]

ব্যাখ্যা : (لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ) তোমার সুমধুর কণ্ঠ দিয়ে দুর্বল হৃদয়ের মেয়েদের আকৃষ্ট করো না।

যখন উট তার আওয়াজ শুনে দ্রুত আসতে চাইবে এমতাবস্থায় উটের পিঠে কোন মহিলা থাকলে তার কষ্ট হবে। তাই একটু নিচু আওয়াজে ডাকতে বলেছেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

শেষের মতটিকে মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা পছন্দনীয় মত হিসেবে গণ্য করেছেন।

٤٨٠٧ -[٢٥] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ الشِّعْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

---

[৭২৪] হাসান সহীহ : হাদীসটি বুখারীতে মুসনাদ ও তা‘লীকৃরূপে বর্ণিত হয়নি। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৩৭২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৫৭, তিরমিযী ২৮৪৬, আবূ দাউদ ৫০১৫, আবূ ইয়া‘লা ৪৭৪৬, মুসতাদরাকে হাকিম ৬০৫৮।

[৭২৫] সহীহ : বুখারী ৬২১১, মুসলিম ৭৩ (২৩২৩), আহমাদ ১৩৬৪২, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ২৮৬৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮০১, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১০৩৬১।

Scanned by CamScanner

৪৮০৭-[২৫] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কবিতাও এক প্রকার কথা। ভালো কবিতা ভালো কথা এবং খারাপ কবিতা খারাপ কথা। (দারাকুত্বনী)[৭২৬]

٤٨٠٨ - [٢٦] وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا.

৪৮০৮-[২৬] ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি 'উরওয়াহ্ হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

٤٨٠٩ - [٢٧] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «خُذُوا الشَّيْطَانَ أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৮০৯-[২৭] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'আর্‌য নামক এক গ্রামের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছিলাম। এমন সময় একজন কবি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সামনে এসে উপস্থিত হলো। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ শায়ত্বনকে ধরে ফেলো অথবা বলেছেন : এ শায়ত্বনকে থামিয়ে দাও। কোন ব্যক্তির উদর কবিতা দ্বারা পরিপূর্ণ করার চেয়ে পুঁজ দ্বারা ভর্তি করা অনেক উত্তম। (মুসলিম)[৭২৭]

ব্যাখ্যা : (عَرَضَ) এটা ইয়ামানের একটি শহর। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

লোকটিকে শায়ত্বন বলার কারণ : হয়ত সে কাফির ছিল। তার কবিতাটা মন্দ ছিল।

(শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হাঃ ২২৫৯)

٤٨١٠ - [٢٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»

৪৮১০-[২৮] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গান-বাজনা মানুষের অন্তরে কপটতা উৎপাদন করে, যেভাবে পানি শস্য উৎপাদন করে। [ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) "শু'আবুল ঈমান"-এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।][৭২৮]

---

[৭২৬] সানাদ হাসান : দারাকুত্বনী ৪/১৫৫, হাঃ ২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪৪৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৭৬০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬৪৩।

[৭২৭] সহীহ : মুসলিম ৯-(২২৫৯), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৩৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬০৮৪, আহমাদ ১১০৭২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬৭৬।

[৭২৮] য'ঈফ, শু'আবুল ঈমান ৫১০০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে, "আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল 'আযীয ইবনু আবী রওয়াদ" নামের বর্ণনাকারীর ব্যাপারে। আবূ হাতিম ও অন্যান্যরা বলেছেন, তার বর্ণিত হাদীসগুলো মুনকার। য'ঈফাহ্ ৫/৪৫১, হাঃ ২৪৩০, আবূ দাউদ ৪৯২৭, এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত কেবল 'সাল্লাম' নামের বর্ণনাকারীর শায়খ ছাড়া, কারণ তিনি তার শায়খের নাম উল্লেখ করেননি। কাজেই সে একজন মাজহূল। দেখুন- য'ঈফাহ্ ২৪৩, য'ঈফুল জামি' ৩৯৩৭, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪৬৬৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৫৩৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : গানের ব্যাপারে ইমামদের মতামত :

ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যে ব্যক্তি সর্বদা গান শুনে এবং প্রকাশ্যে গান গায় তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় আর যে ব্যক্তি কম শুনে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বাজনা ছাড়া খালি গলায় গান গাওয়া ও শুনা মাকরূহ (অপছন্দনীয়)। আর গীটার তবলা এবং ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র দ্বারা গান গাওয়া ও শুনা হারাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨١١ -[٢٩] وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِيْ طَرِيقٍ فَسَمِعَ مِزْمَارًا فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِيْ أُذُنَيْهِ وَنَاءَ عَنِ الطَّرِيقِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ لِيْ بَعْدَ أَنْ بَعُدَ: يَا نَافِعُ هَلْ تسمعُ شَيْئًا؟ قلتُ: لَا فَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ عَنْ أُذُنَيْهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمِعَ صَوْتَ يَرَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ. قَالَ نَافِعٌ: فَكُنْتُ إِذْ ذَاكَ صَغِيرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৮১১-[২৯] নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর সাথে পথ অতিক্রম করেছিলাম। তখন তিনি বাঁশির সুর শুনতে পেলেন এবং নিজের দু' অঙ্গুলি দু' কানের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং রাস্তা থেকে সরে অপরদিকে চলে গেলেন। অতঃপর যখন অনেক দূরে চলে গেলেন, তিনি আমাকে বললেন : হে নাফি'! তুমি কি কোনকিছু শুনতে পাও। আমি বললাম : জ্বী না। তখন তিনি তাঁর দু' অঙ্গুলি দু' কান থেকে বের করলেন এবং বললেন : একবার আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনি (ﷺ) বাঁশির শব্দ শুনতে পেলেন এবং আমি যেরূপ করেছি তিনিও সেরূপ করেছেন। নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি সে সময় অনেক ছোট ছিলাম। (আহমাদ ও আবূ দাউদ)[৭২৯]

ব্যাখ্যা : আর নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) শুনেছিলেন কেন? কারণ তিনি তখনও ছোট ছিলেন বালেগ হননি। হাদীসের শেষাংশে সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে, (كُنْتُ إِذْ ذَاكَ صَغِيرًا) "আমি সে সময় অনেক ছোট ছিলাম।"

ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে অপর একটি বর্ণনায় আছে, তিনিও কানে আঙ্গুল দিয়েছিলেন, কারণ সে সময় তিনিও ছোট ছিলেন। আর এখান থেকেই তিনি মাসআলাটি গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তার অবস্থা সম্পর্কে ভালো জানেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭২৯] সহীহ : আহমাদ ২/৮, আবূ দাউদ ৪৯২৪, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৬১৬৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৫২৬।

Scanned by CamScanner

(١٠) بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ وَالْغِيبَةِ وَالشَّتْمِ

অধ্যায়-১০ : জিহ্বার হিফাযাত, গীবাত এবং গালমন্দ প্রসঙ্গে

জিহ্বার হিফাযাত বলতে অশ্লীল-অবাঞ্ছিত কথা-বার্তা ইত্যাদি থেকে জিহ্বাকে রক্ষা করা। গীবাত বলা হয় তোমার মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান কোন দোষ তার অসাক্ষাতে আলোচনা করা যা সে শুনলে তা অপছন্দ করবে। তার মধ্যে যদি দোষটি না থাকে তবে সেটা হবে বুহতান বা অপবাদ।

আরবীতে اَلشَّتْمُ বলা হয় গালি প্রদান করা, অভিসম্পাত করা। এতে জীবিত-মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٨١٢ -[١] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৮১২-[১] সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দু' চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তুর এবং তার দু' পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর জামিন হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হব। (বুখারী)[৭৩০]

ব্যাখ্যা : مَنْ অব্যয়টি শরতিয়া হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। لَحْيَةٌ হলো দাঁতের উদ্গাত স্থল, অর্থাৎ চোয়াল। দুই চোয়ালের মাঝের বস্তু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জিহ্বা বা মুখের ভাষা। অর্থাৎ জিহ্বা এবং মুখকে যে অশ্লীল কথা-বার্তা এবং হারাম খাদ্য থেকে হিফাযাতের যিম্মাদারী নিবে, আর নিজের যৌনাঙ্গকে যিনা বা অনুরূপ কার্যক্রম থেকে হিফাযাতের গ্যারান্টি দিবে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জন্য প্রথম পর্বেই জান্নাতের উচ্চস্তরে প্রবেশের যিম্মাদারী গ্রহণ করবেন।

'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর অর্থ হলো যে, যে কথা বলা আবশ্যক সে কথা বলার মাধ্যমে এবং যে কথা বলা উচিত নয়, সে কথা থেকে বিরত বা চুপ থাকার মাধ্যমে মুখের হাক্ব আদায় করবে। অনুরূপ যৌনাঙ্গকে হালাল পন্থায় ব্যবহারের মাধ্যমে তার হাক্ব আদায় করা এবং হারাম পন্থা থেকে বিরত রাখা বা দূরে থাকা।

'আল্লামাহ্ দাঊদী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের ভাষা 'দুই চোয়ালের মাঝের বস্তু' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুখ। আর মুখের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– মুখের কথা, খানা-পিনা এবং মুখ দ্বারা সম্পাদিত যাবতীয় বিষয়।

দুই রানের মাঝের বস্তু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যৌনাঙ্গ। যারা এ দু'টিকে হিফাযাত করতে পারবে তারা সকল খারাপ কাজ থেকে নিজকে হিফাযাত করতে পারবে।

---

[৭৩০] সহীহ : বুখারী ৬৪৭৪, সহীহুল জামি' ৬৬১৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৪১২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৬৯৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭৫৫৫, শু'আবুল ঈমান ৪৯১৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭১১৫, আল মুসতাদরাক ৮০৫৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৯৮১, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ৫৮২৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/২৫২, তিরমিযী ২৪০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭০১, আহমাদ ২২৮২৩, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৬২০।

Scanned by CamScanner

'কথা' হলো যিনা বা ব্যভিচারের উপক্রমিকা, কেউ যদি কথা থেকে নিজকে রক্ষা করতে পারে তাহলে সে শুরুতেই রক্ষা পেয়ে গেল।

ইবনুল বাত্তল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সুতরাং মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তার মুখের ভাষা, অতঃপর যৌনাঙ্গ।

যে ব্যক্তি এ দুয়ের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পেল সে সবচেয়ে বড় অনিষ্টতা ও বিপদ থেকে রক্ষা পেল। আবূ হুরায়রাহ্ প্রমুখাৎ বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যাকে দুই চোয়ালের মাঝের বস্তু অর্থাৎ জিহ্বার অনিষ্টতা এবং দুই পায়ের মাঝের বস্তু অর্থাৎ যৌনাঙ্গের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; মুসনাদে আহমাদ ৪র্থ খণ্ড, ৩৯৮ পৃঃ; ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৪৭৪; ইবনু হিব্বান হাঃ ৫০৮১, তিরমিযী হাঃ ২৪০৮)

٤٨١٣-[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»

৪৮১৩-[২] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা কোন কোন সময় এমন কথা মুখ দিয়ে বলে, যাতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং এজন্যই তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, অথচ বান্দা এ বিষয়ে ওয়াকিফ্হাল থাকে না। পক্ষান্তরে বান্দা কোন কোন সময় এমন কথা বলে, যাতে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। এ কথা তাকে জাহান্নামের দিকে নিক্ষেপ করে, অথচ বান্দা এ বিষয়ে ওয়াকিফ্হাল থাকে না। (বুখারী)[৭৩১]

বুখারী ও মুসলিম-এর এক বর্ণনায় আছে যে, এ কথা তাকে জাহান্নামের মধ্যে এতটা দূরত্বে নিক্ষেপ করে যতটা দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে রয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাদীসের শব্দ (لَيَتَكَلَّمُ) আবূ যার-এর এক বর্ণনায় 'লাম' অক্ষরটি বিলোপ করে (يَتَكَلَّمُ) ব্যবহার হয়েছে।

মানুষ অনেক সময় মুখ দিয়ে এমন কথা বলে থাকে যা সে মনোযোগ দিয়ে কিংবা গুরুত্ব দিয়ে বলে না এবং সে জানে না আল্লাহর নিকট ঐ কথার কত দাম ও মর্যাদা। আল্লাহ তা'আলার কাছে ঐ কথার যেহেতু অনেক দাম ও মর্যাদা, অতএব তিনি তাকে ঐ অনিচ্ছাজনিত কথারই যথাযথ মূল্যায়ন করে তার সম্মান ও মর্যাদা এমনভাবে বৃদ্ধি করে দেন যে সম্মান বা মর্যাদার কথা সে ভাবতেও পারেনি।

পক্ষান্তরে অনেক কথাই রয়েছে যা মানুষের দৃষ্টিতে খুব দোষণীয় বা বড় ধরনের পাপের নয়, কিন্তু আল্লাহর নিকট তা খুবই অপছন্দনীয় এবং অসন্তুষ্টির কারণ। মানুষ এমন কথা গুরুত্ব না দিয়ে বা পরিণাম ও ভবিষ্যৎ চিন্তা না করেই বলে ফেলে, ফলে আল্লাহ তার প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হন। পরিণামে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত

---

[৭৩১] সহীহ : বুখরী ৬৪৭৭, ৬৪৭৮; সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮৭৬, আহমাদ ৮৪১১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭১০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭০৮।

Scanned by CamScanner

হয়। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীস দ্বারা মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨١٤ -[٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৮১৪-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলিমদের গালাগালি করা ফাসিক্বী এবং খুনাখুনি করা কুফ্রী। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৩২]

ব্যাখ্যা : (سِبَابُ الْمُسْلِمِ) ক্রিয়া বিশেষ্য বা মাসদার তার مفعول বা কর্মের দিকে ইযাফাত হয়েছে। سِبَابُ শব্দের আভিধানিক অর্থ গালি দেয়া, মন্দ বলা।

ইবরাহীম আল হারবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : «السباب أشد من السب» অর্থাৎ السباب শব্দটি سَبٌّ গালি দেয়া থেকে আধিক্যতার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। সেটা হলো কোন ব্যক্তির যা দোষ আছে তা সম্পর্কে এবং যা নেই তা সম্পর্কেও তাকে গালি দেয়া। এতে উদ্দেশ্য তাকে হেয় করা। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে السباب শব্দটি القتال এর মত, অর্থ পরস্পর গালি-গালাজে অংশ নেয়া।

কোন মুসলিম অপর কোন মুসলিমকে গালি দিতে পারে না, নাহাক্ব গালি দেয়া হারাম।

الفسوق শব্দের আভিধানিক অর্থ الخروج বের হয়ে যাওয়া। আকমাল বলেন : الخروج زنة (সম্মানের) ওজন বা পরিমাপ থেকে বের হয়ে যাওয়া।

শারী'আতের পরিভাষায় الخروج عن الطاعة আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া। 'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : «الخروج عن طاعة الله ورسوله» আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া। এটা চরম অবাধ্যচারিতা ও পাপাচারিতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

قِتَالُهُ এর অর্থ «محاربته لأجل الإسلام» প্রত্যেকেই একে অপরের (নিজ নিজ ধারণায়) ইসলামের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে একজন তার অপর মুসলিম ভাইকে হত্যা করা। বাতিল চিন্তা ও উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাজ তো সুস্পষ্ট কুফরী কর্ম। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, এই কুফরী তাকীদান ও তামহীদান বা ধমকীস্বরূপ বলা হয়েছে। তবে এ কথা সত্য যে, কেউ যদি তার মুসলিম ভাইকে হত্যা বৈধ মনে করে করে তবে তা নিঃসন্দেহে কুফ্রী।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অত্র হাদীসের অর্থ ঐ (হাদীসের) দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার জিহ্বা এবং হাত থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে। এ কথা সুসাব্যস্ত যে, এখানে মুসলিম দ্বারা মুসলিমে কামিল। ঈমানের দাবী অনুপাতে ইসলামের হাক্বসমূহ আদায় করা তার ওপর কর্তব্য, কিন্তু তার কতিপয়ের ঘাটতি বা কমতির দ্বারা সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে খাঁটি কাফির হয়ে যায় না বরং তার ঈমান কমে যায়।

---

[৭৩২] সহীহ : বুখারী ৪৮, ৬০৪৪, ৭০৭৬; মুসলিম ১১৬-(৬৪), তিরমিযী ২৬৩৫, নাসায়ী ৪১০৭, ইবনু মাজাহ ৬৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৭৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৩১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৩৫, মুসনাদুল হুমায়দী ১০৪, মুসনাদুল বায্যার ১১৭২, আহমাদ ৩৯০৩, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৯৯১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৯৩৯, শু'আবুল ঈমান ৬৬২, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৩৫৭৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/১২৩, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ৯৯৫৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৩৪, আস্ সুনানুল কুবরা ১৬২৭১।

Scanned by CamScanner

শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, এতে মুরজিয়াদে যুক্তি খণ্ডনের দলীল রয়েছে। তারা 'ইবাদাত ও 'আমালকে ঈমান বলে মনে করে না। তারা বলেন, 'আমালের মাধ্যমে ঈমান বাড়ে না এবং পাপের কারণে ঈমান কমে না অর্থাৎ নেককার-গুনাহগার সকল মুসলিমের ঈমান সমান। আহ্লুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের 'আক্বীদাহ্ এর বিপরীত অর্থাৎ নেক 'আমালের কারণে ঈমানের বৃদ্ধি ঘটে এবং পাপ কাজের কারণে ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। (ফাতহুল বারী ১ম খণ্ড, হাঃ ৬১০৩)

٤٨١٥ -[٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৮১৫-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে কাফির বলবে, তাদের দু'জনের একজন এর উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৩৩]

ব্যাখ্যা : কোন মুসলিম অপর কোন মুসলিমকে কাফির বলে সম্বোধন করতে পারে না। কেউ কাউকে কাফির বলে সম্বোধন করলেই (তো সত্য-মিথ্যা যাই হোক না কেন) কার্যকরীরূপে প্রতিফলিত হবে। যাকে এ সম্বোধন করা হলো সে যদি সত্যই কুফরী কর্ম করে থাকে তবে তার ওপর ঐ কথার হুকুম প্রযোজ্য হবে এবং সে সত্য সত্যই কাফির বলে বিবেচিত হবে। আর যদি সে সত্যিকার কোন কুফরী কর্ম না করে, তাকে অহেতুক কাফির বলে সম্বোধন করা হয় তাহলে তার ঐ কথাটি নিজের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে, অর্থাৎ সেই কাফির বলে বিবেচিত হবে।

ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অহেতুক কাউকে কাফির বলে সম্বোধন করলে সে নিজে কুফরীর গুনাহ নিয়ে ফিরবে।

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যে হাদীসগুলো 'উলামাগণের নিকট খুব মুশকিল, এটি তার একটি। এর প্রকাশ্য বা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এটা এজন্য যে, একজন মুসলিমকে দীনের উপর অটুট বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হত্যা কিংবা যিনার মতো কাবীরাহ্ গুনাহের কারণে কাফির বলা যায় না। এ কথা যখন সাব্যস্ত হলো যে, কাউকে কাফির বলা ঠিক নয় তখন অত্র হাদীসের আমরা কয়েকটি ব্যাখ্যা বা তাবীল করব। আর সেটি হলো এই যে,

প্রথমতঃ কেউ যখন কাউকে কাফির বলা হালাল বা বৈধ মনে করবে তখন তার ওপর (এই কাফির বলার অনভিপ্রেত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হিসেবে) কুফরীর হুকুম বর্তাবে।

দ্বিতীয়টি হলো : তার ওপর গুনাহের বোঝা চেপে বসবে এবং ঈমানের ঘাটতি সংঘটিত হবে।

তৃতীয়টি হলো : এটা খারিজীদের ব্যাপারে প্রযোজ্য, কেননা তারা মু'মিনদের কাফির বলে থাকে, তাই সেটা ফিরে গিয়ে তাদের ওপর পতিত হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭৩৩] সহীহ : বুখারী ৬১০৩, ৬১০৪; মুসলিম ১১১-(৬০), তিরমিযী ২৬৩৭, সহীহুল জামি' ৭১১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৭২, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩৪০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৮৯১, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৬০৬, আহমাদ ৫৯৩৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৪৯, শু'আবুল ঈমান ৬৬৬৪, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১০৩৯৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১২৩৬, আস্ সুনানুল কুবরা ২১৪৩০।

Scanned by CamScanner

٤٨١٦ -[٥] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَرْمِيْ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৮১৬-[৫] আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ফাসিক্ব বা পাপী বলে অপবাদ দেবে না এবং কাফির বলেও দুর্নাম করবে না। যদি উদ্দিষ্ট ব্যক্তি এরূপ না হয়, তবে তার প্রদত্ত অপবাদ তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (বুখারী)[৭৩৪]

٤٨١٧ -[٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللهِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ إِلَّا حَارَ عليهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৮১৭-[৬] উক্ত রাবী (আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কাউকে কাফির বলে ডাকে অথবা আল্লাহর দুশমন বলে, অথচ সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে এরূপ না হয়, তবে এ বাক্য তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৩৫]

ব্যাখ্যা : এ দু'টি হাদীসের ব্যাখ্যা ৪৮১৫ নং হাদীসের ব্যাখ্যানুরূপ।

٤٨١٨ -[٧] وَعَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مَالَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৮১৮-[৭] আনাস ও আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি দু' ব্যক্তি পরস্পরকে গালি দেয়, তবে গালমন্দের পাপ সে ব্যক্তির হবে যে ব্যক্তি প্রথম গালি দিয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না অত্যাচারিত ব্যক্তি সীমা অতিরিক্ত করবে। (মুসলিম)[৭৩৬]

ব্যাখ্যা : (الْمُسْتَبَّانِ) শব্দটি কর্তৃবাচ্য দ্বিবচন হিসেবে باب افتعال থেকে এসে باب تفاعل এর خاصيت রূপে ব্যবহার হয়ে المتشائمان শব্দের অর্থ প্রদান করেছে। المتشائمان এর অর্থ হলো : «هُمَا اللَّذَانِ سَبَّ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ» দু'জন পরস্পর একজন আরেকজনকে গালি দেয়া এবং পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান লুক্কায়িত গোপন দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা।

পরস্পর গালিদানকারী দু'জনের একজন সূচনাকারী হয়, যে প্রথমে গালি দেয়ার সূচনা করে সে বেশী অপরাধী। তবে প্রথম গালিদানকারী গালি দেয়া শুরু করলে আরেকজন যদি ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারে এবং গালিদানের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন না করে তাহলে গাল-মন্দের যাবতীয় পাপ প্রথমজনই বহন করবে। কেননা ঝগড়ার সূত্রপাত সেই ঘটিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, গালি-গালাজের সম্পূর্ণ গুনাহ সে বহন করবে

---

[৭৩৪] সহীহ : বুখারী ৬০৪৫, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩৩৫, আহমাদ ২১৬১১, মুসনাদুল বায্যার ৩৯১৯, শু'আবুল ঈমান ৬৬৬৩ সহীহাহ্ ২৮৯১, সহীহুল জামি' ৫৪৩১।

[৭৩৫] সহীহ : বুখারী (পাওয়া যায়নি), মুসলিম ১১২ (৬১), সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৯৮৫, সহীহুল জামি' ৯৫৬২।

[৭৩৬] সহীহ : মুসলিম ৬৮-(২৫৮৭), তিরমিযী ১৯৮১, আবূ দাউদ ৪৮৯৪, সহীহুল জামি' ৬৬৯৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৭৮, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩২৬, আহমাদ ৭২০৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪২৫৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭২৮, শু'আবুল ঈমান ৬৬৬৬, 'ত্বারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৪৪১০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৫২৫, আস্ সুনানুল কুবরা ২১৬১৯।

Scanned by CamScanner

না বটে, তবে অধিকাংশ গুনাহ সে বহন করবে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিও যদি ধৈর্যধারণ না করে গালি শুরু করে দেয় এবং সীমালঙ্ঘন করে ফেলে তবে উভয়ের সমান গুনাহ হবে। প্রথমজনের গুনাহের কারণ তো সর্বজনবিদিত, দ্বিতীয়জন গালি দেয়ার কারণে সেও গুনাহগার হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ [২৫৮৭]-৬৮; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮৮৬; লুম্'আত)

٤٨١٩ -[٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৮১৯-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একজন সিদ্দীক্বের পক্ষে অধিক অভিসম্পাতকারী হওয়া সমীচীন নয়। (মুসলিম)[৭৩৭]

ব্যাখ্যা : (صِدِّيق) শব্দ صادق এর মুবালাগাহ্, এর অর্থ অধিক সত্যবাদী। উদ্দেশ্য মু'মিন ব্যক্তি, কারণ প্রকৃত মু'মিন সর্বদাই সত্যবাদী হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ أُولٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ﴾ "যারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাই প্রকৃত সত্যবাদী"- (সূরাহ্ আল হাদীদ ৫৭ : ১৯)। প্রকৃত মু'মিনের জন্য বৈধ নয় যে, সে অধিক লা'নাতকারী বা অভিসম্পাতকারী হবে।

লা'নাতের দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর রহমাত থেকে দূর থাকার দু'আ করা, যা বদ্‌দু'আর অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। মু'মিনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ মাত্রা কম হওয়ার কারণে বাক্যটিতে মুবালাগার সীগাহ্ ব্যবহার করা হয়েছে। ইবনু মালিক বলেন : মুবালাগার সীগাহ্ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো অধিক লা'নাত বুঝানো, কারো থেকে দু'একবার লা'নাত প্রকাশিত হলে এই নিন্দা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সিদ্দীক্বের জন্য এ নিন্দনীয় গুনটি যথার্থ নয়, কেননা সিদ্দীক্ব হলো নুবুওয়াতের পরবর্তী স্তর। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "যারা আল্লাহ এবং তার রসূলের আনুগত্য করে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নি'আমাতপ্রাপ্ত নাবী, সিদ্দীক্বীন, শুহাদা এবং সলিহীনদের সাথেই থাকবেন"- (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৬৯)। নাবীগণ সৃষ্টির প্রতি রহমাতস্বরূপ এবং আল্লাহর দয়া থেকে বিতাড়িত ও দূরে অবস্থানকারী বান্দাদের জন্য নৈকট্য সৃষ্টিকারীরূপে প্রেরিত হয়েছেন। আর অধিক অভিসম্পাতকারী নাবীদের নৈকট্য থেকে দূরে অবস্থানকারী। অতএব এই অভিসম্পাত সিদ্দীক্ব হওয়ায় জন্য অন্তরায়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٢٠ -[٩] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৮২০-[৯] আবুদ্ দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : নিশ্চয় অধিক অভিসম্পাতকারীরা ক্বিয়ামাতের দিন সাক্ষ্যদাতা হবে না এবং সুপারিশকারীও হবে না। (মুসলিম)[৭৩৮]

---

[৭৩৭] **সহীহ :** মুসলিম ৮৪-(২৫৯৭), সহীহুল জামি' ১৩৭৫৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৮৪ সহীহাহ্ ২৬৩৬, শু'আবুল ঈমান ৫১৫১, আস্ সুনানুল কুবরা ২১৩১৩, তিরমিযী ২০১৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৩৫, আল মুসতাদরাক ১৪৫।

[৭৩৮] **সহীহ :** মুসলিম ৮৬-(২৫৯৮), সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৪৬, মুসনাদ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/২৫৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৪০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৫৩০, আহমাদ ২৭৫২৯, শু'আবুল ঈমান ৫১৫২, আস্ সুনানুল কুবরা ২১৩১২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : পূর্বের হাদীসে আলোচিত হয়েছে মু'মিন ব্যক্তি অভিসম্পাতকারী হবে না। একজন মু'মিন আরেক মু'মিনকে অভিসম্পাত করা নীচ ও হীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এতে ব্যক্তির শরাফত-ভদ্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। তাই ক্বিয়ামাতের দিন সে মু'মিন হিসেবে পূর্ব জাতির জন্য সাক্ষ্যদানকারী। অথবা সুপারিশকারী হতে পারবে না।

স্মর্তব্য যে, ক্বিয়ামাতের দিন পূর্ববর্তীর নাবীর উম্মাতেরা তাদের নাবীদের রিসালাত ও দা'ওয়াতকে অস্বীকার করে বলবে, "আমাদের কাছে কোন আহ্বানকারী আসেনি এবং তাওহীদের দা'ওয়াতও পেশ করেনি"। আল্লাহ তা'আলা তখন ঐ সময়ের নাবীদের ডেকে তাদের নিকট সাক্ষী তলব করবেন। তখন নাবীগণ উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করবেন। উম্মাতে মুহাম্মাদী আল কুরআনে বর্ণিত পূর্ব জাতির ইতিহাস পাঠ করে তাদের কৃতকর্ম জানার কারণে নাবীদের দা'ওয়াতের সত্যতার সাক্ষী প্রদান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ "আমি এভাবেই তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হও"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৪৩)।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অত্র আয়াতে উল্লেখিত اَلْوَسَط শব্দের অর্থ হলো اَلْعَدْل ন্যায়পরায়ণতা। অভিসম্পাত عَدَالَةٌ বা ন্যায়পরায়ণতাকে বিলোপ করে, আর আদিল বা ন্যায়পরায়ণ নয় এমন ব্যক্তির সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন : তারা (লা'নাত করার কারণে) ফাসিক্বে পরিণত হয়েছে। সুতরাং ফাসিক্বের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ক্বিয়ামাতের দিন তারা কোন সাক্ষী হতে পারবেন না এবং সুপারিশের মর্যাদাও পাবে না। ক্বিয়ামাতের দিন সুপারিশের অধিকার বা মর্যাদা হলো নাবীদের এবং শাহীদদের জন্য খাস, এই মর্যাদা আল্লাহ মু'মিনদেরও দিনে। মু'মিনদের যে মর্যাদা দিবেন লা'নাত বা অভিসম্পাতের কারণে সেই মর্যাদা বিলোপ হয়ে যাওয়ায় কিন্তু (ক্বিয়ামাতের দিন) তাদের কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। এটা অবশ্য তাদের বেলায় যারা এ কাজে অভ্যস্ত, ঘটনাক্রমে দু'এক বারের দ্বারা এই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না।

(মির্ক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ [২৫৯৮]-৮৫)

٤٨٢١ -[١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৮২১-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি বলে যে, মানুষ ধ্বংস হোক, তখন সে নিজেই সবচেয়ে বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত। (মুসলিম)[৭৩৯]

ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তির এই কথা বলা যে 'মানুষের ধ্বংস হোক' এর অর্থ হলো : অন্যদের খারাপ 'আমালের কারণে জাহান্নামে যাওয়াকে আবশ্যক বলে মনে করা, এটিও একটি অভিসম্পাত। সুতরাং কারো জন্য বা কোন জাতির জন্য এরূপ অভিসম্পাত করা আদৌ বৈধ নয়।

---

[৭৩৯] সহীহ : মুসলিম ১৩৯-(২৬২৩), আবূ দাউদ ৪৯৮৩, সহীহুল জামি' ৭১২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯৬০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৫৮৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩০৭৪, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৬০৭, আহমাদ ৭৬৮৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৬২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/৩৪৫।

Scanned by CamScanner

হাদীসের শব্দ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ 'সেই সর্বাধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত, এর "ك" বর্ণে পেশ এবং যবর উভয় চিহ্ন যোগে পাঠ সিদ্ধ। যবরযোগে পাঠ করলে তা «فِعْلٌ مَاضٍ» অতীতকালের 'সীগাহ্‌' বা শব্দ হিসেবে অর্থ প্রদান করবে। তখন এর অর্থ হয় সীমালঙ্ঘনকারী তারাই যারা মানুষকে আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ করে থাকে এবং বলে থাকে, 'মানুষ ধ্বংস হোক'। মানুষ যখন এ কথা বলেই ফেলে তখন আল্লাহ নয় বরং সে নিজে তার জন্য ধ্বংস আবশ্যক করে নেয়। "ك" বর্ণে পেশ যোগে পাঠ করলে এর অর্থ হয়, যে এ কথা বলবে সেই হবে অধিক ধ্বংসশীল। কেননা সে নিজেকে অপরের চেয়ে অধিক ভালো মনে করেছে আর আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে অন্যকে বঞ্চিত মনে করে নিজের জন্য কেবল নির্ধারণ করে নিয়েছে।

ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত আছে, যদি কেউ অন্যকে হেয় এবং তুচ্ছ মনে করে নিজেকে বেশী ভালো মনে করে এ কথা বলে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে তা অপছন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ। আর যদি অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নয়, বরং অন্যের মধ্যে দীনের ত্রুটি লক্ষ্য করে তাদের শাসন হিসেবে এ কথা বলা হয়ে থাকে তাহলে তা দোষণীয় নয়, এটা জামহূরেরও মত।

কেউ কেউ বলেছেন, এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিদ্‌'আতী দল, যারা মানুষকে আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ করে থাকে এবং (গুনাহের কারণে) চিরজাহান্নামী বলে মনে করে থাকে।
(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ [২৬২৩]-১৩৯; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৭৫)

٤٨٢٢ -[١١] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَأْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৮২২-[১১] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ক্বিয়ামাতের দিন সবচেয়ে খারাপ লোক তাকে পাবে, যে দ্বিমুখী (কপট)। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে যায় এবং অপর মুখ নিয়ে ওদের কাছে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৪০]

ব্যাখ্যা : দুই চেহারা বিশিষ্ট লোক হলো মুনাফিক্ব। তারা একদলের কাছে বলে, আমরা তোমাদের সাথে; অন্যদের কাছে গিয়ে বলে, আমরা মূলত তোমাদের সাথে।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফাসাদ সৃষ্টি। এরা হলো মুনাফিক্ব সদৃশ লোক। 'আল্লামাহ্ নাবাবী বলেন : এরা প্রত্যেক দলের কাছে গিয়ে নিজেদেরকে তাদের দলের লোক বলে পরিচয় দেয় এবং তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে প্রচার করে থাকে। মূলত তাদের এ সকল কার্যক্রম হলো নিরেট প্রতারণা এবং ধোঁকা, যা দুই দলের গোপন তথ্যাদি প্রকাশে উৎসাহিত করে এবং ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। এটা সম্পূর্ণ হারাম। কিন্তু কেউ যদি বিবদমান দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কিংবা মীমাংসার নিয়্যাতে এরূপ কাজ করে থাকে তবে তা নিন্দনীয় এবং হারাম নয় বরং প্রশংসনীয়। মুনাফিক্বের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে, আল্লাহ বলেন : "নিশ্চয় মুনাফিক্বেরা জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকবে"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৪৫)। হাদীসে এসেছে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে থাকবে দ্বিমুখী লোক অর্থাৎ মুনাফিক্বগণ। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ [২৫২৬]-১৯৯; তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০২৫)

---

[৭৪০] **সহীহ :** বুখারী ৬০৫৮, ৭১৭৯; মুসলিম ১৯৯-(২৫২৬), ৯৮-(২৫২৬); আবূ দাউদ ৪৮৭২, তিরমিযী ২১১১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯৪৭, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩১৬, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৬৩৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ২০৪৫৩, আহমাদ ৯৯৯৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬২৬৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৫৪, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/২৫৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫০৮৫, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১১৮৪, আস্ সুনানুল কুবরা ১৭১০৫।

Scanned by CamScanner

٤٨٢٣ -[١٢] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «نَمَّامٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৮২৩-[১২] হুযায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : চোগলখোর বা নিন্দাকারী জান্নাতে যাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৪১]

মুসলিম-এর অপর বর্ণনায় قَتَّاتٌ-এর স্থলে نَمَّامٌ (একই অর্থ- চোগলখোর) শব্দ রয়েছে।

ব্যাখ্যা : (قَتَّاتٌ) বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে কারো গোপন বা সিক্রেট কথা অন্যমনস্কভাব নিয়ে বা আড়ালে থেকে সতর্কতার সাথে এবং অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে (কান লাগিয়ে) শোনে এবং সেটা অন্যের কাছে কিংবা ঐ লোকের প্রতিপক্ষের নিকট তা পৌঁছে দেয়। (نَمَّامٌ) বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে প্রকাশ্যে থেকেই কারো কথা শুনে এবং তা অপরের কাছে পৌঁছে দেয়। এ উভয় কর্মই হারাম ও নিন্দনীয়, কেননা এতে উদ্দেশ্য থাকে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি করা অথবা অনিবার্য কারণেই এতে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া কলহ সৃষ্টি হয়ে যায়। এরূপ কর্ম সম্পূর্ণরূপে হারাম। ইবনুল মালিক বলেন : যদি পরস্পরের দ্বন্দ্ব-কলহ নিরসনের জন্য এরূপ কার্য সম্পাদন করা হয় তবে তা নিন্দনীয় এবং হারাম হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "অধিকাংশ গুপ্ত পরামর্শে কোন কল্যাণ নিহিত থাকে না, হ্যাঁ তবে যে ব্যক্তি দান অথবা কোন নেক কাজ কিংবা জনগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপনে উৎসাহিত করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এরূপ কাজ করবে আমি সত্বরই তাকে মহান পুরস্কার প্রদান করব।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১১৪)

এ বিষয়ে 'আল্লামাহ্ গাযালী (রহিমাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, যার সংক্ষিপ্ত সার হলো : যার কাছে গীবাত বা পরের কথা নিয়ে কেউ উপস্থিত হবে তার উচিত হলো তাকে সত্য বলে না জানা এবং তার কথা বিশ্বাস না করা। আর যার সম্পর্কে যা কিছু বলেছে তা নিয়ে তত্ত্ব অনুসন্ধানে লিপ্ত না হওয়া এবং কথা বহনকারীকে এরূপ কর্মকাণ্ড থেকে বারণ করা। এরূপ কাজকে সে খারাপ জানবে এবং ঘৃণাও করবে, কখনও এরূপ কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : একজনের (গোপন) কথা অপরকে বলার মধ্যে যদি দীনের কোন কল্যাণ নিহিত থাকে তাহলে তা নিষেধ বা হারাম তো নয়ই বরং প্রকাশ করাটাই মুস্তাহাব, এমনকি কখনো তা ওয়াজিবও হয়ে যেতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬০৫৬; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০২৬; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮৬৩)

٤٨٢٤ -[١٣] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ

---

[৭৪১] সহীহ : বুখারী ৬০৫৬, মুসলিম ১৬৯-(১০৫), সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৬৫, তিরমিযী ২০২৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৩৪, আবূ দাউদ ৪৮৭১, সহীহুল জামি' ৭৬৭২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮২১, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৪৫, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৬৩৭০, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬৫৮৬, মুসনাদুল হুমায়দী ৪৪৩, মুসনাদুল বায্যার ২৯৫৪, মুসনাদে আহমাদ ২৩৩০৫, শু'আবুল ঈমান ১১১৯৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১১৬১৪, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/১৭৯, আল মু'জামুল কাবীর ২৯৫০, আল মু'জামুস্ সগীর ৫৬১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪১৯২, আস্ সুনানুল কুবরা ১৭১১৬।

Scanned by CamScanner

عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِىْ رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ قَالَ: «إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ. وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৮২৪-[১৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের সত্যানুসারী হওয়া উচিত। কেননা সত্যবাদিতা পুণ্যের দিকে পথপ্রদর্শন করে, আর পুণ্য জান্নাতের দিকে পথপ্রদর্শন করে। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাকে সত্যবাদী বলে লেখা হয়। তোমরা মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাকো। মিথ্যা পাপাচারের পথ দেখায়, আর পাপ জাহান্নামের দিকে পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে সচেষ্ট থাকে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাকে বড় মিথ্যুক বলে লেখা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৪২]

মুসলিম-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : সত্য বলা পুণ্যের কাজ, আর পুণ্য মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মিথ্যা বলা পাপের কাজ, আর পাপ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়।

ব্যাখ্যা : সত্যবাদিতা মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণ এবং মিথ্যাচারিতা নিকৃষ্ট মানবীয় দোষ। সত্য কথা বলা, সত্য বলার চেষ্টা এবং এর উপর অবিচল থাকার প্রত্যয় মু'মিন জীবনের জন্য একান্তই কাম্য। নাবী ﷺ-এর বাণী, (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : «اِلْزَمُوا الصِّدْقَ» অর্থাৎ তোমরা সত্যবাদিতাকে নিজের জন্য ওয়াজিব করে নাও। সত্যবাদিতা মানুষকে পুণ্যের পথ ধরিয়ে জান্নাতে পৌঁছিয়ে থাকে। মানুষ যখন সত্যাশ্রয়ী হয়, সত্যই হয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে সিদ্দীক্ব বা চরম সত্যবাদীরূপে লিখে নেন। আল্লাহর নিকট নাবীগণের মর্যাদার পরই 'সিদ্দীক্বীনদের' মর্যাদা। সত্যবাদী সিদ্দীক্বানের মর্যাদা নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে মিথ্যা বলা বা মিথ্যাচারিতা স্খলিত চরিত্রের বিভৎসরূপ। মিথ্যাবাদী আল্লাহর নিকট ভীষণ অপছন্দনীয় ব্যক্তি। মিথ্যা মানুষকে পাপাচারিতার পথ ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। কোন মানুষ যখন মিথ্যা বলে, মিথ্যা বলার চিন্তা ফিক্‌র নিয়েই সর্বদা থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট তাকে মিথ্যুক হিসেবে লিখে নেয়া হয়।

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নাবী ﷺ-এর বাণী– «يُكْتَبُ» তাকে লিখা হয়, এখানে তার অর্থ হলো : তার ওপর ঐ গুণের হুকুম লাগানো হয়, ফলে সে ঐ গুণের অধিকারী হয়ে হয়তো সিদ্দীক্বীনদের পুরস্কার লাভ করে না হয় মিথ্যাবাদী হয়ে তার শাস্তি ভোগ করে।

..... মাখলূক্ব বা সৃষ্টির কাছে এটা প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো : হয় সে ভালো-মন্দ লেখক মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাগণের) হাতে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে আর না হয় আল্লাহর অপ্রিয় হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; শার্‌হুন্ নাবাবী ১৬ খণ্ড, হাঃ ২৬০৭/১০৩)

---

[৭৪২] সহীহ : বুখারী ৬০৯৪, মুসলিম ১০৫-(২৬০৭), তিরমিযী ১৯৭১, আবূ দাঊদ ৪৯৮৯, সহীহুল জামি' ৪০৭১, সহীহ আত্ তারগীব ২৯৩২, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৯৮, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার ৬১৬৮, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ ২৫৫৯৯, মুসনাদুল বায্‌যার ১৬৫৮, আহমাদ ৪০৯৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫১৩৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৭২, শু'আবুল ঈমান ৪৭৮৪, দারিমী ২৭১৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/৪৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৮৭১, আল মুসতাদরাক ৪৪০, আস্ সুনানুল কুবরা ২১৩৩৯।

Scanned by CamScanner

٤٨٢٥ -[١٤] وَعَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِىْ خَيْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৮২৫-[১৪] উম্মু কুলসূম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : সে ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে লোকেদের মধ্যে মীমাংসা করে, ভালো কথা বলে এবং ভালো কথা আদান-প্রদান করে। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৪৩]

ব্যাখ্যা : মিথ্যা সর্বদাই নিন্দনীয় এবং মিথ্যুক ব্যক্তি আল্লাহর অপ্রিয় বান্দা। তবে মিথ্যা যদি মানুষের মধ্যকার পারস্পারিক দ্বন্দ্ব-কলহ নিরসনের নিমিত্তে হয় তখন তা নিন্দনীয় নয় এবং ঐ মিথ্যুক ব্যক্তি প্রকৃত মিথ্যাবাদী নয়। সে যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে মিথ্যা কথা বলেও থাকে। কিন্তু তার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ হবে সত্য অথবা তার উদ্দেশ্য হবে মহৎ। যেমন যায়দ এবং 'আম্‌র-এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব-কলহ নিরসনে কোন ব্যক্তি 'আম্‌রকে গিয়ে (মিথ্যাভাবে) বলল, ওহে 'আম্‌র! যায়দ তোমাকে সালাম জানিয়েছে। সে তোমার প্রশংসা করে বলল, আমি 'আম্‌রকে ভালোবাসি। অনুরূপ যায়দ-এর কাছে গিয়েও 'আম্‌র সম্পর্কে অনুরূপ কথা বলল, ফলে উভয় উভয়ের প্রতি শত্রুভাব এবং আত্মকলহ দূর হয়ে বন্ধুত্বের মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে গেল। (মিরক্বাত; ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৯২; শার্‌হুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৬০৫/১০১)

٤٨٢٦ -[١٥] وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِىْ وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৮২৬-[১৫] মিক্বদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যখন তোমরা প্রশংসায় বাড়াবাড়িকারীদের দেখবে, তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে। (মুসলিম)[৭৪৪]

ব্যাখ্যা : কারো প্রশংসায় যখন অতিরঞ্জন হবে অথবা অহেতুক হবে অথবা প্রশংসা হবে নিজেকে চাটুকারিতামূলক কিংবা কিছু খাওয়া পাওয়ার জন্য তখন এ হুকুম।

এ হাদীসে রয়েছে তার চেহারায় মাটি নিক্ষেপ কর। কোন কোন সংকলনে রয়েছে তার মুখে মাটি পুরে দাও। মুখে মাটি পুরে দেয়া অথবা ধূলা নিক্ষেপ করা হলো হাদীসের প্রকাশ্য বা বাহ্যিক অর্থ। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো তার চাহিদার মাল-সম্পদ তাকে দিয়ে দাও। কেননা দুনিয়ার মাল-সম্পদ ইয্‌যত সম্মানের তুলনায় ধূলাবালির মতই তুচ্ছ বস্তু, সুতরাং সেই বস্তু তাকে দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে ফেলো।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাকে সামান্য কিছু দিয়ে দাও, এই সামান্য কিছুকেই ধূলার সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন। (এছাড়াও আরো অনেকে অনেক ব্যাখ্যা করেছেন, বিস্তারিত মূল মিরক্বাতুল মাফাতীহ দ্রঃ)

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সামনে প্রশংসাকারীকে তিরস্কার করা এবং এ কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতি উৎসাহিত করা। কেননা কারো সামনে তার প্রশংসা তাকে দাম্ভিক-অহংকারী বানিয়ে ফেলে।

---

[৭৪৩] সহীহ : বুখারী ২৬৯২, মুসলিম ১০১-(২৬০৫), সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৯৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৪৫, আহমাদ ২৭২৭২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৩৩, শু'আবুল ঈমান ৪৭৯১, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৮৬৪২, আল মু'জামুল কাবীর ২০৭০৪, আস্ সুনানুল কুবরা ২১৩৫৩।

[৭৪৪] সহীহ : মুসলিম ৬৯-(৩০০২), সহীহুল জামি' ৫৭০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৫৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯২১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬২৬০, মুসনাদুল বায্‌যার ২১০৭।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কিছু মানুষ আছে যারা স্বভাবগতভাবে মানুষের প্রশংসা করে তার নিকট থেকে কিছু খেতে বা পেতে চায়, নিশ্চয় এদের জন্য অত্র হাদীসের বিধান যথার্থ। কিন্তু যে ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে প্রশংসনীয় কোন ভালো কাজ করল, অন্যদেরকেও এমন ভালো কাজে উৎসাহ দানের লক্ষ্যে এবং কল্যাণকর কাজে অনুপ্রাণিত করতে কারো প্রশংসা করল, সে ঐ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮৯৬)

٤٨٢٧ - [١٦] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ» ثَلَاثًا "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مُحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللهُ حَسِيبُهُ إِنْ كَانَ يُرٰى أَنَّهُ كَذٰلِكَ وَلَا يُزَكِّيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৮২৭-[১৬] আবূ বাকরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির খুব প্রশংসা করল। এটা শুনে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : "হায় দুর্ভাগা! তুমি তোমার ভাইয়ের গলা কাটলে"। এ বাক্য তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন : যদি তোমরা কারো প্রশংসা করা প্রয়োজন মনে করো, তবে এরূপ বলবে, "আমি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করি, প্রকৃত অবস্থার সঠিক হিসাব আল্লাহ তা'আলাই জানেন"। আর এটা ঐ সময় বলবে, যখন সে ব্যক্তি সম্পর্কে সত্যি সত্যিই তুমি এ ধারণা পোষণ করবে। কাউকে পূত-পবিত্র আখ্যায়িত করতে আল্লাহ তা'আলার ওপর বাড়াবাড়ি করবে না।

(বুখারী ও মুসলিম)[৭৪৫]

ব্যাখ্যা : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে যে লোকটি অন্য আরেকজন লোকের প্রশংসা করছিল এই প্রশংসা ছিল মাত্রাতিরিক্ত এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে অতি বাড়াবাড়ি, ফলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ব্যাপারে বলেন (وَيْلَكَ) তোমার ধ্বংস হোক। (وَيْلَكَ) শব্দটি 'আরবদের বর্ণনা বাগধারায় সতর্ক করণার্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। এর অর্থ (هَلَكْتَ هَلَاكًا) তুমি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছ অথবা ধ্বংস করে ফেলেছ। অর্থাৎ প্রশংসার ক্ষেত্রে তুমি অতিরঞ্জন করে নিজেকে মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে ফেলেছ, অথবা যার অতিরিক্ত প্রশংসা করছ তাকে ভীষণ ক্ষতির মধ্যে ফেলেছ। এ শব্দটি নিখাদ বদ্দু'আ অর্থে নয় বরং ধমকী কিংবা আফসোস ও পরিতাপ প্রকাশার্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। সুতরাং (وَيْلَكَ) অর্থ তোমার জন্য আফসোস ও পরিতাপ। কোন কোন সংকলনে (وَيْحَكَ) শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এটাও ধমকী অর্থে ব্যবহার হয়, তবে এতে থাকে মুহব্বাত ও দয়াশীলতা।

প্রশংসাকারীকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা (قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ) "তুমি তোমার ভাইয়ের গর্দান কেটে দিলে" এটা রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ধ্বংস দ্বারা দীনের ক্ষতি বা ধ্বংস উদ্দেশ্য। কারো প্রশংসা করতে হলে, নিজের ধারণার কথাটুকু ব্যক্ত করবে মাত্র। সে এভাবে বলবে আমার ধারণা মতে অমুকে ভালো বা এমন। অথবা আমি তো তাকে ভালো বলেই মনে করি বা ধারণা করি। প্রকৃত ভালো কে সে তো আল্লাহ জানেন। অতএব আল্লাহর জ্ঞানের ও জানার উপর অতি প্রশংসাই আল্লাহর ওপর বাড়াবাড়ি করা, যা নিষিদ্ধ।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৬২; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৯৭; শারহুন্ নাবাবী ১৮শ খণ্ড, হাঃ ৩০০০/৬৫)

---

[৭৪৫] **সহীহ :** বুখারী ২৬৬২, ৬০৬১, ৬১৬২; মুসলিম ৬৫-(৩০০০), ৬৬-(৩০০০); আবূ দাউদ ৪৮০৫, ইবনু মাজাহ ৩৭৪৪, সহীহুল জামি' ৭১৪০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৫৩, মুসান্নাফ ইবনু হিব্বান ৫৭৬৬, শু'আবুল ঈমান ৪৮৬৯, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১০০৬৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬৬৪।

Scanned by CamScanner

٤٨٢٨ - [١٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا قُلْتَ لِأَخِيكَ مَا فِيهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ»

৪৮২৮-[১৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) সহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি জান গীবাত কাকে বলে? সহাবীগণ বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি (ﷺ) বললেন : তোমার মুসলিম ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা তার কাছে খারাপ লাগবে। জিজ্ঞেস করা হলো, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সে ত্রুটি বিদ্যমান থাকে, তুমি যে দোষ-ত্রুটির কথা বললে, তার মধ্যে সে দোষ-ত্রুটি থাকলেই তো তুমি গীবাত করলে। আর যদি দোষ-ত্রুটি বর্তমান না থাকে, তবে তুমি "বুহ্তান" (মিথ্যারোপ) করলে। (মুসলিম)[৭৪৬]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, যদি তুমি তোমার ভাইয়ের এমন দোষের কথা বলো, যা তার মধ্যে রয়েছে, তবে তুমি তার গীবাত করলে। আর যদি তার সম্পর্কে এমন দোষের কথা বলো, যা তার মধ্যে নেই, তবে তুমি তার প্রতি "বুহ্তান" (মিথ্যা অপবাদ) দিলে।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি আল কুরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যা : ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ "তোমাদের কেউ একে অপরের গীবাত করবে না।" (সূরাহ্ আল হুজুরাত ৪৯ : ১২)

এ আয়াত নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) সহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, (أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟) তোমরা কি জান গীবাত কি? তারা তখন জওয়াব দিলেন আল্লাহ ও তার রসূলই ভালো জানেন। এভাবে প্রশ্ন-উত্তর পরম্পরায় বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা অত্র হাদীসে বিধৃত হয়েছে।

ইমাম নাবাবী বলেন : গীবাত হলো জঘন্য অপরাধসমূহের একটি অপরাধ। এটা যখন মানব সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তার ঘটে তখন তা থেকে অল্প মানুষই ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

গীবাতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : (ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ) তোমার (দীনী) ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে তাই গীবাত।

এ বাক্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তোমার ভাই সম্পর্কে তার অসাক্ষাতে কিছু বলার বিষয়টি ব্যাপক। তার শারীরিক কোন বিষয়েও হতে পারে, তার জান-মাল, চরিত্র এমনকি আর্থিক, পারিবারিক, সন্তান-সন্ততি কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়েও হতে পারে। আর কারো সম্পর্কে গীবাত যে শুধু মুখের ভাষায় হবে এমনটি নয়, কারো লিখনির মাধ্যমে, ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে, চোখ টিপের মাধ্যমে, হাত-মাথা বা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেও হতে পারে। মোটকথা যা দ্বারা অন্যের কাছে তোমার মুসলিম ভাইয়ের ত্রুটি বা তুচ্ছতা তুলে ধরবে এবং সে তা বুঝতে পেরে অপছন্দ

---

[৭৪৬] সহীহ : মুসলিম ৭০-(২৫৮৯), সহীহুল জামি' ৮৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮৪৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৪১৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৫৮, শু'আবুল ঈমান ৬৭১৯, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১১৫১৮, আস্ সুনানুল কুবরা ২১৬৯৫, সুনানুদ্ দারিমী ২৭১৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬৪৯৩, আহমাদ ৮৯৮৫, তিরমিযী ১৯৩৪, আবূ দাউদ ৪৮৭৪, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৫৩৮।

Scanned by CamScanner

করবে সেটাই গীবাত, যা সম্পূর্ণরূপে হারাম। অনুরূপ খুড়িয়ে চলা, লাঠি, ভর দিয়ে চলা ইত্যাদি দ্বারা যদি কারো ত্রুটি বুঝানো উদ্দেশ্য হয় তবে সেটাও গীবাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারো মধ্যে কোন দোষ বিদ্যমান থাকলে সেটা অন্যের কাছে বর্ণনা করায় তা গীবাত হয়। কিন্তু তার মধ্যে যদি ঐ দোষ না থাকে আর তা অন্যের কাছে প্রকাশ করা হয় তবে সেটা হয় 'বুহতান' বা অপবাদ তথা (কারো সম্পর্কে) মহা মিথ্যাচার।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৫৮৯/৭০; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮৬৬; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৩৪)

٤٨٢٩ ـ[١٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ فَبِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ» فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ وَجْهِهٖ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ. فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ لَهٗ: كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِيْ وَجْهِهٖ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَتٰى عَاهَدْتِنِيْ فَحَّاشًا؟ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهٖ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «اتِّقَاءَ فُحْشِهٖ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৮২৯-[১৮] 'আয়িশাহ্ সিদ্দীক্বা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করল। নাবী ﷺ (সহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-কে) বললেন : তাকে আসার অনুমতি দাও। সে নিজের গোত্রের খারাপ ব্যক্তি। যখন লোকটি তাঁর দরবারে এসে বসল, তখন তিনি (ﷺ) প্রশস্ত ললাটে তার দিকে তাকালেন এবং মৃদু-হাস্যে তার সাথে কথা বললেন। যখন লোকটি চলে গেল, তখন 'আয়িশাহ্ সিদ্দীক্বা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আপনি লোকটি সম্পর্কে এমন এমন বলেছেন, অতঃপর আপনিই তার সাথে প্রশস্ত ললাটে সাক্ষাৎ করলেন এবং মৃদু হেসে কথা বললেন। এটা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি আমাকে কখনো অশ্লীলভাষী পেয়েছ? ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর দরবারে মানুষের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে সে-ই নিকৃষ্ট হবে, যাকে মানুষ তার অনিষ্টের ভয়ে ত্যাগ করে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, যাকে মানুষ তার অশ্লীলতার ভয়ে পরিত্যাগ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৪৭]

ব্যাখ্যা : যে লোকটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেছিল তার নাম এখানে উল্লেখ নেই। কেউ বলেছেন, তার নাম ছিল 'উয়াইনাহ্ আল ফাযারী। আবার কেউ বলেছেন, মাখরামাহ্ ইবনু নাওফাল। লোকটি প্রবেশের সময় তার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ মন্তব্য করলেন- সে গোত্রের কতই না নিকৃষ্ট লোক। সহীহুল বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, সে গোত্রের কতই না নিকৃষ্ট লোক এবং কতই না নিকৃষ্ট লোকের সন্তান। রসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্পর্কে এমন কথা বলার কারণ হলো– সে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি, কিন্তু জনসম্মুখে ভূয়াভাবে ইসলাম প্রকাশ করেছে। নাবী ﷺ তার অবস্থা প্রকাশের জন্য এমন কথা বলেছেন যাতে কেউ তার কথায় ধোঁকায় না পরে এবং প্রতারিত না হয়। নাবী ﷺ তার সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় দেখা করেন এবং মিষ্টি ও নরম কথা বলেন। এটা ছিল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বভাবজাত অভ্যাস, তিনি শত্রুর সাথেও নরম ও মিষ্টি কথা বলতেন। তাছাড়া ঐ লোকটির অন্তর জয় করাও ছিল একটি উদ্দেশ্য।

[৭৪৭] সহীহ : বুখারী ৬০৫৪, ৬১৩১; মুসলিম ৭৩-(২৫৯১) তিরমিযী ১৯৯৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৮৯, আবূ দাঊদ ৪৭৯১, সহীহুল জামি' ২০৯৫, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৯৮৯, আহমাদ ২৪১০৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৮২৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৯৬, শু'আবুল ঈমান ৮১০১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬৮২।

Scanned by CamScanner

শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থকার এ হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, ফাসিক্ব ব্যক্তির ভিতরের অসৎ রূপ প্রকাশ করা বৈধ, যাতে জনগণ তার অনিষ্টতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এরূপ বলা বা করা গীবাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। নাবী ﷺ তার অন্তরের লুক্কায়িত কুফরী প্রকাশ করে স্বীয় নুবুওয়াতী মু'জিযা প্রকাশ করেছেন, এটা গীবাত হবে না।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যে নিজের পাপাচারী এবং বিদ্'আত প্রকাশ করে বেড়ায় তার গীবাত দোষণীয় নয়। এরূপ আটস্থলে গীবাত করা বৈধ, বিস্তারিত দেখুন- রিয়াযুস্ সলিহীন, গীবাত অধ্যায়।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬০৩২; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৮৩; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৯৬)

٤٨٣٠ -[١٩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ عَمَلًا بِاللَّيْلِ ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ. فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَذُكِرَ فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ» فِيْ «بَابِ الضِّيَافَةِ»

৪৮৩০-[১৯] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার সকল উম্মাত ক্ষমাপ্রাপ্তদের মধ্যে আছে; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের অপরাধ প্রকাশকারী, সে ক্ষমাপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়। এটা কতই না লজ্জাহীনতার কাজ যে, লোক রাতে খারাপ কাজ করে, আর আল্লাহ তা'আলা তার কুকর্ম গোপন করে রাখেন। অতঃপর সকাল হতেই লোকেদেরকে বলে ফেলে, হে অমুক! আমি রাতে এরূপ কাজ করেছি। আল্লাহ তা'আলা রাতে তার দোষ ঢেকে ছিলেন, কিন্তু সকাল হতেই সে আল্লাহ তা'আলার পর্দা উন্মুক্ত করে দিলো। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৪৮]

এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত হাদীস «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ الخ» যিয়াফাত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : অনেক মানুষ এমন রয়েছে, যে রাতের অন্ধকারে গোপনে পাপ করে, তার এ পাপের কথা কেউ জানে না, আল্লাহ তা'আলা তার পাপকে গোপন করে রাখেন, কিন্তু সে আল্লাহর সেই গোপনীয়তার পর্দা উন্মোচন করে দিয়ে দিনের বেলা নিজের গোপন পাপের কথা মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেয়। আল্লাহ এ কাজে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং তিনি আর তাকে ক্ষমা করেন না। গোপনীয় পাপ প্রকাশ না করলে কোন না কোনভাবে তা মাফ হয়ে যায়। হয়তো সে নিজেই অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে, ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন, অথবা তিনি অন্য কোন নেক 'আমাল করেন যার কারণে তার ঐ গোপন পাপ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু যখন সে তা মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেয়ার ধৃষ্টতা দেখান তখন আল্লাহ তার ক্ষমার পথ বন্ধ করে দেন। কারণ এটা এক প্রকার অহংকার ও সীমালঙ্ঘন, আল্লাহ অহংকারী এবং সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসেন না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬০৬৯; শারহুন্ নাবাবী ১৮শ খণ্ড, হাঃ ২৯৯০/৫২)

---

[৭৪৮] **সহীহ :** বুখারী ৬০৬৯, মুসলিম ৫২-(২৯৯০), সহীহুল জামি' ৪৫১২, আল মু'জামুস্ সগীর ৬৩২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৪৯৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়াহাক্বী ১৮০৫৪, শু'আবুল ঈমান ৯৬৭৩।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٨٣١ -[٢٠] عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِيْ رِبْضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِيْ أَعْلَاهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَكَذَا فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِي الْمَصَابِيحِ قَالَ غَرِيبٌ

৪৮৩১-[২০] আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করবে, অথচ মিথ্যা হলো প্রকৃতই বাতিল, তার জন্য জান্নাতের এক প্রান্তে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হবে। যে ব্যক্তি ঝগড়াঝাটি পরিত্যাগ করবে অথচ ন্যায়ত সে ঝগড়ার হাক্বদার, তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে উত্তম করবে, তার জন্য জান্নাতের উঁচু এলাকায় একটি প্রাসাদ বানানো হবে। (তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান। শারহুস্ সুন্নাহ্‌য়ও হাসান বলা হয়েছে; কিন্তু মাসাবীহ গ্রন্থকার বলেন : হাদীসটি গরীব।)[৭৪৯]

ব্যাখ্যা : মিথ্যা সর্বদাই পরিহারযোগ্য। সুতরাং এটাকে সাধারণভাবে নেয়াই উচিত। তবে ক্ষেত্রবিশেষ তার বৈধতা সার্বজনীন আলোচনার বিষয় নয়। হাদীসের বাণী, (وَهُوَ بَاطِلٌ) বাক্যটি শর্ত এবং জাযার মাঝে জুমলায়ে মু'তারাযা বা বিছিন্ন বাক্য। এর মূল প্রতিপাদ্য কথা হলো তা (মিথ্যা) বাতিল। অথবা বাক্যটি জুমলায়ে হালিয়া হয়েছে অর্থাৎ হাল বা অবস্থা হলো এই যে, মিথ্যা বাতিল এতে কোন কল্যাণ নেই (মাত্র তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত)। এই হাল কর্তা এবং কর্ম বা فاعل কিংবা مَفْعُوْلٍ যে কোন বাক্যটি থেকে হতে পারে।

(ربض الْجَنَّة) হলো জান্নাতের অভ্যন্তরের পার্শ্বস্থল। মিথ্যা পরিহারকারীর জন্য জান্নাতের পার্শদেশে বিশেষ একটি মহল তৈরি করা হবে। 'আরবীতে المراء শব্দের অর্থ الجدال, ঝগড়ায় সর্বদা যে ন্যায় কথা বলা সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করে চলে তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি বিশেষ প্রাসাদ বা মহল তৈরি করে দেয়া হবে। চরিত্র সুন্দর করার অর্থ হলো মিথ্যা বলা থেকে, ঝগড়া থেকে এবং যাবতীয় খারাপ চারিত্রিক অসৎ গুণাবলী থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সৎকর্ম দ্বারা স্বীয় চরিত্রকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা, এর জন্য জান্নাতের উচ্চশৃঙ্গে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। এই উচ্চশৃঙ্গ ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য কিংবা অর্থগত দিক থেকেও হতে পারে। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, চরিত্র মানুষের উপার্জিত তথা নিজ হাতে গড়া বস্তু, যদিও তাতে প্রকৃতি বা স্বভাবজাত প্রভাব রয়েছে। সহীহ হাদীসে এসেছে, নাবী সর্বদা দু'আ করেছেন, «اَللّٰهُمَّ حَسِّنْ خُلُقِي كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي» "হে আল্লাহ! তুমি আমার দেহ অবয়বকে যেভাবে সুন্দর করেছ অনুরূপভাবে আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও।"

সহীহ মুসলিম-এর এক বর্ণনায় এভাবে দু'আ এসেছে : «اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ» "হে আল্লাহ! আমাকে চরিত্র সুন্দর করার পথ দেখাও, চরিত্র সুন্দর করার পথ তুমি ছাড়া আর কেউই দেখাতে পারে না।"

---

[৭৪৯] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৯৯৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৫০২, ইবনু মাজাহ ৫১, য'ঈফ ইবনু মাজাহ ৬, য'ঈফুল জামি' ৫৫২২। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "সালামাহ্ ইবনু ওয়ারদান" নামের বর্ণনাকারী, সে য'ঈফ। সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১০৫৬।

Scanned by CamScanner

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : المراء হলো মানুষের কথা এড়িয়ে চলা, এতে প্রকাশ্যে ত্রুটি থাক বা আভ্যন্তরীণ ত্রুটি থাক, শাব্দিক ত্রুটি থাক বা আত্মিক ত্রুটি থাক অথবা বক্তার ইচ্ছাগত ত্রুটিই থাক না কেন। তুমি যে কথাই শুনবে তা হয় হাক্ব হবে আর না হয় নাহাক্ব বা বাতিল। যদি হাক্ব হয় তাহলে তুমি তার সত্যায়ন কর আর যদি বাতিল হয় আর সেটা যদি দীন সংক্রান্ত না হয় তাহলে তা থেকে তুমি নিরবতা অবলম্বন কর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৯৩)

٤٨٣٢ -[٢١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَتُدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ. أَتُدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ الْأَجْوَفَانِ: الْفَمُ وَالْفَرْجُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৪৮৩২-[২১] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি জানো, মানুষকে কোন্ জিনিস সবচেয়ে বেশি জান্নাতের প্রবেশ করাবে? সেটা হলো, আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জানো, মানুষকে কোন্ জিনিস সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? সেটা হলো, দু'টো গহ্বর; একটি মুখ, অপরটি জননেন্দ্রিয়। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৭৫০]

ব্যাখ্যা : কোন্ জিনিস মানুষকে অধিক হারে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? এর অর্থ হলো কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষকে সফলকামী মানুষের সাথে জান্নাতের অধিকারী করবে? রসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই তার উত্তর দেন। জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো : আল্লাহভীতি। আল্লাহভীতির ন্যূনতম পন্থা হলো উত্তম চিন্তা। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো উত্তম চরিত্র বা উত্তম আচরণ। প্রতিটি সৃষ্টিজীবের সাথে উত্তম আচরণ করা। সৎ চরিত্র এবং উত্তম আচরণের ন্যূনতম পন্থা হলো তাদের কষ্ট দান থেকে বিরত থাকা, আর সর্বোচ্চ পর্যায় হলো যে কষ্ট দেয় তার সাথে ভালো আচরণ করা এবং তার প্রতি ইহসান করা।

এখানে রসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্নাকারে কথা উপস্থাপনা করার উদ্দেশ্য হলো এ কথার প্রভাব যেন ভালোভাবে মানুষের হৃদয়ে বসে যায়।

রসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপভাবেই প্রশ্নাকারে উত্থাপন করেছেন যে, কোন বস্তু মানুষকে অধিকহারে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। এখানেও রসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই তার উত্তরে বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দু'টি গহ্বর অর্থাৎ মানব দেহের দু'টি গহ্বর যা মানুষকে অধিকারে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে।

মানবদেহের এ গহ্বর দু'টি হলো মুখ এবং যৌনাঙ্গ। কেননা মানুষ অধিকাংশ সময় এ দু'টির কারণে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে থাকে এবং তার পরিণামে সে জাহান্নামের অধিকারী হয়ে যায়।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (تَقْوَى اللهِ) 'আল্লাহভীতি' এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন : এ বাক্যটি আল্লাহর আদেশ পালনের মাধ্যমে এবং নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে উত্তম মুআমালাহর দিকে ইশারা করছে। অনুরূপ (حُسْنُ الْخُلُقِ) 'হুসনু খুলুক্ব' দ্বারা সকল সৃষ্টিজীবের প্রতি উত্তম আচরণের দিকে ইশারা করছে। এ দু'টি উত্তম বৈশিষ্ট্যই মানুষকে জান্নাতের অধিকারী করে থাকে। এর বিপরীতে জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা মুখ এবং যৌনাঙ্গকে তার মোকাবেলায় তৈরি করেছেন। জিহ্বাকে মুখের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

[৭৫০] হাসান : তিরমিযী ২০০৪, ইবনু মাজাহ (পাওয়া যায়নি), সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৭২৩, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২২২, আহমাদ ৯৬৯৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৭৬, শু'আবুল ঈমান ৫৭৫৬।

Scanned by CamScanner

শারী'আতের সকল নির্দেশিত কাজে তার হিফাযাত যেমন জরুরী তেমনি সকল হালাল খাদ্য খাওয়াও তাক্বওয়ার শীর্ষস্তর।

অনুরূপ যৌনাঙ্গের হিফাযাতও দ্বীনের সবচেয়ে বড় মর্যাদাপূর্ণ একটি স্তর। আল্লাহ মু'মিনদের নিদর্শন ও গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ "আর যারা তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযাতকারী"– (সূরাহ্ আল মু'মিন ৪০ : ০৫)। শাহ্ওয়াত বা প্রবৃত্তির তাড়নার প্রাধান্যকালে যিনার সকল উপকরণ ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজেকে বিরত রাখা সিদ্দীক্বীনদের দরজায় পৌঁছার শামিল।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০০৪)

٤٨٣٣-[٢٢] وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

وَرَوَى مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ.

৪৮৩৩-[২২] বিলাল ইবনু হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মানুষ মুখ দিয়ে ভালো কথা বলে; কিন্তু সে এর মর্যাদা জানে না। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন, যাবৎ না সে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করে। অপরদিকে মানুষ মুখ দিয়ে মন্দ কথা বলে; কিন্তু সে জানে না তার পরিণাম কী। আল্লাহ তা'আলা এ কারণে তার ওপর নিজের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করতে থাকেন, যতক্ষণ না সে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করে। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৭৫১]

ইমাম মালিক, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ (রহিমাহুল্লাহ) অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা অনেকাংশে ৪৮১৩ নং হাদীসের ব্যাখ্যানুরূপ। মানুষ অনেক সময় মুখে এমন কথা উচ্চারণ করে যা খুবই কল্যাণকর কথা এবং আল্লাহর কাছে অতীব পছন্দনীয় বাক্য। কিন্তু সে জানে না আল্লাহ তার ঐ কথার কি মূল্য ও মর্যাদা। উচ্চারণকারী তাকে ক্ষীণ বা ছোট করেই দেখেছে, কিন্তু আল্লাহর নিকট ঐ কথার সাওয়াব তার জন্য দীর্ঘায়িত করে দেন এবং আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাত পর্যন্ত স্বীয় সন্তুষ্টি তার জন্য অবধারিত করে নেন।

পক্ষান্তরে আল্লাহর অতীব অপছন্দনীয় এবং অসন্তুষ্টির কিছু কথা রয়েছে, যা তার বান্দা উচ্চারণ করে থাকে। উচ্চারণকারী সে নিজেও জানে না যে ঐ কথা আল্লাহর কত অপ্রিয় এবং অনিষ্টকর, ফলে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্টির সিদ্ধান্ত লিখে নেন।

আল্লাহর সাথে সাক্ষাত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্টি লিখে নেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাকে নেক কাজের তাওফীক্ব দান করেন, আর কল্যাণকর কাজে তিনি অগ্রণী হয়ে যান, ফলে তিনি জীবদ্দশায় প্রশংসনীয় জীবন পান এবং মৃত্যুর পর বারযাখী জীবনে ক্ববরের 'আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে

[৭৫১] হাসান সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৪১২৫, তিরমিযী ২৩১৪, ইবনু মাজাহ ৩৯৭০, সহীহুল জামি' ২৪৯৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮৭৮, ইবনু হিব্বান ১৫৭৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৮৮, আল হুমায়দী ৯১১, আহমাদ ১৫৮৫২, আবূ ইয়া'লা ৬২৩৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/১৮৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১২৪, আল মুসতাদরাক ১৩৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭১১০।

Scanned by CamScanner

থাকেন। তার ক্ববর হয়ে যায় প্রশস্ত এবং আরামদায়ক। তাকে বলা হয় তুমি নব দুলহার ন্যায় ঘুমাও, যাকে পরিবারের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া কেউ জাগাতে সাহস করে না। ক্বিয়ামাতের দিন সে নেককার সৌভাগ্যশীলদের সাথে উঠবে ফলে আল্লাহ তাকে তার ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন। এরপর তাকে চিরস্থায়ী নি'আমাতের ঘর জান্নাতে স্থান দিবেন, অতঃপর মহান আল্লাহর দীদারে তাকে ধন্য করবেন। এর বিপরীতটাও অনুরূপ, অর্থাৎ খারাপ কথার খারাপ প্রতিদান সে পাবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৩১৯)

٤٨٣٤ -[٢٣] وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهٗ وَيْلٌ لَهٗ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৪৮৩৪-[২৩] বাহ্য ইবনু হাকীম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি (দাদা) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ধ্বংস তাদের জন্য, যারা কথা বলে আর জনতাকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। তার ওপর ধ্বংস, তার ওপর ধ্বংস। (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারিমী)[৭৫২]

ব্যাখ্যা : আরবীতে (وَيْلٌ) শব্দের অর্থ হলো «هَلَاكٌ عَظِيمٌ» মহাধ্বংস অথবা (وَيْلٌ) হলো «وَادٍ عَمِيقٌ فِي جَهَنَّمَ» জাহান্নামের ভিতরের গভীর একটি গর্ত।

মিথ্যা বলা সর্বাস্থায় নিষিদ্ধ, তা হাস্য রসিকতারচ্ছলে হলেও নিষিদ্ধ এবং পাপ। কেউ কাউকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বললেও তার পরিণতি কি? তাই অত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য কথা সত্য হলে তা দ্বারা মানুষ হাসানো এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে এ ধ্বংসের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন আল্লাহর রসূল ﷺ কোন সময় তার স্ত্রীদের কারো ওপর রাগ করলে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন কোন হাসানো (সত্য কথা) বলে তাকে হাসাতেন। এ অবস্থা ঘটনাক্রমে হলে অথবা কখনো কখনো হলে তবে তা নিষিদ্ধ নয় কিন্তু হাস্যরসিকতা কেউ যদি পেশা বানিয়ে নেয় এবং সর্বদাই এতে লিপ্ত থাকে তাহলে তার জন্য হাদীসে বর্ণিত ধ্বংস অবধারিত।

(وَيْلٌ) শব্দটি একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে তাকীদ হিসেবে অথবা প্রথমটি বারযাখ বা ক্ববরের জীবনে, দ্বিতীয়টি হাশরে এবং তৃতীয়টি জাহান্নামে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৩১৫; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৮২)

٤٨٣٥ -[٢٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُولُ الْكَلِمَةَ لَا يَقُولُهَا إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسَ يَهْوِي بِهَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّهٗ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهٖ أَشَدَّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهٖ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

৪৮৩৫-[২৪] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা একটি কথা বলে এজন্য যে, সে এটা দ্বারা লোক হাসাবে। সে এ কথার দরুন জাহান্নামের মধ্যে এত দূরে নিক্ষিপ্ত

---

[৭৫২] হাসান : আহমাদ ২০০৫৫, তিরমিযী ২৩১৫, আবূ দাউদ ৪৯৯০, সহীহুল জামি' ৭১৩৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯৪৪, দারিমী ২৭২০, শু'আবুল ঈমান ৪৮৩১, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১১১২৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্বারানী ১৬৩১৫, আল মুসতাদরাক ১৪২, আস্ সুনানুল কুবরা লিন বায়হাক্বী ২১৩৪৬।

Scanned by CamScanner

হবে যা আকাশমণ্ডলী ও জমিনের দূরত্বের সমান। বান্দার পা পিছলানোর তুলনায় মুখ পিছলানো ভয়ানক ক্ষতিকর। (বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।)[৭৫৩]

ব্যাখ্যা : "বান্দা একটি কথা বলে" এ বাক্যে 'কথা' বলতে মিথ্যা কথা উদ্দেশ্য, অর্থাৎ মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা অথবা অশ্লীল কিংবা অনর্থক কথা বলে থাকে। এ কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সে জাহান্নামের এত গভীর পতিত হবে যে, তার গভীরতা আকাশ পাতালের দূরত্বের সমান হবে। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো ঐ মিথ্যা অথবা অনর্থক অশ্লীল হাসানো কথার কারণে সে আল্লাহর রহমাত ও কল্যাণ থেকে আকাশমণ্ডলী এবং জমিনের দূরত্ব সমান দূরে সরে পড়বে।

মিথ্যা কথা বলা অথবা অন্য কোন গীবাত পরনিন্দা ইত্যাদির ক্ষতি দৈহিক ক্ষতির চেয়ে অধিক ভয়ানক। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; জামি'উস সগীর হাঃ ২০৬১)

কবি বলেন, "তীর দ্বারা আঘাতের ক্ষত এক সময় শুকে যায় কিন্তু জিহ্বার ক্ষত কখনো শুকায় না।"

٤٨٣٦ -[٢٥] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ صَمَتَ نَجَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৪৮৩৬-[২৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি নিশ্চুপ রইল, সে মুক্তি পেলো।

(আহমাদ, তিরমিযী, দারিমী ও বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন)[৭৫৪]

ব্যাখ্যা : "যে বিরত থাকলো সে মুক্তি পেল" এর অর্থ হলো, যে অশ্লীল ও মিথ্যা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকলো সে তার পাপ ও শাস্তি থেকে মুক্তি পেল।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (রহিমাহুল্লাহ) [শব্দ বিজ্ঞানী] বলেন : «الصَّمْتُ» 'চুপ থাকা' শব্দটি «السُّكُوتِ» 'চুপ থাকা' বা নীরব থাকা শব্দ হতে অধিক পূর্ণতা প্রকাশকারী শব্দ। কেননা «الصَّمْتُ» শব্দটি বাকশক্তিসম্পন্ন সত্তা এবং বাকশক্তিহীন সত্ত্বা উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে «السُّكُوتِ» শব্দটি কেবলমাত্র বাকশক্তি সম্পন্ন সত্তার ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়ে থাকে।

ইমাম গাযালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ কথাটি «مِنْ فَصْلِ الْخِطَابِ وَجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَجَوَاهِرِ الْحِكَمِ» এর অন্তর্ভুক্ত, কোন ব্যক্তিই এর অর্থ করে শেষ করতে পারবে না। বহুবিধ অর্থ সমৃদ্ধ বাক্যটির অর্থ অনুসন্ধানে সর্বকালের 'আলিমগণই শ্রম সাধনা ব্যয় করে চলছেন।

মানুষের জিহ্বার স্খলনজনিত বিপদ অত্যন্ত বড় এবং তার অনিষ্টতা খুব বেশী। কেননা মিথ্যা, গীবাত, অপবাদ, অশ্লীল কথা ইত্যাদি মুখ থেকে অবলীলাক্রমে অনায়াসেই বেড়িয়ে পড়ে এবং অন্তরও এতে অগ্রণী হয়, না এগুলোতে কোন বেগ পোহাতে হয় না। আর অন্তর তার একটি মিষ্টতাও অনুভব করে থাকে, অপরদিকে প্রবৃত্তি এবং শায়ত্বনের সহযোগিতা থাকে পুরোদমে। সুতরাং কথা বলাই ঝুঁকিপূর্ণ এবং চুপ থাকাই নিরাপদ।

---

[৭৫৩] সহীহ : শু'আবুল ঈমান ৪৮৩২।

[৭৫৪] সহীহ : আহমাদ ৬৪৮১, ৬৬৫৪; তিরমিযী ২৫০১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৩৫, সহীহুল জামি' ৬৩৬৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮৭৪, শু'আবুল ঈমান ৪৯৮৩, দারিমী ২৯১৩, আল মু'জামুল কাবীর ১৫৩৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৯৩৩।

Scanned by CamScanner

মানুষের প্রতিটি কথাই রেকর্ড করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

"মানুষ যে কোন কথাই বলুক না কেন, তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৎপর প্রহরী (ফেরেশতা) তার নিকটই রয়েছে।" (সূরাহ্ ক্বাফ ৫০ : ১৮)

এ আয়াত দ্বারা চুপ থাকার নির্দেশ পাওয়া যায়। মানুষের কথা চার প্রকার, তন্মধ্যে এক প্রকার কথায় শুধু ক্ষতিই বিদ্যমান। দ্বিতীয় এক প্রকারের মধ্যে রয়েছে উপকার, তৃতীয় প্রকার লাভ ক্ষতি মিলে আর চতুর্থ প্রকার যার মধ্যে কোন লাভও নেই কোন ক্ষতিও নেই। যে কথায় শুধু ক্ষতিই তা থেকে নীরব থাক আবশ্যক। অনুরূপ লাভ-ক্ষতি উভয়টি যেখানে বিদ্যমান, সে কথা থেকেও নীরব থাকা আবশ্যক। আর যে কথায় কোন লাভ-ক্ষতি কিছুই নেই, নিঃসন্দেহে তা অহেতুক বা বেহুদা কথা, তা বলা সময় অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়, সুতরাং তাও ক্ষতিকর। চতুর্থ আরেকটি প্রকার যাতেও রয়েছে ক্ষতির আশংকা। অতএব চুপ থাকা নিঃসন্দেহে নিরাপদ ও বাঁচার পথ।

মানুষের জিহ্বার অনিষ্টতা সীমাহীন, নিরবতাই তা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৫০১)

٤٨٣٧ - [٢٦] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: مَا النَّجَاةُ؟ فَقَالَ: «أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيئَتِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৪৮৩৭-[২৬] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলাম : (হে আল্লাহর রসূল!) মুক্তির উপায় কি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তুমি নিজের জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখো, নিজের ঘরে পড়ে থাকো এবং নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন করো।

(আহমাদ ও তিরমিযী)[৭৫৫]

ব্যাখ্যা : "লোকটি প্রশ্ন করেছিল, মুক্তি কিসে বা মুক্তির উপায় কি?" অর্থাৎ কোন কাজ করলে আল্লাহর 'আযাব এবং অসন্তুষ্টি থেকে মুক্তির পাওয়া যাবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার জন্য যে কথায় কোন কল্যাণ নেই সে কথা থেকে বিরত থাক। তোমার জিহ্বার উপর তোমার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কর।'

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জওয়াবটি ছিল একটি বিজ্ঞচিত রীতিতে। লোকটি প্রশ্ন করেছিল মুক্তির হাকীকাত সম্পর্কে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্তির কারণ বলে দিলেন। কেননা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আরো বললেন, তোমার ঘরকে তোমার জন্য প্রশস্ত কর। এর অর্থ হলো তুমি তোমার ঘরেই অবস্থান কর। প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হয়ো না এবং সর্বদা ঘরে অবস্থানে বিরক্ত হয়ো না, বরং এটাকে নিজের জন্য গনীমাত মনে কর। কেননা সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক নানা অনিষ্টতা এবং ফিৎনাহ্ থেকে মুক্তি বা বেঁচে থাকার এটাই প্রকৃষ্ট পন্থা। বলা হয়ে থাকে "নীরব থাকার জন্য ঘরের প্রকোষ্ঠে অবস্থান আবশ্যক।"

---

[৭৫৫] সহীহ : আহমাদ ১৭৩৩৪, তিরমিযী ২৪০৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৮৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৪১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৪৫২৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৪১৬০, শু'আবুল ঈমান ৪৯৩০, সহীহুল জামি' ২২৭২।

Scanned by CamScanner

রসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে অতীতের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে কান্না-কাটি করে ক্ষমা প্রার্থনার পরামর্শ দিলেন। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'কান্না' শব্দের মধ্যে রয়েছে লজ্জিত হওয়া এবং অনুশোচনা প্রকাশ করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৪০৬)

٤٨٣٨ - [٢٧] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ قَالَ: "إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللّٰهَ فِينَا فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৮৩৮-[২৭] আবূ সা'ঈদ رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বলে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদাম সন্তান সকালে ঘুম থেকে উঠলে, তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বার কাছে অনুনয়-বিনয় করে বলে, আমাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করো। কেননা আমরা তোমার সাথে জড়িত। তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব, আর তুমি বাঁকা পথ অনুসরণ করলে আমরাও বাঁকা পথ অনুসরণ করব। (তিরমিযী)[৭৫৬]

ব্যাখ্যা : সকাল বা প্রভাতকাল হলো সফলতার দরজার চাবি। মানুষের জিহ্বার (ভাষার) আপদ হলো সমাজের সাথে মেলামেশা, লেনদেন সংক্রান্ত কথাবার্তা, আর এই কার্যক্রম শুরু হয় সকাল তথা প্রভাতকাল থেকেই কাজের মধ্যে ইচ্ছা-অনিচ্ছা নানাভাবেই তা থেকে অনুষ্ঠিত হয় মিথ্যা, প্রতারণা, গীবাত, অশ্লীল কথা-বার্তা ইত্যাদি। যা তাকে প্রকৃত মুত্তাক্বী হওয়াতে বাধা প্রদান করে থাকে।

মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনয়ের সাথে অনুগত হয়ে জিহ্বার কাছে জিজ্ঞেস করে (বলে), ওহে জিহ্বা! আমাদের হাক্ব বিষয়ে তুমি আল্লাহকে ভয় কর, আমরা তো তোমার অনুগত-অনুগামী এবং তোমার সাথে সংশ্লিষ্ট। তুমি যদি সঠিক পথে চল তাহলে আমরা সঠিক পথে চলতে পারব, আর তুমি যদি হাক্বের উপর অটল-অবিচল থাকতে না পার এবং বক্রপথে চল তাহলে আমরাও হাক্বের উপর থাকতে সক্ষম হব না বরং বক্র পথে পরিচালিত হব।

অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের মুখ নিয়ন্ত্রণ থাকলেই সকল পাপ থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু অন্য আরেকটি প্রসিদ্ধ হাদীসে রয়েছে, 'মানব দেহে' একটি মাংস টুকরা আছে যদি সেটি ভালো থাকে তাহলে সারা দেহই ভালো থাকে আর যদি সেটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সারা দেহই নষ্ট হয়ে যায়, সেটি হলো ক্বাল্‌ব (অন্তর)।'

এ দুই হাদীসের বাহ্যিক বিরোধের প্রেক্ষিতে 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : জিহ্বা হলো ক্বাল্‌ব বা অন্তরের মুখপত্র এবং বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিনিধি।

অর্থাৎ মানুষের ক্বাল্‌বই তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভালো-মন্দের মূল উৎস। জিহ্বা বা ভাষা হলো তার ঘোষক বা প্রকাশক মাত্র। তার দিকে এ সম্পর্ক রূপকার্থে করা হয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৪০৭)

٤٨٣٩ - [٢٨] وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ

[৭৫৬] হাসান : তিরমিযী ২৪০৭, সহীহুল জামি' ৩৫১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮৭১, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/৩০৯, আহমাদ ১১৯০৮।

Scanned by CamScanner

৪৮৩৯-[২৮] 'আলী ইবনু হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য এই যে, সে অনর্থক কথা ও কাজ পরিত্যাগ করবে। (মালিক ও আহমাদ)[৭৫৭]

ব্যাখ্যা : একজন মুসলিমের ঈমান এবং ইসলামের পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের সামগ্রিক রূপ হলো– সকল প্রকার অনর্থক অহেতুক কথাবার্তা এবং কর্ম বর্জন করা। সে আল্লাহর সকল নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অনুরূপ সে সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে সর্বদার জন্য দূরে থাকবে। হাদীসে উল্লেখিত «تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'আল্লামাহ্ গাযালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যেক্ষেত্রে তুমি নীরব থাকলে তোমার জীবন এবং সম্পদের কোন ক্ষতি হয় না, সেগুলোও বর্জন করে চলা। যেমন তুমি কোন বৈঠকে তোমার কোন সফরের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তোমার দেখা নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, খানা-পিনা এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিদ্বানদের নানা ঘটনা প্রবাহ বর্ণনা করছ। তুমি যখন এগুলো বর্ণনা করবে তখন তাতে থাকবে অতিরঞ্জন, বাড়াবাড়ী, গীবাত-নিন্দা ইত্যাদি।

সর্বোপরি ঐ সময়টুকু তুমি তো আল্লাহর যিক্‌র থেকে বিরত থাকলে, যা ছিল তোমার জন্য কল্যাণকর।

হাদীসে উল্লেখ আছে, জান্নাতীগণ দুনিয়ায় আল্লাহর যিক্‌রবিহীন যে সময় কাটিয়েছে তার জন্য যেরূপ আফসোস করবে এরূপ আফসোস আর অন্য কিছুর জন্যই করবে না। সুতরাং কোন কথা না বলে চুপ থাকাই নিরাপদ। এটা ঈমানের হিফাযাত এবং তাক্বওয়া। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৩১৭)

٤٨٤٠ - [٢٩] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

৪৮৪০-[২৯] ইমাম ইবনু মাজাহ (রহিমাহুল্লাহ) আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

٤٨٤١ - [٣٠] وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» عَنْهُمَا.

৪৮৪১-[৩০] আর তিরমিযী ও 'বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমানে 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু উভয় হতে বর্ণনা করেন। (মালিক ও আহমাদ)

٤٨٤٢ - [٣١] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَوَلَا تَدْرِيْ فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৮৪২-[৩১] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর মধ্য থেকে একজন ইন্তিকাল করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল : "তুমি জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো"। এটা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি এ কথা বলছ, অথচ তুমি প্রকৃত ঘটনা জানো না। এমনও হতে পারে যে, সে (মৃত ব্যক্তি) নিরর্থক কথাবার্তা বলেছে অথবা এমন বিষয়ে কার্পণ্য করেছে, যাতে তাঁর কিছু কমে যেত না। (তিরমিযী)[৭৫৮]

ব্যাখ্যা : (تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ) নাবী ﷺ-এর সহাবীদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি মারা গেলেন। (فَقَالَ رَجُلٌ) তখন এক ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেন। (أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ) তুমি জান্নাতের সুসংবাদ

[৭৫৭] সহীহ : মালিক ৩৩৫২, আহমাদ ১৭৩৭, তিরমিযী ২৩১৭, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৩, সহীহুল জামি' ৫৯১১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮৮১, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০৬১৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ২২৯, শু'আবুল ঈমান ৪৯৮৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/২৪৯, আল মু'জামুস্ সগীর ৮৮১, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ২৮১৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৫৯।

[৭৫৮] সহীহ লিগয়রিহী : তিরমিযী ২৩১৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮৮২, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৩৮৩।

Scanned by CamScanner

গ্রহণ কর। এ মর্মে আল্লাহ বলেন : ﴿...وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ "...তোমরা ঐ জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল"– (সূরাহ্ ফুস্সিলাত ৪১ : ৩০)।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৩১৬)

(فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَوَلَا تَدْرِي) "তখন নাবী ﷺ বললেন : তুমি তাকে সুসংবাদ দিচ্ছ কিন্তু তুমি জান না অথবা তুমি এ বিষয়ে কি বলছ তা জান না।" এ কথা বলার অর্থ হচ্ছে : তুমি কিভাবে তা জানতে পারলে? অথবা তুমি কিভাবে তা জানলে যা অন্য কেউ জানে না? (فَلَعَلَّهٗ تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ) সম্ভবত সে অনর্থক কথা বলেছে, যা তার উপকারে আসবে না, বরং ক্ষতি করবে।

(أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهٗ) অথবা সে আর্থিক 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে যা ব্যয় করার দরকার ছিল তাতে কৃপণতা করেছে অথবা 'ইল্মী মাসআলার ক্ষেত্রে অথবা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ধার কর্জ দেয়ার ক্ষেত্রে কৃপণতা করেছে যা করা তার জন্য উচিত ছিল না। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٤٨٤٣ -[٣٢] وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهٖ وَقَالَ: «هٰذَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهٗ

৪৮৪৩-[৩২] সুফ্ইয়ান ইবনু 'আবদুল্লাহ আস্ সাক্বাফী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! যে জিনিসগুলো আপনি আমার জন্য ভয়ের বস্তু বলে মনে করেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কোন্ জিনিসটি? রাবী বলেন, এ কথা শুনে তিনি (ﷺ) নিজের জিহ্বা ধরে বললেন : "এটা"! [তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।][৭৫৯]

ব্যাখ্যা : (مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟) "আপনি কোন্ বিষয়ে আমার ওপর সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করেন?" সুফ্ইয়ান رضي الله عنه বলেন : তখন নাবী ﷺ তার জিহ্বা ধরে বললেন, এটা। অর্থাৎ এটা তোমার জন্য আমি বেশী আশঙ্কা করি। কারণ এ অঙ্গটাই শরীরের সবচেয়ে বেশী কাজ সংঘটিত করে তথা পাপ-পুণ্য সকল ক্ষেত্রেই তার অবদান রয়েছে। যে তার জিহ্বার লাগাম টেনে না ধরে ঢিল দিয়ে রাখে তখন শায়ত্বন তাকে নিয়ে সকল ক্ষেত্রে বিচরণ করে এবং তাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। আর এর অনিষ্টতা থেকে সেই রক্ষা পাবে যে শারী'আতের লাগাম শক্ত করে ধারণ করবে।

মোটকথা জিহ্বার ভালো মন্দ তার কর্মের উপর নির্ভর করে। ঠিক করে কোন একটির উপর বেশী গুরুত্বারোপ করা কঠিন তবে আল্লাহ যার ভালো কাজ করার তাওফীক্ব দেন তার জন্য ভালো কাজ করা সহজ। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٤٨٤٤ -[٣٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهٖ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৮৪৪-[৩৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন বান্দা মিথ্যা বলে, তখন মালাক (ফেরেশতা) মিথ্যার দুর্গন্ধে এক ক্রোশ দূরে চলে যান। (তিরমিযী)[৭৬০]

---

[৭৫৯] **সহীহ :** তিরমিযী ২৪১০, ইবনু মাজাহ ৩৯৭২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮৬২, আহমাদ ১৫৪১৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৯৯, শু'আবুল ঈমান ৪৯১৬, আল মুসতাদরাক ৭৮৭৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৬২৮০।

[৭৬০] **খুবই য'ঈফ :** তিরমিযী ১৯৭২, য'ঈফাহ্ ১৮২৮, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/১৯৭।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ) যখন বান্দা মিথ্যা কথা বলে তখন তার সঙ্গে থাকা সংরক্ষণকারী মালাক ১ মাইল দূরে চলে যায়। (مِيلًا) মাইল হলো, এক ফারসাখের তৃতীয়াংশ অথবা জমিনের নির্ধারিত কিছু অংশ অথবা দৃষ্টিসীমা পরিমাণ অংশ।

(مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ) সে মিথ্যা নিয়ে এসেছে তার দুর্গন্ধের কারণে। نَتْنِ হলো فوح এর বিপরীত যার অর্থ সুগন্ধির বিপরীত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٤٥ -[٣٤] وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أُسَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৮৪৫-[৩৪] সুফ্ইয়ান ইবনু উসায়দ আল হাযরামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হলো তুমি তোমার কোন মুসলিম ভাইকে কোন কথা বললে এবং সে ওটাকে সত্য বলে জানল। অথচ প্রকৃতপক্ষে তুমি তার সাথে মিথ্যা বলেছ। (আবূ দাউদ)[৭৬১]

ব্যাখ্যা : (كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ) বড় খিয়ানাত বা বিশ্বাসঘাতকতা হলো তুমি তোমার কোন মুসলিম ভাইকে এমন কথা বলবে। (هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ) যে কথায় সে তোমার প্রতি নির্ভর করবে এবং তোমার কথাকে বিশ্বাস করবে এবং ধারণা করবে, তুমি মুসলিম হিসেবে মিথ্যা বলতে পার না, ফলে সে তোমার কথায় বিশ্বাস করে অথচ তুমি সে বিষয়ে মিথ্যাবাদী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٤٦ -[٣٥] وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৪৮৪৬-[৩৫] 'আম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় দ্বিমুখী হবে, ক্বিয়ামাতের দিন তার মুখে আগুনের জিহ্বা হবে। (দারিমী)[৭৬২]

ব্যাখ্যা : (مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ) যারা দুনিয়াতে ফিতনার উদ্দেশে দ্বিমুখী আচরণ করে। একদলের কাছে গিয়ে এক কথা বলে এবং অন্যদলের কাছে গিয়ে অন্য কথা বলে। ক্বিয়ামাতের দিন তার আগুনের দু'টি জিহ্বা থাকবে, কেননা সে দুনিয়াতে প্রত্যেক দলের কাছে আলাদা জিহ্বা ব্যবহার করত। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮৬৫)

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আবদুর রহীম ইবনু হারূন আল গস্সানী" নামের বর্ণনাকারী খুবই য'ঈফ। আর 'আবদুল 'আযীয ইবনু আবী রওওয়াদ (رواد) নামের বর্ণনাকারীও মুনকার, হাদীস বর্ণনাকারী য'ঈফ। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৮২৮। আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৩৯৮, আল মু'জামুল সগীর ৮৫৩, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ৫৭৮, য'ঈফুল জামি' ৬৮০, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৭৫৮।

[৭৬১] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৯৭১, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৭৫৪, য'ঈফ আল আদাবুল মুফরাদ ৫৭, য'ঈফুল জামি' ৪১৬২, শু'আবুল ঈমান ৪৮২০, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/৯১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩৬৭।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, "যবারাহ্ (ضبارة) ইবনু মালিক আল হাযরামী" নামের বর্ণনাকারী মাজহূল। আর বাক্বিয়্যাহ্ ইবনু ওয়ালীদ একজন মুদাল্লিস রাবী। সে 'আন দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছে। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১২৫১।

[৭৬২] হাসান : দারিমী ২৭৬৪, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৯৮৮, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৬২০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৫৬, শু'আবুল ঈমান ৪৮৮০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৮৪৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৬৮৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬৮৯।

Scanned by CamScanner

মিরক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেন : হাদীসটির মর্মার্থ এরূপ, যে নিজেকে কোন ব্যক্তির সামনে তার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং ভালোবাসার দাবীদার হবে অথচ তার পশ্চাতে তার দোষ-ত্রুটি বলে বেড়াবে।

অথবা, যার দু'জন শত্রু রয়েছে এবং প্রত্যেকের নিকট বন্ধু সাজে ফলে প্রত্যেকে মনে করে সে তাদের বন্ধু অথচ সে একজনের দোষ অন্যের কাছে গিয়ে লাগায়। ক্বিয়ামাতের দিন তার আগুনের দু'টি জিহ্বা হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ 'কিতাবুল আদাব')

٤٨٤٧ -[٣٦] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيْءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ». وَفِيْ أُخْرٰى لَهٗ «وَلَا الْفَاحِشِ الْبَذِيْءِ». وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৪৮৪৭-[৩৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একজন পূর্ণ মু'মিন তিরস্কার ও অভিসম্পাতকারী এবং অশ্লীল গালমন্দকারী ও অহঙ্কারী হতে পারে না। (তিরমিযী ও বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।)[৭৬৩]

আর 'বায়হাক্বী'র অপর বর্ণনায় আছে– وَلَا الْفَاحِشِ الْبَذِيْءِ. অর্থাৎ- "অশ্লীলভাষী, অহঙ্কারী হতে পারে না"। আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি গরীব।

ব্যাখ্যা : (لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ) কোন পরিপূর্ণ মু'মিন মানুষের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করে কাউকে আঘাত করতে পারে না। (وَلَا بِاللَّعَّانِ) এবং লা'নাত বা অভিসম্পাতকারী হতে পারে না। (وَلَا الْفَاحِشِ) এবং অশ্লীলভাষী। (وَلَا الْبَذِيْءِ) এবং অহঙ্কারী হতে পারে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٤٨ -[٣٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «لَا يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَّكُوْنَ لَعَّانًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৮৪৮-[৩৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একজন পরিপূর্ণ মু'মিন অধিক অভিসম্পাতকারী হতে পারে না। অপর এক বর্ণনায় আছে, একজন মু'মিনের পক্ষে খুব অভিসম্পাতকারী হওয়া সমীচীন নয়। (তিরমিযী)[৭৬৪]

ব্যাখ্যা : (لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لعانا) কোন মু'মিন তথা পরিপূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি অধিক অভিসম্পাতকারী হতে পারে না যদিও সে কখনো অভিসম্পাত করে থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কোন ঈমানদার ব্যক্তির অধিক অভিসম্পাতকারী হওয়া উচিত নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

তুহফাতুল আহ্ওয়াযী গ্রন্থকার বলেন : لعانا অর্থ হচ্ছে অধিক অভিসম্পাতকারী আর লা'নাত অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র রহমাত থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য দু'আ করা। শব্দটিকে মুবালাগার শব্দ দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা মু'মিন ব্যক্তি কদাচিৎ কাউকে লা'নাত করে ফেলতে পারে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০১৯)

---

[৭৬৩] **সহীহ** : তিরমিযী ১৯৭৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩২০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৩৭, শু'আবুল ঈ'মান ৬৬৭৬, মুসনাদুল বায্যার ১৫২৩, আহমাদ ৩৯৪৮, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫৩৭৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩১৪।

[৭৬৪] **সহীহ** : তিরমিযী ২০১৯, সহীহুল জামি' ৭৭৭৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৮৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫৫৬২, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৩৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৬৩৬, আহমাদ ৮৭৬৭, শু'আবুল ঈ'মান ৫১৫১, আল মুসতাদরাক ১৪৫।

Scanned by CamScanner

٤٨٤٩ - [٣٨] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلَا بِغَضَبِ اللّٰهِ وَلَا بِجَهَنَّمَ». وَفِي رِوَايَةٍ «وَلَا بِالنَّارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৮৪৯-[৩৮] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা একে অপরকে "তোমার ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক", "আল্লাহর গজব হোক" বলে অভিশাপ দেবে না এবং জাহান্নামে প্রবেশের বদ্দু'আও করবে না।

অপর এক বর্ণনায় «جَهَنَّمَ»-এর শব্দের স্থলে «اَلنَّارُ» (তথা 'জাহান্নাম' শব্দটি) উল্লেখ রয়েছে। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৭৬৫]

ব্যাখ্যা : (لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ) কেউ যেন কাউকে লা'নাত বা অভিশাপ না দেয়। নির্দিষ্ট করে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে এ কথা না বলে «عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ» তোমার ওপর আল্লাহ্র লা'নাত বা অভিশাপ বর্ষিত হোক।

(وَلَا بِغَضَبِ اللّٰهِ) এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে গজবের দু'আ না করে। যেমন এ কথা বলে «غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْكَ» তোমার প্রতি আল্লাহ্র ক্রোধ নেমে আসুক।

(وَلَا بِالنَّارِ) এবং কাউকে জাহান্নামের আগুনের জন্য দু'আ করবে না। যেমন- এ কথা বলা : «أَدْخَلَكَ اللّٰهُ النَّارَ» আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান। এ বিধান নির্দিষ্ট করে কোন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, কেননা অনির্দিষ্ট করে কোন সম্প্রদায়ের জন্য লা'নাত জায়িয, যেমন এ কথা বলা যে, «لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ» "কাফিরদের ওপর আল্লাহ্র লা'নাত" অথবা নির্দিষ্ট করে, যেমন- «لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُودِ» ইয়াহূদীকে প্রতি আল্লাহর লা'নাত অথবা কুফ্‌রী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কোন কাফিরের প্রতি লা'নাত যেমন- আবূ জাহ্ল। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮৯৮)

٤٨٥٠ - [٣٩] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَتْ لِذٰلِكَ أَهْلًا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৮৫০-[৩৯] আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যখন বান্দা কোন বস্তুকে অভিসম্পাত করে, তখন এ অভিসম্পাত আকাশের দিকে উঠে যায়। আর এ অভিসম্পাতের জন্য আকাশের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর ঐ অভিসম্পাত জমিনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তার জন্য জমিনের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর ডানদিক-বামদিকে যায় এবং যখন সেখানেও কোন রাস্তা না পায়, শেষ পর্যন্ত সে ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যাকে

---

[৭৬৫] সহীহ : তিরমিযী ১৯৭৬, আবূ দাউদ ৪৯০৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৯৩, সহীহুল জামি' ৭৪৪৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৮৯, মুসান্নাফ আবুর রায্যাক্ব ১৯৫৩১, আহমাদ ২০১৭৫, শু'আবুল ঈ'মান ৫১৬০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৭১৫, আল মুসতাদরাক ১৫০।

Scanned by CamScanner

অভিসম্পাত করা হয়েছে। যদি সে অভিসম্পাতের উপযুক্ত হয়, তবে তার ওপর আপতিত হয়। তা না হলে অভিসম্পাতকারীর দিকেই ফিরে আসে। (আবূ দাঊদ)[৭৬৬]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ) বান্দা যখন কাউকে লা'নাত করে তখন উক্ত লা'নাত শরীরের আকৃতি ধারণ করে ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করে তখন তার সামনের দিকের আকাশের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর সে নীচের দিকে নেমে আসে, তখন লা'নাত প্রকাশের স্থান থেকে পৃথিবীর সমস্ত স্তরের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, ফলে সে আসমান ও জমিনের মাঝখানে ডানে বামে ঘুরতে থাকে। যখন সে যাওয়ার কোন রাস্তা খুঁজে না পায় তখন তার দিকে ফিরে আসে যাকে লা'নাত করেছিল। যদি সে উক্ত লা'নাতের উপযুক্ত হয় তাহলে তা তার সাথে যুক্ত হয় এবং বাস্তবায়িত হয়। অন্যথায় তার বক্তার দিকে ফিরে যায়, কেননা সেই তার উপযুক্ত এবং তার অধিকারী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٥١ -[٤٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ فَلَعَنَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَأَنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৮৫১-[৪০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তির চাদর বাতাসে উড়ছিল। তখন লোকটি বাতাসকে অভিসম্পাত করল। এটা শুনে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : বাতাসকে অভিসম্পাত করো না। কেননা তা তো আদিষ্ট। প্রকৃত ঘটনা এই যে, যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে অভিসম্পাত করে, যদি সে বস্তুটি অভিসম্পাতযোগ্য না হয়, তবে তা অভিসম্পাতকারীর দিকেই ফিরে আসে।
(তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[৭৬৭]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيحُ) বাতাস এক ব্যক্তির চাদর উড়িয়ে নিলে সে তাকে লা'নাত বা অভিশাপ দেয়। অতঃপর নাবী (ﷺ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি তাকে লা'নাত করো না, কেননা সে আদিষ্ট তথা সে যে কোন ব্যাপারে আদিষ্ট, উড়িয়ে নেয়া তার বৈশিষ্ট্য, তার মধ্যে এটা থাকাই স্বাভাবিক। অথবা বান্দাকে যে ব্যাপারে পরীক্ষা করার জন্য সে আদিষ্ট তার মধ্যে উড়ানোও একটি।

(وَأَنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ) আর যে ব্যক্তি এমন ব্যাপারে লা'নাত করে যার সে উপযুক্ত নয়, তাহলে লা'নাতকারীর দিকে উক্ত লা'নাত ফিরে আসে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯০০)

٤٨٥٢ -[٤١] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৮৫২-[৪১] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমার সাথীদের মধ্যে কেউ আমাকে কোন ব্যক্তির ব্যাপারে কোন খারাপ কথা শুনাবে না। কেননা আমি এটা ভালোবাসি যে, যখন আমি তোমাদের কাছে আসি, তখন আমার বক্ষ পরিষ্কার থাকুক। (আবূ দাঊদ)[৭৬৮]

---

[৭৬৬] হাসান : আবূ দাঊদ ৪৯০৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৬৯, সহীহুল জামি' ১৬৭২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৯২, শু'আবুল ঈ'মান ৫১৬২।

[৭৬৭] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪৯০৮, তিরমিযী ২০৬১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫২৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৫৮৮, আল মু'জামুস্ সগীর ৯৫৭, শু'আবুল ঈ'মান ৫২৩৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮০০, সহীহুল জামি' ৭৮৮৭।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا) আমার সঙ্গীদের মধ্য থেকে কেউ যেন অন্যের সম্পর্কে আমার কাছে এমন কিছু না পৌঁছায় যাতে আমি তা অপছন্দ করি এবং তার প্রতি রাগান্বিত হই। এটা কথা ও কাজ উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন- কেউ কাউকে গালি দিল, তাকে কষ্ট দিল অথবা তার ব্যাপারে মন্দ কথা বল।

(فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ) কেননা আমি চাই বাড়ি থেকে বের হয়ে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করব। এমতাবস্থায় যে, আমার অন্তর তোমাদের কারো দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইবনু মালিক বলেন : হাদীসটির মূলকথা হলো- নাবী ﷺ কামনা করতেন যে, তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিবেন আর তার অন্তর সহাবীদের কারো প্রতি সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে মুক্ত থাকবে। আর এটা হবে উম্মাতের জন্য একটি শিক্ষা অথবা মানবতার দাবী। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٥٣ -[٤٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৮৫৩-[৪২] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বললাম : সফিয়্যাহ্-এর সম্পর্কে আপনাকে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে এরূপ এরূপ। অর্থাৎ- সে বেঁটে। এতদশ্রবণে তিনি (ﷺ) বললেন : তুমি এমন একটা কথা বললে, যদি এর সাথে সমুদ্রকে মিশিয়ে দেয়া হয়, তবে তা সমুদ্রকে পরিবর্তন করে দেবে। (আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৭৬৯]

ব্যাখ্যা : (حَسبك صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলেন, সফিয়্যাহ্-এর ব্যাপারে আপনার কাছে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে এমন এমন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার এ কথা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি খুব বেঁটে।

মিরক্বাত ভাষ্যকার বলেন :كَذَا এতটুকু বলে তিনি এক বিঘতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন : আমার মতে (كَذَا وَكَذَا) "এরূপ এরূপ" দু'বার বলে দু'টি ভিন্ন ধরনের গুণ বুঝাতে চেয়েছেন। সম্ভবত তিনি মুখ দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন বেঁটে এবং হাতের ইশারায় এক বিঘত দেখিয়ে বুঝিয়েছেন তিনি খুবই বেঁটে। তিনি কথা ও কাজের মাঝে সমন্বয় করে বিষয়টির প্রতি তাকিদ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন।

(فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً) অতঃপর নাবী ﷺ বললেন : তুমি এমন একটি বিশাল ও বিষাক্ত কথা বলেছ যদি তার তিক্ততা সমুদ্রের পানির সাথেও মিশানো হতো তাহলে তাকে পরিবর্তন করে দিত।

'আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এই গীবাত এতই বিষাক্ত ছিল যে, সমুদ্রের পানির আধিক্য এবং ঘনত্ব সত্ত্বেও যদি তার সাথে মিশানো হতো তাহলে তাকে পরিবর্তন করে দিত। সুতরাং তোমার 'আমালের অবস্থা কেমন হবে যার সাথে নাপাকী কথা মিশ্রিত হয়েছে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭৬৮] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৮৬০, মিরমিযী ৩৮৯৬, য'ঈফুল জামি'উস্ সগীর ৬৩২২, রিয়াযুস্ সলিহীন্ ১৫৪৭, বায্যার ২০৩৮, আহমাদ ৩৭৫৯, আবূ ইয়া'লা ৫৩৮৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়াহাক্বী ১৭১১৯।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে যায়দ ইবনু যায়িদ (ذيد بن ذائد) নামের একজন বর্ণনাকারী আছে, সে মাজহূল। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ইলা তাখরীজি আহাদীসিল মসাবীহি ওয়াল মিশকাত ৪/৩৮৬ পৃঃ।

[৭৬৯] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৮৭৫, তিরমিযী ২৬৩২, ২৬৩৩; সহীহুল জামি' ৯২৭১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮৩৪।

Scanned by CamScanner

٤٨٥٤ - [٤٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا كَانَ الْفُحْشُ فِىْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهٗ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِىْ شَيْءٍ إِلَّا زَانَهٗ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৮৫৪-[৪৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : নির্লজ্জতা বা অশ্লীলতা ত্রুটিপূর্ণ করে। আর কোন কিছুকে লজ্জাশীলতা বা শালীনতা সেটাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। (তিরমিযী)[৭৭০]

ব্যাখ্যা : (مَا كَانَ الْفُحْشُ فِى شَيْءٍ إِلَّا شَانَهٗ) কোন ব্যাপারে অশ্লীল কথার মাত্রা বেশী হলে তা তাকে দোষণীয় করে তোলে। অথবা এখানে الْفُحْشُ (অশ্লীল) দ্বারা কঠোরতা উদ্দেশ্য। যেমন অন্য বর্ণনায় এসেছে, «مَا كَانَ الرِّفْقُ فِى شَيْءٍ إِلَّا زَانَهٗ وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهٗ» কোন কিছুতে কোমলতা তার সৌন্দর্যতাকে বৃদ্ধি করে এবং কোন কিছু তা উঠিয়ে নিলে তাকে দোষণীয় করে।

(وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شيءٍ إلا زانَهٗ) এবং কোন কিছুতে লজ্জাশীলতা তার সৌন্দর্যতাকে বৃদ্ধি করে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের বাণী فِي شيءٍ কোন কিছুর বলার মধ্যে আধিক্যতা রয়েছে। অর্থাৎ যদি অশ্লীলতা অথবা লজ্জাশীলতা কোন জড় পদার্থের থাকে তাহলে সৌন্দর্যমণ্ডিত অথবা দোষণীয় করে তোলে। তাহলে উক্ত গুণ দু'টি মানুষের ক্ষেত্রে হলে কেমন হবে? (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৭৪)

٤٨٥٥ - [٤٤] وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهٗ» يَعْنِىْ مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهٗ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ خَالِدًا لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ

৪৮৫৫-[৪৪] খালিদ ইবনু মা'দান (রহিমাহুল্লাহ) মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইকে লজ্জা দেয়, সে লজ্জাদাতা ঐ অপরাধ না করা পর্যন্ত মরবে না। রাবী বলেন, অর্থাৎ- যে অপরাধ হতে সে প্রত্যাবর্তন করেছে। (তিরমিযী)[৭৭১]

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি গরীব, এর সানাদ মুত্তাসিল নয়। কেননা খালিদ ইবনু মা'দান রাবী মু'আয (রাঃ)-কে দেখেননি।

ব্যাখ্যা : (مَنْ عَيَّرَ) যে দোষ বর্ণনা করে, তিরস্কার করে। (أَخَاهُ) তার কোন মুসলিম (দীনী) ভাইয়ের। (بِذَنْبٍ) অতীতে কৃত পাপের কারণে যা থেকে সে এখন তাওবাহ্ করে নিয়েছে অথবা গালির উদ্দেশে।

---

[৭৭০] সহীহ : তিরমিযী ১৯৭৪, ইবনু মাজাহ ৪১৮৫, সহীহুল জামি' ৫৬৫৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৬৩৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ২০১৪৫, আহমাদ ১২৬৮৯, শু'আবুল ঈমান ৭৭২৩, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৭০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২১৮০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩১৬।

[৭৭১] মাওযূ' : তিরমিযী ২৫০৫, য'ঈফাহ্ ১৭৮, য'ঈফুল জামি'উস্ সগীর ৫৭১০, শু'আবুল ঈমান ৬৬৯৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭২৪৪।
হাদীসটি মাওযূ' হওয়ার কারণ, এর সানাদে "মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনু আবী ইয়াযীদ আল হামদানী" নামের বর্ণনাকারী মিথ্যুক। আর খালিদ ইবনু মা'দান হাদীস বর্ণনা করেছেন মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) থেকে, অথবা খালিদ ইবনু মা'দান রাবী মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে দেখেননি। দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৭৮।

Scanned by CamScanner

(لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهٗ) সে যে দোষে তার ভাইকে তিরস্কার করেছিল সেই কাজ না করা পর্যন্ত মারা যাবে না।

(يَعْنِىْ مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ) অর্থাৎ এমন গুনাহ যা থেকে তার মুসলিম ভাই তাওবাহ্ করেছিল। (সেই গুনাহের কাজটি না করা পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

এ হাদীসের শিক্ষা হলো। শুধু দোষ বর্ণনা করার জন্য কারো গুনাহের কাজ প্রকাশ করে দেয়া খুবই মন্দ কাজ যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ছয়টি কারণ ছাড়া ভালো উদ্দেশ্য সত্ত্বেও অন্যের দোষ বর্ণনা করা বৈধ নয়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫০৫)

٤٨٥٦ -[٤٥] وَعَنْ وَاثِلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৪৮৫৬-[৪৫] ওয়াসিলাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তুমি তোমার কোন মুসলিম ভাইকে বিপদগ্রস্ত দেখে আনন্দ প্রকাশ করো না। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তাকে অনুগ্রহ করবেন, আর তোমাকে অধঃপতিত করে দেবেন।

[তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি হাসান, গরীব।][৭৭২]

ব্যাখ্যা : (لَا تظهر الشماتة) শত্রুর বিপদে আনন্দ প্রকাশ করো না। (لأخيك) তোমার মুসলিম ভাইয়ের কোন দুনিয়াবী অথবা দীনী বিপদের কারণে অথবা শারীরিক ও আর্থিক বিপদে। «فَيَرْحَمَهُ اللهُ» তাহলে আল্লাহ তোমার মুখ মলিন করে তাকে অনুগ্রহ করবেন। (وَيَبْتَلِيكَ) আর তোমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন যেহেতু তুমি তার ওপর তোমার প্রশংসা প্রকাশ করলে এবং মর্যাদাকে বাড়ালে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৫০৬)

٤٨٥٧ -[٤٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أُحِبُّ أَنِّىْ حَكَيْتُ أَحَدًا وَأَنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

৪৮৫৭-[৪৬] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমি কারো সম্পর্কে গল্প বলা পছন্দ করি না, যদিও আমার জন্য এরূপ এরূপ হয়।

(ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।)[৭৭৩]

ব্যাখ্যা : (مَا أُحِبُّ أَنِّىْ حَكَيْتُ أَحَدًا) আমি কারো কিছু কাজের বর্ণনা করতে পছন্দ করি না। এ কথার অর্থ হচ্ছে : আমি কারো কথা বা কাজের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতে পছন্দ করি না। (وَأَنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا) যদিও আমাকে উক্ত কথা বলার জন্য এত এত পরিমাণ কিছু দেয়া হয়।

---

[৭৭২] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৫০৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৪৭০, য'ঈফুল জামি' ৬২৪৫, শু'আবুল ঈমান ৬৭৭৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্ববারানী ১৭৫৯৩।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, "মাকহূল" নামের বর্ণনাকারী ওয়াসিলাহ্ ইবনুল আসক্ব' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাদীস শোনেননি। সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৫৪২।

[৭৭৩] **সহীহ :** তিরমিযী ২৫০৩, আবূ দাউদ ৪৮৭৫, সহীহুল জামি' ৫৫১৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯০১, আহমাদ ২৫৭০৮, শু'আবুল ঈ'মান ৬৭২০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬৯৭।

Scanned by CamScanner

অথবা حَكَيْتُ এর অর্থ «حَاكَيْتُ» অর্থাৎ আমি তার অনুরূপ কাজ করেছি। আর এ «حَاكَيْتُ» শব্দটি মন্দ কাজের বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তখন হাদীসের অর্থ দাড়াবে। আমি মন্দ কিছু বর্ণনা করা এবং এর বিনিময়ে পৃথিবীর এত এত পরিমাণ একত্র করতে পছন্দ করি না।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : «الْمُحَاكَاةُ» তথা অন্যের মন্দ কিছু বর্ণনা করা নিষিদ্ধ গীবাতের অন্তর্ভূক্ত। যেমন- কেউ খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটে অথবা মাথা নীচু করে হাঁটে ইত্যাদি অঙ্গ-ভঙ্গিমা প্রদর্শন করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٥٨ - [٤٧] وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ أَتٰى رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادٰى: اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِيْ رَحْمَتِنَا أَحَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ؟ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلٰى مَا قَالَ؟» قَالُوا: بَلٰى؟. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: «كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا» فِيْ «بَابِ الْاِعْتِصَامِ» فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلُ

৪৮৫৮-[৪৭] জুনদুব ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মরুচারী বেদুঈন এলো, নিজের উটকে বসাল এবং পা বাঁধল। অতঃপর মাসজিদে প্রবেশ করে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিছনে সলাত আদায় করল। সলাতের সালাম ফেরানোর পর সে নিজের উটের কাছে এসে সেটার পা খুলল এবং উটটির পিঠে আরোহণ করে সশব্দে এ কথা বলে চলে গেল, (*আল্ল-হুম্মার্ হামনী ওয়া মুহাম্মাদান ওয়ালা- তুশরিক ফী রহমাতিনা- আহাদা-*) “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে অনুগ্রহ করো। আমাদের অনুগ্রহে অন্যকে অংশীদার করো না। এটা শুনে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : তোমাদের কি ধারণা! এ বেদুঈন লোকটি বেশি মূর্খ, না তার উটটি? তোমরা কি শুননি, লোকটি কি বলল? তাঁরা বললেন : জ্বী হ্যাঁ। (আবূ দাঊদ)[৭৭৪]

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا হাদীসটি (বাবুল ই‘তিসা-ম) “দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা”-এর প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ) ‘আরবের গ্রামাঞ্চল থেকে এক ব্যক্তি মাদীনায় এলেন এবং তার বাহনকে বসালেন এবং তাকে বেঁধে মাসজিদে প্রবেশ করলেন এবং নাবী (ﷺ)-এর পিছনে সলাত আদায় করলেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন ঐ লোকটি তার বাহনের নিকট গেলেন এবং তার বাঁধনমুক্ত করে পিঠে আরোহণ করে উচ্চৈঃস্বরে এ দু‘আ করলেন। (اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِيْ رَحْمَتِنَا أَحَدًا) হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে অনুগ্রহ করুন। আমাদের সাথে আর কাউকে অনুগ্রহ করবেন না। (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَقُولُونَ) তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা কি ধারণা করছ। (هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ؟) সে মূর্খ, না তার উটটি? কেননা সে আল্লাহর প্রশস্ত নি‘আমাতকে সংকীর্ণ করে ফেলেছে। (أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلٰى مَا قَالَ؟) তোমরা কি শুননি, সে কি বলে ফেলেছে– এ কথার মাধ্যমে নাবী (ﷺ) বুঝিয়েছেন, তিনি

[৭৭৪] সহীহ তবে (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ...) থেকে শেষ অংশটুকু য‘ঈফ : আবূ দাঊদ ৪৮৮৫, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬৪৪, আহমাদ ১৮৭৯৯।

Scanned by CamScanner

যা বলেছেন আসলেই সেই বেদুঈন লোকটি তার উপযুক্ত। (قَالُوا: بَلَىٰ) তারা বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই (সে মূর্খ)। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮৭৭)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٨٥٩ -[٤٨] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالَى وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৪৮৫৯-[৪৮] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন পাপী লোকের প্রশংসা করা হয়, আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হন এবং তার প্রশংসার কারণে আল্লাহ তা'আলার 'আর্শ কেঁপে ওঠে। ('বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।)[৭৭৫]

ব্যাখ্যা : (إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ) যখন কোন ফাসিক্ব বা পাপাচারী ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়। যেমন তাকে সাইয়্যিদ বা সর্দার বলে সম্বোধন করা হয়।

(غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالَى) তখন আল্লাহ তা'আলা প্রশংসাকারীর ওপর রাগান্বিত হন। (وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ) এবং তার উক্ত প্রশংসা করার কারণে 'আর্শ প্রকম্পিত হয়।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'আর্শ প্রকম্পিত হওয়ার অর্থই হলো বিরাট কোন কাজ সংঘটিত হওয়া। কেননা তাতে সন্তুষ্ট প্রকাশ করা হয় যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট এবং রাগান্বিত হন। বরং সে কুফ্রীর একদম কাছে পৌঁছে যায়। কেননা সে যেন আল্লাহ যা হারাম করেছে তা হালাল বানিয়ে ফেলে; আর এটা বর্তমানে ব্যাপক মহামারীর আকার ধারণ করেছে। অধিকাংশ 'আলিম, কবি-সাহিত্যিক এবং লোক দেখানো কুরআনের ক্বারীদের মধ্যে। আর এটা যদি ফাসিক্বের প্রশংসা করার বিধান হয় তাহলে যারা যালিমের প্রশংসা করে এবং তাদের শরণাপন্ন হয় তাদের কি অবস্থা কি হবে? অথচ আল্লাহ বলেছেন- ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ...﴾ "তোমরা যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, তাহলে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে..."- (সূরাহ্ হূদ ১১ : ১১৩)। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٦٠ -[٤٩] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৪৮৬০-[৪৯] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিনকে বিশ্বাস ভঙ্গ ও মিথ্যা ব্যতীত অন্য যে কোন স্বভাবে তৈরি করা হয়। (আহমাদ)[৭৭৬]

---

[৭৭৫] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৪৮৮৬, য'ঈফ জামি' ১৭০৭।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আবূ খলফ" নামের একজন বর্ণনাকারী, ইনি একজন য'ঈফ রাবী। "আল মীযানে" ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এই বর্ণনাকারীকে ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক বলেছেন। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৩৯৯।

[৭৭৬] য'ঈফ : আহমাদ ২২১৭০, য'ঈফ আত্ তারহীব ১৭৪৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০২০১, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭১১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বরারানী ৮৮১৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩৪৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا) মু'মিন বান্দাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সর্বপ্রকার সুন্দর গুণ দিয়ে। (إلا الخيانَةَ وَالْكَذِب) আমানাতের খিয়ানাত এবং মিথ্যা– এই দু'টি মন্দ গুণ (দোষ) ব্যতীত। কেননা মু'মিন বান্দাকে সত্যবাদিতা ও আমানাতদারিতার উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। আর ইমাম ও সত্যবাদীর দাবী এটিই। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা «صِيغَةِ الْحَصْر» তথা সীমাবদ্ধকারণের শব্দ ব্যবহার করে বলেন- ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ "শুধুমাত্র তারাই মিথ্যারোপ করে, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে না এবং তারাই মিথ্যাবাদী"– (সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ১০৫)। এমনিভাবে নাবী ﷺ বলেছেন- «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ» "যার তার আমানাতদারী নেই তার ঈমান নেই।" (আহমাদ)

অতএব মু'মিন বান্দার পক্ষ থেকে যদি কখনো মিথ্যা এবং খিয়ানাত প্রকাশ পায় তাহলে সেটা হবে তার স্বভাব বহির্ভূত বিষয়। তার আসল সৃষ্টিগত স্বভাব থেকে নয়।

অথবা মু'মিন ব্যক্তি এ দু'টি মন্দ গুণ থেকে মুক্ত থাকবে, এটি মুবালাগা বা আধিক্য অর্থে প্রযোজ্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٦١ -[٥٠] وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ.

৪৮৬১-[৫০] আর ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন।

٤٨٦٢ -[٥١] وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ قَالَ: «لَا». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» مُرْسَلًا

৪৮৬২-[৫১] সফওয়ান ইবনু সালীম (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ঈমানদার কি ভীরু হতে পারে? তিনি (ﷺ) বললেন : "হ্যাঁ"। জিজ্ঞেস করা হলো, ঈমানদার কি কৃপণ হতে পারে? তিনি (ﷺ) বললেন : "হ্যাঁ"। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, ঈমানদার কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "না"।

[মালিক; আর ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) "শু'আবুল ঈমানে" মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন][৭৭৭]

ব্যাখ্যা : (أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟) মু'মিন বান্দা কি সাধারণত ভীরু হতে পারে? (قَالَ: نعم) তিনি বললেন, হ্যাঁ হতে পারে যা ঈমানের পরিপন্থী নয়। তখন নাবী ﷺ-কে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, মু'মিন বান্দা কি স্বভাবত কৃপণ হতে পারে? যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : ﴿...وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ "...বাস্তবিকই মানুষ বড়ই সংকীর্ণচিত্ত"– (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ১৭ : ১০০)। তিনি বললেন, হ্যাঁ, হতে পারে তবে সাধারণ ঈমান বা পরিপূর্ণ ঈমানের পরিপন্থী নয়। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো। (أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟) মু'মিন বান্দা কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? অর্থাৎ অধিক মিথ্যা কথা বলতে পারে অথবা স্বভাব ও চরিত্র অনুযায়ী মিথ্যাবাদী হতে পারে? তিনি উত্তর দিলেন না, হতে পারে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে ইনক্বিত্বা' বা বিচ্ছিন্নতা আছে। হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৩৮৯ পৃঃ।

[৭৭৭] মুরসাল য'ঈফ : মালিক ৩৬৩০, শু'আবুল ঈমান ৪৮১২, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৭৫২। হাদীসটি মুরসাল হওয়ার কারণে য'ঈফ।

Scanned by CamScanner

٤٨٦٣ -[٥٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِيْ صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَهٗ وَلَا أَدْرِيْ مَا اسْمُهٗ يُحَدِّثُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৮৬৩-[৫২] ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শায়ত্বন কোন কোন সময় মানুষের আকৃতি ধারণ করে কোন সম্প্রদায়ের কাছে আসে এবং তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলে। অতঃপর দলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায়। এরপর তাদের মধ্য থেকে কোন একজন বলে, আমি এক ব্যক্তির কাছ থেকে এ কথা বলতে শুনেছি, তাকে দেখলে চিনি; কিন্তু নাম জানি না। (মুসলিম)[৭৭৮]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِيْ صُورَةِ الرَّجُلِ) শায়ত্বন কখনো কখনো মানুষের রূপ ধারণ করে এবং কোন সম্প্রদায়ের জনসমাজে এসে তাদের নিকট মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে, ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তখন তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এ কথা বলে- আমি একজন লোককে এ কথা বলতে শুনেছিলাম আমি চেহারা দেখলে চিনব কিন্তু তার নাম জানি না। সে লোকটি এরূপ এরূপ কথা বলে। সম্ভবত এটা রসূল (সাঃ)-এর হাদীসই হবে। আর এটাই মিথ্যার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম। ফলে সে কাফিরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর এজন্য শায়ত্বনের নেতা এর উপর গুরুত্বারোপ করে এবং মানুষের আকৃতি ধারণ করে, অভ্যন্তরীণ কুমন্ত্রণাকে শক্তিশালী করার জন্য। অথবা তা থেকে ঝগড়া-ফাসাদের শাখা প্রশাখা বের করার জন্য। যেমন- মিথ্যা অপবাদ এবং অনুরূপ অন্যান্য কিছু।

‘আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসের শিক্ষা হলো- কারো কাছ থেকে কোন কথা শুনলে খুব সতর্ক হওয়া উচিত এবং যদি বক্তা সম্পর্কে জানা যায় যে, সে সত্যবাদী তাহলে তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করা জায়িয আর যদি সে মিথ্যুক হয় তাহলে তার কথা বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর এ মর্মে সহীহ মুসলিমে হাদীস রয়েছে- «كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» একজন মানুষ মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সেযা শুনবে, যাচাই না করে তাই বর্ণনা করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٦٤ -[٥٣] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَوَجَدْتُهٗ فِي الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا بِكِسَاءٍ أَسْوَدَ وَحْدَهٗ. فَقلت: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا هٰذِهِ الْوَحْدَةُ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوْتِ وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ».

৪৮৬৪-[৫৩] ‘ইমরান ইবনু হিত্ত্বান (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আবূ যার (রাঃ)-এর কাছে এলে তাঁকে কালো চাদর জড়ানো অবস্থায় একাকী মাসজিদে অবস্থানরত পেলাম। আমি বললাম : হে আবূ যার! এ একাকিত্ব কিরূপ? তখন আবূ যার (রাঃ) বললেন : আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : একাকী থাকা খারাপ সহ-উপবেশনকারীর চেয়ে উত্তম এবং ভালো সহ-

---

[৭৭৮] সহীহ : মুসলিম ৭-(৭), মা‘রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ২১।

Scanned by CamScanner

উপবেশনকারী একাকী থাকার চেয়ে ভালো। ভালো কথা শিক্ষা দেয়া চুপ থাকার চেয়ে উত্তম, আর চুপ থাকা খারাপ শিক্ষা দেয়ার চেয়ে উত্তম।[৭৭৯]

ব্যাখ্যা : (أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَوَجَدْتُهٗ فِي الْمَسْجِدِ...) আমি আবূ যার রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-এর নিকট আসলাম, মাসজিদে একাকী কালো চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, (يَا أَبَا ذَرٍّ مَا هٰذِهِ الْوَحْدَةُ؟) হে আবূ যার! তুমি কেন একাকী বসে আছ? তখন তিনি বললেন : আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন- (مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ) খারাপ সঙ্গীর সাহচর্যের চেয়ে একাকী থাকাই উত্তম। অর্থাৎ বর্তমান সময়ে ভালো সঙ্গী নিতান্তই কম।

(وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خيرٌ من السكوتِ والسكوتُ خيرٌ من إملاءِ الشَّرِّ) এবং চুপ থাকার চেয়ে ভালো কিছু করা উত্তম আর অন্যায় কিছু করার চেয়ে চুপ থাকাই ভালো। কেননা নিঃসঙ্গ ও একাকী চুপচাপ থাকাই ভলো। অর্থাৎ নিঃসঙ্গ ও একাকী চুপচাপ থাকা অন্যায় থেকে দূরে রাখতে সহায়তা করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٦٥ -[٥٤] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً».

৪৮৬৫-[৫৪] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির নীরব থাকায় যে মর্যাদা লাভ হয়, তা ষাট বছরের নফল 'ইবাদাতের চেয়েও উত্তম।[৭৮০]

ব্যাখ্যা : (مَقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ) কোন ব্যক্তির জন্য অনর্থক কাজের চেয়ে চুপচাপ থাকা তথা নিরবতা অবলম্বন করা। (أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سنة) ষাট বছর 'ইবাদাতের চেয়ে উত্তম তথা 'ইবাদাতের পাশাপাশি অধিক কথা বলা এবং সৎকাজে সুপ্রতিষ্ঠিত না থাকার চেয়ে চুপ থাকাই উত্তম।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'ইবাদাত করতে গিয়ে অনেক সমস্যায় পড়তে হয় আর নিরবতা অবলম্বন করলেই তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। যেমন- হাদীসে এসেছে, «مَنْ صَمَتَ نَجَا» যে চুপ থাকল সে পরিত্রাণ পেল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٦٦ -[٥٥] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهٖ إِلٰى أَنْ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَوْصِنِي قَالَ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَإِنَّهٗ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهٖ» قُلْتُ: زِدْنِي قَالَ: «عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ

---

[৭৭৯] য'ঈফ : শু'আবুল ঈ'মান ৪৯৯২, আল মুসতাদরাক ৫৪৬৬, শু'আবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী ৪৯৯৩, য'ঈফুল জামি' ৬১৫১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৫৪৬৬।
'আত্ তালখীস' গ্রন্থে ইমাম যাহাবী বলেন : সহীহ নয়। হাদীসটি য'ঈফ কারণ সানাদে আছে শারীক ইবনু 'আবদুল্লাহ আল ক্বাযী, তার স্মৃতিশক্তি খারাপ। 'আত তাক্বরীব' গ্রন্থে হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহ) বলেন : সে সত্যবাদী তবে অনেক ভুল করে। কুফার বিচারক পদে আসীন হওয়ার পর থেকে তার মুখস্থশক্তি পরিবর্তন হয়ে যায়। বিস্তারিত সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৮৫৩।

[৭৮০] সহীহ : আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসে (بالصمت) শব্দটি تصحيف (তাসহীফ) বা ভুল করে বানানো হয়েছে। মিশকাত গ্রন্থকার এ অধ্যায়ে হাদীসটিকে দলীল হিসেবে পেশ করাতে বুঝা যাচ্ছে তিনি তাসহীফ তথা লিখতে ভুল করেছেন। সঠিক হলো : الصف। দারিমী, হাকিম সহ অন্যরা এভাবেই বর্ণনা করেছেন। আর তাদের সেই বর্ণনাগুলো সহীহ। যেমনিভাবে আমি (আলবানী) "আস্ সহীহাহ্" এর ৯০২ নং এ বর্ণনা করেছি। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৩৯০ পৃঃ, শু'আবুল ঈমান ৪৯৫৩।

Scanned by CamScanner

الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ». قُلْتُ: زِدْنِي. قَالَ: «عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ» قُلْتُ: زِدْنِي. قَالَ: «إِيَّاكَ وَالضِّحْكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ» قُلْتُ: زِدْنِي. قَالَ: قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا". قُلْتُ: زِدْنِي. قَالَ: «لَا تَخَفْ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ». قُلْتُ: زِدْنِي. لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ".

৪৮৬৬-[৫৫] আবূ যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। অতঃপর আবূ যার (রাঃ) দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি এতটুকু পর্যন্ত বললেন যে, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল। আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি (ﷺ) বললেন : আমি তোমাকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি। কেননা এটা তোমার সকল কাজের অধিক সৌন্দর্যের কারণ হবে। আমি বললাম : আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি (ﷺ) বললেন : কুরআন পাঠ ও আল্লাহর স্মরণকে তোমার জন্য আবশ্যিক করে নাও। কেননা এটা তোমার জন্য আকাশে স্মরণযোগ্য এবং জমিনে আলোকস্বরূপ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি (ﷺ) বললেন : দীর্ঘ সময় নীরব থাকো। কেননা নিরবতা শায়ত্বনকে দূরীভূত করে এবং তোমার দীনী কাজে তোমার জন্য সহায়ক হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম : আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি (ﷺ) বললেন : অধিক হাসি থেকে নিরাপদে থাকো। কেননা এটা অন্তরকে মৃত করে ফেলে এবং মুখমণ্ডলের জ্যোতিকে দূর করে দেয়। আমি বললাম : আরো কিছু বলুন। তিনি (ﷺ) বললেন : তিক্ত হলেও ন্যায় কথা বলবে। আমি অনুরোধ করলাম : আরো উপদেশ দিন। তিনি (ﷺ) বললেন : আল্লাহর রাস্তায় কাজ করতে গিয়ে কোন নিন্দুকের তিরস্কারকে ভয় করো না। আমি বললাম : আমাকে আরো কিছু বলুন। তিনি (ﷺ) বললেন : যখন তোমার অন্তরে অপরের কুৎসা রটানোর ইচ্ছা হয়, তখন এই ভেবে তোমার ইচ্ছাকে থামিয়ে দেবে যে, তোমার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে।[৭৮১]

ব্যাখ্যা : (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي قَالَ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ) আবূ যার (রাঃ) বলেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন : আমি তোমাকে তাক্বওয়া তথা আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। এটা পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের জন্য উপদেশ। যেমন- আল্লাহ বলেন :

﴿...وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ...﴾

"এবং অবশ্যই আমি তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদেরকে আর তোমাদেরকেও আদেশ দিয়েছি যে, আল্লাহকে ভয় কর।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৩১)

(فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ) কেননা তা (তাক্বওয়া) তোমার দীনের সমস্ত বিষয় বিশ্বাস-কথা-কাজ সবকিছুকে সুসজ্জিত করে তোলে। যেহেতু তাক্বওয়া প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার শির্ক বর্জন করা, কাবীরাহ্ ও সগীরাহ্

---

[৭৮১] য'ঈফ জিদ্দান (খুবই দুর্বল) : শু'আবুল ঈ'মান ৪৯৪২, য'ঈফ আত্ তারহীব ১৭০৬, য'ঈফুল জামি' ২১২২।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ" নামের রাবীর জীবনীতে বলা হয়েছে, সে 'আবদুল মালিক ইবনু জুরায়জ থেকে অনেক উল্টাপাল্টা বর্ণনা করত। আর 'উকায়লী তাঁর "আয্ যু'আফাহ্" নামক কিতাবে ৪/৪০৪ পৃঃ উল্লেখ করেছেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যায়নি, আর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সে প্রসিদ্ধ নয়। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১২/৩১৭ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

গুনাহ থেকে বিরত থাকা, সন্দেহমূলক বিষয় পরিহার, কুপ্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকা, যাবতীয় অন্যায় পরিহার করতে সহায়তা করে।

(قُلْتُ: زِدْنِىْ) "আমি বললাম : সৎকাজ বেশী করে সম্পাদন করতে আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি (ﷺ) বললেন, (عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ) তুমি বেশী করে কুরআন তিলাওয়াত করবে, কেননা তা তাক্বওয়া অবলম্বনের সহায়ক 'আমাল এবং উচ্চ মর্যাদা লাভের উপায় এবং বেশী করে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করবে। কেননা কুরআন তিলাওয়াত এবং যিক্‌র– এ দু'টি 'আমাল আসমানে তোমাকে নাম স্মরণ করবে এবং পৃথিবীতে তোমার জন্য আলো হবে।

(قُلْتُ: زِدْنِىْ) আমি বললাম, আরো উপদেশ দিন যাতে আপনার উল্লেখিত 'আমালগুলো সম্পাদন করতে সহায়ক হয়। তিনি বললেন- (عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ) তোমাকে নিরবতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা তা শায়ত্বনকে তাড়াতে সহায়তা করবে এবং তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সহায়তা করবে। (قُلْتُ: زِدْنِىْ) আমি বললাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, «إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ» তুমি অধিক হাসি থেকে দূরে থাকবে। কেননা অধিক হাস্য অন্তরকে মেরে ফেলে তথা অন্তরে কঠোরতা আনয়ন করে যার দরুন উদাসীনতা সৃষ্টি করে। ফলে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে অন্তর উদাসীন হলে অন্তর মরে যায়।

(وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ) এবং মুখের জ্যোতি চলে যায়। তথা মুখের উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য দূর হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿...سِيمَاهُمْ فِىْ وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ...﴾

"...তাদেরকে তুমি দেখবে রুকূ' ও সাজদায় অবনত অবস্থায়..."– (সূরাহ্ আল ফাত্‌হ ৪৮ : ২৯)।

(قُلْتُ: زِدْنِىْ) আমি বললাম, আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, (قُلِ الْحَقَّ) তুমি সত্য কথা বলবে যদিও সত্য কথা অন্তরে অথবা বাতিলপন্থীদের নিকট তিক্ত মনে হয় তথা বিস্বাদ সৃষ্টি করে।

(قُلْتُ: زِدْنِىْ) আমি বললাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, (لَا تَخَفْ فِى اللهِ لومة لائم) তুমি আল্লাহ্‌র জন্য এবং তার 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে কারো তিরস্কারকে ভয় করবে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সকলের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে- আল্লাহ্‌র পথে অটুট থাকা এবং মানুষের প্রশংসা অথবা তিরস্কারকে উপেক্ষা করে চলা।

যেমনটি আল্লাহ বলেছেন :

﴿...وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ "...এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি মগ্ন হও"– (সূরাহ্ আল মুয্‌যাম্মিল ৭৩ : ৮)।

(قُلْتُ: زِدْنِىْ) আমি বললাম, আমাকে আরো কিছু বলুন। তিনি বললেন, তুমি তোমাকে মানুষের দোষত্রুটি অন্বেষণ থেকে দূরে রাখবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٦٧ -[٥٦] وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ وَأَثْقَلُ فِى الْمِيزَانِ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلٰى. قَالَ: «طُولُ الصَّمْتِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا».

৪৮৬৭-[৫৬] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : হে আবূ যার! তোমাকে কি এমন দু'টো স্বভাবের কথা বলব, যে স্বভাব দু'টি পিঠে খুব হাল্কা; কিন্তু পাপ-পুণ্যের পাল্লায় খুব

Scanned by CamScanner

ভারী? আমি বললাম : জ্বী বলুন। তিনি (ﷺ) বললেন : দীর্ঘ নিরবতা ও উত্তম ব্যবহার। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর ক্বসম! বান্দা এ দু'টো কাজের মতো উত্তম আর কোন কাজ করে না।[৭৮২]

ব্যাখ্যা : (يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ) হে আবূ যার! আমি কি তোমাকে এমন দু'টি স্বভাবগত 'আমালের সন্ধান দিব যা পালনকারীর পক্ষে শরীরে বা মুখে বহন করা খুবই সহজ এবং ওজনের পাল্লায় খুবই ভারী হবে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বোধগম্য বিষয়কে বাস্তবতার সাথে উপমা দিয়ে বলেছেন যাতে গ্রহণ করা খুবই সহজ হয়। যেমনটি নাবী ﷺ অন্যত্র বলেছেন- «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ» দু'টি বাক্য মুখে উচ্চারণ করা খুবই সহজ এবং ওজনের পাল্লায় খুবই ভারী। (বুখারী ও মুসলিম)

(قَالَ: قُلْتُ: بَلٰى) তিনি বলেন- আমি বললাম, (হে আল্লাহর রসূল!) অবশ্যই আমাকে বলুন। তিনি বললেন- (طُولُ الصَّمْتِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ) নিরবতা পালন করা এবং উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া। এরপর তিনি বললেন, সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ সৃষ্টিকুলের মাঝে এটি 'আমালের মতো 'আমাল আর নেই।

ইবনু আবুদ্ দুন্ইয়া (রহিমাহুল্লাহ) সফওয়ান ইবনু সালিম থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেছেন : «أَلَا أُنَبِّئُكَ بِأَمْرَيْنِ خَفِيفٌ أَمْرُهُمَا عَظِيمٌ أَجْرُهُمَا لَمْ تَلْقَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ بِمِثْلِهِمَا: طُولُ الصَّمْتِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ» আমি কি তোমাদেরকে অতি সহজ দু'টি 'ইবাদাতের সন্ধান দিব না? যা শরীরের পক্ষে বহন করা খুবই সহজ এবং তাদের সাওয়াব অনেক বেশী। আল্লাহর নিকট তার মতো আর কিছু পাবে না, তা হলো নিরবতা এবং উত্তম চরিত্র। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٦٨ -[٥٧] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيقِهِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «لَعَّانِينَ وَصِدِّيقِينَ؟ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: لَا أَعُودُ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الْخَمْسَةَ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ».

৪৮৬৮-[৫৭] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه-এর নিকট দিয়ে গমন করছিলেন, তখন তিনি (আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه) তাঁর কোন এক দাসকে ভর্ৎসনা করছিলেন। তিনি (ﷺ) তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন : ভর্ৎসনাকারী ও সিদ্দীক্ব– কখনো একই ব্যক্তি হতে পারে না। পবিত্র কা'বার রবের ক্বসম! এটা শুনে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه ঐ দিনই কিছু দাস মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : ভবিষ্যতে আমি কখনো এ কাজের পুনরাবৃত্তি করব না। (বায়হাক্বী উপরিউক্ত পাঁচটি হাদীস "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।)[৭৮৩]

---

[৭৮২] খুবই দুর্বল : শু'আবুল ঈমান ৮০০৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩২৯৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৬০১। হাদীসটি য'ঈফ হওয়া কারণ, এর সানাদে "আবূ বাক্‌র" নামের একজন বর্ণনাকারী আছে, তার আসল নাম বাশ্‌শার ইবনুল হাকাম ইবনু 'আদী তাঁর "আল কামিল" নামক কিতাবে ২/২৩ পৃষ্ঠাতে বলেন, সে একজন বাসরার অধিবাসী। সে সাবিত আল বুনানী ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস মুনকার করত। দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ২৯৯৯।

[৭৮৩] সহীহ : শু'আবুল ঈমান ৫১৫৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৮৫, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৪৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৯১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِأَبِي بَكْرٍ) নাবী ﷺ আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, এমতাবস্থায় যে, তিনি তার কতক চাকরকে অভিসম্পাত করছিলেন। তখন নাবী ﷺ তার দিকে লক্ষ্য করলেন অথবা আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু তার দিকে লক্ষ্য করলেন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, (لَعَّانِينَ وَصِدِّيقِينَ؟) সিদ্দীক্ব লা'নাতকারীও হতে পারে? অথবা তুমি কি লা'নাতকারী এবং সিদ্দীক্ব তথা এ দু'টি গুণের সমাবেশ ঘটতে দেখেছ?

(كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ) কখনই নয়, কা'বার রবের শপথ।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে- তোমরা কি সিদ্দীক্ব কে অভিসম্পাতকারীরূপে দেখেছ? কখনই নয়, আল্লাহ্‌র ক্বসম! তোমরা এ দু'টি গুণকে একত্রে কোন দিন দেখতে পাবে না। এ বাক্যে আশ্চর্যতা প্রকাশ পেয়েছে।

(فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ) অতঃপর আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু অনিচ্ছাকৃত ভুলের কাফফারাহ্ হিসেবে তার কতক দাসকে মুক্ত করে দিলেন এবং নাবী ﷺ-এর নিকট ওযর পেশ করতে এলেন। অতঃপর বললেন : আমি এমন কাজ আর কখনো করবো না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٦٩ -[٥٨] وَعَنْ أَسْلَمَ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلٰى أَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: مَهْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: إِنَّ هٰذَا أَوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ. رَوَاهُ مَالِكٌ

৪৮৬৯-[৫৮] আসলাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট আসলেন, তখন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের জিহ্বা টানছিলেন। তখন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন : থামুন, দেখি! আপনি কি করছেন? আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। তখন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন : এ জিহ্বাই আমাকে ধ্বংসের স্থানসমূহে নিক্ষেপ করেছে। (মালিক)[৭৮৪]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلٰى أَبِىْ بكر الصِّدِّيق) একদিন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। এমতাবস্থায় যে, তিনি তার জিহ্বাকে টেনে ধরে আছেন। তখন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, (مَهْ) এ কাজ থেকে বিরত হোন। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। তিনি দু'আ অর্থে এটা বলেছেন অথবা তার ব্যাপারে যা শুনেছেন সে ব্যাপারে সংবাদমূলক। তখন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন- নিশ্চয় এই জিহ্বাই জিহ্বার প্রতি ইঙ্গিত করে বলার উদ্দেশ্য হলো এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন অথবা তাকে তুচ্ছকরণ।

(أَوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ) আমাকে ধ্বংসের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে বা আমাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়ে দিয়েছে।

বায়হাক্বীর বর্ণনায় এসেছে- তিনি বলেন, নিশ্চয় এটি আমাকে ধ্বংসের অনিষ্টতায় প্রবেশ করিয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কেবল জিহ্বাই তার কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নিকট অভিযোগ করবে।

ইমাম গাযালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নিজেকে অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত রাখার জন্য মুখে পাথরকুচি রাখতেন এবং তিনি তার জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন- এটাই আমাকে ধ্বংসের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭৮৪] **সহীহ :** মালিক ৩৬২১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮৭৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৩৩।

Scanned by CamScanner

٤٨٧٠ -[٥٩] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "اِضْمَنُوا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اُصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوْا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ".

৪৮৭০-[৫৯] 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে আমাকে ছয়টি জামানাত দাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জামিন হব– ১. যখন তোমরা কথা বলবে, সত্য বলবে, ২. যখন প্রতিশ্রুতি দেবে, প্রতিশ্রুতি পালন করবে, ৩. যখন তোমাদের কাছে গচ্ছিত রাখা হবে, তা পরিশোধ করবে, ৪. নিজের লজ্জাস্থানসমূহকে হিফাযাত করবে, ৫. নিজ দৃষ্টি অবনমিত রাখবে, ৬. নিজের হস্তদ্বয়কে আয়ত্তে রাখবে।[৭৮৫]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "اضْمَنُوا لِي سِتًّا) নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার জন্য তোমাদের ৬টি অভ্যাসের জামিনদার হও তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জামিনদার হব। অর্থাৎ কৃতকার্যতার সাথে জান্নাতে প্রবেশের অথবা নৈকট্যপ্রাপ্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতীদের স্তরে পৌঁছানোর জামিনদার হব।

(اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ) যখন তোমরা কথা বলবে, সত্য বলবে।

(أَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ) যখন অঙ্গীকার করবে তখন তা পূর্ণ করবে।

(وأدوا إذا ائتمنتم) যখন তোমাদের নিকট আমানাত রাখা হবে, তখন তোমরা আমানাত আদায় করবে এবং সাক্ষ্য প্রদান করবে।

(وغضوا أبصاركم) যার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হারাম তা হতে দৃষ্টিকে অবনমিত রাখবে।

(وَكفوا أَيْدِيكم) তোমরা তোমাদের হাতকে যুল্ম করা হতে বিরত রাখবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٧١ -[٦٠]، ٤٨٧٢ -[٦١] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خِيَارُ عِبَادِ اللهِ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللهُ. وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ وَالْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ». رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৪৮৭১-[৬০], ৪৮৭২-[৬১] 'আবদুর রহমান ইবনু গান্‌ম ও আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয়। আর আল্লাহ তা'আলার নিকৃষ্ট বান্দা তারা, যারা মানুষের পরোক্ষ নিন্দা করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পূত-পবিত্র লোকেদের পদস্খলন প্রত্যাশা করে।

(বর্ণিত হাদীসদ্বয় আহমাদ ও বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।)[৭৮৬]

---

[৭৮৫] সহীহ লিগয়রিহী : শু'আবুল ঈমান ৪৮০২, আল মুসতাদরাক ৮০৬৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৭১, আহমাদ ২২৭৫৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৪৭০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৯০১, সহীহুল জামি' ১০১৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩০৬৬।

[৭৮৬] হাসান লিগয়রিহী : আহমাদ ১৭৯৯৮, শু'আবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী ৬৭০৮, মুসনাদুল বায্যার ২৭১৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৮৮৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাফ ২৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮১৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৯০০।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (خِيَارُ عِبَادِ اللهِ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللهُ) আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে তারাই উত্তম যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্‌র স্মরণ হয়। এখানে এ হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে- «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ» মু'মিন হচ্ছে অন্তরের আয়না স্বরূপ।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসটির দু'টি মর্মার্থ থাকতে পারে।

১। তারা আল্লাহ্‌র সাথে এমন গভীর সম্পর্ক বজায় রাখে যে, তাদেরকে যারাই দেখবে তাদের অন্তরে আল্লাহর স্মরণ জেগে উঠবে, কেননা তাদের চেহারায় 'ইবাদাতের ছায়া ভেসে রয়েছে।

২। যারাই তাদেরকে দেখবে তারাই আল্লাহকে স্মরণ করবে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, «النَّظَرُ إِلٰى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ» এ হাদীসের মর্ম হলো, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন জনসম্মুখে বের হতেন তখন মানুষেরা বলত *লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ*, কেমন সম্মানিত এ বালকটি, কেমন বীরপুরুষ ছেলেটি, এ ছেলেটি কত জ্ঞানী, কত সহিষ্ণু। তাকে দেখলেই তারা তাওহীদের বাণী বলতে উদ্বুদ্ধ হয়।

(وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ) এবং আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে যারা ফিতনাহ্-ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশে একজনের কথা অন্যজনের নিকট নিয়ে বেড়ায়।

(الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ) প্রিয়জনের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে।

(الْبَاغُونَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ) পুত-পবিত্র লোকেদের ধ্বংস, বিপর্যয় ও পদস্খলন কামনা করে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٧٣ - [٦٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَكَانَا صَائِمَيْنِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ: «أَعِيدَا وُضُوءَكُمَا وَصَلَاتَكُمَا وَامْضِيَا فِي صَوْمِكُمَا وَاقْضِيَاهُ يَوْمًا آخَرَ». قَالَا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «اِغْتَبْتُمْ فُلَانًا».

৪৮৭৩-[৬২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন সায়িম (রোযাদার) ব্যক্তি যুহর কিংবা 'আস্‌র সলাত আদায় করল। যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাত সমাপন করে বললেন : তোমরা যাও পুনরায় উযূ করো এবং সলাত আদায় করো, আর তোমাদের সওম (রোযা) পূর্ণ করে অন্য কোনদিন সেটা ক্বাযা করো। তারা জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! কেন ক্বাযা করব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : কেননা তোমরা অমুক ব্যক্তির পরোক্ষ নিন্দা-রটনা করেছ।[৭৮৭]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ) দুই ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে যুহর অথবা 'আস্‌রের সলাত আদায় করল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাত শেষ করে বললেন : তোমরা দু'জন পুনরায় তোমাদের উযূ করা এবং সলাত আদায় কর, আর ইফত্বারের মাধ্যমে সওম ভঙ্গ করো না এবং অন্য আরেকদিন সওমকে পুনরায় আদায় করে নিও।

---

[৭৮৭] মাওযূ' : শু'আবুল ঈমান ৬৭২৯।

হাদীসটির ব্যাপারে আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি হাদীসটির সানাদ সম্পর্কে এখনও অবহিত হতে পারিনি। আর আমি একে সহীহ মনে করি না। য'ঈফাহ্ ৮৩৫ নং হাদীসের শেষে। "জাওয়ামিউল কালিম" সফ্‌টওয়্যার হাদীসটিকে মাওযূ' হিসেবে উল্লেখ করেছে। কারণ, এর সানাদে "আল মুসান্না ইবনু বাক্‌র" নামের রাবী মাতরূকুল হাদীস এবং "আব্বাদ ইবনু মানসূর" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সিয়ামের ক্ষেত্রে পুনরায় আদায় করার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর আলোকে ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ "...তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে?..."– (সূরাহ্ আল হুজুরাত ৪৯ : ১২)। আর সলাতের ক্ষেত্রে কারণ হলো যেহেতু সে তার ভাইয়ে রক্ত ও মাংস ভক্ষণের মাধ্যমে অপবিত্র হয়ে গেছে।

মূল কথা হলো- ভালো কাজ করার পূর্বে মন্দ কাজ সম্পাদন করলে তার পূর্ণতা হ্রাস পায়। যেমনভাবে অন্যায়ের পর ভালো কাজ করলে তা দূরীভূত হয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : ﴿...إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ...﴾ "...পুণ্যরাজি অবশ্যই পাপরাশিকে দূর করে দেয়..."– (সূরাহ্ হূদ ১১ : ১৪)।

সম্ভবত নাবী ﷺ এখানে বান্দার হাক্ব নষ্ট করে গীবাত করার কঠোরতা উল্লেখ করেছেন। কখনো সম্পূর্ণ 'ইবাদাত নষ্ট হয়ে যায়, যেহেতু গীবাতকারীর 'আমাল থেকে গীবাতকৃত ব্যক্তিকে সাওয়াবে দিয়ে দেয়া হয়, ফলে অপরাধী ব্যক্তি সলাত ও সওম শূন্য হয়ে যায়। তাই নাবী ﷺ তাদেরকে সলাত ও সিয়াম পুনরায় আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটা ছিল ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের জন্য খাস ফাতাওয়া অন্যের জন্য এ বিধানটি ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য নয়।

(قَالَا) তারা নাবী ﷺ-এর কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, (اغتبتم فلَانا) "তোমরা অমুক বান্দার গীবাত করেছ।" অর্থাৎ সলাত আদায়ের পূর্বে এবং উযূর পরে ও সওম শুরুর পূর্বে।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٧٤ -[٦٣]، ٤٨٧٥ [٦٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِيْ فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ» وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فَيَتُوبُ فَيَغْفِرُ اللهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتّٰى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ».

৪৮৭৪-[৬৩], ৪৮৭৫-[৬৪] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী ও জাবির رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "গীবাত" ব্যভিচারের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! গীবাত ব্যভিচার হতে ভয়ঙ্কর কিভাবে হতে পারে? তিনি (ﷺ) বলেছেন : মানুষ ব্যভিচার করে, অতঃপর তাওবাহ্ করে এবং আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে তাওবাহ্ ক্ববূল করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, অতঃপর ব্যভিচারী তাওবাহ্ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করেন; কিন্তু পরোক্ষ নিন্দাকারীকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ না যার নিন্দা করা হলো সে ক্ষমা করে।[৭৮৮]

ব্যাখ্যা : (الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا) গীবাত, যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও আরো মারাত্মক ভয়ংকর কাজ তথা বান্দার অধিকার সংশ্লিষ্ট কাজের বিপরীত একটি কঠিন অপরাধমূলক কাজ।

(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟) সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! কিভাবে গীবাত, যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও কঠিন? অথচ যিনাও তো একটি বড় গুনাহ– এ ব্যাপারে কঠিন ভীতি প্রদর্শন ও হত্যা, বেত্রাঘাত ইত্যাদি শাস্তির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

---

[৭৮৮] **য'ঈফ জিদ্দান (খুবই দুর্বল) :** শু'আবুল ঈমান ৬৭৪১, য'ঈফুল জামি' ২২০৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৬৯০। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আব্বাদ ইবনু কাসীর" নামের রাবী মাতরূক। ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সে অনেক মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেছে। য'ঈফাহ্ ১৮৪৬।

Scanned by CamScanner

(قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ) তিনি উত্তরে বললেন : কোন ব্যক্তি যিনা করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আর আল্লাহও তাকে ক্ষমা করে দেন, ফলে সে সত্য ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, সে তাওবাহ্ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। কিন্তু গীবাতকারী যদিও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চায় তথাপি গীবাতকৃত ব্যক্তি ক্ষমা করে না দেয়া পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা হয় না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٧٦ -[٦٥] وَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ وَصَاحِبُ الْغِيبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ». رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৪৮৭৬-[৬৫] আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে যে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যিনাকারী বা ব্যভিচারী তাওবাহ্ করে; কিন্তু পরোক্ষ নিন্দাকারীর জন্য তাওবাহ্ নেই।

[উপরিউক্ত তিনটি হাদীস ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।][৭৮৯]

ব্যাখ্যা : (صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ) যিনাকারীর পক্ষ থেকে তাওবার আশা করা যায় অথবা তার নিকট বড় অপরাধ হওয়ায় অধিকাংশ সময় নিজেই তাওবাহ্ করে থাকে।

(وَصَاحِبُ الْغِيبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ) কিন্তু গীবাতকারীর জন্য তাওবার সুযোগ নেই। অর্থাৎ গীবাতকারী অধিকাংশ সময় বিষয়টিকে সহজ ভেবে তাওবাহ্ করে না অথচ এটা আল্লাহর নিকট বিরাট অপরাধ অথবা গীবাতকারী এ ব্যাপারে সন্তুষ্টচিত্তে থাকায় তার স্বতন্ত্র কোন তাওবার সুযোগ হয় না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٧٧ -[٦٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ تَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ". وَقَالَ: فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ ضُعْفٌ

৪৮৭৭-[৬৬] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : গীবাতের কাফ্ফারাহ্ হলো, গীবাতকারী যার গীবাত করেছে, তার জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করবে এবং এভাবে বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে এবং তাকে ক্ষমা করো। [ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) "দা'ওয়াতুল কাবীর"-এ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটির বর্ণনা সূত্র দুর্বল।][৭৯০]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ) গীবাতের কাফ্ফারার মধ্য হতে এটি একটি। অর্থাৎ যথাযথভাবে তাওবাহ্ করার পর গীবাতের ক্বাফফারার মধ্যে একটি হচ্ছে :

(أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ) তুমি যার গীবাত করেছ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

---

[৭৮৯] মাওযূ' : শু'আবুল ঈমান ৬৭৪২।
হাদীসটি মাওযূ' হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জামীল ইবনু মিহরান" নামের বর্ণনাকারী মাজহূলুল হাল এবং অজ্ঞাত। আরো এক ব্যক্তি আছে যার পরিচয় জানা যায়নি (عن رجل)। জাওয়ামিউল কালিম সফ্টওয়্যার।

[৭৯০] য'ঈফ : আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর লিল বায়হাক্বী ৪৭৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আমবাসাহ্" নামের বর্ণনাকারীর ব্যাপারে ইমাম বুখারী বলেন : যাহিবুল হাদীস। আবূ হাতিম বলেন, সে হাদীস তৈরি করত। ইবনু হিব্বান বলেন : সে অনেক মিথ্যা হাদীস তৈরি করেছে, সুতরাং তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বৈধ নয়। "আত্ তাক্বরীব" গ্রন্থে বলা হয়েছে মাতরূক। আবূ হাতিম তাকে হাদীস তৈরিকারী বলেছেন। এছাড়াও আশ্'আস ইবনু শাবীব নামের বর্ণনাকারী মাজহূলুল হাল, য'ঈফাহ্ ১৫১৯। "জাওয়ামিউল কালিম" সফ্টওয়্যার হাদীসটিকে মাওযূ' বলে উল্লেখ করেছে।

Scanned by CamScanner

(تَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ) এ কথা বলে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করে দাও। (এখানে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যদি গীবাতকারী দলবদ্ধ জামা'আত হয়, সেদিকে লক্ষ্য করে অথবা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করে)

হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের ক্ষমা প্রার্থনা তখন হবে যখন গীবাত তার নিকট না পৌছে। যদি গীবাত তার কাছে পৌঁছে থাকে তাহলে অবশ্যই তার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি নিতে হবে এভাবে : তার নিকট গিয়ে উক্ত কথা উল্লেখ করে ক্ষমা চাইবে। যদি তা করা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রতিজ্ঞা করবে যে, যখনই তাকে পাবে তার নিকট গিয়ে ক্ষমা চাইবে। যদি সে ক্ষমা করে দেয় তাহলেই তার ওপর থেকে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যদি এ সমস্ত কাজ করতে অপারগ হয় গীবাতকৃত ব্যক্তির মারা যাওয়ার কারণে বা তার অনুপস্থিতির কারণে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তার অনুগ্রহ ও দয়া কামনা করবে এবং প্রতিপক্ষকে নিজ দয়ায় যেন সন্তুষ্ট করে দেন সেই প্রার্থনা করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(١١) بَابُ الْوَعْدِ

অধ্যায়-১১ : ওয়া'দা বা প্রতিশ্রুতি

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٨٧٨ -[١] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَجَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهٗ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهٗ قِبَلَهٗ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا. قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ: وَعَدَنِيْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُعْطِيَنِيْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا. فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ جَابِرٌ: فَحَثَا لِيْ حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ وَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৮৭৮-[১] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করলেন এবং আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বাহরাইনের গভর্নর 'আলা ইবনু আল-হাযরামীর তরফ থেকে মালামাল এলো, তখন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন : "নাবী ﷺ-এর ওপর কার দেনা আছে, অথবা কারো সাথে তিনি ওয়া'দা করেছিলেন, তারা যেন আমার কাছে আসে।" জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম : রসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে ওয়া'দা করেছিলেন যে, আমাকে এত এত এত দেবেন। তিনি (রসূল ﷺ) নিজের দু'হাত প্রসারিত করে তিনবার ইশারা করেছিলেন। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে আঁজলা ভরে এক আঁজলা মাল দিলেন। আমি গণনা করে দেখলাম, এতে পাঁচশ' দিরহাম আছে এবং তিনি (আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : পাঁচশ' পাঁচশ' করে আরো দু'বার গুণে নাও। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৯১]

---

[৭৯১] সহীহ : বুখারী ৪৮৭৮, মুসলিম ৬১-(২৩১৪), আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৬০৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৭০৩৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ مَالٌ) যখন রসূলুল্লাহ ﷺ মারা গেলেন এবং আবূ বাক্‌র (রাঃ) খলীফা হলেন। তার খিলাফাতকালে 'আলা ইবনুল হাযরামী-এর পক্ষ থেকে মাল এলে তিনি বলেন, (من كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ) যার ঋণ আদায়ের ভার নাবী ﷺ-এর ওপর ছিল অথবা যার জন্য তার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ছিল সে যেন আমাদের কাছে আসে।

উক্ত হাদীসের শিক্ষা হলো- মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করে দেয়া মুস্তাহাব এবং সে মারা গেলে যে তার প্রতিনিধিত্ব করবে সে তা বাস্তাবায়িত করবে। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী ও অপরিচিত ব্যক্তি সবাই সমান।

হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, ওয়া'দা বা প্রতিশ্রুতি হলো ঋণের অন্তর্ভুক্ত। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে «اَلْعِدَةُ دَيْنٌ» ওয়া'দা ঋণের অন্তর্ভুক্ত।

(قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ: وَعَدَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ...) জাবির (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে ওয়া'দা করেছিলেন তিনি আমাকে এত এত পরিমাণ সম্পদ দান করবেন। অতঃপর তিনি তার দুই হাতকে তিনবার প্রশস্ত করলেন এত এত এর পরিমাণ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য। জাবির (রাঃ) বলেন, এরপর আবূ বাক্‌র (রাঃ) তার দুই চৌলে দিরহাম ভর্তি করে আমার চাদরে ঢেলে দিলেন। অতঃপর আমি গণনা করে দেখি সেখানে কি পরিমাণ আছে। (فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ وَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا) আমি দেখলাম সেখানে ৫০০ দিরহাম আছে এবং তিনি বললেন, তুমি আরো এর দ্বিগুণ গ্রহণ কর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

এ হাদীসের আরো শিক্ষা হলো- ওয়া'দা বাস্তবায়নকরণ। ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) ও জামহূর 'আলিমের মতে তা বাস্তবায়ন করা ও তা পালন করা মুস্তাহাব ওয়াজিব নয়। তবে হাসান বাসরী ও কতিপয় মালিকী মাযহাবের 'আলিমের নিকট তা ওয়াজিব। (শার্‌হুন্ নাবাবী ১৫/২৩১৪)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৪৮৭৯ -[২] عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ وَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ قَلُوصًا فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهَا فَأَتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يُعْطُونَا شَيْئًا. فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عِدَةٌ فَلْيَجِئْ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَمَرَ لَنَا بِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৮৭৯-[২] আবূ জুহায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তাঁর শুভ্রতা প্রকাশ পেয়েছিল। 'আলী (রাঃ)-এর পুত্র হাসান (রাঃ) রসূল ﷺ-এর অনুরূপ ছিলেন। নাবী ﷺ আমাদেরকে তেরোটি সবল উট দিতে আদেশ করেছিলেন। আমরা সে উটগুলো আনতে গেলাম। আমাদের কাছে তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ পৌঁছল, তখন আমাদেরকে কোনকিছু দেয়া হলো না। অতঃপর যখন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাঃ) খলীফাহ্ নির্বাচিত হলেন, তখন তিনি ঘোষণা করলেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ যদি কারো সাথে কোন ওয়া'দা করে থাকেন, তবে সে যেন আমার কাছে আসে। তখন আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম এবং এ ঘটনা তাঁকে জানালাম। তিনি আমাদেরকে তা (তেরোটি উট) দিয়ে দিতে আদেশ করলেন। (তিরমিযী)[৭৯২]

---

[৭৯২] **সহীহ :** তিরমিযী ২৮২৬, মুসলিম ১০৭(২৩৪৩), আল মু'জামুল কাবীর লিল ত্ববারানী ১৭৭৮৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَبْيَضَ) আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি ছিলেন সাদা রঙের লালচে আর তার কোন কোন দাড়ি পেকে গিয়েছিল অথবা তার ভিতর বার্ধক্যে ছাপ ছিল।

(وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ) 'আলী رضي الله عنه-এর ছেলে হাসান رضي الله عنه ছিলেন, দেখতে তার মতই। আর তিনি আমাদেরকে তিন উষ্ট্রি ভর্তি করে দিতে বলেছেন। তাই আমরা তার দায়িত্বশীলের নিকট তা গ্রহণ করতে যাচ্ছিলাম তখন আমাদের কাছে তার মৃত্যুর খবর পৌঁছে। ফলে আমাদেরকে কিছুই দেয়া হলো না। এ দ্বারা বুঝা যায় দান, সদাক্বাহ্ গ্রহণ না করা পর্যন্ত মালিক হওয়া যায় না।

(فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ) আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه খিলাফাতের দায়িত্ব নিলেন। তিনি বললেন, যার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে কোন ওয়া'দা করা ছিল সে যেন আমার কাছে আসে তথা আমাদের কাছে আসলে আমরা তা পূর্ণ করে দিব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٨٠-[٣] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي الْحَسْمَاءِ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ فَنَسِيتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ: «لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ أَنَا هٰهُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৮৮০-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু আবুল হাসমা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর নুবুওয়াত লাভের পূর্বে একদিন আমি তাঁর কাছ থেকে কিছু কেনাকাটা করি, যার কিছু মূল্য পরিশোধ করতে বাকি রয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁর সাথে ওয়া'দা করেছিলাম যে, আমি অবশিষ্ট দাম নিয়ে তাঁর নির্ধারিত স্থানে এসে উপস্থিত হব। আমি এ প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেলাম। তিনদিন পরে আমার স্মরণ হলো। এসে দেখলাম, তিনি সে নির্দিষ্ট স্থানেই আছেন। আমাকে দেখে তিনি (ﷺ) বললেন : তুমি আমাকে খুব বিপদে ফেলেছিলে। আমি তিনদিন যাবৎ তোমার অপেক্ষা করছি। (আবূ দাউদ)[৭৯৩]

ব্যাখ্যা : (بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ) আমি নাবী ﷺ-এর নিকট থেকে কিছু কিনেছি নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে এবং উক্ত ক্রয়কৃত বস্তুর কিছু মূল্য বাকী ছিল। আমি তাকে ওয়া'দা দিয়েছিলাম যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্থানে তার নিকট আসব এবং তা পরিশোধ করে দিব। কিন্তু আমি সেই ওয়া'দার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তিনদিন পর আমার স্মরণ হলে আমি সঙ্গে সঙ্গে উক্ত স্থানে এসে দেখি নাবী ﷺ উক্ত স্থানে অবস্থান করছেন। এখানে থেকে বুঝা যায় ওয়া'দা বাস্তবায়ন এবং তা পূর্ণ করা মুস্তাহাব।

(فَقَالَ: «لَقَدْ شَقَقْتَ) অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, তুমি আমাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছ। আমি এখানে তিনদিন থেকে অপেক্ষা করছি। নাবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে উক্ত স্থানে উপস্থিত থাকা মূল্য প্রাপ্তির জন্য ছিল না, সেটা ছিল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : জেনে রাখা ভালো যে, ওয়া'দা রক্ষা করার ব্যাপারে প্রত্যেক ধর্মেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী সকল নাবী 'আলায়হিস সালাম তা হিফাযাত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ﴾ "আর ইব্রাহীমের (কিতাবের খবর) যে (ইব্রাহীম) ছিল পুরোপুরি দায়িত্ব

---

[৭৯৩] সানাদ য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৯৯৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৭৭৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩৫৬।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আবদুল কারীম" নামের বর্ণনাকারী মাজহূল বা অপরিচিত।

Scanned by CamScanner

পালনকারী"– (সূরাহ্ আন্ নাজ্‌ম ৫৩ : ৩৭)। তার ছেলে ইসমা'ঈল আলায়হিস্ সালাম-এর প্রশংসা করে বলেন- ﴿إِنَّهُ... كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ...﴾ "...সে ছিল ওয়া'দা রক্ষায় (দৃঢ়) সত্যবাদী..."– (সূরাহ্ মারইয়াম ১৯ : ৫৪)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সকল 'আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কেউ কারো সাথে এমন বিষয়ের ওয়া'দা করে যা হারাম নয় তা পালন করা উচিত। এটা কি ওয়াজিব না মুস্তাহাব– এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে, ইমাম শাফি'ঈ এবং আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুমাল্লাহ) এবং জামহূর 'আলিমের মতে এটা মুস্তাহাব। যদি ছেড়ে দেয় তাহলে তার ফাযীলাত ছুটে যাবে এবং সে কঠিন মাকরূহ কাজ করবে তবে গুনাহগার হবে না।

আবার একদল 'আলিমের মতে এটা ওয়াজিব। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৮৮)

٤٨٨١ -[٤] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهٖ أَنْ يَفِيَ لَهٗ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৪৮৮১-[৪] যায়দ ইবনু আরক্বাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সাথে কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়, আর তার এ অভিপ্রায় থাকে যে, সে প্রতিশ্রুতি পালন করবে। অতঃপর কোন কারণবশতঃ প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারল না এবং সময় মতো এলো না, তবে তার পাপ হবে না। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)[৭৯৪]

ব্যাখ্যা : (إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهٖ أَنْ يَفِيَ) যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে কোন ব্যাপারে ওয়া'দা করে থাকে আর তা পালন করার নিয়্যাতও রাখে কিন্তু কোন কারণবশতঃ তা পালন করতে না পারে এবং উক্ত ওয়া'দার স্থানে পৌঁছতে না পারে তাহলে তার কোন গুনাহ হবে না।

এ হাদীসের শিক্ষা হলো, কেউ যদি খাঁটিভাবে নিয়্যাত করে তাহলে উক্ত ওয়া'দা কোন কারণে পালন করতে না পারে তাহলেও সে সাওয়াব পাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٨٢ -[٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: دَعَتْنِيْ أُمِّيْ يَوْمًا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ فِيْ بَيْتِنَا فَقَالَتْ: هَا تَعَالَ أُعْطِيكَ. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيهِ؟» قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهٗ تَمْرًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৪৮৮২-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমার মা আমাকে ডাকলেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে বসা ছিলেন। মা বললেন : এদিকে এসো, তোমাকে কিছু দেব।

---

[৭৯৪] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৯৯৫, তিরমিযী ২৬৩৫।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আবুল নু'মান ও আবূ ওয়াক্কাস" নামে দু'জন মাজহূল বা অপরিচিত বর্ণনাকারী আছে। দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৪৪৭ নং হাদীসের আলোচনা দ্রঃ। আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪৯৪০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩৫৯।

Scanned by CamScanner

তখন রসূলুল্লাহ ﷺ মাকে বললেন : তুমি তাকে কি দিতে ইচ্ছা করেছ? তিনি বললেন : আমি তাকে একটি খেজুর দিতে ইচ্ছা করেছি। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : সাবধান! যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে, তবে তোমার 'আমালনামায় একটি মিথ্যা কথা লেখা হত।

(ইমাম আবূ দাউদ এবং বায়হাক্বী' "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।)[৭৯৫]

ব্যাখ্যা : (دَعَتْنِي) আমাকে ডাকলেন। (وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ) রসূলুল্লাহ ﷺ তখন আমাদের ঘরে বলছিলেন। সে বাক্যটি অবস্থামূলক ব্যাখ্যা করছে। (فَقَالَتْ: هَا) অতঃপর বললেন, নাও গ্রহণ কর। هَا শব্দটি সতর্কমূলক হিসেবে ব্যবহৃত।

(تَعَالَ) 'আসো' শব্দটি কথাকে আরো জোড়ালো করেছে। (أُعْطِيكَ) আমি তোমাকে কিছু দিব। (مَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيهِ؟) তুমি তাকে কি জিনিস দিতে চাচ্ছ? (أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا) সাবধান! তুমি যদি তাকে কিছুই না দাও। এ বাক্যে أَمَا শব্দটি সতর্কমূল হিসেবে ব্যবহৃত। (كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ) তাহলে তোমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে অথবা এক প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নিবে।

এ হাদীসের শিক্ষা হলো : সন্তান কান্নাকাটি করার সময় মানুষ মুখে যা বলে, যেমন কোন কিছু দেয়া মিথ্যা আশ্বাস অথবা ভয়-ভীতি দেখানো ইত্যাদি হারাম মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৮৩)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٨٨٣ -[٦] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَعَدَ رَجُلًا فَلَمْ يَأْتِ أَحَدُهُمَا إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ وَذَهَبَ الَّذِي جَاءَ لِيُصَلِّيَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ رَزِينٌ

৪৮৮৩-[৬] যায়দ ইবনু আরক্বাম رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি কারো সাথে ওয়াদা করে, তন্মধ্যে একজন সলাতের সময় পর্যন্ত না আসে, তখন যে ব্যক্তি যথাসময়ে এসেছে, সে যদি যথাসময়ে সলাতে চলে যায়, তবে তার কোন পাপ হবে না। (রযীন)[৭৯৬]

---

[৭৯৫] হাসান : আবূ দাউদ ৪৯৯১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৪৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯৪৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৬০৯।

[৭৯৬] আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবে আমি এ হাদীসটির সানাদ পাইনি।

Scanned by CamScanner

(١٢) بَابُ الْمِزَاحِ

অধ্যায়-১২ : ঠাট্টা ও কৌতুক প্রসঙ্গে

শার‘ঈ ঠাট্টা ও কৌতুকের কতিপয় শর্ত আছে :

১। ঠাট্টা ও কৌতুক করার সময় সামান্য পরিমাণেও দীনকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যাবে না। কারণ এটি হলো ইসলাম ভঙ্গের কারণ। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ...۝٦٦﴾

"তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা জোর দিয়েই বলবে, 'আমরা হাস্য রস আর খেল-তামাশা করছিলাম।' বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রসূলকে নিয়ে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে?' ওযর পেশের চেষ্টা করো না, ঈমান আনার পর তোমরা কুফরী করেছ...।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৬৫-৬৬)

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "মহান আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রসূলকে নিয়ে ঠাট্টাকারী ব্যক্তি ঈমান আনার পরে কাফির হয়ে যায়।"

অনুরূপভাবে কতিপয় সুন্নাতকে নিয়েও ঠাট্টা করার ব্যাপারটি, যা খুবই বিস্তার লাভ করেছে। যেমন- দাড়ি, পর্দা ও টাকনুর উপর কাপড় পরিধান করা ইত্যাদি।

(المجموع الثمين) "আল মাজমূ'উস্ সামীন" কিতাবের ১/৬৩ পৃষ্ঠায় শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু উসায়মীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রব, রিসলাত, ওয়াহী ও দীনের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা ও কৌতুক করা হারাম। ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা বা কাউকে হাসানোর জন্য এরূপ কাজ করা কারো জন্যে বৈধ নয়। যদি কেউ এরূপ করে তবে সে কাফির। কারণ সে মূলত আল্লাহ, তাঁর রসূল, তাঁর কিতাব ও তার শারী'আত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল। উপরোক্ত কেউ এরূপ কাজ করে ফেললে, তার কর্মের কারণে তাকে মহান আল্লাহ্‌র নিকট তাওবাহ্ করতে হবে। কারণ এটি এক প্রকারের নিফাক্ব (মুনাফিক্বী)। তার উচিত হলো মহান আল্লাহ্‌র কাছে তাওবাহ্ করা, ইসতিগফার করা, তার কাজকে শুধরে নেয়া, তার অন্তরে মহান আল্লাহ্‌র ভয় রাখা, তাকে সম্মান করা, ভয় করা ও তাকে ভালোবাসা।

২। **ঠাট্টা ও কৌতুক সত্য হতে হবে :** রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ» ঐ ব্যক্তির জন্য দুর্ভোগ! যে জাতিকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য দুর্ভোগ। সুতরাং এ মারাত্মক অপরাধ থেকে বিরত রাখাই হলো রসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য।

(আবূ দাউদ হাঃ ৪৯৯০ : হাসান)

৩। **ভয় দেখানো যাবে না :** বিশেষ করে শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বলকে অথবা হাতে অস্ত্র নিয়ে অথবা লোহার টুকরা নিয়ে অথবা লাঠি নিয়ে কোন ব্যক্তিকে ঠাট্টা ও কৌতুক করা যাবে না। কারণ এতে করে তারা ভীত হয়ে পড়ে। আবূ লায়লা (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথীরা (সহাবীরা) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তারা একদিন নাবী ﷺ-এর সাথে সফর করেছিলেন। এমন সময় তাদের মধ্যকার এক লোক ঘুমিয়ে পড়লে তাদের কেউ কেউ গিয়ে একটা রশি এনে ঐ লোকের সামনে ধরলে সে ভয় পেয়ে যায়। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

Scanned by CamScanner

«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا» কোন মুসলিমকে ভয় দেখানো কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। (আবূ দাউদ হাঃ ৫০০৪ : সহীহ)

৪। **ঠাট্টা-বিদ্রূপ কটাক্ষ ও দুর্নাম না করা :** মানুষের স্তর বহু রকমের হয়। এটা হয় তার জ্ঞানের দিক থেকে ব্যক্তিত্বের দিক থেকে। কতক মানুষ মনের দিক থেকে দুর্বল হয়। নিজের চেয়ে কম বুদ্ধিসম্পন্ন ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের সাথে মানুষ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করে। অথচ এ থেকে মহান আল্লাহ সতর্ক ও সাবধান করেছেন– দেখুন, সূরাহ্ আল হুজুরাত ১১নং আয়াত।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ...﴾

"হে মু'মিনগণ! কোন সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর নারীরা যেন অন্য নারীদেরক ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারিণীদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অন্যের নিন্দা করো না, একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর (ঈমানের আগে কৃত অপরাধকে যা মনে করিয়ে দেয় সেই) মন্দ নাম কতই না মন্দ!..." (সূরাহ্ আল হুজুরাত ৪৯ : ১১)

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ আয়াত থেকে উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে তুচ্ছ মনে করা, হেয় পতিপন্ন করা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। আর এগুলো হারাম যা মুনাফিক্বদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য হবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ ঠাট্টা-বিদ্রূপ তথা উপহাস ও কষ্ট দেয়া থেকে সাবধান করেছেন, কারণ তা শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের রাস্তা, নাবী ﷺ বলেন,

...الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ».

...এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তাকে যুল্‌ম করবে না। তাকে লাঞ্ছিত ও তুচ্ছ মনে করবে না। তাক্বওয়া এখানে থাকে। এ বলে তিনি তার বুকের দিকে তিনবার ইশারা করলেন। কোন লোকের খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে। প্রত্যেক মুসলিম একে অন্যের উপর হারাম, তার রক্ত, তার সম্পদ ও তার সম্মান হরণ করা। (মুসলিম হাঃ ৩২-[২৫৬৪])

৫। **ঠাট্টা ও কৌতুক বেশি পরিমাণে না করা :** কিছু মানুষ অতিরিক্ত ঠাট্টা ও কৌতুক করে। এর ফলে সে মানুষের নিকট মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অথচ এটি একজন মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। আত্মার প্রশান্তির জন্য ও সুস্থ বিনোদনের জন্য এর অনুমোদন আছে। 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "اتقوا المزاح، فإنه حمقة تورث الضغينة" 'তোমরা ঠাট্টা ও কৌতুক থেকে সাবধান থাক, কেননা তা হলো নির্বুদ্ধিতা, যা বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছড়িয়ে দেয়।

৬। **মানুষের পরিমাপ জানা :** কতক মানুষ বাছ-বিচার না করেই সবার সাথে ঠাট্টা ও কৌতুক করে। অথচ জ্ঞানী ব্যক্তির ('আলিমের) হাক্ব আছে, বড় মানুষের হাক্ব আছে, মুরুব্বী মানুষেরও হাক্ব আছে। এজন্য মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আগে জানা উচিত। বোকা, নির্বোধ ও পাগলের সাথে ঠাট্টা করা উচিত নয়। অনুরূপভাবে অপরিচিত ব্যক্তির সাথেও। এ বিষয়ে 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

Scanned by CamScanner

"اتقوا المزاح، فإنه يذهب المروءة" "তোমরা ঠাট্টা ও কৌতুক থেকে সাবধান থাক, কেননা তা ব্যক্তিত্বকে নিয়ে যায়।"

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

"إقتصر في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء، ويجرئ عليك السفهاء"

'তুমি ঠাট্টা ও কৌতুক কম কর, কেননা তা বেশি করা সৌন্দর্য ও জ্যোতিকে নিয়ে যায়। আর তোমাকে নির্বুদ্ধিতার উপর ছেড়ে যায়।'

৭। ঠাট্টা ও কৌতুকের পরিমাণ তরকারীতে লবণের পরিমাণের মত হবে : এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : «لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب» 'তোমরা বেশি বেশি হাসিও না, কারণ অতিরিক্ত হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে।' (সহীহুল জামি' ৭৪৩৫)

৮। ঠাট্টা ও কৌতুকের মাঝে গীবাত না থাকা : এটা একটা অপবিত্র রোগ। কিছু মানুষ এটা ঠাট্টা-বিদ্রূপের ছলে করে বসে। তবুও এটা গীবাত হবে। কারণ নাবী ﷺ বলেছেন, «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» 'তোমার ভাইয়ের এমন বিষয় উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে।' (মুসলিম হাঃ ৭০-[২৫৮৯])

৯। ঠাট্টা ও কৌতুক করার জন্য একটি উপযোগী সময় নির্বাচন করা : সেটা হতে পারে শীতকালীন ছুটি অথবা গ্রীষ্মকালীন ছুটি অথবা বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের সময়। তার সাথে বুদ্ধি খাটিয়ে, আশ্চর্যজনক বিষয়ে যাতে চিন্তার খোরাক থাকে এমন সামান্য পরিমাণে ঠাট্টা ও কৌতুক করবে। যাতে করে অন্তরে ভালোবাসা বৃদ্ধি হয় এবং মনে আনন্দ হয়।

(বিস্তারিত দেখুন : 'আবদুল মালিক আল ক্বাসিম-এর "মা হিয়া শুরুতুল মিযাহিশ্ শার'ঈ" নামক প্রবন্ধটি, অনলাইন থেকে সংগৃহীত, সম্পাদক)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٨٨٤ -[١] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتّٰى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهٖ فَمَاتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৮৮৪-[১] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাদের সাথে উৎফুল্ল মেজাজ ও সম্প্রীতি প্রদর্শন করতেন। এমনকি আমার ছোট ভাইকেও জিজ্ঞেস করতেন : হে আবূ 'উমায়র! তোমার ছোট্ট বুলবুলি কি করল? 'উমায়র-এর একটি ছোট্ট বুলবুল পাখি ছিল। সে সেটা নিয়ে খেলা করত। পাখিটি মরে গিয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৯৭]

---

[৭৯৭] সহীহ : বুখারী ৬১২৯, ৬২০৩; মুসলিম ৩০-(২১৫০), আবূ দাউদ ৪৯৬৯, তিরমিযী ৩৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৭২০, সহীহুল জামি' ৭৮৩০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২০৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ ইয়া'লা ২৮৩৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৩০৮ সুনানুন নাসায়ী আল কুবরা ১০১৬৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৬১৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০২৮৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا) অর্থাৎ নাবী ﷺ আমাদের সাথে উঠাবসা করতেন এবং আমাদের সাথে সামাজিক আচার-আচরণ করতেন। আর আমাদের সাথে বসে হাস্য-কৌতুক করতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ) এখানে আবূ 'উমায়র رضي الله عنه হলেন আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه-এর বৈপিত্রেয় ভাই। অর্থাৎ মা এক, আর পিতা দু'জন। মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় আছে, «وكان لها من أبي طلحة ابن يكنى أبا عمير» অর্থাৎ আনাস رضي الله عنه-এর মা উম্মু সুলায়ম رضي الله عنها-এর স্বামী তথা আনাস رضي الله عنه-এর পিতা মারা গেলে তিনি দ্বিতীয়বার আবূ ত্বলহাহ্ رضي الله عنه-এর সাথে বিয়ে করলে আবূ 'উমায়র উপনামে এক সন্তান হয়। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬২০৩)

(مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟) نُغَيْرُ (নুগায়র) শব্দটি نغر-এর তাসগীর বা ক্ষুদ্রকরণ। এটা একটা পাখির নাম যা চড়ুই পাখির সাথে সাদৃশ্য রাখে। তবে তার ঠোঁট লাল রংয়ের। বলা হয়েছে যে, এটা চড়ুই পাখির নাম। এও বলা হয়েছে যে, এটা চড়ুই পাখি যার ঠোঁট ছোট আর মাথা লাল। বলা হয়েছে যে, মাদীনাবাসী একে বুলবুল নামে ডাকে। বাক্যটির অর্থ হলো নুগায়র কোথায় চলে গেল যে, আমি তাকে তোমার সাথে দেখছি না।

বুখারী মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, নুগায়র নামের পাখিটির সাথে সে খেলত। তবে পাখিটি মারা গিয়েছিল। আর নাবী ﷺ-এর এ কথাটি ছিল তার জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ, কারণ সে পাখিটিকে হারিয়ে ব্যথিত ছিল। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ আনাস رضي الله عنه-এর পরিবারের সাথে এমনভাবে মিশেছিলেন যে, তাদের পরিবারের সকলের খোঁজ-খবর রাখতেন। একটা ছোট ছেলে কি নিয়ে খেলে তিনি তারও খোঁজ রাখতেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৮৯)

হাদীসটির বাস্তবিক শিক্ষা : হাদীসের মধ্যে অনেক শিক্ষা রয়েছে, তন্মধ্যে–

১। সন্তান না থাকলেও উপনাম ব্যবহার করা জায়িয। ২। শিশু সন্তানের উপনাম রাখলে মিথ্যা হবে না– ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৬১)। ৩। খাদেমের/কর্মচারীর পরিবারের খোঁজ-খবর রাখার শিক্ষা পাওয়া যায়। ৪। ছোটদের আনন্দিত করার জন্য ন্যায়সঙ্গত ঠাট্টা ও কৌতুক করা দোষণীয় নয়, বরং সম্পূর্ণভাবে বৈধ। ৫। কথা বলার সময় ছন্দ মিলিয়ে কথা বলাতে দোষের কিছু নেই। (সম্পাদক)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٨٨٥-[٢] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا. قَالَ: «إِنِّيْ لَا أَقُوْلُ إِلَّا حَقًّا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৮৮৫-[২] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের সাথে কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তা বলছেন? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, (এ কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তার মধ্যেও) আমি সত্য কথাই বলছি। (তিরমিযী)[৭৯৮]

---

[৭৯৮] সহীহ : তিরমিযী ১৯৯০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭২৬, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২০০, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৬১৬৮, আহমাদ ৮৭২৩, শু'আবুল ঈমান ৫২৩৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২১৭।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا) الدعابة মাসদার থেকে تُدَاعِبُنَا শব্দটি গঠিত। অর্থাৎ আপনি আমাদের সাথে কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তা বলছেন? এ প্রসঙ্গে তিনি (ﷺ) এক বৃদ্ধা মহিলাকে বলেছিলেন, «لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ» অর্থাৎ 'জান্নাতে কোন বৃদ্ধা মহিলা প্রবেশ করবে না।' (হাদীসটি হাসান, গয়াতুল মারাম ৩৭৫নং)

হাদীসটির অর্থ হলো জান্নাতে প্রবেশ করার সময় কোন ব্যক্তি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা থাকবে না। বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে যেন বৃদ্ধা জান্নাতে যেতে পারবে না। এটাই ছিল রসূল ﷺ-এর কৌতুক।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৯০)

(إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا) অর্থাৎ আমি ন্যায় ও সত্য কথা বলি। কথা ও কাজে পদস্খলন থেকে আমাকে রক্ষা করার কারণে। আর তোমাদেরকে রক্ষা না করার কারণে তোমাদের কেউ এই সীমাবদ্ধতার উপর ক্ষমতাবান নও। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৯০)

হাদীসটির বাস্তবিক প্রয়োগ : ন্যায়ের উপর অটল অবিচল থেকে কৌতুক করা যায়। কিন্তু কোনটা ন্যায় যার উপর অটল থেকে কৌতুক করা বৈধ হবে, এরূপ বাছ-বিচার করার মতো জ্ঞানী ব্যক্তি খুবই কম আছে। তাই ঢালাওভাবে কোন বাছ-বিচার না করে শারী'আতকে অবমূল্যায়ন করে যারা ঠাট্টা ও কৌতুক করেন, তারা নিঃসন্দেহে অপরাধ করেন। এ অপরাধ কখনো কুফরীর পর্যায়ে পৌঁছে। [সম্পাদক]

٤٨٨٦ - [٣] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنِّيْ حَامِلُكَ عَلٰى وَلَدِ نَاقَةٍ؟» فَقَالَ: مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلُ إِلَّا النُّوقُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৪৮৮৬-[৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সওয়ারী চাইল। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আমি তোমার সওয়ারীর জন্য উষ্ট্রীর বাচ্চা দান করব। তখন লোকটি বলল, আমি উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে কি করব? অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : উট তো উষ্ট্রী-ই প্রসব করে।

(তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৭৭৭]

ব্যাখ্যা : (مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟) মোটা বুদ্ধির সাধারণ মানুষ উটের বাচ্চা বলতে ছোট উট বুঝে, যার উপর আরোহণ করা যায় না। মূলত রসূলুল্লাহ ﷺ সেটা বোঝাননি। তিনি একটি আরোহণযোগ্য পরিণত উটের কথা বুঝিয়েছেন। তবে লোকটি রসূল ﷺ-এর অর্থ বুঝতে ভুল করেছে।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৯০)

(هَلْ تَلِدُ الْإِبِلُ إِلَّا النُّوقُ) রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমাকে সওয়ারীর জন্য একটি উটের বাচ্চা দিব। তখন লোকটি একটু অসন্তুষ্ট হলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, উট বড় হয়ে গেলেও তো উটেরই বাচ্চা। বাচ্চা বলতে যে ছোট উটই উদ্দেশ্য হবে এমন নয়। বড় উটও হতে পারে। নাবী ﷺ তার সাথে সে সত্য কথাই বলেছেন, সেটা তিনি বড় উট ও ছোট উট দ্বারা বুঝিয়ে ছিলেন।

'আল্লামাহ্ বায়জূরী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহুশ শামায়িল' গ্রন্থে বলেন : এর অর্থ হলো যদি তুমি আমার কথার অর্থ চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলতে, তবে এরূপ কথা বলতে পারতে না। নাবী ﷺ-এর এ কথার ইঙ্গিত আছে যে, যে ব্যক্তি কোন কথা শুনবে তার উচিত হলো ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে উত্তর দেয়া। শুনেই তাড়াহুড়া না করে উত্তর দেয়া উচিত। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৯০)

---

[৭৭৭] সহীহ : তিরমিযী ১৯৯১, আবী দাউদ ৪৯৯৮, সহীহুল জামি' ৭১২৮, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২০২, আহমাদ ১৩৮১৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩৭৭৬, শু'আবুল ঈমান ৫২৪২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৭০০।

Scanned by CamScanner

হাদীসটির বাস্তবিক শিক্ষা : আজকে ইন্টারনেটের যুগে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কিছু বক্তার বক্তব্যকে ছোট করে অংশ বিশেষ জাতির সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আর সাধারণ জনগণ না বুঝেই, আগে-পিছে, না শুনেই এক-একটা মন্তব্য করে বসে। কেউ কাফির পর্যন্ত বলে গালি-গালাজ করে বসে। আবার কেউ 'আলিমদের ব্যঙ্গ চিত্র তৈরি করে মন্তব্য করছে। যেগুলো কাবীরাহ্ গুনাহের শামিল। অথচ যদি মন্তব্যকারী বক্তার কথা সম্পূর্ণ শুনে চিন্তা-ভাবনা করত তবে এরূপ মন্তব্য করা সম্ভব ছিল না। (সম্পাদক)

٤٨٨٧ -[٤] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৪৮৮৭-[৪] উক্ত রাবী (আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ তাঁকে বললেন : হে দু' কর্ণধারী! (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)[৮০০]

ব্যাখ্যা : (يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ) রসূলুল্লাহ ﷺ আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে সুন্দরভাবে মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য উৎসাহিত ও সতর্ক সাবধান করেছেন। কারণ কানের কাজ হলো মনোযোগ দিয়ে শোনা। আল্লাহ যাকে দু'টি কান দিয়েছেন, আর সে মনোযোগ দিয়ে না শুনে অন্যমনষ্ক থাকে তার কোন ওযর-আপত্তি নেই। এটাও বলা হয়েছে যে, এ বাক্যটির অর্থ হলো নাবী ﷺ কৌতুক করে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে কথাটি বলেছিলেন। এটা ছিল তার কোমল চরিত্রের নমুনা। নিহায়াহ্ গ্রন্থকার এরূপ বলেছেন।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৯১, 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৯৪)

٤٨٨٨ -[٥] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِامْرَأَةٍ عَجُوزٍ: «إِنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ» فَقَالَتْ: وَمَا لَهُنَّ؟ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَقَالَ لَهَا: «أَمَا تَقْرَئِينَ الْقُرْآنَ؟ ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾ رَوَاهُ رَزِينٌ. وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ» بِلَفْظِ «الْمَصَابِيحِ»

৪৮৮৮-[৫] উক্ত রাবী (আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ জনৈক বৃদ্ধা মহিলাকে বললেন : কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল, কি কারণে বৃদ্ধারা জান্নাতে যাবে না? অথচ এ বৃদ্ধা মহিলা কুরআন পাঠ করেছিল। তখন রসূল ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করনি- ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾ অর্থাৎ- "তাদেরকে (অর্থাৎ ঐ হূরদেরকে) আমি সৃষ্টি করেছি এক অভিনব সৃষ্টিতে"- (সূরাহ্ আল ওয়াক্বি'আহ্ ৫৬ : ৩৫)।

(রযীন; আর শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে মাসাবীহের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত)[৮০১]

ব্যাখ্যা : (قَالَ لِامْرَأَةٍ عَجُوزٍ) বলা হয়েছে যে, এই বৃদ্ধা মহিলার নাম সফিয়্যাহ্ বিনতু 'আবদুল মুত্ত্বালিব। যিনি যুবায়র ইবনু 'আওওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মা এবং নাবী ﷺ-এর ফুফু। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ. فَقَالَتْ: وَمَا لَهُنَّ؟) অর্থাৎ বৃদ্ধা মহিলাগণ কোন কারণে জান্নাতে যেতে পারবে না অথচ তারা মু'মিনাদের অন্তর্ভুক্ত? অর্থাৎ তাদেরও তা সাধারণ যুবতী মু'মিনা নারীদের সাথে জান্নাতের যাওয়ার কথা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮০০] সহীহ : আবূ দাউদ ৫০০২, তিরমিযী ২০৭৭, সহীহুল জামি' ৭৯০৯, আহমাদ ১২১৬৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪০২৯, শু'আবুল ঈমান ৫২৪০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৬২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৭০১।

[৮০১] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩/৪৫৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯৮৭, গয়াতুল মারাম ৩৭৫।

Scanned by CamScanner

(فَقَالَ لَهَا: «أَمَا تَقْرَئِيْنَ الْقُرْآنَ؟) অর্থাৎ বৃদ্ধা মহিলার প্রশ্নের উত্তরে নাবী ﷺ তাকে প্রশ্ন করেন। তুমি কি কুরআন পড় না? পবিত্র কুরআন মাজীদেই তো তোমার প্রশ্নের উত্তর আছে। তা হলো মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾ "তাদেরকে (অর্থাৎ ঐ হূরদেরকে) আমি সৃষ্টি করেছি এক অভিনব সৃষ্টিতে"– (সূরাহ্ আল ওয়াক্বি'আহ্ ৫৬ : ৩৫)।

মহিলাদেরকে কিভাবে কুমারী করা হবে তার ২টি ব্যাখ্যা আছে। ১. যখনই তাদের স্বামীরা তাদের কাছে সহবাসের জন্য আসবে তখনই তাদেরকে কুমারী পাবে। আর ২. আল্লাহ পরকালে তাদেরকে নব যৌবন দান করবেন। যাতে তারা হূরদের চেয়ে সুন্দরী হয়ে যাবে। আর সে সকল মহিলার কয়েকজন স্বামী থাকবে তাদেরকে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রবান স্বামীকে বেছে নেয়ার জন্য স্বাধীনতা দেয়া হবে।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٨٩ -[٦] وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهٗ زَاهِرَ بْنَ حَرَامٍ وَكَانَ يَهْدِى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْبَادِيَةِ فَيُجَهِّزُهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوْهُ». وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّهٗ وَكَانَ دَمِيمًا فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهٗ فَاحْتَضَنَهٗ مِنْ خَلْفِهٖ وَهُوَ لَا يُبْصِرُهٗ. فَقَالَ: أَرْسِلْنِىْ مَنْ هٰذَا؟ فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيَّ ﷺ فَجَعَلَ لَا يَأْلُوْا مَا أَلْزَقَ ظَهْرَهٗ بِصَدْرِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ عَرَفَهٗ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ يَشْتَرِى الْعَبْدَ؟» فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِذًا وَاللّٰهِ تَجِدُنِىْ كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لٰكِنْ عِنْدَ اللّٰهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ» رَوَاهُ فِىْ «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৪৮৮৯-[৬] উক্ত রাবী (আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যাহির ইবনু হারাম" নামক এক বনভূমির বাসিন্দা নাবী ﷺ-এর জন্য বনভূমি থেকে উপঢৌকন হিসেবে কিছু নিয়ে আসত। সে যখন চলে যাওয়ার মনস্থ করত, রসূলুল্লাহ ﷺ তার পথের সম্বল গোছগাছ করে দিতেন। একদিন নাবী ﷺ তার সম্পর্কে বললেন : যাহির আমাদের জন্য বনভূমির গোমস্তা, আর আমরা তার শহরের গোমস্তা। নাবী ﷺ তাঁকে ভালোবাসতেন। সে ছিল দেখতে কুৎসিত। একদিন নাবী ﷺ বাজারে এলেন, তখন যাহির তার পণ্য সামগ্রী বিক্রি করছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ পিছন থেকে তাকে বুকে চেপে ধরলেন, ফলে সে তাঁকে দেখতে পেল না। যাহির বলল : কে? আমাকে ছেড়ে দাও। সে আড়চোখে লক্ষ্য করে নাবী ﷺ-কে চিনতে পারল। তখন সে তার পিঠকে নাবী ﷺ-এর বুকের সাথে বারাকাতের জন্য মিলাতে চেষ্টা করে সফল হলো। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলতে লাগলেন, "গোলাম কিনবে কে?" যাহির এটা শুনে বলল : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর ক্বসম, আপনি আমাকে অকেজো পাবেন। তখন নাবী ﷺ বললেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট তুমি অকেজো নও। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৮০২]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ) "আল ইস্তী'আব" গ্রন্থে আছে যে, লোকটি হিজাযের অধিবাসী ছিল, তবে তিনি বনভূমিতে বাস করতেন। ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমার মনে হয় তিনি বাদ্‌র যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮০২] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩/৪৫৮, আহমাদ ৩/১৬১, শামায়িলে তিরমিযী ২৩৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ২২৭৬।

Scanned by CamScanner

(مِنَ الْبَادِيَةِ) অর্থাৎ বনভূমিতে যে সকল ফল-মূল, শাক-সবজি, সুগন্ধি ও অন্যান্য জিনিসপত্র পাওয়া যায় তা তিনি নাবী ﷺ-কে উপঢৌকন বা হাদিয়্যাহ্ দিতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(لٰكِنْ عِنْدَ اللّٰهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ) একজন মানুষ নিজেকে ছোট বা নগণ্য মনে করবে এটাই স্বাভাবিক। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই সহাবী নিজেকে কম দামের মানুষ মনে করেছিলেন, কিন্তু নাবী ﷺ তাকে সুসংবাদ ছিলেন যে, তুমি নিজেকে ছোট বা নগণ্য মনে করলেও আল্লাহর নিকট ঈমানদার হওয়ার কারণে তোমার মূল্য অনেক। তুমি তার নিকট অনেক সম্মানিত এক লোক। হাদীসটি আল্লাহ্‌র সৎ বান্দাদের মূল্য যে আল্লাহ্‌র নিকট কত দামী তার প্রমাণ বহন করে। [সম্পাদক]

٤٨٩٠ -[٧] وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ عَلَيَّ وَقَالَ: «ادْخُلْ» فَقُلْتُ: أَكُلِّي يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «كُلُّكَ» فَدَخَلْتُ. قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي عَاتِكَةَ: إِنَّمَا قَالَ أَدْخُلُ كُلِّي مِنْ صِغَرِ الْقُبَّةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৮৯০-[৭] ‘আওফ ইবনু মালিক আল আশ্‌জা‘ঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবূকের যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি একটি চামড়ার তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছিলেন। আমি সালাম প্রদান করলে তিনি (ﷺ) আমার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, ভিতরে চলে এসো। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমার সম্পূর্ণ শরীরটি নিয়েই ভিতরে আসব? তিনি (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ, সম্পূর্ণটা নিয়েই। তখন আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। ‘উসমান ইবনু আবূ ‘আতিকাহ্ বলেন : ‘আওফ ইবনু মালিক-এর “আমি সম্পূর্ণ প্রবেশ করব?” বলে কৌতুক করার কারণ ছিল, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাঁবুটি ছোট ছিল। (আবূ দাউদ)[৮০৩]

ব্যাখ্যা : (أَكُلِّي يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟) সহাবী (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলার কারণ হলো যে তাবুর মধ্যে রসূল ﷺ ছিলেন, সে তাবুটি ছোট ছিল। যেমনটি সামনে বর্ণনা আসছে। আর অত্র হাদীসটি হতে বুঝা যাচ্ছে যে, নাবী ﷺ সেরূপ সাহাবীদের সাথে ঠাট্টা-কৌতুক করতেন, ঠিক তেমনি সহাবীরাও নাবী ﷺ-এর সাথে ঠাট্টা-কৌতুক করতেন। (‘আওনুল মা‘বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৯২)

তাবূক যুদ্ধ : ৯ম হিজরীর রজব মাসে তাবূক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। মুতার যুদ্ধে রোমকদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানের ১৩ মাস পর এটি ছিল তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান। আর এটিই ছিল রসূল ﷺ-এর অংশগ্রহণে তার জীবনের শেষ যুদ্ধ।

এ অভিযানে মুসলিম বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) এবং রোমকদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার)-এর বেশী। যাদের মধ্যে লাখাম ও জুযামসহ অন্যান্য ‘আরব খ্রিষ্টান গোত্রসমূহ ছিল। যারা ইতিমধ্যে শামের (بلقاء) ‘বালক্বা’ পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। গত বছরে মুতার যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা সরাসরি মাদীনায় হামলার এই গোপন প্রস্তুতি নেয়। তাতে মাদীনার সর্বত্র রোমক ভীতির (خَوْفُ غَسَّانَ) সঞ্চার হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রসূল ﷺ তাদের প্রতিরোধে রোমান সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করলে তারা সংবাদ পেয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে যায়। রমাযান মাসে মুসলিম

[৮০৩] সহীহ : আবূ দাউদ ৫০০০, ইবনু মাজাহ ৪০৪২।

Scanned by CamScanner

বাহিনী বিনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে মাদীনায় ফিরে আসে। এ অভিযানকালে সূরাহ্ তাওবার অনেকগুলো আয়াত নাযিল হয়। পঞ্চাশ দিনের এ দীর্ঘ সফরে ৩০ দিন যাতায়াতে এবং ২০ দিন তাবূকে অবস্থানে ব্যয়িত হয়।৫

(ইবনু হিশাম ২/৫১৫-১৬, যাদুল মা'আদ ৩/৪৬১, আর রাহীক্ব ৪২০, সীরাতুর রসূল ﷺ ৫৮৩ পৃঃ)

এ যুদ্ধে সহাবীগণ প্রচুর পরিমাণে দান করেন। এ যুদ্ধের জন্য আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার সমস্ত সম্পদ এনে পেশ করেন এবং 'উমার ফারূক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার অর্ধেক সম্পদ পেশ করেন। এ যুদ্ধ থেকে ফিরে (مسجد الضرار) 'মাসজিদে যিরার' বা অনিষ্টকারী মাসজিদকে ভেঙ্গে ফেলা হয়।

٤٨٩١ -[٨] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ: لَا أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْجُزُهُ وَأَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ: «كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ؟». قَالَتْ: فَمَكَثَ أَبُو بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا: أَدْخِلَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৮৯১-[৮] নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ﷺ-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, তখনই তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সুউচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। যখন তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে চড় মারার অভিপ্রায়ে তাঁর হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন : সাবধান! ভবিষ্যতে যেন তোমাকে কখনো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বরের চেয়ে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে না শুনি। তখন নাবী ﷺ আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে থামাতে এবং শান্ত করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। অতঃপর রাগান্বিতভাবেই আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বের হয়ে চলে গেলেন। যখন আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) চলে গেলেন তখন নাবী ﷺ বললেন : লোকটার হাত থেকে তোমাকে কিভাবে বাঁচালাম দেখলে? রাবী বর্ণনা করেন যে, এ ঘটনার পর কয়েকদিন আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসেননি। অতঃপর একদিন তিনি উপস্থিত হয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, তিনি (ﷺ) ও 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উভয়েই পারস্পরিক সমঝোতার পরিবেশে রয়েছেন। তখন আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উভয়কে লক্ষ্য করে বললেন : যেভাবে তোমরা আমাকে তোমাদের যুদ্ধের অংশীদার করেছিলে, সেভাবে তোমাদের সন্ধি ও সমঝোতায়ও অংশীদার করো। তখন নাবী ﷺ বললেন : আমরা তা-ই করলাম। আমরা তা-ই করলাম। (আবূ দাঊদ)[৮০৪]

ব্যাখ্যা : (كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ؟) নাবী ﷺ-এর সাথে বাড়ীর ভিতর মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে শুনে তার পিতা ও রসূল ﷺ-এর শ্বশুর আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তার মেয়েকে নাবী ﷺ-এর সাথে বেয়াদবির জন্য মারতে উদ্যত হলেন। তবে মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা থাকার কারণে নাবী ﷺ তাকে তার পিতার হাত থেকে রক্ষা করলেন তথা মারতে দিলেন না। মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর আচরণে ব্যথিত হয়ে আবূ বাক্‌র অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলে নাবী ﷺ মা 'আয়িশাকে কৌতুক করার ছলে উল্লেখিত উক্তিটি করেন। যার অর্থ হলো দেখলে তো লোকটার হাত থেকে তোমাকে কিভাবে বাঁচালাম।'

---

[৮০৪] হাসান লিগয়রিহী : আবূ দাঊদ ৪৯৯৯, নাসায়ী'র কুবরা ৪৮৯৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯০১।

Scanned by CamScanner

(مِنَ الرَّجُلِ) বলার কারণ : নাবী ﷺ মা 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাকে লোকটির হাত থেকে রক্ষা করেছি, কিন্তু তোমাকে তোমার পিতার হাত থেকে রক্ষা করেছি বললেন না কেন? এর জবাবে বলা যায়, যদি আবূ বাক্‌র (রাঃ) পিতা হিসেবে তোমাকে মারতে চাইতেন, তাহলে পিতৃস্নেহে মারা সম্ভব হতো না। কেননা পিতৃস্নেহ ও সন্তানকে মারধর করা পরস্পর বিরোধী। বস্তুত তিনি একজন পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি হিসেবে আল্লাহ্‌র রসূল ﷺ-এর সাথে অন্যায় হচ্ছে দেখে সত্যি সত্যিই মারতে উদ্যত হয়েছিলেন। সুতরাং তোমার ওপর ক্রোধ 'বাপ' হিসেবে ছিল না, বরং "মর্দে মু'মিন" হিসেবে ছিল। তাই তিনি মারতে না পারায় রাগ করে চলে গেলেন। সেজন্য নাবী ﷺ مِنَ الرَّجُلِ "লোকটি থেকে" বলেছেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসটির শিক্ষা ও বাস্তবিক প্রয়োগ : অত্র হাদীসটিতে সহীহ মুসলিম এর ৫২নং হাদীসের প্রয়োগ লক্ষণীয়। তা হলো «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কোন খারাপ কাজ (শারী'আতবিরোধী কাজ) দেখবে তখন সে যেন হাত দ্বারা তা প্রতিরোধ করে, 'সম্ভব না হলে মুখ দিয়ে.....। পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ একজন মহিলাকে তার স্বামীর সামনে যিনি শ্রেষ্ঠ রসূল তার পিতা যিনি নাবী-রসূলদের পরে শ্রেষ্ঠ মানুষ, তিনি মারার জন্য উদ্দ্যত হচ্ছেন। আমার সামাজিকতায় কি এটা ভাবা যায়? আমাদের সমাজে অনেক মেয়েই তার স্বামী বা স্বামীর পরিবারস্থ লোকেদের সাথে মন্দ আচরণ করে,' ফলে পরস্পর আত্মীয়দের মধ্যে নানা প্রকার বিবাদের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু যদি মেয়ের পক্ষপাতিত্ব না করে যথোপযুক্ত শাসন করে, তাহলে সেই বিবাদ বা বিপদ থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া সম্ভব। [সম্পাদক]

٤٨٩٢ - [٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৪৮৯২-[৯] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : তুমি তোমার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করো না, কৌতুক করো না এবং এমন ওয়া'দা করো না, যা রক্ষা করতে পারবে না।

[তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি গরীব।][৮০৫]

ব্যাখ্যা : (وَلَا تُمَازِحْهُ) এখানে কৌতুক দ্বারা নাজায়িয ও মনে কষ্টদায়ক কৌতুক করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যে কৌতুকে মানুষের মান-সম্মান নষ্ট হয়। জায়িয ও সত্য কৌতুক করা নিষেধ করা হয়নি।

(তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৯৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

এ অধ্যায়ের শুরুতে যে শর্তগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, সে অনুযায়ী কৌতুক করা যাবে। অন্য কোন কৌতুক করা যাবে না।

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثُ

আর এ অধ্যায়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই।

---

[৮০৫] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৯৯৫, য'ঈফুল জামি'উস্ সগীর ৬২৭৮, য'ঈফ আল আদাবুল মুফরাদ ৫৮, শু'আবুল ঈমান ৮৪৩৭। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "লায়স ইবনু আবূ সুলায়ম" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। দেখুন- হিদায়াতুর রুওয়াত ৪/৪০১ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

(١٣) بَابُ الْمُفَاخَرَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ

অধ্যায়-১৩ : বংশগৌরব ও পক্ষপাতিত্ব

الْمُفَاخَرَةِ শব্দটি বাবে مفاعلة এর মাসদার। মূল অক্ষর فخر অর্থ গর্ব করা, গৌরব করা। এটা দু' প্রকার : ১. নিন্দনীয়। যেমন- প্রতারণার উদ্দেশে বা পার্থিব কোন ব্যক্তির স্বার্থ চরিতার্থের জন্য মিথ্যা বংশ গৌরব করা। এটা অবৈধ। ২. প্রশংসনীয়। যেমন, কাফির মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের সময় বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশে গৌরবের কথা প্রকাশ করা। এটা জায়িয। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ "তুমি তোমার রবের নি'আমাতের কথা বর্ণনা কর।" (সূরাহ্ আয্ যুহা- ৯৩ : ১১)

নিন্দনীয় গর্ব করা থেকে সাবধান করতে নাবী ﷺ বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ»

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ তোমাদের জাহিলী যুগের মিথ্যা অহংকার ও পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে গর্ব করার প্রথাকে বিলুপ্ত করেছেন। মু'মিন হলো আল্লাহভীরু আর পাপী হলো দুর্ভাগা। তোমরা সকলে আদাম সন্তান আর আদাম (আলায়হিস সালাম) মাটির তৈরি। লোকেদের উচিত বিশেষ গোত্রেরভুক্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে অহংকার না করা। এখন তো তারা জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে। অন্যথায় তোমরা মহান আল্লাহ্‌র নিকট ময়লার সেই কীটের চেয়ে জঘন্য হবে যে তার নাক দিয়ে ময়লা ঠেলে নিয়ে যায়। (আবূ দাউদ ৫১১৬, তিরমিযী ৪২৩৩ : হাসান)

মির্'আতুল মাফাতীহ-এর মধ্যে 'আল্লামাহ্ মুবারকপূরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বংশীয় বা গোত্রীয় অহংকার বলা হয়, বাপ দাদার অথবা বংশের নাম উল্লেখ করে গর্ব করাকে। এ কাজ অন্যকে ছোট করে নিজের মর্তবাকে উঁচু করে তোলার জন্য করা হয়। সেজন্য এ কাজ জায়িয নেই। অন্যের গোত্রকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। কারণ এ কাজে অন্যকে ছোট করা হয় বা লজ্জায় ফেলা হয়।

আর العصبية শব্দের অর্থ হলো-স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব করা। পরিভাষায় রক্তের বন্ধনে আবদ্ধতার অনুভূতি এবং সেই অনুভূতির কারণে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করাকে العصبية বলা হয়। আধুনিক পরিভাষায় একে গোত্রবাদ বা সাম্প্রদায়িকতাও বলা যেতে পারে। এটি একটি জাহিলী প্রথা। এ ব্যাপারে হাদীসে রয়েছে, আল হাবিস আল আশ্'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন :

«وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ. فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ، عِبَادَ اللهِ»

আর যে লোক জাহিলিয়্যাতের 'আমালের রীতি-নীতির দিকে আহ্বান করে সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল ﷺ! সে সলাত আদায় করলেও, সিয়াম পালন করলেও? তিনি (ﷺ)

Scanned by CamScanner

বললেন : হ্যাঁ। সে সলাত আদায় করলেও, সিয়াম পালন করলেও। সুতরাং তোমরা সেই আল্লাহ তা'আলার ডাকেই নিজেদেরকে ডাকবে যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মু'মিন ও আল্লাহ তা'আলার বান্দা নাম রেখেছেন। (তিরমিযী ২৮৬৩, মিশকাত ৩৬৯৪)

অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اقْتَتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَوِ الْمُهَاجِرُونَ، يَالَلْمُهَاجِرِينَ وَنَادَى الْأَنْصَارِيُّ يَالَلْأَنْصَارِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا هٰذَا دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ».

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার ও মুহাজিরদের দু'জন বালক মারামারি করলে মুহাজিরগণ তাদের মুহাজির ভাইদের এবং আনসারগণ তাদের আনসার ভাইদের ডাকলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে এসে বললেন, এটা কি জাহিলী যুগের সেই (মারামারির) ডাকার মতো? (মুসলিম ৬২-[২৫৮৪]) [সম্পাদক]

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٨٩٣ -[١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ؟ فَقَالَ: «أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ». قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ». قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৮৯৩-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কে সবচেয়ে সম্মানিত? তিনি (ﷺ) বললেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সে ব্যক্তি, যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু। সহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম জিজ্ঞেস করলেন : আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি (ﷺ) বললেন : সকল মানুষের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি ইউসুফ 'আলায়হিস্ সালাম, যিনি আল্লাহর নাবী এবং আল্লাহর নাবীর পুত্র এবং আল্লাহর নাবীর পৌত্র এবং আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহীম 'আলায়হিস্ সালাম-এর প্রপৌত্র ছিলেন। সহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম বললেন : আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি (ﷺ) বললেন : 'আরবদের বংশ ও গোত্র সম্পর্কে কি জিজ্ঞেস করছ? সহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম বললেন : জ্বী হ্যাঁ। তিনি (ﷺ) বললেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্ধকার যুগে ভালো ছিল, সে ইসলামী যুগেও ভালো, যখন সে দীন ইসলামের সম্যক অবহিত। (বুখারী ও মুসলিম)[৮০৬]

ব্যাখ্যা : (أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ؟) মানুষের মধ্যে কোন্ মানুষ বেশি মর্যাদার ও সম্মানের অধিকারী? 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ বাক্যটি দ্বারা বংশের দিকে লক্ষ্য না করে সাধারণভাবে কোন্ মানুষ

---

[৮০৬] সহীহ : বুখারী ৪৬৮৯, মুসলিম ১৬৮-(২৩৭৮), 'নাসায়ী'র কুবরা ১১২৪৯, সহীহুল জামি' ৫৫৭৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৮৪৬, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৩৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ২০৬৪১, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ১৩৩৭, আহমাদ ১৮৯৪৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬০৭০, শু'আবুল ঈমান ১৭০১, সুনানুদ্ দারিমী ২২৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৩০৫, আল মুসতাদরাক ৫০৬১।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর নিকট সম্মানের অধিকারী তা বুঝার সম্ভাবনা আছে। একজন কালো-কুৎসিত দাসও আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানের অধিকারী হতে পারে। আবার বংশ মর্যাদাও বুঝাতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاهُمْ) রসূলুল্লাহ ﷺ এ উত্তর প্রদান করেন মহান আল্লাহ্‌র বাণী থেকেই। তা হলো :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ...﴾

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদের পরিচিতির জন্য বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সেই অধিক মার্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাক্বওয়াসম্পন্ন।" (সূরাহ্ আল হুজুরাত ৪৯ : ১৩)

এখানে গোত্র ও জাতিকে মহান আল্লাহ শুধুমাত্র পরিচিতির মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করলেন। আর মর্যাদা তাক্বওয়া ব্যতীত হবে না। কারণ শেষ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্যই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(إِذَا فَقُهُوا) অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি শারী'আতের আদব ও ইসলামের বিধি-বিধান আয়ত্ব করে পালন করবে, দীনে প্রবেশ করার পরে। তথা দীন শিখে তা পালন করবে। এ বাক্যটি দ্বারা নাবী ﷺ যেন মুনাফিক্ব ও যাদের অন্তর আকৃষ্ট হয়ে আছে।

ইসলামে (المؤلفة قلوبهم) তাদেরকে বাদ দিয়েছেন। তথা বংশ-মর্যাদার কারণে ইসলামে কেউ মর্যাদাশীল বলে গণ্য হয় না, বরং তাকে ইসলামে প্রবেশ করে জ্ঞান অর্জন করে মর্যাদা অর্জন করতে হয়। যে যত জ্ঞানী হতে পারবে তার মর্যাদা তত বেশি হবে। আর যে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না, তার মর্যাদা কমে যাবে, তথা স্তর নিচে নেমে যাবে। আর এই 'ইল্‌ম 'আমালের সাথে সম্পর্কিত তথা 'ইল্‌ম অনুযায়ী 'আমাল করতে হবে। যার মূল কথা হলো তাক্বওয়া অর্জন । আল্লাহ বলেন, ﴿...فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ "কে তাক্বওয়া অবলম্বন করে তা তিনি ভালোভাবেই জানেন"– (সূরাহ্ আন্ নাজ্‌ম ৫৩ : ৩২)।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٨٩٤ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৮৯৪-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সম্মানিত ব্যক্তি সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তির পৌত্র এবং সম্মানিত ব্যক্তির প্রপৌত্র হলেন ইব্‌রা-হীম 'আলায়হিস্ সালাম-এর প্রপৌত্র, ইসহাক্ব 'আলায়হিস্ সালাম-এর পৌত্র ও ইয়া'কূব 'আলায়হিস্ সালাম-এর পুত্র ইউসুফ 'আলায়হিস্ সালাম। (বুখারী)[৮০৭]

ব্যাখ্যা : ইউসুফ 'আলায়হিস্ সালাম-এর সম্মানের কারণ : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সম্মানিত হওয়ার মূল হলো অনেক কল্যানের মালিক হওয়া। আর নুবুওয়াতের পাশাপাশি ইউসুফ 'আলায়হিস্ সালাম-এর মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গুণ একত্রিত হয়েছিল। যেমন- সচ্চরিত্র, ভদ্রচিত আচরণ, জ্ঞান, সৌন্দর্য, মর্যাদাসম্পন্ন পিতৃকুল,

[৮০৭] সহীহ : বুখারী ৩৩৮২, ৩৩৯০, ৪৬৮৮; তিরমিযী ৩১১৬, সহীহুল জামি' ৮৭৩৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৭৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬১৭, আহমাদ ৫৭১২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৭৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৫৪৬, আল মুসতাদরাক ৩৩২৫।

Scanned by CamScanner

পরিশেষে বংশ পরম্পরায় চারজন নাবীর মধ্যে চতুর্থ নাবী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল নাবী যেমনটি সূরাহ্ ইউসুফ-এর ৮০ নং আয়াত থেকে জানা যায়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৩১১৬)

٤٨٩٥ - [٣] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: فِيْ يَوْمِ حُنَيْنٍ كَانَ أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِه يَعْنِيْ بَغْلَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُوْنَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ»

قَالَ: فَمَا رُئِيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৮৯৫-[৩] বারা' ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের যুদ্ধের দিন আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হারিস নাবী ﷺ-এর খচ্চরে লাগাম ধরে রেখেছিলেন। যখন মুশরিকরা তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল, রসূলুল্লাহ ﷺ খচ্চরের পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন এবং বলতে লাগলেন, "আমি নাবী, না মিথ্যার কোন সূত্র– আমি যে 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর পুত্র।" রাবী বলেন, সেদিন তাঁর চেয়ে অধিক বিক্রমপূর্ণ আর কাউকেও দেখা যায়নি। (বুখারী ও মুসলিম)[৮০৮]

ব্যাখ্যা : হুনায়ন যুদ্ধ : হুনায়ন যুদ্ধ ৮ম হিজরীর শাওওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়। হাওয়াযিন ও সাক্বীফ গোত্রের আত্মগর্বী নেতারা মাক্কাহ্ হতে 'আরাফাতের দিকে ১০ মাইলের কিছু বেশি দক্ষিণ-পূর্বে হুনায়ন উপত্যকায় মালিক ইবনু 'আওফ-এর নেতৃত্বে ৪০০০ দুর্ধর্ষ সেনার সমাবেশ ঘটায়। ফলে মাক্কাহ্ বিজয়ের ১৯তম দিনে ৬ই শাওওয়াল শনিবার আল্লাহর রসূল ﷺ মাক্কার ২০০০ নওমুসলিমসহ মোট ১২,০০০ সাথী নিয়ে হুনায়ন উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং ১০ই শাওওয়াল বুধবার রাতে গিয়ে উপস্থিত হন।

(আর্ রাহীক্ব ৪১৩-১৪ পৃঃ, ইবনু হিশাম ২/৪৩৭, যাদুল মা'আদ ৩/৪০৮-১৮ পৃঃ, সীরাতুর রসূল ﷺ ৫৫৫পৃঃ)

হুনায়ন যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে শাহীদের সংখ্যা ছিল 8 জন এবং কাফির পক্ষে নিহতের সংখ্যা ছিল ৭২ জন– (সীরাহ্ সহীহাহ্ ২/৫০৩-০৪)। মানসূরপুরী কাফির পক্ষে ৭১ জন নিহত ও মুসলিম পক্ষে ৬ জন শহীদ বলেছেন– (রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/২০১)। হুনায়ন যুদ্ধে বিপুল গনীমাত লাভ হয়। বন্দী : ৬০০০ (নারী-শিশুসহ)। উট : ২৪,০০০। দুম্বা-বকরী : ৪০,০০০-এর অধিক। রৌপ্য : ৪০০০ উক্বিয়া। এতদ্ব্যতীত ঘোড়া, গরু, গাধা ইত্যাদির কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। (ইবনু সা'দ ২/১১৬ পৃঃ, সীরাতুর্ রসূল ﷺ ৫৬৪ পৃঃ)

এ যুদ্ধে বিজয় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন : "আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক স্থানে, বিশেষ করে হুনায়নের দিন। যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের গর্বিত করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোনই কাজে আসেনি। বরং প্রশস্ত জমিন তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তোমরা পিঠ ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলে। আল্লাহ স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করেন তার রসূল ও মু'মিনদের ওপর এবং নাযিল করেন এমন সেনাদল, যাদের তোমরা দেখেননি এবং কাফিরদের তিনি শাস্তি প্রদান করেন। আর এটি ছিল তাদের কর্মফল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাওবার তাওফীক্ব দেন। বস্তুত আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"

(সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ২৫-২৭)

---

[৮০৮] সহীহ : বুখারী ২৮৬৪, ২৮৭৪, ২৯৩০, ৩০৪২, ৪৩১৫; মুসলিম ৭৯-(১৭৭৬), ৮০-(১৭৭৬); তিরমিযী ১৬৮৮, সহীহুল জামি' ১৪৫১, মুসান্নাফ ১৮৪৬৮, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৭২৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৭৭০, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৮৬৩৮, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/১৩২, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ৪৯১৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৬৭৫।

Scanned by CamScanner

(أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ) যদি প্রশ্ন করা হয় : নাবী ﷺ কিভাবে বললেন, আমি 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর ছেলে? তিনি নিজের পিতার নাম না বলে নিজের বংশের দিকে সম্পর্কিত করলেন যেটা জাহিলী যুগের অধিকাংশ মানুষের গর্বের প্রতি ইঙ্গিত করে? এর উত্তর হল- নাবী ﷺ তার দাদার নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। কারণ তার পিতা 'আবদুল্লাহ যুবক বয়সেই মারা যান। সে কারণে তিনি বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন না। পক্ষান্তরে 'আবদুল মুত্ত্বালিব মাক্কাবাসীর নেতা হওয়ার কারণে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। সকলের নিকট তিনি ছিলেন পরিচিত মুখ। বহু মানুষ নাবী ﷺ-কে তার দাদার সাথে যুক্ত করে ডাকত। আর তারা এ কাজ করত দাদার প্রসিদ্ধতার কারণে। যেমন হুমাম ইবনু সা'লাবাহ্-এর বর্ণিত হাদীসে আছে, أَيكم ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ؟ তোমাদের মধ্যে 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর ছেলে কে? 'আরবদের নিকট এটা প্রসিদ্ধ ছিল যে, 'আবদুল মুত্ত্বালিব নাবী ﷺ-এর সংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি এও বলেছিলেন যে, অচিরেই তার মান-মর্যাদা বিরাট হবে। এও কথিত আছে যে, 'আবদুল মুত্ত্বালিব রসূল ﷺ-এর আগমনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর এটা 'আরবদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ ছিল। আর নাবী ﷺ উল্লেখিত কথাটি বলে তাদেরকে সেটা স্মরণ করিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন যে, আমিই সেই সত্য নাবী। আমিই সেই 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর স্বপ্নের সুসংবাদপ্রাপ্ত সত্য নাবী, এতে মিথ্যার কিছু নেই। (শারহুন্ নাবাবী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৭৮-[১৭৭৬])

٤٨٩٦ - [٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৮৯৬-[৪] আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, হে সৃষ্টির সেরা! রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সৃষ্টির সেরা ব্যক্তি ছিলেন ইব্‌রা-হীম আলায়হিস্ সালাম। (মুসলিম)[৮০৯]

ব্যাখ্যা : ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-কে (خَيْرَ الْبَرِيَّةِ) বলার কারণ : নাবী ﷺ ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-কে সৃষ্টির সেরা বলে আখ্যায়িত করার কারণ কি? এ বিষয়ে 'উলামাগণ বলেন :

১. নাবী ﷺ অতিশয় বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শনার্থে এরূপ বলেছেন। মহান ব্যক্তিবর্গ অন্য কোন মহান ব্যক্তির উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে থাকেন। এতদ্ব্যতীত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম ছিলেন নাবী ﷺ-এর আদি পিতা ও ঊর্ধ্বতন পুরুষ। অতএব, পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এরূপ বলা হয়েছে।

২. নাবী ﷺ-এর এ উক্তির মর্মার্থ এটাও হতে পারে যে, ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালাম সমসাময়িক যুগের (خَيْرَ الْبَرِيَّةِ) বা সেরা ও উত্তম মানুষ ছিলেন।

৩. এও বলা হয়েছে যে, নাবী ﷺ «سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ» তথা 'আদাম সন্তানদের নেতা' এ কথা জানার পূর্বে ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম (خَيْرَ الْبَرِيَّةِ) বা সৃষ্টির সেরা মানুষ ছিলেন। (শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হাঃ ১৫০-[২৩৬৯])

٤٨٩٧ - [٥] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهٗ فَقُولُوا: عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهٗ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৮০৯] সহীহ : মুসলিম ১৫০-(২৩৬৯), তিরমিযী ৩৩৫২, আবূ দাঊদ ৪৬৭২, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩১৮১৬, আহমাদ ১২৮২৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩৯৫০, শু'আবুল ঈমান ১৪৯১, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১১৬৯২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/২৪৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৩৮২।

Scanned by CamScanner

৪৮৯৭-[৫] 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খ্রিষ্টানরা মারইয়াম-এর পুত্র 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর প্রশংসায় যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা সেভাবে আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না। আমি তো আল্লাহর বান্দা। তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রসূল বলো। (বুখারী ও মুসলিম)[৮১০]

ব্যাখ্যা : (كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ) নাসারাগণ তথা খ্রিষ্টানগণ 'ঈসা আলায়হিস সালাম-কে আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল হিসেবে না মেনে আল্লাহ বা আল্লাহ্‌র পুত্র হিসেবে মান্য করত। এটা তারা করত সম্মান ও ভক্তির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার কারণে। তাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিনদেরকেও সতর্ক ও সাবধান করে বলেন, নাসারাগণ যেভাবে মারইয়াম-এর পুত্র 'ঈসা আলায়হিস সালাম-কে নিয়ে প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরাও এভাবে আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না। বরং তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল বল। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৪৪৫)

٤٨٩٨ -[٦] وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৮৯৮-[৬] 'ইয়ায ইবনু হিমার আল মুজাশি'ঈ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে ওয়াহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন যেন তোমরা পরস্পর বিনয়ী হও। এমনকি এক ব্যক্তি যেন অন্য ব্যক্তির ওপর গৌরব না করে এবং এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ওপর অত্যাচার না করে। (মুসলিম)[৮১১]

ব্যাখ্যা : (وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ) অহংকারী ব্যক্তি বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে নিজেকে সকলের চেয়ে বড় ভাবে। সকলের চেয়ে তার মান-সম্মান উপরে মনে করে। আর সে কারো আনুগত্য করে না। কাউকে পরোয়া করে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٨٩٩ -[٧] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُوْنَ بِآبَائِهِمُ الَّذِيْنَ مَاتُوْا إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُوْنُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِيْ يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهٖ إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

---

[৮১০] সহীহ : বুখারী ৩৪৪৫, ৬৮৩০; মুসলিম (পাওয়া যায়নি), সহীহুল জামি' ১৩৩১৯, মুসন্নাফ আবূ ইয়া'লা ১৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২৩৯, শু'আবুল ঈমান ১৪৯১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৯৩৭।

[৮১১] সহীহ : মুসলিম ৬৪-(২৮৬৫), ইবনু মাজাহ ৪১৭৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৭০, সহীহুল জামি' ১৭২৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮৯০, শু'আবুল ঈমান ৮১৩৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/১৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬১৩।

Scanned by CamScanner

৪৮৯৯-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : ঐসব লোকেরা যেন তাদের সেসব বাপ-দাদার গৌরব করা থেকে বিরত থাকে, যারা মরে জাহান্নামের অঙ্গারে পরিণত হয়েছে; অথবা আল্লাহ তা'আলার নিকট আবর্জনার কীট অপেক্ষা লাঞ্ছিত হবে, যে কীট আবর্জনাকে নিজের নাক দ্বারা দোলা দেয়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলিয়্যাতের গর্ব-অহংকার ও বাপ-দাদার গৌরবের ব্যাধি দূর করেছেন। এখন চাই ধর্মভীরু মু'মিন হোক বা ধর্মহীন পাপী হোক, সমস্ত মানুষ আদাম আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তান, আর আদাম আলায়হিস্ সালাম মাটি দ্বারা তৈরি।

(তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[৮১২]

ব্যাখ্যা : (النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ) কোন মানুষের পক্ষে গর্ব-অহংকার করা যে ঠিক নয়, তার প্রমাণস্বরূপ নাবী ﷺ এ উক্তিটি করেন। যার মর্মার্থ হলো, সমস্ত মানুষ আদাম আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তান আর আদম আলায়হিস্ সালাম মাটি থেকে তৈরি। অত্র হাদীস হতে আমরা গর্ব না করার দু'টি সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই। প্রথমত সমস্ত মানুষ যেহেতু আদাম আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তান, অতএব তারা সকলে পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই এক ভাইয়ের ওপর অপর ভাইয়ের গর্ব করা বোকামি। দ্বিতীয়ত সমস্ত মানুষ মাটির তৈরি। অতএব মাটির তৈরি মানুষ মাটি নিয়ে কিভাবে গর্ব করতে পারে। [সম্পাদক]

٤٩٠٠-[٨] وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشِّخِّيرِ قَالَ: قَالَ أَبِيْ: انْطَلَقْتُ فِيْ وَفْدِ بَنِيْ عَامِرٍ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا. فَقَالَ: «السَّيِّدُ اللهُ» فَقُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا. فَقَالَ: «قُوْلُوْا قَوْلَكُمْ أَوْ بَعْضَ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৪৯০০-[৮] মুত্বার্‌রিফ ইবনু 'আবদুল্লাহ আশ্ শিখ্‌খীর (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বানূ 'আমির-এর প্রতিনিধিদলের সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। আমরা তাঁকে বললাম : আপনি আমাদের নেতা। তিনি বললেন : নেতাহলেন আল্লাহ। আমরা বললাম : আপনি মর্যাদার দিক দিয়ে আমাদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান এবং দানের দিক দিয়ে আপনি সর্বাধিক সম্মানিত। তিনি (ﷺ) বললেন : এ কথা বলো অথবা তার চেয়ে কম বলো শায়ত্বন যাতে তোমাদেরকে উকিল না বানাতে পারে।

(আহমাদ ও আবূ দাঊদ)[৮১৩]

ব্যাখ্যা : (فَقَالَ: السَّيِّدُ اللهُ) অর্থাৎ এই নামের তিনিই প্রকৃত উপযুক্ত। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যিনি সৃষ্টিকুলের তাক্বদীরের মালিক এবং তাদের সার্বিক দায়িত্বশীল তিনি হলেন, আল্লাহ। তবে এটা মাজাযী বা রূপক সম্বন্ধনীয় নেতা হওয়াকে নিষেধ করে না। যেমন নাবী ﷺ বলেন, «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ» আমি আদাম সন্তানদের শ্রেষ্ঠ (নেতা) তাতে কোন গর্ব নেই। অর্থাৎ আমি গর্ব করার জন্য বলছি না, বরং আমি আল্লাহ্‌র নি'আমাতের কথা স্মরণ করছি। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) জাবির (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণনা করেন যে, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) বলতেন, আবূ বাক্‌র আমাদের নেতা আর তিনি আমাদের নেতাকে মুক্ত করেছেন তথা বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)-কে। এখানে বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)-এর কথা উল্লেখ করার কারণ হলো তার প্রতি বিনয় প্রকাশ করা। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৯৮)

---

[৮১২] হাসান : তিরমিযী ৩৯৫৫, আবূ দাউদ ৫১১৬, সহীহুল জামি' ৫৪৮২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯২২, আহমাদ ৮৭৩৬, শু'আবুল ঈমান ৫১২৭।

[৮১৩] সহীহ : আহমাদ ১৬৩০৭, আবূ দাউদ ৪৮০৬, সহীহুল জামি' ৩৭০০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ১৫৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১০০৭৪।

Scanned by CamScanner

(قُوْلُوا قَوْلَكُمْ) অর্থাৎ তোমরা তোমাদের শারী'আত ও দীনের অনুসারীদের কথার মতো কথা বলো। তোমরা আমাকে নাবী ও রসূল বলে ডাক যে নামে মহান আল্লাহ তার কিতাবে আমাকে ডেকেছেন। তোমরা আমাকে সাইয়েদ বা নেতা বলে ডাকবে না। যেমন তোমরা তোমাদের মাতবর-মোড়লকে সম্বোধন করে থাক। আর তোমরা আমাকে তোমাদের মতো মনে করবে না। কারণ আমি তোমাদের কারো মতো নয়। আমি তোমাদেরকে নুবুওয়াত দ্বারা ও রিসলাত দ্বারা পরিচালিত করি, অতএব তোমরা আমাকে নাবী ও রসূল বলে সম্বোধন করবে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৯৮)

٤٩٠١ -[٩] وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوٰى». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৯০১-[৯] হাসান বাস্‌রী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ধন-সম্পদ হলো মান-মর্যাদা এবং আল্লাহভীরুতা দয়া-দাক্ষিণ্য। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৮১৪]

ব্যাখ্যা : (الْحَسَبُ الْمَالُ) অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থিব সম্পদ দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা-সম্মান বৃদ্ধির একটি উপায়। (وَالْكَرَمُ التَّقْوٰى) আখিরাতের মর্যাদা একান্তই তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির মধ্যে নিহিত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ...﴾ "তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই লোকই অধিক সম্মানীয় যে লোক অধিক মুত্তাক্বী"– (সূরাহ্ আল হুজুরাত ৪৯ : ১৩; আয়াত)। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৩২৭১)

হাদীসটির বাস্তবিক প্রয়োগ : প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক হলো, দুনিয়ার সম্মানের পাশাপাশি আখিরাতের জীবনও যেন সুখের হয়, মুক্তি লাভ হয় তা ভাবা উচিত। সে অনুপাতে 'আমাল করা উচিত। যেমনটি আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন-

﴿...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং পরকালেও আমাদেরকে কল্যাণ দান করবেন আর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২০১)। [সম্পাদক]

٤٩٠٢ -[١٠] وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَعَزّٰى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تُكَنُّوا». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৪৯০২-[১০] উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজেকে জাহিলিয়্যাতের গৌরবে গৌরবান্বিত করে, তার দ্বারা তার পিতৃ-পুরুষের লজ্জাস্থানকে কর্তন করাও। আর এ কথাগুলো তাকে ইঙ্গিতে নয়; বরং পরিষ্কার ভাষায় বলে দাও। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৮১৫]

[৮১৪] সহীহ : তিরমিযী ৩২৭১, ইরওয়া ১৮৭০, ইবনু মাজাহ ১৮৭০, সহীহুল জামি' ৩১৭৮, আহমাদ ২০১০২, দারাকুত্বনী ২০৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/১৯০, 'ত্বারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ৬৭৩৯, আল মুসতাদরাক ২৬৯০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪১৫০।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (فَأَعِضُّوهُ بِهَنِ أَبِيهِ) যে ব্যক্তি তাঁর সেসব পিতৃপুরুষদেরকে নিয়ে গর্ব করে। যারা জাহিলিয়্যাতের যুগে মারা গেছে, তাকে বল যে, তুমি তোমার মৃত পিতৃপুরুষদের লজ্জাস্থানকে কর্তন করে মুখে তুলে নাও। অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে গর্ব করা, আর তাদের লজ্জাস্থান কর্তন করে মুখে তুলে চিবানো একই কথা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَلَا تَكْنُوا) অর্থাৎ এ কথাগুলো অস্পষ্ট বা ইঙ্গিত দিয়ে নয়, বরং স্পষ্টভাবে তাদেরকে জানিয়ে দাও। যাতে করে তাদের শিক্ষা হয় যে, এটা কত জঘন্য কাজ। যাতে তারা বিরত থাকে। এও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি জাহিলী যুগের নিয়ম-নীতি, কৃষ্টি-কালচার যেমন গালি দেয়া, অভিসম্পাত করা ও মানুষের মান-সম্মান নষ্ট করার মতো কাজ চালু করতে চায়। এছাড়াও নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, অহংকার ছড়িয়ে দিতে চায় তাকে স্মরণ করিয়ে দাও যে, তার পিতা মূর্তি পূজা করত, যিনা করত, মদ পান করত। এছাড়াও অনেক খারাপ কাজ করত। আর তাকে এ কথাগুলো স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবে। কোন প্রকারের ইঙ্গিত করে নয়। যাতে সে মানুষের সামনে লজ্জিত হয়ে ফিরে আসে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٩٠٣ - [١١] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عُقْبَةَ وَكَانَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُحُدًا فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: "هَلَّا قُلْتَ: خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ؟". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৯০৩-[১১] ‘আবদুর রহমান ইবনু আবূ ‘উক্ববাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি আবূ ‘উক্ববাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। আবূ ‘উক্ববাহ্ (রাঃ) মুক্ত দাস ছিলেন এবং পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি উহুদের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। মুশরিকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে তরবারি বা বর্শা দ্বারা আঘাত করলাম এবং বললাম : আমার তরফ থেকে আঘাত গ্রহণ করো, আমি পারস্যের দাস। এটা শুনে রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন : তুমি কেন এ কথা বললে না যে, আমার তরফ থেকে আঘাত গ্রহণ করো, আমি আনসারীদের দাস? (আবূ দাঊদ)[৮১৬]

ব্যাখ্যা : (خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ) এর কারণ হলো, কোন সম্প্রদায়ের মুক্ত দাস সেই সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। মুল্লা ‘আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যখন তুমি কাউকে আঘাত করে গর্ব করবে তখন তুমি নিজেকে আনসারদের সাথে সম্পৃক্ত করবে। যাদের নিকট আমি হিজরত করেছি এবং যারা আমাকে সাহায্য করেছে। আর তৎকালীন সময়ে পারস্য কাফির রাষ্ট্র ছিল। তাই রসূলুল্লাহ (ﷺ) সহাবীকে তাদের দিকে সম্পৃক্ত করাকে অপছন্দ করেছেন। আর তাকে আনসারদের সাথে সম্পৃক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে করে সে মুসলিমদের সাথে সম্পৃক্ত হয়। বুঝা যায় যে, সে একজন মুসলিম বীর পুরুষ।

(‘আওনুল মা‘বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১১৪)

---

[৮১৫] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৫৪১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৬৯, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৮৮৬৪, আহমাদ ২১২৩৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৭১৮২।

[৮১৬] য‘ঈফ : আবূ দাঊদ ৫১২৩, ইবনু মাজাহ্ ২৭৮৪, আহমাদ ২২৫১৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৩৫৭৯। হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব" নামক বর্ণনাকারী "আন" শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে। আর তিনি একজন মুদাল্লিস রাবী। হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪০৪ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

উহুদ যুদ্ধ : ৩য় হিজরীর ৭ই শাও্ওয়াল শনিবার সকালে উহুদ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। কুরায়শরা আবূ সুফ্ইয়ান-এর নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্যের সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে মাদীনার তিন মাইল উত্তরে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে শিবির সন্নিবেশ করে। এই বাহিনীর সাথে আবূ সুফ্ইয়ান-এর স্ত্রী হিন্দ বিনতু 'উতবাহ্-এর নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি মহিলা দল ছিল, যারা নেচে-গেয়ে ও উত্তেজক কবিতা পাঠ করে তাদের সৈন্যদের উত্তেজিত করে। এ যুদ্ধে রসূল ﷺ-এর নেতৃত্বে প্রায় ৭০০ সৈন্য ছিল। প্রচণ্ড যুদ্ধ শেষে একটি ভুলের জন্য মুসলিমদের সাক্ষ্য বিজয় অবশেষে বিপর্যয়ে পরিণত হয়। মুসলিম পক্ষে ৭০ জন শাহীদ ৩৮০ জন আহত হয়। তার মধ্যে মুহাজির ৪ জন, আনসার ৬৫ জন। কুরায়শ পক্ষে ৩৭ জন নিহত হয়। তবে এই হিসাব চূড়ান্ত নয়। বরং কুরায়শ পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি, এই যুদ্ধে মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কুরায়শরা বিজয়ী হয়নি। বরং তারা ভীত হয়ে ফিরে যায়। এ যুদ্ধ প্রসঙ্গে সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান-এর ১২১-১৭৯ পর্যন্ত ৬০টি আয়াত নাযিল হয়। (সীরাতুর রসূল ﷺ ৩৩৯ পৃঃ)

٤٩٠٤ -[١٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلٰى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِىْ رَدٰى فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهٖ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৯০৪-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিজের সম্প্রদায়ের সাহায্য করে, তার তুলনা সে উটের মতো, যা কূপে পতিত হয়েছে, অতঃপর সেটার লেজ ধরে উদ্ধারের জন্য টানা হচ্ছে। (আবূ দাউদ)[৮১৭]

ব্যাখ্যা : (يُنْزَعُ بِذَنَبِه) অর্থাৎ সেটার পিছন ধরে টানা হচ্ছে। ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর অর্থ হলো নিশ্চয় সে পাপে লিপ্ত হলো এবং ধ্বংস হলো। ঐ উটের মতো যে কুয়ায় পড়ে গেলে তাকে উদ্ধারের জন্য তার পিছন দিক থেকে তথা লেজ ধরে উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে তবে তাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা সম্ভবপর হচ্ছে না। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১০৮)

٤٩٠٥ -[١٣] وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ؟ قَالَ: «أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৯০৫-[১৩] ওয়াসিলাহ্ ইবনুল আস্ক্বা' রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! "আসাবিয়্যাহ্" কি? তিনি (ﷺ) বললেন : 'আসাবিয়্যাহ্ হলো তোমার গোত্রকে অন্যায়ের কাজে সাহায্য করা। (আবূ দাউদ)[৮১৮]

ব্যাখ্যা : (أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ) অর্থাৎ তোমার কর্তব্য হলো হাক্বের প্রতিনিধিত্ব করা। যার মাঝে হাক্ব আছে কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই তাকে সমর্থন করা। এ বিষয়ে জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফূ' সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে-

---

[৮১৭] সহীহ : আবূ দাউদ ৫১১৭, সহীহুল জামি' ৬৫৭৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৩৮৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬১০ শু'আবুল ঈমান ৭৬৭৭, মুসনাদ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩১৬।

[৮১৮] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৫১১৯, ইবনু মাজাহ ৩৯৪৯।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "ওয়াসিলাহ্-এর কন্যাকে" চেনা যায় না। কেউ কেউ তার নাম দিয়েছে ফাসীলাহ্ আর সালামাহ্ ইবনু বিশ্‌র আদ্ দিমাশ্ক্বী মাজহূলুল হাল। ইবনু হিব্বান ব্যতীত কেউ তাকে বিশ্বস্ত বলেননি। এ হাদীসে ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) তাকে মুদাল্লিস বলেছেন। বিস্তারিত দেখুন- গয়াতুল মারাম ১৮৭ পৃঃ, হাঃ ৩০৫।

Scanned by CamScanner

«انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ يَكُ ظَالِمًا فَارْدُدْهُ عَنْ ظُلْمِهِ، وَإِنْ يَكُ مَظْلُومًا، فَانْصُرْهُ»

"তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর সে যালিম হোক বা মাযলূম হোক। যদি সে যালিম হয় তবে তাকে যুল্‌ম করা থেকে বিরত রাখ। আর যদি সে মাযলূম হয় তবে তুমি তাকে সাহায্য কর"– (আবূ দাঊদ)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٩٠٦ -[١٤] وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: «خَيْرُكُمُ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৯০৬-[১৪] সুরাক্বাহ্ ইবনু মালিক ইবনু জু'শুম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং বললেন : তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে অপরাধ না করা পর্যন্ত নিজের গোত্রের অন্যায়-অত্যাচার দমন করে। (আবূ দাউদ)[৮১৯]

ব্যাখ্যা : (مَا لَمْ يَأْثَمْ) যে ব্যক্তি গোত্রীয় অন্যায়-অত্যাচার দমন করতে গিয়ে নিজেই যদি কোন অপরাধ করে বসে, তবে সে ব্যক্তি উত্তম নয়। অতএব যুল্‌ম অন্যায় দমন করতে গিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সে এ দমন কার্যে অপরাধ না করবে, ততক্ষণ সে উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১১১)

٤٩٠٧ -[١٥] وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلٰى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَصَبِيَّةٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৯০৭-[১৫] জুবায়র ইবনু মুত্ব'ইম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি "*আসাবিয়্যাহ্*"-এর দিকে লোকেদেরকে আহ্বান করে, নিজে "*আসাবিয়্যাহ্*"-এর উপর যুদ্ধ করে এবং "*আসাবিয়্যাহ্*"-এর উপর মৃত্যুবরণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (আবূ দাউদ)[৮২০]

ব্যাখ্যা : (إِلٰى عَصَبِيَّةٍ) 'আল্লামাহ্ মানাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি 'আসাবিয়্যাতের জন্য লোকেদেরকে সুসংগঠিত করল। আর তা হলো যালিমকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ যালিমকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য 'আসাবিয়্যাতের দিকে একত্রিত হলো। 'আসাবিয়্যাহ্ সম্পর্কে 'আন্ নিহায়াহ্' গ্রন্থকার বলেন : এটা তাদের কথা ছিল যে, হে অমুকের বংশধর। তারা কোন নতুন বিষয় নিয়ে একজন অন্যকে আহ্বান করত।

হাদীসটির বাস্তবিক প্রয়োগ : বর্তমানে আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজমান, 'আসাবিয়্যাহ্ বুঝতে আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না। কারণ দলের লোক যতই অন্যায় করুক, বিভিন্ন দিক থেকে

---

[৮১৯] **মাওযূ'/জাল :** আবূ দাউদ ৫১২০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) নিজেই বলেছেন "আইয়ূব ইবনু সুওয়াইদ" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। য'ঈফুল জামি' ২৯১৫, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৮২, শু'আবুল ঈমান ৭৯৮৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৯৯৩, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ১০২০।

[৮২০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫১২১, য'ঈফুল জামি' ৪৯৩৫।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার দু'টি কারণ, ১. ইনক্বিত্ব' বা বিচ্ছিন্নতা, তা হলো 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ সুলায়মান জুবায়র ইবনু মুত্ব'ইম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে শোনেননি। আর ২. ইবনু আবূ লাবীবাহ্ নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। বিস্তারিত দেখুন- গয়াতুল মারাম হাঃ ৩০৪, ১৮৬ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

অন্যায়ভাবে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে মুক্ত করা হয়। পক্ষান্তরে শুধু নিজের দলকে ঠিক রাখার জন্য অন্যের ওপর যুল্ম-নির্যাতন এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হয়। নিজের দলকে ঠিক রাখার জন্য বা নিজের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য অন্যের ওপর যে যুল্ম-অন্যায় করা হয় একেই বলে 'আসাবিয়্যাহ্। জাহিলী যুগে এ 'আসারিয়্যাতের শিকার হয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচার-বিবেচনা না করে শুধু নিজ গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের মনোভাব নিয়ে 'আরবগণ বছরের পর বছর ধরে এক গোত্র অন্য গোত্রের সাথে মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত থাকত। যা বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। [সম্পাদক]

٤٩٠٨ -[١٦] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৯০৮-[১৬] আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : কোন কিছুর ভালোবাসা যেন তোমাকে অন্ধ ও বধির না করে ফেলে। (আবূ দাঊদ)[৮২১]

ব্যাখ্যা : (حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ) যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালোবাসে, তখন ভাবাবেগে সে ঐ ব্যক্তি বা বস্তুর কোন দোষকেই দোষ বলে মনে করে না, যেন এ ব্যাপারে সে অন্ধ। অনুরূপভাবে সে উক্ত ব্যক্তি বা বস্তুর দোষ-ত্রুটির কথা শুনেও শোনে না, যেন এ ব্যাপারে সে বধির। এর কারণ হলো তার মনের মণিকোঠায় ভালোবাসার মানুষটিকে উঁচু স্থান দিয়েছে।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১২১)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٩٠٩ -[١٧] عَنْ عُبَادَةَ بْنِ كَثِيرٍ الشَّامِيِّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسِيلَةُ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ: «لَا وَلٰكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৯০৯-[১৭] (ফিলিস্তিনী অধিবাসী) 'উবাদাহ্ ইবনু কাসীর আশ্ শামী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণিত। তিনি স্বীয় গোত্রের "ফাসীলাহ্" নাম্নী এক মহিলার নিকট থেকে বর্ণনা করেন। ফাসীলাহ্ বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! কোন ব্যক্তির নিজের গোত্রকে ভালোবাসা কি 'আসাবিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত? তিনি (ﷺ) বললেন : না; বরং 'আসাবিয়্যাত হলো কোন ব্যক্তির নিজের গোত্রকে যুল্মে সাহায্য করা। (আহমাদ ও ইবনু মাজাহ)[৮২২]

---

[৮২১] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৫১৩০, য'ঈফাহ্ ১৮৬৮, য'ঈফুল জামি' ২৬৮৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "আবূ বাক্র" নামের বর্ণনাকারী সে য'ঈফ। কারণ, তার মুখস্থশক্তি খারাপ হওয়ার কারণে উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। এছাড়াও এর সানাদ নিয়েও মতভেদ আছে তা হলো কেউ একে মারফূ' বলেছেন, কেউ একে মাওকূফ বলেছেন। বিস্তারিত দিখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৮৬৮।

[৮২২] য'ঈফ : আহমাদ ১৬৯৮৯, ১৭৮৭২; ইবনু মাজাহ ৩৯৪৯, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৭৩৭৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮৩৯০।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ) মানুষকে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা আর নিজে অন্যায় করা সমান কথা। বরং এটা আরো মারাত্মক। ঠিক 'আসাবিয়্যাতের বিষয়টিও এরূপ। নিজে পাপী জাতির নিকট ভালো হওয়ার জন্য তাদেরকে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করাই হলো 'আসাবিয়্যাহ্। যিনি সমাজে 'আসাবিয়্যাতকে জিইয়ে রাখেন তিনি মূলত সমাজে ইবলীসের ভূমিকা পালন করেন। কাজেই জাতিকে যুল্‌ম-অন্যায়ের উপর সাহায্য-সহযোগিতা থেকে সাবধান থাকুন। [সম্পাদক]

٤٩١٠-[١٨] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْسَابُكُمْ هٰذِهٖ لَيْسَتْ بِمَسَبَّةٍ عَلٰى أَحَدٍ كُلُّكُمْ بَنُوْ آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ بِالصَّاعِ لَمْ تَمْلَؤُوْهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلٰى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِدِيْنٍ وَتَقْوٰى كَفٰى بِالرَّجُلِ أَنْ يَكُوْنَ بَذِيًّا فَاحِشًا بَخِيْلًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»

৪৯১০-[১৮] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের বংশ পরিচয় এমন জিনিস নয় যে, তোমরা এর কারণে অন্যকে মন্দ বলবে। তোমরা সবাই এক আদামের সন্তান। পাল্লার সমান পাল্লা। কোন একদিক পূর্ণ করে নিতে পারো না। দীন ও আল্লাহভীতি ছাড়া তোমাদের কারো ওপর কারো মর্যাদা নেই। এক ব্যক্তি মন্দ ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে প্রগল্‌ভ, অশ্লীলভাষী ও কৃপণ।

[আহমাদ; আর ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) "শু'আবুল ঈমানে" হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।][৮২৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসটির সারকথা হলো : যে ব্যক্তি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শির্‌ক থেকে দূরে থাকে এবং কাবীরাহ্ ও সগীরাহ্ গুনাহ থেকে দূরে থাকে সেই প্রকৃত মর্যাদাবান। মোটকথা সকল আদাম সন্তানের মাঝে কমতি রয়েছে। আর সকলে ক্ষতিগ্রস্ত তবে মুত্তাক্বী ও পূর্ণ দীনদার ব্যক্তি ব্যতীত।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾

"সময়ের ক্বসম, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে..."– (সূরাহ্ আল 'আস্‌র ১-৩)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীরটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "ফাসীলাহ্" নামের বর্ণনাকারীকে চেনা যায় না । দেখুন- গয়াতুল মারাম হাঃ ৩০৫, পৃঃ ১৮৭।

৮২৩ সহীহ : আহমাদ ৪/১৪৫, 'বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমান" ৫১৪৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৩৮, হিদায়াতুর রুওয়াত ৪/৪০৭ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

(١٤) بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

অধ্যায়-১৪ : অনুগ্রহ ও স্বজনে সদাচার

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٩١١ -[١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبُوْكَ». وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: «أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯১১-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! আমার সাহচর্যে আমার সদাচার পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারী কে? তিনি (ﷺ) বললেন : "তোমার মা"। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি (ﷺ) বললেন : "তোমার মা"। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি (ﷺ) বললেন : "তোমার মা"। লোকটি আবারো জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি (ﷺ) বললেন : "তোমার বাবা"। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার বাবা, তারপর তোমার নিকট আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব। (বুখারী ও মুসলিম)[৮২৪]

ব্যাখ্যা : (جاء رَجُلٌ) প্রশ্নকারী সহাবীর নাম সম্ভবত মু'আবিয়াহ্ ইবনু হায়দাহ্ (রাঃ)। তিনি বাহ্য ইবনু হাকীম (রাঃ)-এর দাদা ছিলেন। ইমাম বুখারী তাঁর "আল আদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, মু'আবিয়াহ্ ইবনু হায়দাহ্ (রাঃ) বলেন, «قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك» আমি বললাম : হে আল্লাহ্র রসূল ﷺ! সদ্ব্যবহার পেতে কে অগ্রগণ্য? তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার মা ...."– (আল আদাবুল মুফরাদ হাঃ ৩)। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৯৭১)

(ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ) সর্বপ্রথম সদ্ব্যবহার পাওয়ার হাক্বদার মা, তারপর পিতা, তারপর ছেলে-মেয়ে, তারপর দাদাগণ-নানাগণ, রক্তসম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়গণ। যেমন : চাচা ও ফুফুগণ, মামা ও খালা গণ। এরপর পর্যায়ক্রমের নিকট আত্মীয়গণ। এরপর রক্তসম্পর্কীয় গায়রে মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ হালাল বা বৈধ) যেমন- চাচতো ভাই, চাচাতো বোন, মামাতো ভাই, মামাতো বোন ইত্যাদি। এরপর শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করতে হবে। এরপর খাদেম বা কর্মচারীদের সাথে স্তর অনুযায়ী। এরপর প্রতিবেশীদের সাথে। এর মধ্যে যার বাড়ীর কাছে সে বেশি হাক্বদার, এভাবে পর্যায়ক্রমে দূরের।

(শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ ১-[২৫৪৮])

---

[৮২৪] সহীহ : বুখারী ৫৯৭১, মুসলিম ১-(২৫৪৮), ইবনু মাজাহ ২৭০৬ আবূ দাউদ ৫১৩৯, সহীহুল জামি' ১৩৯৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৮৯৫, আহমাদ ৯০৮১, মুসনাদে আবূ ই'য়ালা ৬০৯২, শু'আবুল ঈমান ৭৮৩৯, 'ত্বারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৬৩২৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫০৬৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৬১৭২।

Scanned by CamScanner

٤٩١٢ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ». قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৯১২-[২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তার নাক ধুলোয় মলিন হোক, তার নাক ধূলোয় মলিন হোক, তার নাক ধূলোয় মলিন হোক (তথা অপদস্থ হোক)। তিনি জনৈক সহাবী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হলেন, হে আল্লাহর রসূল! কে সে? তিনি (ﷺ) বললেন : যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতার কোন একজনকে বা উভয়কে বার্ধক্য অবস্থায় পেল, অথচ (তাদের খিদমাত করে) সে জান্নাতে প্রবেশ করল না। (মুসলিম)[৮২৫]

ব্যাখ্যা : (رَغِمَ أَنْفُهُ) অর্থাৎ তার নাক ধূলোয় মলিন হোন। এটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সে ব্যক্তি অপদস্থ হোক। নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, তাঁর নাক মাটিতে মিলিয়ে দিক। আলোচ্য হাদীসে মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান ধ্বংস হোক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে নিতান্তই হতভাগা ও কপাল পোড়া।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৩৫৪৫)

(لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ) পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার কারণে এবং তাদের অধিকার যথাযথ পালন না করার কারণে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর অর্থ হলো পিতামাতার বৃদ্ধ বয়সে ও তাদের দুর্বল অবস্থায় তাদের প্রতি খরচ করা ও তাদের খিদমাতের মাধ্যমে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম। সুতরাং কোন ব্যক্তি এই কাজে কমতি করলে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'সে জান্নাতে প্রবেশ করল না'; এর অর্থ হলো সে অপমানিত ও লজ্জিত হবেন এবং ধ্বংস হবে। যে ব্যক্তি ঐ সুযোগ পেল যা তাকে সফলতা ও জান্নাত দানে ধন্য করবে এরূপ সুযোগ যে কাজে লাগাতে পারল না। সে মহান আল্লাহ্র বাণীকে কাজে লাগাতে পারেনি। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿...وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا...﴾ "...আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা তাদের উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে বিরক্তি বা অবজ্ঞাসূচক কথা বলো না..."– (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৩)। তিনি আরো বলেন, ﴿...وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ "...বল, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন"– (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৪)। এ আয়াতগুলো যাবতীয় হারাম কথা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ করে এবং যাবতীয় ভালো কথা ও কাজ করার প্রতি আদেশ করে। দুনিয়াতে তাদের প্রতি সদয় হও। তাদের খিদমাত করতে ও মৃত্যুর পর তাদের জন্য জান্নাত লাভের দু'আ করার জন্য নির্দেশ করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٩١٣ - [٣] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِيهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯১৩-[৩] আসমা বিনতু আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা আমার কাছে আসলেন। তিনি ছিলেন মুশরিকা। এ ঘটনা ঐ সময়ের, যখন কুরায়শদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি সংঘটিত

[৮২৫] সহীহ : মুসলিম ১০-(২৫৫১), সহীহুল জামি' ৩৫১১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব ২৪৯০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ১৬।

Scanned by CamScanner

হয়েছিল। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! আমার মা আমার কাছে এসেছেন, তিনি ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট। সুতরাং আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ, তার সাথে উত্তম আচরণ করো। (বুখারী ও মুসলিম)[৮২৬]

ব্যাখ্যা : আসমা رضي الله عنها-এর মা আবূ বাক্র رضي الله عنه-এর স্ত্রী মুশরিকা অবস্থায় মাক্কাহ্ থেকে মাদীনায় গিয়ে স্বীয় কন্যা আসমার গৃহে পৌঁছেন। তার আগমনের এ সময়টি ছিল কুরায়শদের সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ এবং একে অপরের নিরাপত্তার সন্ধি চুক্তির মেয়াদকালে। এ সময়ও সে ইসলামের বিমুখ ও বীতশ্রদ্ধ ছিল। কিন্তু স্বামী ও সন্তানাদির বিরহ-বিদ্রোহের লাঞ্ছনাময় জীবনের দুর্বিসহ যন্ত্রণায় ছিল কাতর। আসমা رضي الله عنها বলেন, এজন্য সে আমার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশাবাদী ছিল। সে কমপক্ষে এতটুক আশা করে এসেছিল যাতে আমি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করি।

মুশরিকা মায়ের এ অবস্থা দেখে আসমা বিনতু আবূ বাক্র رضي الله عنها রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার এই মায়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখব এবং তার সাথে সদাচরণ করব? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ! তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। অর্থাৎ সে যা পেলে খুশী হয়, তুমি তাকে তা দাও। ইমাম ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা মুশরিক নিকটতম আত্মীয়ের সাথেও সদাচরণ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٩١٤ -[٤] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَلٰكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯১৪-[৪] 'আম্‌র ইবনুল 'আস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : অমুকের বাপের সন্তানরা আমার বন্ধু নয়; বরং আমার বন্ধু আল্লাহ তা'আলা এবং পুণ্যবান মু'মিনগণ। তবে হ্যাঁ, তাদের সাথে আমার আত্মীয়তা আছে, আমি তাদের সিক্ততার সাথে সিক্ত করি। (বুখারী ও মুসলিম)[৮২৭]

«لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ» এ কথাটির অর্থ হলো তারা আমার বন্ধুদের দলভুক্ত নয়। ইবনু ত্বীন (রহিমাহুল্লাহ) দাওয়ারদী থেকে বর্ণনা করেছেন, এ কথাটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারা যারা তাদের মধ্য থেকে ইসলাম গ্রহণ করেননি। অর্থাৎ এখানে সম্পূর্ণ বলে আংশিককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। খত্ত্বাবী বলেন : হাদীসের এ অংশে বন্ধুত্বের যে অংশটিকে নিষেধ করা হয়েছে সেটি হলো নিকটাত্মীয় এবং বিশেষ বন্ধুত্বের অংশ। এখানে দীনের বন্ধুত্বকে নিষেধ করা হয়নি। উপরোক্ত দুই মতের প্রথম মতকে ইবনু ত্বীন প্রাধান্য দিয়েছে।

«إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ» ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : যারা সৎ তারাই নাবীর বন্ধু যদিও বংশের দিক দিয়ে নাবীর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক না থাকে। তারা নাবীর কোন বন্ধু নয় যারা সৎ নয় যদিও তারা বংশের দিক দিয়ে নাবীর নিকটাত্মীয়। ইমাম কুরতুবী বলেন : হাদীস থেকে বুঝা যায় বন্ধুত্বের মাপকাঠি কেবল দীন। সুতরাং মুসলিমই আমাদের বন্ধু কোন কাফির নয়, যদিও সে নিকটতম আত্মীয় হয়

---

[৮২৬] সহীহ : বুখারী ৩১৮৩, মুসলিম ৫০-(১০০৩), সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৫০০, মা'রিফাতুস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৫৬৩, আহমাদ ২৬৯৪০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৬৯১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২৫০৮।

[৮২৭] সহীহ : বুখারী ৫৯৯০, মুসলিম ২১৫-(৩৬৬); সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৬৪।

Scanned by CamScanner

তথাপি সে বন্ধু হতে পারে না কারণ সে কাফির। ইবনু বাত্ত্বল বলেন : এ হাদীসে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে আর কাফিরদের বন্ধুত্ব ছিন্ন করতে বলা হয়েছে যদিও সে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় হয়ে থাকে, কারণ তারা কাফির। তাই বংশসূত্র দাবী করে নিকটাত্মীয়রা যদি একই দীনের অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে তারা পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে না এবং কোন বন্ধুত্ব অটুট থাকবে না। ইবনু বাত্ত্বল আরো বলেন : হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, আত্মীয়তার যে সম্পর্ক ছিন্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা হলো শার'ঈ আত্মীয়তার সম্পর্ক। অপরদিকে দীনের খাতিরে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তাই অমুসলিম আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে অবৈধ হবে না এবং সে গুনাহগার হবে না। আত্মীয় যদি অমুসলিম হয়ে থাকে তার সাথে দ্বীনের কোন সম্পর্ক না রেখে দুনিয়াবী সম্পর্ক ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া বৈধ।

হাফিয ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যায় যারা দীনী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সৎ নয় তাদের সাথেও বন্ধুত্ব করা যাবে না। কারণ হলো মু'মিন হওয়ায় পাশাপাশি সৎ 'আমালকারী হতে হবে। কাফির আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রাখার বিষয়টি শর্তযুক্ত, যদি এমন ধারণা হয় যে সে আর কুফরী থেকে ফিরে আসবে না ঠিক কিন্তু তার ঔরসজাত সন্তানের মধ্য থেকে কেউ না কেউ মুসলিম হতে পারে, তাহলে তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা যাবে।

তাফসীর বিশারদগণ «صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ» তথা সৎ মু'মিনের ব্যাখ্যায় মতবিরোধ করেছেন।

কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নাবীগণ; কেউ বলেছেন, হলো সহাবীগণ; কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য মু'মিনগণ; কেউ কেউ বলেন, আবূ বাক্‌র, 'উমার ও 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম); কেউ বলেছেন শুধু আবূ বাকর এবং 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। কেউ বলেছেন, এর দ্বারা শুধুমাত্র আবূ বাক্‌রই উদ্দেশ্য। কেউ বলেছেন, এর দ্বারা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। কেউ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা বলেছেন। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৯৯০)

٤٩١٥ -[٥] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯১৫-[৫] মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য মায়ের অবাধ্যতা, কন্যাদের জীবন্ত প্রোথিতকরণ, কৃপণতা ও ভিক্ষাবৃত্তি হারাম করেছেন। আর তোমাদের জন্য বৃথা তর্কবিতর্ক, অধিক সওয়াল করা ও সম্পদ বিনষ্ট অপছন্দ করেছেন।
(বুখারী ও মুসলিম)[৮২৮]

ব্যাখ্যা : (وَوَأْدَ الْبَنَاتِ) এর অর্থ হচ্ছে কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত দাফন করা। জাহিলী যুগের মানুষ নারীদের প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ এ কাজ করত। সর্বপ্রথম যে এ কাজটি করে তার নাম ক্বায়স ইবনু 'আসিম আত্ তামিমী। ঘটনাটি হলো : ক্বায়স ইবনু 'আসিম-এর কোন শত্রু একদিন তার ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তার কন্যাকে বন্দী করে নিজের স্ত্রী বানিয়েছেন। অতঃপর কোন এক সময় তাদের মাঝে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং শত্রুটি তার মেয়েকে স্বাধীনতা দেয়, মেয়েটি তার স্বামীর কাছে থাকতেই পছন্দ করে। এ কারণে ক্বায়স

---

[৮২৮] সহীহ : বুখারী ২৪০৮, ৫৯৭৫; মুসলিম ১২-(৫৯৩), সহীহুল জামি' ১৭৪৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৫০৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫৫৫, শু'আবুল ঈমান ৭৮৭২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭২৮৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৬৭৪।

Scanned by CamScanner

শপথ করে যে, এর পরবর্তীতে যত মেয়ে সন্তান তার জন্ম নিবে সবাইকে সে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলবে। 'আরব সমাজ তার এ নীতি অনুসরণ করে কন্যা সন্তানদের জীবিত মাটিতে পুঁতে ফেলা শুরু করে দেয়। দ্বিতীয় আরেকটি দল ছিল, যারা যে কোন সন্তানকেই (ছেলে হোক মেয়ে হোক) হত্যা করত। এর একটি কারণ ছিল যে সন্তান তার সাথে খেলে তার সম্পদ কমে যাবে। তাদের এ ঘৃণ্য স্বভাবকে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন কুরআনে কয়েকটি জায়গায় উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তীতে ক্বায়স ইবনু 'আসিম আত্ তামিমী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীর মর্যাদা লাভ করেন। উল্লেখিত হাদীসে কন্যা সন্তান বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো সাধারণত কন্যা সন্তানদেরকেই জীবিত ক্ববর দেয়া হত।

(كَثْرَةُ السُّؤَالِ) হাদীসের এ অংশটুকুর ব্যাখ্যায় যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। এটা কি কোন মাল সম্পদ চাওয়া নাকি কোন সমস্যার সমাধান চাওয়া, নাকি এর চেয়ে ব্যাপক কোন বিষয়? এক্ষেত্রে সঠিক কথা হলো বিষয়টিকে ব্যাপক রাখাই শ্রেয়। কেউ কেউ বলেছেন, এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের খুঁটিনাটি বিষয়ে বেশি বেশি জিজ্ঞেস করা, অথবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জিজ্ঞাসা। অসম্ভব, অহেতুক বা বিরল কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা অপছন্দনীয়। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না যা প্রকাশ হলে তোমাদের ক্ষতি হবে।" রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সর্বাধিক পাপিষ্ঠ যে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল যে বিষয়টি হারাম ছিল না, কিন্তু তার প্রশ্ন করার কারণে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

ভিক্ষা করা নিন্দনীয় এবং ভিক্ষা থেকে বিরত থাকা প্রশংসনীয় কাজ। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তাদের প্রসংশা করেছেন যারা দরিদ্র হওয়া স্বত্ত্বেও মানুষের কাছে হাত পাতে না। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে বান্দা ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়ায় ক্বিয়ামাতের মাঠে সে এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার মুখে কোন গোশত থাকবে না। সহীহ মুসলিমে এসেছে, তিন শ্রেণীর মানুষ ছাড়া কারও জন্য ভিক্ষা করা বৈধ নয়।

১। প্রচণ্ড দারিদ্র্যে জর্জরিত ব্যক্তি; ২। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যে ঋণ প্রতিশোধ করার সাধ্য রাখে না; ৩। যার সম্পদ দুর্ভিক্ষে নষ্ট হয়ে গেছে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'উলামায়ে কিরাম এক মত যে, বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষা করা নিষেধ। আমাদের সাথীরা মতবিরোধ করেছেন উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়ে। কেউ কেউ বলেছেন, এটা সম্পূর্ণ হারাম। কেউ বলেছেন, তিনটি শর্তে এটা অপছন্দনীয়তার সাথে জায়িয। শর্ত তিনটি হলো : ১) চাইতে গিয়ে পিড়াপিড়ি করবে না, ২) চাইতে গিয়ে নিজেকে অপদস্থ করবে না, ৩) দানকারীকে কষ্ট দিবে না। উল্লেখিত তিন শর্তের কোন একটি শর্ত যদি না পাওয়া যায় তাহলে ভিক্ষা করা অবৈধ হারাম হবে।

ফাকিহানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাই তাদের কথায়, যারা বলে, মানুষের কাছে চাওয়া কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়; অথচ মানুষের কাছে চাওয়ার ব্যাপরটি নাবী ﷺ-এর যুগ থেকে প্রমাণিত। পূর্ববর্তী সালাফে সলিহীনদের নিকট থেকেও প্রমাণিত, তাই ইসলামী শারী'আহ্ এটাকে অপছন্দনীয় বলেনি।

(إِضَاعَةَ الْمَالِ) ধন-সম্পদ নষ্ট করার ব্যাপারে ইসলাম কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কেননা সম্পত্তি হলো মানব কল্যাণের জন্য, তাই তা নষ্ট করা মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের শামিল। তবে আখিরাতের সাওয়াবের আশায় জনকল্যাণমূলক কাজে তা অত্যধিক ব্যয় করা খারাপ কিছু নয়। অধিক ব্যয়ের তিনটি দিক হতে পারে। ১) অন্যায় পথে খরচ করা, এটা বিনা সন্দেহে নিষিদ্ধ। ২) ন্যায়ের পথে খরচ করা, যার প্রতি শারী'আত উৎসাহিত করেছে। ৩) শারী'আত কর্তৃক বৈধ বিষয়ে খরচ করা। যেমন একটু চাকচিক্যময় জীবন

Scanned by CamScanner

যাপন করা। ইমাম সুবকী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সম্পদ নষ্টের ব্যাপারে মূলনীতি হলো তা খরচের ব্যাপারে দীনী ও পার্থিব কোন উদ্দেশ্য না থাকা, সম্পদ খরচের ক্ষেত্রে দীনী ও পার্থিব কোন উদ্দেশ্য না থাকলে তা অকাট্য হারাম হবে। ইমাম তূীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : উত্তম চরিত্রের মূলনীতি হিসেবে হাদীসটি অনেকগুলো ভালো স্বভাবকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৯৭৫)

٤٩١٦ -[٦] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯১৬-[৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : নিজের মাতা-পিতাকে গালি দেয়া কাবীরাহ্ গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম। সহাবায়ি কিরাম জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! মানুষ কি তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : হ্যাঁ, সে কোন ব্যক্তির বাবা ও মাকে গালি দিল, সেই ব্যক্তিও তার বাবা ও মাকে গালি দিল। (বুখারী ও মুসলিম)[৮২৯]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার একটি দিক নিয়ে কথা বলা হয়েছে। মনে রাখার বিষয় হলো পিতা মাতাকে গালি দেয়ার কারণ সৃষ্টি করাই যদি সবচেয়ে বড় গুনাহ হয়ে থাকে তা হলো গালি দেয়া আরও বেশি বড় গুনাহ। 'আদাবুল মুফরাদ' নামক কিতাবে 'উরওয়াহ্ ইবনু ইয়াস তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। কোন ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দিবে এটা কাবীরাহ্ গুনাহের অন্তর্গত। ইমাম মুসলিম ইয়াযীদ ইবনু আল-হাদ এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, পিতামাকে গালি দেয়া কাবীরাহ্ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟) হাদীসের এ অংশটিতে পিতা-মাতাকে গালি দেয়ার বিষয়টি সহাবীদের নিকট আশ্চর্যজনক ছিল। কিন্তু সুস্থ বিবেক এটা মানতে নারাজ, তাই তারা প্রশ্ন করেছিল- মানুষ কি তার পিতামাতাকে গালি দেয়? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়টি পরিষ্কার করে বর্ণনা করেছেন যে, গালি যদিও দেয় না গালির কারণ সৃষ্টি করতে পারে। ইবনু বাত্ত্বল বলেন : এ হাদীসটি পাপের মাধ্যমকে বন্ধ করার ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসেবে গৃহীত। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৯৭৩)

٤٩١٧ -[٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৯১৭-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মানুষের সর্বোত্তম অনুগ্রহের কাজ হলো, পিতার মৃত্যুর পর পিতার বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করা। (মুসলিম)[৮৩০]

---

[৮২৯] সহীহ : বুখারী ৫৯৭৩, মুসলিম ৯০-(১৪৬), আবূ দাউদ ৫১৪১, তিরমিযী ১৯০২, সহীহুল জামি' ৫৯০৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৫১৪, শু'আবুল ঈমান ৪৮৫৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/১৭২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬১৬।

[৮৩০] সহীহ : মুসলিম ১৩-(২৫৫২), আবূ দাউদ ৫১৪৩, তিরমিযী ১৯৮৩, সহীহুল জামি' ১৫২৫, আহমাদ ৫৬১২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৩১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের আর একটি উত্তম পন্থা হলো তারা মৃত্যুর পর তাদের প্রিয় মানুষদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীস পিতা-মাতার মরণের পর তাদের আত্মীয়-স্বজন বা প্রিয় মানুষদের প্রতি সদাচরণকে সর্বোত্তম নেকীর কাজ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। আর এসব লোকের প্রতি সদাচরণের কারণ হলো তারা পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব বা প্রিয় মানুষ। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এমন সব আত্মীয়কে বুঝায় যাদের মাঝে বংশীয় সম্পর্ক বিদ্যমান, চাই তারা একে অপরের ওয়ারিস হোক বা না হোক। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯০৩)

٤٩١٨ -[٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯১৮-[৮] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজ জীবিকার প্রশস্ততা ও মরণে বিলম্ব কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।

(বুখারী ও মুসলিম)[৮৩১]

ব্যাখ্যা : (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ) অন্য বর্ণনায় এসেছে, «إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر» নিশ্চয় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে রয়েছে পরিবারের ভালোবাসা। সম্পদের বারাকাত এবং হায়াতে বারাকাত। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) 'আয়িশাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে মারফূ' সানাদে বর্ণনা করেছেন :

«صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الإعمار» আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার, উত্তম চরিত্র, সংসার জীবনকে আনন্দঘন করে তোলে এবং জীবনে বারাকাত বয়ে আনে। 'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ "যাওয়ায়িদুল মুসনাদ" নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন। «ويدفع عنه ميتة السوء» মৃতকালীন খারাপ অবস্থা তার থেকে দূর করা হয়। অর্থাৎ যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে তাদের ভালো মৃত্যু প্রদান করা হবে। ইমাম আবী ইয়া'লা আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ' সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি হলো

«إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر، ويدفع بهما ميتة السوء» অর্থাৎ দান খয়রাত করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা– এ দু'টি কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার হায়াত বৃদ্ধি করে দেয়, অর্থাৎ জীবনে বারাকাত দান করেন। আর খারাপ মৃত্যু দূর করে দেন, অর্থাৎ ভালো মৃত্যু দেন।

ইবনু ত্বীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "হায়াত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়" কথাটির বাহ্যিক দিক কুরআনে কারীমের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়, কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿...فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ অর্থাৎ "...কারো নির্ধারিত সময় এসে গেলে সে সময়েই তার মৃত্যু হবে এর একটুও আগপিছ হবে না।" (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ৩৪)

আর হাদীসে বলা হলো, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে হায়াত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।

---

[৮৩১] সহীহ : বুখারী ৫৯৮৬, মুসলিম ২১-(২৫৫৭), সহীহুল জামি' ৫৯৫৬, আবূ দাউদ ১৬৯৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৫১৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭৬, আহমাদ ১২৫৮৮, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩৬০৯, শু'আবুল ঈমান ৭৯৪৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১১৪২৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১৬৫৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৪১১, আল মুসতাদরাক ৭২৮১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৬০১।

Scanned by CamScanner

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের দু'টি পদ্ধতি হতে পারে। (১) বয়স বৃদ্ধির অর্থ সময় বৃদ্ধি নয় বরং বয়সে বারাকাত দান করা, বেশী বেশী সৎ 'আমাল করার তাওফীক্ব দেয়া এবং জীবনকে আখিরাতে কল্যাণ লাভ হয় এমন পথে পরিচালনা করা। আর সময়ের অপচয় থেকে হিফাযাত করা। যেমন- নাবী ﷺ-এর হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, এ উম্মাতের বয়স পূর্বের উম্মাতদের চেয়ে কম, তবে এ উম্মাতের জীবনে বারাকাত দেয়া হয়েছে। যেমন- লায়লাতুল ক্বদ্‌র, যা এক হাজার রাত্রির চেয়ে উত্তম। মোটকথা হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে এর কারণে আল্লাহ ভালো কাজ করার তাওফীক্ব দিবেন আর অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দিবেন। মৃত্যুর পরেও পৃথিবীতে তার ভালো গুনাগুণের আলোচনা অব্যাহত থাকবে, মনে হবে যেন সে মরেনি। ২) দ্বিতীয়টি হলো আসলেই বয়স বৃদ্ধি করা হয়, এটা আল্লাহ তা'আলার আদেশ। মালাককে আল্লাহ এভাবে আদেশ দেন যে, অমুক ব্যক্তি যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে তাহলে তার হায়াত ১০০ বছর আর ছিন্ন করলে ৬০ বছর করে দাও (কিন্তু এ কম বেশীর জ্ঞান কোন সৃষ্টির কাছেই নেই)। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৯৮৫)

٤٩١٩ -[٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوَيِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ: مَهْ؟ قَالَتْ: هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ. قَالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلٰى يَا رَبِّ قَالَ: فَذَاكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯১৯-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সকল মাখলূক্ব সৃষ্টি করলেন। আর যখন তা থেকে অবসর হলেন, তখন রহিম তথা "আত্মীয়তা" উঠে দাঁড়াল এবং আল্লাহ রহমানুর্ রহীম-এর কোমর ধরল। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন : থামো, কি চাও বলো? "আত্মীয়তা" জিজ্ঞেস করল, এ স্থান তার, যে তোমার কাছে আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ থেকে রেহাই চায়। আল্লাহ তা'আলা বললেন : তুমি কি এ কথায় সম্মত আছ, যে ব্যক্তি তোমাকে বহাল ও সমুন্নত রাখবে, তার সাথে আমিও সম্পর্ক বহাল রাখব; আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব? রহিম তথা আত্মীয়তা উত্তর দিল, হ্যাঁ, রাযি আছি, হে আমার প্রভু! আল্লাহ তা'আলা বললেন : তাহলে তোমার সাথে আমার এ ওয়া'দাই রইল। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৩২]

ব্যাখ্যা : ইবনু আবূ জামরাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে সৃষ্টি দ্বারা সকল মানবকে উদ্দেশ্য হতে পারে। কিংবা শুধুমাত্র মুকাল্লাফিন বা দায়িত্বপ্রাপ্ত বান্দাগণ উদ্দেশ্য হতে পারে। উক্ত হাদীসের কথাটি আকাশ জমিন সৃষ্টি করার পরও হতে পারে অথবা আকাশ জমিন সৃষ্টির বিষয়টি লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত হওয়ার পরও হতে পারে, অথবা বানী আদামের সকল রূহ সৃষ্টির পরও হতে পারে। হাদীসে বলা হয়েছে "রহিম তথা আত্মীয়তা বলবে"– এ কথার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনু আবী জামরাহ্ বলেন : সম্ভাবনা আছে রহিম অবস্থা অনুযায়ী কথা বলেছিল, অথবা জবান দ্বারাই কথা বলেছিল। এখানে প্রশ্ন হলো জবান দিয়ে যদি রহিম কথাই বলে তাহলে রহিম-এর রূপ বর্তমানে যে রকম আছে সে রকমই ছিল নাকি আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন কথা বলার সময় তাকে জবান এবং বিবেক দিয়েছিলেন? এর উত্তরে সহীহ কথা হলো যে রকম আছে সে রকমই ছিল কিন্তু আল্লাহ তাকে বলার শক্তি দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, একজন ফেরেশতাই রহিম-এর জবানে কথা বলেছিল।

---

[৮৩২] সহীহ : বুখারী ৪৮৩০, ৭৫০২; মুসলিম ১৬-(২৫৫৪), সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩৬, আল মুস্তাদরাক ৭২৮৬, সহীহুল জামি' ২৬৪২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৫২৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭৪১।

Scanned by CamScanner

(أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ) হাদীসের এ অংশটিকে বলা হয়েছে আল্লাহ রহিম তথা আত্মীয়তা-কে বললেন, "তোমার সম্পর্ক যে বজায় রাখবে আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।" ইবনু আবী জামরাহ্ বলেন : এখানে সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে ইহসানের ইঙ্গিত বহন করছে তাদের জন্য যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। অনুরূপ সম্পর্ক ছিন্ন অর্থ ইহসান থেকে মাহরূম করে দেয়া। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৯৮৭)

٤٩٢٠ -[١٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ. فَقَالَ اللهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৯২০-[১০] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "রহিম" (আত্মীয়তা) শব্দটি আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম "রহ্মান" থেকে উদ্ভূত। আল্লাহ তা'আলা "রহ্ম" (আত্মীয়তা)-কে বলেছেন : যে ব্যক্তি তোমাকে সংযোজন করে, আমি তার সাথে সংযোজিত হবো; আর যে ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করবে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব। (বুখারী)[৮৩৩]

ব্যাখ্যা : (شِجْنَةٌ) শব্দের অর্থ বিভিন্ন গাছের শিকড়, যা একটি আরেকটির মধ্যে প্রবেশ করে থাকে। বলা হয়ে থাকে الحديث ذو شجون অর্থাৎ এমন কথা যার এক বাক্য অন্য বাক্যের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। হাদীসে উল্লেখিত শব্দ (مِنَ الرَّحْمٰنِ) অর্থাৎ رحم এর উৎপত্তি মহান আল্লাহর الرَّحْمٰنِ নাম থেকেই। বস্তুতঃ এ 'রহিম' হলো আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের দয়ার একটি অংশ, তাই যারা রহিম তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে তারা আল্লাহর দয়া লাভে ধন্য হবে। আর যারা রহিম তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে তারা আল্লাহর রহম বা দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আত্মীয়তার যে সম্পর্কের কথা বজায় রাখতে বলা হয়েছে তা মোটামোটি দু' শ্রেণীর– ১। عامة তথা ব্যাপক। ২। خاصة বিশেষ কোন সম্পর্ক।

عامة তথা ব্যাপক আত্মীয়তার সম্পর্ক হলো দীনের দিক দিয়ে সকল মুসলিম একে অপরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে, পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে, শ্রদ্ধা করবে, একে অন্যের প্রতি ইনসাফ করবে, একে অন্যের আবশ্যিক হাক্ব ও প্রয়োজনীয় হাক্ব আদায়ে সচেষ্ট থাকবে। অপরদিকে خاصة তথা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ হলো আত্মীয়-স্বজনদের কল্যাণে অর্থ ব্যয় করা, তাদের খোঁজ-খবর নেয়া, ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখা।

ইবনু আবূ জামরাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার কয়েকটি মাধ্যম হতে পারে, যেমন- একে অন্যের কল্যাণে অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে, বিপদে সাহায্য করার মাধ্যমে, তার অকল্যাণ দূর করার মাধ্যমে, তার সাথে হাসোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে সাক্ষাতের মাধ্যমে এবং তার জন্য দু'আ করার মাধ্যমে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৯৮৮)

---

[৮৩৩] **সহীহ :** বুখারী ৫৯৮৮, তিরমিযী ১৯২৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯২২, সহীহুল জামি' ৩৫৪৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৫৩০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩৯, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩৯৪, আহমাদ ৯২৭৩, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৫৯৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৪২, শু'আবুল ঈমান ৭৯৪০, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/২২০, আর মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭১৪, আল মুসতাদরাক ৭২৬৬।

Scanned by CamScanner

٤٩٢١ -[١١] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯২১-[১১] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "রহিম" তথা আত্মীয়তা আল্লাহ তা'আলার 'আর্‌শের সাথে ঝুলন্ত আছে এবং বলছে, যে ব্যক্তি আমাকে সংযোজন করবে তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবেন এবং যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৩৪]

ব্যাখ্যা : রহিম বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ রহমানের 'আর্‌শ চেপে ধরে বলবে যে, আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন, আর যে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।

পূর্বে ৪৯২০ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ রহিম তথা আত্মীয়তা-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, "যে তোমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে আমি তার সাথে (আমার রহমাতের) সম্পর্ক রক্ষা করব। যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তার সাথে (আমার রহমাতের) সম্পর্ক ছিন্ন করব।"

'রহিম' এ কথা শুনে উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধ হয়েই আল্লাহ্‌র 'আর্‌শ ধারণ করে বলেবেন, 'যে আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন....।'

'রহিম'-এর এ কথাটি দু'আ অর্থেও হতে পারে, অর্থাৎ হে আল্লাহ! যে আমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে তুমি তার সাথে (তোমার রহমাতের) সম্পর্ক রক্ষা কর।

আল্লাহ্‌র সম্পর্ক রক্ষার অর্থ যেমন তার রহমাত দ্বারা আবৃত্ত করে নেয়া, ঠিক তেমনি তার প্রতি উত্তম সাহায্যের ব্যবস্থা করা। এমনকি তার গুনাহখাতা ক্ষমা করা।

পক্ষান্তরে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারীর সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ হলো তাকে আল্লাহ্‌র খাস রহমাত থেকে দূরে রাখা, তার প্রতি দয়াপ্রদর্শন না করা, তাকে সাহায্য না করা, এমনকি ক্ষমা না করা। আল্লাহ তা'আলার বান্দার সাথে সম্পর্ক রক্ষার আরেক অর্থ হলো তার দিকে এগিয়ে আসা এবং তাকে ক্ববূল বা গ্রহণ করা। আর সম্পর্ক ছিন্নের অর্থ হলো তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা এবং তার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া।

ইমাম ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'রহিম' বা আত্মীয়তার সম্পর্ক যা রক্ষা করা ওয়াজিব, তার সীমা নিয়ে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

কেউ কেউ বলেন, রহিম-এর সম্পর্ক তাদের মধ্যে বিদ্যমান যাদের দু'জনের মধ্যে যে কোন একজনকে পুরুষ ধরলে তাদের একে অপরের সাথে বিবাহ হারাম হয়ে যায়। এই সূত্রের ভিত্তিতে চাচার এবং মামার সন্তানেরা রহিম বা আত্মীয় সম্পর্ক সীমার আওতাভুক্ত নয়। তবে কোন নারী তার চাচা এবং মামাকে বিবাহ করতে পারবে না, কিন্তু এদের সন্তানদের সাথে বিবাহ বৈধ।

কেউ কেউ বলেছেন, রহিম বা আত্মীয়তার সম্পর্ক মীরাসের ক্ষেত্রে যারা যবীলে আরহাম (মায়ের আত্মীয়তার সম্পর্কীয়) তাদের বেলায় প্রযোজ্য, চাই সে মুহরিম হোক, চাই গাইরি মুহরিম। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৩৪] **সহীহ :** বুখারী ৫৯৮৯, মুসলিম ১৭-(২৫৫৫), সহীহুল জামি' ৩৫৪৯, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩৯৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৪৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৪৫, শু'আবুল ঈমান ৭৯৩৫।

Scanned by CamScanner

٤٩٢٢ -[١٢] وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯২২-[১২] জুবায়র ইবনু মুত্ব'ইম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৩৫]

ব্যাখ্যা : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অপরদিকে আবূ মূসা আল আশ্'আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক মারফূ' সানাদে আছে, «لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مصدق بسحر، ولا قاطع رحم» অর্থাৎ মদখোর, যাদু সত্যায়নকারী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

আল আদাবুল মুফরাদে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ' হাদীস এসেছে,

«إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة جمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم» বানী আদামের 'আমালসমূহ প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার রাতে আল্লাহর নিকট উপস্থাপন করা হয় সবার 'আমালে ক্ববূল করা হয় শুধু قاطع رحم তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যতীত। ইবনু আবী আওফা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আর একটি হাদীস এসেছে মারফূ' সানাদে।

«إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم» অর্থাৎ যে সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বিদ্যমান সে সমাজের ওপর রহমাত অবতীর্ণ হয় না।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) অত্র হাদীসের বিশ্লেষণে বলেছেন, এখানে 'রহমাত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বৃষ্টি অর্থাৎ যে সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকবে ঐ সমাজে আল্লাহর রহমাত তথা বৃষ্টি অবতীর্ণ হবে না। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৯৮)

٤٩٢٣ -[١٣] وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِىْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهٗ وَصَلَهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৯২৩-[১৩] ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী সে নয়, যার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা হচ্ছে; বরং আত্মীয়তা রক্ষাকারী সে, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে, আর সে সেই সম্পর্ককে যোজন করে আত্মীয়তার বন্ধন বহাল রেখেছে। (বুখারী)[৮৩৬]

ব্যাখ্যা : ভঙ্গুর এবং ক্ষয়িষ্ণু আত্মীয় সম্পর্ক পুনঃস্থাপন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে হাদীসটি চরম গুরুত্বারোপ করেছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন লোকের আত্মীয় যদি তার প্রতি সম্পর্ক বজায় রাখে বিনিময় স্বরূপ সেও যদি সম্পর্ক বজায় রাখে এর নাম সিলাহ রাহেমী তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল নয়, বরং কেউ আত্মীয়

---

[৮৩৫] সহীহ : বুখারী ৫৯৮৪, মুসলিম ১৯-(২৫৫৬), আবূ দাউদ ১৬৯৬, তিরমিযী ১৯০৯, সহীহুল জামি' ৭৬৭১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৫৪০ সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০২৩৪, মুসনাদুল বায্যার ৩৪০৫, আহমাদ ১৬৭৩২, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭৩৯২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৫৪, শু'আবুল ঈমান ৭৯৫২, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৪৯১, আর মু'জামুল আওসাত্ব ৯২৮৭।

[৮৩৬] সহীহ : বুখারী ৫৯৯১, আবূ দাউদ ১৬৯৭, তিরমিযী ১৯০৮, ইবনু হিব্বান ৪৪৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৫৩৩, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৯, শু'আবুল ঈমান ৩৪২৮, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/৩০২।

Scanned by CamScanner

সম্পর্ক ছিন্ন করলে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা বা বজায় রাখতে চেষ্টা করার নামই হলো সিলাহ রহিমী বা আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখা।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষকারীর তিনটি স্তর হতে পারে–

১) পূর্ণ সম্পর্ককারী তিনি; যিনি বেশি দেন, নেন কম।

২) বিনিময় প্রদানকারী তিনি, যিনি যা নেন তার চেয়ে বেশি দেন না।

৩) সম্পর্ক ছিন্নকারী তিনি, যিনি নেনও না, দেনও না।

সম্পর্ক রাখা না রাখার বিষয়টি দু' পক্ষের মধ্যে হয়ে থাকে, সম্পর্ক ছিন্ন বিষয়টিও দু' পক্ষের মধ্যে হয়ে থাকে। যিনি সম্পর্ক বজায় রাখা শুরু করে তার নাম ওয়াসিল বা সম্পর্ক স্থাপনকারী, যদি অপর কেউ তার বিনিময় দেয় তাকে বলা হয় বিনিময় প্রদানকারী। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৯৯১)

٤٩٢٤ - [١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُوْنَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ. فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৯২৪-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি; কিন্তু তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি, তারা আমার ক্ষতিসাধন করে। আমি তাদের প্রতি ধৈর্য ও ক্ষমা প্রদর্শন করি অথচ তারা আমার সাথে বর্বরতা প্রদর্শন করে। তিনি (ﷺ) বললেন : তুমি যেরূপ বলছ, যদি তুমি সেরূপ আচরণই করে থাকো, তবে তুমি যেন তাদের প্রতি গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এ গুণের উপর বহাল থাকবে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবেন, তিনি তাদের ক্ষতিকে প্রতিরোধ করবেন। (মুসলিম)[৮৩৭]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে বলা হয়েছে, এক সহাবীর প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়ের অসৎ ব্যবহারের কথা। তিনি তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন, সৎ ব্যবহার করেন কিন্তু তারা তার এ সৎ ব্যবহারের পরও তার সাথে অসৎ আচরণ করে। তার ওপর যুল্‌ম নির্যাতন করে। মূর্খ আচরণ করে। নাবী ﷺ-এর সাথে বিষয়টি নিয়ে তিনি আলোচনা করলে নাবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি এত ভালো ও উত্তম আচরণ করার পরও তারা তোমার সাথে অসদাচরণ করছে বিষয়টি যেন এমন যে, তুমি তাদের চেহারায় ছাই নিক্ষেপ করছো। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য সাহায্যকারী মালাক (ফেরেশতা) থাকবেন। যিনি তোমাকে তাদের বিপরীতে সাহায্য করবেন। যতদিন তুমি তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করে যাবে।

'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তাদের প্রতি তোমার ইহসানকে যেহেতু তারা অনিষ্ট দ্বারা মোকাবিলা করছে এটা তাদের অনেক ক্ষতি ডেকে আনবে, এমনকি তুমি যেন তাদেরকে আগুন খাওয়াচ্ছ, বিষয়টি এত ভয়াবহ।

---

[৮৩৭] সহীহ : মুসলিম ২২-(২৫৫৮), সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৫৩৪, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৫৯৭, আহমাদ- ৯৩৪৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৫০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৫৬৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৭৮৬।

Scanned by CamScanner

কেউ কেউ বলেছেন, এমন সব লোক যারা ইহসানের শুকরিয়া আদায় করে না উপরন্তু আরো কষ্ট দেয়, এদের প্রতি ইহসান চালিয়ে যাওয়া অর্থ হলো তাদেরকে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার দিকে ঠেলে দেয়া। কেউ কেউ বলেন, তাদের চেহারা গরম বালুর রূপ ধারণ করবে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٩٢٥-[١٥] عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৪৯২৫-[১৫] সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু'আ ব্যতীত আর কিছুই ভাগ্যকে পরিবর্তন করে না, পুণ্য ব্যতীত আর কিছুই আয়ু বাড়ায় না এবং কৃত পাপ ব্যতীত আর কিছুই মানুষকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে না। (ইবনু মাজাহ)[৮৩৮]

ব্যাখ্যা : সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম। তার বর্ণিত এ হাদীসটি একটি বহুল আলোচিত হাদীস। হাদীসটিতে বলা হয়েছে তাক্বদীর পরিবর্তনের কথা। তাক্বদীর দুই প্রকার– (১) তাক্বদীরে মু'আল্লাক যা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। (২) তাক্বদীরে মুবরাম যা কখনো পরিবর্তন হয় না। অত্র হাদীসে দু'আর মাধ্যমে যে তাক্বদীর পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হলো তাক্বীদীরে মু'আল্লাক্ব এবং দু'আও এমন দু'আ যা নিশ্চিতভাবে ক্ববূল করা হয়।

'আল্লামাহ্ তূরিবিশ্তী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে তাক্বদীর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর আদেশ। হাদীসের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, ভালো কাজ মানুষের হায়াত বৃদ্ধি করে, তাই যদি দু'আ না করে তাহলে তাক্বদীরে মু'আল্লাক যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে অপরিবর্তিত থেকে যায়। যদি কল্যাণকর কাজ না করা হয় তাহলে হায়াত খাটো হয়ে যায়। তাক্বদীরে মু'আল্লাক যেটা লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত কতিপয় মালাক (ফেরেশতা) এবং নাবীগণ ও আল্লাহর কিছু বান্দার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। অন্যদিকে তাক্বদীরে মুবরাম যা আল্লাহর 'ইল্মের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা রয়েছে উম্মুল কিতাবে। মহান আল্লাহ বলেন : "আল্লাহ যা ইচ্ছা মুছে ফেলেন, আর যা ইচ্ছা দৃঢ় রাখেন। তার কাছে রয়েছে উম্মুল কিতাব।" (সূরাহ্ আর্ রা'দ ১৩ : ৩৯)

অতএব দু'আ এবং সৎকর্ম খুবই জরুরী দু'টি বিষয়। যেগুলো তাক্বদীরের পরিবর্তন সাধন করতে পারে আর হায়াত বৃদ্ধি করতে পারে।

তবে এ দু'টি বিষয়ও তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ থাকে, যেমন সৎকর্ম করা অসৎকর্ম করা যা সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য হওয়ার কারণ, এ দু'টিই তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ থাকে। অত্র হাদীসের তাক্বদীর পরিবর্তনের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাক্বদীরে নির্ধারিত বিষয় সম্পাদন করতে সহজ করে দেয়া, এমন সহজ মনে হবে যেন তাক্বদীর পরিবর্তন হয়ে গেছে। হায়াত বৃদ্ধি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হায়াতে বারাকাত দান করা।

---

[৮৩৮] হাসান তবে (وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ...) থেকে বাকী অংশটুকু ছাড়া : ইবনু মাজাহ ৪০২২, শারহুল 'আক্বীদাহ্ আত্ ত্বহাবিয়্যাহ্ ২১/১৫০ পৃঃ, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্- ১৫৪, আহমাদ ২২৩৫৮৬, শু'আবুল ঈমান ১০২৩৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪২৫।

Scanned by CamScanner

শারহুস্ সুন্নাহতে আবূ হাতিম সিজিস্তানী (রহিমাহুল্লাহ) অত্র হাদীসের অর্থ বিশ্লেষণে বলেন : মানুষ সর্বদা দু'আ করতে থাকবে, এটা তাকে তাক্বদীরের সঠিক পথে পরিচালনা করবে। যেন মনে হবে তার তাক্বদীরের খারাপ বিষয়গুলো পরিবর্তিত হয়ে ভালো হয়ে গেছে। কল্যাণকর কাজ তার জীবনকে সুন্দর করে তুলবে, মনে হবে যেন তার হায়াত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে পাপ সুন্দর, উত্তম রিয্‌ক্বের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আর তার শেষ পরিণাম খুবই জঘন্য হয়। মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের শব্দ রিয্‌ক্ব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আখিরাতের কল্যাণ। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা দুনিয়ার সম্পদ ও সুস্থতাও উদ্দেশ্য হতে পারে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٤٩٢٦ -[١٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ كَذٰلِكُمُ الْبِرُّ كَذٰلِكُمُ الْبِرُّ «وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ. رَوَاهُ فِيْ» شَرْحِ السُّنَّةِ «وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ» شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: «نِمْتُ فَرَأَيْتُنِيْ فِي الْجَنَّةِ» بَدَلَ «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ».

৪৯২৬-[১৬] ‘আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম এবং এতে কুরআন পাঠ করতে শুনলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এ ব্যক্তি কে? মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) বললেন : হারিসাহ্ ইবনু নু‘মান। এটা শুনে সহাবায়ি কিরামের মনে প্রশ্ন জাগল, হারিসাহ্ কিভাবে এত মর্যাদা লাভ করল? তিনি (ﷺ) বললেন : পুণ্যের প্রতিফল এরূপই, পুণ্যের প্রতিফল এরূপই। সে তার মায়ের সাথে সকল মানুষের তুলনায় সর্বোত্তম সদাচরণ করত।
(শারহুস্ সুন্নাহ্ ও বায়হাক্বী'র “শু‘আবুল ঈমানে” বর্ণনা করেছেন)[৮৩৯]

অপর এক বর্ণনায় আছে, “আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম”-এর স্থলে “আমি ঘুমালাম এবং নিজেকে জান্নাতে দেখলাম”। এখানে «فَرَأَيْتُنِيْ فِي الْجَنَّةِ» বাক্যটি «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ»-এর পরিবর্তে নেয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, “আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম”। এটা তার স্বপ্নযোগে জান্নাতে প্রবেশের কথা, যা অত্র হাদীসের শেষাংশে উদ্ধৃত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে কারো কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এই তিলাওয়াত কার? উত্তরে মালায়িকাহ্ বললেন, হারিসাহ্ ইবনু নু‘মান-এর।

হারিসাহ্ ইবনু নু‘মান ছিলেন জালীলুল ক্বদ্‌র (অতীব মর্যাদাসম্পন্ন) সহাবীগণের একজন, তিনি বাদ্‌র, উহুদসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তার এই উন্নত মর্যাদার কথা শুনে সহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, কেন তার এ মর্যাদা? নাবী ﷺ উত্তরে বললেন : সে তার মায়ের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করত, সেজন্যই তার এ মর্যাদা।

---

[৮৩৯] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৪১৯, শু‘আবুল ঈমান ৭৮৫১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯১৩, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্‌যাক্ব ২০১১৯, আহমাদ ২৫১৮২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭০২৫, শু‘আবুল ঈমান ৭৮৫১ সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৮২৩৩, আল মুসতাদরাক ৭২৪৭।

Scanned by CamScanner

(كَذٰلِكُمُ الْبِرُّ) ‘পুণ্যের প্রতিফল এরূপই’ রসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি দু'বার উচ্চারণ করেছেন তাক্বীদ হিসেবে এবং কথাটির অধিক গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ মায়ের খিদমাতের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে এভাবে ক্ববূল করেছেন যে, জান্নাতের মধ্যে তার কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ তার নাবীকে শুনিয়েছেন। এখানে একবচনের স্থলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে সম্মানের জন্য।

হাদীসটি সামান্য শব্দের পরিবর্তনে শারহুস্ সুন্নাহ্, বায়হাক্বী, হাকিম প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ইমাম হাক্বীম এটা বুখারী, মুসলিমের শর্তে বর্ণিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٩٢٧ - [١٧] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَسُخْطُ الرَّبِّ فِىْ سُخْطِ الْوَالِدِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৪৯২৭-[১৭] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টিতে এবং প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টিতে। (তিরমিযী)[৮৪০]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে বলা হয়েছে রবে্র সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টিতে, অনুরূপভাবে রবের অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টিতে। ‘উলামায়ে কিরাম বলেন, ঠিক এরূপ কথাই মাতার সম্পর্কে প্রযোজ্য, বরং তার অধিকার আরো বেশি। অত্র হাদীসটির বিভিন্ন সানাদ রয়েছে, এক এক সানাদে এক এক ধরনের শব্দ বিদ্যমান।

ইমাম তৃবারানী (রহিমাহুল্লাহ)-এর এক বর্ণনায় এমন রয়েছে, «رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسُخْطُهٗ فِي سُخْطِهِمَا» অর্থাৎ পিতামাতার সন্তুষ্টিতে রবের সন্তুষ্টি, পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে রবের অসন্তুষ্টি। কেননা আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন পিতামাতার সেবা করতে, তাদের আনুগত্য করতে, তাই তাদের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যেরই নামান্তর।

অত্র হাদীসে পিতা-মাতার অবাধ্যতার জন্য চরম হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা কাবীরাহ্ গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। (মিরকাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯০০)

٤٩٢٨ - [١٨] وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِىْ اِمْرَأَةً وَإِنَّ لِىْ أُمِّىْ تَأْمُرُنِىْ بِطَلَاقِهَا؟ فَقَالَ لَهٗ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ: «اَلْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَحَافِظْ عَلَى الْبَابِ أَوْ ضَيِّعْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৯২৮-[১৮] আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল : আমার স্ত্রী আছে। আমার মা চান যে, আমি আমার স্ত্রীকে ত্বলাক্ব দেই। তখন আবুদ্ দারদা (রাঃ) বললেন : আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : পিতাহলেন জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যবর্তী দরজা। যদি তুমি ভালো মনে করো, তবে এ দরজাকে রক্ষণাবেক্ষণ করো; আর যদি ইচ্ছে করো, তবে বিনষ্ট করো। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৮৪১]

---

[৮৪০] সহীহ : তিরমিযী ১৮৯৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫১৫, মুসনাদুল বায্যার ২৩৯৪, আল মুসতাদরাক ৭২৪৯।

[৮৪১] সহীহ : তিরমিযী ১৯০০, ইবনু মাজাহ ৩৬৬৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯১০, সহীহুল জামি' ৭১৪৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৪৮৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৪০০, আহমাদ ২৭৫১১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪২৫, শু'আবুল ঈমান ৭৮৪৭, আল মুসতাদরাক ৭২৫২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : মা যদি স্ত্রীকে ত্বলাক্ব দিতে বলে তখন তার কারণ অনুসন্ধান করে দেখবে, যদি আল্লাহ ও তার রসূলের নাফরমানীমূলক না হয় তবে তার নির্দেশ মান্য করবে, তা না হলে তাকে বুঝিয়ে সমন্বয় করতে হবে। অত্র হাদীসে বলা হচ্ছে পিতার সেবা হলো জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। 'আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : জান্নাতে যাওয়ার উত্তম 'আমাল হলো পিতার সেবা, এর মাধ্যমে জান্নাতের উত্তম সিঁড়িতে আরোহণ সম্ভব। অনেকে বলেন, জান্নাতের অনেকগুলো দরজা আছে, প্রবেশের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত দরজা হলো মাঝখানের দরজা, আর পিতার সেবা করার মাধ্যমে এ দরজা দিয়ে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এখানে পিতা দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু পিতাই নন, মাতাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৯৯)

٤٩٢٩ -[١٩] وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৪৯২৯-[১৯] বাহ্য ইবনু হাকীম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতামহ বলেছেন : আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কার সাথে উত্তম আচরণ করব? তিনি (ﷺ) বললেন : তোমার মায়ের সাথে। আমি বললাম : অতঃপর কার সাথে? তিনি (ﷺ) বললেন : তোমার মায়ের সাথে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : তারপর কার সাথে? তিনি (ﷺ) বললেন : তোমার মায়ের সাথে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : তারপর কার সাথে? এবার তিনি (ﷺ) বললেন : তোমার বাবার সাথে, তারপর তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে, তারপর তাদের নিকটতম আত্মীয়দের সাথে। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৮৪২]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস থেকে প্রমাণিত, মায়ের প্রতি সদয় হওয়া, সৎ ব্যবহার করা– এটা সন্তানের কাছ থেকে মায়ের অধিকার। অধুনা সমাজে নারী অধিকার নিয়ে চলছে নানা দাবী, কিন্তু সত্যিকার অর্থে সেগুলো নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অধিকার ক্ষুণ্ন করার পায়তারা। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় অত্র হাদীসটি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৩০)

٤٩٣٠ -[٢٠] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: "قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ: أَنَا اللّٰهُ وَأَنَا الرَّحْمٰنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِيْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهٗ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهٗ". رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৯৩০-[২০] 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন, কল্যাণময় মহান আল্লাহ বলেছেন : "আমি আল্লাহ", "আমিই রহমান", আমি "রহিম"-কে সৃষ্টি করেছি। "রহিম" নামটি আমি আমার "রহমান" নাম থেকে অনুসৃত। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে সংযোজিত করবে অর্থাৎ- আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখবে, আমি তাকে

---

[৮৪২] হাসান : তিরমিযী ১৮৯৭, আবূ দাউদ ৫১৩৯৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৪৩৮, সহীহ আত্ তারগীব ৮৮৬, সহীহুল জামি' ৭৭০৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০১২১, আহমাদ ২০০৪৮, শু'আবুল ঈমান ৭৮৩৮, আর মুসতাদরাক ৬৭০৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫০৬৫।

Scanned by CamScanner

আমার রহমাতের সাথে সংযুক্ত করব। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে ছিন্ন করবে, আমি তাকে আমার রহমাত থেকে ছিন্ন করব। (আবূ দাঊদ)[৮৪৩]

ব্যাখ্যা : (رَحِمٌ) 'রহিম' শব্দটি (رَحْمٰنُ) 'রহমা-ন' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। রহমান আল্লাহ্‌র একটি সিফাতি বা গুণবাচক নাম, অর্থ দয়ালু। আল্লাহ্‌র দয়ার ক্ষেত্রে এটি মৌলিক নাম। আল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহ্, আমিই রহমান, 'রহিম' বা আত্মীয়তার সম্পর্ক শব্দটি আমি আমার রহমান বা দয়ালু নামক উত্তম গুণবিশিষ্ট নাম শব্দ থেকে চয়ন করেছি। সুতরাং এর সাথে দয়া, মুহাব্বাত ও ভালবাসার মূল উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। যে ব্যক্তি এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখবে আমি তার সাথে আমার রহমাত বা দয়ার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখব। আর যে এ সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে আমার দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করব।

'রহিম' নামের উৎসগত ভিত্তি যেহেতু 'রহমান', যা দয়ায় পরিপূর্ণ, সুতরাং রহিম-এর সম্পর্কেও এই দয়া আবশ্যক।

রহমান যেহেতু আল্লাহ্‌র অতি উত্তম একটি গুণ, মু'মিনের জন্য আল্লাহ্‌র এই উত্তম গুণ অর্জন নির্ধারণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাতসমূহের সাথে সম্পর্ক তৈরি আবশ্যক করা হয়েছে।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٩٣١ -[٢١] وَعَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفٰى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلٰى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ الرَّحِمِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৪৯৩১-[২১] 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সে সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহ তা'আলার রহমাত নাযিল হবে না, যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। [ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।][৮৪৪]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যে ক্বওম বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকবে তাদের ওপর আল্লাহ্‌র রহমাত বর্ষণ হয় না। এ হাদীসে ঐ ক্বওম বা সম্প্রদায়ের এ শাস্তির কারণ হলো যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের কাজে বাধা না দিয়ে বরং সাহায্য করবে। তিনি আরো বলেন, এখানে রহমাত দ্বারা উদ্দেশ্য দুর্ভাগ্যজনক অনাবৃষ্টির ক্ষরদাহ বিদীর্ণ করে প্রাণ সঞ্চয়ী বৃষ্টিপাত না হওয়া। অর্থাৎ তাদের ওপর কল্যাণের বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যাওয়া। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٩٣٢ -[٢٢] وَعَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرٰى أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَأَبُو دَاوُدَ

---

[৮৪৩] সহীহ : আবূ দাঊদ ১৬৯৪, তিরমিযী ১৯০৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫২০, সহীহ আবূ দাঊদ ১৪৮৭, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫২০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ২০২৩৪, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩৮৭, আহমাদ ১৬৮১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৪৩, শু'আবুল ঈমান ৭৯৪১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৩৩৯, আল মুসতাদরাক ৭২৬৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৫৯৫।

[৮৪৪] খুবই দুর্বল (য'ঈফ জিদ্দান) : বায়হাক্বী (পাওয়া যায়নি), আল আদাবুল মুফরাদ ৬৩, য'ঈফাহ্ ১৪৫৬।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "সুলায়মান" নামক একজন বর্ণনাকারী আছে, ইবনু মা'ঈন যাকে বিশ্বস্ত নয়, বায়্যার বা মিথ্যুক বলে উল্লেখ করেছেন। দেখুন- সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৪৫৬।

Scanned by CamScanner

৪৯৩২-[২২] আবূ বাক্‌রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন পাপই এতটা যোগ্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ তা'আলা খুব শীঘ্র এ দুনিয়াতেই তার বিনিময় দেবেন এবং আখিরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা করে রাখবেন। তবে হ্যাঁ, এরূপ দু'টো পাপ রয়েছে– ১. সমসাময়িক নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং ২. আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করা। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৮৪৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসের বাক্য (مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى) এর মধ্যে مَا নাফী বা নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مِنْ অব্যয়টি অতিরিক্তি হিসেবে ইস্তিগফার বা সামগ্রিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। أَحْرَى শব্দটি أَحَقُّ وَأَوْلَى অধিক হাক্বদার উত্তম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, দু'টো পাপ ছাড়া আর অন্য কোন পাপই এত অধিক যোগ্য নয় যার অধিকারীকে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্‌র 'আযাবে নিপতিত করতে পারে। হ্যাঁ! যে দু'টি পাপ বান্দাকে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগতে আল্লাহ্‌র শাস্তিতে অধিকভাবে নিপতিত করতে পারে তার প্রথমটি হলো : বিদ্রোহী হওয়া, এটি একটি যুল্‌ম। সমকালের স্থিতিশীল সুলতান শাসক বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করে তোলা এবং সরকারকে বিব্রত করে তোলা ভয়াবহ অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা এ অপরাধের শাস্তি তাকে দুনিয়াতেও দিবেন এবং তাওবাহ্ না করে মৃত্যুবরণ করলে আখিরাতেও তার জন্য তৈরি করে রেখেছেন ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। দ্বিতীয় অপরাধ বা পাপটি হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٩٣٣ -[٢٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৪৯৩৩-[২৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উপকার করে খোঁটাদাতা, পিতা-মাতার অবাধ্য ও সর্বদা মদ পানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(নাসায়ী ও দারিমী)[৮৪৬]

ব্যাখ্যা : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র رضي الله عنه-এর বর্ণিত এ হাদীসটিতে রসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি জঘন্য কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। ১। দান করে খোঁটা দেয়া। ২। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। ৩। মদ পান করা।

দান করে খোটা দেয়া প্রসঙ্গে কুরআনে মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের দানকে খোঁটা ও কষ্টদানের মাধ্যমে বিনষ্ট করো না"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৬৪)। দান করে খোঁটা দেয়া আরবী শব্দ হলো من এ শব্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীগণ বলেন, শব্দ অনুপাতে হাদীসের অর্থ এ রকম হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, তা হলো তোমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে দান করে যাও, দান করা কখনো বন্ধ করো না।

---

[৮৪৫] সহীহ : তিরমিযী ২৫১১, ইবনু মাজাহ ৪২১১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৫৩৭, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৩, মুসনাদুল বায্‌যার ৩৬৭৮, আহমাদ ২০৩৯৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৫৫, শু'আবুল ঈমান ৬৬৭০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬১২।

[৮৪৬] সহীহ : নাসায়ী ৫৬৭২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬৭০, সহীহুল জামি' ৭৬৭৬ মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬৫৯২, আহমাদ ৬৫৩৭, দারিমী ২০৯৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৩৮৩, শু'আবুল ঈমান ৫৫৯৩, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৪৯১৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০২৭।

Scanned by CamScanner

অত্র হাদীসে মদ পান হারাম করা হয়েছে। কম হোক বেশী হোক, কিছু সময়ের জন্য হোক আর স্থায়ীভাবে পান করা হোক, সবই হারাম। যারা বলেন, মদ হারাম শুধু স্থায়ীভাবে পান করা হলে, কিছু সময়ের জন্য পান করলে তা হারাম হবে না বরং জায়িয, তাদের এ কথা ভুল।

'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "যারা এ ধরনের পাপের সাথে জড়িত থাকবে তারা জান্নাতে যাবে না– এর অর্থ হলো প্রথম সারীর সফলকামদের সাথে জান্নাতে যাবে না অথবা জান্নাতে যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এ জঘন্য পাপের শাস্তি ভোগ না করবে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٤٩٣٤ -[٢٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهٖ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৪৯৩৪-[২৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা তোমাদের বংশ পরিচয় শিক্ষা করো, তাহলে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে পারবে। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক আপনজনের মধ্যে সম্প্রীতি, ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং আয়ুতে দীর্ঘজীবী হওয়ার উপলক্ষ হয়। [তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি গরীব।][৮৪৭]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী "তোমরা বংশ পরিচয় শিক্ষা কর"-এর অর্থ হলো তোমার বংশের পূর্বপুরুষ, যেমন- বাপ, দাদা, চাচা, মামা ইত্যাদি এবং তাদের শাখা-প্রশাখার নামগুলো শিক্ষা কর। এতে পরস্পরের চেনা জানার ভিত্তিতে মুহাব্বাত ও দয়ার্দ্রতা সৃষ্টি হবে এবং দু'জনের মাঝের ঝগড়ার সম্ভাবনা দূর হবে। এ হাদীস এটাও করে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক সকল যবীলে আরহামের (মায়ের আত্মীয়তার সম্পর্কীয়দের) সাথে সম্পৃক্ত শুধুমাত্র পিতা-মাতার সাথে সম্পৃক্ত নয়, যেমন কতিপয় 'আলিম ও বিজ্ঞজনের ধারণা। আরো ব্যাখ্যা হলো নিম্নের হাদীস, «تَعَرَّفُوا أَقَارِبَكُمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ»

অর্থাৎ তোমরা যবীলে আরহাম বা নিকটাত্মীয়দের পরিচয় শিক্ষা কর, যাতে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হয় এবং তাদের প্রতি মুহাব্বাত সৃষ্টি হয় ফলে ইহসান করা সম্ভব হয়।

বংশ-পরিচয় লাভ করা এবং তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক সুরক্ষার যতগুলো সুফল রয়েছে তন্মধ্যে সম্পদের প্রবৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু লাভ অন্যতম সুফল। সম্পদের প্রবৃদ্ধি হলো আয় উপার্জন বেড়ে যাওয়া এবং তাতে বারাকাত লাভ করা। আর আয়ু বৃদ্ধির অর্থ হলো অল্প জীবনেই দীর্ঘ জীবনের 'ইবাদাতের তাওফীক্ব লাভ করা এবং বেশী বেশী 'ইবাদাতের সুযোগ লাভ করা। সর্বোপরি স্বাস্থ্য ও মানাসিকভাবে 'ইবাদাতের যোগ্যতার লাভ করা এবং শির্ক ও বিদ্'আতমুক্ত সঠিক 'আমালের রাস্তা পাওয়া।

কেউ কেউ বলেছেন, মৃত্যু দেরিতে হওয়া বা হায়াত বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো বাস্তবেই বৃদ্ধি পাওয়া, যা আল্লাহ্‌র একক 'ইল্‌মের মধ্যেই রয়েছে। কেউ বলেন, এর অর্থ হলো তার বংশ ও ভালো প্রজন্মের মধ্যে তার সুনাম সুখ্যাতি চিরদিন অবশিষ্ট থাকা। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৪৭] **সহীহ** : আত্ তিরমিযী ১৯৭৯, আস্ সহীহাহ্ ২৭৬, সহীহুল জামি' ২৯৬৫, সহীহ আত্ তারগীব ২৫২০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩২, আহমাদ ৮৮৬৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১৮৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৩০৮, আল মুসতাদরাক ৭২৮৪।

Scanned by CamScanner

٤٩٣٥ -[٢٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّيْ أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِيْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «وَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَبِرَّهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৯৩৫-[২৫] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে বলল : হে আল্লাহর রসূল! আমি এক বড় পাপ করেছি। আমার তাওবাহ্ কি ক্ববূল হতে পারে? তিনি (ﷺ) বললেন : তোমার কি মা আছে? সে বলল : জ্বী না। তিনি (ﷺ) বললেন : তোমার কি কোন খালা আছে? লোকটি বলল : জ্বী হ্যাঁ। তিনি (ﷺ) বললেন : তবে তার সাথে উত্তম আচরণ করো। (তিরমিযী)[৮৮৪]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে খালাকে মায়ের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। হাদীসের শব্দ «اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» অর্থাৎ "খালা মায়ের সমতুল্য" এর অর্থ মায়ের অবর্তমানে ছেলে মেয়ে লালন পালনে তাদের খালাই উপযুক্ত। অতএব খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত। তাই মায়ের অবর্তমানে খালাকে মায়ের মতো সেবা করবে।

অত্র হাদীসকে কেন্দ্র করে একটি লম্বা ঘটনা আছে। ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার দিন তিনটি বিষয়ে কাফিরদের সাথে সন্ধি করেন।

১। যে সমস্ত মুশরিক মাদীনায় চলে আসবে তাদেরকে মাক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে।

২। আর কাফিরদের কাছে যদি কোন মুসলিম যায় তাহলে তারা ফেরত পাঠাবে না।

৩। আগামী বছর তারা মাক্কায় যাবেন এবং সেখানে তিনদিন অবস্থান করবেন।

পরবর্তী বছর শর্তানুসারে নাবী ﷺ মাক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনদিন পর সেখান থেকে বের হয়ে চলে আসার সময় হামযাহ্ (রাঃ)-এর কন্যা, তাঁকে পিছন থেকে হে চাচা! হে চাচা! বলে ডাক শুরু করলেন। ইতোমধ্যে তাকে 'আলী (রাঃ) ধরে ফেলেন; তাকে নিয়ে 'আলী, যায়দ ও জা'ফার (রাঃ) বাক-বিতণ্ডা শুরু করেন। 'আলী (রাঃ) বলেন, আমি তাকে ধরেছি যেহেতু সে আমার চাচাতো বোন। জা'ফার (রাঃ) বলেন, যেহেতু সে আমার চাচাতো বোন এবং তার খালা আমার স্ত্রী। যায়দ (রাঃ) বলেন, আমি তাকে ধরেছি যে আমার ভাতিজী। নাবী ﷺ তাকে জা'ফার (রাঃ)-এর কাছে দিলেন কারণ সেখানে তার সাথে তার খালা আছেন, তাই সেখানে তার লালন পালন ভালো হবে। আর নাবী ﷺ বললেন, «اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত।

এদিকে 'আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে নাবী ﷺ বললেন, তুমি তো আমার বংশের। জা'ফারকে বললেন : তুমি আকৃতি ও চরিত্রে আমার মতই। যায়দকে বললেন, তুমি আমাদের ভাই ও আযাদকৃত গোলাম।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯০৪)

٤٩٣٦ -[٢٦] وَعَنْ أَبِيْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهٖ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا

---

[৮৮৪] সহীহ : তিরমিযী ১৯০৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৫২৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৩৫, শু'আবুল ঈমান ৭৮৬৪, আল মুসতাদরাক ৭২৬১।

Scanned by CamScanner

وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৯৩৬-[২৬] আবূ উসায়দ আস্ সা'ইদী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসেছিলাম। বানী সালামাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল : হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কি তাদের প্রতি সদাচরণ করার মতো কোনকিছু অবশিষ্ট থাকে? তিনি (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ আছে। তা হলো, তাঁদের জন্য দু'আ করা, তাঁদের ওয়া'দা পূরণ করা, তাঁদের আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

(আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৮৪৯]

ব্যাখ্যা : পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের প্রতি সদাচরণের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর করণীয় হলো তাদের জানাযার সলাত আদায় করা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা, তাদের মাধ্যমে সৃষ্ট আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রিয় মানুষদের শ্রদ্ধা করা। 'সলাত' দ্বারা উদ্দেশ্য জানাযার সলাত অথবা দু'আ করা।

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'সলাত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের জন্য আল্লাহর রহমাতের দু'আ করা। ইসতিগফার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করা অর্থ হলো তাদের ওয়াসিয়্যাত বাস্তবায়ন করা। তাদের কারণে সৃষ্ট আত্মীয়ের বন্ধন অটুট রাখার অর্থ হলো নিকটাত্মীয়ের প্রতি ইহসান করা।

'মির্‌কাতুস্ সউদ' গ্রন্থে ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ)-এর এক বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নরূপ :

«وَصِلَةُ رَحِمِهِمَا الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا»

অর্থাৎ তুমি তাদের সাথে বন্ধন অটুট রাখ যাদের সাথে তোমার পিতা-মাতার বন্ধন রয়েছে। নাবী ﷺ-এর কথা শুনে লোকটি বললেন, হে নাবী ﷺ! আপনি অনেক ভালো 'আমালের কথা বললেন। নাবীজী ﷺ বললেন, তাহলে এখন থেকে এগুলো 'আমাল কর তাহলে এর মাধ্যমে মৃত্যুর পরও তোমার পিতামাতার সেবা করতে পারবে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ২৫১৩৩)

٤٩٣٧ - [٢٧] وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَانَةِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ حَتّٰى دَنَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ: مَنْ هِيَ؟ فَقَالُوا: هِيَ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৯৩৭-[২৭] আবুত্ব তুফায়ল رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "জি'রানাহ্" নামক স্থানে আমি নাবী ﷺ-কে গোশ্‌ত বণ্টন করতে দেখলাম। এমন সময় এক মহিলা আগমন করলেন, যখন তিনি নাবী ﷺ-এর

[৮৪৯] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৫১৪২, ইবনু মাজাহ ৩৬৬৪, ইবনু হিব্বান ২০৩০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আবূ আসীদ"-এর মুক্ত দাস 'আলী নামক একজন বর্ণনাকারী আছে, যে ব্যক্তি বিশ্বাসী নয়। এছাড়া বাকী সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। দেখুন- য'ঈফাহ্ ৫৯৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৪৮২।

Scanned by CamScanner

নিকটবর্তী হলেন, নাবী ﷺ তাঁর জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। তখন তিনি (মহিলা) সেই চাদরের উপর বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ মহিলা কে? তাঁরা বলল, ইনি সেই মহিলা, যিনি তিনি (ﷺ)-কে শৈশবে স্তন্য পান করিয়েছিলেন। (আবূ দাউদ)[৮৫০]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে নাবী ﷺ মায়ের প্রতি যে সম্মান দেখালেন তা পৃথিবীবাসীর জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেখানে নাবী ﷺ তার দুধ মায়ের শ্রদ্ধায় নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। গর্ভধারিণী আপন মায়ের সম্মান আরো কমবেশী হতে পারে।

হাফিয ইবনু হাজার 'আস্‌ক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হালিমাতুস্ সা'দিয়াহ্ رضي الله عنها নাবী ﷺ-এর দুধ মা ছিলেন। তিনি ছিলেন আবূ যু'আয়ব-এর কন্যা, আবূ যু'আয়ব-এর প্রকৃত নাম হলো 'আবদুল্লাহ ইবনু আল-হারিস ইবনু সা'দ ইবনু বাক্‌র ইবনু হাওয়াযিন। ইবনু 'আবদুল বার বলেন : তিনি নাবী ﷺ-কে শিশুকালে বুকের দুধ পান করানো অবস্থায় নাবী ﷺ-এর ভবিষ্যত নুবুওয়াত প্রাপ্তির অনেক নিদর্শন অবলোকন করেছিলেন। নাবী ﷺ-এর এই দুধ মা একবার তার সাথে দেখা করতে আসলেন। নাবী ﷺ তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন আর নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। বিবি হালিমা ঐ চাদরের উপর বসলেন। এ হাদীস নারীর সম্মানে ইসলামের শাশ্বত বিধানের উজ্জ্বল নমুনা। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৩৫)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٩٣٨ -[٢٨] عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشُوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوا إِلٰى غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلٰى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلّٰهِ صَالِحَةً فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهٗ يُفَرِّجُهَا. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اَللّٰهُمَّ إِنَّهٗ كَانَ لِيْ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِيْ صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعٰى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِيْ وَإِنَّهٗ قَدْ نَأٰى بِيَ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتّٰى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَأْبِيْ وَدَأْبَهُمْ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرٰى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ حَتّٰى يَرَوْنَ السَّمَاءَ. قَالَ الثَّانِيْ: اَللّٰهُمَّ إِنَّهٗ كَانَ لِيْ بِنْتُ عَمٍّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتّٰى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَلَقِيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا

[৮৫০] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৫১৪৪, মুসনাদুল বায্‌যার ২৭৮১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৪২৪, আল মুসতাদরাক ৬৫৯৫, য'ঈফ আল আদাবুল মুফরাদ ২০৯।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "জা'ফার ইবনু ইয়াহ্ইয়া"-কে 'আলী ইবনুল মাদানী ও ইমাম যাহাবী মাজহূল বলেছেন।

Scanned by CamScanner

قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا. قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا. اَللّٰهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَالَ الْآخَرُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ فَلَمَّا قَضٰى عَمَلَهٗ قَالَ: أَعْطِنِيْ حَقِّيْ. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهٗ فَتَرَكَهٗ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهٗ حَتّٰى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِيْ فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِيْ وَأَعْطِنِيْ حَقِّيْ. فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلٰى ذٰلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأْ بِيْ. فَقُلْتُ: إِنِّيْ لَا أَهْزَأُ بِكَ فَخُذْ ذٰلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَأَخَذَهٗ فَانْطَلَقَ بِهَا. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৩৮-[২৮] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তিন ব্যক্তি পথ চলছিলেন। হঠাৎ তাঁদেরকে বৃষ্টিতে পেলে তাঁরা এক পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিলেন। এ সময় হঠাৎ পর্বত থেকে একটি প্রকাণ্ড পাথর এসে গুহার মুখে পতিত হলো এবং তাঁদের বের হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তাঁদের মধ্য থেকে একজন অপরজনকে বললেন, তোমরা তোমাদের কোন নেক কাজ দেখো, যা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার উদ্দেশেই করেছ। আর সে কাজকে উপলক্ষ করে আল্লাহ তা‘আলার কাছে এ বিপদ থেকে মুক্তির প্রার্থনা করো। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলা হয়তো এ পাথর দূর করে দেবেন। তখন তাঁদের একজন বললেন : হে আল্লাহ! আমার অতি বৃদ্ধ মাতা-পিতা ছিলেন এবং কয়েকটি ছোট বাচ্চা ছিল। আমি ছাগল চরাতাম। যখন সন্ধ্যায় তাদের নিকট ফিরে আসতাম, তখন দুধ দোহন করতাম। আমার সন্তানদের পান করানোর আগেই আমার পিতা-মাতাকে দুধ পান করাতাম। ঘটনাক্রমে একদিন চারণ-ক্ষেত্র আমাকে দূরে নিয়ে গেল। অর্থাৎ- ছাগল চরাতে চরাতে এতটা দূরে চলে গেলাম যে, বাড়িতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। দেখলাম, আমার মা-বাবা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি প্রতিদিনের মতো আজও দুধ দোহন করলাম এবং দুধের পাত্র নিয়ে মা-বাবার কাছে এসে তাঁদের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগানো ভালো মনে করলাম না এবং অপছন্দ করলাম বাচ্চাগুলোকে দুধ পান করাতে তাঁদের পূর্বে, অথচ বাচ্চাগুলো আমার পায়ের কাছে ক্ষুধায় কাঁদছিল। সকাল হওয়া পর্যন্ত আমার ও তাদের এ অবস্থা ছিল। হে আল্লাহ! যদি তুমি জেনে থাকো যে, আমি এ কাজ একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছি, তবে আমাদের জন্য এতটুকু পথ খুলে দাও, যেন আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তা‘আলা পাথরকে এতটুকু সরিয়ে দিলেন যে, আকাশ দেখা যেতে লাগল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন : হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। আমি তাকে অত্যধিক ভালোবাসতাম, যতটা কোন পুরুষ কোন মহিলাকে ভালোবাসতে পারে। আমি তাকে উপভোগ করতে চাইলাম। সে এটা অস্বীকার করল, যতক্ষণ না আমি তাকে একশ’ দীনার দেই। তখন আমি জোর প্রচেষ্টা চালালাম এবং একশ’ দীনার যোগাড় করে তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। যখন তার দু’পায়ের মধ্যখানে হাঁটু গেড়ে বসলাম, সে বলল : হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় করো, মোহর অর্থাৎ- কুমারিত্ব নষ্ট করো না। তৎক্ষণাৎ আমি দাঁড়ালাম। হে আল্লাহ! যদি তুমি জেনে থাকো যে, আমি এ কাজ একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছি, তবে আমাদের জন্য পথ খুলে দাও। তখন আল্লাহ তা‘আলা পাথর আরো কিঞ্চিৎ সরিয়ে দিলেন।

Scanned by CamScanner

তৃতীয় ব্যক্তি বললেন : হে আল্লাহ! আমি এক ব্যক্তিকে এক "ফারক" পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করলাম। যখন সে ব্যক্তি নিজ কাজ সমাধা করে বলল : আমার পাওনা আমাকে দিয়ে দাও। আমি তাকে প্রাপ্য দিলাম। সে তা ফেলে চলে গেল, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করল না। আমি তার পাওনা দ্বারা চাষাবাদ আরম্ভ করলাম। সেটার আয় দ্বারা অনেকগুলো গরু ও রাখাল যোগাড় করলাম। তখন একদিন লোকটি আমার কাছে এসে বলল : আল্লাহকে ভয় করো, আমার প্রতি অবিচার করো না। আমাকে আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি বললাম : এ গরুগুলো এবং তার রাখালসমূহ নিয়ে যাও। সে বলল : আল্লাহকে ভয় করো, আমার সাথে ঠাট্টা করো না। তখন আমি বললাম : তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। ঐ গরু ও রাখালগুলো নিয়ে যাও। সুতরাং সে ওগুলো নিয়ে চলে গেল। হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো যে, এ কাজ আমি শুধু তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশেই করেছি, তবে এখনো যতটুকু বাকি, সে রাস্তা খুলে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা পাথর সরিয়ে রাস্তা খুলে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৫১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটি সৎ 'আমালের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার এক উজ্জ্বল নমুনা। মানুষ বিপদে পড়লে আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। বৃষ্টি প্রার্থনাসহ সব দু'আর ক্ষেত্রেই। নিজ নিজ সৎ 'আমালের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। উক্ত তিন ব্যক্তি নিজ নিজ সৎ 'আমালের মাধ্যমে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ ক্ববূল করলেন।

অত্র হাদীস থেকে পিতা-মাতার সেবার বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, তাদের সেবা করলে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ পাওয়া যায়। আর পিতা-মাতাকে সন্তানাদির চেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দিতে হবে এমনকি স্ত্রীর চেয়েও বেশী।

অত্র হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় যে, আমাদের সব সময় হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, যদিও কেউ তা না দেখে। কেউ না দেখলেও আল্লাহ দেখেন। হারাম কাজ ছাড়তে হবে কেবল আল্লাহর উদ্দেশে এবং তাকে খুশি করার লক্ষ্যে।

অত্র হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় নিজ কাজের জন্য কেউ কর্মচারী নিয়োগ দিলে কর্মচারীর সাথে সৎ ব্যবহার করতে হবে, তার সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে। আমানাতদারিতার প্রমাণ দিতে হবে এবং কর্ম ক্ষেত্রে উদারতা সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে।

অত্র হাদীসের মৌলিক শিক্ষা হলো তাওয়াস্‌সুল হলো সৎ আমালের মাধ্যমে দু'আ করা, এই দু'আ আল্লাহ ক্ববূল করেন। (শারহে মুসলিম ১৭ খণ্ড, হাঃ ২৭৪৩)

٤٩٣٩ -[٢٩] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ. فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৪৯৩৯-[২৯] মু'আবিয়াহ্ ইবনু জাহিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা জাহিমাহ্ নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা করি, এজন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। তখন তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন : তোমার মা জীবিত আছেন কী?

[৮৫১] সহীহ : বুখারী ৩৪৬৫, মুসলিম ২৭৪৩, সহীহ আল জামি' ২৮৭০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৪৯৭, শু'আবুল ঈমান ৭৮৫২।

Scanned by CamScanner

তিনি বললেন : জ্বী হ্যাঁ। তিনি (ﷺ) বললেন : মায়ের সেবাকেই অবলম্বন করো। কেননা জান্নাত তাঁর পায়ের কাছে। (আহমাদ, নাসায়ী ও বায়হাক্বী শু‘আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।)[৮৫২]

٤٩٤٠ - [٣٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِيْ اِمْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا. فَقَالَ لِيْ: طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ. فَأَتٰى عُمَرُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «طَلِّقْهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৪৯৪০-[৩০] ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা আমার বিবাহ বন্ধনে ছিল, আমি তাকে ভালোবাসতাম। অথচ আমার পিতা ‘উমার (রাঃ) তাকে ঘৃণা করতেন। তিনি আমাকে বললেন : তুমি এ মহিলাকে ত্বলাক্ব দিয়ে দাও। আমি অস্বীকার করলাম। তখন আমার পিতা ‘উমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন এবং তাঁকে ঘটনা বললেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি তাকে ত্বলাক্ব দিয়ে দাও। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[৮৫৩]

ব্যাখ্যা : এ বিষয়ে ইতোপূর্বে ৪৯২৮ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

অত্র হাদীস থেকেও বুঝা গেল যে, যদি পিতা স্ত্রীকে ত্বলাক্ব দিতে বলেন তাহলে ঐ স্ত্রীকে ত্বলাক্ব দিয়ে দিবে। আমাদের উচিত পিতা-মাতাকেই অগ্রাধিকার দেয়া যতক্ষণ না তারা আমাদেরকে আল্লাহ এবং তার নাবী ﷺ-এর নাফরমানী হয় এমন বিষয়ে আদেশ দেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১১৮৯)

পিতা-মাতার অন্যায় অবৈধ নির্দেশ হলে আলোচনার মাধ্যমে তাদের বুঝিয়ে সমন্বয় করে নিতে হবে।

٤٩٤١ - [٣١] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: «هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৪৯৪১-[৩১] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রসূল! সন্তানের ওপর মা-বাবার কি দাবি আছে? তিনি (ﷺ) বললেন : তাঁরা দু’জন তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম। (ইবনু মাজাহ)[৮৫৪]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ-এর নিকট জনৈক সহাবী এসে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর নাবী! পিতা-মাতার হাক্ব কি? নাবীজী ﷺ বললেন : তারা তোমার জান্নাত তারা তোমার জাহান্নাম, অর্থাৎ তাদের সেবা কর তারা যদি রাজি থাকেন তাহলে আল্লাহ তোমাকে তার জান্নাত দান করবেন। পক্ষান্তরে তাদের কষ্ট দিলে আল্লাহ তোমার জন্য তার জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। (ইবনু মাজাহ ৩য় খণ্ড, হাঃ ৩৬৬২)

---

[৮৫২] **হাসান সহীহ :** আহমাদ ১৫৫৩৮, নাসায়ী ৩১০৪, ইবনু মাজাহ ২৭৮১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৪৮৫, ইরওয়া ৫/২১, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৪৩১২, আল মুসতাদরাক ৭২৪৮।

[৮৫৩] **সহীহ :** তিরমিযী ১১৮৯, আবূ দাঊদ ৫১৩৮, ইবনু মাজাহ ১১৮৯, সহীহ আত্ তারগীব ২৪৮৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯১৯, আহমাদ ৪৭১১, আল মুসতাদরাক ২৭৯৮।

[৮৫৪] **য‘ঈফ :** ইবনু মাজাহ ৩৬৬২, য‘ঈফুল জামি‘ ৬০৯৮।
হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে “আলী ইবনু ইয়াযীদ” নামের বর্ণনাকারী য‘ঈফ। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪১৮ পৃঃ, য‘ঈফ আত্ তারগীব ১৪৭৬।

Scanned by CamScanner

٤٩٤٢ - [٣٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌّ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتّٰى يَكْتُبَهُ اللّٰهُ بَارًّا»

৪৯৪২-[৩২] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন বান্দার মাতা-পিতা অথবা তাদের যে কোন একজন মৃত্যুবরণ করে এমন অবস্থায় যে, সে তাঁদের অবাধ্য। অতঃপর তাঁদের মৃত্যুর পর সে অবাধ্য পুত্র তাঁদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে পুণ্যবানদের সাথে লিপিবদ্ধ করেন।[৮৫৫]

ব্যাখ্যা : পিতা-মাতার অবাধ্যচারী বড় ধরনের পাপী। মানুষ অজ্ঞতার কারণেই পিতা-মাতার অবাধ্যচারী হয়ে পাপী হয়। অনেক পাপাচারীকে পরবর্তী জীবনে তাওবাহ্ করে পাপ থেকে ফিরে আসতে এবং নেককার হতে দেখা যায়। অনুরূপ মাতা-পিতার অবাধ্যাচারীর পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তার তাওবাহ্ ও ক্ষমার পথ একে করেই রুদ্ধ হয়ে যায় না। সন্তান যদি পরবর্তী জীবনে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার করে, অতঃপর নিরন্তর মৃত্যু মাতা-পিতার জন্য দু'আ ইস্তিগফার করতে থাকে তাহলে আল্লাহ খুশী হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করায় এই পাপী বান্দাহকেই নেককার বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। অত্র হাদীসে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। সুতরাং নেককার গুনাহগার সকল সন্তানেরই উচিত নিয়মিত মৃত মাতা-পিতার জন্য দু'আ ইস্তিগফার করা। হাদীসটি সানাদ দুর্বল হলেও অর্থগত বিষয়ে সঠিক। কেননা সহীহ হাদীসে রয়েছে, মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদাচরণের পথ হলো তাদের জন্য দু'আ করা। এ দু'আর ক্ষেত্রে নেককার গুনাহগারের কোন পার্থক্য করা হয়নি।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٩٤٣ - [٣٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مُطِيعًا لِلّٰهِ فِيْ وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا. وَمَنْ أَمْسٰى عَاصِيًا لِلّٰهِ فِيْ وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا» قَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ قَالَ: «وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ»

৪৯৪৩-[৩৩] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় সকাল করল যে, সে তার মাতা-পিতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অনুগত রয়েছে, তখন তার সে সকাল এমন অবস্থায় হয় যে, তার জন্য জান্নাতের দু'টো দরজা খোলা থাকে। যদি একজন হয়, তখন জান্নাতের একটি দরজা খোলা থাকে। আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে অপরাধী হিসেবে সকাল করে, তবে সে যেন এমনভাবে ভোর করল যে, জাহান্নামের দু'টো দরজা তার জন্য খোলা থাকে। আর যদি তাঁদের একজন থাকে, তবে একটি দরজা খোলা থাকে। এ সময় জনৈক ব্যক্তি

---

[৮৫৫] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ৭৯০২।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "ইয়াহ্ইয়া ইবনু উক্ববাহ্" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। এছাড়াও আবূ 'আবদুর রাহমান 'আস্ সুলামী" নামের বর্ণনাকারী হাদীস তৈরি করার অভিযোগে অভিযুক্ত। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৯১৫।

Scanned by CamScanner

জিজ্ঞেস করল, যদি তাঁরা পুত্রের ওপর অবিচার করে? জবাবে তিনি (ﷺ) বললেন : যদি তারা পুত্রের প্রতি অবিচার করে, যদিও তাঁরা পুত্রের প্রতি অবিচার করে, যদিও তাঁরা পুত্রের প্রতি অবিচার করে।[৮৫৬]

ব্যাখ্যা : মাতা-পিতার অনুগত্য আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অংশবিশেষ, যা স্বয়ং আল্লাহ নিজে তার বান্দার প্রতি আবশ্যক করে দিয়েছেন। অনুরূপ মাতা-পিতার অবাধ্যচারিতা বা নাফরমানী এবং তাদের কষ্ট দেয়া আল্লাহ্‌র নাফরমানী এবং তাকে কষ্ট দেয়ারই নামান্তর, যা আল্লাহ হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

'আল্লামাহ্ 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ্) বলেন : মাতা-পিতার নাফরমানী করা এবং তাদের কষ্ট দেয়া আল-কুরআনের বাণী : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ﴾ "নিশ্চয় যারা আল্লাহ এবং তার রসূলকে কষ্ট দেয়"– (সূরাহ্ আল আহযা-ব ৩৩ : ৫৭)-এর অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন সংকলণে 'পিতা-মাতার আনুগত্যের' শব্দের পরিবর্তে শুধু 'পিতার আনুগত্যের' কথা উল্লেখ হয়েছে, সেখানে পরিহার করার বিধান প্রযোজ্য।

মাতা-পিতা যুল্‌ম করলেও তাদের কষ্ট দেয়া যাবে না এবং তাদর নাফরমানীও করা যাবে না।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ্) বলেন : এই যুল্‌ম দ্বারা দীনী কিংবা পরকালীন যুল্‌ম উদ্দেশ্য নয়, বরং দুনিয়াবী যুল্‌ম। আরেকটি কথা স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহর নাফরমানী করে মাতা-পিতার আনুগত্য করা যাবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٩٤٤–[٣٤] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ إِلٰى وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً». قَالُوْا: وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَأَطْيَبُ»

৪৯৪৪-[৩৪] ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন মাতা-পিতার ভক্ত সন্তান নিজের মাতা-পিতাকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার 'আমালনামায় একটি নাফ্‌ল হাজ্জ-এর সাওয়াব লিখে দেন। সহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! যদি দৈনিক একশ'বার দৃষ্টিপাত করে? রসূল ﷺ বললেন : হ্যাঁ, তাও। আল্লাহ মহান ও পবিত্র।[৮৫৭]

ব্যাখ্যা : নেককার সন্তান মাতা-পিতার প্রতি দয়াশীল, সুতরাং সে তার মাতা-পিতার প্রতি দয়া ও রহমাতের দৃষ্টিতে তাকাবে। সন্তানের এই ভালোবাসার দৃষ্টি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়, এমনকি প্রতিটি দৃষ্টিই আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং আল্লাহ তার মূল্যায়ন করেন। এ মূল্যায়ন হলো প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি নাফ্‌ল হাজ্জের সাওয়াব প্রদান করেন। লোকেরা প্রশ্ন করল, কেউ যদি দিনে একশতবার মাতা-পিতার দিকে রহমাতের দৃষ্টিতে তাকায়? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা তাকে একশতটিই হাজ্জের সাওয়াবই দান করবেন। কেননা মানুষ যা ধারণা করে এবং মানুষের যে দৃষ্টিভঙ্গি আল্লাহ তার চেয়ে মহান এবং সকল প্রকার অক্ষমতা, দুর্বলতা এবং সংকীর্ণ থেকে মুক্ত।

---

[৮৫৬] মাওযূ'/জাল : বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান ৭৯১৬।
হাদীসটি জাল হওয়ার কারণ, سرخسى (সারখাসা) নামের বর্ণনাকারী মিথ্যা হাদীস তৈরি করত। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৬২৭১, য'ঈফ আল আদাবুল মুফরাদ ১।

[৮৫৭] মাওযূ'/জাল : বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান ৭৮৫৮।
হাদীসটি জাল হওয়ার কারণ, এর সানাদে "নাহশাল (نهشل) ইবনু সা'ঈদ" নামের একজন বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ মিথ্যুক। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৬২৭৩।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মানুষের এই সংকীর্ণ ধারণাও ই'তিকাদ (বিশ্বাসসমূহ) থেকে আল্লাহ পুত-পবিত্র এবং মুক্ত। তার দান ভাণ্ডার থেকে কোন কিছু দান করলে সে ভাণ্ডারের ঘাটতি হয় না, এসব ত্রুটি থেকেও তিনি মুক্ত এবং পবিত্র। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٩٤٥ -[٣٥] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ الذُّنُوبِ يَغْفِرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ»

৪৯৪৫-[৩৫] আবূ বাকরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক পাপ আল্লাহ তা'আলা যতটুকু ইচ্ছে ক্ষমা করে দেন; কিন্তু মাতা-পিতার অবাধ্যতা ক্ষমা করেন না; বরং আল্লাহ তা'আলা এটার শাস্তি দুনিয়াতেই তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে প্রদান করেন।[৮৫৮]

ব্যাখ্যা : সকল পাপ বা গুনাহকেই আল্লাহ যতটুকু ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। এটা শির্‌কের গুনাহ ব্যতীত। কেননা শির্‌কের গুনাহ শির্‌ক বর্জনপূর্বক তাওবাহ্ না করা পর্যন্ত তা ক্ষমা করা হয় না। মাতা-পিতার সাথে নাফরমান করার গুনাহকেও আল্লাহ ক্ষমা করেন না। আল্লাহ্‌র সাথে শারীক বা অংশীদার স্থাপনের গুনাহ যেমন ভয়াবহ এবং ক্ষমার অযোগ্য, ঠিক তেমনি মাতা-পিতার সাথে নাফরমানীর গুনাহ্‌ও ভয়াবহ এবং ক্ষমার অযোগ্য। যেহেতু এ বিষয়টি হাক্কুল্লাহ এবং হাক্কুল 'ইবাদ উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। অতএব মাতা-পিতার নিকট ক্ষমা না নেয়া পর্যন্ত আল্লাহ এককভাবে তাকে ক্ষমা করবেন না। তার এ অপরাধের জন্য আল্লাহ দুনিয়ায় থাকতেই তার শাস্তি শুরু করবেন। অর্থাৎ মৃত্যুর আগেই সে শাস্তি ভোগ শুরু করবে, ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তাকে প্রতিক্ষা করতে হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, এর এও অর্থ হতে পারে যে, তার মাতা-পিতা মৃত্যুর আগেই শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٩٤٦ -[٣٦] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَقُّ كَبِيرِ الْإِخْوَةِ عَلٰى صَغِيرِهِمْ حَقُّ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهٖ». رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الْخَمْسَةَ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৪৯৪৬-[৩৬] সা'ঈদ ইবনুল 'আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বড় ভাইয়ের অধিকার ছোট ভাইয়ের ওপর, যেমন- পিতার অধিকার তার পুত্রের উপর।

(উপরের পাঁচটি হাদীস বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।)[৮৫৯]

ব্যাখ্যা : পিতার অবর্তমানে বড় ভাই ছোট ভাই-বোনের অভিভাবক হয়ে থাকে। এছাড়া পিতার বর্তমানেও বড় ভাই ছোট ভাই-বোনদের লালন-পালন ও পরিচর্যা করে থাকে, এমনকি অনেক সময় বড় ভাইয়ের উপার্জনেই ছোট ভাই-বোনের জীবিকা নির্বাহ হয়ে থাকে।

---

[৮৫৮] **য'ঈফ :** বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান ৭৮৯০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "বাক্‌র ইবনু 'আবদুল 'আযীয ইবনু আবূ বাকরাহ্" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। দেখুন- গয়াতুল মারাম হাঃ ২৭৯, ১৭০ পৃঃ।

[৮৫৯] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান বায়হাক্বী ৭৯২৯, য'ঈফুল জামি' ২৭৩৬, য'ঈফাহ্ ১৮৭৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, "মুহাম্মাদ ইবনু আস্ সায়িব আন্ নুকরা" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৮৭৮।

Scanned by CamScanner

অতএব ছোট ভাইয়ের ওপর বড় ভাইয়ের অধিকার পুত্রের প্রতি পিতার অধিকারের মতই।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এই সাদৃশ্য মুবালাগাহ্ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(١٥) بَابُ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ

অধ্যায়-১৫ : সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٩٤٧ -[١] عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৪৭-[১] জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৬০]

ব্যাখ্যা : দয়া বা রহমাত আল্লাহ তা'আলাই তার বান্দাদের অন্তকরণে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মধ্যে দয়াশীলদেরকেই দয়া করেন। ইবনু বাত্ত্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হলো রহমাত দয়ার বিষয়টিকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা, এটা আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত গুণাবলীর অন্তর্গত। সুতরাং রহমান হচ্ছে আল্লাহর একটি গুণ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ যাকে দয়া করবেন তাকে তিনি সেই গুণটি দান করবেন এবং তাকে তার দয়ার ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তিনি আরো বলেন : আল্লাহ তা'আলার সব নামের মূলকথা একটা নামকে কেন্দ্র করেই, আর সে নামটি হলো "আল্লাহ", যদিও প্রতিটি নামে ভিন্ন ভিন্ন গুণ রয়েছে। ইবনু ত্বীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "রহমান এবং রহীম" এ দু'টি শব্দ রহমাত মূল ধাতু থেকে গৃহীত। কেউ কেউ বলেন, এ দু'টি শব্দ স্বতন্ত্রভাবেই দু'টি নাম।

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : জামহূর 'উলামায়ে কিরাম বলেন, "রহমান" নামটি 'রহমাত' থেকে গৃহীত আরবী ব্যকরণ অনুপাতে মুবালাগাহ্ বা আধিক্যতার অর্থবাচক শব্দ। এর অর্থ এমন দয়া প্রদর্শনকারী যার কোন জুড়ি নেই। এজন্য আরবী ব্যকরণ অনুপাতে এ শব্দের কোন দ্বিবচন ও বহুবচন নেই। ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন : অতএব 'রহমান' হলেন এমন নাম যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিজীবকে রহমাত করে থাকেন। অপরদিকে "রহীম" অর্থ যে নামের মাধ্যমে আল্লাহ কেবলমাত্র মু'মিনদের দয়া করে থাকেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সর্বদাই দয়াশীল"– (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৪৩)। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'রহমান' ও 'রহীম' এ দু'টি নাম অত্যন্ত দয়ার্দ্র নাম, এর একটির চাইতে আরেকটি রআ বেশী দয়ার কথা বুঝায়। (ফাতহুল বারী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ৭৩৭৬)

---

[৮৬০] সহীহ : বুখারী ৭৩৭৬, মুসলিম ৬৬-(২৩১৯), তিরমিযী ১৯২২, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৭১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩৬৩, আর মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৫৫৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৩৬১।

Scanned by CamScanner

٤٩٤٨ -[٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَتُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৪৮-[২] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক বেদুঈন নাবী ﷺ-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, তোমরা কি শিশুদের চুম্বন করো? আমরা তো শিশুদের চুম্বন করি না। এটা শুনে নাবী ﷺ বললেন : যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অন্তর থেকে স্নেহ-মমতা বের করে নেন, তবে আমি কি পারব তা তোমার অন্তরে পুনঃপ্রবেশ করাতে? (বুখারী ও মুসলিম)[৮৬১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে গ্রাম্য লোকটি হলো আকরা; কেউ বলেছেন, 'ক্বায়স ইবনু 'আসিম আত্ তামিমী। এ মর্মে আবুল ফারাজ আল-আসবাহানী একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। যার শব্দ এরূপ :

«عن أَبِي هريرة أن قيس بن عاصم دخل على النبي ﷺ» আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, ক্বায়স ইবনু 'আসিম নাবী ﷺ-এর নিকট আসলেন..... এভাবে তৎপরবর্তী ঘটনার বিবরণ দিলেন।

এখানে নাবী ﷺ-এর শিশুদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রমাণ মেলে, সে যখন নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি শিশুদের পেলে আদর করেন আর আমার এতগুলো সন্তান আমার একটুও আদর করতে ইচ্ছে হয় না। তার এহেন অদ্ভূত কথায় নাবী ﷺ বললেন, তোমার অন্তর থেকে আল্লাহ দয়া ভালোবাসা ছিনিয়ে নিলে আমি তা কিভাবে ফিরিয়ে দিব? ঠিক এমনই একটি ঘটনার কথা জানা যায় 'উয়াইনার ঘটনায়। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৯৯৮)

٤٩٤٩ -[٣] وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ. فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৪৯-[৩] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ সিদ্দীক্বা رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈকা মহিলা আমার কাছে এলো। তার সাথে তার দু' কন্যা ছিল। সে আমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল। তখন আমার কাছে একটি মাত্র খেজুর ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি সেটাই তাকে দিয়ে দিলাম। সে খেজুরটিকে তার দু' কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিলো, তা থেকে নিজে তিনি কিছুই খেলো না। অতঃপর সে উঠে চলে গেল। তারপর নাবী ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন, আমি ঘটনাটি তাঁর কাছে বললাম। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : যে ব্যক্তি এ কন্যাদের দ্বারা পরীক্ষিত হবে এবং সে কন্যাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, তবে এ কন্যারাই তার জন্য জাহান্নামের আগুনের মাঝে অন্তরায় হবে (অর্থাৎ- তাকে জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে)। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৬২]

ব্যাখ্যা : অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি তাকে তিনটি খেজুর দিলেন। তিনটির ভিতরে তার দুই কন্যাকে একটি একটি করে দিয়ে দিলেন। তৃতীয় খেজুরটি মুখে নিলেন তিনি খাওয়ার জন্য, কিন্তু তার দুই

---

[৮৬১] **সহীহ :** বুখারী ৫৯৯৮, মুসলিম ৬৪-(২৩১৭), ইবনু মাজাহ ৩৬৬৫, আহমাদ ২৪৪০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫৯৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৯৬১, আল আদাবুল মুফরাদ ৯৮।

[৮৬২] **সহীহ :** বুখারী ৫৯৯৫, মুসলিম ১৪৭-(২৬২৯), তিরমিযী ১৯১৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩১৪৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৬১৫২।

Scanned by CamScanner

কন্যা ঐ খেজুরটিও খেতে চাইলে তিনি সে ঐ খেজুরটিও ভাগ করে তাদেরকে দিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, ব্যক্তিকে দু'টি কন্যা দ্বারা পরীক্ষা করা হবে। এখানে পরীক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের লালন পালনের ব্যয়ভার ইত্যাদি বিষয়গুলো। এখানে অনেকগুলো হাদীসের বর্ণনা এসেছে, যে কন্যা সন্তানের প্রতি ইহসান করবে ভালো ব্যবহার করবে। অপর বর্ণনায় এসেছে, যে দু'টি কন্যা সন্তানকে লালন পালন করবে। উম্মু সালামাহ্-এর হাদীসে, যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা অথবা দু'টি বোন অথবা দু'জন নিকটাত্মীয় মেয়ের প্রতি খরচ করবে।

ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীস এসেছে, তাদেরকে সুন্দরভাবে আদব শিখাবে। জাবির (রাঃ)-এর হাদীস এসেছে, তাদেরকে আশ্রয় দিবে, তাদের প্রতি রহম করবে, তাদেরকে লালন পালন করবে। তৃবারী একটু বেশি বর্ণনা করে বলেছেন, তাদেরকে বিবাহ দিবে। 'আদাবুল মুফরাদ'-এর একটি বর্ণনা আবূ সা'ঈদ আল খুদরী থেকে এভাবে এসেছে যে, তাদের ভালো সাথী দিয়ে দিবে এবং তাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করবে। এগুলো সব হচ্ছে 'ইহসান' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে এসেছে, এ সাওয়াব সেও পাবে যে একজন মেয়ের প্রতিও এ রকম ইহসান করবে।

ইবনু বাত্ত্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অত্র হাদীসে গরীব মানুষ কারো কাছে চাইতে পারবে এটার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং চাইলে দিতে হবে এটারও প্রমাণ পাওয়া যায়, যেহেতু 'আয়িশাহ্ (রাঃ) একটি খেজুর পেয়েছিলেন সে একটি খেজুরই তাকে দান করেছিলেন। আর শিক্ষণীয় যে কম বলে তাকে তুচ্ছ মনে করে দান করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয় বরং কম থাকলে কম দিবে বেশি থাকলে বেশি দিবে। এ হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় যে, কল্যাণকর কাজ উল্লেখ করা জায়িয যদি সেটা অহংকার বা খোঁটা দেয়া উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) ইবনু বাত্ত্বল-এর অনুসারী হয়ে বলেন : এখানে কন্যা সন্তানদের লালন পালনের বিষয়টিকে পরীক্ষা শব্দ দ্বারা উল্লেখ্য করার কারণ হলো মানুষ কন্যা সন্তানদের অপছন্দ করেন, তাই এটাকে পরীক্ষা শব্দ দ্বারা উল্লেখ্য করা হয়েছে। কন্যা সন্তানদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে মহানাবী ﷺ সর্বাত্মক গুরুত্বারোপ করেছেন এবং তাদের ক্ষেত্রে দায়িত্বকে অবহেলা করা কোনভাবেই উচিত নয়, এটা ইসলামী আইন দ্বারা সাব্যস্ত। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৯৯৫)

٤٩٥٠ -[٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ هٰكَذَا» وَضَمَّ أَصَابِعَهٗ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৯৫০-[৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দু'টো কন্যাকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, সে ব্যক্তি ও আমি ক্বিয়ামাতের দিন এভাবে একত্রিত হব, যেমন এ দু'টো অঙ্গুলি। এ বলে তিনি নিজের দু'টো আঙ্গুল একত্রে মিলালেন। (মুসলিম)[৮৬৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি নারী এবং কন্যা শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, তাদেরকে লালন পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রক্ষণাবেক্ষণের মানে হচ্ছে তাদের ভরণ-পোষণ, তাদের লালন-পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন। "عال" 'আল'-এর ব্যাখ্যায় ইমাম নাবাবী

[৮৬৩] সহীহ : মুসলিম ১৪৯-(২৬৩১), তিরমিযী ১৯১৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯৭, সহীহুল জামি' ৬৩৯১, সহীহ আত্ তারগীব ১৯৭০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬৯০, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৪৩৯, শু'আবুল ঈমান ৮৬৭৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৫৭, আল মুসতাদরাক ৭৩৫০।

Scanned by CamScanner

(রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আল' এটা 'আওন' থেকে গৃহীত, যার অর্থ হচ্ছে নিকট। কন্যা সন্তানদের লালন পালনের ব্যাপারে নাবী ﷺ বলেছেন : তারা এবং আমি জান্নাতে খুব কাছাকাছি থাকব। নাবী ﷺ কনিষ্ঠা এবং মধ্যমা অঙ্গুলিকে একসাথে করে দেখালেন, এ দু'টি আঙ্গুল যেমন পাশাপাশি এ রকম অবস্থানে আমরা থাকব। (শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৬৩১)

٤٩٥١ -[٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «السَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالسَّاعِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ» وَأَحْسَبُهٗ قَالَ: «كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৫১-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিধবা ও নিঃস্বদের জন্য উপার্জনকারী আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গকারীর মতো। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, তিনি (ﷺ) এটাও বলেছেন যে, বিধবা ও নিঃস্বদের জন্য উপার্জনকারী রাতজাগা 'ইবাদাতকারীর মতো, যে অলসতা করে না এবং ঐ সায়িমের (রোযাদারের) মতো যে কক্ষনো সওম ভঙ্গ করে না।

(বুখারী ও মুসলিম)[৮৬৪]

ব্যাখ্যা : বিধবা এবং মিসকীনদের লালন পালনের বিষয়ে অত্র হাদীসে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হাদীসের শব্দ 'সাঈ' এর অর্থ হলো উপার্জন, বিধবা মিসকীন এবং ইয়াতীমের ভরণ-পোষণের জন্য উপার্জন। বিধবা হলো যার স্বামী মারা গিয়েছেন। ব্যাখ্যাকারীগণ বলেছেন, স্বামী মারা যাওয়া শর্ত নয়, যে নারীর স্বামী নেই সেই হচ্ছে বিধবা। কেউ বলেছেন, যার স্বামীর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে সেও বিধবা।

ইবনু কুতায়বাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ ধরনের মহিলাকে হাদীসের ভাষায় বা 'আরবী ভাষায় আরবেলা বলা হয়। 'আরবেলা' শব্দের অর্থ আরমেলা অর্থ হলো দারিদ্র্যতা এবং স্বামী হারানোর কারণে নিজে ভরণ পোষণে সক্ষমতা হারিয়ে কষ্টে জীবন যাপন কর। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬০০৭)

٤٩٥٢ -[٦] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهٗ وَلِغَيْرِهٖ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৯৫২-[৬] সাহল ইবনু সা'দ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এবং ইয়াতীমের লালন-পালনকারী, সে ইয়াতীম নিজের হোক বা অন্য কারো হোক জান্নাতে এরূপ হবো, এ কথা বলে তিনি (ﷺ) নিজের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। তখন দু' অঙ্গুলির মধ্যে সামান্য ব্যবধান ছিল। (বুখারী)[৮৬৫]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে ইয়াতীমদের প্রতি সদাচারণের কথা বলা হয়েছে। 'কাফিলুল ইয়াতীম' শব্দের অর্থ হলো ইয়াতীমের দায়ভার গ্রহণকারী ও তার কল্যাণকারী। নিজের অধীনে থাকা ইয়াতীম হোক বা অপর

---

[৮৬৪] সহীহ : বুখারী ৬০০৬, ৬০০৭; মুসলিম ৪১-(২৯৮২), আহমাদ ৮৭৩২, নাসায়ী ২৫৭৭, ইবনু মাজাহ ২১৪০, তিরমিযী ১৯৬৯, সহীহুল জামি' ৩৬৮০, সহীহ আত্ তারগীব ২৫৪৬, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৯৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৮৮২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০৫৯২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪২৪৫, শু'আবুল ঈমান ১১০২৯, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ২৩৫৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩০৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩০৪১।

[৮৬৫] সহীহ : বুখারী ৬০০৫, তিরমিযী ১৯১৮, আবূ দাউদ ৫১৫০, সহীহাহ্ ৮০০, সহীহ আত্ তারগীব ২৫৪১, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ১০০, আহমাদ ২২৮২০, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭৫৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৬০, আর মু'জামুল কাবীর ৫৭৭২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩০৩৭।

Scanned by CamScanner

কারো অধীনে থাকা ইয়াতীম হোক। অধীনে থাকা ইয়াতীম কথাটির অর্থ হলো সে ঐ ইয়াতীমের দাদা অথবা চাচা অথবা বড় ভাই অথবা নিকটাত্মীয়। অথবা এমন হতে পারে যে, সন্তানের পিতা মারা গেলেন আর তার মাতা তার লালন পালনের পুরা দায়িত্ব নিলেন, এগুলো সবই ইয়াতীম পালনের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বায্যার আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,

«من كفل يتيما ذا قرابة أو لا قرابة له» যে কেউ কোন ইয়াতীম লালন পালন করবে, সে তার নিকটাত্মীয় হোক বা না হোক সে উক্ত হাদীসে বর্ণিত সাওয়াব পাবে।

ইবনু বাত্তল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ইয়াতীমের লালন-পালনের অফুরন্ত সাওয়াবের এ হাদীসটি যার কানে পৌছবে সে যেন এর উপর 'আমাল করে যাতে করে সে জান্নাতে নাবী (সাঃ)-এর বন্ধু হতে পারে। আর আখিরাতে নাবী (সাঃ)-এর বন্ধু হওয়া বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬০০৫)

٤٩٥٣ -[٧] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৫৩-[৭] নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তুমি ঈমানদারদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়ার ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো দেখবে। দেহের কোন একটি অঙ্গ যদি ব্যথা পায়, তবে শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর কারণে জাগরণ ও জ্বরের মাধ্যমে ঐ ব্যথার অংশীদার হয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৬৬]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে মু'মিনদেরকে পরস্পর পরস্পরের সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে। এ হাদীস এবং তার পূর্ববর্তী কিছু হাদীস মু'মিন মুসলিমদের পরস্পর পরস্পরের উপর দয়াশীল এবং ভালো ও জনকল্যাণমূলক কাজে একে অপরের সহযোগী হতে বলেছে। এ হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় কাউকে কোন বিষয় বুঝাতে নিকট অর্থবোধক কোন শব্দ দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন ভালো এতে খুব তাড়াতাড়ি বিষয়টি বুঝে আসে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬০১১)

٤٩٥٤ -[٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৯৫৪-[৮] উক্ত রাবী (নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সকল মু'মিন এক অখণ্ড ব্যক্তির মতো। যদি এদের কোন একজনের চক্ষু ব্যথা হয়, তবে তাদের সর্বাঙ্গ ব্যথিত হয়, আর যদি তার মাথা ব্যথা হয়, তখন তাদের সারা শরীর ব্যথিত হয়। (মুসলিম)[৮৬৭]

---

[৮৬৬] সহীহ : বুখারী ৬০১১, মুসলিম ৬৬-(২৫৮৬), আহমাদ ১৮৩৭৩, শু'আবুল ঈমান ৮৯৮৫, আল মু'জামুস্ সগীর ৩৮২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৬৬০।

[৮৬৭] সহীহ : মুসলিম ৬৭-(২৫৮৬), সহীহুল জামি' ৬৬৬৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৩৭, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৪৪১৫, আহমাদ- ১৮৪৩৪, শু'আবুল ঈমান ১১১৪২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/১২৬।

Scanned by CamScanner

٤٩٥٥ -[٩] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৫৫-[৯] আবূ মূসা (রাঃ) নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য প্রাচীর বা ইমারতের মতো, যার একাংশ অপরাংশকে সুদৃঢ় করে। এটা বলে তিনি (ﷺ) এক হাতের অঙ্গুলি অপর হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবেশ করালেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৬৮]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে বলা হয়েছে যে, মু'মিনরা একে অপরের সহযোগী। একে অপরের জন্য তারা নিবেদিত প্রাণ। ইবনু বাত্ত্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মু'মিনরা যে একে অপরের সহযোগী এটা হচ্ছে আখিরাতের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে। তদ্রূপভাবে দুনিয়ার বৈধ কর্মকাণ্ডেও মু'মিনরা একে অপরের সহযোগী হবে। "*আল্ল-হু ফী আওনিল 'আবদী মাদামাল 'আবদু ফী আওনী আখী*" অর্থাৎ বান্দার সাহায্যে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ সে অপর ভাইয়ের সহযোগিতা করে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, "তোমরা একে অপরের সহযোগী হও সৎ কর্মে আর কল্যাণকর কাজে অপরদিকে অকল্যাণকর কাজ এবং অসৎ কাজে একে অপরের সহযোগিতা কর না।" (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬০২৬)

٤٩٥٦ -[١٠] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ: «اشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَيَقْضِي اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ رَسُوْلِه مَا شَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৫৬-[১০] উক্ত (আবূ মূসা (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি রসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, যখন রসূল ﷺ-এর কাছে কোন ভিক্ষুক বা অভাবী লোক আসত, তখন তিনি সহাবায়ি কিরামকে বলতেন, তোমরা সুপারিশ করো, তাহলে তোমাদের সুপারিশের সাওয়াব দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা যে আদেশ জারি করতে চান, তা রসূল ﷺ-এর জবানিতে জারি করেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৬৯]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায় কোন মুসলিম ভাই যদি বিভিন্ন বৈধ কর্মকাণ্ডের তার সাথীদের সুপারিশের প্রয়োজনবোধ করে থাকেন তাহলে তার জন্য সুপারিশ করা মুস্তাহাব। সে সুপারিশটা বাদশাহ্‌র নিকটে হোক অথবা মন্ত্রী অথবা সচিবের কাছে হোক। কোন ভাই যদি কোন প্রকার সুপারিশের দাবি করে, আর যার কাছে দাবি করবে সে যদি ঐ সুপারিশ করার অধিকার বা সক্ষমতা রাখে তাহলে সে সুপারিশ করবে। চাই বাদশাহর যুল্‌ম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অথবা শাস্তি মার্জনা করা অথবা নিঃস্ব মানুষের দান-দখিনা ইত্যাদি বিষয় হোক। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি তার উপরে হাদ্দ ফার্‌য হয়েছে, আর সে সুপারিশ চাচ্ছে যে, আপনি রাষ্ট্রপতির কাছে আমার জন্য একটু সুপারিশ করুন যেন আমার ওপরে তিনি হাদ্দ প্রতিষ্ঠা না করেন। অনুরূপ কোন বাতিল, অবান্তর বিষয়কে লাভ করার জন্য সুপারিশ কামনা করা অথবা অন্যের কোন প্রাপ্যকে বাতিলের জন্য সুপারিশ করা বা চাওয়া সম্পূর্ণভাবে হারাম; এ থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরী।

(শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৬২৭)

---

[৮৬৮] **সহীহ :** বুখারী ৪৮১, ২৪৪৬, ৬০২৬; মুসলিম ৬৫-(২৫৮৫), নাসায়ী ২৫৬০, তিরমিযী ১৯২৮, সহীহুল জামি' ৬৬৫৪, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৪৪১৩, আহমাদ ১৯৬২৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭৩২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৩১, শু'আবুল ঈমান ৭৬১১, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ২৩৪১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৪০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৭১৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৮৪৫।

[৮৬৯] **সহীহ :** বুখারী ৬০২৭, ৬০২৮, ৭৪৭৬; মুসলিম ১৪৫-(২৬২৭), আহমাদ ১৯৭০৬, আবূ ইয়া'লা ৭২৯৬, শু'আবুল ঈমান ৭৬১২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭১২৩।

Scanned by CamScanner

٤٩٥٧ -[١١] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذٰلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৫৭-[১১] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক তোমার মুসলিম ভাইকে সাহায্য করো। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রসূল! আমি তো অত্যাচারিতকে সাহায্য করব, অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি? তিনি (ﷺ) বললেন : তাকে অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করো, এটাই অত্যাচারীর প্রতি তোমার সাহায্য। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৭০]

ব্যাখ্যা : কেউ যদি যুল্‌ম করে তাহলে যালিমকে কখনো সহযোগিতা করা ঠিক নয়। অন্যভাবে এর অর্থ হলো তাকে বাধা দাও, অর্থাৎ যালিমকে তার যুল্‌ম থেকে নিবৃত্ত কর। অতএব যালিম যেন নিজেও যুল্‌ম থেকে বিরত এবং মাযলূমও তার যুল্‌ম থেকে বাঁচতে পারে। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৯৫২)

٤٩٥٨ -[١٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৫৮-[১২] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : মুসলিম মুসলিমের ভাই। কোন মুসলিম না কোন মুসলিমের ওপর যুল্‌ম করবে, না তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের অভাব মোচনে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার অভাব মোচন করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামাতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবেন। যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামাতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৭১]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি মানবাধিকার রক্ষায় একটি মাইলফলক। হাদীসের প্রথম অংশে যে এক মুসলিমকে আরেক মুসলিম ভাই হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে এটা হলো উখুওয়াতুল ইসলাম বা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। অর্থাৎ এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। এখানে উল্লেখ্য যে, ভাই কখনো ভাই-এর ওপরে যুল্‌ম করবে না, অর্থাৎ মুসলিম ভাই মুসলিম ভাই-এর উপরে যুল্‌ম করা হারাম।

তাকে কষ্টও দিবে না বরং তাকে সহযোগিতা করবে, সাহায্য করবে এবং তার পক্ষ হয়ে সব ধরনের বিপদাপদে তার সহযোগী হবে। এই সহযোগী হওয়াটা মাঝে মাঝে বাধ্যতামূলক হয়ে যায় মাঝে মাঝে তা

---

[৮৭০] সহীহ : বুখারী ২৪৪৩, ৬৯৫২; মুসলিম ২৫৮৪, তিরমিযী ২২৫৫, সহীহুল জামি‘ ১৫০২, সহীহ আত্ তারগীব ২২৩৫, আহমাদ ১১৯৪৯, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৩৮৩৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১৬৮, শু‘আবুল ঈমান ৭৬০৬, দারিমী ২৭৫৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/৯৪, আল মু‘জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৭৬।

[৮৭১] সহীহ : বুখারী ২৪৪২, মুসলিম ৫৮-(২৫৮০), তিরমিযী ১৫২৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫০৪, আবূ দাউদ ৪৮৯৩, সহীহুল জামি‘ ৬৭০৭, শু‘আবুল ঈমান ১১১৫০, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৭২৯১, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/১৯৫, আল মু‘জামুল কাবীর ১২৯৫৯, আস্ সুনানুল কুবরা ১২৪৮৮।

Scanned by CamScanner

কাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকে। ইমাম তৃবারানী সালিম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমকে বিপদগ্রস্ত দেখে চলে যাবে না, বরং তার সহযোগী হবে। ইমাম মুসলিম আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন, একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করবে না। হাদীসের আরেক অংশ হলো, আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তখন বান্দাকে সাহায্য করেন যখন সে তার ভাইকে সাহায্য করে। আর যে কোন মুসলিম ভাই-এর দুনিয়া ও আখিরাতের কোন বিপদে সাহায্য করবে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তাকে সাহায্য করবেন।

অত্র হাদীসে মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন করতে বলা হয়েছে, এটি একটি শর্তসাপেক্ষ বিষয়; তা যদি প্রকাশ করার চাইতে গোপন করা উত্তম হয়ে থাকে তাহলে গোপন, আর যদি প্রকাশ করা উত্তম হয় তাহলে প্রকাশ করবে। এক্ষেত্রে আমরা দেখি ইমামগণ যে রাবীদের সমালোচনা করেছেন এটা হারাম গীবাতের মধ্যে শামিল নয়, কারণ এখানে তার দোষ না বললে সমস্ত মুসলিম এক চরম ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৫৮)

٤٩٥٩ -[١٣] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهٗ وَلَا يَخْذُلُهٗ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا». وَيُشِيْرُ إِلٰى صَدْرِهٖ ثَلَاثَ مِرَارٍ "بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهٗ وَمَالُهٗ وَعِرْضُهٗ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৯৫৯-[১৩] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক মুসলিম অপর মুসলিমের (দীনী) ভাই। মুসলিম ব্যক্তি অপর মুসলিমের ওপর অবিচার করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না এবং অবজ্ঞা করবে না। আল্লাহভীতি এখানে! এ কথা বলে তিনি (ﷺ) নিজের বক্ষের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করে বললেন : একজন মানুষের জন্য এতটুকু অন্যায়ই যথেষ্ট যে, সে নিজের মুসলিম ভাইকে হেয় জ্ঞান করবে। মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান হারাম। (মুসলিম)[৮৭২]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি মুসলিমদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি আচরণ কেমন হবে তার বিবরণ পেশ করেছে। হাদীসের শব্দ (لَا يَخْذُلُهٗ) এর অর্থ তাকে বর্জন করবে না, তুচ্ছ মনে করবে না, লাঞ্ছিত করবে না, অবজ্ঞা করবে না। আরো একটু বিস্তারিত বললে হবে "কোন মুসলিম কোন যালিমের যুল্‌ম থেকে বাঁচার জন্য অপর কোন মুসলিমের নিকট সহযোগিতার আবেদন জানালে তাকে ঐ অবস্থায় ফেলে রাখবে না বরং যথাসাধ্য তাকে যুল্‌মের হাত থেকে বাঁচানো এবং তার সহযোগিতায় হাত প্রসারিত করা দায়িত্ব।" নাবী ﷺ নিজে বুকের দিকে ইশারা করে বললেন, তাক্বওয়া এখানে, তাক্বওয়া এখানে, তাক্বওয়া এখানে।

অন্য হাদীসে এসেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের শরীরের দিকে দেখেন না, দেখেন তোমাদের অন্তরের দিকে। প্রথমটির অর্থ হলো বাহ্যিক 'আমাল দ্বারা তাক্বওয়া অর্জন হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি না হয়। এ হাদীসটির মৌলিক অর্থ হলো অন্তরের অবস্থায় আল্লাহর নিকট বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কেউ এ হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে বলেছেন, 'আক্‌ল জ্ঞান কলবে থাকে মাথায় নয়।

(শারহে মুসলিম ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৫৬৪)

---

[৮৭২] সহীহ : মুসলিম ৩২-(২৫৬৪), সহীহ আত্ তারগীব ২৯৫৮, আহমাদ ৭৭২৭, শু'আবুল ঈমান ৬৬৬০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৮৩০।

Scanned by CamScanner

٤٩٦٠ -[١٤] وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَفِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبٰى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعٌ لَا يَبْغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفٰى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৯৬০-[১৪] 'ইয়ায ইবনু হিমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন প্রকার লোক জান্নাতবাসী। যথা- ১. দেশের শাসক- যিনি সুবিচারক ও দাতা, যাকে ভালো ও সৎ কাজ করার যোগ্যতা দান করা হয়েছে, ২. যিনি সকলের প্রতি অনুগ্রহকারী- নিকটাত্মীয় ও মুসলিমদের প্রতি কোমলপ্রাণ এবং ৩. যিনি নিষিদ্ধ বস্তু এবং ভিক্ষাবৃত্তি থেকে আত্মরক্ষাকারী- সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসাকারী। পাঁচ প্রকার লোক জাহান্নামবাসী। যথা- ১. দুর্বল জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি,- যে নিজের স্থূল বুদ্ধির কারণে নিজেকে কুকর্ম থেকে ফেরাতে পারে না। আর এ ব্যক্তি তোমাদের অধীনস্থ চাকর-বাকরদেরই একজন। সে স্ত্রীও চায় না, হালাল মালেরও পরোয়া করে না। অর্থাৎ- নিজে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকার কারণে স্ত্রীর প্রয়োজনবোধ করে না। হারাম মাল উপার্জনেই সন্তুষ্ট। হারাম হোক আর হালাল হোক, তার পেট ভরলেই সে যথেষ্ট মনে করে। ২. এমন খিয়ানাতকারী- যার লালসা গোপন ব্যাপার নয়, তুচ্ছ ব্যাপার হলেও সে অসাধুতা অবলম্বন করে। ৩. সে ব্যক্তি- যে তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের মধ্যে ধোঁকায় ফেলার জন্য সকাল-সন্ধ্যা চিন্তামগ্ন থাকে। অতঃপর তিনি (ﷺ), ৪. কৃপণ ও মিথ্যাবাদী এবং ৫. দুশ্চরিত্র ও অশ্লীল বাক্যালাপকারীর কথা বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম)[৮৭৩]

٤٩٦١ -[١٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৬১-[১৫] আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত (পরিপূর্ণ) ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না সে নিজের (মুসলিম) ভাইয়ের জন্য সে জিনিস পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৭৪]

ব্যাখ্যা : «لا يؤمن» 'তারা ঈমানদার হতে পারবে না' যারা ঈমানের দাবী করে অর্থাৎ নিজেদেরকে মু'মিন বলে পরিচয় দেয়। হাফিয ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'তারা ঈমানদার হতে পারবে না।' এ কথার অর্থ হলো পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না।

---

[৮৭৩] সহীহ : মুসলিম ৬৩-(২৮৬৫), নাসায়ী'র কুবরা ৮০৭০, সহীহুল জামি' ২৬৩৭, সহীহ আত্ তারগীব ২১৮৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০০৮৮, আহমাদ ১৮৩৪০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪৫৩, শু'আবুল ঈমান ১১০৪৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৮০৭০, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/১৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৩৯৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৬৫৬।

[৮৭৪] সহীহ : বুখারী ১৩, মুসলিম ৭২-(৪৫), ১০৭-(১৫৯৯); নাসায়ী ৫০১৭, তিরমিযী ২৫১৫, সহীহুল জামি' ৭৫৮৩, আবূ ইয়া'লা ৩১৮৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৩৪, শু'আবুল ঈ'মান ১১১২৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১১৭৭০, দারিমী ২৭৪০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮২৯২।

Scanned by CamScanner

«لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان» অর্থাৎ "কোন মু'মিন ঈমানের হাকীকাতে পৌঁছতে পারবে না", এখানে হাকীকাতে ঈমান অর্থ পূর্ণ ঈমান। এর দ্বারা প্রমাণিত যে, ঈমানের অনেক স্তর রয়েছে। হাদীসটিতে বলা হয়েছে মুসলিমের জন্য তাই ভালোবাসতে হবে যা নিজের জন্য ভালোবাসী, সেটা যত প্রকার কল্যাণ আছে সবই, তা পার্থিব হোক অথবা পারলৌকিক হোক। এর মধ্যে থেকে হারাম বিষয়গুলো বাদ যাবে।
(ফাতহুল বারী ১ম খণ্ড, হাঃ ১৩)

٤٩٦٢ -[١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ». قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৬২-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহর ক্বসম! সে ঈমানদার হবে না, আল্লাহর ক্বসম! সে ঈমানদার হবে না, আল্লাহর ক্বসম! সে ঈমানদার হবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! কে সে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৭৫]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসটিতে প্রতিবেশীর হাক্বের ব্যাপারে চরম গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন (وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ) আল্লাহর শপথ সে ঈমানদার হতে পারে না। আল্লাহর শপথ সে ঈমানদার হতে পারে না। যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না, কেননা ঈমানের শর্ত হলো কুরআন মেনে চলা অথচ কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ অর্থাৎ- "আত্মীয় ও অনাত্মীয় সকল প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারণ কর।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৩৬)

তাই যারা প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারণে ব্যর্থ তারা প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٩٦٣ -[١٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৯৬৩-[১৭] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়। (মুসলিম)[৮৭৬]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» এখানে بَوَائِقَ শব্দটি بائقة এর বহুবচন, যার অর্থ غائلة অর্থ কষ্টকর কোন জিনিস। (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) 'জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না', এর অর্থ দু'টি হতে পারে।

১। যারা মুসলিমদের কষ্ট দেয়া হালাল মনে করে তারা কাফির হয়ে যাবে, আর কাফির মূলতই জান্নাতে যেতে পারবে না।

---

[৮৭৫] সহীহ : বুখারী ৫৬৭০, মুসলিম ৭৩-(৪৬), সহীহুল জামি' ৭১০২, সহীহ আত্ তারগীব ২৫৫০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ ৩০০০, আহমাদ ৭৮৭৮, শু'আবুল ঈমান ৯৫৩৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৯৩৮।

[৮৭৬] সহীহ : মুসলিম ৭৩-(৪৬), সহীহুল জামি' ৭৬৭৫, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৮৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭৫, আহমাদ ৮৮৫৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬৪৯০, শু'আবুল ঈমান ৯৫৩৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/২৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৪০১, আল মুসতাদরাক ২১।

Scanned by CamScanner

২। মুসলিমদের কষ্ট দেয় এমন ব্যক্তির শাস্তি হলো সে সফলকাম মুসলিমদের সাথে প্রথম সারিতে জান্নাতে যেতে পারবে না, বরং তাকে অনেক অপেক্ষা করতে হবে। তারপর আল্লাহ তাকে শাস্তি দিলে দিতে পারেন আর মাফ করলে তার ইচ্ছা।

আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের মতামত যে, যারা কাবীরাহ্ গুনাহ্ করে অথচ তাওহীদের উপর মারা যায় তারা আল্লাহর ইচ্ছায় থাকবে যদি আল্লাহ্ চান তাদের শাস্তি দিবেন, আর চাইলে তিনি তাদের মাফ করে জান্নাতে দিবেন, অথবা কিছু শাস্তি দিয়ে জান্নাতে দিবেন। (শারহুন্ নাবাবী ২য় খণ্ড, হাঃ ৪৬)

٤٩٦٤ -[١٨] وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৬৪-[১৮] 'আয়িশাহ্ ও ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুম নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : জিবরীল 'আলায়হিস সালাম সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার পূর্ণ করার উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি আমার ধারণা হয়েছিল যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী ঠিক করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৭৭]

ব্যাখ্যা : প্রতিবেশীর হাক্ব ইসলামে একটি বিরাট স্থান করে নিয়েছে, জিবরীল আমীন 'আলায়হিস সালাম নাবী ﷺ-কে বার বার প্রতিবেশীর হাক্বের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন। এমনকি নাবীজি ﷺ মনে করলেন জিবরীল এ কথাও বলবেন প্রতিবেশীকেও যেন উত্তরাধিকারী করা হয়। এখানে উত্তরাধিকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পত্তির ভাগ দেয়া, যেমনটা নিকটাত্মীয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর প্রতিবেশী বলতে সব ধরনের প্রতিবেশী অন্তর্ভুক্ত তারা মুসলিম হতে পারে কাফির হতে পারে। আল্লাহর বান্দা হতে পারে, ফাসিক্ব হতে পারে, নিকটাত্মীয় হতে পারে, দূর সম্পর্কের আত্মীয় হতে পারে, ঘরের নিকটবর্তী হতে পারে এবং দূরেও হতে পারে, প্রতিবেশীর কয়েকটি স্তর রয়েছে একেকটি স্তর অন্য স্তর হতে বেশী উন্নত।

সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হলো মুসলিম প্রতিবেশী, তার পরে যিনি বেশী ইসলামের বিধি বিধান মানেন, তারপরে যারা যতটুকু ইসলামের বিধান মানেন সেই অনুপাতে তাদের স্তর বিন্যাস করা হবে। ইয়াহূদীদের সাথেও প্রতিবেশীর সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে। ত্বারানী বর্ণনা করেছেন প্রতিবেশী তিন শ্রেণীর। একজন হলো যার হাক্ব রয়েছে অথচ সে মুশরিক, তার শুধু প্রতিবেশীর হাক্ব রয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিবেশী হলো যার দু'টি হাক্ব রয়েছে, তিনি হলেন মুসলিম, তার দু'টি হাক্ব হলো একটি প্রতিবেশীর হাক্ব আরেকটি ইসলামের হাক্ব। আরেক ধরনের প্রতিবেশী হলো, যার তিনটি হাক্ব রয়েছে একটি হলো ইসলামের হাক্ব, আরেকটি প্রতিবেশীর হাক্ব, আরেকটি আত্মীয়ের হাক্ব।

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'প্রতিবেশী' শব্দটি ব্যবহার করা হয় যারা আশেপাশে রয়েছে, আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাড়ির বা ঘরের লোককেই প্রতিবেশী বলা হয়ে থাকে।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১০৪)

---

[৮৭৭] সহীহ : বুখারী ৫৬৬৯, মুসলিম ১৪১-(২৬২৫), তিরমিযী ১৯৪৩, আবূ দাউদ ৫১৫২, সহীহুল জামি' ১০৫৬৫, সহীহ আত্ তারগীব ২৫৭৪, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৯৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫৬ মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার ২৫৬৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ১৯৭৪৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৪১৭, মুসনাদুল বায্যার ২৩৮৮, আহমাদ ২৪২৬০০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১২, শু'আবুল ঈমান ৯৫৬২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/৩০৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৩১৫৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৬০৪।

Scanned by CamScanner

٤٩٦٥ - [١٩] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُّحْزِنَهٗ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৬৫-[১৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যখন তোমরা তিন ব্যক্তি একত্রে থাকবে, তোমাদের দু'জনে পরস্পর অপরজনকে বাদ দিয়ে কানে কানে কথা বলবে না যতক্ষণ না তোমরা জনতার সাথে মিশে যাও। এটা এজন্য যে, এতে অপর ব্যক্তি মনঃক্ষুণ্ণ হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৭৮]

ব্যাখ্যা : তিনজন ব্যক্তি এক সাথে থাকলে তার ভিতর থেকে দু'জন একজনকে বাদ দিয়ে কোন গোপন পরামর্শ করবে না। «إِذَا كَانُوْا أَرْبَعَةً» যদি তারা চারজন থাকেন। তাহলে কোন অসুবিধা নেই। ইবনু উমার -এর একটি 'আমাল এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। যখন তিনি কোন ব্যক্তির সাথে গোপন পরামর্শ করতে চাইতেন আর তারা যদি তিনজন থাকত তখন চতুর্থ আরেকজনকে ডেকে নিয়ে আসতেন। তারপর দু'জনকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমরা দু'জন বিশ্রাম নাও, আমি একটু কথা বলি। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে, চারজন হলে অসুবিধা নেই। ইবনু বাত্তাল (রহিমাহুল্লাহ) মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন একজনকে বাদ দিয়ে আলাপ করবে এটা নিষিদ্ধ, তাতে সে জামা'আতের সংখ্যা তিন হোক চার হোক বা ততোধিক হোক। এতে তাদের ভিতরে বিদ্বেষ সৃষ্টি বা সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণ ঘটে যেতে পারে। ইবনু বাত্তাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কোন জামা'আত থেকে একজনকে বাদ দিয়ে আলাপচারিতা করবে না।

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এক জামা'আত যদি আরেক জামা'আতকে বাদ দিয়ে কথাবার্তা বলে সেটা জায়িয হবে কিনা– এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনু তীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'আয়িশাহ্ -এর হাদীস ফাত্বিমার ঘটনায় প্রমাণ করে এটা জায়িয আছে। আল্লাহই ভালো জানেন। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬২৯০)

٤٩٦٦ - [٢٠] وَعَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ» ثَلَاثًا. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهٖ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৯৬৬-[২০] তামীম আদ্ দারী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী তিনবার বললেন : দীন হলো সহমর্মিতা বা কল্যাণ কামনা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : কার জন্য সহমর্মিতা? তিনি () বললেন : আল্লাহ তা'আলার জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রসূল-এর জন্য, মুসলিমদের নেতার জন্য এবং সর্বসাধারণ মুসলিমের জন্য। (মুসলিম)[৮৭৯]

---

[৮৭৮] সহীহ : বুখারী ৬২৯০, মুসলিম ৩৭-(২১৮৫), ৩৮-(২১৮৪); তিরমিযী ২৮২৫, ইবনু মাজহ ৩৭৭৫, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৮৯৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৪০২, মুসনাদুল বাযযার ১৬৭৫, আহমাদ ৩৫৬০, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫৬২৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৩, শু'আবুল ঈমান ১১১৫৯, দারিমী ২৬৫৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/৩৬৪।

[৮৭৯] সহীহ : মুসলিম ৯৫-(৫৫), নাসায়ী ৪২০০, তিরমিযী ১৯২৬, আবূ দাউদ ৪৯৪৪, ইরওয় ২৬, গয়াতুল মারাম ৩৩২, সহীহুল জামি' ১৬১০, সহীহ আত্ তারগীব ২৩১৫, মা'রিফাতুস্ সনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১০৩, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ১১৫২, আহমাদ ১৬৯৪০, আবূ ইয়া'লা ২৩৭২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৫৭৫, শু'আবুল ঈমান ৫২৬৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৭৮২০, দারিমী ২৭৫৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১২৫১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১১৮৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭০৯৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : ইমাম আবূ সুলায়মান আল খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন : 'নাসীহাত' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক আরবী শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে যার জন্য উপদেশ দেয়া হবে তার জন্য সর্বময় কল্যাণ কামনা করা। আরবী ভাষাতে এমন কোন শব্দ নেই যে, শব্দটি একক শব্দ হওয়া সত্ত্বেও এত বেশী অর্থবোধক হয়ে থাকে। আল্লাহর জন্য নাসীহাতের অর্থ হলো তার প্রতি ঈমান নিয়ে আসা। তার সাথে অংশীদার স্থাপন না করা এবং তার গুণাগুণে বিকৃত সাধন না করা। আর আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনকে সকল প্রকার অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত ঘোষণা করা। তার অনুগত হওয়া, অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা। তার কারণেই কাউকে ভালোবাসা, তার কারণে কারও সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করা। (শারহুন্ নাবাবী ২য় খণ্ড, হাঃ ৫৫)

٤٩٦٧ -[٢١] عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৬৭-[২১] জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে নিম্নোক্ত কথাগুলোর বায়'আত বা আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ করলাম– ১. সলাত প্রতিষ্ঠা করা, ২. যাকাত আদায় করা এবং ৩. প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনা করা। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৮০]

ব্যাখ্যা : জারীর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, অত্র হাদীসে সলাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায় এবং সমস্ত মুসলিমদের কল্যাণের ব্যাপারে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বায়'আত করেছি। এখানে প্রশ্ন হলো শুধু সলাত ও যাকাতের কথা বলা হলো কেন? উত্তরে 'উলামায়ে কিরাম বলেন : এ সলাত ও যাকাত যেহেতু কুরআন হাদীসে সব স্থানে এক সাথে এসেছে, তাই এখানেও এক সাথে আনা হয়েছে, আর সলাত এবং যাকাত হলো শাহাদাতের পরে ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন। সওম ও হাজ্জের কথা উল্লেখ করা হয়নি এ কারণে যে, এগুলো السمع কথা শুনা ও الطاعة তথা মানার মধ্যেই শামিল। (শারহে মুসরিম ২য় খণ্ড, হাঃ ৫৬)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٩٦٨ -[٢٢] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مَنْ شَقِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৪৯৬৮-[২২] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল ক্বাসিম ﷺ, যিনি "সত্যবাদী সত্যায়িত" তাঁকে বলতে শুনেছি, দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো অন্তর হতে অনুগ্রহ ও দয়া বের করে দেয়া হয় না। (আহমাদ ও তিরমিযী)[৮৮১]

---

[৮৮০] সহীহ : বুখারী ৫৭, ৫২৪, ১৪০১; মুসলিম ৯৭-(৫৬), ৯৯-(৫৬); নাসায়ী ৪১৭৫, তিরমিযী ১৯২৫, সহীহ আত্ তারগীব ৭৫১, আহমাদ ১৯২৪৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৫৪৬, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৩২১, দারিমী ২৫৪০, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ২৩০৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৮৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৭৫৭।

[৮৮১] হাসান : আহমাদ ৮০০১, তিরমিযী ১৯২৩, আবূ দাউদ ৪৯৪২, সহীহুল জামি' ৭৪৬৭, সহীহ আত্ তারগীব ২২৬১, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৮৮, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩৬০, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬১৪১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৬৬, শু'আবুল ঈমান ১১০৫১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৪৫৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭০৮৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ যে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী বুঝাতে হবে এ হাদীসটিই তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। যেখানে তিনি (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহর সৃষ্টির উপর দয়া করতে যে না পারবে সে চরম হতভাগা। সর্বাগ্রে সে দয়া করবে নিজের প্রতি। কারণ যে নিজেকেই দয়া করতে পারে না সে অন্যকে কিভাবে দয়া করবে? মহান আল্লাহ বলেন, «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ» "তোমরা অপর কাউকে ইহসান করার অর্থ তোমাদের নিজেদের ইহসান করা।" (সূরাহ্ ইসরা ১৭ : ৭)

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মানুষের প্রতি দয়া না করাকে হতভাগ্য বলে চিত্রায়িত করার কারণ হলো সৃষ্টির প্রতি দয়াপরবশ হতে উৎসাহিত করা যা ঈমানের পরিচায়ক। যার ভিতর নম্রতা নেই তার ঈমান নেই আর যার ঈমান নেই, সে নিঃসন্দেহে হতভাগ্য। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯২৩)

٤٩٦٩ - [٢٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اَلرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৪৯৬৯-[২৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শনকারীদের প্রতি আল্লাহ রহ্‌মানুর রহীম অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষণ করেন। সুতরাং তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আকাশের মালিক তোমাদের প্রতি রহমাত বর্ষণ করবেন। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)[৮৮২]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে দয়াশীলতার যে কথা বলা হয়েছে তা জমিনের মানব, জীব জানোয়ারের প্রতি অনুগ্রহ করা ও বিপদাপদে সমবেদনা জানানোর কথাটি ব্যাপক রাখা হয়েছে যাতে করে জমিনের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এর ভিতরে ভালো, মন্দ, কথা বলতে পারে এমন, পক্ষীকুল, কীটপতঙ্গ সবাই অন্তর্ভুক্ত হবে।

(يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ) যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের দয়া করবেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন আসমানে বসবাসকারী মালায়িকাহ্ (ফেরেশতামণ্ডলী), কেননা তারা মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন :

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾

অর্থাৎ যারা 'আর্‌শ বহন করে এবং তাদের আশেপাশে যারা আছে তারা তাদের রবের প্রশংসা তাসবীহ পাঠ করে এবং তার প্রতি ঈমান এনেছে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, হে আমাদের রব্! তুমি সব জিনিসকে দয়া ও 'ইল্‌মের মাধ্যমে বেষ্টন করে আছ। সুতরাং তুমি তাওবাহ্‌কারী ও তোমার পথ অনুসারীদের ক্ষমা কর এবং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। (সূরাহ্ আল মু'মিন/গাফির ৪০ : ৭)

সিরাজুল মুনীর গ্রন্থে এসেছে, اهل السماء তথা আসমানবাসী। এ শব্দ দ্বারা মালায়িকাহ্ উদ্দেশ্য।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯২৪)

---

[৮৮২] সহীহ : আবী দাউদ ৪৯৪১, তিরমিযী ২০০৬, সহীহুল জামি' ৩৫২২, সহীহ আত্ তারগীব ২২৫৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯২৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩৫৫, আহমাদ ৬৪৯৪, শু'আবুল ঈমান ১১০৪৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্বাবারানী ১৪৬০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯০১৩, আল মুসতাদরাক ৭২৭৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৩৬২।

Scanned by CamScanner

٤٩٧٠ - [٢٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৪৯৭০-[২৪] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে অনুগ্রহ করে না, আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, ভালো কাজের আদেশ করে না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে না, সে আমাদের দলের নয়।

[তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি গরীব।][৮৮৩]

ব্যাখ্যা : ইমাম আবূ 'ঈসা তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। কোন কোন 'আলিম বলেন : নাবী ﷺ-এর কথা (لَيْسَ مِنَّا) অর্থ আমাদের শিষ্টাচারের মধ্যে নয়। 'আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন : ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ বলেন, সুফ্ইয়ান সাওরী উক্ত ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের মধ্যে নয়' অর্থ আমাদের ধর্মের নয়। অর্থাৎ যদি কেউ ছোটদের স্নেহ না করে, বড়দের শ্রদ্ধা না করে তাহলে সে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং নাবী ﷺ-এর এ সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরাই আমাদের ঈমানের পরিচয়।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯২০)

٤٩٧١ - [٢٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا مِنْ أَجْلِ سِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ عِنْدَ سِنِّهِ مَنْ يُكْرِمُهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৯৭১-[২৫] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে যুবক কোন বৃদ্ধকে বার্ধক্যের কারণে ইয্যত-সম্মান করবে, আল্লাহ তা'আলা তার বৃদ্ধাবস্থার জন্য এমন লোককে নিয়োগ করবেন, যে তাকে ইয্যত-সম্মান করবে। (তিরমিযী)[৮৮৪]

٤٩٧٢ - [٢٦] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللّٰهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْاٰنِ غَيْرِ الْغَالِيْ فِيهِ وَلَا الْجَافِيْ عَنْهُ وَإِكْرَامَ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৪৯৭২-[২৬] আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বৃদ্ধ মুসলিমকে ইয্যত-সম্মান করা, কুরআন পাঠককে সম্মান করা– যতক্ষণ সে কুরআনের বাক্যের বা অর্থে বাড়াবাড়ি ও বিকৃতিসাধন না করে এবং ন্যায়বিচারক শাসককে সম্মান করা, এ সবকিছুই আল্লাহকে সম্মান করার অংশবিশেষ। (আবূ দাউদ ও বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমান")[৮৮৫]

---

[৮৮৩] য'ঈফ : তিরমিযী ১৯২১, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৩৯৩, য'ঈফুল জামি' ৪৯৩৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "লায়স ইবনু আবী সুলায়ম" নামের একজন য'ঈফ রাবী। এছাড়াও শারীকও য'ঈফ। দেখুন- য'ঈফাহ্ ২১০৮।

[৮৮৪] য'ঈফ : তিরমিযী ২০২২, য'ঈফাহ্ ৩০৪, য'ঈফুল জামি'উস্ সগীর ৫০১২, শু'আবুল ঈমান ১০৯৯৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৯০৩।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "ইয়াযীদ ইবনু বায়ান" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৩০৪।

[৮৮৫] হাসান : আবূ দাউদ ৪৮৪৩, সহীহুল জামি' ২১৯৫, সহীহ আত্ তারগীব ৯৮, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৭৪, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩২৫৬১, শু'আবুল ঈমান ১০৯৮৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭১০১।

Scanned by CamScanner

٤٩٧٣ -[٢٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيْ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৪৯৭৩-[২৭] আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : মুসলিমদের ঘরের মধ্যে উত্তম ঘর সেটাই, যাতে ইয়াতীম আছে, আর তার সাথে উত্তম আচরণ করা হয় এবং মুসলিমের ঘরের মধ্যে খারাপ ঘর সেটা, যাতে ইয়াতীম আছে, কিন্তু তার সাথে অসদাচরণ করা হয়। (ইবনু মাজাহ)[৮৮৬]

٤٩٧٤ -[٢٨] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِلّٰهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمُرُّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ» وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৪৯৭৪-[২৮] আবূ উমামাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোন ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাবে, যে চুলের উপর দিয়ে তার হাত বুলাবে, তার প্রতিটি চুলের জন্য একটি করে সাওয়াব লেখা হবে। যে ব্যক্তি কোন বালিকা অথবা ইয়াতীম বালকের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, যে তার তত্ত্বাবধানে আছে, আমি এবং সে জান্নাতে এ দু'টোর মতো হবো, যেমনিভাবে এ দু'টো অঙ্গুলি মিলিত হয়ে আছে। তিনি () নিজের দু' অঙ্গুলি একত্রে মিলালেন।
[আহমাদ ও তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি গরীব।][৮৮৭]

ব্যাখ্যা : (مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ) 'যে কোন ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাবে'; ইয়াতীম হলো পুঃ লিঙ্গ, ইয়াতীমাহ্ হলো স্ত্রী লিঙ্গ। অত্র হাদীসে শুধু ইয়াতীম বলা হয়েছে এর অর্থ এই নয় যে, ইয়াতীমার দিকটি বাদ দেয়া হয়েছে। ইয়াতীমার বিষয়টি আরো বেশী গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত। কারণ মেয়েরা এমনিতেই অবহেলিত জাতি, তারা ইয়াতীম হলে আরো অসহায় হয়ে পরে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানোর অর্থ হলো তার প্রতি স্নেহশীল হওয়া, তাকে আদর-সোহাগ এবং সমবেদনা জানানো, যাতে সে তার পিতার অভাব খানিকটা হলেও ভুলে যায়। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٤٩٧٥ -[٢٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آوٰى يَتِيمًا إِلٰى طَعَامِهٖ وَشَرَابِهٖ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ أَلْبَتَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ. وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتّٰى يُغْنِيَهُنَّ اللهُ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ»

---

[৮৮৬] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ৩৬৭৯, য'ঈফাহ্ ১৬৩৭, য'ঈফুল জমি' ২৯০৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৫১০, য'ঈফ লিত্ব ত্ববারানী ১০১১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৭৮৫।
হাদীসটি "ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলায়মান" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। য'ঈফাহ্ ১৬৩৭।

[৮৮৭] য'ঈফ : আহমাদ ২২১৫৩, য'ঈফ আত্ তারহীব ১৫১৩।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আলী ইবনু ইয়াযীদ" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। দেখুন- তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ ২২৩৩৮।

Scanned by CamScanner

حَتّٰى قَالُوْا: أَوْ وَاحِدَةً؟ لَقَالَ: وَاحِدَةً «وَمَنْ أَذْهَبَ اللّٰهُ بِكَرِيمَتَيْهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا كَرِيمَتَاهُ؟ قَالَ: «عَيْنَاهُ». رَوَاهُ فِىْ «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৪৯৭৫-[২৯] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীমকে নিজের খাদ্য-পানীয়তে ঠাঁই দেবে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় জান্নাত অবধারিত করে দেবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে এমন কোন পাপ না করে, যা মার্জনা করা হয় না। যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা তিনটি বোনকে প্রতিপালন করবে, তাদের শিষ্টাচার শেখাবে এবং অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শন করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরমুখাপেক্ষিতা হতে মুক্ত করেন, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত অবধারিত করেছেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রসূল! দু' কন্যা বা দু' বোনের লালন-পালনে কি সাওয়াব হবে? তিনি (ﷺ) বললেন : দু'জনের ব্যাপারে একই সাওয়াব মিলবে। যদি কেউ (সহাবায়ে কিরাম (রাঃ)) এক বোন বা কন্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন, তবে তার সম্পর্কেও রসূল ﷺ এটাই বলতেন। তিনি (ﷺ) আরো বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তির দু'টো প্রিয় বস্তু নিয়ে গিয়েছেন, তার জন্য জান্নাত অবধারিত রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! তার প্রিয় বস্তুদ্বয় কি? তিনি (ﷺ) বললেন : তার চক্ষুদ্বয়। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৮৮৮]

ব্যাখ্যা : যে মুসলিম কোন ইয়াতীমকে নিজের খাওয়ার সাথী বানাবে আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন। হ্যাঁ, তবে যদি সে এমন গুনাহ করে থাকে যা ক্ষমার অযোগ্য তাহলে ভিন্ন কথা। এখানে ক্ষমার অযোগ্য পাপ হলো শির্‌ক। ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা হলো সৃষ্টির প্রতি যুল্‌ম নির্যাতন চালানো। মির্‌ক্বাত গ্রন্থকার 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ইয়াতীম পালনের দ্বারা মানুষের হাক্ব নষ্ট করার পাপ ক্ষমা হবে না। বান্দাদের হাক্ব নষ্টের মধ্যে এটাও শামিল যে, কেউ ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করবে। মোটকথা হলো যারা ইয়াতীম লালন করবে তাদের আল্লাহর ইচ্ছায় ক্ষমা করে দেয় হবে।
(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৭৫)

٤٩٧٦-[٣٠] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهٗ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَنَاصِحٌ الرَّاوِىْ لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ بِالْقَوِىِّ

৪৯৭৬-[৩০] জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার সন্তানকে শিষ্টাচারের একটি কথা শিখানো এক সা' পরিমাণ খাদ্য দান করার চেয়েও উত্তম। (তিরমিযী)[৮৮৯]

---

[৮৮৮] য'ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৪৫৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ২৪৫৭।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "হুসায়ন ইবনু ক্বায়স আবূ আলী আর্ রুহাবী" নামের বর্ণনাকারীর উপাধি হান্‌শ। হাদীস বিশারদগণ তাকে য'ঈফ বলেছেন। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪২৭ পৃঃ।

[৮৮৯] য'ঈফ : তিরমিযী ১৯৫১, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৮৮৭, য'ঈফুল জামি'উস্ সগীর ৪৬৪২, আহমাদ ২০৯০০, শু'আবুল ঈমান ৮৬৫৭।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "নাসিহ" (ناصح) নামের একজন ব্যক্তি, যে হাদীস বর্ণনায় য'ঈফ। দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৮৮৭।

Scanned by CamScanner

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি গরীব। এর রাবী "নাসিহ" হাদীসবিদদের মতে সবল নয়।

ব্যাখ্যা : «لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ» 'কোন ব্যক্তি এক সা' পরিমাণ সদাক্বাহ্ করবে এর চেয়ে সে তার সন্তানকে আদব শিক্ষা দিবে, এটা উত্তম। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহিমাহুল্লাহ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন : এখানে একটি আদব বলার কারণ হলো আদব শিক্ষা দেয়ার গুরুত্ব মাহাত্ম্যকে ফুটিয়ে তোলা, সর্বোপরি এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া। কেননা সম্পদ দান এটা ক্ষয় হয়ে গেলেও আদব শিক্ষা দেয়ার বিষয়টি ক্বিয়ামাত পর্যন্ত জারি থাকবে।

'আল্লামাহ্ আল মানাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সন্তানকে আদব শিক্ষা দেয়া সদাক্বায়ে জারিয়াহ্ তথা চলমান সাওয়াব সংশ্লিষ্ট কাজের অন্তর্ভুক্ত। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৫১)

٤٩٧٧ -[٣١] وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسٰى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهٗ مِنْ نُحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا عِنْدِي حَدِيثٌ مُرْسَلٌ

৪৯৭৭-[৩১] আইয়ূব ইবনু মূসা (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন পিতা তার সন্তানকে শিষ্টাচারের চেয়ে শ্রেয় কোন বস্তু দান করে না। [তিরমিযী, বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমার মতে এটা মুরসাল হাদীস।][৮৯০]

ব্যাখ্যা : «مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهٗ مِنْ نُحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ» : পিতা কর্তৃক সন্তানকে দেয়া সবচেয়ে বড় উপঢৌকন হলো আদব শিক্ষা দেয়া। নিহায়াহ্ গ্রন্থে এসেছে, النحل অর্থ العطية তথা দান الهبة তথা কোন বিনিময় না চেয়ে নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ দান, অকৃত্রিম ভালোবাসা।

(أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ) শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়াই উত্তম। আদব শিক্ষা দিতে গিয়ে পিতা তার সন্তানকে ধমক দিতে বা প্রহারও করতে পারে, এগুলোই হচ্ছে আদব শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার নিয়ম, কেননা শিষ্টাচার বান্দাকে পূর্ণ বান্দা হতে সহায়তা করে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৫২)

٤٩٧٨ -[٣٢] وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ إِلَى الْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةِ «امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلٰى يَتَامَاهَا حَتّٰى بَانُوا أَوْ مَاتُوا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[৮৯০] য'ঈফ : তিরমিযী ১৯৫২, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১১২১, য'ঈফুল জামি'উস সগীর ৫২২৭, আহমাদ ১৬৭১৭, শু'আবুল ঈমান ১৬৭৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩০৫৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৬৫৮, আল মুসতাদরাক ৭৬৭৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৩৬৫।

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ দু'টি : ১. 'আমির ইবনু সলিহ আল খয্‌যায (الخزاز) য'ঈফ। ২. মুরসাল- বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১১২১।

Scanned by CamScanner

৪৯৭৮-[৩২] 'আওফ ইবনু মালিক আশজা'ঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমি ও বিবর্ণ গণ্ডদ্বয়বিশিষ্টা মহিলা ক্বিয়ামাতের দিন এরূপ হব। ইয়াযীদ ইবনু যুরাই (রহিমাহুল্লাহ) নিজের মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলির প্রতি ইঙ্গিত করলেন। আর বিবর্ণ গালবিশিষ্ট মহিলার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (ﷺ) বলেন, যে মহিলা নিজের স্বামী হারিয়েছে (মৃত্যু বা ত্বলাক্বের কারণে), যার জাঁকজমক ও রূপ রয়েছে; কিন্তু ইয়াতীম সন্তানদের লালন-পালনের উদ্দেশে নিজেকে বন্দি করে রেখেছে, তার ইয়াতীম সন্তানের বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পৃথক হওয়া বা মৃত্যুবরণ পর্যন্ত। (আবূ দাউদ)[৮৯১]

٤٩٧٩ -[٣٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৯৭৯-[৩৩] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যার একটি কন্যা আছে অথচ সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করেনি, তার উপর তার পুত্রদের অগ্রাধিকার দেয়নি, তাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (আবূ দাউদ)[৮৯২]

ব্যাখ্যা : (مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثٰى) যার নারী সন্তান আছে, নারী সন্তান বলতে নিজের মেয়ে অথবা বোন বুঝানো হয়েছে। (لَمْ يَئِدْهَا) সে তাকে প্রোথিত করল না, প্রোথিত অর্থ (কন্যা সন্তানদেরকে) জীবন্ত ক্ববরস্থ করা। সেকালে 'আরবরা কন্যাদেরকে জীবিত ক্ববর দেয়ার মতো জঘন্য কর্মে লিপ্ত ছিল। এটাকে ইসলাম চরমভাবে হারাম করেছে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৩৭)

٤٩٨٠ -[٣٤] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهِ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اللهُ فِي الدِّيْنَا وَالْاٰخِرَةِ. فَإِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهِ أَدْرَكَهُ اللهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৪৯৮০-[৩৪] আনাস (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তির সম্মুখে তার কোন মুসলিম ভাইয়ের পরোক্ষ নিন্দা করা হয়, আর সে তার সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে, অতঃপর সে তার সাহায্য করল, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইহকাল ও পরকালে সাহায্য করবেন। আর যদি সাহায্য না করে, অথচ সে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে, আল্লাহ তা'আলা এজন্য তাকে ইহকাল ও পরকালে পাকড়াও করবেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৮৯৩]

---

[৮৯১] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ৫১৪৯, য'ঈফাহ্ ১১২২, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৫১১, য'ঈফ আল আদাবুল মুফরাদ ২৮, আহমাদ ২৪০০৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৫৩০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আন্ নুহাস (النهاس) ইবনু ক্বহাম (قهم)" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১১২২।

[৮৯২] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ৫১৪৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ১২২৫, য'ঈফুল জামি' ৫৮০৭।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ এর সানাদে "ইবনু জারির" নামের একজন বর্ণনাকারী আছে। ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) তার ব্যাপারে বলেন, তাকে চেনা যায় না। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪২৯ পৃঃ।

[৮৯৩] **য'ঈফ জিদ্দান** : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৫৩০, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৬৯৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০২৫৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আবান" নামের বর্ণনাকারী মাতরূক। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪২৯, সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৮৮৮।

Scanned by CamScanner

٤٩٨١ -[٣٥] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْمَغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»

৪৯৮১-[৩৫] আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার গোশ্‌ত খাওয়া থেকে অন্যকে প্রতিহত করবে, আল্লাহ তা'আলার ওপর হাক্ব এই যে, তিনি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন।

(বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।)[৮৯৪]

ব্যাখ্যা : (مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ) যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের গীবাত প্রতিহত করবে সকলের জানা আছে গীবাত একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার মৃত ভাই-এর গোশত ভক্ষণকারী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। অত্র হাদীসে গীবাত থেকে পূর্ণভাবে বিরত থাকার প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ) অর্থাৎ আল্লাহর জন্য দায়িত্ব হয়ে যায় তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করা। হতে পারে প্রথম পর্যায়েই তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন অথবা অন্যান্য অপরাধের শাস্তি ভোগ করার পর।

(মিরকাতুল মাফাতীহ)

٤٩٨٢ -[٣٦] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَرُدُّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৪৯৮২-[৩৬] আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, যে মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইয়ের মান-সম্মান বিনষ্ট করা থেকে অন্যকে বিরত রাখে, আল্লাহ তা'আলার ওপর তার হাক্ব এই যে, তিনি ক্বিয়ামাতের দিন তার ওপর থেকে জাহান্নামের আগুন বিদূরিত করবেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন : ﴿...وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ "...আর আমাদের ওপর বিশ্বাসীদের সাহায্য করা কর্তব্য"– (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ৪৭)। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৮৯৫]

ব্যাখ্যা : আবূ বাক্‌র নাহশালী তিনি কুফার বাসিন্দা ছিলেন, রাবী হিসেবে সত্যবাদী, তবে কেউ কেউ তাকে মুরজিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

«مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ» যে তার ভাইয়ের ইয্‌যত রক্ষা করে, অর্থাৎ তার ভাইয়ের কোন দোষত্রুটি গোপন রাখে। অথবা তাকে কেউ অসম্মানিত করতে চাইলে তা প্রতিহত করে।

«رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ» আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। আল মানাবী বলেন : এখানে চেহারা বলে শুধু চেহারাই উদ্দেশ্য নয় চেহারাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো চেহারায় 'আযাবের তীব্রতা অনেক বেশী টের পাওয়া যায় এবং তা লাঞ্ছনা-গঞ্জনার জন্য সর্বাধিক কার্যকরী।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৩১)

---

[৮৯৪] হাসান : বায়হাক্বী ৭৬৪৩, গয়াতুল মারাম ৪৩১, আহমাদ ২৭৬০৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৯৯১৫।

[৮৯৫] য'ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৫২৮, য'ঈফাহ্ ৫৮০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ এর সানাদে আছে "লায়স ও শাহ্‌র ইবনু হাওশাব" নামে দু'জন য'ঈফ রাবী। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৩০ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

٤٩٨٣ -[٣٧] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِيْ مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِيْ مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللّٰهُ فِيْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৯৮৩-[৩৭] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মুসলিম তার কোন মুসলিম ভাইকে এমন সাহায্যস্থল হতে পরিত্যাগ করবে, যেখানে সে অসম্মানিত হচ্ছে অথবা তার ইয্যতহানি করা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা এমন জায়গায় তার সাহায্য পরিত্যাগ করবেন, যেখানে সে নিজেকে সাহায্য করা পছন্দ করবে। আর যে মুসলিম তার কোন মুসলিম ভাইকে এমন স্থানে সাহায্য করবে, যেখানে সে অসম্মানিত হচ্ছে বা তার মানহানি করা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা এমন স্থানে তাকে সাহায্য করবেন, যেখানে সে নিজেকে সাহায্য করা পছন্দ বা প্রত্যাশা করবে। (আবূ দাউদ)[৮৯৬]

ব্যাখ্যা : (مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ) কোন মুসলিম যদি অপর কোন মুসলিমকে লাঞ্ছিত করে তাহলে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন। হাদীসটির অর্থ হলো যে ব্যক্তি অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের অপমানজনক কিছু করবে আল্লাহও তাকে অপমান করবেন। [সম্পাদক]

٤٩٨٤ -[٣٨] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْؤُدَةً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

৪৯৮৪-[৩৮] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের ত্রুটি দেখে, অতঃপর সেটা গোপন করে, তার সাওয়াব তার সমান হবে, যে জীবন্ত প্রোথিত কোন কন্যাকে বাঁচালো।

[আহমাদ ও তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) একে সহীহ হাদীস বলেছেন।][৮৯৭]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের কোন ত্রুটি দেখবে অথবা অসম্মানজনক কোন কাজ দেখবে আর সেটা সে গোপন করে রাখবে যেন সে তাকে জীবিত করল। অর্থাৎ এ গোপন করে রাখার সাওয়াবটা এত বেশী যেন কাউকে সে জীবিত করার সওয়াব পেয়ে গেল। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা রব্বুল 'আলামীন বলেছেন, "যে ব্যক্তি একটি আত্মাকে জীবিত করল যেন সে সারা পৃথিবীর মানুষকে জীবিত করল"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩২)। তবে যদি প্রকাশ করে দেয়াটা উত্তম হয় সেক্ষেত্রে প্রকাশ করে দেয়াটাও জরুরী হয়ে বসতে পারে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৯৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪৮৮৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৩৫৩।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, "ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলায়মান ইবনু যায়দ ও ইসমা'ঈল ইবনু বাশীর" নামের দু' ব্যক্তিই মাজহূল। দেখুন- য'ঈফাহ্ ৬৮৭১, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৩১ পৃঃ।

[৮৯৭] **য'ঈফ :** আহমাদ ১৭৪৪৭, তিরমিযী (পাওয়া যায়নি), আবূ দাউদ ৪৮৯১, য'ঈফাহ্ ১২৬৫, য'ঈফ আল আদাবুল মুফরাদ ১১৫, য'ঈফুল জামি'উস্ সগীর ৫৫৯০, মা'রিফাতিস সুনান ওয়াল আসার ৫৫০৭।
হাদীসটির সানাদ য'ঈফ হওয়ার কারণে হাদীসটি য'ঈফ। এর সানাদে 'উক্ববার মুক্তদাস "আবুল হায়সাম" নামের বর্ণনাকারীকে চেনা যায় না। যেমনটি ইমাম যাহাবী বর্ণনা করেছেন। হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৩০ পৃঃ, য'ঈফাহ্ ১২৬৫।

Scanned by CamScanner

٤٩٨٥ - [٣٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ فَإِنْ رَأَى بِهٖ أَذًى فَلْيُمِطْ عَنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهٗ وَلِأَبِي دَاوُدَ: «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهٗ وَيَحُوطُهٗ مِنْ وَرَائِهٖ»

৪৯৮৫-[৩৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের মুসলিম ভাইয়ের আয়না স্বরূপ। যদি কেউ খারাপ কিছু তার মধ্যে দেখে, সে যেন সেটা তার থেকে দূর করে। (তিরমিযী)[৮৯৮]

আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসটি য'ঈফ বলেছেন। তিরমিযী ও আবূ দাউদ-এর অপর বর্ণনায় আছে যে, মুসলিম মুসলিমের আয়না স্বরূপ। মুসলিম মুসলিমের ভাই। যা তাকে ধ্বংস করবে, এমন বস্তু সে তার থেকে সরিয়ে দেয় এবং তার অনুপস্থিতিতে তার অধিকার সংরক্ষণ করে।)

ব্যাখ্যা : (الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ) "এক মু'মিন আর এক মু'মিনের জন্য আয়না স্বরূপ", কথাটির অর্থ হলো মু'মিন তার অপর ভাইয়ের ভালো-মন্দ উভয় দিকই স্বচক্ষে অবলোকন করে থাকেন। তিনি তার মন্দ বিষয়গুলো লোক সমাজে প্রকাশ না করে শুধরিয়ে দিবেন যেমন আয়নাতে আমরা আমাদের চেহারায় ময়লা লাগলে তা পরিষ্কার করে থাকি। অনেক সময় নিজের দোষ নিজে অনুধাবন করা যায় না; কেউ ধরিয়ে দিলে ঠিকই বুঝতে পারা যায়।

(يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهٗ) তার পণ্য নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে তাকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ তার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে তাকে সাবধান করবে, হতে পারে মান-সম্ভ্রম ইত্যাদি অর্থাৎ তার মু'মিন ভাই কোন দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা এটা তিনি লক্ষ্য করবেন।

(يَحُوطُهٗ مِنْ وَرَائِهٖ) তার চোখের আড়ালে থেকে তাকে সুরক্ষা দিতে স্বচেষ্ট হবে। অর্থাৎ তাকে হিফাযাতের আপ্রাণ চেষ্টায় লিপ্ত থাকবে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯১০)

٤٩٨٦ - [٤٠] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ حَمٰى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ بَعَثَ اللّٰهُ مَلَكًا يَحْمِيْ لَحْمَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمٰى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ بِهٖ شَيْنَهٗ حَبَسَهُ اللّٰهُ عَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৯৮৬-[৪০] মু'আয ইবনু আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে মুনাফিক্বের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য এমন একজন মালাক (ফেরেশ্‌তা) পাঠাবেন, যে তার দেহ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে এমন বিষয়ে অপবাদ দেবে, যার দ্বারা সে তাকে কলঙ্কিত করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের সেতুর উপর বন্দি করবেন, যতক্ষণ না সে কথিত অপবাদ থেকে বের হয়ে আসে। (আবূ দাউদ)[৮৯৯]

---

[৮৯৮] **য'ঈফ জিদ্দান (খুবই দুর্বল) :** তিরমিযী ১৯২৯, য'ঈফাহ্ ১৮৮৯, য'ঈফুল জামি'উস্ সগীর ১৩৭১। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "ইয়াহইয়া" নামের বর্ণনাকারী মাতরূক। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৮৮৯, হাদীসটির বাকী অংশটুকু তথা আবূ দাউদের বর্ণনাটি হাসান। আবূ দাউদ ৪৯১৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯২৬, সহীহুল জামি'উস্ সগীর ৬৬৫৬, শু'আবুল ঈমান ৭৬৪৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২১১৪।

[৮৯৯] **হাসান :** আবূ দাউদ ৪৮৮৩, আহমাদ ১৫৬৪৯, শু'আবুল ঈমান ৭৬৩১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬৮৩১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (مَنْ حَمٰى) যে হিফাযাত করবে।

অত্র হাদীসে মুনাফিক্বের কথা উল্লেখ হওয়ার কারণ হলো, তারা কারো দোষ-ত্রুটি সামনে বলে না, বরং যার দোষ-ত্রুটি আছে তার কাছে তার ভালো গুণ বলে, আর অপরের কাছে দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ায়, অথচ উচিত ছিল যার দোষ তার সামনে বলে দেয়া যাতে সে সংশোধিত হতে পারে।

অত্র হাদীসের শিক্ষা হলো আমরা কারো দোষ দেখলে যার দোষ তাকেই বলবো, আর মুসলিম ভাইকে অপরের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করব, এতে পরস্পর সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সাথে জীবন যাপন করতে পারব।
('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮৭৫)

٤٩٨٧ -[٤١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهٖ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهٖ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৪৯৮৭-[৪১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট সে ব্যক্তি উত্তম বন্ধু, যে তার নিজের বন্ধুর কাছে উত্তম এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম প্রতিবেশী সে ব্যক্তি, যে তার নিজের প্রতিবেশীর কাছে উত্তম।
[তিরমিযী ও দারিমী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব।][৯০০]

٤٩٨٨ -[٤٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ لِيْ أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَوْ إِذَا أَسَأْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ. وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৪৯৮৮-[৪২] ইবনু মাস্‌'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রসূল! আমি কিভাবে জানব যে, আমি ভালো কাজ করলাম কিংবা খারাপ কাজ করলাম? নাবী ﷺ বললেন : যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীকে বলতে শুনবে যে, তুমি ভালো করেছ, তবে তুমি ভালো কাজ করলে। আর যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীকে বলতে শুনবে যে, তুমি খারাপ কাজ করেছ, তবে তুমি খারাপ কাজ করলে। (ইবনু মাজাহ)[৯০১]

٤٩٨٩ -[٤٣] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

---

[৯০০] সহীহ : তিরমিযী ১৯৪৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৩০, দারিমী ২৪৩৭, সহীহুল জামি' ৩৩৮১, সহীহ আত্ তারগীব ২৫৬৮, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৮৪, আহমাদ ৬৫৬৬, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫৩৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১৮, শু'আবুল ঈমান ৯৫৪১, আল মুসতাদরাক ১৬২০।

[৯০১] সহীহ : ইবনু মাজাহ ৪২২৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৩২৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৯৭৪৯, আহমাদ ৩৮০৮, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/৪৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০২৮০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৮৯৮।

Scanned by CamScanner

৪৯৮৯-[৪৩] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান করো। (আবূ দাঊদ)[৯০২]

ব্যাখ্যা : «أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ» মানুষকে তার মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান দাও। এ কথাটির অর্থ হলো মানুষ সমাজে প্রত্যেক ধর্ম, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সম্মানে যে যে শ্রেণী ও পর্যায়ের তার সাথে সেরূপ মর্যাদা বজায় রেখে আচার ব্যবহার কর। 'আল্লামাহ্ 'আযীযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

«الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ الْحَضُّ عَلٰى مُرَاعَاةِ مَقَادِيرِ النَّاسِ وَمَرَاتِبِهِمْ وَمَنَاصِبِهِمْ وَتَفْضِيلِ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الْمَجَالِسِ وَفِي الْقِيَامِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْحُقُوقِ»

অর্থাৎ অত্র হাদীসের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে উৎসাহিত করে তোলা যে, তারা যেন প্রত্যেককে তাদের নিজ নিজ পদ মর্যাদা সামাজিক অবস্থান ও মান-মর্যাদা বজায় রেখে আচার আচরণ করে।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮৩৪)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٩٩٠ -[٤٤] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰذَا؟» قَالُوا: حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أُؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ»

৪৯৯০-[৪৪] 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ কুরাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উযূ করলেন। সহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাঁর উযূর পানি স্বীয় শরীরে মর্দন করতে লাগলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বললেন : কিসে তোমাদেরকে এ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করল? সহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূল-এর ভালোবাসা। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন : যার আন্তরিক বাসনা যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসবে অথবা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ভালোবাসবেন, সে যেন যখন কথা বলে সত্য বলে, যখন তার কাছে গচ্ছিত রাখা হয় সে তা যথারীতি ফেরত দেয় এবং যার প্রতিবেশী আছে, সে প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশীসুলভ উত্তম আচরণ করে।[৯০৩]

٤٩٩١ -[٤٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلٰى جَنْبِهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

---

[৯০২] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৪৮৪২, য'ঈফাহ্ ১৮৯৪, য'ঈফুল জামি' ১৩৪৪।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে ইনক্বিত্বা' বা বিছিন্নতা রয়েছে। তা হলো মায়মূন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে পাননি।
দেখুন- আবূ দাঊদ ৪৮৪২, য'ঈফাহ্ ১৮৯৪।

[৯০৩] হাসান : শু'আবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী ১৫৩৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯৯৮।

Scanned by CamScanner

৪৯৯১-[৪৫] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, সে ব্যক্তি পূর্ণ মু'মিন নয়, যে উদরপূর্তি করে খায় অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।
[উপরের হাদীস দু'টি ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।][৯০৪]

٤٩٩٢ -[٤٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا. قَالَ: «هِيَ فِي النَّارِ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ قِلَّةَ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا. قَالَ: «هِيَ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৪৯৯২-[৪৬] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল : হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে বেশি বেশি সলাত আদায় করে, সওম পালন করে এবং দান-দক্ষিণায় খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে; কিন্তু নিজের মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রসূল ﷺ বললেন : সে জাহান্নামে যাবে। লোকটি জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা, যার সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম সওম পালন করে, কম দান-দক্ষিণা করে এবং কম সলাত আদায় করে। সে শুধু কয়েক টুকরো পনির আল্লাহর রাস্তায় দান করে; কিন্তু নিজের কথার দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রসূল ﷺ বললেন : সে জান্নাতে যাবে। (আহমাদ ও বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমানে")[৯০৫]

٤٩٩٣ -[٤٧] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟». قَالَ: فَسَكَتُوا فَقَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: بَلٰى يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا. فَقَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجٰى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجٰى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৪৯৯৩-[৪৭] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ উপবিষ্ট কতিপয় সহাবীর নিকট এসে দাঁড়িয়ে বললেন : আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না তোমাদের মধ্যে কে ভালো লোক এবং কে খারাপ লোক? রাবী বলেন : এটা শুনে সহাবায়ে কিরাম চুপ রইলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি তিনবার বললেন। তখন এক ব্যক্তি বলল : জ্বী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের ভালো লোকেদেরকে খারাপ লোক থেকে পৃথক করে দেখিয়ে দিন। তিনি (ﷺ) বললেন : তোমাদের মধ্যে ভালো সে ব্যক্তি, যার ভালো কাজের আশা করা যায় এবং যার মন্দ থেকে নিরাপত্তা আশা করা যায়। আর তোমাদের মধ্যে খারাপ সে ব্যক্তি, যার ভালো কাজের আশা করা যায় না, যার অনিষ্টতা থেকে নিরাপত্তার আশা করা যায় না।
[তিরমিযী ও বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমানে"; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি হাসান সহীহ।][৯০৬]

---

[৯০৪] সহীহ : শু'আবুল ঈমান ৩৩৮৯, সহীহুল জামি' ৫৩৮২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৫৭৩, সহীহ আত্ তারগীব ২৫৬১, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ২৬৯৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০১৬০।

[৯০৫] সহীহ : বায়হাক্বী ৯৫৪৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৯০, আহমাদ ৯৬৭৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫৭৬৪, সহীহ আত্ তারগীব ২৫৬০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৮৮।

[৯০৬] সহীহ : তিরমিযী ২২৬৩, সহীহুল জামি' ৪৩৬৮, আহমাদ ৮৮১২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৭, শু'আবুল ঈমান ১১২৬৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجٰى خَيْرُهٗ) তোমাদের মধ্যে উত্তম সে যার কাছ থেকে ভালো আশা করা যায়। সামাজিক জীবনে আমরা সমাজে এমন কিছু মানুষ পাই যাদেরকে সবাই ভালো মানুষ হিসেবে জানেন এবং সর্বদা তাদের নিকট থেকে আমরা ভালো এবং কল্যাণমূলক কাজ পেয়ে থাকি, হাদীসটিতে তাদের কথাই বলা হয়েছে।

(وَيُؤْمَنُ شَرُّهٗ) অন্য এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যাদের অনিষ্ট থেকে জনসাধারণ নিরাপদে থাকতে চায়। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সমাজের সর্বনিকৃষ্ট মানুষের কথা হলো, যাদের কাছ থেকে কোন কল্যাণ আশা করা যায় না। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২২৬৩)

٤٩٩٤ - [٤٨] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِى الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللّٰهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهٗ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتّٰى يُسْلِمَ قَلْبُهٗ وَلِسَانُهٗ وَلَا يُؤْمِنُ حَتّٰى يَأْمَنَ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ»

৪৯৯৪-[৪৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে তোমাদের চরিত্র বণ্টন করেছেন, যেভাবে তোমাদের রিয্‌ক্ব বণ্টন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে দুনিয়া দান করেন, যাকে প্রিয়জন মনে করেন এবং ঐ ব্যক্তিকেও দান করেন, যাকে প্রিয়জন মনে করেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালোবেসেছেন, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দীন দান করেন না। অতএব যাকে আল্লাহ তা'আলা দীন দান করেন, তাকে তিনি ভালোবেসেছেন। যার হাতে আমার প্রাণ, সে সত্তার কৃসম, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম হতে পারে না, যতক্ষণ না তার অন্তর ও মুখ (রসনা) মুসলিম হবে এবং কোন ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না তার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ হবে।[৯০৭]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে মানুষের তাক্বদীরে যা নির্ধারিত সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আমি তাদের জীবন উপকরণকে তাদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছি।" (সূরাহ্ আয্ যুখরুফ ৪৩ : ৩২)

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন দুনিয়াবী রিয্‌ক্ব দান করেন যাকে তিনি ভালোবাসেন, যেমন- নাবীগণ, ওলী আউলিয়াগণ; যেমন- সুলায়মান (আলায়হিস সালাম) এবং 'উসমান (রাঃ)-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যেতে পারে। আর যাকে তিনি ভালো না বাসেন তাকেও তিনি দুনিয়া দান করেন, যেমন- ফির'আওন, হামান। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ বলেছেন : "তোমার প্রতিপালকের দান থেকে আমি এদেরকে আর ওদেরকে সকলকেই সাহায্য করে থাকি, তোমার প্রতিপালকের দান তো বন্ধ হওয়ার নয়"– (সূরাহ্ ইসরা ১৭ : ২০)। তবে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন যাকে ভালোবাসেন না তাকে কখনো দীনের জ্ঞানের দেন না। আর যাকে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন দীন দিয়েছেন তাকে ভালোবেসেছেন। দীনের বিষয়গুলো নিঃসন্দেহে দুনিয়ার চেয়ে উত্তম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯০৭] প্রথম অংশটুকু য'ঈফ আর অবশিষ্ট (وَالَّذِيْ...) অংশটুকু সহীহ : হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৩৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭১৪, বায়হাক্বী ৫৫২৪, আহমাদ ৩৬৭২।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আস্ সব্বাহ ইবনু মুহাম্মাদ" নামে একজন য'ঈফ রাবী আছে। তাহক্বীক্ব মুসনাদে ৩৬৭২।

Scanned by CamScanner

٤٩٩٥ ـ[٤٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ» رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৪৯৯৫-[৪৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলিম প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল। তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে ব্যক্তি অন্যকে ভালোবাসে না এবং অন্য মুসলিমও তার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না।

[হাদীসদ্বয় ইমাম আহমাদ ও বায়হাক্বী'র (রহিমাহুল্লাহ) "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।][৯০৮]

ব্যাখ্যা : মু'মিন ভালোবাসার কেন্দ্র, সুতরাং তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে, এটা কল্যাণের নিদর্শন। যার মধ্যে কল্যাণ নেই, সেই ভালোবাসা পরিহার করে থাকে। এটাই হচ্ছে কুরআন এবং হাদীসের দা'ওয়াত এবং আহ্বান। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেছেন : "তোমরা সকলে শক্তভাবে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না আর আল্লাহর পক্ষ থেকে নি'আমাতের শুকরিয়া আদায় কর। যখন তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তোমাদের ভিতরে তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা স্থাপন করেছেন। পরক্ষণে তোমরা একে অপরের ভাই হয়ে গেছ আল্লাহর নি'আমাতের কারণে"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১০২)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٩٩٦ ـ[٥٠] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَضٰى لِأَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي حَاجَةً يُرِيدُ أَنْ يَسُرَّهُ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِي وَمَنْ سَرَّنِي فَقَدْ سَرَّ اللهَ وَمَنْ سَرَّ اللهَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ»

৪৯৯৬-[৫০] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের কারো অভাব পূরণ করল এবং তাকে সন্তুষ্ট করল, তাহলে সে আমাকে সন্তুষ্ট করল। যে ব্যক্তি আমাকে সন্তুষ্ট করল, সে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করল। যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৯০৯]

٤٩٩٧ ـ[٥١] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوفًا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةٌ فِيهَا صَلَاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ لَهُ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

৪৯৯৭-[৫১] উক্ত রাবী (আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারিত ব্যক্তির ফরিয়াদ শুনে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তিহাত্তরটি মাগফিরাত অবধারিত করবেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, এতে তার পার্থিব সকল কাজের সংশোধনের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ। আর বাহাত্তরটি হলো, ক্বিয়ামাতের দিন তার মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ দান করা।[৯১০]

---

[৯০৮] সহীহ : বায়হাক্বী ৮১১৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪২৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৪৫৪৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬২৭, আহমাদ ৯১৯৮, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/২৫৪ পৃঃ, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ৫৬১২।

[৯০৯] মাওযূ'/জাল : বায়হাক্বী ৭৬৫২, য'ঈফাহ্ ৬৮২৭।
হাদীসটি জাল হওয়ার কারণ, এর সানাদে "ইয়াহইয়া ইবনু যাহদাম" অর্থাৎ ইবনু হারিস একজন মিথ্যুক। বিস্তারিত- য'ঈফাহ্ ৬৮৫৭।

[৯১০] মাওযূ'/জাল : বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান ৭৬৭০, য'ঈফাহ্ ৬২১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের তিহাত্তর সংখ্যা নিয়ে 'উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ বলেছেন, এখানে তিহাত্তর উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হলো বেশী বেশী সাওয়াব দান। এ তিহাত্তরটির প্রথমটি হলো তার দুনিয়ার সব কিছু সুখের হওয়া, আর বাহাত্তরটি ক্বিয়ামাতে দেয়া হবে। এখানে বুঝা যায় যে, একটি রহমাতই দুনিয়ার সব পাপ ক্ষমার ও কল্যাণের জন্য যথেষ্ট আর বাকিগুলো সব ক্বিয়ামাতের জন্য অবশিষ্ট থাকবে। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : গুনাহ মোচনকারী যত 'আমাল রয়েছে সব যখন একত্রিত হবে তখন একটি 'আমালের মাধ্যমে সমস্ত সগীরাহ্ গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, আর পরেরগুলো দিয়ে কাবীরাহ্ গুনাহকে হালকা করা হবে। এরপর যতগুলো আসবে সবগুলো অর্থ হবে তার মর্যাদা বৃদ্ধি। ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ)-ও এ কথা বলেছেন। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٤٩٩٨ - [٥٢]، ٤٩٩٩ - [٥٣] وَعَنْهُ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلٰى عِيَالِهِ». رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৪৯৯৮-[৫২], ৪৯৯৯-[৫৩] উক্ত রাবী (আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও 'আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সকল সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার পরিবারের সদস্যবিশেষ। সৃষ্টজীবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই, যে তার পরিবার-পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে। [ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) উপরিউক্ত তিনটি হাদীস শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।][৯১১]

ব্যাখ্যা : (الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ) "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার পরিবারের সদস্যবিশেষ" সমগ্র সৃষ্টির রিয্ক্ব ও পরিচালনা আল্লাহই করেন। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত عيال 'ইয়াল' শব্দটি অন্য কারো জন্য ব্যবহৃত হলে তা হবে রূপক অর্থজ্ঞাপক। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا...﴾ অর্থাৎ "সমগ্র সৃষ্টিজীবের রিয্ক্ব আল্লাহর নিকট যিনি জানেন কোথায় তারা বসবাস করবে আর কোথায় মৃত্যুবরণ করবে...।" (সূরাহ্ হূদ ১১ : ৬)

(فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلٰى عِيَالِهِ) "আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে তার পরিবারের প্রতি বেশী দয়াশীল"। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, «خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ» অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে মানুষের বেশী উপকার করে থাকেন। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٥٠٠٠ - [٥٤] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫০০০-[৫৪] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার আদালতে যে মামলার বিচার হবে, তা হলো দুই প্রতিবেশীর ঝগড়ার মামলা। (আহমাদ)[৯১২]

হাদীসটি জাল হওয়ার কারণ, এর সানাদে "যিয়াদ ইবনু আবী হাস্‌সান" নামে একজন বর্ণনাকারী আছে। যে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে জাল হাদীস তৈরি করত। বিস্তারিত- য'ঈফাহ্ ৬২১, য'ঈফুল জামি' ৫৪৫৬।

[৯১১] মাওযূ'/জাল : বায়হাক্বী ৭৪৪৬।
হাদীস জাল হওয়ার কারণ, এর সানাদে বর্ণিত "ইউসুফ" নামের বর্ণনাকারী মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। বিস্তারিত- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৯০০।

[৯১২] হাসান : আহমাদ ১৭৩৭২, সহীহুল জামি' ২৫৬৩, সহীহ আত্ তারগীব ২৫৫৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪২৫২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : «أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ» "ক্বিয়ামাত দিবসে সর্বপ্রথম প্রতিবেশীদের মধ্যেকার বিবাদের বিচার হবে।" ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কোন বর্ণনায় এসেছে, «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ» অর্থাৎ সর্বপ্রথম বান্দার সলাতের হিসাব হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, «أَوَّلُ مَا يَبَيْنَ النَّاسِ الدَّمُ» অর্থাৎ সর্বপ্রথম মানুষের মাঝে রক্ত তথা হত্যাযজ্ঞের বিচার হবে। উক্ত বর্ণনাগুলো পরস্পর বিপরীতমুখী মনে হলেও আসলে তা নয়, ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম হুক্বুল্লাহ তথা বান্দা ও আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সলাতের হিসাব নেয়া হবে। যেহেতু সলাত হচ্ছে হুক্বুল্লাহর মধ্যে সর্বোত্তম 'ইবাদাত। হুক্বুল ইবাদের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর হাক্ব অগ্রণী, তাই সে বিচার আগে হবে। আর বান্দার হাক্বসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে, কেননা এটা হচ্ছে সর্ববৃহৎ পাপ। অতএব উক্ত বর্ণনাগুলোর মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٥٠٠١ -[٥٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ: «اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫০০১-[৫৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন : জনৈক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর কাছে নিজের কঠিন হৃদয় সম্পর্কে অভিযোগ করল। তিনি (ﷺ) তাকে প্রতিকার হিসেবে বললেন যে, ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং নিঃস্বদেরকে খাদ্য খাওয়াও। (আহমাদ)[৭১৩]

ব্যাখ্যা : মানুষের অন্তর কোন কারণবশতঃ কঠিন হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, তাই সেই অন্তরকে নরম করতে হলে কিছু কর্মসূচী হাতে নিতে হয়। এ পরিস্থিতিতে নাবী (ﷺ) ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানোর কথা এবং মিসকীনকে খাদ্যদানের কথা বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন : ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝﴾ "দুর্ভিক্ষের দিনে ইয়াতীমকে খাদ্য খাওয়ানো এবং নিকটাত্মীয়কে ও মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানোতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি মেলে।" (সূরাহ্ আল বালাদ ৯০ : ১৪-১৬)

অহংকার থেকে বাঁচতে হলে বিনয়ী হতে হবে, কৃপণতা থেকে বাঁচতে হলে উদার হতে হবে, আর অন্তরকে নরম করতে হলে ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাতে হবে এবং তাদের আদর-স্নেহ দিতে হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٠٢ -[٥٦] وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ؟ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةً إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৫০০২-[৫৬] সুরাক্বাহ্ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সদাক্বাহ্ সম্পর্কে অবহিত করব না? এটা তোমার ঐ কন্যার প্রতি সদাক্বাহ্ করা, যাকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে, আর তুমি ছাড়া তার উপার্জনশীল অন্য কেউ নেই। (ইবনু মাজাহ)[৭১৪]

---

[৭১৩] **সহীহ লিগয়রিহী :** আহমাদ ৭৫৭৬, সহীহ আত্ তারগীব ২৫৪৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৫৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০০২৯, শু'আবুল ঈমান ১১০৩৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৩৪৬।

[৭১৪] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ৩৬৬৭, য'ঈফাহ্ ৪৮২২, য'ঈফ আল আদাবুল মুফরাদ ১৭, য'ঈফুল জামি' ৬৩৯৩।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত তবে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে আর তা হল- সুরাক্বাহ্ ও তার আগের বর্ণনাকারী মূসা তার পিতা থেকে। দেখুন- য'ঈফাহ্ ৪৮২২।

Scanned by CamScanner

(١٦) بَابُ الْحُبِّ فِى اللهِ وَمِنَ اللهِ

অধ্যায়-১৬ : আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য বান্দার প্রতি ভালোবাসা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٠٠٣ -[١] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫০০৩-[১] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সকল রূহ্ শরীরে প্রবেশ করার পূর্বে একদল পতাকাধারী সৈন্যের মতো ছিল। যে সব রূহ্ শরীরে প্রবেশ করানোর পূর্বে পরস্পর পরিচিত ছিল, এখনো তারা পরস্পর পরিচিত এবং একে অপরের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আর যে সব রূহ্ ঐ সময় পরস্পর অপরিচিত ছিল, তাদের এখনো পরস্পর মতানৈক্য রয়েছে। (বুখারী)[৯১৫]

ব্যাখ্যা : (اَلْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ) ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর সম্ভাব্য অর্থ এটা হতে পারে যে, এ সমস্ত মানুষের রূহগুলো কল্যাণ অকল্যাণের দিক বিবেচনায় সাদৃশ্যপূর্ণ। মানুষের অবয়ব অনুপাতে তাদের দিকে কল্যাণ প্রসারিত হতে পারে। ঠিক তার মতই অকল্যাণের বিষয়টি। অতএব ঐগুলোর পরস্পরের পরিচিতি তাদেরকে যে বৈশিষ্ট্যের উপর সৃষ্টি করা হয়েছে সে বৈশিষ্ট্যের উপরই হয়ে থাকে। সুতরাং তারা যখন একই বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয় তখন তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে পরিচিতি লাভ করে। পক্ষান্তরে তাদের বৈশিষ্ট্য যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তখন তারা পরস্পর অপরিচিত থেকে যায়। এর অর্থ এটা হওয়ারও সম্ভাবনা আছে যে, অদৃশ্যে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন সৃষ্টিকুলের যে সৃষ্টি শুরু করেছিলেন সে কথাই এখানে বলা হয়েছে। রূহগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে শরীরের আগে। যখন রূহগুলো শরীরে প্রবেশ করলো তখন তারা পরিচিতি লাভ করলো। কেউ কেউ বলেছেন, রূহ যখন প্রথম সৃষ্টি করা হয় তখন দু' প্রকার করে সৃষ্টি করা হয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮২)

٥٠٠٤ -[٢] وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৫০০৪-[২] ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন।

٥٠٠٥ -[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ

[৯১৫] সহীহ : বুখারী ৩৩৩৬, মুসলিম ১৫৯-(২৬৩৮), আবূ দাউদ ৪৮৩৪, সহীহুল জামি' ২৭৬৮, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬৯৫, আহমাদ ৭৯৩৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৩৮১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৬৮, শু'আবুল ঈমান ৯০৩৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/৬৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৬০৪৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৫৭৭, আল মুসতাদরাক ৮২৯৬।

Scanned by CamScanner

أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ. فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ. ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫০০৫-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে ডেকে বলেন যে, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসী, তুমিও তাকে ভালোবাসো। রাবী বলেন, অতঃপর জিবরীল আলায়হিস সালাম-ও তাকে ভালোবাসতে থাকেন এবং আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন আকাশমণ্ডলীর অধিবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। অতঃপর সে বান্দার জন্য জমিনেও স্বীকৃতি স্থাপন করা হয়। আর যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে ডেকে বলেন যে, আমি অমুক বান্দাকে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা করো। রাবী বলেন, অতঃপর জিবরীল আলায়হিস সালাম-ও তাকে ঘৃণা করেন এবং আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তোমরাও তাকে ঘৃণা করো এবং আকাশবাসীরাও তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। অতঃপর তার জন্য জমিনেও ঘৃণা স্থাপন করা হয়। (মুসলিম)[৯১৬]

ব্যাখ্যা : (إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا) "আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন" কোন কোন সানাদে এ ভালোবাসার কারণসহ বিবরণ এসেছে এবং এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য তাও এসেছে, যেমন সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, «إن العبد ليلتمس مرضاة الله تعالى فلا يزال كذلك...» অর্থাৎ বান্দা সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যস্ত থাকলে আল্লাহ তা'আলা জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে ডাক দিয়ে বলেন, ওহে জিবরীল! আমার অমুক বান্দা আমার সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যস্ত তুমি জানিও দাও আমার রহমাত আমার বান্দার অতি নিকটে অবস্থান করছে। ইমাম আহমাদ ও ইমাম ত্ববারানী অত্র হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন। গোলাম সংক্রান্ত অধ্যায়ে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসটিও অনুরূপ।

«ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» অর্থাৎ আমার বান্দা নাফ্ল 'ইবাদাতসমূহের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জনে ব্যস্ত থাকলে আমি বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাই।

«فينادي جبريل في أهل السماء الخ» "অতঃপর জিবরীলও আসমানবাসীকে ডাক দিয়ে বলেন যে, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন।" সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে «اهل السموات السبع» তথা সাত আসমানবাসীর কথা আছে।

«ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ» "অতঃপর জমিনে তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারিত হয়ে যায়" এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমে এসেছে, «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا» অর্থাৎ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ 'আমাল করে রহমান তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করেন। অত্র হাদীসে ক্বাবূল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সকলে তাকে মুহাব্বাতের চাদরে আঁকড়ে ধরবে, তার দিকে এগিয়ে আসবে, তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, মানুষের আন্তরিক ভালোবাসায় সিক্ত হলে এ বিষয়টিই প্রমাণ করে যে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসেন। আল্লাহর ভালোবাসার অর্থ হলো আল্লাহ

---

[৯১৬] সহীহ : মুসলিম ১৫৭-(২৬৩৭৮), সহীহুল জামি' ২৫৮৫, আহমাদ ৮৫০০, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৭৭৪৭।

Scanned by CamScanner

বান্দার কল্যাণ সাধন করেন, আর মালায়িকাহ্‌'র (ফেরেশতাদের) ভালোবাসার অর্থ হলো তারা এ বান্দার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বান্দাদের ভালোবাসার অর্থ হলো তার প্রতি তাদের এ বিশ্বাস জন্মে যে, তার কাছ থেকে অনেক কল্যাণ পাওয়া যাবে, তার কাছ থেকে কোন অকল্যাণ আসবে না। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬০১৪)

٥٠٠٦ -[٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫০০৬-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, সে লোকেরা কোথায়? যারা আমার ইয্‌যতের খাতিরে একে অপরকে ভালোবাসত। আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় জায়গা দেব। আজ আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই। (মুসলিম)[৬১৭]

ব্যাখ্যা : «فِي جلالي» "আমার সম্মানে" অত্র হাদীসটি হাদীসে কুদসী। এখানে আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার সম্মানে যারা ভালোবাসে এর অর্থ হলো শুধুমাত্র আল্লাহর সত্তা ও সম্মানের খাতিরে যারা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে, এ ভালোবাসায় থাকে না কোন লৌকিকতা ও প্রবৃত্তি অনুসরণের ছাপ। যেমন অন্যত্রে মহান আল্লাহ বলেন : ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا...﴾ অর্থাৎ "যারা আমার পথে সংগ্রাম করে তাদেরকে আমি আমার সঠিক পথ দেখিয়ে দিব... ।" (সূরাহ্ আল 'আনকাবূত ২৯ : ৬৯)

নাবী ও শাহীদগণ মর্যাদার উচ্চ আসনে থাকার পরেও পরস্পর পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা স্থাপনকারীদের মর্যাদা অবলোকনে এর প্রতি আশা করবে। অপরদিকে শাহীদগণ মর্যাদার উচ্চাসন লাভ করার পরও আশা করবেন যে, পরস্পর পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা স্থাপন কারীদের এ গুণ তারাও যদি অর্জন করতেন তাহলে তারা দু' দিক দিয়ে মর্যাদা পেতেন। হাদীসের এ অংশটি দ্বারা নাবী ও শাহীদগণের গিবতাহ্ উদ্দেশ্য, ঈর্ষা নয়। আর আল্লাহর জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসার গুণে গুনান্বিত ব্যক্তিদের মর্যাদার বিবরণ পেশ করা। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৩৯০)

٥٠٠٧ -[٥] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هٰذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ. قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫০০৭-[৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছায় রওয়ানা করল। সে আরেক গ্রামে থাকে। আল্লাহ তা'আলা রাস্তায় তার অপেক্ষায় একজন মালাক (ফেরেশ্‌তা) বসিয়ে দিলেন। সে যখন সেখানে পৌঁছল, মালাক জিজ্ঞেস করল, কোথায় যেতে ইচ্ছে করেছ? সে বলল, ঐ গ্রামে আমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে। মালাক বলল, তার কাছে তোমার কোন পাওনা আছে যে, তুমি তা আনবে? সে বলল, না, আমি শুধু আল্লাহর

---

[৬১৭] সহীহ : মুসলিম ৩৭-(২৫৬৬), আহমাদ ৮৪৫৫, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৫০৪, সহীহুল জামি' ১৯১৫, সহীহ আত্ তারগীব ৩০১১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৪, শু'আবুল ঈমান ৪৯৯০, দারিমী ২৭৫৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/৩৪৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৫৯৮।

Scanned by CamScanner

সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালোবাসী। তখন মালাক বলল : আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমার কাছে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ তোমাকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলাও তোমাকে অনুরূপ ভালোবাসেন, যেরূপ তুমি তাকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ভালোবেসেছ। (মুসলিম)[৯১৮]

ব্যাখ্যা : (فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلٰى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا) তার চলাচলের রাস্তায় আল্লাহ তা'আলা একজন মালাক নিয়ুক্ত করে দিলেন" এখানে চলাচলের পথকে المدارجة বলার কারণ হলো মানুষের এর উপর দিয়ে আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়।

(بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ) তুমি যেহেতু আল্লাহর উদ্দেশে তাকে ভালোবেসেছ, তাই আল্লাহ তা'আলাও তোমাকে ভালোবেসেছেন। 'আলিমগণ বলেন, 'আল্লাহ বান্দাকে ভালোবাসেন' এর অর্থ হলো আল্লাহ বান্দাকে দয়া করেন, তাকে কল্যাণ দান করেন। সুতরাং আল্লাহর ভালোবাসা অর্থ হলো আল্লাহর দয়া। আর বান্দাগণ পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসার অর্থ হলো একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আল্লাহ এ থেকে মুক্ত। (শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৫৬৭)

٥٠٠٨ -[٦] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَقُولُ فِيْ رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ: «اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫০০৮-[৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কি অভিমত? যে কোন ক্বওম বা দলকে ভালোবাসে; কিন্তু তাদের সাথে (কখনো) সাক্ষাৎ হয়নি। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : সে ব্যক্তি তার সাথেই আছে, যাকে সে ভালোবাসে। (বুখারী ও মুসলিম)[৯১৯]

ব্যাখ্যা : (أَحَبَّ قَوْمًا) অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি কোন ক্বওম বা সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, এ ভালোবাসা আল্লাহর ওয়াস্তে হওয়া চাই এবং যাকে ভালোবাসবে তার সৎ হওয়া চাই।

(وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ) কিন্তু তাদের সাথে তার কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। "মিরক্বাত" গ্রন্থকার এর কয়েকটি অর্থ করেছেন- ১. তাদের সাহচর্য লাভ করেনি, ২. 'ইল্ম বা বিদ্যায় তাদের সমপর্যায় পৌঁছেনি। ৩. 'আমালে তাদের সমকক্ষ হয়নি। ৪. তাদের সাথে মিলিত হয়নি তথা তাদের দেখা পায়নি। তাদের কাজের মতো কাজও করেনি, শুধু তাদেরকে ভালোবাসে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ) সে ব্যক্তি তার সাথেই আছে, যাকে সে ভালোবাসে, অর্থাৎ সে ব্যক্তি ক্বিয়ামাতের মাঠে তার ভালোবাসার ব্যক্তির সাথে সমবেত হবে। তার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির সে বন্ধুত্ব লাভ করবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন : ﴿وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ﴾ "আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তার রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহর নি'আমাত দান করেছেন, সে

---

[৯১৮] সহীহ : মুসলিম ৩৮-(২৫৬৭), সহীহ আত্ তারগীব ৩০১৭, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৪২২৩, আহমাদ ১০২৪৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭২, শু'আবুল ঈমান ৯০০৪।

[৯১৯] সহীহ : বুখারী ৬১৬৮, ৬১৬৯, ৬১৭০; মুসলিম ১৬৫-(২৬৪০), তিরমিযী ২৩৮৭, আবূ দাউদ ৫১২৭, সহীহুল জামি' ৬৬৮৯, সহীহ আত্ তারগীব ৩০৩৩, বায্যার ৩০১৪, আহমাদ ১৩৩৮৮, আবূ ইয়া'লা ৫১৬৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫৭, শু'আবুল ঈমান ৪৯৭, সুনানুর নাসায়ী আল কুবরা ১১১৭৮, দারাকুত্বনী ২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭২০৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭৯৫।

Scanned by CamScanner

তাদের সঙ্গী হবে"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৬৯)। হাদীসটির এ অংশটুকু দ্বারা সৎ সঙ্গী খুঁজে তাদের সাথে চলার ইঙ্গিত বহন করে। যেমনটি অন্য হাদীসেও বলা হয়েছে- «اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ» "ব্যক্তি তার বন্ধুর দীনের উপর থাকে"। সুতরাং তোমাদের কোন ব্যক্তি কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছে সেটা যেন লক্ষ্য করে।

(আবূ দাঊদ হাঃ ৪৮৩৩; আল্‌বানী : হাসান)

আল জামি'উস্ সগীরে আরেকটি হাদীস এসেছে, (اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ) কোন ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে তার সাথে সে থাকবে (ক্বিয়ামাতের দিন)।

(আল জামি'উস্ সগীর ৯১৯০, বুখারী ৬১৬৭, মুসলিম ৪/২০৩২, দারিমী ২৭৮৭, আহমাদ ৩/১৬৮)

হাদীস দ্বারা পরোক্ষভাবে বুঝা যায় যে, 'আলিম-'উলামা ও সৎ লোকেদেরকে ভালোবাসা জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম। পক্ষান্তরে জাহিল ও অসৎ এবং অমুসলিমদেরকে ভালোবাসা জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

٥٠٠٩ - [٧] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّيْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ. قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قَالَ أَنَسٌ: فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫০০৯-[৭] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একদিন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রসূল! ক্বিয়ামাত কখন হবে? তিনি (ﷺ) বললেন : তোমার জন্য পরিতাপ। ক্বিয়ামাতের জন্য তুমি কী প্রস্তুত করেছ? সে জবাবে বলল, আমি কিছুই করিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-কে ভালোবাসী। তিনি (ﷺ) বললেন : তুমি তার সাথেই হবে যাকে তুমি ভালোবাসো। (রাবী) আনাস رضي الله عنه বলেন : ইসলাম আবির্ভাবের পর মুসলিমদেরকে আমি কোন কথায় এতটা খুশি হতে দেখিনি, যতটা তারা খুশি হয়েছিল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ বাণীতে। (বুখারী ও মুসলিম)[৯২০]

ব্যাখ্যা : (مَتَى السَّاعَةُ) অর্থাৎ ক্বিয়ামাত কোন্ সময়ে সংগঠিত হবে? এ বাক্য দ্বারা ক্বিয়ামাতকে অস্বীকার করা বুঝাচ্ছে না বরং ক্বিয়ামাতের প্রতি অগাধ বিশ্বাস বুঝাচ্ছে। ক্বিয়ামাতের প্রতি দৃঢ় ঈমান থাকার কারণে ও তার ভয়ের কারণে সহাবী রসূল ﷺ-কে এ প্রশ্নটি করলেন।

(قَالَ: وَيْلَكَ) 'তুমি ধ্বংস হও', 'তোমার জন্য পরিতাপ' এ শব্দটি কখনো বদ্‌দু'আ অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু নাবী ﷺ-এর মুখে সহাবীর জন্য এ কথা বদ্‌দু'আ ছিল না। এরপর তাকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন, (مَا أَعْدَدْتَ لَهَا), 'তুমি তার জন্য কি প্রস্তুত করেছ? উত্তরে সহাবী বললেন, আমি কোন কিছু তৈরি করিনি। (إِلَّا أَنِّيْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ) তবে আমি আল্লাহ ও তার রসূলকে ভালোবাসী। এখানে সহাবী কোন অন্য 'আমালের কথা উল্লেখ করেননি। তিনি কোন অন্তরের 'ইবাদাত, শারীরিক 'ইবাদাত, কোন আর্থিক 'ইবাদাতের কথা উল্লেখ করেননি। কেননা এসবগুলোই হলো ভালোবাসার (مَحَبَّةٌ এর) শাখা। আর মুহাব্বাত বা ভালোবাসা হলো সবকিছুর চেয়ে উঁচু স্তরের 'ইবাদাত। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ﴾

---

[৯২০] সহীহ : বুখারী ৬১৬৭, মুসলিম ১৬২-(২৬৩৯), সহীহ আত্ তারগীব ৩০৩২, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৭০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৪৯৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০৩১৭, আহমাদ ১২০১৩, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩৫৫৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮, দারাকুত্বনী ৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/৩০৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪১০, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ২৯৯২।

Scanned by CamScanner

"তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন আর তারাও তাকে ভালোবাসে"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৫৪)। তিনি আরো বলেন, ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ﴾ "তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাইলে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ৩১)। আর সহাবীদের এটা ভালোভাবেই জানা ছিল যে, ভালোবাসা অনুসরণ করা ছাড়া অর্জিত হয় না, আর যে 'ইবাদাত তাঁর অনুসরণ করা ব্যতীত করা হবে তাতে লাভ হবে না। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

«أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» 'তার সাথে থাকবে যাকে তুমি ভালোবাস' এ কথার অর্থ হলো ক্বিয়ামাতের দিন তুমি তার সাথে মিলিত হয়ে তাদের দলে থাকবে। এখানে একটা প্রশ্ন থাকে তা হলো মানুষের স্তর তো বিভিন্ন ধরনের, তবে সাথে থাকার বিষয়টি কেমন? এর উত্তরে বলা হয়েছে, সাথে থাকার অর্থ এক জায়গায় তথা কোন জিনিসের মধ্যে একত্রিত হওয়াকে বুঝায়নি। আর সাথে থাকার অর্থ এক জিনিসের মধ্যে একত্রিত হওয়া এটা ওয়াজিব করে না। বরং সকলে যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন সাথে থাকার অর্থ সত্যায়িত হবে। যদিও সেখানে অনেক স্তর আছে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৬৭)

এখানে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রসূল ﷺ ও সৎলোকেদেরকে ভালোবাসার ফাযীলাত বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-কে ভালোবাসা বলতে বুঝায় তাদের আদেশসমূহ পালন করা। তাদের নিষেধসমূহ হতে দূরে থাকা এবং ইসলামী শারী'আতের শিষ্টাচার অনুযায়ী শিষ্টাচার শিক্ষা করা।

(শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৬৩৯; মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠١٠ -[٨] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تبتاعَ مِنْهُ وإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ وإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيْثَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫০১০-[৮] আবূ মূসা আল আশ্'আরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সৎলোকের সাহচর্য ও অসৎলোকের সাহচর্য যথাক্রমে কস্তুরী বিক্রেতা (আতরওয়ালা) ও কর্মকারের হাপরে ফুঁক দেয়ার মতো। কস্তুরী বিক্রেতা হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু দান করবে অথবা তুমি তার নিকট থেকে কিছু কস্তুরী ক্রয় করবে। আর অন্ততপক্ষে কিছু না হলেও তার সুঘ্রাণ তোমার অন্তর ও মস্তিষ্ককে সঞ্জীবিত করবে। পক্ষান্তরে হাপরে ফুঁকদানকারী তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে। আর কিছু না হলেও তার দুর্গন্ধ তুমি পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৯২১]

ব্যাখ্যা : এখানে সৎ বন্ধুর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে আতরওয়ালার সাথে। আতরওয়ালা নিজে আতরের ঘ্রাণ পায়। তার আশপাশের মানুষকেও সে ঘ্রাণে ভরিয়ে তোলে। সৎ সঙ্গ, 'উলামাগণের সাথে চলার প্রতি দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কারণ এটি দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ করবে। পক্ষান্তরে অসৎ সঙ্গী ও ফাসিকদের সঙ্গী হতে দূরে থাকতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, কারণ তারা দীন ও দুনিয়া উভয় ধ্বংস করে। সৎ সঙ্গী কল্যাণকর কিছু দেয়, আর অসৎ সঙ্গী অকল্যাণকর কিছু দেয়, যেমন বাতাস। যখন সে সুঘ্রাণের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন সে সুঘ্রাণপ্রাপ্ত হয় ও সুঘ্রাণ বিতরণ করে। আর যখন সে খারাপ দুর্গন্ধময় কোন কিছুর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন সে দুর্গন্ধ লাভ করে এবং দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। তাই তো মহান আল্লাহ

---

[৯২১] সহীহ : বুখারী ২১০১, ৫৬৩৪; মুসলিম ১৪৬-(২৬২৮), আবূ দাউদ ৪৮৩১, সহীহুল জামি' ২৩৬৮, সহীহ আত্ তারগীব ৩০৬৪, বায্যার ৩১৯০, আহমাদ ১৯৬৬০, আবূ ইয়া'লা ৪২৯৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬১, আল মুসতাদরাক ৭৭৪৯।

Scanned by CamScanner

সৎ মুত্তাক্বী সঙ্গী নির্বাচন করার নির্দেশ দিয়ে বলেন- ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১১৯)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

«كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ» "হাপরওয়ালার মতো"। হাদীসের এ অংশটিতে নাবী ﷺ অসৎ বন্ধুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন হাপরওয়ালার সাথে, যার কাছ থেকে সর্বদা কিছু না কিছু অপকার হওয়া স্বাভাবিক হয় তার হাফর থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ এসে তোমার কাপড়ে বা শরীরে পরবে আর না হয় কমপক্ষে ধুয়া এবং দুর্গন্ধ তো পাবেই। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮২১)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٠١١ -[٩] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: "قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ". رَوَاهُ مَالِكٌ

وَفِيْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ: "يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰى: اَلْمُتَحَابُّونَ فِيْ جَلَالِيْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ".

৫০১১-[৯] মু'আয ইবনু জাবাল رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : যারা আমার সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশে পরস্পরকে ভালোবাসে, আমার উদ্দেশে সভা-সমাবেশে উপস্থিত হয়ে আমার গুণগান করে, আমার উদ্দেশে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করে এবং আমারই ভালোবাসা অর্জনের জন্য নিজেদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে ব্যয় করে, তাদেরকে ভালোবাসা আমার জন্য ওয়াজিব হয়। (মালিক)[৯২২]

আর তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে, নাবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার মহত্ব ও সম্মানের খাতিরে যারা পরস্পর মহব্বত করে, তাদের জন্য পরকালে বিরাট নূরের মিনার হবে, যা দেখে নাবী ও শাহীদগণ ঈর্ষা করবেন"।

ব্যাখ্যা : (لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ) যারা একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পরস্পর ভালোবাসার সেতু বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তাদের এ পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসার মাঝে কোন স্বার্থসিদ্ধির ফন্দি আসবে না, থাকবে না কোন কু-মতলব, তাহলে এ নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতে অনুপ্রবেশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

(الْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ) যারা আল্লাহর দীনকে দুনিয়ায় প্রচার-প্রসার করার জন্য পরস্পর একত্রিত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং মহান আল্লাহর একত্ববাদ, তার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব ও গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করে পরস্পর দীনী শিক্ষা করে তাদের জন্যও আল্লাহ তা'আলা জান্নাত প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

---

[৯২২] সহীহ : মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৫০৭, তিরমিযী ২৩৯০, সহীহ আত্ তারগীব ৩০১৯, আহমাদ ২২০৮০, শু'আবুল ঈমান ৮৯৯৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/১৩১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৩৫৬।

Scanned by CamScanner

(الْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ) হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ্ বলেন : "যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর সাক্ষাৎ করল, তাদের জন্য আমার ভালোবাসা ওয়াজিব হয়ে গেছে, অর্থাৎ আমি তাদেরকে আমার জান্নাতে প্রবেশ করাব"। এখানে সাক্ষাৎ করা অর্থ হলো মুসলিম ভাইয়ের খোঁজ-খবর নেয়া, তাঁর বিপদে-আপদে সাহায্য করা, সর্বদা তার কল্যাণ কামনা করা ইত্যাদি।

(الْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ) যারা নিজেদের ধন-সম্পদকে পরস্পরের মধ্যে ব্যয় করে, একজন অন্যজনের আর্থিক অসুবিধা সমাধান করে, ঋণ পরিশোধ করে, আর এসব সহযোগিতার পিছনে যদি কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য থাকে তবে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে থাকতে দিবেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে।

(الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي) মহান আল্লাহ বলেন : আমার বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশ ও আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকল্পে যারা পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করে অর্থাৎ আমার দীনের স্বার্থে এবং আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে এ সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাদেরকে ভালোবাসা আমার জন্য আবশ্যক হয়ে যায়। [সম্পাদক]

(يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ) মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : গিবত্বাহ্ বলা হয়, নি'আমাতের অধিকারী ব্যক্তির নি'আমাতের ধ্বংস কামনা না করে নিজেও তদ্রূপ নি'আমাত লাভের আশা করাকে। এটা হিংসার বিপরীত কারণ হিংসা জন্যের নি'আমাত চলে যাওয়া কামনা করা হয়।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : প্রতিটি মানুষ তার 'ইল্‌ম ও 'আমাল অনুযায়ী সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে, যার মধ্যে গুণ নেই সে তার মর্যাদা লাভ করবে না। কারও মধ্যে যদি একটা গুণ না থাকে তবে সে অন্যের মধ্যে সেই গুণ থাকার কারণে তার পুরস্কার দেখে ঈর্ষা করবে। সে কামনা করবে যদি তার মধ্যেও এ মর্যাদা থাকত তবে ভালো হত। সেও এ সম্মানের অধিকারী হত। আর এ কারণেই বলা হয়েছে– (يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ) কেননা নাবী ও শাহীদগণ সবচেয়ে উঁচু স্তরের মর্যাদাবান, কারণ তারা সৃষ্টিকুলকে দা'ওয়াত দিয়েছেন সত্য/হাক্ব প্রকাশ করেছেন, দীনকে সমুন্নত করেছেন, সাধারণ ও বিশেষ লোকেদেরকে সঠিক পথের রাস্তা দেখিয়েছেন। এছাড়াও তারা মহাসফলতা লাভ করেছেন। সাধারণ মানুষগুলো নাবীদের মতো এরূপ গুরু দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় না ও দায়িত্ব পালনে সক্ষমও হয় না। এ সত্ত্বেও যখন তারা তাদেরকে ক্বিয়ামাতের দিনে তাদের স্থানে, তাদের নিকটবর্তী ও মহান আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা লক্ষ্য করবে, তারা বলবে তারাও যদি এদের মতো গুণে গুণান্বিত হত তবে তারা দ্বিগুণ কল্যাণ লাভ করতে পারত। তারা দু'টি সফলতা লাভ করতে পারত। এও বলা হয়েছে যে, নাবী-রসূলগণ ও শাহীদগণ এসব মর্যাদার জন্য খুশি হবেন। মনে হবে যেন তারাও এরূপ মর্যাদা ও মতবার প্রত্যাশা করেন।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৩৯০)

٥٠١٢ -[١٠] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءٍ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ» وَقَرَأَ الْآيَةَ: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Scanned by CamScanner

৫০১২-[১০] ‘উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলার বান্দাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যে, তাঁরা নাবীও নন, শাহীদও নন; কিন্তু ক্বিয়ামাতের দিন নাবীগণ ও শাহীদগণ আল্লাহ তা‘আলার কাছে তাঁদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষা করবেন। সহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! তাঁরা কারা? আমাদেরকে বলুন। তিনি (ﷺ) বললেন : তাঁরা সেসব লোক, যারা শুধু আল্লাহ তা‘আলার কুরআনের খাতিরে একে অপরকে ভালোবাসে, তাদের মধ্যে কোন নিকট আত্মীয়তার সম্পর্কও নেই, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে ধনসম্পদের লেনদেনের সম্পর্কও নেই। আল্লাহর ক্বসম! তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে অথবা তাঁরা স্বয়ং আলোকবর্তিকা হবে। তারা সে সময় ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না, যখন সকল মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে; তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, যখন সকল মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে। অতঃপর তিনি (ﷺ) এ আয়াত পাঠ করলেন : অর্থাৎ- “সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুগণের কোন ভয় নেই। তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না”– (সূরাহ্ ইউনুস ১০ : ৬২)। (আবূ দাঊদ)[৯২৩]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ) অর্থাৎ যাদের পূর্ণ ঈমান আছে এবং যারা ইখলাসের সাথে সৎকাজ করে।

(تَحَابُّوا بِرُوحِ اللّٰهِ) অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহর “রূহ”-এর জন্য একে অপরকে ভালোবাসবে। আর এ সমস্ত লোকেদের মর্যাদা হাশরের মাঠে এত উঁচু হবে যে, নাবী ও রসূলগণ পর্যন্ত তা দেখে ঈর্ষান্বিত হবেন। এখানে رُوحِ শব্দের ব্যাখ্যায় নিম্নরূপ অভিমত।

رُوحِ শব্দের ব্যাখ্যায় নিম্নরূপ অভিমত পাওয়া যায়। رُوحِ এর (ر) অক্ষরকে পেশ এবং যবর উভয় ক্বিরাআতে পড়া যায়। পেশযোগে এর অর্থ- এমন বস্তু, যা দ্বারা সৃষ্টবস্তু জীবিত থাকে। অর্থাৎ রূহ্ বা আত্মা। আর এটা দ্বারা পবিত্র কুরআন উদ্দেশ্য। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا...﴾ “এভাবে (উল্লেখিত ৩টি উপায়েই) আমার নির্দেশের মূল শিক্ষাকে তোমার কাছে আমি ওয়াহীযোগে প্রেরণ করেছি...”– (সূরাহ্ আশ্ শূরা ৪২ : ৫২)। এখানে رُوحِ শব্দ দ্বারা মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। এ নামকরণের কারণ হলো, কুরআন যেমন আত্মাকে সজীব রাখে, অনুরূপভাবে রূহ ও শরীরকে উজ্জীবিত রাখে। এ অবস্থায় হাদীসাংশের অর্থ হবে, তারা কুরআনের অনুসরণে, ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে এবং মুসলিম বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার জন্য পরস্পর ভালোবাসার সূত্রে আবদ্ধ হয়। অথবা رُوحِ শব্দের অর্থ- মুহব্বাত বা ভালোবাসা। যেমন প্রিয়জনকে বলা হয় أنت روح “তুমি আমার প্রাণ”। অর্থাৎ আমার প্রাণের ন্যায়। তখন এর অর্থ হবে, মহান আল্লাহর উদ্দেশেই পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার একই সূত্রে প্রথিত হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ) অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের দিন তারা নূরের বা আলোকসজ্জাবিশিষ্ট মিম্বারের উপর থাকবে। যেমনটি অন্য একটি হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। ক্বাযী ‘ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে তাদের মর্যাদা তাদেরকে সম্মান্বিত করা হবে যেমনিভাবে দুনিয়াতে তাদেরকে সম্মান করে উঁচুস্থানে বসার ব্যবস্থা করা হতো ঠিক সেভাবে। তাদের সেদিন আনন্দের উপর আনন্দ হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠١٣ -[١١] وَرَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ بِلَفْظِ «الْمَصَابِيحِ» مَعَ زَوَائِدَ وَكَذَا فِيْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ».

---

[৯২৩] সহীহ : আবূ দাঊদ ৩৫২৭, সহীহ আত্ তারগীব ৩০২৬, আহমাদ ২২৮৯৭, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৬৮৪২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১১২৩৬, শু‘আবুল ঈমান ৮৯৯৭।

Scanned by CamScanner

৫০১৩-[১১] আর [ইমাম বাগাবী (রহিমাহুল্লাহ)] “শারহুস্ সুন্নাহ্” গ্রন্থে আবূ মালিক (রহিমাহুল্লাহ) থেকে মাসাবীহ্‌র শব্দে কিছু অতিরিক্ত শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে শু‘আবুল ঈমানেও।

٥٠١٤ -[١٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي ذَرٍّ: «يَا أَبَا ذَرٍّ أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ؟» قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «الْمُوَالَاةُ فِي اللهِ وَالْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫০১৪-[১২] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ যার (রাঃ)-কে বললেন : হে আবূ যার! ঈমানের কোন্ শাখাটি অধিক মজবুত? তিনি (ﷺ) বললেন : আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রসূলই অধিক অবগত। তিনি (ﷺ) বললেন : একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে পরস্পর সখ্যতা স্থাপন করা এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ঘৃণা করা। (বায়হাক্বী’র “শু‘আবুল ঈমান”)[৭২৪]

ব্যাখ্যা : (أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ؟) এখানে রসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক আবূ যার (রাঃ)-কে প্রশ্ন করার হিকমাত সম্ভবত প্রশ্নের উত্তরের প্রতি তার খেয়াল বা মনোযোগ বৃদ্ধি করা। এর সঠিক উত্তর কি হবে সে যেন সেটা ভালোভাবে মনে রাখতে পারে সেজন্য তাকে সজাগ ও সচেতন করার। আর এ প্রশ্ন করাটা তার উত্তরের গুরুত্ব বুঝানের জন্যেও হয়ে থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَالْحُبُّ فِي اللهِ) অর্থাৎ আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা। যদিও সে ভালোবাসা একজনের পক্ষ থেকে হোক না কেন। যেমন আমরা কোন আল্লাহর এক বান্দাকে ভালোবাসি যদিও তিনি আমাদেরকে না দেখেন বা আমরাও তাকে না দেখি।

(وَالْبُغْضُ فِي اللهِ) অর্থাৎ আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে যারা তার দীনের বিরোধিতা করে তাদের সাথে শত্রুতা রাখা। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ...﴾

“আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন দল তুমি পাবে না যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতাকারীদেরকে ভালোবাসে- হোক না এই বিরোধীরা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী। আল্লাহ এদের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল করে দিয়েছেন, আর নিজের পক্ষ থেকে রূহ দিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন... ।” (সূরাহ্ আল মুজাদালাহ্ ৫৮ : ২২)

ত্ববারানীতে ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস এ রকম (মারফূ‘ সূত্রে) বর্ণনা করেছেন,

«أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْمُوَالَاةُ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ، وَالْحُبُّ فِي اللهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»

ঈমানের অধিক মজবুত শাখাটি হলো, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে পরস্পর শত্রুতা স্থাপন করা এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ঘৃণা করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭২৪] হাসান : শু‘আবুল ঈমান ৯৫১৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭২৮, সহীহুল জামি‘ ২৫৩৯, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১৩৭২।

Scanned by CamScanner

٥٠١٥ - [١٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫০১৫-[১৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : যখন কোন মুসলিম তার কোন ভাইয়ের রোগ দেখতে যায় অথবা সাক্ষাৎ করতে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার জীবন সুখের হলো, তোমার চলন উত্তম হলো এবং তুমি জান্নাতে একটি ইমারত বানিয়ে নিলে।

[তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি গরীব][৯২৫]

ব্যাখ্যা : (إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ) অর্থাৎ যখন কোন মুসলিম তার অপর কোন মুসলিম ভাইকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে গেল। তার সেবা করল, তার খোঁজ-খবর নিল।

(طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ) যখন কোন মুসলিম তার কোন মুসলিম ভাইয়ের পরিচর্যা করতে যায় অথবা কোন সুস্থ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, তখন মহান আল্লাহ বলেন, তোমার জন্য ইহকাল ও পরকালে অফুরন্ত কল্যাণ রয়েছে। ইহকালীল জীবনের সে ব্যক্তি যেমন আত্মতৃপ্তি ও শান্তি লাভ করবে ঠিক তেমনিভাবে সে পরকলের জীবনেও জান্নাত লাভে ধন্য হবে। তার মনের সকল কামনা-বাসনা সেখানে পূর্ণ হবে। طِبْتَ দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তার পার্থিব জীবনের প্রত্যেকটি পদচিহ্ন হবে পরকালীন সাফল্যময় জীবনের কারণস্বরূপ অর্থাৎ তার হাঁটা-চলা উত্তম কাজের জন্যই হবে, যার ফলে সে পরকালে দীর্ঘস্থায়ী সুখসময় জীবনের অধিকারী হবে।

(وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا) অর্থাৎ তুমি জান্নাতের মধ্যে অনেক বড় মর্তবা বা সম্মান লাভ করলে। কেননা কোন মু'মিনের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করা মানুষ ও জিনের যত রকমের 'ইবাদাত রয়েছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'ইবাদাত। বিশেষ করে রোগীর দেখাশুনা করা ফার্‌য়ে কিফায়াহ্ আর এর মধ্যে অনেক উপদেশ ও সতর্কতা, শিক্ষণীয় বিষয় আছে সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য, তা হলো সুস্থ ব্যক্তি তার সুস্থতার ও জীবনের নি'আমাত ভালোভাবে বুঝতে পারে। আর বেশি বেশি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠١٦ - [١٤] وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৫০১৬-[১৪] মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইকে ভালোবাসে, সে যেন তাকে খবর দিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালোবাসে। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)[৯২৬]

ব্যাখ্যা : (فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ) যদি কোন মুসলিম অন্য কোন মুসলিমকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে, অত্যন্ত আপন মনে করে, তবে তাকে তা জানিয়ে দিবে। হয়ত বা সে জানার পর তার হৃদয়ের মণিকোঠায় এ ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। সেও তাকে ভালোবাসবে। এতে একে অপরের সহযোগিতায় তারা

[৯২৫] হাসান : তিরমিযী ২০০৮, সহীহ আত্ তারগীব ২৫৭৮, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৬২, রিয়াযুস্ সলিহীন ৩৬৬, আহমাদ ৮৫৩৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৯৬১, শু'আবুল ঈমান ৯০২৬, সহীহুল জামি' ৬৩৮৭।

[৯২৬] সহীহ : আবূ দাউদ ৫১২৪, তিরমিযী ২৫১৫, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪২১, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১০০৩৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪১৮।

Scanned by CamScanner

এগিয়ে আসবে, এ দুনিয়া হতে বিশৃঙ্খলা, অন্যায়-অত্যাচার কমে যাবে। সমাজে বন্ধুত্ব-ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। মুসলিম সমাজ থেকে যুল্‌ম-নির্যাতন, হিংসা-বিদ্বেষ দূর হবে। পরস্পরের মাঝে লেনদেন, আদান-প্রদান ও দা'ওয়াত বৃদ্ধি পাবে। সমাজে তৈরি হবে এক জান্নাতী সেতুবন্ধন। এতে সমাজ থেকে মু'মিনদের মধ্য থেকে ইখতিলাফ দূর হবে। (তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৩৯১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

এ হাদীসটি অন্য একটি বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে, আবূ যার رضي الله عنه হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন : «إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيَأْتِهِ فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ لِلّٰهِ» "যখন তোমাদের কেউ তার সাথীকে ভালোবাসে তখন সে যেন তার বাড়ীতে আসে এবং তাকে সে কথা জানিয়ে দেয়।"

(আল জামিউস্ সগীর হাঃ ৩৫৮)

হাদীসটির শিক্ষণীয় : অত্র হাদীসে তার বাড়ীতে যেতে বলা হয়েছে, তার বাড়ীতে গেলে তার জন্য বাড়ীওয়ালার অন্তরেও ভালোবাসা জন্মাবে এটাই স্বাভাবিক। তাই এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম কাউকে ভালোবাসলে তাকে কিভাবে জানাতে হবে। রাস্তা-ঘাটে যেখানে-সেখানে জানিয়ে দেয়া সুন্নাত বিরোধী। বরং সুন্নাত হলো তার বাড়িতে গিয়ে বসে সুন্দরভাবে তাকে জানিয়ে দেয়া। [সম্পাদক]

٥٠١٧ -[١٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ نَاسٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ عِنْدَهُ: إِنِّي لَأُحِبُّ هٰذَا فِي اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْلَمْتَهُ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «قُمْ إِلَيْهِ فَأَعْلِمْهُ». فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَعْلَمَهُ فَقَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ. فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ».

وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ»

৫০১৭-[১৫] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে গমন করল। নাবী ﷺ-এর কাছে তখন লোকজন ছিল। তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি এ ব্যক্তিকে আল্লাহরই উদ্দেশে ভালোবাসী। তখন নাবী ﷺ বললেন : তুমি কি তাকে এ কথা জানিয়েছ? লোকটি বলল : না। তিনি (ﷺ) বললেন : উঠো এবং তাকে জানিয়ে দাও। তখন লোকটি উঠে তার নিকট গেল এবং তাকে জানিয়ে দিলো। তখন লোকটি জবাবে বলল, তোমাকে সে সত্তা ভালোবাসবেন, যাঁর সন্তুষ্টির জন্য তুমি আমাকে ভালোবেসেছ। রাবী (আনাস رضي الله عنه) বলেন : অতঃপর লোকটি ফিরে এলে নাবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন লোকটি রসূল ﷺ-কে তাই জানাল, যা গমনকারী বলেছে। তখন নাবী ﷺ বললেন : তুমি ক্বিয়ামাতের দিন ঐ ব্যক্তির সাথে থাকবে, যাকে তুমি ভালোবাসো। আর তুমি তোমার নিয়্যাতের বিনিময় পাবে।

[ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসটি "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।][৯২৭]

তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে যে, মানুষ সে ব্যক্তির সাথে থাকবে, যে তাকে ভালোবাসে এবং সে জিনিসের বিনিময় পাবে, যা সে নিয়্যাত দ্বারা অর্জন করেছে।

---

[৯২৭] হাসান : শু'আবুল ঈমান ৯০১১, আবূ দাউদ ৫১৫২, তিরমিযী ২৩৮৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ) অর্থাৎ হাশরের মাঠে তুমি তার সাথে থাকবে যাকে তুমি ভালোবাস। এর কারণ হলো মানব জাতি অনুকরণপ্রিয়। যে যাকে ভালোবাসে তার নীতি, আদর্শ অনুসরণ করে ও তা জীবনে বাস্তবায়ন করে। সে জন্য ক্বিয়ামাতের দিনেও সে তার বন্ধু হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ﴾ "আর যারা রসূলের অনুসরণ করেন তারা (ক্বিয়ামাতের দিন) তাদের সাথে থাকবে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ (নি'আমাত) দান করেছেন"- (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৬৯)।

অত্র হাদীসটি দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, তোমরা নেক ও সৎ বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব কর, তাহলে তোমরা ক্বিয়ামাতের দিন তাদের সাথে থাকতে পারবে। যেমনটি অন্য একটি হাদীসে এসেছে- «اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِه» "ব্যক্তি (মানুষ) তার বন্ধুর ধর্মের উপর থাকে"- (আবূ দাউদ হাঃ ৪৮৩৩)। বাহ্যিকভাবে হাদীসটির মধ্যে উৎসাহ ও ভীতি এবং সতর্ক ও সাবধনতা রয়েছে।

(وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ) মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অর্থাৎ সৎ নিয়্যাত দ্বারা যা অর্জন করেছ তার প্রতিদান। আর الاحتساب (আল ইহতিসাব) বলা হয় সাওয়াব বা প্রতিদান কামনা করাকে। احتساب শব্দের অর্থ হলো কোন বস্তুকে হিসাব বা গণনার মধ্যে রাখা। আর পরিভাষায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন কাজ করাকে إِحْتِسَابُ بِالْعَمَلِ বলে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৩৮৬)

٥٠١٨-[١٦] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৫০১৮-[১৬] আবূ সা'ঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, মু'মিন ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু বানাবে না এবং তোমার খাদ্য আল্লাহভীরু লোক ছাড়া যেন অন্য কেউ না খায়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারিমী)[৯২৮]

ব্যাখ্যা : (لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا) অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানদার ছাড়া তুমি কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। কারো সাথে চলবে না। এ কথার উদ্দেশ্য হলো তুমি কোন কাফির বা মুনাফিক্বের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে না। কেননা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখলে দীনের ক্ষতি হয়। তারা মুসলিমের দীনের ক্ষতি করে, বিশেষ করে মুনাফিক্ব ব্যক্তি দীনের ক্ষতি সাধনে মারাত্মক ভূমিকা রাখে। অত্র হাদীসে মু'মিন দ্বারা মুসলিম জাতি উদ্দেশ্য।

(وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ) অর্থাৎ আল্লাহভীরু তাক্বওয়াবান লোক ব্যতীত তোমার খাবার যেন কেউ না খায়। আল্লাহভীরুকে ছাড়া তুমি কাউকে খেতে দিবে না। যাতে সে তোমার খাবার খেয়ে যে শক্তি যোগায় তা যেন আল্লাহর 'ইবাদাতে ব্যয় করতে পারে। পক্ষান্তরে কোন কাফির বা মুনাফিক্ব তোমার দেয়া খাবার খেয়ে যেন শক্তি যুগিয়ে তা আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে ব্যয় না করতে পারে। অত্র হাদীসে মুত্তাক্বীকে খাবার খাওয়ানোর কথা বললেও বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, যিনি খাবার খাওয়াবেন তাকেও মুত্তাক্বী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করছে। কারণ মুত্তাক্বী ব্যক্তির বন্ধুত্ব মুত্তাক্বী ছাড়া অন্য কারো সাথে হতে পারে না। আরো একটি বিষয় হাদীসটি হতে বুঝা যায় তা হলো, মুত্তাক্বী ছাড়া কাউকে খাবার খাওয়াবে না। এটা দা'ওয়াত খাওয়ানো

[৯২৮] হাসান : তিরমিযী ২৩৯৫, আবূ দাউদ ৪৮৩২, সহীহুল জামি' ৭৩৪১, সহীহ আত্ তারগীব ৩০৩৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫৪, আহমাদ ১১৩৩৭, আবূ ইয়া'লা ১৩১৫, দারিমী ২০৫৭, শু'আবুল ঈমান ৯৩৮২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/৭৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩১৩৬, আল মুসতাদরাক ৭১৬৯।

Scanned by CamScanner

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রয়োজনের খাবারের জন্য প্রযোজ্য নয়। এ দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّأَسِيْرًا﴾ "তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে"– (সূরাহ্ ইনসান ৭৬ : ৮)। এ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, বন্দী হয়ে যারা আসত তারা সবাই ছিল কাফির, মু'মিন নয়। অথচ প্রয়োজনের কারণে তাদের খাবার খাওয়ানোকে আল্লাহ প্রশংসা করেছেন। এখান থেকে বুঝা গেল, অমুসলিমরা অভাবী হলে তাদেরকে খাওয়ানো দোষের কিছু নয়। কিন্তু অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব হারাম।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অত্র হাদীসটিতে মুত্তাক্বী ব্যক্তি ছাড়া অন্যকে খাবার খাওয়াতে নিষেধ করা হয়নি বরং হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তুমি সেই খাবার থেকে দূরে থাকবে যা মুত্তাক্বী ব্যক্তি হারাম হওয়ার ভয়ে না খায়। অর্থাৎ তুমি হারাম খাবার খাওয়াবে না যা মুত্তাক্বীরা খায় না। আর মুত্তাক্বীরা যাদের থেকে দূরে থাকে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। এর অর্থ হলো- «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُطِيْعًا وَلَا تُخَالِلْ إِلَّا تَقِيًّا» তুমি অনুগত বান্দা ব্যতীত কারো সাথে বন্ধত্ব করো না, আর তুমি মুত্তাক্বী ব্যতীত কারো সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব করো না।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৩৯৫; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮২৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠١٩ -[١٧] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: إِسْنَادُهٗ صَحِيْحٌ

৫০১৯-[১৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে উঠে। সুতরাং তার বন্ধু নির্বাচনের সময় এ বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত, সে কাকে বন্ধু নির্বাচন করছে। (তিরমিযী, আহমাদ ও বায়হাক্বী)[৯২৯]

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি হাসান গরীব। আর ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর বর্ণনাসূত্র সহীহ।

ব্যাখ্যা : (اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ) অর্থাৎ বেশির ভাগ সময়ে মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে। আদর্শের মিল ছাড়া কখনও প্রকৃত বন্ধুত্ব হতে পারে না। বন্ধুত্ব করার সময় লোকটিকে দেখে নিতে হবে। যদি সে ফাসিক্ব, পাপী এবং দুনিয়াদার হয়, তবে তার সাথে বন্ধুত্ব করবে না। কারণ তার মধ্যেও সেই স্বভাব প্রসারিত হতে পারে।

(فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ) এর অর্থ হল। কারো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করার পূর্বে লক্ষ্য করতে হবে, কার সাথে বন্ধুত্ব করা হচ্ছে। সে কিরূপ লোক। তার চরিত্র কিরূপ, সে কি 'আক্বীদাহ্ বিশ্বাস করে। অর্থাৎ এসব দিক বিবেচনা করে ও দেখেশুনে বন্ধুত্ব করা উচিত। কারণ মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ﴾ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত হও"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১১৯)। ইমাম গাযালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : লোভী ব্যক্তির সাথে

[৯২৯] হাসান : তিরমিযী ২৩৭৮, আবূ দাউদ ৪৮৩৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯২৭, সহীহুল জামি' ৩৫৪৫, আহমাদ ৮৪১৭, শু'আবুল ঈমান ৯৪৩৮, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/১৬৫, আল মুসতাদরাক ৭৩১৯।

Scanned by CamScanner

উঠাবসা করলে নিজের লোভও বৃদ্ধি পায়। আর দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তির সাথে চলাফেরা করলে দুনিয়ার প্রতি নিজের আকর্ষণ কমে আখিরাতের কথা বেশি মনে হয়। এর কারণ হলো কারো অনুসরণ করাটা নিজের জ্ঞানকে সেদিকেই নিয়ে যায়। অনুসরণকারী তার অনুসরণীয় ব্যক্তির প্রতি ভক্তির কারণে নিজের চিন্তাশক্তিকে হারিয়ে ফেলে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٢٠ - [١٨] وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَمِمَّنْ هُوَ؟ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫০২০-[১৮] ইয়াযীদ ইবনু না'আমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন মানুষ কোন মানুষের সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, সে যেন তার নাম, তার পিতার নাম এবং কোন্ গোত্রে জন্মলাভ করেছে তা জিজ্ঞেস করে নেয়। কেননা এটা বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করে। (তিরমিযী)[৯৩০]

ব্যাখ্যা : (إِذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ) অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধু হিসেবে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলবে। এ ভ্রাতৃত্ব হবে দীনের ভ্রাতৃত্ব, যা রক্তের সম্পর্কের চেয়ে মজবুত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(فَإِنَّهُ أَوْصَلُ للمودَّة) যখন কোন ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হতে চায় অথবা কাউকে হৃদয়ের অতি আপন বানাতে চায়, তাহলে তার উচিত হবে সেই ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত অবহিত হওয়া এবং তার পূর্ণ পরিচয় অবগত থাকা। এতে একে অপরের সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়াতে পারবে এবং পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব আরো মজবুত ও দৃঢ় হবে। [সম্পাদক]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٠٢١ - [١٩] عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالٰى؟» قَالَ قَائِلٌ: الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ. وَقَالَ قَائِلٌ: الْجِهَادُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالٰى الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوٰى أَبُو دَاوُدَ الْفَصْلَ الْأَخِيرَ

৫০২১-[১৯] আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এসে বললেন : তোমরা কি জানো, আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন্ কাজ সবচেয়ে বেশি প্রিয়? কেউ কেউ বলল : সলাত ও যাকাত, আর কেউ কেউ বলল : জিহাদ। নাবী ﷺ বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় কাজ হলো, একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশে কাউকে ভালোবাসা এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশে কাউকে ঘৃণা করা।

[আহমাদ ও আবূ দাউদ;[৯৩১] আর ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) শুধু শেষ বাক্যটি বর্ণনা করেন।]

---

[৯৩০] সহীহ : তিরমিযী ২৩৯২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪১৭, ২৫১৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/১৮১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮০৯৪।

[৯৩১] য'ঈফ : আহমাদ ২১৩০৩, আবূ দাউদ ৪৫৯৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৭৮৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : «أَتَدْرُوْنَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى؟» অর্থাৎ কোন প্রকারের ‘ইবাদাত আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় তা কি তোমরা জান। এও বলা হয়েছে যে, প্রিয় বস্তু বা ভালোবাসার বস্তু আফযাল বা সর্বোত্তম হওয়াকে আবশ্যক করে না। যেমনটি বলা যায়, মানুষের নিকট তাদের সন্তানাদি অধিক প্রিয় তবে তা সর্বোত্তম জিনিস নয়। আবার অনেকের নিকট ‘ইল্‌ম মুত্বালা‘আহ্ বা অধ্যয়ন অধিক প্রিয় কিন্তু তা আফজাল বা সর্বোত্তম জিনিস নয়।

(الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ) অত্র হাদীসটিকে শক্তিশালী করে নাবী ও রসূলদের ঈর্ষান্বিত হওয়ার হাদীসটি। এ হাদীসটি ফার্‌য কার্যাবলী সম্পাদন করার পর অতিরিক্ত ‘আমালের মধ্যে সর্বোত্তম কাজ। ইসলামী শারী‘আতে যে সকল কাজ সম্পাদন করতে বলা হয়েছে তা পালন করা ও যে সকল কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকার পরে নাফ্‌ল ‘আমালের মধ্যে সর্বোত্তম ‘আমাল হলো একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশে কাউকে ভালোবাসা এবং একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার উদ্দেশে কাউকে ঘৃণা করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : অত্র হাদীসটি হতে আমরা জানতে পারলাম যে, কাউকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও কাউকে মহান আল্লাহকে খুশী করার জন্য ঘৃণা করা উত্তম কাজ। এ হাদীসের শিক্ষা যদি সমাজে প্রয়োগ করা হয়, বিশেষ করে নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিগণ যদি এ হাদীসের প্রয়োগ সমাজে চালু রাখেন তবে আমাদের সমাজটা সুখে-শান্তিতে ভরে যেত। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সুমতি দান করুন। আমীন। [সম্পাদক]

٥٠٢٢ -[٢٠] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلّٰهِ إِلَّا أَكْرَمَ رَبَّهٗ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫০২২-[২০] আবূ উমামাহ্ আল বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে বান্দা কোন বান্দাকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশেই ভালোবাসল, সে যেন প্রতিপালক মহীয়ান-গরীয়ানকেই সম্মান করল। (আহমাদ)[৯৩২]

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে বলা হয়েছে, যে বান্দা কোন বান্দাকে একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশেই ভালোবাসল, সে যেন প্রতিপালক মহীয়ান গরীয়ানকেই ভালোবাসল। সুতরাং মুসলিমদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করাই এ হাদীসটির দাবী। বিশেষ করে নাবী (ﷺ) ও সহাবীদেরকে ভালোবাসা ঈমানের দাবী। যে নেককার বান্দা আল্লাহকৃত ফার্‌য কাজগুলোকে ফার্‌য জানল আর হারাম কাজগুলোকে হারাম জানল তাকে ভালোবাসাও একজন মুসলিমের ঈমানের দাবী। আমাদের সকলের উচিত অত্র হাদীসের শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। [সম্পাদক]

٥٠٢٣ -[٢١] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟» قَالُوا: بَلٰى يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ: «خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللّٰهُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে এক ব্যক্তি আছে যার নাম জানা যায় না, “ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ” ইনি হাশিমী য‘ঈফ। দেখুন- য‘ঈফাহ্ ১৮৩৩।

[৯৩২] হাসান : আহমাদ ২২২২৯, শু‘আবুল ঈমান ১০১৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৫৬, সহীহুল জামি‘ ৫৫১৬।

Scanned by CamScanner

৫০২৩-[২১] আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না যে, তোমাদের মধ্যে ভালো লোক কে? সহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) জিজ্ঞেস করলেন : জ্বী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তোমাদের মধ্যে ভালো লোক সে ব্যক্তি, যাকে দেখলে আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণে আসে। (ইবনু মাজাহ)[৯৩৩]

ব্যাখ্যা : কোন লোক যখন পরিপূর্ণ সুন্নাতী তরীকায় তার জীবন পরিচালনা করে তখন তাকে দেখলে পরকালের কথা, আল্লাহর সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে, আল্লাহ সবকিছু দেখছেন– এসব কথা স্মরণ হয়। কেননা, কোন লোক যখন আল্লাহর ভয়ে ভীত তথা মুত্তাক্বী হয় তখন সে আল্লাহকে ভয় করে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে আর হালাল বা নির্দেশিত কাজগুলো পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। ফলে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়, আল্লাহর কথা তাদেরও স্মরণ হয়ে যায়। [সম্পাদক]

٥٠٢٤ -[٢٢] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَوْ أَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابَّا فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَآخَرُ فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَقُولُ: هٰذَا الَّذِيْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ".

৫০২৪-[২২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যদি দু'জন ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ মহীয়ান-গরীয়ানের উদ্দেশে একে অপরকে ভালোবাসে, তন্মধ্যে একজন পূর্বদেশীয় বাস করে এবং অপরজন পাশ্চাত্যে বাস করে, আল্লাহ তা'আলা উভয়কে ক্বিয়ামাতের দিন একত্র করে বলবেন, এ সেই ব্যক্তি, যাকে তুমি আমার জন্য ভালোবাসতে।[৯৩৪]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটিতে বলা হলো কেউ যদি কাউকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে, যদিও তারা অনেক দূরে অবস্থান করে আল্লাহ তাদেরকে ক্বিয়ামাতের দিনে পরিচয় করিয়ে দিবেন। আল্লাহ নিজে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ঘোষণা দিলেন, যদি তারা পরস্পরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অন্যকে ভালোবাসে। হাদীসটি হতে বুঝা গেল- ভালোবাসা হতে হবে আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য। এও বুঝা যাচ্ছে যে, না দেখেও দূর থেকে ভালোবাসা হয়। [সম্পাদক]

٥٠٢٥ -[٢٣] وَعَنْ أَبِيْ رَزِيْنٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى مِلَاكِ هٰذَا الْأَمْرِ الَّذِيْ تُصِيبُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ أَهْلِ الذِّكْرِ وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللهِ وَأَحِبَّ فِي اللهِ وَأَبْغِضْ فِي اللهِ يَا أَبَا رَزِيْنٍ هَلْ شَعَرْتَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ زَائِرًا أَخَاهُ شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ: رَبَّنَا إِنَّهُ وَصَلَ فِيكَ فَصِلْهُ؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُعْمِلَ جَسَدَكَ فِيْ ذٰلِكَ فَافْعَلْ".

---

[৯৩৩] : য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ৪১১৯, য'ঈফুল জামি' ২১৭৪, শু'আবুল ঈমান ১১১০৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে বর্ণনাকারী "শাহ্‌র ইবনু হাওশাব", সে খুব বেশি ভুল করত। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৪৪ পৃঃ।

[৯৩৪] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৯০২২, য'ঈফুল জামি' ৪৮০৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "হাকীম ইবনু নাফি'"। যাহাবী বলেছেন : আযদী বলেন, হাকীম ইবনু নাফি' মাতরূক বা পরিত্যক্ত। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৪৪ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

৫০২৫-[২৩] আবূ রযীন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন : হে আবূ রযীন! আমি কি তোমাকে ঐ দীনী কাজের শেকড় সম্পর্কে বলে দেব, যা দ্বারা তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারবে? তুমি আল্লাহকে যিক্‌রকারীদের বৈঠকে অবশ্যই বসবে। আর যখন একা থাক, তখন যতটা সম্ভব আল্লাহর যিক্‌রে নিজের রসনাকে নাড়াতে থাক। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ঘৃণা করবে। হে আবূ রযীন! তুমি কি জানো, যখন কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাতের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয়, তখন সত্তর হাজার মালাক (ফেরেশ্‌তা) তার জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বলে, হে রব্! এ ব্যক্তি একমাত্র তোমারই সন্তুষ্টির জন্য সাক্ষাৎ করল, তুমি তাকে তোমার রহমাত ও কল্যাণ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও। সুতরাং তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় তোমার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাক্ষাতে যাওয়া, তবে এরূপ করবে। অর্থাৎ- মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে।[৯৩৫]

ব্যাখ্যা : (عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ أَهْلِ الذِّكْرِ) অর্থাৎ যে সকল লোক আল্লাহকে স্মরণকারী তাদেরকে আঁকড়ে থাক। কেননা তারা জান্নাতের বাগান। যেমনি ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: الذِّكْرُ»

হাদীসটির অর্থ হলো, "যখন তোমরা দেখবে কোন জামা'আত আল্লাহর যিক্‌র-আযকার করছে তখন তোমরাও যিক্‌র-আযকারে লিপ্ত হবে। যাতে তোমরা তাদের মতো হতে পার। কারণ তারা জান্নাতের বাগানে রয়েছে।" আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ'ভাবে অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে-

«ذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قُلْتُ: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: "الْمَسَاجِدُ" قُلْتُ: وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ»

অর্থ : যখন তোমরা কোন জান্নাতের বাগান দিয়ে অতিক্রম করবে তখন তোমরা তাতে অংশগ্রহণ করবে। আমি বললাম, জান্নাতের বাগান কি? তিনি বললেন, মাসজিদসমূহ। আমি বললাম : তাহলে الرَّتْعُوا (রত্'উ) কি? তিনি বললেন : *সুবহা-নাল্ল-হ, আল হামদুলিল্লা-হ, লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ আল্ল-হু আকবার*। (তিরমিযী ৩৫০৯)

হাদীসের ভাষ্যকার বলেন : হাদীসটি স্থান ও যিক্‌রের জন্য মুতলাক্ব বা অনির্দিষ্ট। তবে অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্টের উপর প্রয়োগ করেছেন। এটা মীরাক উল্লেখ করেছেন।

সঠিক কথা হলো উল্লেখিত, 'মাসজিদ' ও 'যিক্‌র' শব্দটা তিনি উল্লেখ করেছেন দৃষ্টান্ত দেয়ার জন্য। উত্তম মাসজিদ হলো যাতে উত্তম মাজলিস হয়। সম্ভাবনা আছে যে, তিনি মাসজিদকে নির্দিষ্ট করেছেন তা উত্তম হওয়ার কারণে। হাদীসে আযকার বলতে যাবতীয় সৎকাজ উদ্দেশ্য। তা কুরআনে বর্ণিত যাবতীয় সৎকাজ উদ্দেশ্য। তা কুরআনে বর্ণিত যাবতীয় ভালো কাজকে শামিল করে। বিশেষ করে যেসব মাসজিদ উত্তম যাতে 'আলিম-'উলামা সহীহ 'আক্বীদাহ্, সঠিক শারী'আত, আর্থিক ও দৈহিক 'ইবাদাত শিক্ষা দেয় এবং যা হালাল হারাম ও সৎকাজে উৎসাহিত করে এবং অসৎ কাজে নিরুৎসাহিত করে সেই মাজলিস উত্তম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৩৫] **য'ঈফ :** বায়হাক্বী ৯০২৪।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আমর ইবনু হাসান" নামের একজন বর্ণনাকারী আছেন যিনি মাতরূক। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৪৫ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

(وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللّٰهِ) এর সারকথা হলো : তুমি আল্লাহর যিক্‌র থেকে গাফিল থাকবে না, চাই তুমি জনতার মাঝে থাক বা একাকী থাক।

বাযযার সহীহ সানাদে ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে মারফূ' সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা হলো-

قَالَ: «قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا ذَكَرْتَنِي خَالِيًا ذَكَرْتُكَ خَالِيًا. وَإِذَا ذَكَرْتَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنَ الَّذِىْ ذَكَرْتَنِي فِيهِمْ».

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন : হে আদাম সন্তান! যখন তুমি আমাকে নির্জনে স্মরণ করবে তখন আমিও তোমাকে নির্জনে স্মরণ করব। আর যখন তুমি আমাকে স্মরণ করবে কোন মাজলিসে তখন আমি তোমাকে তোমার চেয়ে উত্তম মাজলিসে স্মরণ করব। (কাশফুল আসতার ৪/৬, হাদ/৩০৬৫)

অন্য একটি হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন :

«أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ»

"আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করে আমি তেমন আর আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে, যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে তবে আমিও মনে মনে তাকে স্মরণ করি, যদি সে আমাদের কোন মাজলিসে আমাকে স্মরণ করে তবে আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম মাজলিসে স্মরণ করি"– (বুখারী ৭৪০৫, মুসলিম ৪/২০৬৭)। মনে মনে যিক্‌র করাই হলো উত্তম। এটাকে গোপন যিক্‌র বলা হয়। হাদীসটিতে জিহ্বা নাড়ানোর কথা দ্বারা মন ও ঠোঁট এক সাথে নাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٢٦ -[٢٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعُمُدًا مِنْ يَاقُوتٍ عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ لَهَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ تُضِيءُ كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ يَسْكُنُهَا؟ قَالَ: «الْمُتَحَابُّونَ فِي اللّٰهِ وَالْمُتَجَالِسُونَ فِي اللّٰهِ وَالْمُتَلَاقُونَ فِي اللّٰهِ». رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫০২৬-[২৪] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে ইয়াকূতের স্তম্ভ রয়েছে, এর উপর পান্নার নির্মিত অট্টালিকা রয়েছে। ঐ অট্টালিকার দরজাসমূহ সদা উন্মুক্ত। এমন উজ্জ্বল ও চকচক করছে যেন উজ্জ্বল তারকা। সহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এতে কারা বাস করবে? তিনি (ﷺ) বললেন : সেসব লোক, যারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশে পরস্পরকে ভালোবাসে, একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশে পরস্পর বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করে। [উপরিউক্ত হাদীস তিনটি ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছে।][৯৩৬]

---

[৯৩৬] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ৯০০২, য'ঈফুল জামি' ১৮৯৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৭৮২।
য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে আছে "মুহাম্মাদ ইবনু আবূ হুমায়দ" নামের একজন বর্ণনাকারী য'ঈফ। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৮৯৭, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৪৫ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ) এর দু'টি অর্থ : তা হলো জান্নাত সম্পূর্ণভাবে ক্ষতি সাধন থেকে নিরাপদ, এটা সম্পূর্ণমুক্ত বিধায় এর দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত। অথবা (أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ) এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাত স্বীয় দ্বার খোলা রেখে তার অধিবাসীর আগমন অপেক্ষায় আকুল হয়ে রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ) তাফসীরকারক ইমাম বায়যাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন : ﴿...كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ...﴾ "...কাঁচটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র..."– (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৩৫)। অর্থাৎ উজ্জ্বল আলোকরশ্মি দ্বারা সজ্জিত যেন মতিতুল্য। এটাকে পরিস্ফূটিত হওয়ার কারণে মতির সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে। কারণ আলোর কারণে সে অন্ধকারকে দূরীভূত করে দেয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(١٧) بَابُ مَا يُنْهٰى عَنْهُ مِنَ التَّهَاجُرِ وَالتَّقَاطُعِ وَاتِّبَاعِ الْعَوْرَاتِ

অধ্যায়-১৭ : সাক্ষাৎ ত্যাগ, সম্পর্কচ্ছেদ ও দোষান্বেষণে নিষেধাজ্ঞা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٠٢٧ - [١] عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫০২৭-[১] আবূ আইয়ূব আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তিনদিনের বেশি সময় অপর কোন মুসলিম ভাইকে ত্যাগ করে। তারা কোথাও একে অপরের মুখোমুখি হলে একজন এদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অপরজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম করে কথাবার্তা আরম্ভ করে। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৩৭]

ব্যাখ্যা : (أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ) এই ভাই দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসলিম ভাই। আর এ ভাইয়ের সম্পর্ক আত্মীয়তার সূত্রে ভাই বা রক্ত সম্পর্কের ভাই বা সঙ্গী-সাথী যা ভাই এর চেয়ে ব্যাপক।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ ভাই দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসলামী ভাই তথা মুসলিম ভাই। আর এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, যদি কেউ এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করে তবে তার সাথে তিনদিনের বেশি সময় কথা না বলা জায়িয। তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ওয়াজিব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৩৭] সহীহ : বুখারী ৬০৭৭, মুসলিম ২৫-(২৫৬০), আবূ দাউদ ৪৯১১, তিরমিযী ১৯৩২, সহীহুল জামি' ৭৬৬০, সহীহ আত্ তারগীব ২৭৫, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩১৪, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৬৫, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৬৩৬৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩৬৮, আহমাদ ১৩৩৫৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৬৯, শু'আবুল ঈমান ৬৬১৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৩৮৫২, আস্ সুনানুল কাবীর লিল বায়হাক্বী ২০৫২১।

Scanned by CamScanner

(فَوْقَ ثَلَاثٍ) এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনদিনের কম সময় ত্যাগ করা (কথা বন্ধ করা) বৈধ আছে। আর এ সময়ে যেন সে নমনীয় হতে পারে। কারণ মানুষের স্বভাব হলো রেগে যাওয়া এবং মন্দ চরিত্রের হওয়া ইত্যাদি। তবে রাগ যতই হোক না কেন তাকে তিনদিনের মধ্যে তা দূর করতে হবে।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬০৭৭)

(وخيرهما الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ) বেশির ভাগ ‘উলামা বলেছেন : কেউ যদি তার ভাইকে সালাম দেয় ও সালামের জওয়াব নেয় তবে পরিত্যাগ করা দূর হয়ে যাবে।

ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : পরিত্যাগ করা হতে সে অত সময় মুক্ত হবে না যতক্ষণ না সে পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে আসে। তিনি আরো বলেন : তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে কথা বন্ধ করা যদি তাকে (সে ভাইকে) কষ্ট দেয় তবে শুধু সালাম দিলে পরিত্যাগকারী «الهجرة» দূর হবে না। ইবনুল ক্বাসিমও এরূপ বলেছেন।

ক্বাযী ‘ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যখন সে কথা বলা থেকে দূরে থাকবে তখন আমাদের নিকট তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। যদিও সে তাকে সালাম দিক না কেন। অর্থাৎ তার কথাটি ইবনুল ক্বাসিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর কথাকে শক্তিশালী করেছে।

ইবনু হাজার ‘আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি বলছি, তার সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। আর তার সাথে কথা বলা ছেড়ে দেয়াটা বুঝা যায় যে, তার মনে তার প্রতি কোন রাগ আছে। সুতরাং তার সাক্ষ্য ক্ববূল হবে না। যদি সে তিনদিনের ভিতরে তার সাথে সালাম বিনিময় করে তবে পরিত্যাগ করাটা চলে যাবে। আর জামহূর ‘উলামা দলীল পেশ করেন, ‘ত্ববারানী’র যায়দ ইবনু ওয়াহ্‌ব-এর সূত্রে ইবনু মাস্‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে একটি মাওকূফ হাদীস। আর তাতে আছে, «ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه» আর তার ফিরে আসা হলো সে এসে তাকে সালাম করবে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬০৭৭)

٥٠٢٨ -[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَا تَنَافَسُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫০২৮-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা কোন বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে কুচিন্তা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা কুচিন্তা সবচেয়ে মিথ্যা। কারো খারাপ বা দোষের খবর জানার চেষ্টা করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, আর একজনের দরের উপর দিয়ে মাল দর করো না। পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা রেখ না, আর পরোক্ষ নিন্দাবাদে একে অপরের পিছনে লেগো না; বরং তোমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে থাকবে। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, পরস্পরে লোভ-লালসা করো না। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৩৮]

---

[৯৩৮] **সহীহ :** বুখারী ৬০৬৬, মুসলিম ২৮-(২৫৬৩), আবূ দাঊদ ৪৯১৭, তিরমিযী ১৯৮৮, সহীহ আত্ তারগীব ২৮৮৫, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩১৭, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৬৭, আহমাদ ৮১১৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৮৭, শু‘আবুল ঈমান ৬৭০৩, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩৩৮, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ৮৪৬১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৭৯০, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪৭০০।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ) অর্থাৎ তোমরা ধারণার অনুসরণ করা থেকে সাবধান থাক অথবা তোমরা কুচিন্তা থেকে সাবধান থাক। আর কুচিন্তা হলো একটি অপবাদ যা অন্তরে পতিত হয়, যার কোন দলীল থাকে না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ধারণা করে সেই 'আমাল ছেড়ে দিবে যার দ্বারা বেশির ভাগেই হুকুম-আহকাম সাব্যস্ত হয়। বরং উদ্দেশ্য হলো সেই অবাস্তব কুচিন্তাকে ত্যাগ করবে, যা কুচিন্তাকারীর ক্ষতি করে।

(أَكْذَبُ الْحَدِيثِ) অর্থাৎ- এ মিথ্যা কথা হলো অন্তরের মিথ্যা কথা, কারণ এটা মানুষের অন্তরে শায়ত্বনের জাগ্রত করার মাধ্যমে হয়ে থাকে। এখানে কুধারণাকে কথার সাথে সাদৃশ্য করা হয়েছে মাজায বা রূপকথা অর্থে, কারণ কুধারণা থেকেই তা উৎপত্তি হয়।

(وَلَا تَحَسَّسُوا) ইমাম মানাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অর্থাৎ কারো দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করো না। যেমন : কান পেতে কারো গোপন কথা শোনা, গোপনে কোন জিনিস দেখা। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯০৯)

(وَلَا تَنَاجَشُوا) বলা হয়ে থাকে : কোন পণ্য ক্রয় করার আগ্রহ ছাড়াই তার দাম বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য থাকে, যাতে ক্রেতা ধোকায় পড়ে যায়। দালালী করার কারণে ক্রেতা চড়া দামে পণ্য কেনায় আগ্রহী হয়। এ অর্থটিই জামহূর ফুক্বাহাদের নিকট প্রসিদ্ধ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَلَا تَحَاسَدُوا) অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন কারো নি'আমাত বা অনুগ্রহ দূর হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা না করে। যেন মনে মনেও তা না করে আবার প্রকাশ্যভাবেও না করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ﴾

"তোমরা তা কামনা করো না যদ্দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো ওপর মর্যাদা প্রদান করেছেন। পুরুষেরা তাদের কৃতকার্যের অংশ পাবে, নারীরাও তাদের কৃতকর্মের অংশ পাবে..."- (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৩২)। অর্থাৎ আল্লাহ যে নি'আমাত দিয়েছেন তা বা তার অনুরূপ নি'আমাত যেন কামনা করে। আর এ প্রকার হিংসাকে বলা হয় গিবত্বাহ্। অর্থাৎ অন্যের নি'আমাত দূর না হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে তার অনুরূপ নি'আমাত কামনা করা যেমন অন্য একটি হাদীস বলা হয়েছে - «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ» "দু'টি জিনিস ব্যতীত কোন বিষয়ে হিংসা নেই।"

(وَلَا تَبَاغَضُوا) অর্থাৎ প্রবৃত্তির ও বিভিন্ন মাযহাবের কারণে তোমরা দলে দলে ভাগ হবে না। কারণ দীনের মধ্যে বিদ্'আত ও সরল সঠিক পথ থেকে ভ্রষ্টতা শত্রুতাকে ওয়াজিব বা আবশ্যক করে। অনুরূপ বলা হয়েছে, বাহ্যিক দিকল হলো পরস্পর শত্রুতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেবল দীনের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ককে ঠিক রাখার জন্য। যদি দীনের সম্পর্ক ঠিক না থাকে তবে তার সাথে শত্রুতা রাখা জায়িয। কারণ আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো জাতিকে এক করে রাখা। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا﴾ "আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সমবেতভাবে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"- (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১০৩)। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পরস্পরকে ভালোবাসা একতার কারণ, আর পরস্পরকে শত্রু মনে করা বিচ্ছিন্নতাকে আবশ্যক করে। এর অর্থ হলো তোমরা একে অন্যের সাথে শত্রুতা রাখবে না।

(وَلَا تَدَابَرُوا) অর্থাৎ একে অপরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ- তোমরা একে অপরের গীবাত বা পরোক্ষ নিন্দাবাদ করো না।

Scanned by CamScanner

(وَكُوْنُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا) এর অর্থ হলো : তোমরা আল্লাহর বান্দা হওয়ার দিক দিয়ে সবাই সমান। আর তোমাদের ধর্মও এক। পরস্পর পরস্পরের প্রতি হিংসা, শত্রুতা ও সম্পর্কচ্ছেদ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব তোমাদের কর্তব্য হলো ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করা। ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা, সৎ কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করা এবং প্রত্যেক ভালো কাজে কল্যাণ কামনা করা।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٢٩ ـ[٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫০২৯-[৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয় এ শর্তে যে, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করবে না। আর সে ব্যক্তি এ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, যে কোন মুসলিমের সাথে হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করে। মালায়িকাহ্'কে (ফেরেশ্‌তাদেরকে) বলা হয় যে, এদের অবকাশ দাও, যেন তারা পরস্পর মীমাংসা করে নিতে পারে। (মুসলিম)[৯৩৯]

ব্যাখ্যা : (تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ) ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর অর্থ হলো, সোমবার ও বৃহস্পতিবার মহান আল্লাহ অধিক পরিমাণে ক্ষমা করে দেন এবং রহমাত নাযিল করেন, মর্যাদা সমুন্নত করেন আর উত্তম প্রতিদান দেন। এ বাক্যটি স্বীয় প্রকাশ্য অর্থের উপরও প্রযোজ্য হতে পারে। আর জান্নাতের দরজা খোলা হলো তার আলামাত। (শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৫৬৫)

(حَتّٰى يَصْطَلِحَا) অর্থাৎ দু'জনে সংশোধন করে নেয় আর তাদের মধ্যকার হিংসা-বিদ্বেষকে দূর করে নেয়। যদি তারা সুনাম ও লোকদেখানোর জন্য মীমাংসা করে তবে তা কোন উপকারে আসবে না। মূল কথা হলো খাটি অন্তরে প্রত্যেককে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। যাতে তার অন্তর থেকে হিংসা শত্রুতা দূর হয়, তার সাথী সংশোধন হোক বা না হোক সেটা দেখার বিষয় না। মহান আল্লাহ ভালো জানেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٣٠ ـ[٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: أُتْرُكُوا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَفِيئَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫০৩০-[৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক সপ্তাহে দু'বার (অর্থাৎ- সোমবার ও বৃহস্পতিবার) বান্দার কার্যাবলী আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়; কিন্তু ঐ বান্দাকে ক্ষমা করা হয় না, যে নিজে কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। তার সম্পর্কে বলে দেয়া হয় যে, তাদেরকে সময় দাও, যাতে তারা পরস্পর আপোষ হতে পারে। (মুসলিম)[৯৪০]

---

[৯৩৯] সহীহ : মুসলিম ৩৫-(২৫৬৫), আবূ দাউদ ৪৬১৬, তিরমিযী ২১০৯, সহীহুল জামি' ২৯৭০, সহীহ আত্ তারগীব ২৭৬৬, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩১, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৭০, আহমাদ ৯০৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৬১, শু'আবুল ঈমান ৬৬২৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৬২৪।

[৯৪০] সহীহ : মুসলিম ৩৬-(২৫৬৫), সহীহুল জামি' ২৯৫৮, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২১২০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৬৭, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৭০।

Scanned by CamScanner

٥٠٣١ - [٥] وَعَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مَعَيْطٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَزَادَ مُسْلِمٌ قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

৫০৩১-[৫] উম্মু কুলসূম বিনতু 'উক্ববাহ্ ইবনু আবূ মু'আয়ত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে হলেও লোকেদের মধ্যে মীমাংসা করে, উভয় পক্ষকে ভালো কথা বলে, একের পক্ষ থেকে অপরকে ভালো কথা পৌছায়।

(বুখারী ও মুসলিম)[৯৪১]

ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) এক বর্ণনায় এ কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন, উম্মু কুলসূম (রাঃ) বলেন : আমি নাবী ﷺ-কে তিনটি কাজ ব্যতীত কোন কাজে কখনো মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনিনি– ১. শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলিমের যুদ্ধের সময়, ২. বিবদমান দু' পক্ষের মীমাংসা করানোর সময় এবং ৩. স্বামী স্ত্রীর সাথে এবং স্ত্রী স্বামীর সাথে কথা বলার সময়।

ব্যাখ্যা : (لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ) "ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মিথ্যা বলেও লোকেদের মধ্যে মীমাংসা করে।" এর অর্থ হলো ঐ ব্যক্তি নিন্দিত মিথ্যুক নয়, যে মানুষের মাঝে মীমাংসা করে। বরং সে ব্যক্তি একজন সৎলোক। (শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৬০৫)

(وَيَنْمِي خَيْرًا) অর্থাৎ উভয়পক্ষকে ভালো কথা বলে, একপক্ষ থেকে অপরপক্ষকে ভালো কথা পৌঁছায়। অর্থাৎ যে ভালো কথা তাদের থেকে শোনেনি, তা অপরপক্ষের নিকট পৌঁছে দেয়। যেমন- সে বলে, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম প্রেরণ করেছেন, সে আপনাকে ভালোবাসে, সে আপনার ব্যাপারে ভালো বলেছে। অনুরূপ আরো অনেক কথা তার নিজের থেকে বলে। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো উভয়ের মাঝে সৃষ্ট বিবাদ মীমাংসা করা। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সে ভালো কথা যা শুনেছে তা বলবে আর খারাপ কথা পরিহার করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٣٢ - [٦] وَذكر حَدِيث جَابر: «إِن الشَّيْطَان قد أيس» فِي «بَاب الْوَسْوَسَة»

৫০৩২-[৬] এ প্রসঙ্গে জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীস «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ» "প্রতারণা" অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

---

[৯৪১] সহীহ : বুখারী ২৬৯২, মুসলিম ১০১-(২৬০৫), আহমাদ ২৭২৭২, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৯৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৪৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৩৩, শু'আবুল ঈমান ৪৭৯১, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯১২৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০৭০০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩৫৩।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٠٣٣ -[٧] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِىْ ثَلَاثٍ: كَذِبُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهٗ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِى الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ

৫০৩৩-[৭] আসমা বিনতু ইয়াযীদ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মিথ্যা বলা শুধু তিন জায়গায় জায়িয আছে– ১. নিজের স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্বামীর মিথ্যা কথা বলা, ২. যুদ্ধের সময় মিথ্যা বলা এবং ৩. মানুষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার উদ্দেশে মিথ্যা বলা। (আহমাদ ও তিরমিযী)[৯৪২]

ব্যাখ্যা : (اِمْرَأَتَهٗ لِيُرْضِيَهَا) অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে এমন কিছু আবেগময় কথা প্রকাশ করা যাতে তাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। যে ভালোবাসায় তারা পরস্পরে সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারে। তাদের মধ্যে প্রেম জন্মে। অন্যথা এমনও হতে পারে যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা না জন্মে সেটা অন্যের প্রতি জন্মাতে পারে, ফলে তাদের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করবে, এমনকি তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে যেতে পারে। [সম্পাদক]

(وَالْكَذِبُ فِى الْحَرْبِ) অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের ভয় ধরিয়ে দেয়ার জন্য বলা হয় যে, মুসলিম সৈন্য অনেক আছে এবং তাদের অনেক সাহায্যকারী লোক আছে। অথবা মুসলিম সৈন্যদেরকে বলা কাফিরদের সংখ্যা কম। তোমরা যুদ্ধ কর তোমাদের সাহায্যকারী আছে। অথবা কোন কাফিরকে বলা যে, দেখ তোমার পিছে কে তোমাকে হত্যা করার জন্য আসছে অথবা তুমি সাহায্যের জন্য তোমার সাথে কাকে নিয়ে এসেছ? ইত্যাদি মিথ্যা কথা বলা। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٣٤ -[٨] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهٖ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫০৩৪-[৮] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলিমের পক্ষে এটা উচিত নয় যে, তিনদিনের বেশি সময় নিজের কোন মুসলিম ভাইয়ের ওপর রাগ হয়ে কথা বলা বন্ধ রাখবে। যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হবে, তাকে তিনবার সালাম করবে। প্রত্যেকবারেই যদি জবাব না দেয়, তবে সে তার গুনাহ নিয়েই ফিরবে। (আবূ দাঊদ)[৯৪৩]

ব্যাখ্যা : (فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِه) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যাদের মধ্যে তিনদিন পর্যন্ত কথাবার্তা বন্ধ, এ সময়ের পর পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হলে রাগান্বিত ব্যক্তিকে পরস্পর তিনবার সালাম দিলে যদি সে একবারও সালামের উত্তর না দেয় তবে সে তার পাপ নিয়ে ফিরে যাবে। এখানে তার পাপ বলতে সম্ভবত যে সালামের উত্তর দেয় না তাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আগে সালাম দিয়েছে সে মুসলিম

---

[৯৪২] (لِيُرْضِيَهَا) ব্যতীত হাদীসটি সহীহ : তিরমিযী ১৯৩৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৪৫, আহমাদ ২৭৬০৮।

[৯৪৩] হাসান : আবূ দাঊদ ৪৯১৩, ইরওয়া ৯৯৪, সহীহুল জামি' ৭৭৭৫, সহীহ আত্ তারগীব ২৭৫৮, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৫৮৩।

Scanned by CamScanner

তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বর্জন রাখার পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যে মুসলিম সালামের উত্তর দেয়নি তার উপর পাপটা পতিত হবে। অর্থাৎ সে তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বর্জন রাখার গুনাহ্ নিয়ে ফিরবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসটির বাস্তবিক শিক্ষা : আমাদের সমাজে অনেক লোককে দেখা যায় একজন অন্যজনের সাথে কোন্ কারণবশতঃ বহুদিন কথা বন্ধ রাখে। একজন যদি একটু নমনীয় হয়ে অন্যজনকে সালাম দেয় তবে যাকে সালাম দিয়েছে তার দামটা সে বাড়িয়ে ফেলে। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। যেন শুনতেই পায়নি। অথচ সে স্পষ্টভাবে হাদীসটির বিরোধিতা করল।

হাদীসটির ভাষ্য অনুযায়ী সালামের উত্তর না দেয়ার কারণে সে পাপী থেকে গেল। একদিন হয়ত এমন সময় আসে যে, সালামের উত্তর নেয়নি তার আর সালাম দেয়ার সুযোগ হয়ে ওঠে না তার আগেই তাকে পরকালে পাড়ি জমাতে হয়। [সম্পাদক]

٥٠٣٥ -[٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

৫০৩৫-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তিনদিনের বেশি সময় অপর কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে সাক্ষাৎ পরিত্যাগ করে। যে ব্যক্তি তিনদিনের বেশি সময় অপর ভাইকে ত্যাগ করল, আর এ সময় তার মৃত্যু হলো, তবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (আহমাদ ও আবূ দাউদ)[৯৪৪]

ব্যাখ্যা : (فَمَاتَ) অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তাওবাহ্ না করেই মারা যায়।

(دَخَلَ النَّارَ) 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অর্থাৎ তার জন্যে জাহান্নামে যাওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়, এটা এভাবে যে, পাপে পতিত হওয়া যেন শাস্তিতে পতিত হওয়া। যদি আল্লাহ চান তবে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। আর যদি তিনি চান তবে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

আসলে এ হুকুমটি কঠোরতা প্রকাশার্থে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন এ ধরনের কাজ করতে কেউ সাহস না করে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯০৬)

٥٠٣٦ -[١٠] وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫০৩৬-[১০] আবূ খিরাশ আস্ সুলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে এক বছর যাবৎ সম্পর্ক ছিন্ন রাখল, সে যেন তার রক্তপাত করল। (অর্থাৎ- তাকে হত্যার করল)। (আবূ দাউদ)[৯৪৫]

---

[৯৪৪] সহীহ : আহমাদ ৯০৯২, আবূ দাউদ ৪৯১৪, সহীহুল জামি' ৭৬৫৯, সহীহ আত্ তারগীব ২৭৫৭, ইরওয়া ৭/৯৪, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯১৬১, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/১২৬।

[৯৪৫] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৯১৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯২৫, সহীহুল জামি' ৬৫৮১, সহীহ আত্ তারগীব ২৭৬২, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩১৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯২৮, আহমাদ ১৭৯৩৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮২২৯, আল মুসতাদরাক ৭২৯২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهٖ) অর্থাৎ কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে একবছর সম্পর্কচ্ছেদ করা তাকে বর্জন করার শাস্তিকে আবশ্যক করে। যেমনিভাবে কাউকে হত্যা করলে শাস্তি আবশ্যক হয়ে যায়। হত্যা এবং কথা বর্জন এক পর্যায়ের নয়। গুনাহের দিক দিয়ে বাক্যটি তাকিদের জন্য নেয়া হয়েছে যেন কেউ এ পাপ কাজে জড়িয়ে না পড়ে। আবার কোন কোন সিফাত বা গুণ তাশবীহ বা সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে সমান হয়। কতক হাদীসের ব্যাখ্যাকার হাদীসটির এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে তাশবীহ বা সাদৃশ্যটা মুবালাগাহ্ বা আধিক্যতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে : «زَيْدٌ كَالْأَسَدِ» তথা যায়দ বাঘের মতো। এখানে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে শক্তির দিক দিয়ে ও বীরত্বের দিক দিয়ে, আকৃতির দিক দিয়ে নয়। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ» কোন মু'মিনের জন্য কোন মু'মিনকে তিনদিনের বেশি পরিহার করা বৈধ নয়। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনদিনের বেশি পরিত্যাগ করা হারাম। এ পাপে জড়িত ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٣٧ - [١١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهٖ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫০৩৭-[১১] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একজন মুসলিমের এটা বৈধ নয় যে, সে কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিনদিনের বেশি সময় সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকবে। তিনদিন উত্তীর্ণ হতেই সে যেন তার প্রতিপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সালাম করে। যদি সে তার সালামের জবাব দেয়, তবে উভয়েই সাওয়াবের অংশীদার হবে। আর যদি সালামের জবাব না দেয়, তবে সে পাপী হবে এবং সালাম দানকারী মুসলিম সম্পর্কচ্ছেদজনিত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। (আবূ দাউদ)[৯৪৬]

ব্যাখ্যা : (فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ) অর্থাৎ যদি সে তার সালামের উত্তর দেয়, তবে উভয়েই সাওয়াবের অংশীদার হবে দু'ভাবে : ১. সালামের উত্তর দেয়ার কারণে ২. তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বন্ধ না রেখে কথাবার্তা বলার কারণে।

(فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ) যদি সে সালামের উত্তর না দেয়, তবে সে দু'ভাবে গুনাহগার হবে ১. সালামের উত্তর না দেয়ায় ২. তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বর্জন রাখায়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٣٨ - [١٢] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلٰوةِ؟» قُلْنَا: بَلٰى. قَالَ: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

---

[৯৪৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪৯১২, গয়াতুল মারাম ৪০৫, ইরওয়া ২০২৯।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "হিলাল আল মাদানী" নামের বর্ণনাকারীর ব্যাপারে ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তাকে চেনা যায় না। রিয়াযুস্ সলিহীন ১৬০৫, ইরওয়া ২০২৯, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৪৯ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

৫০৩৮-[১২] আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি কি তোমাদের এমন কাজ সম্পর্কে বলব না, যার সাওয়াবের মর্যাদা সিয়াম (রোযা), সদাক্বাহ্ ও সলাতের চেয়েও বেশি? আবুদ্ দারদা (রাঃ) বলেন, তখন আমরা বললাম : হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন : সে কাজ হলো, দু'জন মুসলিমের মধ্যে আপোষ করানো। যে ব্যক্তি ঝগড়া ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে, সে যেন মস্তক মুণ্ডনকারী।
[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি সহীহ।][৯৪৭]

ব্যাখ্যা : (مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ) আশরাফ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ 'আমাল দ্বারা উদ্দেশ্য নাফ্ল, ফারয না। অর্থাৎ দু'জন মুসলিমের মাঝে আপোষ করানো নাফ্ল সিয়াম, সলাত ও সদাক্বাহ্ হতে উত্তম।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ) অর্থাৎ ঐ সৎ গুণের অবতারণা, যা দ্বারা জাতির মধ্যে সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন : ﴿وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ "আর আল্লাহ অন্তরের সকল বিষয় সম্যক অবগত"- (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১৫৪)। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, (ذَاتِ الْبَيْنِ) (দু'জন মুসলিমের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করানো)-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দু'জনের মধ্যকার ঝগড়া বিবাদ এবং সম্পর্ক বিচ্ছেদের অবসান ঘটানো। (الْبَيْنِ) বলা হয় বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলিকে।

(وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ) অর্থাৎ এটা এমন একটা গুণাবলী যা দীনকে মুণ্ডন করে এবং সমূলে উৎপাটন করে। যেমন খুর বা ব্লেড চুলকে মুণ্ডন করে। অত্র হাদীসে উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে দু'জনের মাঝে মীমাংসা করার ব্যাপারে আর উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব লাগানোকে নিষেধ করা হয়েছে কারণ সংশোধন এর মাঝে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত করে ধরার উপায় আছে। এ কাজে মুসলিমের মাঝে বিচ্ছেদ হবে না। আর দু'জনের মাঝে বিশৃঙ্খলা লাগানো দীনের জন্য বিষফোড়া। অতএব যে ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে সংশোধনের চেষ্টা করবে এবং বিশৃঙ্খলা দূর করবে, সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি মর্যাদাবান হবে। যে কেবলমাত্র সিয়াম পালন করে ও গোপনে তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯১১; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৫০৬)

٥٠٣٩ -[١٣] وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৫০৩৯-[১৩] যুবায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : বিগত উম্মাতের ব্যাধি তোমাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। বিগত উম্মাতের ব্যাধি ছিল হিংসা ও ঘৃণা। এটা হলো মুণ্ডনকারী। আমি এ মুণ্ডন দ্বারা মাথা মুণ্ডনকে বুঝাইনি; বরং সেটা দ্বারা দীনের মুণ্ডন বা মূলোচ্ছেদ বুঝিয়েছি।
(আহমাদ ও তিরমিযী)[৯৪৮]

ব্যাখ্যা : (الْحَسَدُ) এটি এমন একটি দুরারোগ্য ব্যাধি যা ইসলামী সমাজকে ভিতর থেকে ধ্বংস করে দেয়। হাসাদ অর্থ হিংসা। হিংসা অর্থ «أن يحسد على ما انعم الله عليه به، وإن يتمنى زوال نعمته» আল্লাহ অন্যকে যে নি'আমাত দান করেছেন তাকে হিংসা করা এবং উক্ত নি'আমাতের ধ্বংস কামনা করা। হিংসা হয়ে থাকে গোপনে।।

[৯৪৭] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৯১৯, তিরমিযী ২৫০৯, সহীহুল জামি' ২৫৯৫, সহীহ আত্ তারগীব ২৮১৪, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩০৩, আহমাদ ২৭৫০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫০৯২, শু'আবুল ঈমান ১১০৮৮।

[৯৪৮] সহীহ : তিরমিযী ২৫০৯, আহমাদ ১৪৩০, সহীহ আত্ তারগীব ২৮৮৮, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ১৯৭, ইরওয়া ৩/২৩৮ পৃঃ শু'আবুল ঈমান ৮৭৪৭।

Scanned by CamScanner

(وَالْبَغْضَاءُ) বিদ্বেষ বা শত্রুতা এটা হয়ে থাকে প্রকাশ্যে। এটিও অন্তরের রোগ।

(لَا أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ) অর্থাৎ আমি বলি না শরীরের বাহ্যিক কোনকিছু কাটে, কেননা এটা একটা সহজ বিষয়।

(ولكن تحلق الدّين) এর ফলাফল বড় ভয়াবহ দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও ।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : শত্রুতা দীনকে এমনভাবে ধ্বংস করে যেমন ব্লেড চুলকে ধ্বংস করে। 'তাহলিক্বু'-এর যমীর আল বাগযা এর দিকে ফিরেছে। (তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫১০)

٥٠٤٠ -[١٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫০৪০-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা হিংসা হতে বেঁচে থাকো। কেননা হিংসা সৎকর্মসমূহকে খেয়ে ফেলে, যেমনিভাবে কাষ্ঠখণ্ডকে আগুন খায়। (আবূ দাঊদ)[৯৪৯]

ব্যাখ্যা : (إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ) অর্থাৎ তোমরা ধন-সম্পদ ও পার্থিব সম্মান-মর্যাদার বিষয়ে অন্যের প্রতি হিংসা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা এটা নিন্দনীয়। অবশ্য পরকালীন বিষয়ে গিবতাহ্ বা অন্যের মধ্যে যে বিশেষত্ব রয়েছে তা নিজের মধ্যে অর্জিত হওয়ার আগ্রহ করা দূষণীয় নয়।

(فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ) অর্থাৎ হিংসা-বিদ্বেষ হিংসুকের সৎকর্মগুলো বিনষ্ট করে দেয়।

(كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ) কারণ হিংসা হিংসুককে গীবাত করার দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং যার প্রতি হিংসা করা হয়েছে সে হিংসুকের সৎকর্মগুলো নিয়ে যাবে তার গীবাত করার কারণে। সুতরাং যার প্রতি হিংসা করা হয়েছে তার নি'আমাতের উপর নি'আমাত বৃদ্ধি পায়। আর হিংসুক ব্যক্তির ক্ষতির উপর ক্ষতি। তার অবস্থার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾ "তার দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস হলো"- (সূরাহ্ আল হাজ্জ ২২ : ১১)। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮৯৫)

٥٠٤١ -[١٥] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَسُوْءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫০৪১-[১৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দু' ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করা থেকে তোমরা নিজেকে রক্ষা করো। কেননা এ কাজ দীনকে ধ্বংসকারী। (তিরমিযী)[৯৫০]

ব্যাখ্যা : (إِيَّاكُمْ وَسُوْءَ ذَاتِ الْبَيْنِ) অর্থাৎ দু' ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করা থেকে, তাদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি নষ্ট করা এবং পারস্পারিক ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির চেষ্টা করা থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাবধান করেছেন। এর কারণ হলো, এটি অত্যন্ত গর্হিত একটি কাজ। এটি একটি মারাত্মক অপরাধ। [সম্পাদক]

---

[৯৪৯] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৪৯০৩, য'ঈফাহ্ ১৯০২, যইফ আত্ তারগীব ১৭২৩, শু'আবুল ঈমান ৬৬০৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত তবে ইব্‌রাহীমের দাদা/নানা (جد ابراهيم) ব্যতীত। তিনি মাজহূল বা অপরিচিত। কারণ, তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৯০২।

[৯৫০] **হাসান :** তিরমিযী ২৫০৮, সহীহুল জামি' ২৬৮৩।

Scanned by CamScanner

٥٠٤٢ -[١٦] وَعَنْ أَبِيْ صِرْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللّٰهُ بِهٖ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫০৪২-[১৬] আবূ সিরমাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (কোন মুসলিমকে) কষ্ট দেবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কষ্ট দেবেন এবং যে ব্যক্তি (কোন মুসলিমকে) বিপদে ফেলবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বিপদে ফেলবেন।

[ইবনু মাজাহ ও তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি গরীব।][৯৫১]

ব্যাখ্যা : (شَاقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ) অর্থাৎ আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يُشَاقِّ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾ "আর যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করেন তার জানা উচিত যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।" (সূরাহ্ আল হাশ্‌র ৫৯ : ৪)

ضَارَّ ও شَاقَّ এর মধ্যে পার্থক্য : অর্থের দিক দিয়ে ضَارَّ ও شَاقَّ শব্দ দু'টো প্রায় সমপর্যায়ের। অবশ্য এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। ধন-সম্পদের বিনষ্ট সাধনকে ضرر বলে, আর শারীরিক ক্ষতি বা কষ্ট দেয়াকে مشقة বলে। অথবা ضَارَّ দ্বারা শারীরিক বুঝায়। আর مشقة এমন বিরুদ্ধারণ, যা কলহ-বিবাদ এবং যুদ্ধ ডেকে আনে। তবে প্রথম মতটাই গ্রহণযোগ্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৪০)

٥٠٤٣ -[١٧] وَعَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهٖ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫০৪৩-[১৭] আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কোন মুসলিমকে কষ্ট দেয় অথবা কোন মুসলিমের সাথে প্রবঞ্চনা করে।

[তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি গরীব।][৯৫২]

ব্যাখ্যা : (مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا) যে কোন মু'মিনকে কষ্ট দেয়, অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে বা প্রকাশ্যভাবে কোন মু'মিনকে ক্ষতি করে অথবা ক্ষতি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়।

(أَوْ مَكَرَ بِهٖ) সে তার সাথে প্রতারণা বা ধোঁকাবাজি করে। অর্থাৎ গোপনে তার ক্ষতি করে অথবা ক্ষতি করার জন্য নিরলস চেষ্টা করে যায়, তার ব্যাপারে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, সেই ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমাত থেকে বিতাড়িত হবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৪১)

٥٠٤٤ -[١٨] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادٰى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلٰى قَلْبِهٖ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا

---

[৯৫১] হাসান : ইবনু মাজাহ ২৩৪২, তিরমিযী ১৯৪০, আবূ দাঊদ ৩৬৩৫, ইরওয়া ৮৯৬, সহীহুল জামি' ৬৩৭২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৫০, আল মুসতাদরাক ২৩৪৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৭১৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮২৭৫।

[৯৫২] য'ঈফ : তিরমিযী ১৯৪১, য'ঈফাহ্ ১৯০৩, য'ঈফুল জামি' ৫২৭৫।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "ফারকুদ" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। বিস্তারিত দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৯০৩, বায্যার ৪৩, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৯৬, শু'আবুল ঈমান ৮৫৭৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯৩১২।

Scanned by CamScanner

عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫০৪৪-[১৮] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মিম্বারের উপর উঠলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বললেন : “হে মুসলিমগণ! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং অন্তরে ইসলামের প্রভাব রাখোনি, তোমরা মুসলিমদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে লজ্জা দিয়ো না এবং তাদের দোষ অন্বেষণ করো না। কেননা যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ অন্বেষণ করে, আল্লাহ তা‘আলা তার দোষ অন্বেষণ করেন। আল্লাহ তা‘আলা যার দোষ খুঁজবেন, তাকে অপমান করবেন, যদি সে নিজের ঘরের মধ্যেও থাকে। (তিরমিযী)[৯৫৩]

ব্যাখ্যা : (مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ) অর্থ যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ দ্বারা মু’মিন এবং মুনাফিক্বরা উভয় প্রকার লোককে বুঝানো হয়েছে। আর (وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلٰى قَلْبِهِ) অর্থ আর অন্তরে ঈমানের/ইসলামের প্রভাব রাখনি’ দ্বারা ফাসিক্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং বাক্যটির অর্থ হবে- একদিন রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মু’মিন, মুনাফিক্ব এবং ফাসিক্ব সকলে সম্বোধন করে উপদেশ দিয়েছেন। (لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ) অর্থাৎ যারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করেছে, আর তারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছে আর তাদের অন্তর দ্বারা ঈমান এনেছে।

(وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ) অর্থ ‘আর তোমরা তাদেরকে লজ্জা দিয়ো না’। যদি লজ্জা দেয় তবে এটা তাদের জন্য ধমক ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। কেউ কাউলে লজ্জা দিলে তাকে এ কাজ হতে তাওবাহ্ করতে হবে। আবার কখনও লজ্জা দেয়ার জন্য তাকে হাদ্দ বা শাস্তি অথবা তা‘বীর বা শিক্ষা দেয়ার জন্য শাস্তি দেয়া ওয়াজিব হবে। এটা হবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের দিক থেকে।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২০৩২)

٥٠٤٥ -[١٩] وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِيْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫০৪৫-[১৯] সা‘ঈদ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সবচেয়ে বড় সুদ হলো অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের মানহানি করা।

(আবূ দাউদ ও বায়হাক্বী “শু‘আবুল ঈমানে” বর্ণনা করেছেন।)[৯৫৪]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا) অর্থ সবচেয়ে বড় সুদ অর্থাৎ ক্ষতির দিক দিয়ে মারাত্মক এবং হারামের দিক দিয়েও জঘন্যতম।

(الِاسْتِطَالَةُ فِيْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ) এখানে اَلِاسْتِطَالَةُ শব্দের অর্থ- দীর্ঘায়িত করা, অতিরিক্ত করা ও বাড়াবাড়ি করা। এখানে অর্থ হচ্ছে, কোন মুসলিমের ইয্যত নষ্ট করার উদ্দেশে অহংকার ও গর্ব করে গালি

---

[৯৫৩] হাসান সহীহ : তিরমিযী ২০৩২, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৩৯, গয়াতুল মারাম ৪২০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৬৩, আহমাদ ১৯৭৭৬, শু‘আবুল ঈমান ৬৭০৪, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১২৮১।

[৯৫৪] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৮৭৬, সহীহাহ্ ১৪৩৩, শু‘আবুল ঈমান ৬৭১০, সহীহুল জামি‘ ২২০৩, সহীহ আত্ তারগীব ২৮৩৩, মা‘রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৬৩৬৮, আস্ সুনানুল কুবরা ২১৬৫৭, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪৬৯১।

Scanned by CamScanner

দেয়া, গীবাত ও মিথ্যা অপবাদ দেয়া। এটি সুদের চেয়েও মারাত্মক হারাম হওয়ার কারণ হলো, মুসলিমের মান-সম্মান ধন-সম্পদের চেয়ে অধিক মূল্যবান। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮৬৮)

٥٠٤٦ -[٢٠] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَمَّا عَرَجَ بِي رَبِّي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وَجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫০৪৬-[২০] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে উপরে নিয়ে গেলেন, আমি সেখানে এমন লোকেদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ তামার তৈরি। সেসব নখ দ্বারা তারা তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ খোঁচাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরীল! এরা কারা? জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন : এরা সেসব লোক, যারা মানুষের মাংস খায় (পরোক্ষ নিন্দা করে) এবং মানুষের পিছনে লেগে থাকে। (আবূ দাউদ)[৯৫৫]

ব্যাখ্যা : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ) অর্থাৎ তারা মুসলিমদের গীবাতে লিপ্ত থাকত।

(وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজে গিয়ে দেখলেন জাহান্নামে কিছু লোক মুখ ও বক্ষ আঁচড়াতে রত। প্রকৃতপক্ষে মুখ ও বক্ষ আঁচড়ানো স্বভাবটা বিলাপ করে ক্রন্দনকারী মহিলাদের স্বভাব। অথচ যারা দুনিয়াতে গীবাত করেছে এবং মুসলিমদের মান-সম্মান ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করেছে, এরা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের গুনাগুণ সম্বলিত না। বরং তারা মহিলাদের মন্দ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ায় তাদেরকে মহিলাদের মতো সাজা দেয়া হচ্ছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٤٧ -[٢١] وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أُكْلَةً فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كَسَو ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ لَهُ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫০৪৭-[২১] মুস্তাওরিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের পরোক্ষ নিন্দা করে বা মন্দ বলে এক গ্লাস খেলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে সে পরিমাণ জাহান্নামের আগুন খাওয়াবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের অপদস্থ ও অপমানের বিনিময়ে কাপড় পরিধান করল, আল্লাহ তা'আলা সেটার বিনিময়ে তাকে সমপরিমাণ জাহান্নামের আগুনের পোশাক পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কাউকে দাঁড় করায় বা নিজে দণ্ডায়মান হয়ে লোকেদেরকে নিজের বুজুর্গি শোনায় বা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়, ক্বিয়ামাতের দিন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা শোনানোর জন্য এবং দেখানোর জন্য তাকে দাঁড় করাবেন। (আবূ দাউদ)[৯৫৬]

---

[৯৫৫] **সহীহ** : আবূ দাউদ ৪৮৭৮, আহমাদ ৯৩৩৪০, শু'আবুল ঈমান ৬৭১৬, সহীহ আত্ তারগীব ২৮৩৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮, সহীহুল জামি' ৫২১৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৩৩।

[৯৫৬] **সহীহ** : আবূ দাউদ ৪৮৮১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৩৪, সহীহুল জামি' ৬০৮৩, আহমাদ ১৮০১১, শু'আবুল ঈমান ৬৭১৭, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৭১২০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৯৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬৮৫৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ) অর্থাৎ কোন মুসলিমের গীবাত করার কারণে যে তার সাথে শত্রুতা রাখে তার কাছে এ মুসলিমের মান-সম্মান খাটো করার কারণে অথবা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে এক গ্লাস বা এক বেলা খাদ্য গ্রহণ করল, মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে এ পরিমাণ খাওয়াবেন।

(بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ) এর ب (বা) টি তা'দিয়্যাহ্ বা পৌঁছে দেয়া অর্থে অথবা কারণ দর্শাণোর অর্থে আসতে পারে। যদি সেটা তা'দিয়্যাহ্ এর জন্য আসে তবে তার অর্থ হবে «مَنْ أَقَامَ رَجُلًا مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ» অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে দিয়ে তাক্বওয়া ও বুজুর্গ প্রকাশ করল যাতে করে মানুষ তার ব্যাপারে সুধারণা বা উত্তম বিশ্বাস রাখে যে, সে একজন মুত্তাক্বী ব্যক্তি, তাকে সম্মানী করুক বা তাকে লোকেরা খিদমাত করুক, যেন সে এর কারণে টাকা-পয়সা বা সম্মান-মর্যাদা লাভ করতে পারে। তখন আল্লাহ তা'আলা তার সুনাম ও লোক দেখানোর বিপরীতে একজন মালাক (ফেরেশতা) দাঁড় করিয়ে দেন যাতে সে প্রকাশ করতে পারে যে এ ব্যক্তি মিথ্যুক।

আর যদি সাবাবিয়্যাহ্ বা কারণ দর্শানোর জন্য আসে তবে এর অর্থ হবে : সে নিজে দণ্ডায়মান হয়ে লোকেদেরকে নিজের বুজুর্গি শোনায় বা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখায় যাতে লোকেরা বিশ্বাস করে যে, লোকটি বিরাট মর্যাদার অধিকারী। অনেক সম্পদশালী, এটা দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো লোকেরা তাকে বেশি টাকা প্রদান করুক, তাকে সম্মান করুক তবে ক্বিয়ামাতের দিন স্বয়ং আল্লাহ তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা শোনানোর জন্য এবং দেখানোর জন্য দাঁড় করাবেন (একজন ফেরেশতাকে)।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনূল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮৭৩)

٥٠٤٨ -[٢٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

৫০৪৮-[২২] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ভালো চিন্তা ও উত্তম ধারণা করাও 'ইবাদাত। (আহমাদ ও আবূ দাউদ)[৯৫৭]

ব্যাখ্যা : (حُسْنُ الظَّنِّ) অর্থাৎ মহান আল্লাহ ও মুসলিমদের ব্যাপারে উত্তম ধারণা পোষণ করা।

(مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ) অর্থাৎ এটা এক প্রকারের 'ইবাদাত, যা মহান আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।

হাদীসটির বাস্তবিক শিক্ষা : সুধারণা পোষণ করা এক প্রকার উত্তম 'ইবাদাত। যেমনিভাবে মন্দ ধারণা পোষণ করা এক প্রকার পাপ।

এক ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ﴾ "নিশ্চয় কতক ধারণা পোষণ করলে পাপ হয়"-(সূরাহ্ আল হুজুরা-ত ৪৯ : ১২)। অর্থাৎ কতক ধারণা ভালো, যা 'ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। 'আস সিরাজুম মুনীর' কিতাবে অনুরূপ বলা হয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৮৫)

---

[৯৫৭] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ৪৯৯৩, য'ঈফাহ্ ৩১৫০, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৯২৪, য'ঈফুল জামি' ২৭১৯৬, আহমাদ ১০৩৬৪, শু'আবুল ঈমান ১০১৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ এর সানাদে "শুতায়র (شُتَير) বা সুমায়র (سمير) ইবনু নাহার (نهار)" নামে একজন বর্ণনাকারী আছে। ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : নুকরাহ্ (نكرة) বা তার মধ্যে অপছন্দ বিষয় আছে। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৫৩ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

٥٠٤٩ - [٢٣] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اِعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِزَيْنَبَ: «أَعْطِيهَا بَعِيرًا». فَقَالَتْ: أَنَا أُعْطِيْ تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

وَذُكِرَ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ: «مَنْ حَمٰى مُؤْمِنًا» فِيْ «بَابِ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ»

৫০৪৯-[২৩] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী সফিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর উটটি পীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অপর স্ত্রী যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি সওয়ারী ছিল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিবি যায়নাবকে বললেন : তাঁকে একটি উট দাও। তখন তিনি বললেন : আমি ঐ ইয়াহূদীনীকে উট দেবো? এতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মনোক্ষুণ্ন হলেন এবং যিলহাজ্জ, মুহার্‌রম ও সফর মাসের কিছুদিন তাঁর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। (আবূ দাঊদ)[৯৫৮]

এ প্রসঙ্গে মু'আয ইবনু আনাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)-এর হাদীস «مَنْ حَمٰى مُؤْمِنًا» "যে কোন মু'মিনকে রক্ষা করল" «بَابِ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ» "সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ" অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : «لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ» সফিয়্যাহ্ বিনতু হুয়াইয়ি (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) ছিলেন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী।

(وَعِنْدَ زَيْنَبَ) ইনি যায়নাব বিনতু জাহ্‌শ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী ছিলেন।

(أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ؟) এর ব্যাখ্যা : সফিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) ছিলেন খায়বার এলাকার ইয়াহূদী সর্দার হুয়াই ইবনু আখতার-এর কন্যা। বংশ পরম্পরায় তিনি ছিলেন মূসা 'আলায়হিস্ সালাম-এর বড় ভাই হারূন 'আলায়হিস্ সালাম-এর বংশের মহিলা। সপ্তম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের সময় সফিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) দাসী হিসেবে বন্দি হয়ে মুসলিমদের হাতে আসলে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে মুক্ত করে দিয়ে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। এ হিসেবে যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) তাকে ইয়াহূদিনী হিসেবে তিরস্কার করেছিলেন।

(فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ) "যিলহজ্জ মুহার্‌রম ও সফর মাসের কিছুদিন তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন"।

ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের এ অংশ দ্বারা বুঝা গেল যে, মন্দ কাজের জন্য তিনদিনের বেশি সময় কথাবার্তা বন্ধ রাখা বৈধ আছে। অর্থাৎ ধমক দেয়া ও আদব শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছায়; শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টির ইচ্ছায় না। এখান থেকে আমরা পূর্ববর্তী হাদীস তথা তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বন্ধ রাখা জায়িয না হাদীসটি ও অত্র হাদীসটির মধ্যে সমন্বয় বুঝতে পারলাম।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৯১)

---

[৯৫৮] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪৬০২, গয়াতুল মারাম ৪১০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "সুমাইয়া" নামের বর্ণনাকারীকে চেনা যায় না। দেখুন- গয়াতুল মারাম ২৩৪ পৃঃ, হাঃ ৪১০।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٠٥٠ -[٢٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "رَأَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ عِيسٰى: سَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ. فَقَالَ عِيسٰى: آمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبْتُ نَفْسِيْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫০৫০-[২৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মারইয়াম-এর পুত্র 'ঈসা (আলায়হিস সালাম) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন। 'ঈসা (আলায়হিস সালাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি চুরি করেছ? সে বলল : কখনো না। ঐ সত্তার ক্বসম! যিনি ছাড়া কোন 'ইবাদাতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই। 'ঈসা (আলায়হিস সালাম) বললেন : আমি আল্লাহ তা'আলার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং নিজেকে নিজে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করলাম। (মুসলিম)[৯৫৯]

ব্যাখ্যা : (آمَنْتُ بِاللهِ) অর্থাৎ তোমার ক্বসমের বাক্য থেকে মহান আল্লাহর যে একত্ববাদের কথা বুঝা যায় তার প্রতি আমি ঈমান এনেছি।

(وَكَذَّبْتُ نَفْسِي) অর্থাৎ তোমার শপথের উপর ভিত্তি করে গোপনে মাল নেয়ার সময় চুরির যে সম্ভাবনা ছিল সেটা আসলে চুরি হবে না। কারণ চুরির ক্ষেত্রে শারী'আতের যে নির্ধারিত শর্ত আছে, তার একটি এখনও পাওয়া যায়নি।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি তোমার এ শপথ *"আল্লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা হুওয়া"*-এর ভিত্তিতে তোমাকে বিশ্বাস করলাম। আর তোমাকে দোষমুক্ত মনে করলাম, আর আমি তোমার ব্যাপারে যে ধারণা করেছিলাম তা থেকে ফিরে আসলাম আর আমি নিজেকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করলাম। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক, নিশ্চয় কতক ধারণা পাপ বা গুনাহের কাজ"– (সূরাহ্ আল হুজুরাত ৪৯ : ১২)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٥١ -[٢٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ»

৫০৫১-[২৫] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দারিদ্র্যতা যেন প্রায়ই কুফ্রীর সীমানা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে, আর হিংসা বা উচ্চাশা যেন তাক্বদীরের উপর জয়লাভ করবে।[৯৬০]

ব্যাখ্যা : (كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا) মূলত ধনী হলো সেই ব্যক্তি, যার হৃদয়টা ধনী তথা অভাবমুক্ত। আর গরীব হলো সেই, যার হৃদয়টা অভাবে পরিপূর্ণ; এ গরীব হৃদয়ই হলো কুফরীর কারণ। তা কখনো আল্লাহ্‌র সর্বক্ষমতার উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে, আবার কখনো তাঁর সিদ্ধান্তের উপর অনীহা সৃষ্টি করে অথবা কখনো এ দরিদ্রতাই সরাসরি কুফরীর মধ্যে লিপ্ত করে ফেলে। আর এটা এভাবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা

---

[৯৫৯] সহীহ : মুসলিম ১৪৯-(২৩৬৮), সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৬০০৩, আহমাদ ৮১৫৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৩৩৬।

[৯৬০] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৬৬১২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/৫৩, য'ঈফুল জামি' ৪১৪৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "ইয়াযীদ আর্ রক্বাশী" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। দেখুন- য'ঈফাহ্ ৪০৮০।

Scanned by CamScanner

যায়, কাফির-মুশরিক-আল্লাহদ্রোহীরা পার্থিব ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যতার মাঝে ডুবে আছে। পক্ষান্তরে বেশিরভাগ ইসলাম দরিদ্রতার নিচে বাস করে। স্বভাবত এটা দেখে অনেক মুসলিমই কুফরী করতে পারে। অথবা এমন মন্তব্য করে বসে যাতে সে কুফরী করে বসে। এজন্যই রসূল ﷺ বলেছেন : 'দরিদ্রতা যেন কুফরীর সীমা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়।

(وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ) আর হিংসা বা উচ্চাশা যেন তাক্বদীরের উপর জয়লাভ করবে। অর্থাৎ হিংসুক ব্যক্তি অন্যের নি'আমাত দেখে তার ভিতরের সুপ্ত লালসাকে আরো বাড়িতে তোলে। সে অন্যের নি'আমাত দূর হয়ে যাক এমন কামনা করে। আর নিজে সব নি'আমাতের একক মালিক হোক– এমন কামনা করে। মহান আল্লাহ যে তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এটা সে মনেই করে না। হিংসার প্রভাবে সকল নীতি-নৈতিকতা ভুলে যায়। সে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীরকে যথাযথ সম্মান দেখাতে পারে না।
[সম্পাদক]

٥٠٥٢ -[٢٦] وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اعْتَذَرَ إِلٰى أَخِيهِ فَلَمْ يَعْذِرْهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ الْمَكْسِ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» وَقَالَ: الْمَكَّاسُ: الْعَشَّارُ

৫০৫২-[২৬] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের কোন মুসলিম ভাইয়ের কাছে ওযর-আপত্তি করে এবং সে মুসলিম যদি তাকে অপারগ বা ওযরযোগ্য মনে না করে অথবা যদি তাকে ক্ষমা না করে, তবে যালীম তহসীলদারের মতো পাপী হবে।

[বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমান";[৯৬১] আর ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : مَكَّاسٌ অর্থ- ওশর আদায়কারী বা তহসীলদার]

ব্যাখ্যা : (كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ الْمَكْسِ) বিশ্বনাবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি যদি ওযর ও অক্ষমতা বা ক্ষমা প্রার্থনা করার পর যে ব্যক্তি তার ওযর গ্রহণ করল না বা তাকে ক্ষমা করল না, সে ব্যক্তি অত্যাচারী তহসীলদারের ন্যায় অপরাধী, এটা একটা মারাত্মক অপরাধ। অন্য একটি হাদীসে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন :

«عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ، وَبِرُّوا آبَاءَكُمْ يَبِرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَمَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ مُتَنَصِّلًا فَلْيَقْبَلْ ذٰلِكَ مُحِقًّا كَانَ أَوْ مُبْطِلًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ»

'তোমরা মানুষের মহিলাদের সতীত্ব বজায় রাখ, তবে তোমাদের মহিলাদেরও সতীত্ব বজায় রাখবে। তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের সাথে সদাচরণ কর, তবে তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে সদাচরণ করবে। আর তোমাদের কারো কাছে যদি কোন ভাই কোন ওযর অক্ষমতা নিয়ে আসে আর যদি সে সত্য বলে বা মিথ্যা বলে তবুও সে যেন তার ওযর গ্রহণ করে। আর যদি সে সেটা না করে তবে সে যেন আমার হাওযের নিকট না যায়। ইমাম হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এর সানাদ সহীহ।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৬১] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ৩৭১৮, শু'আবুল ঈমান ৮৩৩৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৬৪৪, আল মু'জামুল কাবীর ২১১৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৬৬৯।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "ইবনু জুরায়জ" নামে একজন মুদাল্লিস রাবী আছে যে, "আন" দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছে। বিস্তারিত দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৯০৭।

Scanned by CamScanner

অত্র হাদীসটি প্রমাণ করে ওযর-আপত্তি গ্রহণ না করলে সে যুলুমকারী তথা অত্যাচারির মতো। এর কারণ হলো, বিদ্‘আতকারী যেমন বিদ্‘আত করে নিজের প্রতি অত্যাচারের করার কারণে হাওযের কাছে আসতে পারবে না, নাবী ﷺ তাদেরকে তাড়িয়ে দিবেন, ঠিক তেমনি মানুষের ওযর অক্ষমতা অগ্রহণকারী বা প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তিরও অবস্থা হবে। [সম্পাদক]

(١٨) بَابُ الْحَذَرِ وَالتَّأَنِّيْ فِي الْأُمُوْرِ

অধ্যায়-১৮ : আত্মসংযম ও কাজে ধীরস্থিরতা

الْحَذَرِ শব্দের অর্থ : বিরত থাকা, সতর্ক থাকা বা সকল প্রকার ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা। এ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক।

الْحَذَرِ এমন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকাকে বলে, যে কথা ও কাজে ইহকালীন ও পরকালীন চিরস্থায়ী সুখ থেকে বঞ্চিত করে এবং আত্মার উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

التَّأَنِّيْ শব্দের অর্থ : ধীরস্থিরভাবে কোন কাজ করা, তাড়াহুড়া করে কোন কাজ না করা। ধীরস্থিরতার মধ্যে আল্লাহর রহমাত ও সাহায্য এসে থাকে। কোন কাজে তাড়াহুড়া পরিহার করে শলা-পরামর্শভিত্তিক ধীরস্থিরতার সাথে কাজ করা নাবী-রসূলদের ও সহাবীদের কর্ম ছিল। আলোচ্য অধ্যায়ে এ বিষয়ের হাদীসগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٠٥٣ -[١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫০৫৩-[১] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক গর্ত থেকে মু'মিনকে দু'বার দংশন করা যায় না। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৬২]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে ক্বাযী ‘ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, এ হাদীসটির পটভূমি হলো একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা, তা হলো : أَبُوْ غُرَّةَ “আবূ গুররাহ্” নামক এক ব্যক্তি কুরায়শ কাফিরদের মধ্যে একজন বিখ্যাত কবি ছিল। সে কবিতার ছন্দে মুসলিমদের কুৎসা রচনা করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করত। অপরদিকে স্বীয় দলের দুরাচার লোকেদেরকে কবিতার মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অত্যাচার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করত। বাদ্‌র যুদ্ধের দিন মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ময়দানে

[৯৬২] **সহীহ :** বুখারী ৬১৩৩, মুসলিম ৬৩-(২৯৯৮), আবূ দাউদ ৪৮৬২, ইবনু মাজাহ ৩৯৮২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৭৫, সহীহুল জামি‘ ৭৭৭৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬৬৯, আহমাদ ৫৯৬৪, শু‘আবুল ঈমান ১০৯৫৪, দারিমী ২৭৮১, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩৫০২, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ৭৮, আস্ সুনানুল কুবরা ১৩২১৯।

Scanned by CamScanner

নামলে তাকে বন্দি করে মাদীনায় আনা হলে রসূল ﷺ-এর কাছে এ অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে ভবিষ্যতে এরূপ আর করবে না। এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রসূল ﷺ তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, এ পাপিষ্ঠ তার সেই মন্দ চরিত্র থেকে ফেরেনি। এমনকি পরবর্তী বছর উহুদের যুদ্ধেও সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করে ময়দানে উপস্থিত হয়েছে। এবারও সে মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়ে মাদীনায় আনীত হলে রসূল ﷺ তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। এবারও সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাবে না বলে শক্তভাবে প্রতিশ্রুতি দিলে রসূল ﷺ বললেন, «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِن من جُحر مرَّتَيْنِ» "এক গর্ত থেকে মু'মিনকে দু'বার দংশন করা যায় না।" এরপর তাকে হত্যা করা হয়।

(মিরকাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৩৩)

(لَا يُلْدَغُ) অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তির এমন গাফিল বা অমনোযোগী হওয়া উচিত নয় যে, একবার অসচেতনতাবশতঃ ধোঁকা খেয়ে পুনরায় ধোঁকা খাওয়া। এটা দুনিয়ার ক্ষেত্রে যেমন আখিরাতের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনি। বলা হয়ে থাকে, এর অর্থ হলো মু'মিন কোন কাজের জন্য দুনিয়াতে শাস্তি পেলে পরকালে তাকে আর শাস্তি দেয়া হবে না। কথিত আছে : এ হাদীসটিতে অসাবধানতা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। আর বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আবূ 'উবায়দ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসটির অর্থ হলো, মু'মিন ব্যক্তির জন্য উচিত নয়, কোন কাজে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর পুনরায় সে কাজে ফিরে যাওয়া।

হাফিয ইবনু হাজার আল 'আস্ক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বেশিরভাগ মুহাদ্দিস এটিই বুঝিয়েছেন। তাদের মধ্য থেকে এ হাদীসটির বর্ণনাকারী ইমাম যুহরী (রহিমাহুল্লাহ)-ও। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৩৩)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٠٥٤ -[٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: "إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫০৫৪-[২] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ "আবদুল ক্বায়স" গোত্রের গোত্রপতিকে বললেন : তোমার মধ্যে দু'টো চরিত্র এমন আছে যে, আল্লাহ তা'আলা সেটা পছন্দ করেন– ১. সহনশীলতা ও ২. ধীরস্থিরতা বা চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করা। (মুসলিম)[৯৬৩]

ব্যাখ্যা : (لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ) বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে : 'আবদুল ক্বায়স' গোত্রের গোত্রপতি বলতে তাদের প্রতিনিধি দলের নেতা মুনযির ইবনু 'আয়িয رضي الله عنه-কে বোঝানো হয়েছে। সহীহ মুসলিমের বর্ণনা দ্বারা এটাই বোঝা যায়– (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১ম খণ্ড, ১৭/২৫)। তবে তার নাম নিয়ে মতপার্থক্য আছে। ইবনুল কালবী বলেন : তার নাম মুনযির ইবনুল হারিস ইবনু যিয়াদ ইবনু 'আসর ইবনু 'আওফ। কথিত আছে, তার নাম : মুনযির ইবনু 'আমির। কথিত আছে, মুনযির ইবনু 'উবায়দ'। কথিত

[৯৬৩] সহীহ : মুসলিম ২৫-(১৭), তিরমিযী ২০১১, ইবনু মাজাহ ৪১৮৮, আবূ দাউদ ৫২২৫, সহীহ আত্ তারগীব ২৬৭৮, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৫৬, আহমাদ ১১১৭৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬৮৪৮, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১২৭৯৫৬ আল মু'জামুস্ সগীর ৭৯২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪১৮, ২৩৭৪; আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৭৭।

Scanned by CamScanner

আছে, তার নাম : ‘আয়িয ইবনুল মুনযির। কথিত আছে, ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘আওফ। তবে সঠিক ও প্রসিদ্ধ হলো ইবনু ‘আবদুল বার ও অধিকাংশ মুহাদ্দিস যা বলেছেন, তা হলো তার নাম মুনযির ইবনু ‘আয়িয।

(শারহুন্ নাবাবী ১ম খণ্ড, হাঃ ২৫-[১৭])

‘আবদুল ক্বায়স’ গোত্রের প্রতিনিধি দলটি যখন মাদীনায় পৌঁছে নাবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য উদ্যত হলো। তখন তাদের গোত্রপতি মুনযির ইবনু ‘আয়িয যাকে ‘আশাজ্জ’ নামে ডাকা হত। তিনি তাদের ঘরের কাছে এসে সবাইকে সুসংগঠিত করলেন। আর তার উটকে বেঁধে তার সুন্দর পোশাকটি পরিধান করলেন, এরপর নাবী ﷺ-এর নিকট আগমন করলেন। নাবী ﷺ তাকে কাছে ডেকে তার পাশে বসালেন। এরপর নাবী ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি নিজেদের ও গোত্রের সকলের পক্ষ থেকে বায়‘আত করবে? জবাবে সম্প্রদায়ের সবাই বলল, হ্যাঁ। তখন আশাজ্জ তথা মুনযির ইবনু ‘আয়িয বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আপনি একজন লোকের জন্যেও কোন বিষয়ে এমন নির্দেশ প্রদান করেননি, যেটা দীন পালনের ক্ষেত্রে তার জন্য কঠিন। এখন আমরা নিজেদের জন্য আপনার কাছে বায়‘আত করছি। আর গোত্রের লোকেদের নিকট আমরা লোক পাঠাব, যারা তাদেরকে ডাকবে। যারা আমাদের অনুসরণ করবে তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে অস্বীকার করবে আমরা তার সাথে লড়াই করব। তখন নাবী ﷺ বললেন, তুমি সত্য কথা বলেছ, নিশ্চয় তোমার মধ্যে দু’টো চরিত্র এমন আছে যে, মহান আল্লাহ সেটা পছন্দ করেন - ১. সহনশীলতা ও ২. ধীরস্থিরতা বা চিন্তাভাবনা করে কাজ করা।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০১১; শারহুন্ নাবাবী ১ম খণ্ড, হাঃ ২৫-[১৭])

(الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ) ক্বাযী ‘ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : أَنَاةٌ বলা হয়, সংশোধনের জন্য কাউকে অবকাশ দেয়া আর এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা। আর আলোচ্য হাদীসটিতে حلم বলতে বুঝানো হয়েছে, তার সঠিক জ্ঞান ও শাস্তি দেয়ার জন্য অবকাশ প্রদান করাকে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০১১)

٥٠٥٥ -[٣] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْأَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِيْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسٍ الرَّاوِيِّ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ

৫০৫৫-[৩] সাহ্ল ইবনু সা‘দ আস্ সা‘ইদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : ধীরস্থিরভাবে কাজ করা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে আসে, আর তাড়াহুড়া করে কাজ করা শায়ত্বনের পক্ষ থেকে আসে।

[তিরমিযী;[৯৬৪] আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি গরীব। কোন কোন হাদীসবিদ এর অন্যতম রাবী ‘আবদুল মুহায়মিন ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্মরণশক্তি সম্পর্কে মতভেদ করেছেন।]

ব্যাখ্যা : «الْأَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ» “ধীরস্থিরভাবে কাজ করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আর তাড়াহুড়া করে কাজ করা শায়ত্বনের পক্ষ থেকে আসে”। ইমাম মানাবী (রহিমাহুল্লাহ) শারহুল জামি‘উস্ সগীরে বলেন : ব্যক্তি শায়ত্বনের ধোঁকায় পড়ে কোন কাজে তাড়াহুড়া করে। কারণ তাড়াহুড়া করা কোন কাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে ও শাস্তির প্রদানের ক্ষেত্রে কাউকে অবকাশ দিতে বাধা দেয়। যার ফলে কাজের শেষে আফসোস অনুশোচনা করতে হয়। আর এটাই হলো শায়ত্বনের চক্রান্ত ও তার কুমন্ত্রণা।

---

[৯৬৪] **য‘ঈফ :** তিরমিযী ২০১২, য‘ঈফুল জামি‘উস্ সগীর ২৩০০, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৫৭০।
হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে “আবদুল মুহায়মিন ইবনু ‘আব্বাস ইবনু সাহ্ল” নামের বর্ণনাকারী য‘ঈফ।
দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৫৬ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

'আম্‌র ইবনুল 'আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মানুষ যতদিন তাড়াহুড়ার ফল ছিঁড়বে ততদিন সে আফসোস করবে। অর্থাৎ যতদিন তাড়াহুড়া করে কাজ করবে ততদিন তার আফসোস শেষ হবে না। অতঃপর নিন্দিত তাড়াহুড়া বলা হয়, যাতে আনুগত্য থাকে না। যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা বা প্রমাণ করা পাওয়া যায় না এবং যাতে কোন কিছু ছুটে যাওয়ার ভয় থাকে না। কারণ তাড়াহুড়া করা শায়ত্বনের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি বলেছিলেন, যদি সেটা মূসা আলায়হিস সালাম-এর কথার মতো হয়, ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى﴾ "হে আমার রব্! আমি আপনার নিকট তাড়াতাড়ি এসেছি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন"– (সূরাহ্ ত্ব-হা- ২০ : ৮৪)। বলা হয়ে থাকে, যেটা কল্যাণ কাজে তাড়াহুড়া করা হয় তাকে এ থেকে আলাদা করা হয়েছে। অর্থাৎ কল্যাণ কাজে তাড়াহুড়া করা যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ "তারা কল্যাণ কাজে ছিল অগ্রগামী"– (সূরাহ্ আল আম্বিয়া ২১ : ৯০)।

ক্বারী বূন (بون) বলেন : আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও তাড়াহুড়া করা প্রশংসনীয়। আর 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে ফেলা দোষণীয়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০১২)

٥٠٥٦ -[٤] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرُبَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৫০৫৬-[৪] আবূ সা'ঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অতিক্রম করেছে, সে ব্যতীত কেউ সহনশীল হয় না এবং যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, সে ব্যতীত কেউ বিচারক হয় না।

[আহমাদ ও তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।][৯৬৫]

ব্যাখ্যা : «لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرُبَةٍ» পা পিছলে যাওয়া ব্যক্তি বা হোঁচট খাওয়া ব্যক্তি। অথবা যে ব্যক্তি লেখা-লেখিতে বার বার ভুল করে লজ্জিত হয়। বলা হয়ে থাকে : সে ব্যক্তি ব্যতীত কেউ পূর্ণ সহনশীল হতে পারে না যে, অপদস্ততায় পতিত হয়েছে অথবা যার ভুল হয়ে গেছে, অতঃপর তার ভুলকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তারপর সে বুঝতে পেরেছে ক্ষমা কি জিনিস। সে তখন অন্যের ভুলের সময় সহনশীল হতে পারে। কারণ সে সেই সময় প্রতিষ্ঠিত ছিল। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৩৩)

«وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ» অর্থাৎ নিজের বা অন্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ বিচারক হতে পারে না।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ব্যাখ্যাকার বলেছেন, সকল বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ছাড়া ও সংশোধনমূলক জ্ঞান ও ধ্বংসাত্মক জ্ঞান অর্জন না করে কেউ পূর্ণ বিচারক হতে পারে না।

কারণ হলো জ্ঞান অর্জন না করে কেউ পূর্ণ বিচারক হতে পারে না, কারণ বিচারক কোন বিষয়ের হিকমাত ছাড়া কোন কাজ করতে পারেন না। আর হিকমাতই কোন বিষয় নষ্ট হওয়া থেকে সঠিকতায় পৌঁছে দেয়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৩৩)

---

[৯৬৫] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২০৩৩, আহমাদ ১১০৫৬, য'ঈফাহ্ ৫৬৪৬, য'ঈফুল জামি'উস্ সগীর ৬২৮৩, ইবনু হিব্বান ১৯৩, শু'আবুল ঈমান ৪৬৪৮, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/৩২৪, আল মুসতাদরাক ৭৭৯৯, আল আদাবুল মুফরাদ ৫৬৫।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "দাররাজ" নামের বর্ণনাকারী আছে, যার উপাধি আবুস্ সাম্‌হ, সে য'ঈফ। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৫৬৪৬।

Scanned by CamScanner

٥٠٥٧ - [٥] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِيْ. فَقَالَ: «خُذِ الْأَمْرَ بِالتَّدْبِيرِ فَإِنْ رَأَيْتَ فِيْ عَاقِبَتِهٖ خَيْرًا فَأَمْضِهٖ وَإِنْ خِفْتَ غَيًّا فَأَمْسِكْ». رَوَاهُ فِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৫০৫৭-[৫] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : তুমি পরিণাম ভেবে তোমার কাজ সম্পাদন করো। যদি তার শেষ ফল ভালো দেখো, তবে করে ফেলো। আর যদি শেষ ফল ভ্রান্ত ও খারাপ বলে ধারণা করো, তবে তা পরিত্যাগ করো। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৯৬৬]

ব্যাখ্যা : (خُذِ الْأَمْرَ بِالتَّدْبِيرِ) "তুমি পরিণাম ভেবে করবে" নাবী ﷺ-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে কিছু উপদেশ প্রদানের আবদার করলে নাবী ﷺ তাকে পরিণাম ভেবে কাজ করার পরামর্শ দিলেন। কাজটি কল্যাণকর, না ক্ষতিকর– সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং কাজটি করার পর তার পরিণাম কি হবে সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করাই হলো হাদীসটির সারকথা।

(وَإِنْ خِفْتَ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে الخوف (ভয়কর) শব্দটি الظن (ধারণা করা) অর্থে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ﴾ 'তবে যদি তুমি মনে করো যে, তুমি আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২৯)। আবার علم (জ্ঞান) ও اليقين (দৃঢ় বিশ্বাস) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কারণ যে ব্যক্তি কোন জিনিসকে ভয় পায়, সে তার থেকে দূরে থাকে এবং তার বাস্তবতা বা সঠিক সমাধান খুঁজে বের করে। এখানে সঠিক জিনিস খুঁজে বের করার শিক্ষা রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

শিক্ষণীয় : অনেক লোক এমন রয়েছে যারা পরিণাম ভেবে কথা বলে না বা কাজ করে না। ফলে দেখা যায়, কথা বলার পরে বা কাজ করে ফেলার পরে হতাশা বা দুশ্চিন্তায় ভোগে। এ কারণেই বাংলায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না'। আর আমাদের বিশ্বনাবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটিই বহুদিন পূর্বে বলে গেছেন, যাতে মুসলিম জাতির উন্নতির পথে হতাশা বা আফসোস অন্তরায় না হতে পারে। কারণ পরিণাম ভেবে কাজ না করলে হতাশা বা আফসোস করা স্বাভাবিক বিষয়। [সম্পাদক]

٥٠٥٨ - [٦] وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْأَعْمَشُ: لَا أَعْلَمُهٗ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التُّؤَدَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِيْ عَمَلِ الْاٰخِرَةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫০৫৮-[৬] মুস্‘আব ইবনু সা‘দ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। আ‘মাশ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি এ বাণী নাবী ﷺ-এর বলেই জানি যে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : সব কাজেই দেরি করা ও ধীরে-সুস্থে করা উত্তম; কিন্তু আখিরাতের কাজ ব্যতীত। (আবূ দাঊদ)[৯৬৭]

---

[৯৬৬] **য‘ঈফ জিদ্দান (খুবই দুর্বল)** : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৬০০, য‘ঈফুল জামি‘ ২৮১৫, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্যাক্ব ২০২১২, শু‘আবুল ঈমান ৪৬৪৯।
হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আব্বান" নামের বর্ণনাকারী মাতরূক বা পরিত্যক্ত। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৫৭ পৃঃ।

[৯৬৭] **সহীহ** : আবূ দাউদ ৪৮১০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭৯৪, সহীহুল জামি‘ ৩০০৯, সহীহ আত্ তারগীব ৩৩৫৬, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৭৯২, শু‘আবুল ঈমান ১০৬০৪, আল মুসতাদরাক ২১৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩২৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (قَالَ الْأَعْمَشُ) অর্থাৎ একজন বর্ণনাকারী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সম্মানিত তাবি'ঈ। তার প্রকৃত নাম ছিল সুলায়মান ইবনু মিহ্রান আল কাহ্লী আল আসাদী। তিনি বানূ কাহিল-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি ৬০ হিজরীতে الري 'রায়' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তাকে কূফায় আনা হলে বানূ কাহিল-এর এক ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেন এবং তাঁকে আযাদ করে দেন। তিনি হাদীস ও 'ইল্মে ক্বিরাআত সম্পর্কে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। অধিকাংশ কূফাবাসী তার ওপর নির্ভর করত। তাঁর নিকট থেকে অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১৪৮ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ) অর্থাৎ কারণ আখিরাতের কাজে দেরী করা হলো বিপদ। আর বর্ণিত আছে যে, জাহান্নামবাসীদের অধিকাংশের চিৎকার শোনা যাবে কাজের গতিক্রিয়া থেকেই।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : পার্থিব কাজ চিন্তা-গবেষণার প্রথমেই উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে পরকালের অবশ্যম্ভাবী মুক্তির উত্তম কাজ যথাশীঘ্র করাই বাঞ্ছনীয়। মহান আল্লাহ বলেন : ﴿...فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ...﴾ "...তোমরা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা কর..."- (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৪৮; সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৪৮)। ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ...﴾ "তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমার দিকে ছুটে যাও..."- (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১৩৩)।

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ...﴾ "শায়ত্বন তোমাদেরকে দারিদ্র্যতার প্রতিশ্রুতি দেয়..."- (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৬৮)। এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম গাযালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মু'মিনের কর্তব্য হলো যখন তার সামর্থ্য থাকে দান করার সে যেন দান করে দেয়। দান করা থেকে বিরত না থাকে। কারণ শায়ত্বন তাকে দারিদ্র্যতার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাকে দারিদ্র্যতার ভয় দেখায় ও দান করা থেকে তাকে বিরত রাখে। আবুল হাসান ফারশাখী একবার টয়লেটে প্রবেশ করে তার এক ছাত্রকে ডেকে বললেন, তুমি আমার শরীর থেকে জামাটা খুলে অমুক লোককে দিয়ে দাও। জবাবে ছাত্রটি বলল, যদি আপনি বের হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতেন। তখন তিনি বললেন, তাকে দান করতে আমি ভুলে যেতে পারি। আর আমি আমার মনের ব্যাপারে নিরাপদ নই, সে হয়ত পরিবর্তনও হয়ে যেতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٥٩ -[٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالِاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫০৫৯-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উত্তম চাল-চলন, ধীরস্থির পদক্ষেপ এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন নুবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। (তিরমিযী)[৯৬৮]

ব্যাখ্যা : (السَّمْتُ الْحَسَنُ) অর্থাৎ পছন্দনীয় বা সন্তোষজনক চাল-চলন ও উত্তম পথ-পদ্ধতি। এ ছাড়াও السَّمْتُ শব্দের অর্থ রাস্তা, পথ। এখানে السَّمْتُ দ্বারা সৎলোকদের পদাঙ্কের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এছাড়াও السَّمْتُ শব্দ দ্বারা কোন রীতিনীতিকে আঁকড়ে ধরা বুঝায়।

(وَالتُّؤَدَةُ وَالِاقْتِصَادُ) বলা হয় সকল কাজে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করাকে। আর التُّؤَدَةُ অর্থ- সর্বাবস্থায় মধ্যম পন্থা অবম্বন করা। আর সংকোচন ও অতিরঞ্জন বা সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকা।

---

[৯৬৮] হাসান : তিরমিযী ২০১০, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৯৬।

Scanned by CamScanner

ইমাম তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মধ্যপন্থা দুই প্রকারের : প্রথমটি হল- যেটি প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় এর মাঝামাঝি হয়। যেমন- অত্যাচার ও ন্যায় এবং কৃপণতা ও দানের মাঝামাঝি। আর আমি এই প্রকারটি নিয়েছি মহান আল্লাহর কথা দ্বারা- ﴿...وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ...﴾ "...আর তাদের মধ্যে আছে মধ্যমপন্থী..."– (সূরাহ্ ফাত্বির ৩৫ : ৩২)।

আর দ্বিতীয় প্রকারটি হলো : সাধারণভাবে প্রশংসনীয় হওয়া বুঝায়। এর দু'টি দিক আছে- সংকোচন ও অতিরঞ্জন জ্ঞান বা সীমালঙ্ঘন। যেমন দান করা। নিশ্চয় এটা অপব্যয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি। বীরত্ব এটাও ভীতু ও কাপুরুষতার মাঝামাঝি। আর হাদীসটিতে মধ্যপন্থা বলতে সাধারণভাবে প্রশংসনীয় এই প্রকারটিকে বুঝানো হয়েছে।

(من النُّبُوَّة) অর্থাৎ নুবুওয়াতের অনেক অংশের মধ্য থেকে এটাও একটা অংশ।

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : السَّمْتُ হলো চলার পথ। আর الِاقْتِصَادُ হলো যাবতীয় কাজ-কর্মে মধ্যম পন্থায় সমাধানের চেষ্টায় রত থাকা, যাতে করে কাজটির উপর স্থির থাকা সম্ভব হয়। 'নুবুওয়াতের অংশ' এ কথাটি দ্বারা তিনি ইচ্ছা করেছেন বা বুঝতে চেয়েছেন, এসব উত্তম চরিত্র বৈশিষ্ট্য আম্বিয়া কিরামের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। আর এটা তাদের মর্যাদার অংশবিশেষ। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং এসব উত্তম চরিত্র অর্জনে নাবীগণের অনুসরণ কর। এর অর্থ এই নয় যে, নুবুওয়াত একটি বিভাজ্য বস্তু, আর যার মধ্যে এসব চরিত্র পাওয়া যাবে, সেই ব্যক্তি নাবী হয়ে যাবে; বরং নুবুওয়াত একটি ঐশী দান, মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এ পদমর্যাদা দান করেন। কেউ নিজ ইচ্ছায় বা নিজ চেষ্টা-সাধনা দ্বারা নাবী হতে পারে না। কিংবা এর অর্থ এসব চরিত্র বৈশিষ্ট্য সেই মহৎ গুণের অন্তর্ভুক্ত, যা শিক্ষাদানের জন্য নাবী-রসূলগণ এ দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন। অথবা এর অর্থ যে ব্যক্তির মাঝে এর গুণাবলীসমূহ একত্রিত হয়েছে মানুষ তাকে সম্মান-মর্যাদা প্রদান করে। আর মহান আল্লাহ তাকে এমন তাক্বওয়ার পোশাক পরিধান করান যা তিনি তার নাবীদেরকে পরিধান করিয়েছিলেন, আর এটা যেন নুবুওয়াতেরই অংশবিশেষ।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০১০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٦٠ -[٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالِاقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫০৬০-[৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : উত্তম অভ্যাস, উত্তম চাল-চলন এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন নুবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ। (আবূ দাঊদ)[৯৬৯]

ব্যাখ্যা : (الْهَدْيَ الصَّالِحَ) বলা হয়, সঠিক পথ বা রাস্তাকে।

(السَّمْتُ) হলো চাল-চলন, বেশ-ভূষণ সুন্দর হওয়া। আর এর মূল (الهدى ও السمت একই জিনিস) হলো অনুসরণীয় পথ। আর 'নিহায়াহ্' গ্রন্থে বলা হয়েছে, الصَّالِحُ অর্থ তার অবস্থা বেশ-ভূষণ দীনের ক্ষেত্রে সুন্দর হয়েছে। এটা কেবল চেহারা বা গায়ের রং এর দিক থেকে নয়।

(جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّة) পূর্বোক্ত হাদীসের, এর مِنَ النُّبُوَّةِ এর আলোচনা দ্রঃ।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৬৮)

---

[৯৬৯] হাসান : আবূ দাঊদ ৪৭৭৬, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬১১, আহমাদ ২৬৯৮, শু'আবুল ঈমান ৬৫৫৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৪৪৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩২২।

Scanned by CamScanner

٥٠٦١ - [٩] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৫০৬১-[৯] জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ নাবী হতে বর্ণনা করেন। তিনি () বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি কোন কথা বলে, অতঃপর এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে, তবে তা (শ্রোতার জন্য) আমানাত তথা গচ্ছিত বস্তু। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[৬৭০]

ব্যাখ্যা : 'আলক্বামাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তোমার নিকট কেউ কোন কথা বলার পর চলে গেলে সে কথাটি তোমার জন্য আমানাত হয়ে যায়। সে আমানাত নষ্ট করা তোমার জন্য জায়িয নয়। তিনি এদিক-সেদিক তাকানো (الْتَفَتَ) এর অর্থ করেছেন, চলে যাওয়া «غاب»; তবে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

ইবনু রসলান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কেননা তার এদিক-সেদিক তাকানো এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, যার কাছে সে কথাটি বলেছে সে ছাড়া অন্য কেউ কথাটি না শুনুক। আর সে এ কথাকে গোপন রাখার চেষ্টা করছে। তার এদিক-সেদিক চাওয়া প্রমাণ করে যে, তুমি এ কথা আমার থেকে নাও আর গোপন রাখ। এ কথাটি তোমার জন্য আমানাত, অর্থাৎ তুমি কথাটি কারো কাছে বলবে না।

(فَهِيَ أَمَانَةٌ) অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি কারো নিকট কোন কথা বলে গোপন রাখার ইচ্ছায় এদিক সেদিক তাকায়, যাতে কেউ না শুনতে পায় তবে যার কাছে সে কথাটি বলছে, তার জন্য আমানাত স্বরূপ হবে। এ কথাটির হুকুম তখন আমানাতের হুকুমে হবে। তখন যার কাছে কথা বলা হয়েছে তার জন্য এ কথা প্রচার করে আমানাতকে নষ্ট করা বৈধ নয়। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮৬০; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৫৯)

٥٠٦٢ - [١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ: «هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟» فَقَالَ: لَا. قَالَ: فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَأْسَيْنِ فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اخْتَرْ مِنْهُمَا». فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ اخْتَرْ لِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ. خُذْ هٰذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫০৬২-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। নাবী আবুল হায়সাম ইবনু তাইয়িহান -কে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কোন খাদিম আছে? তিনি বললেন : না। তিনি () বললেন : যখন আমার কাছে গোলাম আসে, তুমি আসবে। অতঃপর নাবী -এর কাছে দু'জন গোলাম আনা হলে আবুল হায়সাম উপস্থিত হলেন। নাবী বললেন : এ দু'জনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়ে যাও। তিনি বললেন : হে আল্লাহর নাবী! আপনি আমার জন্য বেছে দিন। নাবী বললেন : যার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, তাকে বিশ্বস্ত হওয়া উচিত। তুমি এ গোলামটিকে নিয়ে যাও। আমি তাকে সলাত আদায় করতে দেখেছি। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি তার সাথে সদাচরণ করবে। (তিরমিযী)[৬৭১]

---

[৬৭০] সহীহ : তিরমিযী ১৯৫৯, আবূ দাউদ ৪৮৬৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৮৯, সহীহুল জামি' ৪৮৬, আবূ ইয়া'লা ২২১২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৪৫৮, আস্ সুনানুল কুবরা ২১৬৯৩।

[৬৭১] সহীহ : তিরমিযী ২৩৬৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৪১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৫৯১৩, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ১৯৬, আল মুসতাদরাক ৭১৭৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ) এখানে اَلْمُسْتَشَارُ অর্থ যার নিকট পরামর্শ বা মতামত চাওয়া হয়, আর مُؤْتَمَنٌ অর্থ আমানাতদার বা বিশ্বস্ত। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির নিকট যে কোন বিষয়ের পরামর্শ চাওয়া হলে সে সেটার ব্যাপারে আমানাতদার।

অতএব যে পরামর্শ চাইবে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা (খিয়ানাত) করা উচিত নয়। পরামর্শদাতার উচিত হলো কল্যাণকর বিষয়টি নির্বাচন করে দেয়া। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১১৯)

(وَاسْتَوْصِ بِهٖ مَعْرُوفًا) অর্থাৎ তাকে কল্যাণকর কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজের নির্দেশ দিবে না। আর তার জন্য সব সময় কল্যাণ কামনা করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٦٣-[١١] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "اَلْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ". رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

وَذَكَرَ حَدِيْثَ أَبِيْ سَعِيْدٍ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَمَانَةِ» فِيْ «بَابِ الْمُبَاشَرَةِ» فِيْ «اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ»

৫০৬৩-[১১] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সকল বৈঠকের ব্যাপারই আমানাতের মতো। তবে তিনটি বৈঠকের ব্যাপারে আমানাতস্বরূপ নয়, যথা– ১. অন্যায়ভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র বৈঠকের কথাবার্তা, ২. গোপনে ব্যভিচারের ষড়যন্ত্রের কথাবার্তা এবং ৩. অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র বৈঠকের কথাবার্তা। (আবূ দাউদ)[৯৭২]

এ প্রসঙ্গে আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَمَانَةِ» "নিশ্চয় সবচেয়ে বড় আমানাত" হাদীসটি «بَابُ الْمُبَاشَرَةِ» "সহবাস সম্পর্কিত" অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (المجالسُ بالأمانةِ) ইবনু রসলান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : بالأمانةِ শব্দের 'বা' বর্ণটি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে কিছু শব্দ গোপন আছে তা হলো «تَحَسُّنُ الْمَجَالِسِ» অথবা «حُسْنُ الْمَجَالِسِ وَشَرَفُهَا» উত্তম মাজলিস ও সম্মানিত মাজলিস যেটি যার উপস্থিতিগণ সকল কথা ও কাজকে গোপন রাখে। এর অর্থ হলো- মাজলিসের উপস্থিতিগণ যা শুনেছে ও দেখেছে সে ব্যাপারে যেন আমানাতদার হয়।

(بِغَيْرِ حَقٍّ) অর্থাৎ কোন মাজলিসে কেউ যদি বলে যে, আমি অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাই, অথবা অমুকের সাথে (মেয়ের) ব্যভিচার করতে চাই।

অথবা অমুকের সম্পদ কেড়ে নিতে চাই তখন যে ব্যক্তি এটা শুনল তার কর্তব্য হলো তা প্রচার করে দেয়া, যাতে তার ক্ষতিকে বন্ধ করে দেয়া সম্ভব হয়। তার জন্য শোনার পর চুপ থাকা জায়িয নেই।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮৬১)

---

[৯৭২] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৮৬৯, য'ঈফাহ্ ১৯০৯, আহমাদ ১৪৬৯৩, শু'আবুল ঈমান ১১১৯৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬৯৪ য'ঈফুল জামি' ৫৯১৪।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "ইবনু আবূ জাবির" নামক বর্ণনাকারীর অজ্ঞতার কারণে হাদীসটি য'ঈফ, কারণ তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। বিস্তারিত দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৯০৯।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٠٦٤-[١٢] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ: قُمْ فَقَامَ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَدْبِرْ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ: اُقْعُدْ فَقَعَدَ ثُمَّ قَالَ: مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَلَا أَفْضَلُ مِنْكَ وَلَا أَحْسَنُ مِنْكَ بِكَ آخُذُ وَبِكَ أُعْطِيْ وَبِكَ أُعْرَفُ وَبِكَ أُعَاتِبُ وَبِكَ الثَّوَابُ وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ". وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ.

৫০৬৪-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন "জ্ঞান" সৃষ্টি করলেন, তখন "জ্ঞান"-কে বললেন : তুমি দাঁড়াও, তখন জ্ঞান দাঁড়াল। অতঃপর তাকে বললেন : পিছনে ফিরো। সে পিছনে ফিরল। অতঃপর তাকে বললেন : সামনের দিকে ফিরো। সে ফিরল। অতঃপর বললেন : বসো। সে বসল। অতঃপর তাকে বললেন : আমি তোমার চেয়ে উত্তম, শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর কোন বস্তু সৃষ্টি করিনি। আমি তোমার সাহায্যেই বান্দার নিকট থেকে বন্দেগী গ্রহণ করি, তোমারই দ্বারা বান্দাকে দান করি, তোমারই দ্বারা আমি পরিচিত হই, তোমার দ্বারা অসন্তুষ্টি দেখাই, তোমারই দ্বারা পুণ্য দান করি, আর তোমারই ওপর শাস্তি দেই। কতিপয় 'আলিম এর মধ্যে সমালোচনা করেছেন।[৯৭৩]

ব্যাখ্যা : (لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ) প্রকাশ্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, عَقْل-এরও দেহাবয়ব আছে। যেমন, মহান আল্লাহ জীবন এবং মৃত্যুকে দুম্বার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। আগে-পিছে যাওয়া, উঠা-বসা মানুষের জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে। এসব গোপন কার্যসমূহ 'আক্ল বা জ্ঞান থেকে সৃষ্টি হয়। সম্ভবত 'ক্বিয়াম ও কুউদ দ্বারা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'ইক্ববাল' দ্বারা কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধের অর্থ করা হয়েছে। ইদবার দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে জড়িত বিষয় থেকে বিমুখ থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সম্পূর্ণ বাক্যটির দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, عَقْل হলো শারী'আতের বিধান পালনের হেতু। এ কারণে আদেশ-নিষেধ আছে। এটা দ্বারাই সৃষ্টির 'ইবাদাতের পরিসমাপ্তি হয়। কারণ মহান আল্লাহ 'ইবাদাতের জন্যই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ) অর্থাৎ মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এমন এক মূল্যবান রত্ন, যার ভিত্তিতে সম্মানিত ব্যক্তি সম্মানিত হয় আর অসম্মানিত ব্যক্তি অসম্মানিত হয়।

এজন্যই মহান আল্লাহ উল্লেখিত হাদীসে বলেন- "আমি তোমার চেয়ে উত্তম, শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর কোন বস্তু সৃষ্টি করিনি"। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৭৩] মাওযূ'/জাল : বায়হাক্বী ৪৬৩২।
হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী ও ইবনু তায়মিয়াহ্ (রহিমাহুল্লাহ) মাওযূ'/জাল বলেছেন, আর 'আক্বল (জ্ঞান) সম্পর্কে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিই সহীহ নয়, বরং ইবনু তায়মিয়াহ্ সবগুলোকেই জাল বলেছেন। আর এ ব্যাপারে ইবনু ক্বইয়িম তাঁর 'আল মানারুল মুনীফ' কিতাবের ২৫ পৃঃ তার অনুসরণ করেছেন। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৫৯ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

٥٠٦٥ -[١٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ». حَتّٰى ذَكَرَ سِهَامَ الْخَيْرِ كُلَّهَا: «وَمَا يُجْزٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهٖ»

৫০৬৫-[১৩] ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : এক ব্যক্তি সলাত আদায়কারী, সায়িম (রোযাদার), যাকাতদাতা, হাজ্জ ও 'উমরাহ্ পালনকারী হয়, এমনকি তিনি (ﷺ) বলতে বলতে সকল ভালো কাজের নামই বললেন; কিন্তু ক্বিয়ামাতের দিন তাকে তার জ্ঞান পরিমাণই প্রতিফল দেয়া হবে।[৯৭৪]

ব্যাখ্যা : (يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهٖ) অর্থাৎ সকল 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে সে কিভাবে তার জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছে ক্বিয়ামাতের দিন সে অনুপাতে ফল পাবে। সম্ভবত এখানে 'আক্বল দ্বারা উদ্দেশ্য সে তার 'আক্বল তথা জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং যাবতীয় 'ইবাদাতে সাওয়াব লাভের মাধ্যমে উঁচু মর্যাদা লাভ করা। মূল কথা হলো, যখন কোন ব্যক্তি তার বিবেক-বুদ্ধিকে খাটিয়ে ইখলাসের সাথে 'ইবাদাত করবে তখন তার সেই কর্মের প্রতিফল সে ক্বিয়ামাতের ময়দানে প্রাপ্ত হবে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٦٦ -[١٤] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ»

৫০৬৬-[১৪] আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন : হে আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)! তদবীর বা পরিণাম ভেবে কাজ করার মতো কোন জ্ঞান নেই, নিবৃত্ত থাকার মতো কোন আল্লাহভীতি নেই এবং উত্তম চরিত্রের মতো কোন আভিজাত্য নেই।[৯৭৫]

ব্যাখ্যা : (لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ) অর্থাৎ সকল কাজের পরিণাম চিন্তা-ভাবনা করার জ্ঞান-বুদ্ধির মতো কোন জ্ঞান-বুদ্ধি নেই। (كَالْكَفِّ) অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্মসমূহ থেকে বিরত থাকা আদেশকৃত বা নির্দেশিত কর্মসমূহ পালন করার মতো আর এটাকেই الورع বা আল্লাহভীতি বলে। (ইবনু মাজাহ ৩য় খণ্ড, হাঃ ৪২১৮)

٥٠٦٧ -[١٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الِاقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ» رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الْأَرْبَعَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ"

---

[৯৭৪] বাত্বিল (باطل) : শু'আবুল ঈমান ৪৬৩৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩০৫৭। হাদীসটি বাত্বিল হওয়ার কারণ, এর সানাদে মানসূর ইবনু সক্বীর আর জাযায়ী য'ঈফ। বিস্তারিত দেখুন- য'ঈফাহ্ ৫৫৫৭।

[৯৭৫] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৮০৩১, য'ঈফাহ্ আত্ তারগীব ১৫৯৫, ইবনু মাজাহ ৪২১৮, য'ঈফুল জামি' ৬৩০২, আল মু'জামুল কাবীর ১৬২৮। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আল মাযী ইবনু মুহাম্মাদ আল গফিক্বী আল মিসরী" থাকার কারণে সানাদটি য'ঈফ। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৯১০।

Scanned by CamScanner

৫০৬৭-[১৫] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা জীবন-যাপনের অর্ধেক, মানুষের প্রতি ভালোবাসা জ্ঞানের অর্ধেক এবং জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশে সুন্দরভাবে প্রশ্ন করা বিদ্যার অর্ধেক।

[উপরোক্ত চারটি হাদীস ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।][৭৭৬]

ব্যাখ্যা : (الِاقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ) অর্থাৎ ব্যয় করার ক্ষেত্রে বা দান করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা জীবন যাপনের অর্ধেক। এটা গ্রহণ করা হয়েছে মহান আল্লাহর বাণী থেকে। তিনি বলেন,

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا﴾

"আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কৃপণতাও করেন না, আর তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।" (সূরাহ্ আল ফুরক্বান ২৫ : ৬৭)

(نِصْفُ الْعَقْلِ) অর্থাৎ তার অর্ধেক জ্ঞান ব্যবহার করার কারণে, অথবা অর্ধেক জ্ঞান অর্জন করার কারণে। কারণ সৎ মুসলিম ব্যক্তির সাথে সাথী হওয়ার কারণে তার জ্ঞান অর্জিত হল। ব্যক্তি একা থাকার কারণে তার 'আক্বল অর্ধেক ছিল। আর তার সাথীর 'আক্বলের দ্বারা তার 'আক্বল পূর্ণ হলো। এ কারণেই বলা হয়, «عِلْمَانِ خَيْرٌ مِنْ عِلْمٍ وَاحِدٍ» একজনের 'ইল্‌ম থেকে দু'জনের 'ইল্‌ম উত্তম। কতক জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের কতিপয় ছাত্রকে বলতেন, "আমি ও তুমি পূর্ণ মানুষ। কারণ তুমি ক্বুরআনের হাফিয আর আমি ক্বুরআনের মুফাস্‌সির"। সুতরাং বুঝা গেল যে, সৎ ব্যক্তির সান্নিধ্যে থাকলে 'আক্বল বা জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

(حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ) অর্থাৎ সঠিক সুন্দর প্রশ্ন করাটাও গভীর জ্ঞান-প্রজ্ঞার নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, একদিন ইমাম আবূ ইউসুফ (রহিমাহুল্লাহ)-এর মাজলিসে এক ছাত্র চুপ করে বসে ছিল। ফলে তিনি তাকে বললেন, তোমার কাছে কোন বিষয় বুঝতে কঠিন হলে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো। লজ্জা করো না। কারণ লজ্জা করা 'ইল্‌ম অর্জন করতে বাধা দেয়। ইমাম সিয়ামের সংজ্ঞা প্রসঙ্গের কথা বলছিলেন। সিয়ামের সময় হলো সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তখন ছাত্র বলল, যদি সূর্যাস্তই না হয়। তখন ইফত্বার করবে কখন? তখন ইমাম বললেন, তুমি চুপ কর। কারণ তোমার কথা বলার চেয়ে চুপ থাকাই কল্যাণকর।

কতিপয় জ্ঞানী বলেন, জাহিল ব্যক্তি যখন কথা বলে তখন সে গাধার মতো। আর যখন সে চুপ থাকে তখন দেয়ালের মতো। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭৭৬] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৬৫৬৮, য'ঈফুল জামি' ২২৮৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৩৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৭৪৪।

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "মুখয়াস (مخيس) ও হাফস্" নামের দু' বর্ণনাকারীই মাজহূল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হিশাম ইবনু 'আম্মার মুখয়াস থেকে মুনকার হাদীস বর্ণনা করত। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৫৭।

Scanned by CamScanner

(١٩) بَابُ الرِّفْقِ وَالْحَيَاءِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ

অধ্যায়-১৯ : নম্রতা, লজ্জাশীলতা ও উত্তম স্বভাব

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٠٦٨ -[١] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالٰى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِىْ عَلٰى مَا سِوَاهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ: قَالَ لِعَائِشَةَ: «عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِىْ شَيْءٍ إِلَّا زَانَهٗ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهٗ»

৫০৬৮-[১] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা নিজে নম্র, তিনি নম্রতাকেই ভালোবাসেন। তিনি কঠোরতার উপর যা দান করেন না, তা নম্রতার জন্য দান করেন। নম্রতা ছাড়া অন্যকিছুতেই তা দান করেন না। (মুসলিম)[৬৭৭]

মুসলিম-এর অপর বর্ণনায় আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা-কে বললেন : নম্রতাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কেননা যে জিনিসের মধ্যে নম্রতা আছে, সে নম্রতাই তার সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণ হয়। আর যে জিনিস থেকে নম্রতাকে প্রত্যাহার করা হয়, সেটা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللهَ تَعَالٰى رَفِيقٌ) অর্থাৎ নিশ্চয় মহান আল্লাহ তার বান্দার প্রতি দয়াশীল, তিনি তাদের প্রতি সহজ চান। কোন কাজ তাদের ওপর কঠিন হোক, এটা তিনি চান না। তিনি তাদের শক্তির চেয়ে কঠিন কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না।

(وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ) অর্থাৎ দুনিয়াতে কোমল ব্যবহার করার দরুন তিনি বান্দাকে সুন্দর জীবন-যাপন, কাজ-কর্ম সহজ করে দেন। আর পরকালে তিনি এর প্রতিদান স্বরূপ অফুরন্ত প্রতিদান প্রদান করবেন।

(مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ) এখানে الْعُنْفِ শব্দের অর্থ নির্দয়, নিষ্ঠুর ও কঠোরমনা হওয়া। এটা (الرِّفْقِ) তথা দয়া, অনুগ্রহ ও সহনশীল হওয়ার বিপরীত। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৯৯)

٥٠٦٩ -[٢] وَعَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৬৭৭] সহীহ : মুসলিম ৭৭-(২৫৯৩), আবূ দাউদ ৪৮০৭, সহীহুল জামি' ১৭৭১, ইবনু মাজাহ ৩৬৮৮, সহীহ আত্ তারগীব ২৬৬৪, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩৬৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬৮২, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৫৯০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৯২৫১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩১৩, আহমাদ ১৬৮০৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৯০, আর মু'জামুস্ সগীর ২২১, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৭২৪১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৯৩৪ আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩১৭।

Scanned by CamScanner

৫০৬৯-[২] জারীর رضي الله عنه নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যাকে নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়, যেন তাকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। (মুসলিম)[৯৭৮]

ব্যাখ্যা : (مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ) অর্থাৎ আল্লাহ যাকে নম্রতা থেকে বঞ্চিত করেন, যার থেকে তা কেড়ে নেন। মূলত সে ব্যক্তি যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। কারণ কোমলতা, নম্রতা, ধীরস্থিরতা ও যাবতীয় কাজে তাড়াহুড়া পরিহার না করলে কল্যাণ সাধিত হয় না। (ইবনে মাজাহ্ ৩য় খণ্ড, হাঃ ৩৬৮৭)

হাদীসটির বাস্তবিক শিক্ষা : নম্রতা মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত একটি মহৎ গুণ যা যাবতীয় কল্যাণের উৎস। তিনি যাকে যাবতীয় মেহেরবানীতে আবদ্ধ করতে চান, তাকে সেটা দান করেন। পক্ষান্তরে যাকে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করতে চান, তাকে এ গুনটি থেকেও বঞ্চিত করা হয়, যেন তাকে সকল প্রকার পুণ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। [সম্পাদক]

٥٠٧٠ -[٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫০৭০-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। সে আনসারী তখন তাঁর ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জা ঈমানের অংশ। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৭৯]

ব্যাখ্যা : (فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ) ইবনু কুতায়বাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নিশ্চয় লজ্জা তার অধিকারী ব্যক্তিকে অর্থাৎ লজ্জাশীল ব্যক্তিকে অবাধ্য বা পাপের কাজ থেকে বিরত রাখে যেমন ঈমান বিরত রাখে। এজন্যই হাদীসে লজ্জাকে ঈমান বলা হয়েছে। যেভাবে কোন জিনিস অন্য জিনিসের স্থলাভিষিক্ত হলে তাকে সে জিনিসের নামেই নামকরণ করা হয়।

'আল্লামাহ্ রাগিব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : লজ্জা আত্মাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। মানুষের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তার মনে যা চায় সে সব কাজ করে পশুর মতো হবে না। যে পাপ থেকে নিজেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে, আর এ কারণেই লজ্জাশীল ব্যক্তি ফাসিক্ব হয় না। এ কারণেই রসূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় লজ্জা করা ঈমানের অঙ্গ। (ফাতহুল বারী ১ম খণ্ড, হাঃ ৫০৭০)

হাদীসটির বাস্তবিক শিক্ষা : লজ্জাই মানুষকে নিষিদ্ধ ও পাপের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। ঈমান যেমন মহান আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করার নাম, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহকে না দেখে তাকে লজ্জা করে হারাম ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকার নাম হায়া বা লজ্জা। মূলত লজ্জাই ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। কাজেই যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে আল্লাহকে লজ্জা করে বিরত থাকাই হলো ঈমানের দাবী। [সম্পাদক]

---

[৯৭৮] **সহীহ :** মুসলিম ৭৬-(২৫৯২), আহমাদ ১৯২০৮, আবূ দাউদ ৪৮০৯, সহীহুল জামি' ৬৬০৬, ইবনু মাজাহ ৩৬৮৭, সহীহুল জামি' ৬৬০৬, সহীহ আত্ তারগীব ২৬৬৬, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৬২, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩০৬, শু'আবুল ঈমান ৮৪১৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ২৩৮৭, আস্ সুনানুল কুবরা ২১৩১৫।

[৯৭৯] **সহীহ :** বুখারী ৬১১৮, মুসলিম ৫৯-(৩৬), আবূ দাউদ ৪৭৯৫, তিরমিযী ২৬১৫, ইবনু মাজাহ ৫৮, নাসায়ী ৫০৩৩, সহীহ আত্ তারগীব ২৬২৫, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৭১, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৬০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০১৪৬, আহমাদ ৫১৮৩, শু'আবুল ঈমান ৭৭০১, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১১৭৬৪, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/৩৫২, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্বারানী ৭৪৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৯৩২।

Scanned by CamScanner

٥٠٧١ -[٤] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ». وَفِي رِوَايَةٍ: «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫০৭১-[৪] ‘ইমরান ইবনু হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লজ্জাশীলতা পুণ্য বৈ কিছুই আনয়ন করে না। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, লজ্জাশীলতার সব প্রকারই উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৮০]

ব্যাখ্যা : «الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ» লজ্জা মানুষের কল্যাণই করে। লজ্জা মানুষকে ভয় প্রদর্শন করে, আর সেই কারণে সে তিরষ্কারমূলক কোন কাজে ও পাপের কাজে জড়িত হয় না। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কতক লোক এ হাদীসটির উপর ইশকাল বা প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, লজ্জাশীল ব্যক্তি তো এমন মহান কাজে শরম করে, যে কাজে লোক তাকে বেশি মর্যাদা দিবে। আবার সে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দিতেও ভয় পায়। এ কাজ করতে পারে না লজ্জার কারণে। অনেক সময় সে লজ্জার কারণে তার ওপর যাদের হাক্ব আছে তাও যথাযথভাবে পালন করতে পারে না, তাহলে লজ্জা কিভাবে সকল কাজে কল্যাণ নিয়ে আসে?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তরে ‘উলামার একটি দল উত্তর দিয়েছেন, তাদের মধ্য থেকে শায়খ আবূ ‘আম্‌র ইবনুস্ সলাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে আমরা যে লজ্জার কথা বলেছি তা প্রকৃত লজ্জা নয়। বরং এটি হলো অপারগতা ও সীমালঙ্ঘন। এটাকে শাব্দিক দিক থেকে লজ্জা বলা হয়েছে। শারী‘আতের পরিভাষায় লজ্জার সংজ্ঞা হলো এটা এমন একটা চরিত্রকে বলা হয়, যা মন্দকে পরিহার করার কারণে গড়ে উঠে। আর যাকে যে হাক্ব দেয়া দরকার তাকে সে হাক্ব প্রদান করতে শেখায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٧٢ -[٥] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولٰى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫০৭২-[৫] ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অতীতের নাবীদের বাণী থেকে মানুষ যা পেয়েছে তা এই যে, যখন তুমি লজ্জাকে তুলে রাখবে, তখন তোমার মনে যা চায় তা-ই করবে। (বুখারী)[৯৮১]

ব্যাখ্যা : (مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولٰى) ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর অর্থ হলো, লজ্জার বিধান সর্বযুগে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর এর ব্যবহার নুবুওয়াতের প্রথম যুগ থেকেই ওয়াজিব হিসেবে চালু ছিল। কেননা প্রত্যেক নাবীই লজ্জার দিকে আহ্বান করেছেন এবং এরই উপর তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের

[৯৮০] সহীহ : বুখারী ৬১১৭, মুসলিম ৬০-(৩৭), আহমাদ ১৯৮৩০, সহীহুল জামি‘ ৫৫১৩, সহীহ আত্ তারগীব ২৬২৬, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৯৯০, শু‘আবুল ঈমান ৭৭০৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/২৫১, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৬৫৮।

[৯৮১] সহীহ : বুখারী ৩৪৮৩, আবূ দাউদ ৪৭৯৭, ইবনু মাজাহ ৪১৮৩, ইরওয়া ২৬৭৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬৮৪, সহীহুল জামি‘ ২২৩০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৬৬, আল বায্যার ২৮৩৫, আহমাদ ১৭০৯৮, শু‘আবুল ঈমান ৭৭৩৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/৩৭০, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪০৭৭, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ৯৪০০, আস্ সুনানুল কুবরা ২১৩০৭।

Scanned by CamScanner

শারী'আতের অন্যান্য বিধানের ন্যায় এ বিধানটি ব্যাহত হয়ে যায়নি। এর কারণ হলো, এটা এমন একটি বিষয় যার প্রতিদান তারা জানতেন। কাজেই সকলেই তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

(فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ) শারহুস্ সুন্নাহ্তে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে কয়েকটি উক্তি আছে : প্রথমটি হলো, এখানে فَاصْنَعْ শব্দটি খবর এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে, যদিও তা 'আম্র-এর শব্দ। যেন তিনি বলেছেন, যখন তোমার লজ্জা তোমাকে নিষেধ না করবে তখন তুমি তোমার অন্তর যে খারাপের দিকে ডাকে তা তুমি করতে পারবে। আর এই অর্থটি করেছেন আবূ 'উবায়দাহ্। দ্বিতীয়টি হলো, এটি ধমক দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ অর্থাৎ "তোমার মন যা চায় তুমি তাই কর"– (সূরাহ্ ফুস্সিলাত ৪১ : ৪০)। কেননা মহান আল্লাহ তোমাকে ছেড়ে দিয়েছেন; এ অর্থ করেছেন আবুল 'আব্বাস। আবূ তৃতীয়টি হলো, ইসহাক্ব আল মাওয়ারদী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তুমি যে কাজটি করবে তা করার পূর্বে তোমাকে অপেক্ষা করা উচিত যদি তুমি সে কাজটি করতে লজ্জা না পাও তবে তা করে ফেল। আর যদি তুমি তা করতে লজ্জা পাও তবে তা করা থেকে বিরত থাক। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৮৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٧٣ -[٦] وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫০৭৩-[৬] নাও্ওয়াস ইবনু সাম্'আন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : পুণ্য হলো উত্তম স্বভাব, আর পাপ হলো যা তোমার অন্তরে যাতনা সৃষ্টি করে এবং তুমি ঐ কাজ জনসমাজে প্রকাশ হওয়াকে খারাপ মনে করো। (মুসলিম)[৯৮২]

ব্যাখ্যা : (الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ) এখানে الْبِرُّ শব্দের বিভিন্ন তাফসীর করা হয়েছে। এক স্থানে তাফসীর করা হয়েছে যে, যেখানে আত্মা ও অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। অন্যস্থানে ঈমানের স্থানে তাফসীর করা হয়েছে। অন্যস্থানে যেটা আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয় আর এই দু'টিই হলো (حُسْنُ الْخُلُقِ) বা উত্তম চরিত্র। উত্তম চরিত্রের আরেকটি ব্যাখ্যা আছে তা হলো কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, রাগ কমিয়ে ফেলা, হাসি-খুশি থাকা, ভালো কথা বলা, আর এ সবগুলো চরিত্রের মধ্যে শামিল।

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এখানে الْبِرُّ হলো সদাচরণ, দান করা, আনুগত্য করা যার সমষ্টি হয় (حُسْنُ الْخُلُقِ) বা উত্তম চরিত্র। কোন কোন মুহাক্বিক্ব 'আলিম বলেছেন, الْبِرُّ বলা হয়, এমন সমষ্টিগত নামকে যা সকল প্রকার আনুগত্য ও সকল প্রকার নৈকট্যমূলক কর্মকাণ্ডকে শামিল করে নেয়। আর এখান থেকেই বলা হয় «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» বা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(حَاكَ فِي صَدْرِكَ) অর্থাৎ বুকে নাড়া দেয় ও সন্দিহান হয়। আর তার বক্ষ তাকে কাজটি করার অনুমোদন দেয় না, বরং তার অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, সে মনে মনে ভয় পায় যে, এ কাজটি করলে হয়ত তার পাপ হবে। (শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ ১৪/২৫৫৩)

---

[৯৮২] সহীহ : মুসলিম ১৪-(২৫৫৩), তিরমিযী ২৩৮৯, সহীহুল জামি' ২৮৮০, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৩৩, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২২৬, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩৩৫, আহমাদ ১৭৬৩১, শু'আবুল ঈমান ৭২৭৩, দারিমী ২৭৮৯, আল মুসতাদরাক ২১৭২, আস্ সুনানুল কুবরা ২১৩০৫।

Scanned by CamScanner

(وَكَرِهْتَ أَنْ يطلع عَلَيْهِ النَّاس) অর্থাৎ তারা নিজেদের চোখ দিয়ে দেখুক বা অন্য কোন কিছু দিয়ে দেখুক (হয়ত বা সিসি ক্যামেরা)। এখানে النَّاس এর 'আলিফ' 'লাম' جنس (জিনস্) এর জন্য এসেছে। আর জিনস্ বা জাতি পরিপূর্ণতার দিকেই ফিরে। এর কারণ, মানুষের স্বভাব হলো তার মন চায় মানুষ তার ভালোটা লক্ষ্য করুক। আর যখন সে তার কোন কোন কাজ অন্য কেউ দেখুক এটা অপছন্দ করে তখন বুঝতে হবে এ কাজটি তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করাবে না। অথবা এ কাজটি করার জন্য শারী'আত তাকে অনুমোদন দেয়নি। বুঝতে হবে যে, এ কাজে তার কোন কল্যাণ নেই। এটা ভালো কাজ নয়। সুতরাং এ কাজটি পাপ ও অকল্যাণকর। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৩৮৯)

٥٠٧٤ -[٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫০৭৪-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আমার কাছে খুব প্রিয়, যার চরিত্র ভালো। (বুখারী)[৯৮৩]

ব্যাখ্যা : (أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا) অর্থাৎ যার মধ্যে যাবতীয় ভালো-মন্দ শামিল থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হাক্ব ও বান্দার হাক্ব যথাযথভাবে আদায় করে চলে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসটির বাস্তবিক শিক্ষা : মুসলিম সমাজে অনেককে দেখা যায় যারা সত্য কথা বলে, দান-সদাক্বাহ্ করে, বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করে। সকল মানুষ বিনয়ীর কারণে তাকে ভালোবাসে, ভালো বলে। কিন্তু সে সলাত আদায় করে না, গোপনে পাপ কাজে লিপ্ত হয়। এরূপ সকল ব্যক্তি সমাজের চোখে ভালো হলেও কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে ভালো না, অপরাধী। কাজেই ভালো হতে হলে মানুষের হাক্ব ও আল্লাহর হাক্ব উভয়টিই আদায় করতে হবে। তাহলে উত্তম চরিত্রবান হওয়া যাবে। [সম্পাদক]

٥٠٧٥ -[٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫০৭৫-[৮] উক্ত ('আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৮৪]

ব্যাখ্যা : «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أحسنكم أَخْلَاقًا» অত্র হাদীসটিতে সৎচরিত্রের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং সৎচরিত্রবানের ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। এটা আল্লাহর নাবীগণের ও বন্ধুগণের গুণাবলী। হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : উত্তম চরিত্রের স্বরূপ হলো ভালো কাজ করা, মন্দ প্রতিহত করা, হাসি মুখ রাখা। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : উত্তম চরিত্র হলো মানুষের সাথে সুন্দর ও হাসি-খুশি চেহারা নিয়ে মিলিত হওয়া, তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা, তাদের প্রতি সদয় হওয়া, তাদের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করা, তাদের প্রতি সহনশীল হওয়া, তাদের অপছন্দনীয় কাজের উপর ধৈর্য ধারণ করা, তাদের ওপর জোর-জবরদস্তি ও অহংকার পরিহার করা, তাদের ওপর ভুল ও রাগা-রাগি থেকে দূরে থাকা, তাদেরকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৮৩] সহীহ : বুখারী ৩৭৫৯, সহীহুল জামি' ২২০০, শু'আবুল ঈমান ৭৯৮৫, সহীহ আত্ তারগীব ২৬৪০, মুসনাদুল বায্‌যার ১৭২৩, আহমাদ ৭০৩৫, শু'আবুল ঈমান ৭৯৮৫, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ৯৬৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৬৯৭, তিরমিযী ২০১৮, গয়াতুল মারাম ৪৩৪, আল আদাবুল মুফরাদ ২৭১, আস্ সুনানুল কুবরা ২১৩০৪।

[৯৮৪] সহীহ : বুখারী ৩৫৫৯, মুসলিম ৬৮-(২৩২১), সহীহ আত্ তারগীব ২৬৪০, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩১৭, মুসনাদুল বায্‌যার ২৪১৭, শু'আবুল ঈমান ৭৯৮৫।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٠٧٦ - [٩] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ». رَوَاهُ فِىْ «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৫০৭৬-[৯] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী বলেছেন : যাকে নম্রতার অংশ প্রদান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রদান করা হয়েছে। আর যাকে নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৯৮৫]

ব্যাখ্যা : اَلرِّفْقِ : مِنَ الرِّفْقِ শব্দের অর্থ- নম্রতা, কোমলতা। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কোন কাজকে সুন্দর-সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সহকর্মী বন্ধু-বান্ধবদের সাথে নরম, কোমল ও ভদ্রতাসুলভ আচরণ করার নামই হলো-"রিফ্ক্ব", এটা মানুষের মানবিক একটা বিশেষ গুণ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٧٧ - [١٠] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ. وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৫০৭৭-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : লজ্জা ঈমানের একটি অংশ, আর ঈমানদার জান্নাতে যাবে। লজ্জাহীনতা অত্যন্ত মন্দ কাজ, আর মন্দ লোক জাহান্নামে যাবে। (আহমাদ ও তিরমিযী)[৯৮৬]

ব্যাখ্যা : (اَلْإِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ) অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তি জান্নাতে যাবে।

আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ঈমানদার ব্যক্তিকে 'ঈমান' বলে সম্বোধন করার কারণ হলো, তার মাঝে কিছু বৈশিষ্ট্য এমনভাবে স্থান পেয়েছে যা তাকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে।

(وَالْجَفَاءُ) অর্থাৎ ওয়া'দা পূরণ না করে ভঙ্গকারীগণ যারা সবসময় কঠোর স্বভাব ও কঠোর অন্তরের উপর অটল থাকে।

(فِى النَّارِ) বলতে হতে পারে সামরিক অথবা চিরস্থায়ী। কারণ তা পূর্ণ ঈমানের বিপরীত অথবা কঠোর হৃদয়ের মানুষ কুফরীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০০৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৮৫] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৪৯১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫১৯, তিরমিযী ২০১৩, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৬৩৫৩।

[৯৮৬] সহীহ : আহমাদ ১০৫১২, তিরমিযী ২০০৯, ৪৯৫; ইবনু মাজাহ ৪১৮৪, সহীহ আত্ তারগীব ২৬২৮, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৯৯২, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩০৩৯২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/৬০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৪৮২৩, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্বারানী ১০৯১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫০৫৫।

Scanned by CamScanner

٥٠٧٨ -[١١] وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ؟ قَالَ: «الْخُلُقُ الْحَسَنُ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫০৭৮-[১১] মুযায়নাহ্ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! উত্তম কোন্ জিনিসটি যা মানব জাতিকে দেয়া হয়েছে? তিনি (ﷺ) বললেন : "উত্তম স্বভাব"। [ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন][৯৮৭]

ব্যাখ্যা : «الْخُلُقُ الْحَسَنُ» বা উত্তম স্বভাব, যা মানুষকে সমাজের মানুষের কাছে সম্মানিত ও গ্রহণীয় করে তোলে। কেউ যতই শিক্ষিত বা সম্পদশালী হোক না কেন তার স্বভাব-চরিত্র যদি ভালো না হয় তবে সে সমাজের কাছে একজন ঘৃণিত ব্যক্তি। পক্ষান্তরে পরকালে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দিবেন। এজন্য দুনিয়াতে চরিত্রকে ঠিক রাখার জন্য মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করে ভালো চরিত্র গঠনে মনোযোগী হওয়া ও আপ্রাণ চেষ্টা করা সকলের জন্য আবশ্যক। [সম্পাদক]

٥٠٧٩ -[١٢] وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ.

৫০৭৯-[১২] আর উসামাহ্ ইবনু শারীক (রাঃ) হতে শারহুস্ সুন্নাহ্-তে বর্ণিত হয়েছে।[৯৮৮]

٥٠٨٠ -[١٣] وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ» قَالَ: وَالْجَوَّاظُ: الْغَلِيظُ الْفَظُّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ». وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ وَصَاحِبُ» جَامِعِ الْأُصُولِ «فِيهِ عَنْ حَارِثَةَ. وَكَذَا فِي» شَرْحِ السُّنَّةِ "عَنْهُ وَلَفْظُهُ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ الْجَعْظَرِيُّ». يُقَالُ: الْجَعْظَرِيُّ: الْفَظُّ الْغَلِيظُ وَفِي نُسَخِ «الْمَصَابِيحِ» عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ وَهْبٍ وَلَفْظُهُ قَالَ:" وَالْجَوَّاظُ: الَّذِي جَمَعَ وَمَنَعَ. وَالْجَعْظَرِيُّ: الْغَلِيظُ الْفَظُّ

৫০৮০-[১৩] হারিসাহ্ ইবনু ওয়াহ্‌ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : দুশ্চরিত্র, মন্দ স্বভাব ও কঠোর ভাষা ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

রাবী বলেন, الْجَوَّاظُ অর্থ- দুশ্চরিত্র, মন্দ স্বভাব। এ হাদীসটি আবূ দাঊদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর "সুনান" গ্রন্থে বর্ণনা করেন। আর বায়হাক্বী "শু'আবুল ঈমান"-এ বর্ণনা করেন এবং জামি'উল উসূল প্রণেতা এতে হারিসাহ্ হতে বর্ণনা করেন। অনুরূপ শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে হারিসাহ্ হতে বর্ণিত ভাষ্যটি নিম্নরূপ– «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ الْجَعْظَرِيُّ». يُقَالُ : الْجَعْظَرِيُّ : الْفَظُّ الْغَلِيظُ. আর মাসাবীহ গ্রন্থে এ হাদীসটি 'ইকরিমাহ্ ইবনু ওয়াহ্‌ব হতে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে যে, الْجَوَّاظُ সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে লোক ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে; কিন্তু সেটা থেকে কাউকে দান করে না এবং الْجَعْظَرِيُّ শব্দের অর্থ হচ্ছে কঠোর ও রুক্ষ ভাষা ব্যবহারকারী।[৯৮৯]

---

[৯৮৭] সহীহ : শু'আবুল ঈমান ১৫২৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৬০৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০১৫১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৪৮১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৬৭।

[৯৮৮] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩২২৬।

[৯৮৯] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪৮০১, সহীহুল জামি' ৭৬৬৯, সহীহ আত্ তারগীব ২৯০২২, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩২২, আহমাদ ১৭৯৯৩, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৪৭৬, শু'আবুল ঈমান ৮১৭৩।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ) الْجَوَّاظُ শব্দের অর্থ سيء الْخُلُقِ বা দুশ্চরিত্র, মন্দ স্বভাব।

(الْجَعْظَرِيُّ) ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ধন-সম্পদ জমা করে এবং সেটা কাউকে দান করে না। অর্থাৎ চরম কৃপণ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(الْجَوَّاظُ) অর্থ রুক্ষ বা কঠোরভাষী ও অহংকারী বলা হয়, যে তার মাথাকে কারো নিকট নত করে না। এও বলা হয় যে, কোন ব্যক্তির মাঝে যে গুণাবলী নেই সেই গুণের প্রশংসা ও সুনাম-সুখ্যাতি অন্যের নিকট থেকে যে শুনতে চায় তাকে جَعْظَرِيُّ বলে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৯৩)

٥٠٨١ -[١٤] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَإِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوٰى أَبُوْ دَاوُدَ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ

৫০৮১-[১৪] আবুদ্ দারদা (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন মু'মিনদের পাল্লায় ভারী যে বস্তুটি রাখা হবে, তা হলো উত্তম চরিত্র। আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলভাষী ও বাচালকে ঘৃণা করেন। (তিরমিযী;[৯৯০] আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ)-এর প্রথমাংশ বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা : (من خلق حسن) এর কারণ হলো, নিশ্চয় মহান আল্লাহ সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে ভালোবাসেন এবং তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট।

(الْفَاحِشَ) যে ব্যক্তি কটু কথা বলে, অথবা যে ব্যক্তির জিহ্বা অনুচিত কথা বলে তাকে الْفَاحِشَ বলে।

(الْبَذِيءَ) 'আল্লামাহ্ মুনযিরী (রহিমাহুল্লাহ) 'আত্ তারগীব' এর মধ্যে বলেন, الْبَذِيءَ বলা হয়, যে ব্যক্তি কথা-বার্তা বলার সময় ফাহিশা কথা বলে।

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যে কথা ও কাজ মহান আল্লাহকে রাগান্বিত করে তার কোন ওযন ও পরিমাণ নেই। যেমন যে কাজ তিনি ভালোবাসেন তার জন্য তার নিকট বিরাট মর্যাদা আছে। মহান আল্লাহ কাফিরদের ব্যাপারে বলেন, ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ "আর আমি ক্বিয়ামাতের দিন দাঁড়িপাল্লা (ওজন) ক্বায়িম করব না"– (সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ১০৫)। প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে,

«كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وبحمده سبحان الله العظيم»

অর্থ : দু'টি কালিমাহ্ আছে, যেগুলো দয়াময়ের কাছে অতি প্রিয়, মুখে উচ্চারণ করা খুবই সহজ, দাঁড়িপাল্লায় অত্যন্ত ভারী। (বাণী দু'টো হল) *"সুব্হা-নাল্ল-হি ওয়া বিহামদিহী সুব্হা-নাল্ল-হিল 'আযীম"* (আমরা আল্লাহর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, মহান আল্লাহ [যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে] অতি পবিত্র)– (সহীহুল বুখারী ৬৪০৬, মুসলিম ২৬৯৪)। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০০২)

---

[৯৯০] সহীহ : তিরমিযী ২০০২, আবূ দাউদ ৪৭৯৯, সহীহুল জামি' ১৩৫, সহীহ আত্ তারগীব ২৬৪১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৭৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০১৫৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩১৯।

Scanned by CamScanner

٥٠٨٢ - [١٥] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫০৮২-[১৫] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মু'মিনগণ তাদের উত্তম চরিত্র দ্বারা রাতে 'ইবাদাতকারীর ও দিনে সায়িমের (রোযাদারের) মর্যাদা লাভ করে থাকবে। (আবূ দাউদ)[৯৯১]

ব্যাখ্যা : «دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ» অর্থাৎ আনুগত্যের সাথে রাতে তাহাজ্জুদের সলাত আদায়কারীর মতো মর্যাদা দেয়া হবে। এই মর্যাদা কেবল উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিকে দেয়া হবে। কারণ সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি ও মুসল্লী ব্যক্তি তাহাজ্জুদের সলাত আদায়কালে উভয়ে নিজের নাফ্সের সাথে সংগ্রাম করে উভয়ের অংশের ক্ষেত্রে। আর যে ব্যক্তি বিভিন্ন স্বভাব চরিত্রের বিপরীতে মানুষের সাথে উত্তম চরিত্রের কারণে সদাচরণ করে, সে ব্যক্তিও পরোক্ষভাবে বহু আত্মার সাথে সংগ্রাম করে। তাই সে ব্যক্তির মর্যাদা সিয়াম পালনকারীর ও রাতে তাহাজ্জুদ আদায়কারীর সমান; কখনো তাদের চেয়েও বেশি।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৯০)

٥٠٨٣ - [١٦] وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «اتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৫০৮৩-[১৬] আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি যখন যেভাবে থাকবে, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে। মন্দ কাজ হয়ে গেলে সাথে সাথেই ভালো কাজ করবে। কারণ ভালো কাজ মন্দকে মুছে ফেলে। আর মানুষের সাথে সদাচরণ করবে।

(আহমাদ, তিরমিযী ও দারিমী)[৯৯২]

ব্যাখ্যা : (اتَّقِ اللّٰهَ) অর্থাৎ যাবতীয় ওয়াজিব কাজ (আল্লাহ যা করার নির্দেশ দিয়েছেন তা) পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাকে তাক্বওয়া বলা হয়। কেননা তাক্বওয়া হলো দীনের মূল ভিত্তি। আর এরই দ্বারা বিশ্বাসের স্তর উন্নীত হয়।

(حَيْثُ مَا كُنْتَ) অর্থাৎ তুমি নির্জনে থাক বা নি'আমাতের মাঝে থাক অথবা বিপদাপদে থাক সর্বদা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে। কেননা মহান আল্লাহ তোমার গোপন বিষয় সম্পর্কে অবহিত যেরূপ তোমার প্রকাশ্য বিষয় তিনি অবহিত। সুতরাং তার আদেশ ও যে সব কাজ তাকে সন্তুষ্ট করে তা সংরক্ষণ করা তোমার একান্ত দায়িত্ব। পাশাপাশি তার রাগের ও অসন্তুষ্টির বিষয় হতেও বিরত থাকা কর্তব্য।

মহান আল্লাহ বলেন : ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُونَ بِهٖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

"তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় করো যার নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে চাও ও আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তোলো, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১)

---

[৯৯১] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৭৯৮, সহীহুল জামি' ১৯৩২, সহীহ আত্ তাগীব ওয়াত্ তারহীব ২৬৪৩, আহমাদ ২৪৫৯৫, শু'আবুল ঈমান ৭৯৯৭।

[৯৯২] হাসান : আহমাদ ২১৩৫৪, তিরমিযী ১৯৮৭, দারিমী ২৭৯১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৬৫৫, মুসনাদুল বায্যার ৪০২২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/৩৭৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬৭১৭, আল মু'জামুস্ সগীর ৫৩০।

Scanned by CamScanner

(أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ) অর্থাৎ তোমার থেকে সগীরাহ্ গুনাহ্ হয়ে যায়, অনুরূপভাবে কাবীরাহ্ গুনাহও। 'আম বা সাধারণভাবে এটা বুঝা যায়। আর এ মতটি সাধারণ কতিপয় 'উলামা বলেছেন। তবে জামহূর 'উলামার মত হলো, কেবলমাত্র সগীরাহ্ বা ছোট গুনাহগুলো ক্ষমা হয়ে যাবে।

(الْحَسَنَةَ) হাদীসে হাসানাহ্ বলতে সলাত, সদাক্বাহ্ অথবা ইস্তিগফার ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।

(وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ) এখানে خُلُقٌ শব্দটি المخالقة *মাসদার থেকে আমর* এর *সীগাহ*। اسم فاعل নয়। যার অর্থ হলো মানুষের সাথে মিলিত হও বা তাদের সাথে সদাচরণ কর। আর (خُلُقٍ حَسَنٍ) হলো সহাস্যমুখে মানুষের সাথে মিলিত হওয়া। লজ্জার ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা প্রদর্শন করা। দানক্ষেত্রে দান করা ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা। কারণ এ সকল কাজ যে করে সে দুনিয়াতে সফলতা লাভ করতে পারে এবং পরকালে মুক্তি লাভ করে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৮৭)

٥٠٨٤ -[١٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ وَبِمَنْ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ؟ عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৫০৮৪-[১৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে সে লোকের কথা বলে দেব না? যার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হবে, যাকে জাহান্নামের আগুন পরিত্যাগ করবে। সে ঐ লোক, যার মেজাজ নরম, স্বভাব কোমল ও আচরণ নম্র।
[আহমাদ ও তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি গরীব।)[৯৯৩]

ব্যাখ্যা : (عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ) অর্থাৎ জাহান্নাম ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম যার আচরণ নম্র, হাসি মুখে মানুষের সাথে কথা বলে, সহনশীল ও যার স্বভাব কোমল। (قَرِيبٍ) অর্থাৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মানুষের সাথে একত্রিত হওয়া ও অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে মানুষের সাথে মেলামেশা করা। (سَهْلٍ) অর্থাৎ শক্তি ও সাধ্যানুযায়ী অন্যের প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট হওয়া, ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদির মধ্যে উদারতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٨٥ -[١٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيمٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৫০৮৫-[১৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন : পুণ্যবান লোকেরা আত্মভোলো ও দয়ালু হয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে পাপী লোকেরা ধূর্ত, দুশ্চরিত্র ও কৃপণ হয়ে থাকে।
(আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৯৯৪]

---

[৯৯৩] সহীহ : তিরমিযী ২৪৮৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৩৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৭৪৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫০৫৩, শু'আবুল ঈমান ১১২৫২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৪১০, আহমাদ (পাওয়া যায়নি)।

[৯৯৪] হাসান : আহমাদ ৯১১৮, তিরমিযী ১৯৬৪, আবূ দাউদ ৪৭৯০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৩৫, সহীহুল জামি' ৬৬৫৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৬০৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩২২, আহমাদ ৯১১৮, মুসান্নাফ আবূ ইয়া'লা ৬০০৯, শু'আবুল ঈমান ৮১১৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/১১০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৫১৬, আর মুসতাদরাক ১৩২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩৩০।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ) অর্থাৎ এখানে মু'মিনকে দু'টি গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। তারা কখনো অসৎকাজের শিকার হয়ে পড়লেও এটা তাদের মূর্খতার কারণে হয় না; বরং তাদের সভ্যতা, নম্রতা ও সৎচরিত্রের জন্য হয়ে থাকে। এটা তাদের সরল অন্তঃকরণ ও মানুষের প্রতি সৎ ধারণার কারণে হয়ে থাকে।

(اَلْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيمٌ) অর্থাৎ কৃপণ তার মাঝে অসৎ চরিত্রের প্রভাব থাকার কারণে। একজন মু'মিন ব্যক্তি কোন চক্রান্তমূলক কাজে জড়িত হয় না। সে তার কোমলতা ও সরলতার জন্য এ ফিতনা ছড়ানোর ভয়াবহতা সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকার কারণে সে এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকে। সে যে অজ্ঞতার কারণে বিষয়টি এমন নয়। কিন্তু এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকল, সে বিরত থাকল তার উত্তম চরিত্রের কারণে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৬৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٨٦ - [١٩] وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ كَالْجَمَلِ الْآنِفِ إِنْ قِيدَ انْقَادَ وَإِنْ أُنِيخَ عَلٰى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا

৫০৮৬-[১৯] মাকহূল (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন লোক ঐ উটের মতো ধীরস্থির ও নরম স্বভাবের হয়ে থাকে, যার নাকের মধ্যে রশি লাগানো হয়েছে। যখন সেটাকে টেনে নেয়া হয়, সে টেনে চলে এবং পাথরের উপর বসতে চাইলে সে পাথরের উপরেই বসে পড়ে।

[ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসটি "মুরসাল" হিসেবে বর্ণনা করেন।][৯৯৫]

ব্যাখ্যা : (اَلْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ كَالْجَمَلِ...) হাদীসটি সম্পর্কে 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যের সাথে জীবন-যাপন করে। আর তারা সকলে চেষ্টা করে তাদের রবের সন্তুষ্টি অর্জন করার। যেমনিভাবে একটা উট যখন তার নাকে রশি বাধা থাকে তখন তার মালিককে খুশি করার জন্য যেখানে যা করা দরকার সেখানে তাই করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٠٨٧ - [٢٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْمُسْلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৫০৮৭-[২০] ইবনু 'উমার رضي الله عنهما নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে মুসলিম মানুষের সাথে মিলেমিশে বাস করে এবং মুসলিমের জ্বালা-যন্ত্রণায় ধৈর্যধারণ করে, সে ঐ মুসলিমের চেয়ে উত্তম, যে মানুষের সাথে মিশে না এবং তাদের জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করে না। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৯৯৬]

ব্যাখ্যা : «اَلَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ» অত্র হাদীসের বর্ণনায় 'সুবুলুস্ সালাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে : বলা হয়েছে, যে মু'মিন ব্যক্তি সমাজের মানুষের সাথে মিলিত হয় সে উত্তম ব্যক্তি। তার ফাযীলাতের কথা এ হাদীসে বলা হয়েছে। এর কারণ হলো সে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেয়ার মতো দু'টি ফার্‌য

---

[৯৯৫] হাসান : (তিরমিযীতে পাওয়া যায়নি), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৩৬।
আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি মনে করি হাদীসটি তিরমিযীর সাথে সম্পৃক্ত করায় ভুল হয়েছে। আমি হাদীসটি তিরমিযীতে পাইনি। হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৬৭, সহীহুল জামি' ৬৬৬৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/১৮০ পৃঃ।

[৯৯৬] সহীহ : তিরমিযী ২৫০৭, ইবনু মাজাহ ৪০৩২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৩৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩০০, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬২২০, আহমাদ ৫০২২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/৩৬৫, আল মু'জামুল কাবীর ৬৬০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৬৬৯।

Scanned by CamScanner

কাজ সম্পাদন করতে পারে। এর পাশাপাশি সে তাদের সাথে সদাচরণের সুযোগ পায়। যে ব্যক্তি সমাজ জীবনে মানুষের সাথে লেনদেন এবং আচার অনুষ্ঠানে মেলামেশা করেনি তথা পার্থিব জীবনে দুঃখকষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণায় পতিত হয়নি, এমন ব্যক্তির চেয়ে যে ব্যক্তি-এসব কিছুতে পতিত হয়ে ধৈর্যের সাথে সেটাকে অতিক্রম করে, সে অনেক উত্তম মু'মিন। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৫০৭)

٥٠٨٨ -[٢١] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلٰى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ فِىْ أَيِّ الْحُوْرِ شَاءَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫০৮৮-[২১] সাহল ইবনু মু'আয (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। নাবী (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার নিজের রাগকে সংযত করে রাখে এমন অবস্থায় যে, সে নিজের রাগ দ্বারা নিজের মনোবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে পারে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টিকুলের সম্মুখে ডাকবেন এবং যে হূরকে সে পছন্দ করে, তাকে সে হূরকেই বেছে নেয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হবে।

[তিরমিযী ও আবূ দাউদ; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসটি গরীব।][৯৯৭]

ব্যাখ্যা : (فِيْ أَيِّ الْحُوْرِ شَاءَ) অর্থাৎ সে যে হূরকে গ্রহণ করতে চায় তাকে সেটা গ্রহণ করার ক্ষমতা দেয়া হবে। এটা মূলত জান্নাতে প্রবেশের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ এ কাজটি করলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার মর্যাদাও অনেক উঁচু হবে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মহান আল্লাহ এখানে নিয়ন্ত্রণ করার গুণকে প্রশংসা করেছেন। কেননা তা নাফ্সে আম্মারা-কে মন্দের দিকে ধাবিত করে। এ কারণে আল্লাহ তাদের প্রশংসায় বলেন, ﴿...وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ...﴾ "...এবং রাগ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে..."- (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১৩৪)। আর যার আত্মাকে সে স্বীয় প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত করতে সক্ষম হলো জান্নাত হবে তার থাকার জায়গা। আর চক্ষু শীতলকারী হূর হবে তার পুরস্কার। (তুহফাতুল আহওয়ায়ী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০২১)

٥٠٨٩ -[٢٢] وَفِىْ رِوَايَةٍ لِأَبِىْ دَاوُدَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَلَأَ اللّٰهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا» وَذُكِرَ حَدِيثُ سُوَيْدٍ: «مَنْ تَرَكَ لِبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ» فِىْ «كِتَابِ اللِّبَاسِ»

৫০৮৯-[২২] ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ)-এর এক রিওয়ায়াতে আছে, যা সুওয়াইদ ইবনু ওয়াহ্ব (রহিমাহুল্লাহ) নাবী (ﷺ)-এর সহাবীর সন্তান হতে বর্ণনা করেছেন। উক্ত ব্যক্তি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির অন্তরকে ঈমান ও শান্তি দ্বারা ভরে দেবেন। আর সুওয়াইদ (রহিমাহুল্লাহ)-এর «مَنْ تَرَكَ لِبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ» হাদীসটি «كِتَابُ اللِّبَاسِ»-এ বর্ণিত হয়েছে।[৯৯৮]

---

[৯৯৭] হাসান : আবূ দাউদ ৪৭৭৭, তিরমিযী ২০২১, ইবনু মাজাহ ৪১৮৬, আহমাদ ১৫৬৩৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৪৯৭, শু'আবুল ঈমান ৮৩০৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭০৮।

[৯৯৮] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৭৭৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আছে। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৯১২।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٠٩٠ -[٢٣] عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ». رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا

৫০৯০-[২৩] যায়দ ইবনু ত্বলহাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : প্রতিটি দীন (ধর্ম) বা জীবন বিধানের একটি উত্তম সিফাত আছে। ইসলামি জীবন বিধানে ঐ সিফাত বা গুণটি হলো লজ্জাশীলতা। [ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) "মুরসাল" হিসেবে বর্ণনা করেন।[৯৯৯]

٥٠٩١ -[٢٤]، ٥٠٩٢ [٢٥] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

৫০৯১-[২৪], ৫০৯২-[২৫] আর ইমাম ইবনু মাজাহ ও ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) শু'আবুল ঈমানে আনাস ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন।

٥٠٩٣ -[٢٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرَنَاءُ جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ».

৫০৯৩-[২৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : লজ্জা ও ঈমানকে এক স্থানে রাখা হয়েছে (অর্থাৎ- এরা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত)। যখন তাদের মধ্য থেকে একটিকে উঠিয়ে নেয়া হয়, তখন অপরটিকেও উঠিয়ে নেয়া হয়।[১০০০]

٥٠٩٤ -[٢٧] وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «فَإِذَا سُلِبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْآخَرُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫০৯৪-[২৭] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এ মর্মে উল্লেখ আছে যে, যখন লজ্জা ও ঈমানের মধ্য থেকে যে কোন একটি দূর করা হয়, তখন অপরটিও চলে যায়। (বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমানে)

٥٠٩٥ -[٢٨] وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: كَانَ آخِرُ مَا وَصَّانِي بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ أَنْ قَالَ: «يَا مُعَاذُ أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ». رَوَاهُ مَالِكٌ

৫০৯৫-[২৮] মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন রিকাবে পা রাখলাম, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে শেষ উপদেশ দিলেন, হে মু'আয! মানুষের তালিম ও তরবিয়তের জন্য নিজের চরিত্রকে ভালো করো। (মালিক)[১০০১]

---

[৯৯৯] হাসান : ইবনু মাজাহ ৪১৮১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৪০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৬৩২, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৫৯ হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/২২০, আল মু'জামুর সগীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩।

[১০০০] সহীহ : শু'আবুল ঈমান ৭৭২৬, সহীহ আত্ তারগীব ২৬৩, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৯৯১, মুসান্নাফ ইবনু আল শায়বাহ্ ৩০৩৭২, আর মুসতাদরাক ৫৮।

Scanned by CamScanner

٥٠٩٦ - [٢٩] وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ» رَوَاهُ الْمُوَطَّأُ

৫০৯৬-[২৯] মালিক (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি এ হাদীস সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।

("মুওয়াত্ত্বা" গ্রন্থে এ হাদীসটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে)[১০০২]

٥٠٩٧ - [٣٠] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৫০৯৭-[৩০] ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসটিকে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।[১০০৩]

٥٠٩٨ - [٣١] وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي حَسَّنَ خُلُقِي وَخَلْقِي وَزَانَ مِنِّي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» مُرْسَلًا

৫০৯৮-[৩১] জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন আয়না দেখতেন, তখন বলতেন, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমার গঠন-আকৃতিকে সুন্দর করেছেন এবং আমার স্বভাবকেও উত্তম করেছেন। আর যেসব গঠন আকৃতি এবং স্বভাব ত্রুটিযুক্ত, আমাকে সেগুলো থেকে মুক্ত করেছেন।

(বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমানে" মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।)

٥٠٩٩ - [٣٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫০৯৯-[৩২] আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই বলতেন : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছ এবং আমার চরিত্রকেও তুমি উত্তম করো। (আহমাদ)[১০০৪]

٥١٠٠ - [٣٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟» قَالُوا: بَلٰى. قَالَ: «خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ

[১০০১] **য'ঈফ :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৫০, য'ঈফ আত তারহীব ১৬০৩, শু'আবুল ঈমান ৮০২৯।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, হিদায়াতুর্ রুওয়াতে আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মুওয়াত্ত্বা মালিকের সানাদ ছাড়া চারটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর এ ব্যাপারে 'উলামাগণ বলেছেন, কোন কিতাবে তার সানাদ পাওয়া যায় না। হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৬৯ পৃঃ। তবে আলবানী য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৬০৩ নম্বরে য'ঈফ হিসেবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

[১০০২] **হাসান :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৫৭, সহীহুল জামি' ২৮৩৩। সহীহ আর আদাবুল মুফরাদ ২০৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪৪, আহমাদ ৮৯৫২, শু'আবুল ঈমান ৭৯৭৭, আল মুসতাদরাক ৪২২১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩০১।

[১০০৩] **মাওযূ'/জাল :** শু'আবুল ঈমান ৪৪৫৯।
হাদীসটি জাল হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আম্‌র ইবনু হুসায়ন ও ইয়াহইয়া ইবনু আল 'আলা" উভয়েই মিথ্যুক। ইরওয়া ১/১১৪ হাঃ ৭৪ মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ২৬১১, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১০৬১৪।

[১০০৪] **সহীহ :** আহমাদ ৩৮২৩, সহীহ আত্ তারগীব ২৬৫৭, ইরওয়া ৭৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫১৮১, শু'আবুল ঈমান ৮৫৪২।

Scanned by CamScanner

৫১০০-[৩৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি কি বলে দেব না যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? সহাবায়ে কিরাম বললেন : জ্বী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার বয়স বেশি এবং যার চরিত্র ভালো। (আহমাদ)[১০০৫]

٥١٠١ - [٣٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৫১০১-[৩৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যাদের চরিত্র উত্তম, তারাই পূর্ণ ঈমানদার। (আবূ দাঊদ ও দারিমী)[১০০৬]

ব্যাখ্যা : (أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا) "পরিপূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।" এ প্রসঙ্গে ইবনু রাসলান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "এখানে মানবজাতির ঐ সকল আচরণের কথা বলা হয়েছে যেই আচরণগুলো দৈনন্দিন জীবনে একজন অপরজনের সাথে প্রকাশ করে থাকে।" এ আচরণগুলো দু' প্রকার : প্রশংসনীয় এবং নিন্দনীয়। প্রশংসনীয় আচরণ, যেমন : মানুষের সাথে সদাচরণ করা, নম্র ও ভদ্র সুরে কথা বলা, বিপদে ধৈর্যধারণ করা, কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করা, সকল পাপ ও অনিষ্ট থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি।

প্রখ্যাত ফাক্বীহ হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : উত্তম চরিত্রের হাক্বীক্বাত হলো সৎ কাজ করা, কাউকে কষ্ট না দেয়া এবং হাসিমুখে কথা বলা। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৬৭০)

٥١٠٢ - [٣٥] وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ يَتَعَجَّبُ وَيَتَبَسَّمُ فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ فَلَحِقَهُ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ يَشْتُمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ. قَالَ: «كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ». ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ: مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِي عَنْهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّ اللهُ بِهَا نَصْرَهُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا زَادَ اللهُ بِهَا كَثْرَةً وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً إِلَّا زَادَ اللهُ بِهَا قِلَّةً". رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫১০২-[৩৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। একদিন নাবী (সাঃ) বসেছিলেন, এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাঃ)-কে গালিগালাজ করতে লাগল। নাবী (সাঃ) এটা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং মৃদু হাসতে লাগলেন। লোকটি যখন খুব বেশি মন্দ বকল, তখন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব

[১০০৫] সহীহ : আহমাদ ৭২১২, সহীহ আত্ তারগীব ৩৩৬১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৯৮ আল মুসতাদরাক ১২৫৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭৫৬।

[১০০৬] হাসান সহীহ : আবূ দাঊদ ৪৬৮২, তিরমিযী ১১৭৮, দারিমী ২৭৯২, আহমাদ ৭৪০২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৬২, সহীহুল জামি' ২১১০, সহীহ আত্ তারগীব ১৯২৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩০৩৭০, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭২৪০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৭৯, শু'আবুল ঈমান ৭৯৮৩, সুনানুন্ নাসায়ী আর কুবরা ৯১৫৪, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৯/২৪৮৯, আল মু'জামুল কাবীর ৮২৯, আল মু'জামুস্ সগীর ৬০৫, আর মুসতাদরাক ১, আস্ সুনানুল কুবরা ২১৩০২।

Scanned by CamScanner

তার কোন কথার প্রতি-উত্তর দিলেন। এতে নাবী ﷺ খুব রাগান্বিত হলেন এবং উঠে গেলেন। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব তাঁর পিছন পিছন গেলেন এবং বললেন : হে আল্লাহর রসূল! লোকটি আমাকে মন্দ বলছিল আর আপনি বসেছিলেন। যখন আমি তার কোন কথার প্রতি-উত্তর করলাম, আপনি রাগ করে উঠে এলেন। তিনি (ﷺ) বললেন : তোমার সাথে একজন মালাক (ফেরেশ্‌তা) ছিলেন, যিনি ঐ লোকটির জবাব দিচ্ছিলেন। যখন তুমি নিজেই তার জবাব দিলে, তখন তোমাদের মাঝে শায়ত্বন উপস্থিত হলো। তারপর তিনি (ﷺ) বললেন : হে আবূ বাক্‌র! তিনটি কথা আছে, সেগুলোর প্রত্যেকটি হাক্ব।

প্রথমতঃ যদি কোন বান্দার ওপর যুল্‌ম করা হয় এবং ঐ ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুল্‌মের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রতিবাদ না করে চুপ করে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা খুব সাহায্য করেন।

দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি তার দানের দরজা খুলে দেয় এবং ঐ দানের সাহায্যে তার স্বজন-প্রতিবেশীর সাথে অনুগ্রহের ইচ্ছা পোষণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার ধন-সম্পদ আরো বৃদ্ধি করে দেন।

তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি ভিক্ষার দরজা খুলে দিয়ে নিজের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করতে চায়। এতে আল্লাহ তা'আলা তার ধন-সম্পদ আরো কমিয়ে দেন। (আহমাদ)[১০০৭]

٥١٠٣ ـ [٣٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يُرِيدُ اللّٰهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ رِفْقًا إِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَا يَحْرِمُهُمْ إِيَّاهُ إِلَّا ضَرَّهُمْ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي» شُعَبِ الْإِيمَانِ

৫১০৩-[৩৬] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যে ঘরের বাসিন্দাদের জন্য কোমলতা পছন্দ করেন, ঐ কোমলতার সাহায্যে তাদের অনেক উপকার করেন। আর যে ঘরের বাসিন্দাদেরকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত রাখেন, তাদেরকে সেটা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করেন।
(বায়হাক্বী"র "শু'আবুল ঈমান")[১০০৮]

(٢٠) بَابُ الْغَضَبِ وَالْكِبْرِ

অধ্যায়-২০ : রাগ ও অহংকার

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥١٠٤ ـ [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِيْ. قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». فَرَدَّ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

[১০০৭] সহীহ : আহমাদ ৯৬২৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২২৩১, সহীহুল জামি' ৫৬৪৬, শু'আবুল ঈমান ৩৪১৩।

[১০০৮] সহীহ : শু'আবুল ঈমান ৬৫৫৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৪২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫২২১, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ২০২১৩।

Scanned by CamScanner

৫১০৪-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন : তুমি রাগ করবে না। লোকটি কয়েকবার একই কথা পুনরাবৃত্তি করল। রসূল (ﷺ)-ও প্রত্যেক বারই বললেন : তুমি রাগ করো না। (বুখারী)[১০০৯]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ رَجُلًا) ইমাম আহমাদ, ইবনু হিব্বান এবং 'ত্ববারানী'র বর্ণনা মতে লোকটির নাম হারিসাহ্ ইবনু কুদামাহ্। এছাড়াও মুহাদ্দিসগণের নিকটে তিনজন সহাবীর যে কেউ হতে পারেন : ১. ইবনু 'উমার ২. হারিসাহ্ ইবনু কুদামাহ্ ৩. সুফ্ইয়ান ইবনু 'আবদুল্লাহ। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১১৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(أَوْصِنِي) "আমাকে এমন একটি বিশেষ 'আমালের ব্যাপারে অবহিত করুন যা ব্যাপকভাবে দুনিয়া এবং আখিরাতে আমার কল্যাণ বয়ে আনবে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(لَا تَغْضَبْ) ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "তুমি রাগ করবে না" এ কথার সারমর্ম হলো আপনি রাগ আনয়নকারী সব ধরনের উপকরণ থেকে দূরে থাকুন। যে সকল কথা বা কাজ মানুষকে রেগে যেতে সহায়তা করে সেগুলো থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখুন। কারণ রাগ থেকে শত চেষ্টার পরও সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা সম্ভব নয়, তাই পারতপক্ষে যতটুকু সম্ভব দূরে থাকাই উত্তম।

কারো মতে, (لَا تَغْضَبْ) বলার কারণ হল- অধিকাংশ সময় রাগের সাথে অহংকার প্রকাশ পায়। কোন বিষয় যদি মতের অমিল হয় তখন মনের রাগ প্রকাশের সময় এক রকমের আত্ম-অহংকার চলে আসে। এর ফলে বিনয়ী ভাব এবং আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

কেউ কেউ বলেছেন : প্রশ্নকারী লোকটি রাগচটা প্রকৃতির ছিলেন। তাই নাবী (ﷺ) এ সকল বিষয় খেয়াল করেই প্রত্যেককে উপযুক্ত নাসীহাত প্রদান করতেন।

ইবনু তীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (لَا تَغْضَبْ) কথাটির ভেতরে নাবী (ﷺ) দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ একত্রিত করেছেন। কেননা রাগের ফলে মানবজীবনে আত্মীয়তার সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব নষ্টসহ নানাবিধ অকল্যাণ ও ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। অবশেষে সামাজিক সম্মান আর ধার্মিকতার চরম অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম বায়যাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নাবী (ﷺ)-এর দৃষ্টিতে মনে হয়েছে যে, সকল বিপদ আর ফিতনাহ্-ফাসাদের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে মানুষের রাগ। যেহেতু প্রশ্নকারী সহাবী অন্তরের কোমলতা আর সৎ ইচ্ছা নিয়ে নাসীহাত চেয়েছিলেন, তাই আল্লাহর নাবী তাকে অযথা রাগ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেন। আর সকল নিকৃষ্ট আচরণের মধ্যে রাগ হলো শীর্ষে। তাই রাগ থেকে নিজেকে হিফাযাত করার অর্থ হলো সবচেয়ে বড় শত্রুকে দমন করা।

ইবনু হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (لَا تَغْضَبْ) বলার উদ্দেশ্য হলো রাগের অবস্থায় যে কোন ধরনের অন্যায় কাজ না করা। রাগ থেকে বিরত থাকা নয়। যেহেতু রাগ এমন একটি স্বভাব যা দূর করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাগের সময় কোন ধরনের অন্যায় অপরাধ না করা। আবার কারো মতে, আল্লাহ তা'আলা রাগকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ফলে মানুষ যখন কোন উদ্দেশে সফলতার জন্য চরম আগ্রহী হয়ে উঠে তখন সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে এক ধরনের রাগ জেদ আকারে প্রকাশ পায়। তার তীব্রতা চোখে মুখে ফুটে উঠে। চেহারা রক্তিম বর্ণ হয়ে

[১০০৯] সহীহ : বুখারী ৬১১৬, তিরমিযী ২০২০, সহীহ আত্ তারগীব ২৭৪৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩৮০, আহমাদ ২০৩৫৭, আবূ ইয়া'লা ৬৮৩৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৮৯, শু'আবুল ঈমান ৮২৭৭, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ৬২৮৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৪৯১, আল মুসতাদরাক ৬৫৭৮।

Scanned by CamScanner

যায়। এ ধরনের রাগ সাধ্যের ভেতরে কোন বস্তুকে পাওয়ার আশায় তৈরি হয়। আর যদি সেটা সাধ্যের বাহিরে হয় তখন দুশ্চিন্তায় চেহারার রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কখনো লাল বা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এটা হলো মানুষের বাহ্যিক অবস্থা। পক্ষান্তরে অভ্যন্তরীণ অবস্থা এর চাইতেও মারাত্মক। করণ রাগের অবস্থায় অন্তর নামক পবিত্র বস্তুটি হিংসা-বিদ্বেষ আর অসৎ উদ্দেশ্যের জন্ম দেয়। বিভিন্ন উপায়ে মানুষের ক্ষতি করার নীল-নকশা তৈরি করে। তাই রাগের বাহ্যিক অবস্থার চাইতে ভিতরগত অবস্থা নেহায়াত কুৎসিত। কাজেই এদিক থেকে (لَا تغضبْ) উপদেশটি অত্যন্ত জরুরী হিসেবে গণ্য হয়েছে।

একজন গবেষক উল্লেখ করেছেন যে, রাগ হচ্ছে শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা। এর মাধ্যমে মানুষ প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে অন্যায়ে জড়িয়ে পড়ে এবং মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয়। অবশেষে অসৎকাজে চরম আগ্রহে আত্মনিয়োগ করে, হিংসা আর কপটতায় অন্তর ভারী হয়ে উঠে। এরপর কুফরী করতে উদ্যত হয় এবং তা করে ফেলে। এজন্যই আল্লাহর নাবী তাকে বারবার রাগ থেকে সতর্ক করছিলেন।

‘আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রসূল ﷺ মানুষের চারিত্রিক বিষয়গুলো খেয়াল করতেন। তাঁর কাছে চরিত্রের যে দিকটি অসুস্থ বলে মনে হত সেই স্থানে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগের চেষ্টা করতেন। ফলে সহাবীদের জন্য যে বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করতেন সেই বিষয়েই তাদেরকে নাসীহাত প্রদান করতেন। প্রশ্নকারী সহাবীর ব্যাপারটিও এমন ছিল। তিনি হয়তবা রাগী প্রকৃতির ছিলেন, তাই তাকে রাগ থেকে সতর্ক করলেন।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১১৬; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০২০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٠٥ ـ[٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫১০৫-[২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে ব্যক্তি শক্তিশালী বীর নয়, যে মানুষকে আছাড় দেয় (পরাস্ত করে); বরং সে ব্যক্তিই প্রকৃত শক্তিশালী বীর, যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে সক্ষম। (বুখারী ও মুসলিম)[১০১০]

ব্যাখ্যা : (لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ) এখানে প্রকৃত শক্তিশালী হওয়ার ব্যাপারে যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো আধ্যাত্মিক বা মনোস্তাত্ত্বিক শক্তি। এ ধরনের শক্তি স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত। এটি চিরস্থায়ী আর শারীরিক শক্তি হলো ক্ষণস্থায়ী। উক্ত হাদীসে রসূল ﷺ দৈহিক শক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তির দিকে স্থানান্তরিত করেছেন। এভাবেই তিনি জাগতিক বিষয়ের উপর ধর্মীয় বিষয়কে (আধ্যাত্মিক শক্তিকে) প্রাধান্য দিয়েছেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٠٦ ـ[٣] وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهٗ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[১০১০] **সহীহ :** বুখারী ৬১১৪, মুসলিম ১০৭-(২৬০৯), আহমাদ ৭২১৯, সহীহুল জামি‘ ৫৩৭৫, সহীহ আত্ তারগীব ২৬৮১, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৯৯৪, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৬৩, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্যাক্ব ২০২৮৭, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩৮৫, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১০২২৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬৫৬।

Scanned by CamScanner

وَفِىْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «كُلُّ جَوَّاظٍ زَنِيمٍ مُتَكَبِّرٍ».

৫১০৬-[৩] হারিসাহ্ ইবনু ওয়াহ্‌ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমি তোমাদেরকে জান্নাতবাসী লোকেদের কথা বলে দেব কি? তারা হলেন বৃদ্ধ ও দুর্বল লোক। তারা যদি আল্লাহর দরবারে ক্বসম করে, তখন আল্লাহ তাদের সে শপথকে সত্যে পরিণত করে দেন। তিনি (ﷺ) আরো বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামবাসী লোকেদের কথা বলে দেব? তারা হলো, মিথ্যা ও তুচ্ছ বস্তু নিয়ে খুব বিবাদকারী, শান্ত মস্তিষ্কে ধন-সম্পদ সঞ্চয়কারী ও অহংকারী। (বুখারী ও মুসলিম)[১০১১]

মুসলিম-এর এক বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক সম্পদ সঞ্চয়কারী কৃপণ, জারজ ও অহংকারী।

ব্যাখ্যা : (كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ) উক্ত হাদীসাংশে ضَعِيفٍ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই ব্যক্তি যে নিজেকে বিনয়ের চাদরে আবৃত করে নম্র হয়ে চলে। বিনয়ীর বেশে চলাফেরার কারণে তার পারিপার্শ্বিক সকল অবস্থাদি দুর্বল বা হালকা মনে হয়। এ অবস্থায় নম্র হয়ে চলার কারণে তাকে বহু স্থানে লাঞ্ছিতও হতে হয়।

আবার কেউ বলেছেন, ضَعِيفٍ দ্বারা নিরহংকার ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে কোন মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করে না।

(مُتَضَعَّفٍ) ঐ লোককে বলা হয় যে মানুষের সাথে স্বাভাবিক অবস্থায় অত্যন্ত বিনয়ী মহানুভব আর শত্রুর সামনে তেজী ও সাহসী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন : ﴿...أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...﴾

"...মু'মিনরা শত্রুদের ওপর অত্যন্ত কঠোর আর তারা পরস্পর দয়ালু...।" (সূরাহ্ আল ফাত্‌হ ৪৮ : ২৯)

অনুরূপভাবে আল্লাহ বলেন : ﴿...أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ...﴾

"মু'মিনরা একে অন্যের ওপর বিনয়ী আর কাফিরদের ওপর অত্যন্ত কঠোর।" (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৫৪)

অতএব এখানে ঐ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে শক্তি ও সাহস থাকার পরও মানুষের সাথে সদয় এবং বিনয়ী। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যাকে লোকেরা দুর্বলভাবে এবং নিচু চোখে দেখে। সামাজিক জীবনে আর্থিক বা শারীরিক অবস্থার ভিত্তিতে তাকে নিচু শ্রেণীর মানুষ হিসেবে গণ্য করে।

(عُتُلٍّ) উক্ত শব্দের ব্যাখ্যায় 'আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম ফাররা (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে (عُتُلٍّ) অর্থ হলো অত্যন্ত ঝগড়াটে লোক।

আবূ 'উবায়দাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অত্যধিক কঠোর প্রকৃতির লোক; এখানে কাফির উদ্দেশ্য। ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : দয়ামায়াহীন ব্যক্তি। ইমাম 'আবদুর রাযযাক্ব (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে অশ্লীল কাজে অভ্যস্ত নোংরা ব্যক্তি। ইমাম দাউদিয়্যু (الدَّاوُدِيُّ) (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বিশাল আকৃতির পেট ও ঘাড়ওয়ালা লোক।

ইমাম হারবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, যে ব্যক্তি নিজে পাপ কাজ করে এবং অপরকে সৎকাজ করতে বাধা দেয়। কারো মতে, পেটুক প্রকৃতির লোক। আবার কারো মতে নাসীহাত শুনার পরও তা মানতে যার অন্তর কঠোর বা বাঁকা।

[১০১১] সহীহ : বুখারী ৪৯১৮, ৬৬৫৭; মুসলিম ৪৬-(২৮৫৩), তিরমিযী ২৬০৫, ইবনু মাজাহ ৪১১৬, সহীহুল জামি' ২৫৯৮, আহমাদ ১৮৭২৮, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬১২৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৭৯, শু'আবুল ঈমান ৮১৭৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩১৭৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩২৬।

Scanned by CamScanner

(جَوَّاظٍ) খত্ত্বাবীর মতে, جَوَّاظٍ বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যার দৈহিক আকৃতি ও শক্তি অন্যের তুলনায় বেশী হওয়ার কারণে অহংকার করে চলে। ইবনু ফারিস (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, অধিক ভক্ষণকারী পেটুক লোক। কারো মতে, এমন লোক যার কখনো অসুখ হয় না। কেউ বলেন, ঐ ব্যক্তিকে جَوَّاظٍ বলা হয় যে নিজেকে এমন সব বস্তু বা গুণাবলীর অধিকারী হিসেবে গর্ব করে যা তার কাছে আদৌ নেই।

(لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এখানে এর অর্থ হলো সে যদি (আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশায়) আল্লাহর ওপর শপথ বা ক্বসম করে থাকে তবে আল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ করেন। ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ)-ও একই অর্থ নিয়েছেন।

(ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯১৮; শারহুন্ নাবাবী ১৭শ খণ্ড, হাঃ ২৮৫৩/৪৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٠٧ -[٤] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ. وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫১০৭-[৪] ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘ঊদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না এবং যে ব্যক্তির অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম)[১০১২]

ব্যাখ্যা : (لَا يَدْخُلُ النَّارَ أحد فِي قلبه مِثْقَال حَبَّة) উক্ত হাদীসাংশে مِثْقَال حَبَّة এর অর্থ হলো কোন শস্যদানার ওজনের পরিমাণ। তুহফাতুল আহ্ওয়াযীর লেখক মাজমা‘ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, مِثْقَال শব্দটি মূলত ওজনের পরিমাণ বুঝায়। কম হোক বা বেশী হোক। কিন্তু লোকেরা শুধুমাত্র দীনারের হিসাব সংখ্যায় শব্দটিকে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করছে। যা মোটেও উচিত নয়।

(শারহুন্ নাবাবী ২য় খণ্ড, হাঃ ৯১/১৪৭; ‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৮৭; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৯৮)

(مِنْ خَرْدَلٍ) বলা হয়েছে, خَرْدَلٍ হলো কালো বর্ণের শস্যদানা যা দেখতে ক্ষুদ্র অণুর মতো। অর্থাৎ একেবারে ছোট। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৮৭; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৯৮)

(مِنْ كبر) ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ অহংকারের ব্যাখ্যা দু'টি পদ্ধতিতে করা যেতে পারে। ১. হতে পারে রসূলুল্লাহ ﷺ শির্ক এবং কুফরীমূলক অহংকারের উদ্দেশ্য করেছেন। কেননা হাদীসের শেষাংশে তিনি বিপরীত প্রতিদান হিসেবে জান্নাতের জন্য ঈমানকে দাঁড় করিয়েছেন আর ঈমানের বিপরীত হচ্ছে শির্ক ও কুফরী। কাজেই এখানে এমন অহংকার উদ্দেশ্য যা শির্ক বা কুফরীর সমতুল্য। এ অবস্থায় কেউ জান্নাতে যাবে না। ২. আল্লাহ সুবহানাহূ যখন কাউকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে ইচ্ছা পোষণ করেন তখন তার অন্তর থেকে অহংকার দূর করে দেন। এভাবে সে অহংকার ও হিংসামুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ...﴾

“এবং তাদের অন্তরে যে হিংসা বিদ্বেষ ছিল আমি তা দূর করে দেই... ।” (সূরাহ্ আল আ‘রাফ ৭ : ৪৩)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত ব্যাখ্যা দু'টি সম্পর্কে বলেছেন : হাদীসের শেষাংশে যে অহংকারের কথা বলা হয়েছে তা আমাদের কাছে সুপরিচিত। তা হলো মানুষের সামনে নিজেকে বড় মনে করা এবং

[১০১২] সহীহ : মুসলিম ১৪৮-(৯১), ইবনু মাজাহ ৪১৭৩, সহীহুল জামি‘ ৭৬৭৯, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬৫৮০, মুসনাদুল বায্যার ১৫৮৪, আহমাদ ৩৯১৩, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৫০৬৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ২২৪, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৯৮৫৮।

Scanned by CamScanner

তাদেরকে অবহেলার চোখে দেখা, এমনকি সৎ বা সঠিক বিষয় সামনে আসলেও তা প্রত্যাখ্যান করে মিথ্যা বা ভুলের উপর অবিচল থাকা। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) এ কথাটি পছন্দ করেছেন। কোন কোন মুহাক্কিক্ব বলেছেন যে, কেউ যদি অহংকার করা বৈধ মনে করে তাহলে জাহান্নামে যাওয়াই হবে তার প্রতিদান। তবে যারা আল্লহকে এক বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছে তার শাস্তি ভোগ করার পর একবার না একবার জান্নাতে যাবেই। কেউ বলেছেন, (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) এর অর্থ হলো প্রথমবারেই মুত্তাক্বীদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, বরং শাস্তি ভোগের পর জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (لَا يَدْخُلُ النَّارَ) এর অর্থ হলো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না এমনটি নয় বরং আল্লাহ চাইলে সে জাহান্নামে যেতে পারে।

তুহফাতুল আহওয়াযীর লেখক বলেন : «مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ» এ কথাটিই প্রমাণ করে যে, ঈমান কমে এবং বাড়ে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০৮৭; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৯৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٠٨ -[٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ». فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهٗ حَسَنًا وَنَعْلُهٗ حَسَنًا. قَالَ: «إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫১০৮-[৫] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যার অন্তরে এক বিন্দু অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রসূল! সকলেই তো এটা পছন্দ করে যে, তার পোশাক ভালো হোক, জুতো জোড়া ভালো হোক, এসব কি অহংকারের মধ্যে শামিল? তিনি (ﷺ) বললেন : আল্লাহ তা'আলা নিজেও সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দও করেন। আর অহংকার হলো হাক্বকে বাতিল করা এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা। (মুসলিম)[১০১৩]

ব্যাখ্যা : (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ) অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় কোন একজন হাদীস বিশারদ উল্লেখ করেছেন যে, এ ধরনের ব্যক্তি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতেও এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

«يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان»

অর্থাৎ "যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।"

অনুরূপভাবে একাধিক তাবি'ঈ নিম্নোক্ত আয়াতটিকে তাফসীর করে বলেছেন,

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ...﴾

"আল্লাহ আপনি যাকে জাহান্নামে চিরস্থায়ী বাসিন্দা বানিয়েছেন আপনি তাকে অতি লাঞ্ছিত করেছেন..."– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১৯২)। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৯৯)

(فَقَالَ رَجُلٌ) ইমাম নাবাবী শারহু মুসলিমে উল্লেখ করেছেন লোকটির নাম হলো মালিক ইবনু মুযারা আর্ রহওয়াই।

[১০১৩] সহীহ : মুসলিম ১৪৭-(৯১), সহীহুল জামি' ৭৬৭৪, সহীহ আত্ তারগীব ২৯১২, আবূ দাউদ ৪০৯২, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৩৩, আহমাদ ৪০৫৮, শু'আবুল ঈমান ৬১৯৩।

Scanned by CamScanner

মিরক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে কয়েকজন হতে পারে, তারা হলেন- ১. মু'আয ইবনু জাবাল ২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস এবং ৩. রবী'আহ্ ইবনু 'আমির।

«إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَنًا ونعلي حسنا» অর্থাৎ মানুষের নজরকাড়া বা দৃষ্টি আকর্ষণ করার মানসিকতাও আমার নেই অহংকার বা দম্ভভরে চলাফেরা করা এবং মানুষের প্রশংসা বা বাহবা শুনার কোনরূপ ইচ্ছাও আমার নেই।

(إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ) অর্থাৎ- আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী এবং উত্তম কার্য সম্পাদনকারী। ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : আলো এবং সৌন্দর্য উদ্দেশ্য। আবার বলা হয়েছে, তোমাদের সাথে উত্তম আচরণকারী এবং তোমাদের ওপর সুদৃষ্টিদানকারী।

ইমাম মানাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (إِنَّ اللّٰهَ جَمِيلٌ) দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বাগত সৌন্দর্য, গুণগত এবং কর্মগত সৌন্দর্য বুঝায়। আর يُحِبُّ الْجَمَالَ দ্বারা তোমাদের অবস্থাগত সৌন্দর্য (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নমূলক) এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে নিজেকে পবিত্র রাখাকে বুঝায়।

(اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ) অর্থাৎ অহংকার হলো সত্যের সৌন্দর্যকে নষ্ট করে কলংকিত করা। আর (وَغَمْطُ النَّاسِ) এর অর্থ হলো সৃষ্টিজীবকে হেয় প্রতিপন্ন করে ঘৃণার চোখে দেখা। (بَطَرُ) শব্দের মূল অর্থ হলো অত্যধিক পরিমাণে হাসি তামাশায় দিন যাপন করা। এখানে উদ্দেশ্য হলো অর্থের প্রাচুর্যে নোংরা হয়ে যাওয়া। আবার বলা হয়েছে, নি'আমাতে ডুবে থেকে আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করা। উল্লেখিত অর্থ দু'টি পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মোটকথা (بَطَرُ الْحَقِّ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ, রিসালাহ্, 'ইবাদাত ইত্যাদি বিষয়সমূহের মধ্যে যা হাক্ব হিসেবে গণ্য করেছেন সেগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : উক্ত হাদীসাংশের ব্যাখ্যা হলো সত্যকে মিথ্যা মনে করে বা অবহেলা করে তা থেকে পিছুটান থাকা। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৯৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٠٩ -[٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ». وَفِي رِوَايَةٍ: "وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫১০৯-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন প্রকার মানুষ আছে, ক্বিয়ামাতের দিন যাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করবেন না। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রহমাতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আর তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন। তারা হচ্ছে- বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী বাদশাহ ও অহংকারী গরীব। (মুসলিম)[১০১৪]

[১০১৪] সহীহ : মুসলিম ১৭২-(১০৭), সহীহুল জামি' ৩৩৮০, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৯৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০২৮৫, মুসনাদুল বায্যার ৪০২৩, আহমাদ ১০২২৭, শু'আবুল ঈমান ৫৪০৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩৯২৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৬৬৪, আস্ সুনানুল কুবরা ১৭০৮৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ) অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে সন্তুষ্ট মনে কথা বলবেন না বা মোটেই কথা বলবেন না।

(وَلَا يُزَكِّيهِمْ) অর্থাৎ তাদেরকে তাদের কৃত পাপ থেকে পবিত্রও করবেন না এবং অন্যান্য মু'মিনদের সামনে তাদের গুণগানও গাইবেন না।

(شَيْخٌ زَانٍ) এ পর্যায়ের ব্যক্তির ওপর অভিসম্পাতের কারণ হলো ব্যভিচার করা এমনিতেই অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। উপরন্তু কোন যুবক দ্বারা সংগঠিত হলে স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যুবক হওয়ার কারণে ওযর বা কৈফিয়ত থাকে কিন্তু যদি এটা কোন বৃদ্ধের দ্বারা সংগঠিত হয় তখন এটা মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে কোন ওযর থাকে না। কারণ ইতিপূর্বে যৌবনে তার চাহিদা পূরণ হয়েছে। এ অবস্থায় তার দ্বারা এমন কাজ হওয়ার বিকৃত রুচি এবং নেহায়াত কুৎসিত চরিত্রের অধিকারী হিসেবেই প্রমাণ করে। যেহেতু এটা সমাজ সংসারে এবং সভ্য বিবেকে মনুষ্যত্বের পরিপন্থী কাজ, তাই এটা আল্লাহর কাছেও অতি ঘৃণিত অপরাধ।

(وَمَلِكٌ كَذَّابٌ) অর্থাৎ অত্যধিক পরিমাণে মিথ্যার আশ্রয়গ্রহণকারী বাদশা (শাসক)। (وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ) অর্থাৎ- দরিদ্র হয়েও অহংকার পোষণকারী ব্যক্তি। এ ধরনের লোক অভিশপ্ত হওয়ার কারণ হলো অহংকার করার যোগ্যতা তার মধ্যে নেই। যে সমস্ত উপকরণ হাতে থাকলে অহংকার চলে আসে, যেমন- অর্থ-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শিক্ষা-দীক্ষা, মান-সম্মান ইত্যাদি এগুলোর কোন কিছুই তার কাছে নেই যা তাকে অহংকারী হতে সহায়তা করে, তারপরও সে অহংকার করে। এটা স্বয়ং আল্লাহর কাছে অত্যন্ত নিন্দনীয়। তাই এটাও জঘন্য অপরাধ। বলা হয়েছে (عَائِلٌ) অর্থ হলো ذو العيال তথা সংসারী লোক। তার অহংকার হলো এ রকম যে, হাতে অর্থ নেই, আবার কেউ সদাক্বাহ্ করলে তা নিবেও না, অন্তরে এক রকম হিংসাও কাজ করে, ফলে পরিবার অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যিনা হলো স্বাভাবিক অবস্থায় জঘন্য অপরাধ কিন্তু এটা যদি কোন বৃদ্ধ লোকের কাজ হয় তবে এটা অত্যন্ত জঘন্য হয়। অনুরূপ মিথ্যা কুৎসিত তবে এটা বাদশার কাছ থেকে হলে অত্যন্ত কুৎসিত হয়। অনুরূপভাবে অহংকার ঘৃণিত কাজ আর যদি এটা ফাকীরের কাছ থেকে হয় তবে তার জঘন্যের পরিমাণ আরো বেড়ে যায়।

মোটকথা, আমরা এভাবে বলতে পারি যে, الشَّيْخُ। দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিবাহিত লোক, চাই সে যুবক হোক বা বৃদ্ধ হোক। শারী'আতের দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত জঘন্য, তাই তার জন্য রজমের শাস্তি আবশ্যক।

আর الْمَلِكُ। দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ধনী-সম্পদশালী লোক। কেননা ফাকীর দুনিয়াবী প্রয়োজনের উপকার লাভের আশায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ফায়দা লাভ করে, পক্ষান্তরে ধনী লোকের দ্বারা এমনটির প্রয়োজন হয় না। এজন্য ধনী লোকের দ্বারা এমনটি হলে সেটা অত্যন্ত জঘন্য হিসেবে গণ্য হয়।

আর (عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ফাকীর লোক, যে অন্যান্য ফাকীরদের ওপর অহংকার করে, সে শক্তি সামর্থ্য থাকার পরও পরিশ্রম করেও অর্থ উপার্জন করতে চায় না। আত্মঅহংকারে ঘরে বসে থাকে। কোন সন্দেহ নেই যে, এ অবস্থায় সে নিজে এবং পরিবারের সবাই ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুন্ নাবাবী ২য় খণ্ড, হাঃ ১০৭/১৭২; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৯৫)

٥١١٠ ـ[٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: " يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ". وَفِي رِوَايَةٍ: «قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Scanned by CamScanner

৫১১০-[৭] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অহংকার আমার চাদর ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গিস্বরূপ"। অতএব, যে ব্যক্তি এ দু'টোর কোন একটি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব। (মুসলিম)[১০১৫]

ব্যাখ্যা : (اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيْ) উল্লেখিত হাদীসাংশে اَلْكِبْرِيَاءُ শব্দটি আল্লাহর জাত বা সত্তাগত আর اَلْعَظَمَةُ শব্দটি আল্লাহর সিফাত বা গুণগত।

رِدَائِيْ এবং إِزَارِيْ শব্দ দু'টি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। إِزَار এবং رِدَاء তথা লুঙ্গি ও চাদর– এ দু'টি কাপড় মানুষের শরীরে জড়ানো থাকে। এ দু'টি কাপড় হলো কোন মানুষের সৌন্দর্য। অনুরূপভাবে اَلْكِبْرِيَاءُ ও اَلْعَظَمَةُ তথা অহংকার ও মহত্ব– এ দু'টি বৈশিষ্ট্য আল্লাহর সাথেই জড়ানো এবং তিনিই এ দু'টোর একমাত্র দাবিদার আর এ দু'টি দ্বারাই তাঁর মর্যাদা এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। কাজেই উল্লেখিত হাদীসে উপমা স্বার্থকরূপেই ফুটে উঠেছে।

(শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৬২০/১৩৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ইবনু মাজাহ ৩য় খণ্ড, হাঃ ৪১৭৪)

(فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا) অর্থাৎ কেউ যদি উক্ত দু'টি বৈশিষ্ট্য নিজের ভেতরে প্রকাশ করে এবং আল্লাহর সাথে অংশ সাব্যস্ত করতে চায় তাহলে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। কেননা অহংকার হলো আল্লাহর সত্ত্বাগত বৈশিষ্ট্য (যা আল্লাহর দেহে মনে সম্পৃক্ত) আর মহত্ব ও বড়ত্ব আল্লাহর গুণগত বৈশিষ্ট্য, যে দু'টোর অধিকারী একমাত্র আল্লাহই। এখন কেউ যদি নিজের ভেতরে এ দু'টির চর্চা করে, তাহলে সে আল্লাহর সাথে অংশ সাব্যস্ত করে বিধায় আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥١١١ -[٨] عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهٖ حَتّٰى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيبَهٗ مَا أَصَابَهُمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫১১১-[৮] সালামাহ্ ইবনু আকওয়া' রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এমন এক ব্যক্তি আছে, যে সর্বদা নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে, এমনকি তার নাম উদ্ধত-অহংকারীদের মধ্যে লিখে দেয়া হয়। আর উদ্ধত-অহংকারীদের ওপর যে বিপদ অবতীর্ণ হয়, তার ওপরও সে বিপদই অবতীর্ণ হয়। (তিরমিযী)[১০১৬]

ব্যাখ্যা : (لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهٖ) অর্থাৎ- যে ব্যক্তি সদা সর্বদা নিজেকে অন্যদের চাইতে উঁচু পর্যায়ের মনে করবে এবং মানুষের সাথে স্বাভাবিক জীবনে উঠাবসা বা লেনদেন না করে নিজেকে দূরে সরিয়ে

[১০১৫] **সহীহ :** মুসলিম ১৩৬-(২৬২০), আবূ দাউদ ৪০৯০, ইবনু মাজাহ ৪১৭৪, সহীহ আত্ তারগীব ৮৯৮, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৬৩৬৩, আহমাদ ৯৩৫৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩২৮, শু'আবুল ঈমান ৮১৫৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৪১, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৬৫৭৯, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৬৩৬৩।

[১০১৬] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২০০০, য'ঈফাহ্ ১৯১৪, য'ঈফুল জামি'উস সগীর ৬৩৪৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৭৪৪। হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "উমার ইবনু রশীদ" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৯১৪।

Scanned by CamScanner

শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করবে, আত্মঅহংকারে আর দাম্ভিকতার জোরে নিজেকে অনেক সম্মানী ভাবতে থাকবে এমন ব্যক্তিকে এক পর্যায়ে আল্লাহর দরবারে অত্যাচারী অহংকারী এবং স্বৈরশাসকদের কাতারে গণ্য করা হবে। যেমন- ফির্‘আওন, হামান, কারূন- তাদেরকে যে বিপদাপদ গ্রাস করেছিল এক সময় তাকেও এগুলো আক্রমণ করবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০০০; মিরকাতুল মাফাতীহ)

٥١١٢ -[٩] وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ أَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُوْنَ إِلٰى سِجْنٍ فِيْ جَهَنَّمَ يُسَمّٰى: بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِيْنَةَ الْخَبَالِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫১১২-[৯] ‘আম্‌র ইবনু শু‘আয়ব (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তাঁর দাদা রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন অহংকারীদেরকে ছোট পিপীলিকার মতো একত্রিত করা হবে; কিন্তু আকৃতি-অবয়ব হবে মানুষের। চতুর্দিক থেকে অপমান তাদেরকে ঘিরে থাকবে। তাদেরকে “বূলাস” নামক জাহান্নামের এক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তাদের ওপর আগুনের কুণ্ডলী হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামীদের নিংড়ানো পঁচা রক্ত ও পুঁজ পান করানো হবে, যার নাম “ত্বীনাতুল খবাল”। (তিরমিযী)[১০১৭]

٥١١٣ -[١٠] وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫১১৩-[১০] ‘আতিয়্যাহ্ ইবনু ‘উরওয়াহ্ আস্ সা‘দী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাগ শায়ত্বনের পক্ষ থেকে আসে এবং শায়ত্বনকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আগুন পানি দ্বারা নেভানো যায়। যখন তোমাদের মধ্যে কারো রাগ আসে, তবে সে যেন উযূ করে। (আবূ দাঊদ)[১০১৮]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ) অর্থাৎ- রাগ হলো শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা এবং কুপ্রভাব। তাই শায়ত্বনের কুপ্রভাবেই মানুষ রাগান্বিত হয়। সুতরাং রাগের অবস্থায় উযূ করলে রাগ দূর হয়ে যায়।
(‘আওনুল মা‘বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৭৬)

(وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ) উক্ত হাদীসাংশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শায়ত্বন মালায়িকাহ্’র (ফেরেশতাদের) অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কারণ মালায়িকাহ্ হলো নূরের বা আলো থেকে তৈরি আর শায়ত্বন হলো আগুন থেকে তৈরি।

[১০১৭] হাসান : তিরমিযী ২৪৯২, সহীহুল জামি‘ ৮০৪০, সহীহ আত্ তারগীব ২৯১১, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৩৪, আহমাদ ৬৬৭৭, শু‘আবুল ঈমান ৮১৮৫।

[১০১৮] য‘ঈফ : আবূ দাঊদ ৪৭৮৪, য‘ঈফুল জামি‘ ১৫১০, য‘ঈফাহ্ ৫৮২, আহমাদ ১৭৯৮৫, শু‘আবুল ঈমান ৮২৯১, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩৮৮১।

আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) প্রথমে আল কালিমুত্ব ত্বইয়িব ২২৭ নং হাদীসে সহীহ বলেছিলেন। পরবর্তীতে ৫৮২৯ নং হাদীসে য‘ঈফাতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমি তার কোন শাহিদ হাদীস পাইনি। فليغسل এর পরিবর্তে فَلْيَتَوَضَّأْ শব্দ পেয়েছি। তবে তার সানাদ মাজহূল, য‘ঈফ। দেখুন- তারাজু‘আতে আলবানী ১/২১ পৃঃ, হাঃ ১৪।

Scanned by CamScanner

(فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ) এখানে রাগের সময় উযূ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কারণ রাগ আসে শায়ত্বন থেকে আর শায়ত্বনকে তৈরি করা হয়েছে আগুন থেকে। যেহেতু পানি আগুনকে নিভিয়ে দিতে পারে, তাই উযূর মাধ্যমে রাগকেও দমন করা যেতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١١٤ -[١١] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৫১১৪-[১১] আবূ যার রাঃ হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারো রাগ বা ক্রোধ হয়, সে যেন বসে পড়ে, তাও রাগ না কমলে সে যেন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। (আহমাদ ও তিরমিযী)[১০১৯]

ব্যাখ্যা : (وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ) হাদীসের এ অংশে বিপরীত অবস্থার দ্বারা চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। কারণ রাগ হলো শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা দ্বারা সৃষ্ট ক্রমান্বয়ে বর্ধনশীল এক প্রকার শক্তি যা আগুনের মতো বৃদ্ধি পেতে থাকে। আগুন যে রকম উপরের দিকে বাড়তে থাকে রাগের মাত্রাও অনুরূপ বাড়তে থাকে। অনুরূপভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মানুষ বসা থেকে দাঁড়িয়ে পড়ে, প্রচণ্ড রেগে গেলে বসা থেকে দাঁড়িয়ে যায়। মানুষ যেহেতু আগুনকে উপরে বাড়তে দেয় না তাকে ধরাশায়ী করতে চায় অনুরূপ কোন রাগান্বিত ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসিয়ে দিলেও তারও রাগ কমে যায়। এতেও না কমলে তাকে শুইয়ে দিতে হয়, অবশেষে তার রাগ দূর হয়।

শারহুস্ সুন্নাহ্তে বলা হয়েছে, রাগের অবস্থা বসে যেতে এবং শুয়ে যেতে আদেশের কারণ হলো রাগের অবস্থায় কোন গর্হিত কাজ যেন সংগঠিত না হয়। কেননা শুয়ে থাকা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তির চাইতে নড়াচড়া এবং শক্তি প্রয়োগের দিক থেকে দুর্বল হয়।

ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সম্ভবত আল্লাহর নাবী ﷺ বিনয় এবং নম্রতাকে ইচ্ছা করেছেন। কেননা রাগ অহংকার ও দম্ভ তৈরি করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৭৪)

٥١١٥ -[١٢] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدٰى وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلٰى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَهٰى وَلَهٰى وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلٰى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتٰى وَطَغٰى وَنَسِيَ الْمُبْتَدَأَ وَالْمُنْتَهٰى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّينِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدِّينَ بِالشُّبُهَاتِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ يَقُودُهٗ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوًى يُضِلُّهٗ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ رَغَبٌ يُذِلُّهٗ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ». وَقَالَا: لَيْسَ إِسْنَادُهٗ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

[১০১৯] সহীহ : আহমাদ ২১৩৪৮, আবূ দাউদ ৪৭৮২, তিরমিযী (পাওয়া যায়নি), সহীহুল জামি' ৬৯৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৮৮, শু'আবুল ঈমান ৮২৮৪।

Scanned by CamScanner

৫১১৫-[১২] আসমা বিনতু 'উমায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেছেন : ঐ বান্দা মন্দ, যে নিজেকে অপরের চেয়ে ভালো মনে করে, অহংকার করে এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যায়। ঐ বান্দা মন্দ, যে মানুষের ওপর যুল্‌ম-অত্যাচার করে, সীমালঙ্ঘন করে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী আল্লাহকে ভুলে যায়। ঐ বান্দা মন্দ, যে দীনের কাজ ভুলে যায়, দুনিয়ার কাজে মত্ত হয়ে থাকে এবং ক্বরস্থানের কথা ও শরীর পঁচে যাওয়ার কথা ভুলে যায়। ঐ বান্দা মন্দ, যে ঝগড়া-বিবাদ বাধিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, অবাধ্য হয় এবং নিজের প্রথম ও শেষ ভুলে যায়। ঐ বান্দা মন্দ, যে দুনিয়াবাসীকে "দীন" দ্বারা ধোঁকা দেয়। ঐ বান্দা মন্দ, যে সন্দেহ করে ধর্মকে খারাপ করে দেয়। ঐ বান্দা মন্দ, যাকে দুনিয়ার লোভ-লালসার দিকে এবং দুনিয়ার পূজারীদের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। ঐ বান্দা মন্দ, যাকে দুনিয়ার লোভ-লালসা ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি, অসম্মানিত ও হেয় করে।

[তিরমিযী ও বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন; আর ইমাম বায়হাক্বী ও তিরমিযী (রহিমাহুমাল্লাহ) বলেন : এ হাদীসের বর্ণনাসূত্র সবল নয় এবং ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন : এ হাদীসটি গরীব।][১০২০]

ব্যাখ্যা : بِئْسَ الْعَبْدُ এখানে الرجل লোক অথবা المرأ (ব্যক্তি) শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। বরং الْعَبْدُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু হাদীসে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ কোন عَبْدٌ তথা আল্লাহর 'ইবাদাতকারী বান্দার জন্য শোভনীয় নয়, তাই الْعَبْدُ শব্দ ব্যবহার করে তাকে তিরস্কার জানানো হয়েছে।

(عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ) মুনাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে ঐ বান্দার কথা বলা হয়েছে, যে মনে মনে নিজেকে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠভাবে এবং অহংকার করে চলে।

(بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ) মুনাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ঐ বান্দার কথা বলা হয়েছে, যে মানুষকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী চলতে বাধ্য করে। এখানেও ক্ষমতার অপব্যবহারে অহংকার প্রকাশ পায়।

(عَبْدٌ سَهَى) ঐ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে দুনিয়াবী লোভ লালসায় মত্ত থাকে কিন্তু সঠিক বিষয় তার সামনে আসলে সেটা গ্রহণও করে না আবার 'ইবাদাত-বন্দেগীর তোয়াক্কাও করে না।

(وَلَهَى) খেল-তামাশায় মত্ত থাকে।

(وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ) এখানে উদ্দেশ্য হলো মৃত্যুকে ভুলে থাকে। উদাসীন জীবন যাপন করে মৃত্যু, ক্বর, পরকাল ইত্যাদি সবকিছু থেকে নিজেকে উদাসীন করে রাখে।

(وَنَسِيَ الْمُبْتَدَأَ وَالْمُنْتَهٰى) এখানে الْمُبْتَدَأَ শব্দ দ্বারা তার সৃষ্টির সূচনা তথা মাতা-পিতার দেহে তাদের বীর্যে তার অবস্থানকে সে ভুলে যায় এবং পুনরায় আল্লাহর কাছে তার ফিরে যাওয়ার কথাও সে ভুলে যায়।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৪৪৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১০২০] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৪৪৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৭৪২, য'ঈফুল জামি' ২৩৫০, শু'আবুল ঈমান ৮১৮১।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "হাশিম ইবনু সা'ঈদ আল কূফী" য'ঈফ। আবূ যায়দ আল খস্'আমী (الخسعمى) নামের বর্ণনাকারী মাজহূল। হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৭৬, য'ঈফাহ্ ২০২৬।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥١١٦ - [١٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫১১৬-[১৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ মহীয়ান ও গরীয়ানের দৃষ্টিতে কোন বান্দা রাগের ঢোকের চেয়ে উত্তম ঢোক গিলে না, যা সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য গিলে থাকে। (আহমাদ)[১০২১]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে মানুষের রাগ এবং তার তীব্রতাকে নিয়ন্ত্রণ করার ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। কোন বান্দা যদি রাগকে মনের সাথে চেপে রাখে এবং তা প্রকাশ না করে, ফলে মানুষ এতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহলে মনে মনে রাগ হজম করার কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে তার জন্য অনেক বড় পুরস্কার বরাদ্দ থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١١٧ - [١٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى: (ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ) قَالَ: الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْإِسَاءَةِ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمَهُمُ اللّٰهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ كَأَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيمٌ قَرِيبٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا

৫১১৭-[১৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলার বাণী- ﴿اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ...﴾ (অর্থাৎ- "তুমি খারাপকে ভালো দ্বারা দমন করো..."- (সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ৯৬)-এর ব্যাখ্যায় বলেন : রাগের সময় ধৈর্যধারণ করা এবং বিপদের সময় ক্ষমা করাই এর তাৎপর্য। যখন মানুষ এরূপ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বিপদাপদ হতে রক্ষা করেন এবং শত্রুদেরকে তাদের জন্য নত ও অনুগত করে দেন, যেন তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। (ইমাম বুখারী হাদীসটি বিনা সানাদে বর্ণনা করেন।)[১০২২]

٥١١٨ - [١٥] وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ»

৫১১৮-[১৫] বাহ্য ইবনু হাকীম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাগ ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়, যেমন সাবির (গাছের তিক্ত আঠা) মধুকে বিনষ্ট করে দেয়।[১০২৩]

[১০২১] সহীহ : আহমাদ ৬১১৪, ইবনু মাজাহ ৪১৮৯, সহীহ আত্ তারগীব ২৭৫২, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৯৯৫, শু'আবুল ঈমান ৮৩০৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৬৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭২৮২।

[১০২২] সহীহ : বুখারী তা'লীক্বরূপে ১২/৫১ পৃঃ, হাঃ ৪৮১৬; আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৬৮০।

[১০২৩] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৮২৯৪, য'ঈফুল জামি' ২৭৮২।

Scanned by CamScanner

٥١١٩ -[١٦] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوْا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِيْ نَفْسِهٖ صَغِيْرٌ وَفِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِيْ نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ».

৫১১৯-[১৬] ‘উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদিন তিনি মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বললেন : হে লোক সকল! তোমরা বিনয়ী হও। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তা‘আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। সে নিজেকে নিজে ছোট মনে করে কিন্তু মানুষের চোখে খুবই মহান ও সম্মানিত হয়। যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে হেয় করে দেন। সে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট– অপাংক্তেয় এবং সে নিজেকে নিজে খুব বড় মনে করে। এমনকি সে শেষ পর্যন্ত মানুষের চোখে কুকুর ও শূকরের চেয়েও অধিক ঘৃণিত বলে বিবেচিত হয়।[১০২৪]

٥١٢٠ -[١٧] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا رَبِّ مَنْ أَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ".

৫১২০-[১৭] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মূসা ইবনু ‘ইমরান আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ তা‘আলার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, হে রব্! তোমার বান্দাদের মধ্যে তোমার কাছে প্রিয়তম কে? আল্লাহ তা‘আলা বললেন : প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকতেও যে ক্ষমা করে দেয়।[১০২৫]

٥١٢١ -[١٨] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللهِ قَبِلَ اللهُ عُذْرَهُ»

৫১২১-[১৮] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের রসনাকে সংযত রাখে, আল্লাহ তা‘আলা তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। যে ব্যক্তি নিজের রাগকে দমন করে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামাতের দিন তার ওপর থেকে শাস্তি থামিয়ে দেন। যে নিজের কৃত পাপের জন্য আল্লাহ তা‘আলার দরবারে অজুহাত দেখায়, আল্লাহ তা‘আলা তার অজুহাত ক্ববূল করেন।[১০২৬]

হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে “মুখয়য়িস (مخيس)” নামের বর্ণনাকারী মাজহূল বা অপরিচিত। আর হিশাম ইবনু ‘আম্মার-এর মধ্যে দুর্বলতা আছে। দেখুন- য‘ঈফাহ্ ১৯১৮।

[১০২৪] **মাওযূ‘** : বায়হাক্বী ৮১৪০।
হাদীসটি জাল হওয়ার কারণ, এর সানাদে “সা‘ঈদ ইবনু সাল্লাম” নামের বর্ণনাকারী মিথ্যুক। দেখুন- য‘ঈফাহ্ ১২৯৫, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৭৭।

[১০২৫] **য‘ঈফ** : বায়হাক্বী ৮৩২৭। আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : আমার বেশির ভাগ মনে হচ্ছে হাদীসটি সহীহ নয়। তবে তিনি কোন কারণ উল্লেখ করেননি। হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৭৭।

[১০২৬] **য‘ঈফ জিদ্দান (খুবই দুর্বল)** : শু‘আবুল ঈমান ৮৩১১, য‘ঈফ আত্ তারগীব ১৭০৩, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৪৩৩৮।
হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে “রবী‘ ইবনু সুলায়মান আল আযদী” নামের বর্ণনাকারী য‘ঈফ। দেখুন- সিলসিলাতুয্ য‘ঈফাহ্ ১৯১৬।

Scanned by CamScanner

٥١٢٢ -[١٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَتَقْوَى اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضٰى وَالسُّخْطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنٰى وَالْفَقْرِ. وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ». رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الْخَمْسَةَ فِي» شُعَبِ الْإِيمَانِ"

৫১২২-[১৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তিনটি জিনিস পরিত্রাণকারী এবং তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী। পরিত্রাণকারী জিনিসগুলো হল– ১. প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা, ২. সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট উভয় অবস্থায় উচিত কথা বলা, ৩. ধনী ও দরিদ্র উভয় অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসকারী জিনিসগুলো হল– ১. প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া, ২. লোভ-লালসা করা, ৩. কোন ব্যক্তি নিজেকে নিজে সম্মানিত মনে করা। আর এ স্বভাবটিই সবচেয়ে খারাপ স্বভাব।

(উপরিউক্ত পাঁচটি হাদীস বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।)[১০২৭]

(٢١) بَابُ الظُّلْمِ

অধ্যায়-২১ : অত্যাচার

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥١٢٣ -[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫১২৩-[১] ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যুল্‌ম বা অত্যাচার ক্বিয়ামাতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[১০২৮]

ব্যাখ্যা : (الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন : যুল্‌ম বা অত্যাচার প্রধানতঃ দু'টো পাপের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। একটি হলো অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ আত্মসাৎ করা। আর অপরটি হলো আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'লার সাথে বিরুদ্ধাচরণ করা শারী'আত বহির্ভূত কোন বিষয় নিয়ে। যুল্‌মের এ পাপটি অন্যান্য পাপের চাইতে মারাত্মক। কারণ অধিকাংশ সময় যুল্‌ম নামক অন্যায় দুর্বল ব্যক্তিদের সাথেই সংগঠিত হয়ে থাকে। যারা এতে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না অক্ষম

[১০২৭] হাসান : শু'আবুল ঈমান ৭২৫২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৮০২।

[১০২৮] সহীহ : বুখারী ২৪৪৭, মুসলিম ৫৬-(২৫৭৮), তিরমিযী ২০৩০, সহীহ আত্ তারগীব ২২১৬, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩৭৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৫৮ মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ৩৫২৪৪, আহমাদ ৫৮৩২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১৭৮, শু'আবুল ঈমান ১০৮৩২, দারিমী ২৫১৬, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ১৬৪৫৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৮৩৪।

Scanned by CamScanner

হওয়ার কারণে তারা পরাজিত হয়। যুলুম অন্তরের অন্ধকার তথা বক্রতা থেকে তৈরি হয়। তবে যদি সেই অন্তর হিদায়াতের আলো দ্বারা আলোকিত হয় তখন তার মর্যাদা অনেক গুণে বেড়ে যায়। সুতরাং আখিরাতে যেদিন মুত্তাক্বীরা তাক্বওয়ার প্রতিদান হিসেবে আল্লাহর নূর লাভে ধন্য হবে সেদিন যালিমকে তার যুলুমের অন্ধকার আচ্ছন্ন করবে কিন্তু কোনই সাহায্যকারী থাকবে না।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৪৪৭; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৩০)

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, ক্বিয়ামাতের দিন যালিমের জন্য বাস্তবিকই অন্ধকার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এ অন্ধকারগুলো বিভিন্ন বিপদাপদ, দুঃখ-দুর্দশার আকৃতিরূপে প্রকাশ পাবে। মানুষ যখন বিপদে পতিত হয় তখন সে এক রকম অন্ধকারেই পতিত হয়, এদিক থেকে ظُلُمَاتٌ বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন–

«قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ والبحر» "হে নাবী! বলুন, কে তোমাদেরকে জলের এবং স্থলের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে।" আবার ظُلُمَاتٌ শব্দ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার শাস্তিও উদ্দেশ্য হতে পারে।

(শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৫৭৯/৫৭)

٥١٢٤ -[٢] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتّٰى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ» ثُمَّ قَرَأَ (وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ) الْاٰيَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫১২৪-[২] আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর তাকে এমনভাবে পাকড়াও করেন যে, সে আর ছুটে যেতে পারে না। তারপর তিনি (সাঃ) এ আয়াত পাঠ করলেন– ﴿وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾। অর্থাৎ- এরূপ তোমার প্রভুর পাকড়াও যে, যখন তিনি অত্যাচারী গ্রামবাসীদের পাকড়াও করেন।

(বুখারী ও মুসলিম)[১০২৯]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে ভালো হওয়ার জন্য বারবার সুযোগ দেন। প্রথমবারেই তাকে পাকড়াও করেন না।

(حَتّٰى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يفلته) কিন্তু যখন তাকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করেন তখন আর তাকে সুযোগ দেন না। তাকে ধ্বংস করে দেন। (ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৬৮৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٢٥ -[٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ» ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى اجْتَازَ الْوَادِيَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫১২৫-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) যখন "হিজ্‌র" নামক স্থানের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন লোকেদেরকে বললেন : সেসব বাড়ি-ঘরে যাবে না, যারা নিজেদের আত্মার প্রতি

[১০২৯] সহীহ : বুখারী ৪৬৮৬, মুসলিম ৬১-(২৫৮৩), তিরমিযী ৩১১০, 'নাসায়ী'র কুবরা ১১২৪৫, ইবনু মাজাহ ২৪০১৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫১২, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭৩২২, শু'আবুল ঈমান ৭৪৬৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৮৪১।

অত্যাচার করেছে। তোমরা যখন অতিক্রম করবে ক্রন্দনরত অবস্থায় অতিক্রম করবে, যাতে তোমাদের ওপরও ঐ বিপদ না পৌছে, যা তাদের উপর পৌছেছে। অতঃপর তিনি (ﷺ) নিজ মাথা চাদর দ্বারা ঢেকে ফেললেন এবং চলার গতি দ্রুত করলেন, যতক্ষণ না উপত্যকাটি অতিক্রম করে গেলেন।

(বুখারী ও মুসলিম)[১০৩০]

ব্যাখ্যা : (لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ) উক্ত হাদীসে الْحِجْرِ শব্দটি একটি স্থানের নাম। এখানে 'আদ এবং সামূদ সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। এ প্রসঙ্গে তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : الْحِجْرِ হলো সামূদ সম্প্রদায়ের আবাসিক এলাকা। (মিরকাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ৪৪১৯)

(الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) অর্থাৎ-"যারা নিজেদের ওপর যুল্‌ম করেছিল" এরা শিরক ও কুফরীর মাধ্যমে নিজেদের ওপর যুল্‌ম করেছিল। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

(قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ) রসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত পথ দিয়ে তাবুক যাওয়ার পথে এ স্থানে মাথা নিচু করে ডানে বামে কোন দিকে না তাকিয়ে খুব দ্রুত সামনে আগালেন। তিনি এমনটি করেছিলেন তাঁর উম্মাতকে শিখানোর জন্য যেন তারা পরবর্তীতে এখান দিয়ে যাওয়ার সময় খুব দ্রুত চলে যায়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা এ সকল জায়গা থেকে সতর্ক সাবধান থাকার আদেশ প্রদান করেছেন, তাই রসূল ﷺ খুব দ্রুত এখান থেকে চলে যান যেন কোন বিপদ গ্রাস করতে না পারে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

(لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ) এ প্রসঙ্গে ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে উদ্দেশ্য হলো কোন অবস্থাতেই যেন তাদের বসতিতে কেউ প্রবেশ না করে। শুধু কান্নার অবস্থায় প্রবেশ করতে পারবে এমনটি নয়। বরং সর্বাবস্থায় সেখানে প্রবেশ করা থেকে সাবধান থাকতে হবে।

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ঐ বসতিতে প্রবেশ করতে নিষেধের কারণ হলো যদি কেউ আল্লাহর 'আযাবকে স্মরণ করে কান্না বা ভয়ের অবস্থায় সেখানে প্রবেশ না করে তবে ভূমিকম্প বা আসমানী বালা-মুসীবাত চলে আসতে পারে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٥١٢٦ -[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫১২৬-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অত্যাচারঘটিত; যেমন- মানহানি বা অন্য কোন বিষয়ের কোন হাক্ব থাকে, তবে সে যেন সেদিনের পূর্বেই তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়, যেদিন তার কাছে কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। যদি তার নেক 'আমাল থাকে, তাহলে অত্যাচারিতের হাক্ব অনুসারে তার কাছ থেকে নেক 'আমাল নিয়ে নেয়া হবে। আর যদি তার নেক না থাকে, তবে অত্যাচারিত ব্যক্তির পাপকে তার ওপর চাপানো হবে।

(বুখারী)[১০৩১]

[১০৩০] **সহীহ :** বুখারী ৪৪১৯, মুসলিম ৩৯-(২৯৮০), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৮, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১৩৭৪, আহমাদ- ৫৩৪২, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১১২৭০।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ) হাদীসের এ অংশে ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ক্বিয়ামাতের দিন যালিমের সৎ 'আমাল থেকে পরিমাণ মতো সাওয়াব কেটে নেয়ার ধরণটা হতে পারে এ রকম যে, সে 'আমালগুলোকে কোন কিছুর আকৃতি দেয়া, যেমন- স্বর্ণ-রূপা বা মণি-মুক্তা ইত্যাদি। অতঃপর সেটা মাযলূমকে দেয়া অথবা এমনও হতে পারে যে, যালিমের সুখ মাযলূমকে দিয়ে বা মাযলূমের শাস্তি যালিমকে দিয়ে ফায়সালা করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٢٧ -[٥] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟». قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِيْ وَقَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا. وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا. وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهٗ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫১২৭-[৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি জানো, (প্রকৃত) গরীব কে? সহাবায়ে কিরাম বললেন : আমরা তো মনে করি, আমাদের মধ্যে যার টাকা-পয়সা, ধনদৌলত নেই, সে-ই গরীব। তিনি (ﷺ) বললেন : ক্বিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি গরীব হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে সলাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করে আসবে; কিন্তু সাথে সাথে সেসব লোকেদেরকেও নিয়ে আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারো অপবাদ রটিয়েছে, কারো সম্পদ খেয়েছে, কাউকে হত্যা করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে; এমন ব্যক্তিদেরকে তার নেকীগুলো দিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর যখন তার পুণ্য শেষ হয়ে যাবে অথচ পাওনাদারদের পাওনা তখনো বাকি, তখন পাওনাদারদের গুনাহ তথা পাপ তার ওপর ঢেলে দেয়া হবে, আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)[১০৩২]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ) উল্লেখিত হাদীসে যে নিঃস্ব বা দেউলিয়া ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে সে হলো প্রকৃত নিঃস্ব বা দেউলিয়া। পক্ষান্তরে যার সম্পদ নেই বা থাকলেও খুব কম লোকেরা তাকে নিঃস্ব বলে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে নিঃস্ব নয়। কারণ তার এ অবস্থা ক্ষণস্থায়ী। সে কোন সময় ধনবানও হতে পারে যদি তা নাও হতে পারে তবে মৃত্যুর মাধ্যমে তার এ অবস্থা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু স্থায়িত্বের দিক থেকে হাদীসে উল্লেখিত ব্যক্তিই হলো প্রকৃত নিঃস্ব। এ প্রসঙ্গে ইমাম মাযিয়ী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কোন কোন বিদ্'আতী মনে করে যে, উক্ত হাদীসটি কুরআনের এ আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى...﴾

[১০৩১] সহীহ : বুখারী ২৪৪৯, সহীহুল জামি' ৬৫১১, সহীহ আত্ তারগীব ২২২২, আহমাদ ১০৫৭৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৬১, শু'আবুল ঈমান ৭৪৭০, আর মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৩৫, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৪৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৭৮০।

[১০৩২] সহীহ : মুসলিম ৫৯-(২৫৮১), তিরমিযী ২৪১৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৪৫, সহীহুল জামি' ৮৭, সহীহ আত্ তারগীব ২২২৩, শু'আবুল ঈমান ৩৩, আহমাদ ৮০২৯, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬৪১৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৪১১, 'ত্ববারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ৫৬১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৭৭৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৮৩৮।

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ- "একজনের পাপ অন্যজন বহন করবে না।" (সূরাহ্ আল ফা-ত্বির ৩৫ : ১৮)

কিন্তু এ ধরনের আপত্তি তার অজ্ঞতাপূর্ণ এবং তা প্রত্যাখ্যাত। কারণ হাদীসে উল্লেখিত ব্যবস্থাই হলো যালিমের একমাত্র শাস্তি যা তার জন্য ন্যায্য পাওনা।

(শারহুন্ নাবাবী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৫৮১/৫৯; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৪১৮)

٥١٢٨ -[٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلٰى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَذَكَرَ حَدِيثَ جَابِرٍ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ». فِيْ «بَابِ الْإِنْفَاقِ»

৫১২৮-[৬] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন হাক্বদারদের হাক্ব আদায় করা হবে, এমনকি যে বকরীর শিং নেই, তার জন্য শিংওয়ালা বকরী থেকে বিনিময় আদায় করে দেয়া হবে। (মুসলিম)[১০৩৩]

এ প্রসঙ্গে জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস «اِتَّقُوا الظُّلْمَ» "বাবুল ইনফাক"-এর (দানের অধ্যায়ে) বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلٰى أَهْلِهَا) এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ক্বিয়ামাতের দিন চতুষ্পদ জন্তুকেও হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে। এ মর্মে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আরো দলীল রয়েছে। যেমন- «وَإِذَا الْوُحُوشُ حشرت» তবে তাদেরকে মানুষ এবং জিন্ জাতির মতো হিসাবের জন্য বা জবাবদিহিতার জন্য উপস্থিত করা হবে না, বরং বদলা নেয়ার জন্য উপস্থিত করা হবে। তাদের কেউ কাউকে দুনিয়ার জীবনে শিং দ্বারা একটি আঘাত করে থাকলেও সেই আঘাত ফিরিয়ে দেয়ার জন্যই তাদের উঠানো হবে। প্রত্যেকটি প্রাণীর হাক্ব সঠিকভাবে আদায় হয়ে যাবে।

(শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৫৮২/৬০; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৪২০)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥١٢٩ -[٧] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلٰكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاؤُوا فَلَا تَظْلِمُوا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৫১২৯-[৭] হুযায়ফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা অচৈতন্য হয়ো না যে, তোমরা বলবে, যদি লোকেরা আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, আমরাও ভালো ব্যবহার করব; আর যুল্ম করলে আমরাও যুল্ম করব; বরং তোমরা নিজেদের জন্য এ আদেশ ঠিক করে দেবে যে,

[১০৩৩] সহীহ : মুসলিম ৬০-(২৫৮২), তিরমিযী ২৪২০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫৮৮, সহীহুল জামি' ৫০৬২, সহীহ আত্ তারগীব ৩৬০৩, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ১৩৬, আহমাদ ৭২০৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৬৩, আস্ সুনানুল কুবরা ১১৮৩৯।

Scanned by CamScanner

যদি লোকেরা তোমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, তোমরাও ভালো ব্যবহার করবে। আর যদি খারাপ ব্যবহার করে, তবে তোমরা যুল্‌ম করবে না (বদলা নিবে না)। (তিরমিযী)[১০৩৪]

٥١٣٠ -[٨] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنِ اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ وَلَا تُكْثِرِي. فَكَتَبَتْ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ» وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫১৩০-[৮] মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন তিনি 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর নিকট পত্র লেখলেন। ঐ পত্রে লেখা ছিল, আপনি আমাকে উপদেশ দান করে নাতিদীর্ঘ পত্র লেখবেন। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) সেটার জবাবে লেখলেন, *সালা-মুন 'আলায়কা*। পর সমাচার, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় মানুষের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও, তার সাহায্যের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট। তিনি তাকে মানুষের অত্যাচার থেকে বাঁচান। আর যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টি চায় আল্লাহর অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও, আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেন, *আস্‌সালা-মু 'আলায়কা*। (তিরমিযী)[১০৩৫]

ব্যাখ্যা : (وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ) অর্থাৎ- আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তাকে মানুষের দিকে মুখাপেক্ষী করে দিবেন। ফলে মানুষ তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং তাকে কষ্ট দিবে তার ওপর নির্যাতন চালাবে। (তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৪১৪)

ইমাম মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন : কোন ব্যক্তির সামনে যখন এমন কাজ উপস্থিত হয় যা করতে গেলে আল্লাহ খুশি হবেন কিন্তু মানুষ অসন্তুষ্ট হবে অথবা মানুষ সন্তুষ্ট হবে কিন্তু আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন, এ সময় যদি সে প্রথমটা করে তাহলে তার ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এবং মানুষের অনিষ্ট হতে তাকে হিফাযাত করবেন। পক্ষান্তরে সে যদি দ্বিতীয়টা করে তাহলে আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন এবং মানুষের অনিষ্ট হতে তাকে হিফাযাত করবেন না এবং তাকে বিভিন্ন কাজে মানুষের দ্বারে ঘুরাবেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥١٣١ -[٩] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَه؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

[১০৩৪] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২০০৭, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৬২৭১, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৪৯৪।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আবূ হিশাম আর্ রিফাঈ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। জাওয়ামিউল কালিম সফ্‌টওয়্যার।

[১০৩৫] **সহীহ :** তিরমিযী ২৪১৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৩১১, সহীহ আত্ তারগীব ২২৫০, সহীহুল জামি' ৬০৯৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৭৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/১৮৮।

Scanned by CamScanner

"لَيْسَ ذَاكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

فِيْ رِوَايَةٍ: «لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫১৩১-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি নাযিল হলো- ﴿الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾। অর্থাৎ- "সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানে তারা যুল্‌মকে শামিল করেনি"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ৮২)। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহাবীদের কাছে বিষয়টি কঠিন ঠেকল। তাঁরা জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের ওপর অত্যাচার করেনি? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : অত্যাচার দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়নি; বরং শির্‌ককে বুঝানো হয়েছে। তোমরা লুক্বমান আলায়হিস সালাম-এর উপদেশ কি শুনোনি, যা তিনি তাঁর পুত্রকে দান করেছেন? সেটা এই যে, "হে বৎস! আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শারীক করো না, যেহেতু আল্লাহর সাথে শারীক করা ভয়ঙ্কর অত্যাচার।" অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন : তোমরা যা মনে করছ প্রকৃতপক্ষে তা নয়। অত্যাচার (যুল্‌ম) দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে, যা লুক্বমান আলায়হিস সালাম তার পুত্রকে বলেছেন।

(বুখারী ও মুসলিম)[১০৩৬]

ব্যাখ্যা : لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ : উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সহাবীগণ সন্দেহে পতিত হওয়ার কারণ হলো সাধারণত যুল্‌মের বাহ্যিক অবস্থা হচ্ছে এ রকম যে, কারো হাক্ব নষ্ট করা বা কারো সাথে কোনরূপ অন্যায় আচরণ করা। সহাবীরা তো কেউ কাবীরাহ্ গুনাহ করে নিজের প্রতি অবিচার করতেন না তাহলে ঈমানের সাথে যুল্‌মের মিশ্রণের অর্থটা কি? তারা ধারণা করলেন উদ্দেশ্য হতে পারে যুল্‌মের বাহ্যিক অবস্থা। কারণ দৈনন্দিন জীবনে উঠতে বসতে কত রকমই না ছোট-খাট যুল্‌ম হয়ে থাকে। যেহেতু যুল্‌মের সংজ্ঞাই হলো কোন জিনিসকে তার সঠিক স্থানে না রেখে অন্য স্থানে রাখা। সেহেতু এই সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিদিনই কোন না কোন যুল্‌ম হয়। তাই রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের এ সন্দেহ দূর করে দিয়ে বললেন, এ যুল্‌ম হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শির্‌ক করা। আর এটিই হলো সবচেয়ে বড় যুল্‌ম। (শারহুন্ নাবাবী ২য় খণ্ড, হাঃ ১২৭/১৯৭)

٥١٣٢ -[١٠] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৫১৩২-[১০] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন মর্যাদার দিক থেকে সে ব্যক্তি নিকৃষ্ট হবে, যে নিজের পরকালকে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশে ধ্বংস করেছে।

(ইবনু মাজাহ)[১০৩৭]

[১০৩৬] সহীহ : বুখারী ৪৭৭৬, মুসলিম ১৯৭-(১২৪), আহমাদ ৪২৪০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১২৬০, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৫৩।

[১০৩৭] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ৩৯৬৬, য'ঈফাহ্ ১৯১৫, য'ঈফুল জামি' ২০০৮, 'ত্বারানী'র আল মু'জামুল কাবীর ৭৪৩৭, শু'আবুল ঈমান ৬৯৩৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (أَذْهَبَ آخِرَتَهٗ بِدُنْيَا غَيْرِهٖ) উক্ত হাদীসাংশের ব্যাখ্যায় 'আবদুল বাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে দু'টো অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। ১. তুচ্ছ জিনিসের লোভে কাউকে হত্যা করে আখিরাত বরবাদ করা। ২. অথবা অত্যাচারীকে নগণ্য বস্তু ছিনিয়ে নিতে সাহায্য করে আখিরাত নষ্ট করা।

(ইবনু মাজাহ ৩য় খণ্ড, হাঃ ৩৯৬৬)

٥١٣٣ -[١١] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الدَّوَاوِينُ ثَلَاثَةٌ: دِيوَانٌ لَا يَغْفِرُهُ اللهُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ. يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ﴾ وَدِيوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ اللهُ: ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ حَتّٰى يَقْتَصَّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَدِيوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهٖ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ فَذَاكَ إِلَى اللهِ فَذَاكَ إِلَى اللهِ: إِنْ شَاءَ عَذَّبَهٗ وَإِنْ شَاءَ تَجَاوَزَ عَنْهُ".

৫১৩৩-[১১] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'আমালনামা তিন প্রকার– ১. ঐ 'আমালনামা, যাকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না। আর তা হলো, আল্লাহ তা'আলার সাথে শারীক করা। আল্লাহ মহীয়ান-গরীয়ান বলেন– ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ﴾। অর্থাৎ- "অংশীবাদীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না", ২. ঐ 'আমালনামা, যাতে মানুষের পারস্পরিক যুল্‌ম-অত্যাচার লিপিবদ্ধ আছে। সে 'আমালনামাকে আল্লাহ তা'আলা এমনিতেই ছাড়বেন না। এমনকি একজনের কাছ থেকে অপরজনের প্রতিশোধ নেবেন এবং ৩. ঐ 'আমালনামা, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ভ্রুক্ষেপ করবেন না। এ 'আমালনামা হলো বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার যুল্‌ম সংক্রান্ত বিষয়। এটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যদি তিনি ইচ্ছে করেন, তাকে শাস্তি দেবেন। আর যদি ইচ্ছে করেন, তাকে ক্ষমা করে দেবেন।[১০৩৮]

٥١٣٤ -[١٢] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ اللهَ تَعَالٰى حَقَّهٗ وَإِنَّ اللهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهٗ»

৫১৩৪-[১২] 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তুমি অত্যাচারিতের বদদু'আ থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কেননা সে আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজের অধিকার প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা কোন হাক্বদারকে নিজের পাওনা থেকে বঞ্চিত করেন না।[১০৩৯]

٥١٣٥ -[١٣] وَعَنْ أَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَنَّهٗ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ مَشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهٗ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهٗ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ».

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "শাহ্‌র ইবনু হাওশাব" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। আর 'আবদুল হাকাম আস্ সাদূসী নামের বর্ণনাকারী অপরিচিত। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৯১৫ ।

[১০৩৮] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ৭৪৭৩, য'ঈফুল জামি' ৩০২২।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "সদাক্বাহ্" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। আর ইয়াযীদ ইবনু বাবানূস (يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ) নামের বর্ণনাকারীর মাঝে অপরিচিত আছে। দেখুন- আল মুসতাদরাক ৮৭১৭।

[১০৩৯] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ৭৪৬৪, আর জামি'উস্ সগীর ১১২৩, য'ঈফুল জামি' ১১০, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/২০২।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "সলিহ ইবনু হাসান" নামের বর্ণনাকারী মাতরূক। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৬৯৭।

Scanned by CamScanner

৫১৩৫-[১৩] আওস ইবনু শুরাহবীল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি অত্যাচারীর সাথে এ উদ্দেশে চলে যে, সে তার শক্তি বৃদ্ধি করবে; আর সে এটা জানে যে, সে যুল্‌মকারী, তবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল।[১০৪০]

٥١٣٦ -[١٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهٗ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ: إِنَّ الظَّالِمَ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهٗ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: بَلٰى وَاللّٰهِ حَتَّى الْحُبَارٰى لَتَمُوْتُ فِيْ وَكْرِهَا هُزْلًا لِظُلْمِ الظَّالِمِ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيْثَ الْأَرْبَعَةَ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»

৫১৩৬-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন, অত্যাচারী মূলত কারো কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না; বরং নিজেই নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) এটা শুনে বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহর ক্বসম! এরূপই। এমনকি "সবারা" (সারস পাখি)-ও অত্যাচারীর অত্যাচারের কারণে নিজের বাসায় থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে, পরিশেষে মৃত্যুবরণ করে।

[ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) "শু'আবুল ঈমানে" উপরিউক্ত চারটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।][১০৪১]

(٢٢) بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ

অধ্যায়-২২ : ভালো কাজের আদেশ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥١٣٧ -[١] عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَأٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫১৩৭-[১] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন শারী'আত বিরোধী কার্যকলাপ হতে দেখে, সেটাকে যেন নিজ হাতে

[১০৪০] য'ঈফ জিদ্দান : 'বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান ৭৬৭৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৩৬২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্ববারানী ৬১৮।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আমর ইবনু ইসহাক্ব" নামের বর্ণনাকারী অপরিচিত। আর আবূ ইসহাক্ব ইবনু ইবরাহীম ইবনু যাবরীক্ব নামের বর্ণনাকারী খুবই দুর্বল। দেখুন- য'ঈফাহ্ ৭৫৮।

[১০৪১] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৭৪৭৯।
আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি এর সানাদ পাইনি তবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে, হাদীসটি য'ঈফ। ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তার সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু জাবির আল ইয়ামানী নামের বর্ণনাকারী মাতরূক। দেখুন- তাফসীর ত্ববারী ১৪/৮৫ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

পরিবর্তন করে দেয়। যদি নিজ হাতে সেগুলো পরিবর্তন করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখে নিষেধ করবে। আর যদি মুখে নিষেধ করারও সাধ্য না থাকে, তাহলে অন্তরে সেটা ঘৃণা করবে। এটা সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। (মুসলিম)[১০৪২]

ব্যাখ্যা : «أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ» ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। তবে হাদীসে যার নাম আছে আমিও সেটাই মনে করি। কেউ বলেছেন, 'উসমান ﷺ; আবার বলা হয়েছে, 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব ﷺ শুরু করেছিলেন। তিনি যখন খেয়াল করলেন সলাতের পরে মুসল্লীরা অপেক্ষা করে না তাড়াহুড়া করে চলে যান তখন তিনি সলাতের আগে খুত্ববার ব্যবস্থা করলেন। কেউ বলেছেন, মু'আবিয়াহ্ ﷺ; আরাব কেউ বলেছেন, ইবনুয্ যুবায়র ﷺ।

কিন্তু রসূল ﷺ চার খলীফা এবং সকল আনসারী ফাক্বীহ সহাবী, তাবি'ঈ তারা সবাই আগে সলাত আদায় করেছেন ও পরে খুত্ববাহ্ দিয়েছেন, এটাই সাব্যস্ত হয়েছে।

মারওয়ান-এর আগে কেউ করেছেন, এ মর্মে কোন দলীল সাব্যস্ত হয়নি। কাজেই 'উমার, 'উসমান এবং মু'আবিয়াহ্ ﷺ সম্পর্কে ধারণা সঠিক নয়। (শারহুন্ নাবাবী ২য় খণ্ড, হাঃ ৪৯/৭৮)

(وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মর্যাদা এবং সাওয়াবের দিক থেকে এর পরিমাণ কম। ইমাম মানাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : أَضْعَفُ الْإِيمَانِ অর্থ হলো «أَضْعَفُ خصال الْإِيمَانِ» তথা দুর্বল বৈশিষ্ট্যের ঈমান। ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসলাম বা তার প্রভাব অথবা তার ফলাফল।

ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ ধরনের লোক হলো দুর্বল ঈমানদার, কেননা যদি সে শক্তিশালী (তেজোদীপ্ত) ঈমানের লোক হত তাহলে এটুকুতেই থেমে যেত না। কারণ হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» "সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের নিকট সত্য কথা বলা।"

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) শারহু মুসলিমে বলেন : ভালো কাজের আদেশ করা আর মন্দ কাজের নিষেধ করার হুকুম হলো ফারযে কিফায়াহ্। কেউ করলে বাকীদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। আর কেউ না করলে সবাই গুনাহগার হয়। পক্ষান্তরে 'উলামাগণ বলেছেন, ঐ ব্যক্তির ওপর থেকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের দায়িত্ব রহিত হবে না যার ওপর শারী'আতের বিধান অর্পিত হয়েছে। এটা তার জন্য অত্যাবশ্যক। অন্যথায় সে গুনাহগার হবে।

('আওনূল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৩২; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২১৭২)

(فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ...) এ প্রসঙ্গে কতিপয় 'উলামা মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, উল্লেখিত হাদীসের তিনটি আদেশ তিন শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য। প্রথম আদেশ আমীরের জন্য। দ্বিতীয় আদেশ 'আলিমদের জন্য এবং তৃতীয় আদেশ সাধারণ সকল মুসলিমদের জন্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٣٨ ـ[٢] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِيْ حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِىْ فِيْ

[১০৪২] সহীহ : মুসলিম ৭৮-(৪৯), আবূ দাউদ ১১৪০, তিরমিযী ২১৭২ ইবনু মাজাহ ৪০১৩, নাসায়ী ৫০০৮, সহীহ আত্ তারগীব ২৩০২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৫৬৪৯, আহমাদ ১১১৫০, মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ১২০৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩০৭, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১১৭৩৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১০/২৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪২৩।

Scanned by CamScanner

أَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: مَالَكَ؟ قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلَا بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ. فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫১৩৮-[২] নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রদানের বিষয়ে অলসতা করাকে ঐ সম্প্রদায়ের সাথে তুলনা করা যায়, যারা নৌকায় স্থান পাওয়ার জন্য লটারি করেছে এবং লটারি অনুসারে তাদের কেউ নৌকার নিচে এবং কেউ উপরে বসেছে। নৌকার নিচের লোকেরা উপরের লোকেদের পাশ দিয়ে পানির জন্য গমনাগমন করত, ফলে উপরের লোকেদের কষ্ট হত। একদিন নিচের লোকেদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি কুঠার হাতে নিয়ে নৌকার তলায় কাঠ কোপাতে আরম্ভ করল। তখন উপরের লোকেরা তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, সর্বনাশ! তুমি কি করছ? লোকটি বলল, তোমরা আমাদের কারণে কষ্ট পাচ্ছ। আর আমাদেরও পানি একান্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায় যদি তারা তার হস্তদ্বয় ধরে ফেলে, তাহলে তাকেও রক্ষা করবে, নিজেরাও রক্ষা পাবে। আর যদি তাকে তার কাজের উপরই ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকেও ধ্বংস করবে, নিজেদেরকেও ধ্বংস করবে। (বুখারী)[১০৪৩]

ব্যাখ্যা : (الْمُدْهِنِ) শব্দের ব্যাখ্যা হলো ঐ ব্যক্তি যার সামনে অন্যায় কাজ করা হয় কিন্তু সে তা প্রতিহত করে না। বরং দর্শকের ভূমিকা পালন করে নিশ্চুপ থাকে।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৮৬; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২১৭৩)

হাদীসে الْمُدْهِنِ শব্দটিকে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, সে প্রতিবাদ করার শক্তি ও ক্ষমতা থাকার পরও নীরব মনোভাব এবং দর্শক ভূমিকা পালন করে, ফলে সমাজে বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা রাখে। তাই বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের জন্য উক্ত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

(حُدُودِ اللهِ) এখানে حُدُودِ দ্বারা বিভিন্ন অশ্লীল ও গর্হিত কাজ উদ্দেশ্য হতে পারে। তাই حُدُودِ শব্দটিকে অধিক গুরুত্ব বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। অথবা প্রত্যেকটি পাপের একটি নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত সীমা রয়েছে এটা বুঝানোর জন্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٣٩ -[٣] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫১৩৯-[৩] উসামাহ্ ইবনু যায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন একজন লোককে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, সাথে সাথেই তার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়বে। সে নাড়িভুঁড়িকে কেন্দ্র করে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেভাবে

[১০৪৩] সহীহ : বুখারী ২৬৮৬, তিরমিযী ২১৭৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬৯, সহীহ আত্ তারগীব ২৩০৯, আহমাদ ১৮৩৭০, আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৯৩৪।

Scanned by CamScanner

আটার চাক্কিকে কেন্দ্র করে গাধা ঘুরতে থাকে। এটা দেখে জাহান্নামবাসীরা তার পাশে জমায়েত হয়ে তাকে বলবে : হে অমুক! তোমার ব্যাপার কি? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতে? লোকটি বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের জন্য আদেশ করতাম; কিন্তু নিজে সেটা করতাম না। আর তোমাদেরকে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতাম; কিন্তু নিজে সেটা থেকে বিরত থাকতাম না। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৪৪]

ব্যাখ্যা : (فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ) আবূ 'উবায়দ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : أَقْتَابُ অর্থ হলো পেটের নাড়িভুঁড়ি।

ইবনু 'উওয়াইনাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, أَقْتَابُ হলো ঐ জিনিস যা পেটের মধ্যে বৃত্তাকার হয়ে পেঁচানো রয়েছে। (শারহুন্ নাবাবী ১৮শ খণ্ড, হাঃ ২৯৮৯/৫১)

(فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ) এ প্রসঙ্গে ইমাম মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ঐ লোক তার নাড়িভুঁড়ির চারপাশে বৃত্তাকারে হয়ে ঘুরতে থাকবে এবং পা দিয়ে তাতে আঘাত করতে থাকবে। তবে এখানে অর্থ নেয়া যেতে পারে যে, সে জাহান্নামে ভুঁড়ি নিয়ে সর্বত্র ঘুরতে থাকবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥١٤٠ - [٤] عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللّٰهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهٗ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৫১৪০-[৪] হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ঐ পবিত্র সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, নিম্নোক্ত দু'টো বিষয়ের মধ্যে একটি অবশ্যই হবে। হয় অবশ্যই তুমি সৎকাজের আদেশ দান করবে এবং মন্দকাজ হতে নিষেধ করবে; নতুবা অনতিবিলম্বে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর 'আযাব নাযিল করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে; কিন্তু তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করা হবে না। (তিরমিযী)[১০৪৫]

ব্যাখ্যা : (لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) এখানে ইমাম আল জাযারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : اَلْمَعْرُوفِ হলো এমন এক পরিপূর্ণ অর্থ প্রদানকারী ইস্‌ম বা নাম যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য এবং নৈকট্য লাভের উপায় মানুষের সাথে সদাচরণসহ শারী'আতের প্রত্যেকটি হালাল-হারাম বিধান যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২১৬৯)

[১০৪৪] সহীহ : বুখারী ৭০৯৮, মুসলিম ৫১-(২৯৮৯), সহীহুল জামি' ৮০২২, সহীহ আত্ তারগীব ১২৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯২, আহমাদ ২১৭৮৪, শু'আবুল ঈমান ৭৫৬৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৭০৪।

[১০৪৫] হাসান : তিরমিযী ২১৬৯, সহীহুল জামি' ৭০৭০, সহীহ আত্ তারগীব ২৩১৩, আহমাদ ২৩৩০১, আবূ ইয়া'লা ৫০৩৫, শু'আবুল ঈমান ৭৫৫৮ হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/২৭৯, আল মুজামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৩৯৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৩৭৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৬৯৪।

Scanned by CamScanner

(وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ) হাদীসের এ অংশের উদ্দেশ্যমূলক অর্থ হচ্ছে, আমাদের পক্ষ থেকে সৎকাজের আদেশ বা মন্দ কাজের নিষেধ উভয়টি একত্রে বাস্তবায়ন করতে হবে। অন্যথায় আল্লাহর পক্ষ হতে 'আযাব নেমে আসবে। তখন ঐ 'আযাব থেকে বাঁচার জন্য দু'আ করা হলে তা তখন আর ক্ববূল করা হবে না।

অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে, «قبل أن يدعوا» এখানে 'আবদুল বাক্বী' (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এর অর্থ হলো মানুষকে সৎ কাজের আদেশ আর মন্দ কাজের নিষেধের মাধ্যমে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করা হলে তারা এই আহ্বান মোটেই সাড়া দেবে না। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২১৬৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٤١ -[٥] وَعَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫১৪১-[৫] 'উর্স ইবনু 'আমীরাহ্ (রাঃ) নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : পৃথিবীর বুকে যখন কোন গুনাহ করা হয়, তখন যে ব্যক্তি সেটাকে মনে মনে খারাপ জানবে, সে ঐ স্থানে উপস্থিত থাকলে, তাকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় মনে করা হবে, যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত নেই। আর যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত নেই কিন্তু সেসব খারাপ কাজকে মনে মনে ভালোবাসে, সে ঐ ব্যক্তির মতোই হবে, যে সেখানে উপস্থিত আছে। (আবূ দাউদ)[১০৪৬]

٥١٤٢ -[٦] وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: «إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ». وَفِي أُخْرَى لَهُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ». وَفِي أُخْرَى لَهُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ».

৫১৪২-[৬] আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি সমবেত লোকেদের উদ্দেশে বলেন, হে জনগণ! তোমরা নিশ্চয় এ আয়াতটি পাঠ করেছ, (অর্থাৎ-) "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ওপর এ কথা আবশ্যিক করে নাও, যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা হিদায়াতের উপর স্থির থাকবে"। এ সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, মানুষ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখে, সেটাকে পরিবর্তন করে না, অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর তাঁর 'আযাব নাযিল করবেন।

[ইবনু মাজাহ ও তিরমিযী;[১০৪৭] আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন।]

[১০৪৬] **হাসান :** আবূ দাউদ ৪৩৪৫, সহীহুল জামি' ৬৮৯, সহীহুত্ তারগীব ২৩২৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩৭৯০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪৯৪৩।

[১০৪৭] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ ৪০০৫, তিরমিযী ২১৬৮, আবূ দাউদ ৪৩৩৮, সহীহুল জামি' ১৯৭৪, আহমাদ ৩০, আবূ ইয়া'লা ১৩১, অন্য রিওয়ায়তে আবূ দাউদ ৪৩৩৭।

Scanned by CamScanner

আর আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ)-এর এক বর্ণনায় আছে যে, মানুষ যখন কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও তার হাত ধরে না ফেলে, অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। ইমাম আবূ দাউদ-এর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, যে জাতির মধ্যে পাপাচার হয়, আর সে জাতির পরিবর্তন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেটার পরিবর্তন না করে, তাহলে অনতিবিলম্বে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। তাঁর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, যে জাতি পাপাচারে লিপ্ত হয়, আর পাপে লিপ্তদের তুলনায় সাধারণ লোক সংখ্যায় বেশি হয়।

ব্যাখ্যা : ﴿يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا عَلَيۡكُمۡ اَنۡفُسَكُمۡ لَا يَضُرُّكُمۡ مَنۡ ضَلَّ اِذَا اهۡتَدَيۡتُمۡ﴾ হাদীসে উল্লেখিত এই আয়াত (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ১০৫) কাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে তা নিয়ে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। প্রখ্যাত তাবি'ঈ মুজাহিদ এবং সা'ঈদ ইবনু জুবায়র (রহিমাহুমাল্লাহ) বলেন, এ আয়াতটি ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এর অর্থ হলো

«عَلَيۡكُمۡ أَنۡفُسَكُمۡ لَا يَضُرُّكُمۡ مَنۡ ضَلَّ مِنۡ أَهۡلِ الۡكِتَابِ، فَخُذُوا مِنۡهُمُ الۡجِزۡيَةَ وَاتۡرُكُوهُمۡ»

অর্থাৎ- তোমাদের ওপর আবশ্যক হলো তোমরা নিজেদেরকে অন্যায় থেকে সংরক্ষণ করবে তাহলে কিতাবধারীদের মধ্যে যারা গুমরাহ হয়েছে তারা তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি করতে পারবে না। আর তোমরা তাদের থেকে খাজনা গ্রহণ করে তাদের থেকে দূরে থাক।

উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় আবূ 'উবায়দ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ কথা ভেবে ভয় পেয়ে গেলেন যে, লোকেরা হয়তবা আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে। তারপর মানুষদেরকে সৎকাজের আদেশ দেয়া থেকে নিষেধ করতে পারে। তাই তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে এমন নয় বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো বিধর্মীদের মধ্যে যারা মুসলিম অঞ্চলের মুয়াহাদ তথা চুক্তিবদ্ধ তাদেরকে তাদের শির্‌কী কর্মকাণ্ড থেকে বাধা প্রদান না করার ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২১৬৮)

٥١٤٣ -[٧] وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى أَنْ يُغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتُوْا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৫১৪৩-[৭] জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে জাতিতে কোন লোক পাপে লিপ্ত থাকে, আর ঐ ব্যক্তিকে পাপ থেকে ফেরাতে জাতির লোকেদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও না ফেরায়, তাহলে তাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করবেন। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[১০৫৮]

ব্যাখ্যা : (عَلٰى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ) এখানে হাত বা মুখ দ্বারা বাধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এ কাজ করার জন্য তার ওপর একটি শর্ত রয়েছে তা হলো সে নিজে এমন গর্হিত কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। এক্ষেত্রে তার ওপর দু'টো বিষয় করণীয় : ১. সে নিজেকে সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ

[১০৫৮] হাসান : আবূ দাউদ ৪৩৩৯, ইবনু মাজাহ ৪০০৯, সহীহ আত্ তারগীব ২৩১৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৬৮৬।

Scanned by CamScanner

থেকে বারণ করবে। ২. অন্যকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে। তাকে আরো একটি বিষয় মেনে চলতে হবে সেটা হলো সে সকলের সাথে কোমল ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবে। তবেই তার দা'ওয়াতী কাজে সফল আসবে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যে ব্যক্তি গোপনে তার কোন ভাইকে নাসীহাত করল সে যেন তাকে দোষমুক্ত আর পরিপাটি করল, আর যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে তার কোন ভাইকে নাসীহাত করল সে যেন তাকে অসম্মান আর দোষী সাব্যস্ত করল। সুতরাং প্রকাশ্যে কোন ভাইকে নাসীহাত করার চাইতে লোক আড়ালে একান্তে নাসীহাত করাই ভালো। তবে বৃহৎ উপকার লাভে জনসম্মুখে নাসীহাত করা বৈধ আছে।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৩১)

٥١٤٤ -[٨] وَعَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى: (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) فَقَالَ: أَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: "بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِيْ رَأْيٍ بِرَأْيِهٖ وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِّ فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ فَمَنْ صَبَرَ فِيهِنَّ قَبَضَ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৫১৪৪-[৮] আবূ সা'লাবাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী– عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ সম্পর্কে বলেন : আল্লাহর কৃসম! আমি এ আয়াত সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেছি (অর্থাৎ- এ আয়াত অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করা থেকে বিরত থাকব কি-না)। রসূল (ﷺ) বললেন : "না"; বরং ঐ পর্যন্ত চালু রাখো, যখন তোমরা দেখবে, কৃপণের অনুসরণ করা হয়, প্রবৃত্তির পূজা করা হয়, ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেয়া হয় এবং প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের মতকে পছন্দনীয় বলে মনে করে। তুমি এমন কাজ দেখবে, যা থেকে তুমি এড়িয়ে চলতে পারবে না। তখন তুমি নিজেকেই নিজে রক্ষা করো এবং জনগণকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কারণ তোমাদের ভবিষ্যৎযুগ এমন হবে, তোমাকে শুধু ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করবে, তার অবস্থা এরূপ হবে, যেন সে নিজের হাতে নিজে অঙ্গার উঠিয়ে নিয়েছে। সে সময় যে ব্যক্তি ধর্মের কাজে 'আমাল করবে, সে পঞ্চাশজন লোকের 'আমাল করার সাওয়াব পাবে। জনৈক সহাবী জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! সে যামানারই পঞ্চাশজন লোকের 'আমালে সাওয়াবের সমান হবে? রসূল (ﷺ) বললেন : না, তোমাদের যামানার পঞ্চাশজনের 'আমালের সাওয়াবের সমান হবে।

(তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[১০৪৭]

ব্যাখ্যা : (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) উল্লেখিত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম বায়যাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আয়াতাংশের অর্থ হলো তোমরা নিজেরদেরকে বিপদাপদ ও অন্যায় অশ্লীলতা থেকে হিফাযাত কর এবং কৃত অন্যায় অপরাধ থেকে সংশোধন কর।

(بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ) বর্ণিত হাদীসাংশের অর্থ হলো তোমরা একে অন্যকে সৎকাজের আদেশ কর আর এক দল অন্যদলকে মন্দ কাজে থেকে নিষেধ কর।

[১০৪৭] হাসান : আবূ দাউদ ৪৩৪১, তিরমিযী ১৪, ইবনু মাজাহ ৪০১৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৮৫০, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৮৬।

Scanned by CamScanner

ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তোমরা এ দু'টো বিষয়কে (সৎকাজের আদেশ আর মন্দ কাজের নিষেধ) পরিপূর্ণরূপে উত্তম পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন কর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٤٥ -[٩] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُونُ إِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهٗ حَفِظَهٗ مَنْ حَفِظَهٗ وَنَسِيَهٗ مَنْ نَسِيَهٗ وَكَانَ فِيمَا قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ» وَذَكَرَ: «إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهٖ فِي الدُّنْيَا وَلَا غَدْرَ أَكْبَرُ مِنْ غَدْرِ أَمِيرِ الْعَامَّةِ يُغْرَزُ لِوَاؤُهٗ عِنْدَ اسْتِهٖ». قَالَ: «وَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهٗ» وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِنْ رَأٰى مُنْكَرًا أَنْ يُغَيِّرَهٗ» فَبَكٰى أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ: قَدْ رَأَيْنَاهُ فَمَنَعَتْنَا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ نَتَكَلَّمَ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّ بَنِيْ آدَمَ خُلِقُوا عَلٰى طَبَقَاتٍ شَتّٰى فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيٰى مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيٰى كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيٰى مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيٰى كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا» قَالَ: وَذَكَرَ الْغَضَبَ «فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرٰى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ بَطِيءَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْءِ فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرٰى وَخِيَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ بَطِيءَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ وَشِرَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْءِ». قَالَ: «اتَّقُوا الْغَضَبَ فَإِنَّهٗ جَمْرَةٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ أَلَا تَرَوْنَ إِلَى انْتِفَاخِ أَوْدَاجِهٖ؟ وَحُمْرَةِ عَيْنَيْهِ؟ فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ فَلْيَضْطَجِعْ وَلْيَتَلَبَّدْ بِالْأَرْضِ» قَالَ: وَذَكَرَ الدَّيْنَ فَقَالَ: «مِنْكُمْ مَنْ يَكُونُ حَسَنَ الْقَضَاءِ وَإِذَا كَانَ لَهٗ أَفْحَشَ فِي الطَّلَبِ فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرٰى وَمِنْهُم مَنْ يَكُونُ سَيِّءَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهٗ أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرٰى وَخِيَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَحْسَنَ الْقَضَاءَ وَإِنْ كَانَ لَهٗ أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ وَشِرَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَسَاءَ الْقَضَاءَ وَإِنْ كَانَ لَهٗ أَفْحَشَ فِي الطَّلَبِ». حَتّٰى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلٰى رُؤُوسِ النَّخْلِ وَأَطْرَافِ الْحِيطَانِ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهٗ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضٰى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيمَا مَضٰى مِنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫১৪৫-[৯] আবূ সা‘ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ‘আস্‌রের সলাতের পর আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটবে, সেগুলো বর্ণনা করলেন। সেসব কথা যে স্মরণ রাখল তো রাখল, আর যে ভুলে গেল তো ভুলে গেল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা কিছু বললেন, এতে এ কথাও ছিল যে, দুনিয়াটা একটা মিষ্টি ও সুস্বাদু বস্তু। আল্লাহ তা‘আলা এতে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়ে দিলেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কিভাবে ‘আমাল করো। সাবধান! দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচো

Scanned by CamScanner

এবং বাঁচো রমণীদের থেকে। অতঃপর বললেন : নিশ্চয় ক্বিয়ামাতের দিন প্রতিটি ওয়া'দা ভঙ্গকারীর জন্য একটি ঝাণ্ডা হবে, যা দুনিয়ার ওয়া'দা অনুসারে উঁচু-নিচু হবে। কোন ওয়া'দা ভঙ্গকারী জনপ্রতিনিধি বা জনসাধারণের শাসকদের ওয়া'দা ভঙ্গের চেয়ে বড় হবে না। তার ঝাণ্ডা তার বসার স্থানের কাছে দণ্ডায়মান করা হবে। তারপর তিনি বললেন : মানুষের ভীতি যেন তোমাদের কাউকে ন্যায় কথা বলা থেকে বিরত না রাখে, যখন সে সেটাকে ন্যায় বলে জানে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন অন্যায় কাজ করতে দেখে, লোকভীতি যেন সেটাকে উৎপাটন করা থেকে তাকে বিরত না করে। এ বলে আবূ সা'ঈদ আল খুদরী কেঁদে ফেললেন এবং বললেন : আমি অবশ্য অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে দেখেছি; কিন্তু মানুষের ভয়ে আমি সেটা নিষেধ করতে পারিনি। তারপর তিনি () বললেন : স্মরণ রেখ, আদাম সন্তানকে বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, মু'মিন হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, মু'মিন হিসেবে জীবন-যাপন করে এবং মু'মিন হিসেবে মৃত্যুবরণ করে এবং তাদের কেউ কেউ এমনও রয়েছে যে, জন্মগ্রহণ করে কাফির হিসেবে, জীবন-যাপন করে কাফির হিসেবে এবং মৃত্যুবরণ করে কাফির হিসেবে। আর তাদের থেকে কেউ কেউ এমন রয়েছে যে, জন্মগ্রহণ করে মু'মিন হিসেবে, জীবন-যাপন করে মু'মিন হিসেবে; কিন্তু মৃত্যুবরণ করে কাফির হিসেবে। আবার কেউ কেউ এমন আছে যে, কাফির হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, কাফির হিসেবে জীবন-যাপন করে; কিন্তু মৃত্যুবরণ করে মু'মিন হিসেবে।

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী বলেন, তারপর রসূল রাগ সম্পর্কে বললেন : কেউ কেউ এমন আছে, যারা খুব তাড়াতাড়ি রাগে এবং তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়। একটি অপরটির ক্ষতিপূরণকারী। আবার কেউ কেউ এমন আছে, যারা খুব দেরিতে রাগে এবং তাদের রাগ নিবারিত হতেও দেরি হয়। এ দু'টো অবস্থাও একটি অপরটির ক্ষতিপূরক। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যার রাগ দেরিতে আসে এবং তাড়াতাড়ি রাগ প্রশমিত হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি নিকৃষ্ট, যে তাড়াতাড়ি রাগে এবং দেরিতে ঠাণ্ডা হয়। তারপর তিনি () বললেন : তোমরা রাগ থেকে বাঁচো। কেননা সেটা আদাম সন্তানের হৃদয়ে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার। তোমরা কি দেখনি, মানুষ যখন রাগে, তখন শাহ-রগ ফুলে ওঠে এবং চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যায়। অতএব, তোমাদের কেউ যখন রাগ উপলব্ধি করবে, সে যেন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে এবং ভূমির সাথে মিশে থাকে।

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী বলেন : অতঃপর রসূল ঋণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে ঋণ পরিশোধ যথাসময়ে করে; কিন্তু সে যদি কাউকে ঋণ দিয়ে থাকে, তাহলে সেটা আদায়ের ব্যাপারে খুব কঠিন হয়ে পড়ে এবং খুব খারাপ ব্যাপার করে। এগুলোর মধ্যে একটি অভ্যাস অপর অভ্যাসটির ক্ষতিপূরক। আবার কোন লোক এমন আছে, যে ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে খুবই খারাপ; কিন্তু সে যদি কাউকে ঋণ দিয়ে থাকে, তাহলে নরম কথা বলে ঋণ আদায় করে। এসব অভ্যাস একটি অপরটির ক্ষতিপূরক। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কারো নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করলে ঠিক সময় মতো পরিশোধ করে; আর সে যদি কারো নিকট পাওনা থাকে, তাহলে নরম কথা বলে তার ঐ পাওনা আদায় করে। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট, যে ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে খারাপ এবং নিজের পাওনা আদায়ের ব্যাপারে কঠিন ও কটুভাষী হয়। ততক্ষণে সূর্য খেজুরের ডাল এবং দেয়ালের কিনারায় পৌঁছল। তখন তিনি () বলেছেন : সাবধান! সময় চলে গিয়েছে। তার মোকাবিলায় এতটুকু পরিমাণ দুনিয়াবী জীবন বাকি আছে, যতটুকু এ দিনের ক্ষুদ্রাংশ বাকি আছে। (তিরমিযী)[১০৫০]

[১০৫০] হাসান সহীহ : তিরমিযী ২১৯১, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০৭২০, আহমাদ ১১১৪৩।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ) অর্থাৎ- দুনিয়া অনেক চাকচিক্যময় আর প্রমোদের জায়গা। এর ভোগ্য বস্তুগুলো অত্যন্ত মজাদার ও চমৎকার।

হাদীসে الدُّنْيَا শব্দের বিশেষণ হিসেবে خَضِرَةٌ আর حُلْوَةٌ ব্যবহার করার কারণ হলো 'আরবের লোকেরা সুখকর ও পছন্দনীয় বস্তুর ক্ষেত্রে উক্ত শব্দদ্বয় ব্যবহার করে তার মাধুর্যতা প্রকাশ করে থাকেন। সে দিক থেকে এখানেও তার প্রয়োগ ঘটেছে।

(فَاتَّقُوا الدُّنْيَا) অর্থাৎ- জীবন ধারণের তাগিদে আর ধর্মীয় কারণে যতটুকু প্রয়োজন তাতেই সীমাবদ্ধ থাকা। অতিরিক্ততা বর্জনই হলো আসল উদ্দেশ্য।

(وَاتَّقُوا النِّسَاءَ) অর্থাৎ- নারীদের চক্রান্ত, ছলনা আর কুটবুদ্ধি থেকে সতর্ক থাক।

«وَلَا غَدْرَةَ أَعْظَمَ مِنْ غَدْرَةِ إِمَامٍ عَامَّةٍ» 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) এ ধরনের ইমামের ব্যাপারে বলেন : এখানে উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তি যিনি কোনরূপ চক্রান্ত বা ছলচাতুরীর মদদ ছাড়াই মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং জনগণের একান্ত আন্তরিকতায় বিভিন্ন সময়ে সাহায্যপ্রাপ্ত হন। এমন ব্যক্তি যখন জনগণের সাথে প্রতারণা করেন তখন এর চাইতে জঘন্যতম ও ক্ষতিকর প্রতারণা আর কিছুই হতে পারে না।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২১৯১; মিরকাতুল মাফাতীহ)

٥١٤٦ -[١٠] وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتّٰى يَعْذِرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫১৪৬-[১০] আবুল বাখ্‌তারী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-এর সহাবীদের মধ্যে একজনের থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ ধ্বংস হবে না তার মধ্যে পাপের পরিমাণ বেশি না হওয়া পর্যন্ত। (আবূ দাউদ)[১০৫১]

ব্যাখ্যা : (لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتّٰى يَعْذِرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ) উল্লেখিত হাদীসের তাফসীরে ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আবূ 'উবায়দ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন, يعذروا শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যতক্ষণ না তাদের দোষ-ত্রুটি ও পাপাচার বৃদ্ধি পাবে। আবার বলা হয়েছে, হাদীসের অর্থ হলো "যতক্ষণ না তাদের কাছে সত্য প্রকাশ না করা এবং তার ওপর 'আমাল করতে না পারার কোন ওযর থাকবে।" তাই বিনা ওযরে সত্য প্রত্যাখ্যাত হলে আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হবে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৩৯; মিরকাতুল মাফাতীহ)

٥١٤٧ -[١١] وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَوْلًى لَنَا أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ تَعَالٰى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتّٰى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلٰى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوا فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ عَذَّبَ اللهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»

[১০৫১] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৩৪৭, সহীহুল জামি' ৫২৩১, আহমাদ ১৮২৮৯।

Scanned by CamScanner

৫১৪৭-[১১] 'আদী ইবনু 'আদী আল কিন্দী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মুক্ত গোলাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, আমার দাদাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা কোন জাতিকে তাদের বিশেষ কোন লোকের পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করবেন না, যতক্ষণ না ঐ জাতির অধিকাংশ লোক ঐ পাপের কথা জানতে পারবে যে, তাদের মধ্যে খারাপ কাজ করা হচ্ছে এবং তারা সেটা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিরোধ না করে। যখন তারা এরূপ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ জাতির সকলকে ব্যাপকভাবে শাস্তি প্রদান করেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[১০৫২]

٥١٤٨ - [١٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِيْ نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَالَسُوهُمْ فِيْ مَجَالِسِهِمْ وَاٰكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ فَضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ». قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: «لَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ حَتّٰى تَأْطِرُوهُمْ أَطْرًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَفِيْ رِوَايَتِهٖ قَالَ: «كَلَّا وَاللهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلٰى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرُنَّهٗ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهٗ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ»

৫১৪৮-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বানী ইসরাঈল গোত্র যেখন পাপাচারে লিপ্ত হয়ে গেল, তখন তাদের 'আলিমগণ প্রথমত তাদেরকে সেটা থেকে নিষেধ করলেন। যখন তারা বিরত হলো না, তখন তারাও তাদের মাজলিসে বসতে লাগল এবং তাদের সাথে একত্রে খাদ্য খেতে ও মদ পান করতে লাগল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কারো কারো অন্তর কারো কারো অন্তর দ্বারা কলুষিত করে দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা দাঊদ আলায়হিস সালাম ও 'ঈসা ইবনু মারইয়াম আলায়হিস সালাম-এর যবানিতে তাদের ওপর অভিসম্পাত করলেন। এ অভিসম্পাত তাদের পাপের কারণে ও সীমালঙ্ঘন করার কারণে হয়েছে।

রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বালিশে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন। এ কথা বলে তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন : ঐ পবিত্র সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা অত্যাচারী ও পাপীদের পাপকার্য থেকে নিষেধ করবে। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[১০৫৩]

[১০৫২] **য'ঈফ :** শারহুস্ সুন্নাহ্ ৪১৫৫।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ এর সানাদে "মাওলা"র অজ্ঞতা থাকার কারণে য'ঈফ। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৮৮। য'ঈফুল জামি' ১৬৭৫, আহমাদ ১৭৭২০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৩৭৮৮।

[১০৫৩] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৪৩৩৭, তিরমিযী ৩০৪৭, ইবনু মাজাহ ৪০০৬।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, "ইবনু মাস্'ঊদ"-এর মাঝে তার বিচ্ছিন্নতার কারণে, আর তার ছেলের নাম আবূ 'উবায়দাহ্। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১১০৫, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৮৯, আহমাদ ৩৭১৩।

Scanned by CamScanner

অন্য বর্ণনায় আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহর ক্বসম! তোমরা তাদেরকে অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। অত্যাচারীদের হস্তদ্বয় ধরে ফেলবে, তাদেরকে সৎকাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে এবং সৎকাজের উপর স্থিতিশীল রাখবে। নতুবা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কারো কারো অন্তরকে কারো কারো অন্তরের সাথে মিলিয়ে দেবেন। তারপর বানী ইসরাঈলকে যেভাবে অভিসম্পাত করেছিলেন, সেভাবে তোমাদেরকেও অভিসম্পাত করবেন।

ব্যাখ্যা : (فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ) 'আল্লামাহ্ ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে بِبَعْضٍ শব্দের শুরুর "ب" হরফটি কারণ বর্ণনা করার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কাজেই এর অর্থ হলো, অন্যায়কারী ব্যক্তির সহচার্যে থাকার কারণে তা দুষ্কৃতির দ্বারা একজন সৎ ব্যক্তির অন্তরকে আল্লাহ মলিন করে দিয়েছেন। এক কথায় পাপী ব্যক্তির সহচার্যে সৎলোকের অন্তর কলুষিত হয়। এভাবে তাদের সকলের অন্তর সঠিক ও কল্যাণকর বিষয় গ্রহণ করার ব্যাপারে কঠোর ও নির্দয় হয়েছিল। এটি ছিল বানী ইসরাঈলের ওপর আল্লাহর বিশেষ ধরনের অভিসম্পাত।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৩২৮; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩০৪৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٤٩ -[١٣] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ رِجَالًا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ: مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ». رَوَاهُ فِيْ» شَرْحِ السُّنَّةِ «وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ» شعب الْإِيْمَانِ.

وَفِيْ رِوَايَتِهِ قَالَ: «خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَيَقْرَؤُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَلَا يَعْمَلُوْنَ»

৫১৪৯-[১৩] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মি'রাজের রাতে আমি বহু লোককে দেখেছি যে, তাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরীল! এরা কারা? জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন : এরা আপনার উম্মাতের মধ্যে বক্তাগণ, যারা লোকেদেরকে ভালো কাজের আদেশ করত; কিন্তু নিজেদেরকে ভুলে যেত। অর্থাৎ- নিজেরা সৎকাজ করত না।

(শারহুস্ সুন্নাহ্ ও বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমান")[১০৫৪]

ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ)-এর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে এমন সব খত্বীব বা বক্তা হবে, যারা এমন সব কথা বলবে, যা তারা নিজেরা কার্যকর করবে না। তারা আল্লাহ তা'আলার কুরআন পাঠ করবে; কিন্তু সে মতো 'আমাল করত না।

٥١٥٠ -[١٤] وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْزًا وَلَحْمًا وَأُمِرُوْا أَنْ لَا يَخُوْنُوا وَلَا يَدَّخِرُوْا لِغَدٍ فَخَانُوْا وَادَّخَرُوْا وَرَفَعُوْا لِغَدٍ فَمُسِخُوْا قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

[১০৫৪] সহীহ লিগয়রিহী : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৪১৫৯, সহীহ আত্ তারগীব ২৩২৭, শু'আবুল ঈমান ৪৯৬৫, আহমাদ ১৩৪২১, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪০৬৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯১।

Scanned by CamScanner

৫১৫০-[১৪] 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর ক্বওমের ওপর আকাশ থেকে রুটি ও গোশ্‌তের থালা অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল আমানাতে খিয়ানাত না করার। অর্থাৎ- প্রয়োজনের অধিক নেবে না ও অন্যের অংশেও হাত দেবে না এবং আগামীকালের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে না। কিন্তু তারা খিয়ানাত করল ও সঞ্চয়ও করল এবং অন্য দিনের জন্য কিছু খাবার রেখেও দিলো। এজন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাদের আকৃতি-অবয়ব পরিবর্তন করে বানর ও শূকর বানিয়ে দেয়া হলো। (তিরমিযী)[১০৫৫]

ব্যাখ্যা : (أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ) 'আল্লামাহ্ রাগিব আল আসবাহানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : الْمَائِدَةُ হলো এক ধরনের প্রশস্ত প্লেট যাতে বিভিন্ন প্রকারের খাবার থাকে।

ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীর ইবনু কাসীর'-এ উল্লেখ করেছেন যে, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলায়হিস সালাম)-এর যুগে বানী ইসরাঈলের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে এ খাবার অবতীর্ণ হত।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩০৬১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥١٥١ -[١٥] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُ تُصِيبُ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ سُلْطَانِهِمْ شَدَائِدُ لَا يَنْجُو مِنْهُ إِلَّا رَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللهِ فَجَاهَدَ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَقَلْبِهِ فَذٰلِكَ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُ السَّوَابِقُ وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللهِ فَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللهِ فَسَكَتَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ أَحَبَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ بِبَاطِلٍ أَبْغَضَهُ عَلَيْهِ فَذٰلِكَ يَنْجُو عَلَى إِبْطَانِهِ كُلِّهِ»

৫১৫১-[১৫] 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : শেষ যামানায় আমার উম্মাতের ওপর তাদের শাসকদের পক্ষ থেকে কঠিন বিপদ আপতিত হবে। ঐ বিপদ থেকে শুধু সেসব লোকই রেহাই পাবে, যারা আল্লাহ তা'আলার দীন সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবে। সে তার নিজের মুখ, হাত ও অন্তর দ্বারা সত্যকে প্রকাশ করার জন্য জিহাদ করবে। এ ব্যক্তির সৌভাগ্য তার জন্য অগ্রগামী হয়েছে। অন্য আরেক ব্যক্তি হবে, যে আল্লাহ তা'আলার দীন সম্পর্কে জানবে, এতে বিশ্বাস স্থাপন করবে। অন্য এক ব্যক্তি হবে, যে আল্লাহর দীন সম্পর্কে জানবে; কিন্তু চুপচাপ থাকবে। যখন কাউকে কোন নেক কাজ করতে দেখবে, তখন তাকে ভালোবাসবে। আর যখন কাউকে অসৎকাজ করতে দেখবে, তখন তাকে ঘৃণা করবে। এ ব্যক্তিও অন্তরে ভালোবাসা ও বিদ্বেষভাব লুক্কায়িত রাখার কারণে পরিত্রাণ পাবে।[১০৫৬]

[১০৫৫] য'ঈফ : তিরমিযী ৩০৬১।

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ এর সানাদে "কৃতাদাহ্" নামক বর্ণনাকারীগণ একজন প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস ব্যক্তি। আর সে "আন" দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৬৫১।

[১০৫৬] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান।

Scanned by CamScanner

٥١٥٢ -[١٦] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنِ اقْلِبْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا قَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ". قَالَ: "فَقَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ".

৫১৫২-[১৬] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ মহীয়ান-গরীয়ান জিবরীল (আলায়হিস সালাম)-কে আদেশ করেন যে, অমুক শহর বা জনপদটিকে সেটার বাসিন্দাসহ উল্টিয়ে দাও। তখন জিব্‌রীল (আলায়হিস সালাম) বললেন : হে প্রভু! ঐ জনপদে তোমার অমুক বান্দা রয়েছে, যে এক মুহূর্ত তোমার নাফরমানি করেনি। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, তার ও তাদের সকলের ওপর শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডল পাপীদের পাপাচার দেখে আমার সন্তুষ্টির জন্য এক মুহূর্তের জন্যও পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ- সে পাপীদের পাপ এক মুহূর্তের জন্যও খারাপ মনে করেনি।[১০৫৭]

٥١٥٣ -[١٧] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَا لَكَ إِذَا رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ فَلَمْ تُنْكِرْهُ؟" قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَيُلَقَّى حُجَّتَهُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ خِفْتُ النَّاسَ وَرَجَوْتُكَ». رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي» شُعَبِ الْإِيمَانِ".

৫১৫৩-[১৭] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ মহীয়ান-গরীয়ান ক্বিয়ামাতের দিন বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন এবং বলবেন, যখন শারী'আত বিরোধী কাজ সংঘটিত হতে দেখছিলে, তখন তোমার কি হয়েছিল যে, তুমি এতে নিষেধ করতে পারনি? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : ঐ বান্দাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রমাণ শিখিয়ে দেয়া হবে। যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করার মর্যি করবেন, তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি মানুষের যুল্‌ম-অত্যাচারের ভয়ে ভীত ছিলাম এবং তোমারই ক্ষমার আশা পোষণ করেছিলাম।

[ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লিখিত হাদীস তিনটি শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।][১০৫৮]

ব্যাখ্যা : (فَيَقُولُ: يَا رَبِّ خِفْتُ النَّاسَ وَرَجَوْتُكَ) লোকটির এই উত্তরের মধ্যে আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল থাকা, অপারগতা প্রকাশ এবং অন্যায়ের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এমনও হতে পারে যে, দুষ্ট লোকেদের দাপটের কারণে ভয়ে সে প্রতিবাদ করতে

হাদীসটি দু'টি কারণে য'ঈফ : ১ম- ইনক্বিতা' জাবির ইবনু যায়দ-এর মাঝে। আর ২য়টি- য'ঈফ সালিম আল মুরাদী। আর সে হলো ইবনু 'আবদুল ওয়াহিদ, অথবা ইবনুল আ'লা অথবা 'আবদুল 'আলা; তাকে ইমাম নাসায়ী ও ইবনু মা'ঈন য'ঈফ বলেছেন। দেখুন- য'ঈফাহ্ ৬৭২৫।

[১০৫৭] য'ঈফ জিদ্দান (খুবই দুর্বল) : শু'আবুল ঈমান ৭৫৯৫।

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সানাদে "আম্মার ইবনু সায়ফ" নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। ইমাম যাহাবী তাকে য'ঈফ বলেছেন, আর ইমাম দারাকুত্বনী তাকে মাতরূক বলেছেন। আর 'উবায়দুল্লাহ ইবনু ইসহাক্ব আল আত্বার নামের বর্ণনাকারী সম্পর্কেও ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তারা তাকে য'ঈফ বলেছেন। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৯০৪, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৯১।

[১০৫৮] সানাদ জাযি়্যদ (إسناد جيد) : শু'আবুল ঈমান ৭৫৭৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৬৮, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১০৮৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯২৯।

Scanned by CamScanner

পারেনি, ফলে সে অক্ষম ছিল। ইমাম তৃীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ ধরনের ব্যক্তি শারী'আত সমর্থিত অবস্থার সম্মুখীন, তাই তার কোন অপরাধ নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٥٤ -[١٨] وَعَنْ أَبِيْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ إِنَّ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنْكَرَ خَلِيقَتَانِ تُنْصَبَانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَّا الْمَعْرُوفُ فَيُبَشِّرُ أَصْحَابَهٗ وَيُوعِدُهُمُ الْخَيْرَ وَأَمَّا الْمُنْكَرُ فَيَقُولُ: إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهٗ إِلَّا لُزُومًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي» شُعَبِ الْإِيْمَانِ".

৫১৫৪-[১৮] আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সেই পবিত্র সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদ-এর প্রাণ, ক্বিয়ামাতের দিন সৎ ও অসৎ কাজগুলোকে বিশেষ আকৃতিতে তৈরি করা হবে এবং তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হবে। ভালো কাজগুলো তার 'আমালকারীকে সুসংবাদ দেবে এবং ভালো ফলাফলের অঙ্গীকার করবে। আর মন্দ কাজগুলো তার 'আমালকারীকে বলবে, দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও। প্রকৃতপক্ষে তারা দূর হয়ে যাওয়ার শক্তি পাবে না; বরং তার সাথেই জড়িয়ে থাকবে। (আহমাদ ও বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন।)[১০৫৯]

[১০৫৯] **য'ঈফ :** আহমাদ ১৯০৫০।
হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর বর্ণনাকারীগুলো বিশ্বস্ত তবে "ক্বতাদাহ্ ও হাসান বাসরী" মুদাল্লিস রাবী। আর তারা দু' জনের 'আন দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছে। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৪/৪৯১ পৃঃ।

Scanned by CamScanner

تحقيق

مشكوة المصابيح

المجلد الخامس

تأليف:

ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله
الخطيب العمري التبريزي رحمه الله

تحقيق:

علامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

حديث أكاديمي
(موسسة التعليم والبحوث والنشر)

Scanned by CamScanner